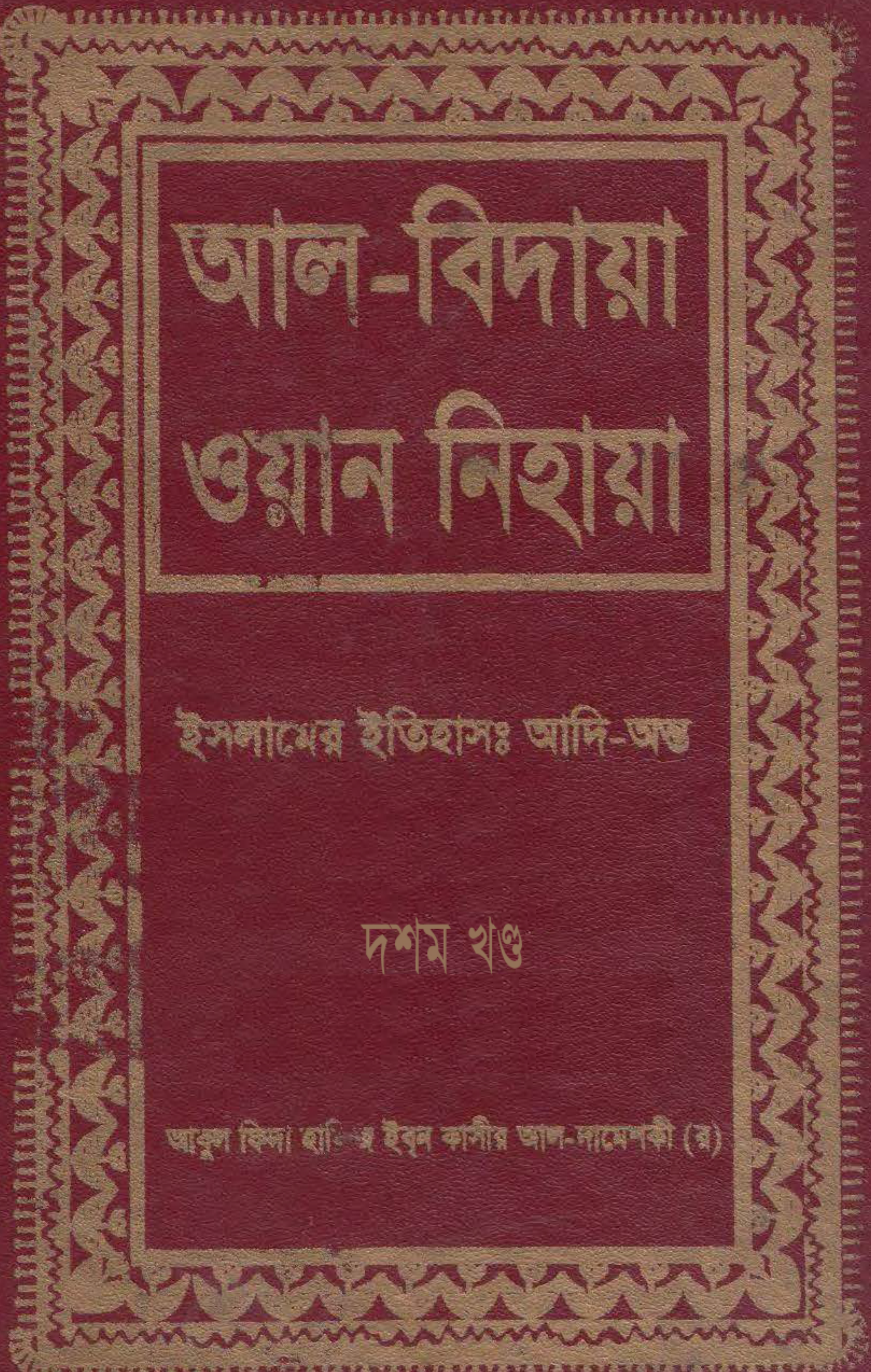

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

ইসলামের ইতিহাসঃ আদি-অন্ত

দশম খণ্ড

আবুল ফিদা হাফিজ ইবন কাসীর আদ-দামেশকী (র)

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

(ইসলামের ইতিহাস : আদি-অন্ত)

দশম খণ্ড

মূল

আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র)

মূল কিতাব পরিমার্জন ও সম্পাদনায়

❊ ড. আহমদ আবূ মুলহিম ❊ ড. আলী নজীব আতাবী

❊ প্রফেসর ফুয়াদ সাইয়েদ ❊ প্রফেসর মাহদী নাসির উদ্দীন

❊ প্রফেসর আলী আবদুস সাতির

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (দশম খণ্ড)
মূল : আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র)
অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

পৃষ্ঠা : ৫৯৮
ইফা অনুবাদ ও সংকলন ঃ ৩৩৫
ইফা প্রকাশনা : ২৪৫৯
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.০৯
ISBN : 984-06-1201-8

গ্রন্থস্বত্ব : ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ :
সেপ্টেম্বর ২০১০
আশ্বিন ১৪১৭
শাওয়াল ১৪৩১

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১৩৩৩৯৪

প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ মেসার্স কে.এন. কম্পিউটার্স
২৪৬, বাসাবো, ঢাকা-১২১৯

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ হালিম হোসেন খান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২২৭১

মূল্য ঃ ২৯২.০০ (দুইশত বিরানব্বই টাকা মাত্র

AL-BIDAYA WAN NIHAYA (10th VOLUME) [Islamic History : First to Last]: Written by Abul Fida Hafiz Ibn Kasir Ad-Dameshki (R) in Arabic, translated into Bangla under the Supervision of Editorial Board of Al-Bidaya Wan Nihaya & published by Director, Translation & Compilation Dept., Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133394 September 2010

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation.bd.org

Price : Tk 292.00 ; US Dollar : 10.00

মহাপরিচালকের কথা

'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' প্রখ্যাত মুফাসসির ও ইতিহাসবেত্তা আল্লামা ইবনে কাসীর (র) প্রণীত একটি সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সৃষ্টির শুরু তথা আরশ, কুরসী, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল প্রভৃতি এবং সৃষ্টির শেষ তথা হাশর-নশর, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই বৃহৎ গ্রন্থটি ১৪টি খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র) তাঁর এই গ্রন্থকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে আরশ, কুরসী, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী ঘটনবলী তথা ফেরেশতা, জিন, শয়তান, আদম (আ)-এর সৃষ্টি, যুগে যুগে আবির্ভূত নবী-রাসূলগণের ঘটনা, বনী ইসরাঈল, ইসলাম-পূর্ব যুগের ঘটনাবলী এবং মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন-চরিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতকাল থেকে ৭৬৮ হিজরী সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালের বিভিন্ন ঘটনা এবং মনীষীদের জীবনী আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় ভাগে রয়েছে ফিৎনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কিয়ামতের আলামত, হাশর-নশর, জান্নাত-জাহান্নামের বিবরণ ইত্যাদি।

লেখক তাঁর এই গ্রন্থের প্রতিটি আলোচনা পবিত্র কুরআন, হাদীস, সাহাবাগণের বর্ণনা, তাবেঈন ও অন্যান্য মনীষীর উক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। ইবন হাজার আসকালানী (র), ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী (র) প্রমুখ ইতিহাসবিদ এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বদরুদ্দীন আইনী (র) এবং ইবন হাজার আসকালানী (র) গ্রন্থটির সার-সংক্ষেপ রচনা করেছেন। বিজ্ঞজনের মতে, এ গ্রন্থের লেখক ইবনে কাসীর (র) ইমাম তাবারী, ইবনুল আসীর, মাসঊদী ও ইবন খালদুনের ন্যায় উচ্চস্তরের ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও ইতিহাসবেত্তা ছিলেন।

বিখ্যাত এ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের দশম খণ্ড পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। গ্রন্থখানির অনুবাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং গ্রন্থটির প্রকাশনার ক্ষেত্রে অন্য যাঁরা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ।

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ শ্রম কবূল করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম ও হাওয়া (আ) থেকে মানব সভ্যতার শুভ সূচনা হয়েছে। হযরত আদম (আ) ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা এবং সর্বপ্রথম নবী। আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পর তাঁর বিধি-বিধান আম্বিয়া-ই-কিরামের মাধ্যমেই মানব জাতির কাছে পৌঁছিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ সহীফা অথবা কিতাব নিয়ে এসেছেন। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, আম্বিয়া-ই-কিরামের আগমন ও তাঁদের কর্মবহুল জীবন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই ইসলামের নির্ভুল ইতিহাস জানার জন্য কুরআন-হাদীসই হলো মৌলিক উপাদান। আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও কুরআন-হাদীসের তত্ত্ব ও তথ্য প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত।

আল্লামা হাফিজ ইবন কাসীর (র) কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলার বিশাল সৃষ্টি জগতসমূহের সৃষ্টিতত্ত্ব ও রহস্য, মানব সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আম্বিয়া-ই-কিরামের সুবিস্তৃত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত এই বৃহৎ গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় একটি ইতিহাস গ্রন্থ।

ইসলামের ইতিহাস চর্চাকারদের জন্যে গ্রন্থটি দিক-নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। গ্রন্থটির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সবগুলো খণ্ড অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বর্তমানে দশম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশ করা হলো। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সুবিধার্থে 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'র বাংলা নামকরণ করা হয়েছে 'ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত।'

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ আবূ তাহের, হাফেজ মাওলানা ইসমাঈল, মাওলানা হাবীবুর রহমান নদভী ও মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন। আর সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক আবদুল মান্নান ও অধ্যাপক আবদুল মালেক। গ্রন্থটি অনুবাদ ও সম্পাদনার সাথে সম্পৃক্ত সবার প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক মোবারকবাদ।

অনূদিত গ্রন্থটির দশম খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। অপরাপর খণ্ডগুলোও প্রকাশের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আমরা গ্রন্থটি নির্ভুল মুদ্রণের চেষ্টা করেছি। তবুও গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে হয়তো কোথাও ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। সচেতন পাঠকবৃন্দের নিকট কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।

আমরা আশা করি বইটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবূল করুন! আমীন

নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

অনুবাদক মণ্ডলী

- মাওলানা সৈয়দ এমদাদ উদ্দীন
- মাওলানা আবু তাহের
- হাফেজ মাওলানা ইসমাঈল
- মাওলানা হাবীবুর রহমান নদভী
- মাওলানা মহিউদ্দীন

সম্পাদকবৃন্দ

- অধ্যাপক আবদুল মালেক
- অধ্যাপক আবদুল মান্নান

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিকের খিলাফতকাল	১৫
এই হিজরী সনে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয়	২১
১২৬ হিজরী সন	২২
ওয়ালীদের হত্যাকাণ্ড ও পতন	২৩
ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের শাসন পরিচালনা	৩২
ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান	৪০
১২৬ হিজরী সনে যাঁরা ইনতিকাল করেন	৪৩
১২৭ হিজরী সন	৫১
মারওয়ান আল-হিমারের দামেস্কে প্রবেশ ও খিলাফত লাভ	৫২
১২৭ হিজরী সনে যাঁদের ওফাত হয়	৫৯
১২৯ হিজরী সন	৬৪
আবূ মুসলিম খুরাসানীর আত্মপ্রকাশ	৬৫
ইবনুল কিরমানীর হত্যাকাণ্ড	৬৯
১২৯ হিজরী সনে নেতৃস্থানীয় যাঁদের মৃত্যু হয়	৭৩
১৩০ হিজরী সন	৭৪
শায়বান ইব্ন সালামা হাবীবী-এর হত্যাকাণ্ড	৭৪
আবূ হামযা খারিজীর পবিত্র মদীনায় প্রবেশ - - - -	৭৫
১৩০ হিজরী সনে যাঁদের মৃত্যু হয়	৭৮
১৩১ হিজরী সন	৭৮
১৩২ হিজরী সন	৮০
ইমাম ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদের হত্যাকাণ্ড	৮১
আবূ আব্বাস আল-সাফ্ফাহের খিলাফত	৮৩
মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ানের হত্যাকাণ্ড	৮৭
মাওয়ান হত্যার বিবরণ	৯১
মারয়ান আল-হিমার সম্পর্কে কিছু কথা	৯৪
উমাবী খিলাফতের সমাপ্তি এবং আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনা সংক্রান্ত হাদীস	৯৭
আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ্-এর খিলাফত লাভ এবং তার খলীফা চরিত	১০৩
এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন	১০৯

বিবরণ	পৃষ্ঠা
১৩৩ হিজরীর সূচনা	১১০
১৩৪ হিজরীর সূচনা	১১১
১৩৫ হিজরীর সূচনা	১১২
১৩৬ হিজরীর সূচনা	১১২
প্রথম আব্বাসীয় খলীফা আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ্-এর জীবন চরিত	১১৩
আবূ জা'ফর মানসূরের খিলাফত	১১৮
১৩৭ হিজরীর সূচনা	১১৯
আবূ মুসলিম খুরাসানীর হত্যাকাণ্ড	১২১
আবূ মুসলিম খুরাসানীর জীবন চরিত	১২৭
১৩৮ হিজরীর সূচনা	১৩৮
১৩৯ হিজরীর সূচনা	১৩৯
১৪০ হিজরীর সূচনা	১৪০
১৪১ হিজরীর সূচনা	১৪১
১৪২ হিজরীর সূচনা	১৪৪
১৪৩ হিজরীর সূচনা	১৪৮
১৪৪ হিজরীর সূচনা	১৪৮
১৪৫ হিজরীর সূচনা	১৫২
মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানের হত্যাকাণ্ড	১৫৮
ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানের বিদ্রোহ	১৫৯
বসরায় ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্র বিদ্রোহ	১৬৫
এ বছর যে সব বিশিষ্টজন ইনতিকাল করেন	১৭১
এ বছর যে সব প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন	১৭২
১৪৬ হিজরীর সূচনা	১৭৩
বাগদাদ নগরী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস ও আছার	১৮১
বাগদাদ নগরীর ভাল-মন্দ বিষয়ে বিশিষ্টজনদের অভিমত	১৮৩
বাগদাদের সৌন্দর্যরাজির ও ত্রুটিসমূহ - - - -	১৮৫
১৪৭ হিজরীর প্রারম্ভ	১৮৭
১৪৮ হিজরীর আগমন	১৮৯
১৪৯ হিজরীর আগমন	১৯০
১৫০ হিজরীর আগমন	১৯১
ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর জীবনী	১৯২
১৫১ হিজরীর আগমন	১৯৩
১৫২ হিজরীর প্রারম্ভ	১৯৫
১৫৩ হিজরীর আগমন	১৯৬

বিবরণ	পৃষ্ঠা
১৫৪ হিজরীর আগমন	১৯৮
১৫৫ হিজরীর আগমন	২০১
প্রসিদ্ধ শহর আর-রাফিকা এর নির্মাণ	২০১
হাম্মাদ আর-রাবীআ	২০২
১৫৬ হিজরীর প্রারম্ভ	২০৩
১৫৭ হিজরীর প্রারম্ভ	২০৪
আল-আওযাঈ (র)-এর জীবনী থেকে কিছু কথা	২০৫
১৫৮ হিজরীর প্রারম্ভ	২১৩
মানসূরের জীবন কাহিনী	২১৪
মানসূরের সন্তান-সন্ততি	২২৭
আল-মাহদী ইব্‌ন আল-মানসূরের খিলাফতকাল	২২৭
১৫৯ হিজরীর আগমন	২২৮
১৬০ হিজরীর আগমন	২৩০
মূসা আল-হাদীর জন্য বায়আত গ্রহণ	২৩১
১৬১ হিজরীর আগমন	২৩৪
আবূ দালামা	২৩৬
১৬২ হিজরীর আগমন	২৩৭
ইবরাহীম ইব্‌ন আদহাম	২৩৭
১৬৩ হিজরীর আগমন	২৫৬
১৬৪ হিজরীর আগমন	২৫৭
১৬৫ হিজরীর আগমন	২৫৮
১৬৬ হিজরীর আগমন	২৫৮
১৬৭ হিজরীর আগমন	২৬১
১৬৮ হিজরীর আগমন	২৬৩
১৬৯ হিজরীর আগমন	২৬৫
আর তাঁর জীবনী হল নিম্নরূপ	২৬৫
মূসা আল-হাদী ইব্‌ন মাহদীর খিলাফতকাল	২৭৪
১৭০ হিজরীর আগমন	২৭৬
আল-হাদীর জীবনীর কিছু অংশ	২৭৭
হারূনুর রশীদ ইব্‌ন আল-মাহদীর খিলাফতকাল	২৭৯
১৭১ হিজরীর আগমন	২৮২
১৭২ ও ১৭৩ হিজরীর প্রারম্ভ	২৮৩
১৭৪ হিজরীর আগমন	২৮৮
১৭৫ হিজরীর আগমন	২৮৮

বিবরণ	পৃষ্ঠা
১৭৬ হিজরীর আগমন	২৯০
১৭৭ হিজরীর আগমন	২৯৮
১৭৮ হিজরীর আগমন	২৯৮
১৭৯ হিজরীর আগমন	৩০১
ইমাম মালিক (র)	৩০৩
১৮০ হিজরীর প্রারম্ভ	৩০৪
সীবুওয়ায়হ	৩০৬
১৮১ হিজরীর আগমন	৩০৮
১৮২ হিজরীর প্রারম্ভ	৩১১
১৮৩ হিজরীর আগমন	৩১৭
১৮৪ হিজরীর আগমন	৩১৯
১৮৫ হিজরীর আগমন	৩২১
১৮৬ হিজরীর প্রারম্ভ	৩২৩
কবি সালিম আল-খাসিব	৩২৪
১৮৭ হিজরীর আগমন	৩২৬
এই সনে যাঁদের ইনতিকাল হয় তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	৩৩৬
একটি আশ্চর্য ঘটনা	৩৪২
হযরত ফুযায়ল ইব্‌ন ইয়ায (র)	৩৪৪
১৮৮ হিজরীর আগমন	৩৪৫
আবূ ইসহাক আল-ফাযারী	৩৪৭
ইবরাহীম আল-মাওসিলী	৩৪৭
১৮৯ হিজরীর আগমন	৩৪৮
এ বছরে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ইনতিকাল হয় তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা	৩৪৯
ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইব্‌ন যুফার (র)	৩৫০
১৯০ হিজরীর আগমন	৩৫১
ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন বারমাক	৩৫৩
১৯১ হিজরীর আগমন	৩৫৬
১৯২ হিজরীর আগমন	৩৫৮
এ বছরে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	৩৫৯
বক্‌র ইবনুন নাত্‌তাহ	৩৬০
১৯৩ হিজরীর আগমন	৩৬৮
খলীফা হারূনুর রশীদের ইনতিকাল	৩৬৯
জীবন বৃত্তান্ত	৩৭০
খলীফা হারূনুর রশীদের স্ত্রী, দাসী ও সন্তান-সন্ততি	৩৮৪

বিবরণ	পৃষ্ঠা
মুহাম্মদ আল-আমীনের খিলাফত	৩৮৫
আমীন ও মামূনের বিরোধ	৩৮৫
ইসমাঈল ইব্ন উলায়্যা	৩৮৬
১৯৪ হিজরীর আগমন	৩৮৭
আবূ বাহ্র সালিম ইব্ন সালিম আল-বালখী	৩৮৯
১৯৫ হিজরীর আগমন	৩৯০
ইসহাক ইব্ন ইউসুফ আল-আযরাক	৩৯১
কবি আবূ নুওয়াস	৩৯২
১৯৬ হিজরীর আগমন	৪০৮
আমীনের উৎখাত ও ভাই মামূনের - - - -	৪০৯
কাযী হাফ্স ইব্ন গিয়াছ	৪১১
১৯৭ হিজরীর আগমন	৪১২
১৯৮ হিজরীর আগমন	৪১৫
আমীনের নিহত হওয়ার বিবরণ	৪১৬
খলীফা মুহাম্মদ আল-আমীনের জীবনপঞ্জী	৪১৭
১৯৯ হিজরীর আগমন	৪২১
২০০ হিজরীর আগমন	৪২৩
২০১ হিজরীর আগমন	৪২৬
২০২ হিজরীর আগমন	৪২৭
২০৩ হিজরীর আগমন	৪২৯
বাগদাদবাসীরা ইবরাহীম ইবনুল মাহদীকে - - - -	৪৩০
আলী ইব্ন মূসা রিযা	৪৩০
২০৪ হিজরীর আগমন	৪৩১
২০৫ হিজরীর আগমন	৪৩৭
আবূ সুলায়মান দারানী	৪৩৮
২০৬ হিজরীর আগমন	৪৪৪
২০৭ হিজরীর আগমন	৪৪৫
২০৮ হিজরীর আগমন	৪৪৮
সাইয়িদা নাফীসা (র)-এর ওফাত	৪৪৯
উযীর ফযল ইবনুর রাবী'	৪৫০
২০৯ হিজরীর আগমন	৪৫১
২১০ হিজরীর আগমন	৪৫২
২১১ হিজরীর আগমন	৪৫৫
২১২ হিজরীর আগমন	৪৫৭

বিবরণ পৃষ্ঠা

২১৩ হিজরীর সূচনা ৪৫৭
কবি আকূক ৪৫৮
২১৪ হিজরীর সূচনা ৪৬০
২১৫ হিজরীর সূচনা ৪৬১
২১৬ হিজরীর সূচনা ৪৬২
হারূনুর রশীদের স্ত্রী ও পিতৃব্যকন্যা যুবায়দা ৪৬৩
২১৭ হিজরীর সূচনা ৪৬৫
২১৮ হিজরীর সূচনা ৪৬৫
আবদুল্লাহ্ আল-মামূন ৪৬৯
আবূ ইসহাক ইব্ন হারূন মু'তাসিম বিল্লাহ্র খিলাফত ৪৮১
বিশর আল-মুরায়সী ৪৮২
আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম - - - - ৪৮২
২১৯ হিজরীর সূচনা ৪৮৩
২২০ হিজরীর সূচনা ৪৮৩
২২১ হিজরীর সূচনা ৪৮৪
২২২ হিজরীর সূচনা ৪৮৪
বাবকের ধৃত হওয়ার আলোচনা ৪৮৫
২২৩ হিজরীর আগমন ৪৮৬
খলীফা মু'তাসিমের হাতে আমুরিয়া জয় ৪৮৯
আব্বাস ইব্ন মা'মূনের হত্যাকাণ্ড ৪৯২
২২৪ হিজরীর সূচনা ৪৯৪
২২৫ হিজরীর সূচনা ৪৯৮
২২৬ হিজরীর সূচনা ৫০০
আবূ দুলাফ আল-আজালী ৫০১
২২৭ হিজরীর সূচনা ৫০২
খলীফা মু'তাসিমের জীবন চরিত ৫০৩
হারূন ওয়াছিক ইব্ন মু'তাসিমের খিলাফত ৫০৬
প্রসিদ্ধ যাহিদ বিশর হাফী ৫০৬
২২৮ হিজরীর সূচনা ৫০৯
কবি আবূ তাম্মাম আত্তাঈ ৫১০
২২৯ হিজরীর সূচনা ৫১৩
২৩০ হিজরীর সূচনা ৫১৪
আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির ইব্ন হুসায়ন ৫১৫
২৩১ হিজরীর সূচনা ৫১৬

বিবরণ	পৃষ্ঠা
২৩২ হিজরীর সূচনা	৫২৩
২৩৩ হিজরীর সূচনা	৫২৮
২৩৪ হিজরীর সূচনা	৫৩০
২৩৫ হিজরীর সূচনা	৫৩০
২৩৬ হিজরীর সূচনা	৫৩৩
২৩৭ হিজরীর সূচনা	৫৩৪
২৩৮ হিজরীর সূচনা	৫৩৬
২৩৯ হিজরীর সূচনা	৫৩৭
আহমদ ইব্ন আসিম আল-আনতাকী	৫৩৮
২৪০ হিজরীর সূচনা	৫৩৯
ইমাম আহমদ ইব্ন আবূ দাউদ-এর জীবন চরিত	৫৪০
২৪১ হিজরীর সূচনা	৫৪৭
ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)	৫৫০
ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর তাকওয়া, - - - -	৫৫৪
মু'তাসিম-এর সম্মুখে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলকে প্রহার - - - -	৫৬২
ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর প্রশংসায় ইমামগণ	৫৬৭
নির্যাতনের পর ইমাম আহমদ-এর অবস্থান	৫৭০
ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর ইনতিকাল	৫৭৫
২৪২ হিজরীর সূচনা	৫৮০
আবূ হাস্সান আয-যিয়াদী	৫৮১
২৪৩ হিজরীর সূচনা	৫৮২
২৪৪ হিজরীর সূচনা	৫৮৪
২৪৫ হিজরীর সূচনা	৫৮৪
ইবনুর রাওয়ান্দী	৫৮৫
যুন্নুন আল-মিসরী	৫৮৬
২৪৬ হিজরীর সূচনা	৫৮৬
দা'বাল ইব্ন আসী	৫৮৭
আহমদ ইব্ন আবুল হাওয়ারীর বাণী	৫৮৮
২৪৭ হিজরীর সূচনা	৫৮৯
মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্-এর জীবন চরিত	৫৯০
মুহাম্মদ আল-মুনতাসির ইবনুল মুতাওয়াক্কিল-এর খিলাফত	৫৯৪
২৪৮ হিজরীর সূচনা	৫৯৮

সম্পাদকবৃন্দ

- মাওলানা ফরীদুদ্দীন আত্তার
- অধ্যাপক আবদুল মালেক

অনুবাদকমণ্ডলী

- মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন
- মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান নদভী
- মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের
- হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল
- মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

بسم الله الرحمن الرحيم

ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের খিলাফতকাল

ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেন যে, ওয়ালীদের চাচা হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের যেদিন মৃত্যু হয়েছে সেদিনই ওয়ালীদের খলীফারূপে বায়আত অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার খিলাফতের পক্ষে গণ-আস্থা ও স্বীকৃতি গ্রহণ করা হয়েছে। ওই দিনটি ছিল ১২৫ হিজরী সনের রবিউস্‌সানী মাসের সাত তারিখ বুধবার।

হিশাম ইব্‌ন কালবী বলেন, রবিউস্‌সানী মাসের এক শনিবারে তার পক্ষে বায়আত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন ওয়ালীদের বয়স ছিল মাত্র ৩৪ বছর। তার খিলাফত লাভের পটভূমিকা হলো, তার পিতা শায়খ ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক এটি নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন যে, তার মৃত্যুর পর তার ভাই হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক খলীফা হবে আর হিশামের পর খলীফ্ হবে আলোচ্য ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক।

হিশাম খলীফা হবার পর সে তার ভাতিজা ওয়ালীদকে ভাল নজরে দেখছিলেন। কিন্তু ওয়ালীদ নষ্ট হতে হতে এমন পর্যায়ে নেমে গেল যে, প্রকাশ্যে মদ্য পান, মন্দ লোকদের সাহচর্য এবং আমোদ-প্রমোদে ডুবে গেল। পরিণতিতে হিশাম চাইলেন ওয়ালীদকে খিলাফতের সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে দিতে। তিনি ১১৬ হিজরী সনে ওয়ালীদকে আমীর-ই-হজ্জ করে মক্কা শরীফ প্রেরণ করলেন। কিন্তু হজ্জের সফরে সে লুকিয়ে তার শিকারী কুকুরগুলো সাথে নিয়ে যায়। কথিত আছে যে, সিন্দুকের ভেতরে কুকুরগুলোকে ঢুকিয়ে সে যাত্রা করে। হঠাৎ একটি সিন্দুক সওয়ারীর পিঠ থেকে পড়ে যায়। ওই সিন্দুকে কুকুর ছিল। পড়ে গিয়ে কুকুরটি চীৎকার জুড়ে দেয়। তাতে উটগুলো ভয় পেয়ে অস্থির হয়ে উঠে। এজন্যে সে উটগুলোকে প্রহার করেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, ওই যাত্রায় ওয়ালীদ কা'বা শরীফের সমান মাপে একটি গম্বুজ বানিয়ে নেয়। তার ইচ্ছা ছিল কা'বা গৃহের ছাদে সেটি স্থাপন করে বন্ধু-বান্ধবসহ সে সেটির ভিতরে বসবে। আর সাথে নিয়ে যাওয়া মদ-সুরা পান করবে, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি বাজাবে। কিন্তু মক্কা শরীফ পৌঁছার পর তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সে ভয় পেয়ে যায়। কা'বা গৃহের ছাদে উঠলে জনগণ তাকে বাঁধা দিবে, প্রতিবাদ করবে এই আশংকায় সে আর ওই পথে অগ্রসর হয়নি।

তার মদ্যপান ও নানা পাপচারিতার কথা অবগত হয়ে তার চাচা হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক তাকে বহুবার বারণ করেন, বাধা দেন। কিন্তু সে বাধা মানেনি, বিরত থাকেনি। বরং অবলীলায় সে তার পাপকার্য চালিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত চাচা হিশাম তাকে খিলাফতের দাবী থেকে

বহিষ্কার করে আপন ছেলে মাসলামা ইব্‌ন হিশামকে খিলাফতের উত্তরাধিকার বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার পর তাঁর মাতুল গোত্র পবিত্র মদীনাবাসী এবং অন্যান্য লোকজনসহ বহু সেনাপতি তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানায়। আহ্ যদি ওই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হত ! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সব দিক কুলিয়ে উঠতে পারেননি। হিশাম একদিন ওয়ালীদকে বললেন, ধুত্তুরী! তুই কি মুসলমান আছিস না মুসলমান নেই, আমি বুঝতে পারছি না। কারণ, যত প্রকারের মন্দ ও নোংরা কাজ তার সবগুলো তো তুই বিনা দ্বিধায়-নিঃসংকোচে ও নির্ভয়ে প্রকাশ্যে করে যাচ্ছিস।

উত্তরে ওয়ালীদ লিখেছিল হিশামের নিকট ঃ

يَا اَيُّهَا السَّائِلُ عَنْ دِيْنِنَا + دِيْنِىْ عَلٰى دِيْنِ اَبِىْ شَاكِرِ

“হে ঐ ব্যক্তি যে, আমার দীন সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছ। তুমি জেনে নাও যে, আমি আবূ শাকিরের দীনে অধিষ্ঠিত আছি।”

نَشْرَبُهَا صَرْفًا وَمَمْزُوْجَةً + بِالسَّخْنِ اَحْيَانًا وَبِالْفَاتِرِ

“আমরা খাঁটি মদ পান করেই থাকি। কখনো ওই মদে গরম পানি মিশিয়ে খাই আর কখনো ঠাণ্ডা পানিতে মিশ্রিত করে পান করি।”

এই কবিতা পাঠ করে হিশাম তার ছেলে মাসলামার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেন। মাসলামার উপনাম ছিল আবূ শাকির। হিশাম তাকে বললেন, তুই তো ওয়ালীদের মত হয়ে যাচ্ছিস অথচ আমি চেয়েছিলাম তোকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে। ১১৯ হিজরী সনে তিনি মাসলামাকে আমীর-ই-হজ্জ বানিয়ে মক্কা শরীফ পাঠিয়ে দেন। তিনি সেখানে অত্যন্ত গাম্ভীর্য ও বিচক্ষণতার সাথে ওই দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে অনেক মালপত্র দান করেন। এই প্রেক্ষিতে পবিত্র মদীনার এক ক্রীতদাস নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছিল ঃ

يَا اَيُّهَا السَّائِلُ عَنْ دِيْنِنَا + نَحْنُ عَلَى دِيْنِ اَبِىْ شَاكِرِ

“ওহে প্রশ্নকর্তা ! যে আমাদের ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাও, তুমি জেনে নাও যে, আমার আবূ শাকিরের ধর্মে অধিষ্ঠিত আছি।”

اَلْوَاهِبُ الْجَرَدَ بِاَرْسَانِهَا + لَيْسَ بِزِنْدِيْقٍ وَلاَ كَافِرِ

“তিনি তাঁর সকল মালপত্র দান করে দেন এমনকি রশিসহ থলি দান করে দেন। তিনি ধর্মত্যাগীও নন, কাফিরও নন।”

ওয়ালীদ বেপরোয়াভাবে মন্দ কর্মে ডুবে থাকার কারণে তার মাঝেও হিশামের মাঝে ভীষণভাবে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। তার অপকর্মগুলো ঘৃণ্য চোখে দেখতে থাকেন খলীফা হিশাম। এ কারণে তিনি ওয়ালীদকে খিলাফতের উত্তরাধিকারিত্ব থেকে অপসারণ করে নিজের ছেলে মাসলামাকে পরবর্তী খলীফা ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেন। এই পর্যায়ে ওয়ালীদ রাজ দরবার ত্যাগ করে গ্রাম্য জনপদে পালিয়ে যায়। ইতিমধ্যে উভয়ের মাঝে চরমপত্র আদান-প্রদান হয়। হিশাম

শাসাতে থাকেন ওয়ালীদকে। তাকে ধমক দিতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে একদিন হিশাম মারা যান। ওয়ালীদ তখন গ্রাম্য এলাকায় অবস্থান করছিল, সেদিন ভোরে ওয়ালীদের নিকট খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সংবাদ এল তার পূর্ব রাতে ওয়ালীদ ভীষণ অস্থিরতা ও অশান্তি অনুভব করে। সে তার জনৈক সঙ্গীকে বলে যে, এই রাতে আমি ভীষণ অস্বস্তিবোধ করেছি। চল আমরা একটু হাঁটাহাঁটি করি তাতে যদি একটু শান্তি পাই।

তারা দু'জনে হাঁটতে শুরু করে এবং হিশামের দেওয়া চরমপত্র হুমকি-ধমকি ইত্যাদি বিষয়ে তারা আলাপ করছিল। প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করার পর তারা প্রচণ্ড হৈ-চৈ শুনতে পেল এবং সম্মুখে ধুলি উড়তে দেখল। অল্পক্ষণ পরে তাদের নিকট পরিষ্কার হল যে, ওরা সংবাদ বাহক। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সংবাদ নিয়ে তারা তারই নিকট আসছে।

ওয়ালীদ তার সাথীকে বলল, ধুত্তুরী ! এরাতো হিশামের পাঠানো লোকজন। হে আল্লাহ্ ! আপনি আমার কল্যাণ করুন। সংবাদ বাহক কাফেলা যখন ওয়ালীদের কাছাকাছি এসে পৌছল এবং ওরা চিনতে পারল যে, এই ব্যক্তিই ওয়ালীদ, তখন তারা বাহন থেকে নেমে পায়ে হেঁটে তার সম্মুখে আসে এবং খলীফা জ্ঞানে তাকে সালাম জানায়। এমন সালাম শুনে সে তো হতভম্ব হয়ে পড়ে। সে বলল, ধুত্তুরী ! খলীফা হিশাম কি মারা গিয়েছেন ? ওরা বলল, হ্যাঁ, তিনি মারা গিয়েছেন।

সে বলল, তোমাদেরকে কে পাঠিয়েছে ? তারা বলল, ডাকমন্ত্রী সালিম ইব্ন আবদুর রহমান পাঠিয়েছেন। তারা মন্ত্রীর চিঠি তাকে হস্তান্তর করে। সে চিঠি পড়েছে এবং জনসাধারণের অবস্থা জানতে চায়। তার চাচা হিশাম কেমন করে মারা গেলেন এই সব খবরা-খবর সে ওদের থেকে সংগ্রহ করে। ওরা তাকে সবকিছু জানায়। সে তখনই জরুরী নির্দেশ পাঠায় যেন পূর্ণ সতর্কতার সাথে হিশামের ধন-সম্পদ ও রুসাফা অঞ্চলে তাঁর বিত্ত-বৈভব সংরক্ষণ করা হয়। এ প্রসংগে সে বলেছিল ঃ

لَيْتَ هِشَامًا عَاشَ حَتّٰى يَرَى + مِكْيَالَهُ الْاَوْفَرَ قَدْ طُبِّعَا

"আহ্ ! হিশাম যদি জীবিত থাকত আর এটা দেখত যে, তার পরিপূর্ণ মালামাল এখন সীল মোহর করে দেওয়া হয়েছে।"

كِلْنَاهُ بَالصَّاعِ الَّذِىْ كَالَهُ + وَمَا ظَلَمْنَاهُ بِهِ اِصْبَعًا

"আমরা এইগুলো মেপেছি সেই ছা' দিয়ে যে পরিমাপ পাত্র দিয়ে, যেটি দিয়ে সে নিজে মেপে নিত। আমরা এক অঙ্গুলী পরিমাণও তার প্রতি যুলুম করিনি।"

وَمَا اَتَيْنَا ذَاكَ عَنْ بِدْعَةٍ + اَحَلَّهُ الْفُرْقَانُ لِىْ اَجْمَعَا

"কোন মনগড়া ও খাম-খেয়ালী পূর্ণ পথে আমরা এটা করিনি। বরং কুরআন মজীদ এটি আমাদের জন্যে হালাল ও বৈধ করে দিয়েছে।"

যুহরী (র) খলীফা হিশামকে উৎসাহিত করতেন ওয়ালীদকে খিলাফতের অধিকার থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে, কিন্তু জন-সাধারণের আপত্তির আশংকায় এবং সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে

প্রতিবাদের ভয়ে খলীফা হিশাম তা থেকে বিরত থাকতেন। যুহরীর এই ষড়যন্ত্র ওয়ালীদের জানা ছিল। এজন্যে সে যুহরীকে ঘৃণা করত এবং তাকে হুমকি-ধমকি দিত। উত্তরে যুহরী বলত যে, হে পাপিষ্ঠ ! আমাকে ধমক দিয়ে লাভ নেই মহান আল্লাহ্ কখনো তোমাকে আমার উপর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা চালাতে দিবেন না। ওয়ালীদ খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে ইমাম যুহরী (র) ইনতিকাল করেন।

বস্তুত চাচা হিশামের নাগালের বাহিরে গিয়ে ওয়ালীদ গ্রাম্য জনপদে বসবাস করছিল। চাচা খলীফা হিশামের মৃত্যু পর্যন্ত সে গ্রামেই ছিল। হিশামের মৃত্যুর পর তার ধনসম্পদ সংরক্ষণের নির্দেশ দিল ওয়ালীদ। তারপর দ্রুত গতিতে সে গ্রাম ছেড়ে দামেস্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। রাজধানীতে এসে ওয়ালীদ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মচারীদেরকে নিয়োগ দেয়। দেশের সকল অঞ্চল থেকে তার প্রতি আনুগত্য আসতে থাকে। অভিনন্দন জানানোর জন্য বিভিন্ন প্রতিনিধিদল আসতে থাকে ওয়ালীদের দরবারে।

এদিকে মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ ছিল তৎকালীন আর্মেনিয়া রাজ্যের গভর্নর, সে ওয়ালীদকে লিখেছিল আল্লাহ্র বান্দাদের উপর মহান আল্লাহ্র খিলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ালীদের প্রতি মহান আল্লাহ্ বরকত নাযিল করুন। আপন রাজ্যে মহান আল্লাহ্ তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে দিন। হিশামের মৃত্যু এবং ওয়ালীদের খিলাফত লাভে মারওয়ান ওয়ালীদকে অভিনন্দন জানায় এবং তার মালামাল রক্ষায় তার অবদানের কথা উল্লেখ করেন। মারওয়ান আরো জানায় যে, তার অধীনস্থ রাজ্যে সে নতুনভাবে ওয়ালীদের জন্যে বায়আত গ্রহণ করেছে এবং তাতে ওই রাজ্যের জনসাধারণ আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হয়েছে। বিদ্রোহ কিংবা বিশৃংখলার আশংকা না থাকলে কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে মারওয়ান সশরীরে রাজধানীতে এসে খলীফার সাথে দেখা করত বলে এবং সে খলীফাকে জানায়।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ওয়ালীদ প্রজা-সাধারণের প্রতি সদাচরণ ও ভাল ব্যবহার করতে শুরু করে। সে খোঁড়া, বিকলাঙ্গ, কুষ্ঠ রোগী এবং সকল অন্ধ লোকের জন্যে সরকারের পক্ষ থেকে একজন করে খাদিম ও তত্ত্বাবধায়ক বরাদ্দ করেছিল এবং মুসলমানদের পোষ্যদের জন্যে বায়তুল মাল হতে প্রচুর হাদিয়া-তুহ্ফা ও উপহার সরবরাহ করল। জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় ভাতা বৃদ্ধি করেছিল। বিশেষত সিরিয়াবাসী ও রাষ্ট্রীয় মেহমানদেরকে সে প্রচুর উপহার-উপঢৌকন প্রদান করেছিল। খলীফা ওয়ালীদ একজন দানশীল, সম্মানিত ও প্রশংসাযোগ্য শাসক ছিল। সে নিজে কবি ছিল। তার নিকট কিছু চাওয়া হলে সে কোন দিন তা দিতে “না” করেনি। নিজের প্রশংসা করে সে নিম্নের কবিতা বলেছিল ঃ

ضَمِنْتُ لَكُمْ اِنْ لَمْ تَعِقْنِى عَوَائِقُ + بِاَنَّ سَمَاءَ الضُّرِّ عَنْكُمْ سَتَقْلَعُ

“আমি তোমাদেরকে গ্যারান্টি দিচ্ছি, আমি তোমাদের যিম্মাদারী নিচ্ছি যে, কেউ যদি আমার বিরোধিতা না করে তাহলে দুঃখ-বেদনার আকাশ তোমাদের উপর থেকে সরে যাবে।”

سَيُوْشِكُ اِلْحَاقٌ مَعًا وَّزِيَادَةٌ + وَاُعْطِيَةٌ مِنِّى اَلَيْكُمْ تَبَرُّعُ

“অবিলম্বে আমি তোমাদের ভাতা ও অনুদান বৃদ্ধি করে দিব। সেটি ক্রমান্বয়ে বেশী হতে বেশীতে উন্নীত হবে। এগুলো মানবতা ও লৌকিকতা হিসেবে আমি তোমাদেরকে দিব।”

مُحَرَّمَكُمْ دِيْوَانَكُمْ وَعَطَاؤُكُمْ + بِهِ يُكْتَبُ الْكِتَابُ شَهْرًا وَتُطْبَعُ

“তোমাদের পাওনা নষ্ট করা আমার জন্যে নিষিদ্ধ। তোমাদের পাওনা বিষয়ে মাসে মাসে দফতর প্রস্তুত করা হবে এবং ওগুলো ছাপিয়ে দেওয়া হবে।”

এই হিজরী সনে খিলাফতে তার উত্তারাধিকারীর নাম ঘোষণা করে। তার মৃত্যুর পর প্রথমে তার ছেলে হাকাম এবং তারপর উছমান খলীফা নিযুক্ত হবে বলে সে সিদ্ধান্ত নেয়। এ বিষয়ে বায়আত বা অঙ্গীকার দানের জন্যে সে ইরাক ও খুরাসানের গভর্নর ইউসুফ ইব্‌ন উমরের নিকট বার্তা পাঠায়। সে এই বার্তা প্রেরণ করে খুরাসানের উপ-প্রশাসক নাসর ইব্‌ন সাইয়ারের নিকট। তারপর এই প্রস্তাবের সমর্থনে নাসর ইব্‌ন সাইয়ার একটি আবেদনধর্মী ও আবেগপূর্ণ দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করে। ইব্‌ন জারীর এই বক্তব্য পরিপূর্ণভাবে উদ্ধৃত করেছেন। নাসর ইব্‌ন সাইয়ার পূর্বে-পশ্চিমে সর্বত্র ওয়ালীদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি মজবুত করে দেয় এবং সর্বত্র তার দুই ছেলের পরবর্তী খলীফা হবার পক্ষে বায়আত গ্রহণ করে। পুরস্কারস্বরূপ খলীফা ওয়ালীদ নাসর ইব্‌ন সাইয়ারকে খুরাসানের স্থায়ী গভর্নর ঘোষণা করে চিঠি প্রেরণ করে।

এরপর ইউসুফ ইব্‌ন উমর খলীফা ওয়ালীদের সাথে সাক্ষাত করে। সে খুরাসানের শাসনভার তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানায়। ওয়ালীদ তাই করে। খলীফা হিশামের শাসনামলে যেমনটি ছিল ওয়ালীদ তাই পুনর্বহাল করল। নাসর ইব্‌ন সাইয়ার পূর্বের ন্যায় ইউসুফের অধীনে উপ-প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করবে। এ পর্যায়ে শাসনকর্তা ইউসুফ ইব্‌ন উমর নাসর ইব্‌ন সাইয়ারকে এই মর্মে চিঠি লিখল যে, অতি সত্বর প্রচুর হাদিয়া-তুহ্‌ফা এবং উপহার নিয়ে সে যেন পরিবার-পরিজনসহ খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়। নাসর ইব্‌ন সাইয়ার ১০০০ ক্রীতদাস ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে ১০০০ তরুণী, প্রচুর স্বর্ণ ও রূপার পাত্রসহ হাদিয়া-তুহ্‌ফার বিশাল বহর নিয়ে রাজদরবারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। খলীফা ওয়ালীদ তাকে খুব তাড়াতাড়ি উপস্থিত হবার এবং সাথে তানপুরা, দোতারা-সেতারা, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সাথে নিয়ে আসতে নির্দেশ দিল। ওয়ালীদের এই পদক্ষেপ মানুষের নিকট পসন্দ হয়নি। তারা ওয়ালীদকে ঘৃণা ও অপসন্দ করতে লাগল।

জ্যোতিষিগণ নাসর ইব্‌ন সাইয়ারকে বলল যে, অবিলম্বে সিরিয়া অঞ্চলে ফিতনা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। ফলে নাসর ইব্‌ন সাইয়ার রাজদরবারে যাচ্ছিল বিলম্ব করে। পথিমধ্যে তার নিকট খলীফা ওয়ালীদের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে। বাহক তাকে জানায় যে, খলীফা ওয়ালীদ নিহত হয়েছে এবং সিরিয়াতে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও বিশৃংখলা চলছে। নাসর তার সাথী-সঙ্গী ও আসবাবপত্র নিয়ে পার্শ্ববর্তী এক শহরে ঢুকে যায় এবং সেখানে অবস্থান করতে থাকে। তার নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, ইউসুফ ইব্‌ন উমর ইরাক ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে এবং সেখানেও বিশৃংখলা চলছে। এই সংঘর্ষ ও বিশৃংখলা শুরু হল খলীফার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। এই বিষয়টি আমরা আলোচনা করব। মহান আল্লাহ্‌ই সাহায্যকারী।

এই হিজরী সনে খলীফা ওয়ালীদ ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ ছাকাফীকে পবিত্র মক্কা, মদীনা ও তায়িফের প্রশাসক নিযুক্ত করে এবং তাঁকে নির্দেশ দেয় যেন ইবরাহীম ইব্‌ন হিশাম এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন ইসমাঈল মাখযুমীকে পবিত্র মদীনায় হেয়প্রতিপন্ন ও লাঞ্ছিত করে

রাখে। কারণ, তারা দুইজন হল পূর্ববর্তী খলীফা হিশামের মামা। এরপর যেন তাদেরকে ইরাকের প্রশাসক ইউসুফ ইব্ন উমরের নিকট প্রেরণ করে। যেন তাদের দুইজনকে ইউসুফের নিকট পাঠায়। যে পদের দুইজনের উপর চরম নির্যাতন চালায়। এক পর্যায়ে তারা দুইজন মারা যায়। সে তাদের থেকে প্রচুর ধন-সম্পদও আদায় করে।

এই হিজরী সনে খলীফা ওয়ালীদ ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়াকে পবিত্র মদীনার কাযী নিয়োগ করে। এই হিজরী সনে ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদ তার আপন ভাইয়ের নেতৃত্বে একদল সৈনিক পাঠায় কাবরাস-অধিবাসীদের বিরুদ্ধে এবং তাকে এই নির্দেশ দেয় যে, সে যেন ওদেরকে সিরিয়া কিংবা রোমান অঞ্চলে যাবার ইখতিয়ার দেয়। ফলে ওদের কেউ সিরিয়া গিয়ে মুসলমানদের প্রতিবেশিত্ব গ্রহণ করে আর কেউ কেউ রোমান অঞ্চলে চলে যায়।

ইব্ন জারীর বলেন, এই হিজরী সনে সুলায়মান ইব্ন কাছীর, মালিক ইব্ন হায়ছাম, লাহিয ইব্ন কুরায়য, কাহতাবা ইব্ন শাবীব প্রমুখ আগমন করে এবং তারা মুহাম্মদ ইব্ন আলীর সাথে সাক্ষাত করে। তারা আবূ মুসলিমের তৎপরতা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করে। তিনি বললেন, সে কি স্বাধীন মানুষ নাকি ক্রীতদাস ? তারা বলল যে, সে নিজেকে স্বাধীন বলে দাবী করে, কিন্তু তার মালিক তাকে ক্রীতদাসরূপে গণ্য করে। এরপর তারা আবূ মুসলিমকে ক্রয় করতঃ তাকে মুক্ত ও স্বাধীন করে দেয়। তারা মুহাম্মদ আলীকে ২ লক্ষ দিরহাম এবং ৩০ হাজার দিরহামের জামা-কাপড় প্রদান করে। মুহাম্মদ ইব্ন আলী তাদেরকে বললেন যে, সম্ভবত এই বছরের পর তোমরা আমার সাক্ষাত পাবে না। আমি যদি মারা যাই তবে তোমরা স্মরণ রেখো যে, তোমাদের সাথী ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ সে আমারই ছেলে। তার প্রতি সদাচরণ করার জন্যে আমি তোমাদেরকে ওসীয়ত করলাম। বস্তুত এই বৎসর যুল্-কা'দাহ্ মাসের শুরুতে মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইনতিকাল করেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর সাত বছর পর তিনি মারা গেলেন। এই হিজরী সনে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যায়দ ইব্ন আলী খুরাসান অঞ্চলে নিহত হয়। এই হিজরী সনে আমীর-ই-হজ্জ হিসেবে পবিত্র মক্কা, মদীনা ও তায়েফের প্রশাসক ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদ ছাকাফী লোকজন নিয়ে হজ্জ সম্পন্ন করেন। এই সময়ে গভর্নর হিসেবে ইরাকে ছিলেন ইউসুফ ইব্ন উমর, খুরাসানে ছিলেন নাসর ইব্ন সাইয়ার।

এক পর্যায়ে নাসর ইব্ন সাইয়ার প্রচুর হাদিয়া-তুহ্ফা ও উপহার সামগ্রী নিয়ে লোকজনের বিশাল দল সহকারে খলীফা ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদের নিকট যাত্রা করেন। কিন্তু তারা ওয়ালীদের সাথে সাক্ষাত করার পূর্বে সে নিহত হয়।

এই হিজরী সনে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয়

মুহাম্মদ ইব্ন আলী

তিনি মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস আবূ আবদুল্লাহ্ মাদানী। তিনি সাফ্ফাহ্ এবং মানসূরের পিতা। তিনি তাঁর পিতা থেকে, দাদা থেকে সাঈদ ইব্ন যুবায়র এবং অন্য কতক লোক থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে বহু লোক হাদীস বর্ণনা করেছে। তাদের মধ্যে তাঁর দুই পুত্র খলীফা আবূ আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ এবং খলীফা আবূ জা'ফর আবদুল্লাহ্ মনসূর রয়েছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়্যা তাঁর মৃত্যুর পর মুহাম্মদ ইব্ন আলীকে খলীফা মনোনয়নের ওসয়ীত করে যান। তিনি ইতিহাস সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়্যা বলেছিলেন মুহাম্মদ ইব্ন আলীকে যে খিলাফতের দায়িত্ব অবিলম্বে আপনার বংশধরদের মধ্যে আসবে। ৮৭ হিজরী সনে তিনি খিলাফত প্রাপ্তির দু'আ করেছিলেন। তিনি অনবরত দু'আ করেই যাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে এই হিজরী সনে তিনি মারা যান। কেউ বলেছেন তাঁর মৃত্যু হয়েছে ১২৪ হিজরী সনে আবার কেউ বলেছেন ১২৬ হিজরী সনে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

মুহাম্মদ ইব্ন আলী একজন রূপবান ও সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে ইবরাহীমের জন্যে খিলাফত নির্ধারণের ওসীয়ত করে যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ছেলে সাফ্ফাহ্ খিলাফত লাভ করে। তারপর ৩২ বছরের মাথায় বনূ উমাইয়া থেকে তারা খিলাফতের পদ ছিনিয়ে নেয়। এই বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা হবে।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যায়দ

এই হিজরী মনে অর্থাৎ ১২৫ হিজরী সনে যাঁরা ইনতিকাল করেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাইদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব। ইয়াহ্ইয়ার পিতা যাইদ যখন ১২১ হিজরী সনে নিহত হলেন তখন ইয়াহ্ইয়া নিজে আত্মগোপন করে রইলেন। তিনি খুরাসানের বালখ শহরে হারীশ ইব্ন আমর ইব্ন দাঊদের আশ্রয়ে লুকিয়ে অবস্থান করছিলেন। এরই এক পর্যায়ে খলীফা হিশামের মৃত্যু হয়। তারপর ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাইদের অবস্থান জানিয়ে ইউসুফ ইব্ন উমর নাসর ইব্ন সাইয়ারকে পত্র লিখে। নাসর ইব্ন সাইয়ার আকীল ইব্ন মা'কাল আজালীর মাধ্যমে বালখের শাসনকর্তার নিকট লিখিত নির্দেশ পাঠায় হারীশকে গ্রেফতার করার জন্যে। সে হারীশকে গ্রেফতার করে নাসরের নিকট পাঠিয়ে দেয়। সে হারীশকে একে একে ছয়শত চাবুক আঘাত করে। তবুও হারীশ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাইদের অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানায়নি। ইতিমধ্যে হারীশের ছেলে সেখানে উপস্থিত হয় এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাইদের অবস্থান শাসকদেরকে জানিয়ে দেয়। তারপর ইয়াহ্ইয়াকে গ্রেফতার করা হয়। এই সংবাদ নাসর ইব্ন সাইয়ার জানিয়ে দেয় ইউসুফ ইব্ন উমরের নিকট। সে সংবাদটি জানায়

খলীফা ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদকে। ওয়ালীদ নির্দেশ দিয়েছিল ইয়াহ্‌ইয়াকে ছেড়ে দিতে এবং তার সাথীদের সাথে মিলিত হবার সুযোগ দিতে। খলীফার নির্দেশ পেয়ে নাসর ইব্‌ন সাইয়ার ইয়াহ্‌ইয়াকে ছেড়ে দেয় এবং সাথে বহু মূল্যবান সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে তাকে দামেস্কের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু কিছু দূর অতিক্রম করার পর নাসর ইব্‌ন সাইয়ার বিশ্বাসঘাতকতা করে ইয়াহ্‌ইয়া ও তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করার জন্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করে। এই দলে প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) সৈন্য ছিল। তারা ইয়াহ্‌ইয়া ও তাঁর অনুসারীদের উপর আক্রমণ চালায়। ইয়াহ্‌ইয়া পাল্টা আক্রমণ চালান এবং সরকারী বাহিনীকে পর্যুদস্ত ও পরাজিত করে দেন। তাঁরা ছিলেন মাত্র ৭০ জন। তাঁরা সরকারী বাহিনীর সেনাপতিকে হত্যা করেন এবং প্রচুর ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেন। এরপর সরকারের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় সেনা ইউনিট পাঠানো হয়। তারা ইয়াহ্‌ইয়া ও তাঁর অনুসারীদেরকে পরাজিত করে এবং ইয়াহ্‌ইয়ার মাথা কেটে নেয়। এ যাত্রায় সরকারী বাহিনী ইয়াহ্‌ইয়ার সকল সাথীকে হত্যা করে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়া করুন।

১২৬ হিজরী সন

এই হিজরী সনে ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক নিহত হয়। বস্তুত তার বংশ পরিচয় হল ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম, আবূ আব্বাস উমাভী, দামেস্কী। তার চাচা হিশামের মৃত্যুর পর ওই বছরই তার খলীফা হবার পক্ষে বায়আত গ্রহণ করা হয়। তার পিতা ইয়াযীদের নির্দেশ তাই ছিল। এই বিষয়টি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তার মাতা হলো হাজ্জাজের মাতা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ ছাকাফীর কন্যা, ৯০ হিজরী সনে তার জন্ম হয়। কেউ বলেছেন ৯২ হিজরী সনে। আর কেউ বলেছেন ৮৭ হিজরী সনে। ১২৬ হিজরী সনের জুমাদাল-উখ্‌রা মাসের দুইদিন অবশিষ্ট থাকতে বৃহস্পতিবার সে নিহত হয়। তার হত্যাকাণ্ডে জনসাধারণের মধ্যে চরম বিশৃংখলতা ও অরাজকতা সৃষ্টি হয়। তবুও কথা হল তার পাপাচারিতা ও নষ্টামির ফলশ্রুতিতে সে নিহত হয়েছে। কেউ বলেছেন তার ধর্মচ্যুতির ফলে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, আবূ মুগীরা উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী পত্নী উম্মু সালমা (রা)-এর ভাইয়ের ঘরে একটি ছেলে সন্তান জন্ম নিয়েছিল। তারা তার নাম রেখেছিল ওয়ালীদ। এ সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

سَمَّيْتُمُوْهُ بِاسْمِ فَرَاعِيْنِكُمْ لَيَكُوْنَنَّ فِى هٰذِهِ الْاُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيْدَ -
لَهُوَ اَشَدُّ فَسَادًا لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ مِنْ فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهِ -

"তোমরা তো তোমাদের ফিরআওনের নামে তার নাম রেখেছ, অবশ্যই এই উম্মতের মধ্যে একজন লোকের জন্ম হবে তার নাম হবে ওয়ালীদ। ফিরআওন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পরিমাণ বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করেছিল এই লোক এই উম্মতের মধ্যে তার চেয়ে অধিক বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।"

হাফিয ইব্‌ন আসাকির বলেন, ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম, মা'কাল ইব্‌ন যিয়াদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর এবং বিশ্‌র ইব্‌ন বকর প্রমুখ এই হাদীস আওযাঈ হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা

বর্ণনাকারী হিসেবে হযরত উমর (রা)-এর নাম উল্লেখ না করে মুরসাল পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করেছেন। ইব্ন কাছীর তার সনদে সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিবের কথাও উল্লেখ করেননি। এরপর তিনি এইসব সনদ উল্লেখ করেছেন। তিনি ইমাম বায়হাকী (র) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন এটি এক উত্তম মুরসাল হাদীস। এরপর তিনি মুহাম্মদ যায়নাব বিন্ত উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন, উম্মু সালামা (রা) বলেন. একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন আমার নিকট মুগীরা পরিবারের একটি ছেলে সন্তান ছিল। তার নাম ছিল ওয়ালীদ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হে উম্মু সালামা ! সে কে? উম্মু সালামা (রা) বলেন, সে ওয়ালীদ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

قَدِ اتَّخَذْتُمُ الْوَلِيْدَ خَنَانًا – غَيِّرُوْا اِسْمَهُ فَاِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِى هٰذِهِ الْاُمَّةِ فِرْعَوْنُ
يُقَالُ لَهُ الْوَلِيْدُ

"তোমরা তো ওয়ালীদ নামটাকে "ভাল নাম" রূপে গ্রহণ করেছ। তোমরা তার নাম পরিবর্তন করে দাও। কারণ এই উম্মতের মধ্যে একজন ফিরআওনের জন্ম হবে তার নাম হবে ওয়ালীদ।"

ইব্ন আসাকীর বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আবূ উবায়দ্ ইব্ন জাররাহ সূত্রে– যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لَايَزَالُ هٰذَا الْاَمْرُ قَائِمًا بِالْقِسْطِ حَتّٰى يَثْلِمَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى اُمَيَّةَ

এই বিষয়টি ইনসাফ পূর্ণরূপে চলতে থাকবে যতক্ষণ না বনূ উমাইয়া গোত্রের এক ব্যক্তি সেটিকে ক্ষত-বিক্ষত করে ও দূষিত করে তোলে।

ওয়ালীদের হত্যাকাণ্ড ও পতন

ওয়ালীদ ছিল একজন প্রকাশ্য ব্যভিচারী পাপাসক্ত ও সীমালংঘনকারী মন্দ লোক। আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে সে অবজ্ঞা করত। নিজের নাফরমানী ও অপরাধের জন্যে তার মধ্যে কোন অনুশোচনা ও লজ্জাবোধ ছিল না। কেউ কেউ তাকে ধর্মত্যাগী-মুরতাদ হবার অপবাদও দিয়েছে। আল্লাহ্ ভাল জানেন। তবে বাহ্যত যা জানা যায় তা হল সে ছিল একজন নাফরমান, অবাধ্য, কাব্যপ্রেমী, বেহায়া-নির্লজ্জ ও পাপ-পিয়াসী। সে পাপ কর্মে কাউকে লজ্জা করে না। খিলাফতের পদে আসীন হবার পূর্বেও সে যেমন ছিল পরেও তেমন ছিল। বর্ণিত্ আছে যে, তাকে হত্যায় যারা সক্রিয় অংশ নিয়েছিল তার আপন ভাই সুলায়মান তাদের দলে ছিল। সুলায়মান বলেন যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি সে মদখোর মদ্যপা, নির্লজ্জ পাপাচারী। সে আমাকেও পাপাচারিতার পথে নিতে চেয়েছিল।

মুআফী ইব্ন যাকারিয়া বর্ণনা করেছেন ইব্ন দারীদ আতাবী হতে বর্ণিত যে, জনৈক খৃস্টান পরমা সুন্দরী মহিলার উপর খলীফা ওয়ালীদের নজর পড়ে। মহিলাটির নাম ছিল সুফরা। সে রমণীটিকে ভালবেসে ফেলে। তাকে নিজের প্রতি লালায়িত ও আকৃষ্ট করার জন্যে ওয়ালীদ ভালবাসার প্রস্তাবসহ এক লোককে সুফরার নিকট পাঠায়। সুফরা ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। বিরহে ওয়ালীদ হা-হুতাশ ও পাগলামী শুরু করে। তবুও সে রাযী হয়নি। একদিন ঈদ উপলক্ষে

খৃস্টানগণ তাদের এক গির্জায় সমবেত হয়। ওয়ালীদ নিজের পরিচয় লুকিয়ে সেখানে কাছাকাছি এক বাগানে গমন করে এবং এই ভান করে যে, সে বিপদগ্রস্ত। খৃস্টান মহিলাগণ গির্জা হতে বেরিয়ে বাগানে তার নিকট উপস্থিত হয়। তারা তাকে বিপদগ্রস্ত ও আহত দেখতে পায়, তারা তার সেবা-শুশ্রূষা শুরু করে। সে সুফরার সাথে কথা বলতে থাকে। উভয়ে খোশ-গল্প ও হাসাহাসি করতে থাকে। সুফরা তাকে চিনতে পারেনি। ইতিমধ্যে সে প্রাণ ভরে সুফরাকে দেখে নেয়। সুফরা যখন ফিরে যায় তখন তাকে বলা হল, হায়, তুমি জান কি ওই পুরুষটি কে ? সে বলল, না, চিনি না তো। তাকে বলা হল যে, ওই লোক তো ওয়ালীদ। সে যখন নিশ্চিত হল যে, প্রকৃতই সেই ব্যক্তিই ওয়ালীদ তখন সে ওয়ালীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বরং ইতিপূর্বে ওয়ালীদ তার প্রতি যতটুকু আসক্ত ছিল এখন সে ওয়ালীদের প্রতি তার চেয়ে অনেক বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এই প্রেক্ষাপটে ওয়ালীদ কতক পংক্তি উচ্চারণ করল ঃ

اَضْحَكَ فُؤَادُكَ يَا وَلِيْدَ عَمِيْدًا + صَبًّا قَدِيْمًا لِلْحَسَّانِ صُيُوْدًا

"হে ওয়ালীদ ! এখন তোমার হৃদয় হেসে উঠেছে। দীর্ঘদিন থেকে যে সুন্দরীকে ভালবেসেছিলে তাকে শিকার করতে পেরে তুমি আনন্দিত হয়েছ।"

فِى حُبٍّ وَاضِحَةِ الْعَوَارِضِ طَفْلَةٍ + بَرَزَتْ لَنَا نَحْوَ الْكَنِيْسَةِ عِيْدًا

"তুমি তো একজন লাবণ্যময়ী সেরা সুন্দরীর প্রেমে পড়েছিলে। ঈদের দিনে সে গির্জায় এসেছিল।"

مَا زِلْتُ اَرْمُقُهَا بِعَيْنَىَّ وَاَمِقٍ + حَتّٰى بَصَرْتُ بِهَا تَقْبِلُ عُوْدًا

"আমি অপলক নেত্রে তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। আমি তাকে দেখেছি যেন একটি কাষ্ঠ খণ্ড এগিয়ে আসছে।"

عُوْدَ الصَّلِيْبِ فَوَيْحَ نَفْسِىْ مَنْ رَأى + مِنْكُمْ صَلِيْبًا مِثْلَهُ مَعْبُوْدًا

"ওই কাষ্ঠ ছিল বেদীর কাঠ। ওহ্ দুঃখ, এমন পূজনীয় বেদী কাষ্ঠ তোমাদের মধ্যে কেই বা দেখেছে ?"

فَسَأَلْتُ رَبِّىْ اَنْ أَكُوْنَ مَكَانَهُ + وَاَكُوْنَ فِىْ لَهْبِ الْجَحِيْمِ وَقُوْدًا

"আমি তখন আমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেছিলাম যে, আমি যেন তার সাথে সম্পৃক্ত হই এবং জাহান্নামের আগুনে জ্বালানী হয়ে জ্বলতে থাকি।"

ওই খৃস্টান রমণীর প্রতি তার ভালবাসা ও পিরিতির কথা জনসাধারণের নিকট জানাজানি হবার পর সে নিম্নের পংক্তি উচ্চারণ করেছিল। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, ওই রমণীর সাথে তার যে ঘটনা ঘটেছিল তা তার খলীফা পদে আসীন হবার পূর্বের ঘটনা।

اَلاَ صَبَّذَا سَفْرِىْ وَاِنْ قِيْلَ اِنَّنِىْ + كَلَّفْتُ بِنَصَرَانِيَّةٍ تَشْرَبُ الْخَمْرَا

"যদি আমাকে বলা হয় এক মদ্যপ খৃস্টান মহিলার সাথে তোমার সাক্ষাত ঘটবে তবে যত

কষ্টের সফর হোক তা হবে আমার জন্যে আনন্দদায়ক ও স্বাদের।"

يَهُوْنُ عَلَيْنَا اَنْ نَظِلَّ نَهَارَنَا + اِلَى الَّيْلِ لاَ ظُهْرًا نُصَلِّىْ وَلاَ عَصْرًا

"তখন রাত পর্যন্ত আমরা দিন উপভোগ করব। যুহরও পড়ব না আসরের নামাযও পড়ব না। এমন পরিস্থিতি আমার জন্যে মামুলীও সহজ হয়ে যাবে।"

কাযী আবূ ফারাজ আল-মুআফী ইব্‌ন যাকারিয়া জারীরী ওরফে ইব্‌ন তারায নাহ্‌যাওয়ানী এসব তথ্য উল্লেখ করার পর বলেছিল যে, এ প্রকারের প্রেম-ভালবাসা, ছেলেমি উন্মাদনা ও ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা বিষয়ক বহু ঘটনা ওয়ালীদের জীবনে ঘটেছে যা বর্ণনা করতে গেলে দীর্ঘ ফিরিস্তি হয়ে যাবে। তাই তার গোমরাহী, কুফরী ও পাগলামীর প্রমাণস্বরূপ স্বল্প সংখ্যক কবিতা উল্লেখ করে আমরা ইতি টেনেছি।

ইব্‌ন আসাকির তাঁর আপন সনদে উল্লেখ করেছেন যে, হীরা প্রদেশে একজন প্রসিদ্ধ মদ বিক্রেতা আছে এ সংবাদ ওয়ালীদ জানতে পারে। সে ঘোড়ায় চড়ে সেখানে পৌঁছে এবং সওয়ারী অবস্থায় তিন পোয়া মদ সে পান করে। তার সাথে দুইজন সাথী ছিল। ফিরতি পথে সে মদ বিক্রেতাকে পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা (দীনার) প্রদান করে।

কাযী আবূ ফারাজ আরো বলেছেন যে, এ সংক্রান্ত বহু ঘটনা ওয়ালীদের জীবনে ঘটেছে। ঐতিহাসিকগণ পৃথক পৃথক এবং একত্রিতভাবে ওগুলো সংকলন করেছেন। আমি তার কতক চরিত্র ও ঘটনা সংকলিত করেছি। তার পাগলামি, উন্মাদনা, সত্যদ্রোহিতা ধর্মহীনতা, প্রেমাসক্তি বিষয়ক কতক কবিতা উল্লেখ করেছি। কুরআন মজীদ সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট সীমালংঘন, কুরআন নাযিলকারী মহান আল্লাহ্ এবং যাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে সেই মহানবী (সা) সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট কুফরী বিষয়ক বহু তথ্যও আমি সংগ্রহ করেছি।

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ খায়ছামা বলেছেন, সুলায়মান ইব্‌ন আবূ শায়খ বর্ণনা করেছেন; সালিহ ইব্‌ন সুলায়মান বলেছেন যে, এক পর্যায়ে ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ হজ্জে যাবার নিয়্যত করেছিল। সে বলেছিল যে, আমি কা'বা গৃহের ছাদে বসে মদ পান করব। এ ঘোষণা শুনে লোকজন অপেক্ষায় ছিল যে, এমন জঘন্য কাজ করার জন্যে সে ঘর হতে বের হলে তারা তাকে আক্রমণ করবে। লোকজন তাদের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ গ্রহণ করার জন্যে খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ কাসারীকে অনুরোধ জানায়। তিনি তাতে রাযী হননি। তারা বলল, ঠিক আছে তাহলে আমাদের পরিকল্পনার কথা ফাঁস করবেন না। তিনি বললেন, হ্যাঁ তাই হবে। খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ কাসারী এলেন খলীফা ওয়ালীদের নিকট। তাকে বললেন, আপনি হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হবেন না, কারণ আমি আপনার উপর আক্রমণের আশংকা করছি। খলীফা ওয়ালীদ বলল, কাদের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশংকা করছ? তিনি বললেন, ওদের নাম আমি আপনাকে জানাবো না। সে বলল, ওদের নাম না জানালে আমি তোমাকে শাস্তির জন্যে ইউসুফ ইব্‌ন উমরের নিকট পাঠিয়ে দিব। খালিদ বললেন, তবুও আমি ওদের পরিচয় জানাতে পারব না। ওয়ালীদ তাঁকে পাঠিয়ে দিল ইউসুফের নিকট। সে তাকে এমন নির্যাতন করল যে, তিনি মারা-ই গেলেন।

ইব্‌ন জারীর উল্লেখ করেছেন যে, খালিদ যখন আক্রমণের পরিকল্পনাকারীদের নাম জানাল না তখন ওয়ালীদ তাঁকে গ্রেফতার করে এবং ইউসুফ ইব্‌ন উমরের নিকট পাঠিয়ে দেয় যাতে সে

তাঁর থেকে ইরাকে অবস্থিত তাঁর ধন-সম্পদ করায়ত্ত করে নেয়। কথিত আছে যে, ইউসুফ ইব্ন উমর যখন খলীফা ওয়ালীদের নিকট এসেছিল তখন খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ তার থেকে পাঁচ কোটি দিরহামে ইরাকে কিছু সম্পত্তি কিনে নিয়েছিল। এ যাত্রায় খালিদকে ইউসুফের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল যাতে সে ওই সম্পত্তি তাঁর থেকে দখলমুক্ত করে নিতে পারে। সেখানে ইউসুফ ইব্ন উমর তাঁর উপর সীমাহীন নির্যাতন চালায়। যাতে তিনি ক্রয়কৃত ইরাকের সম্পদগুলোর মালিকানা ছেড়ে দেন। সে অনবরত তাঁকে নির্যাতন করছিল, এক পর্যায়ে তিনি নিহত হন। এই ঘটনায় ইয়ামানের জনসাধারণ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষেপে যায় এবং ওয়ালীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

যুবায়র ইব্ন বিকার বলেছেন যে, মুসআব ইব্ন আবদুল্লাহ্ বলেছেন যে, আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি– তিনি বলছিলেন, আমি খলীফা মাহ্দীর নিকট বসা ছিলাম। সেখানে ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদ প্রসংগে আলোচনা হচ্ছিল। একজন উঠে বলল, সে তো যিনদীক বা ধর্মত্যাগী ছিল। তখন মাহ্দী বললেন, কোন যিনদীক বা নাস্তিক ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ্ তাঁর খিলাফত দেন না।

আহমদ ইব্ন উমায়র বলেছেন যে, আবদুর রহমান আযহারী ইব্ন ওয়ালীদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উম্মু দারদা (র) থেকে শুনেছি–তিনি বলছিলেন, সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে যখন মযলূম অবস্থায় কোন যুবক উমাইয়া শাসক নিহত হবে তখন থেকে ওই জনপদে আনুগত্য ও অনুসরণের গুরুত্বহীন শুরু হবে। দেশে অন্যায়ভাবে খুন-রাহাযানী ও নরহত্যা বেড়ে যাবে।

ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদের হত্যাকাণ্ড

ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদের প্রেমাসক্তি, স্বেচ্ছাচারিতা, পাপাচারিতা, ধর্মহীনতা এবং নামাযের প্রতি অবহেলা ইত্যাদি বিষয়ে ইতিপূর্বে আমরা কিছুটা আলোকপাত করেছি। খিলাফত লাভের পূর্বে যেমন এসব দুশ্চরিত্র তার মধ্যে ছিল। খিলাফতের পদে আসীন হবার পরও সে ওইসব অপকর্মে মত্ত ছিল। বরং খিলাফত লাভের পর তার লাম্পট্য, বিলাসিতা, আমোদ-ফূর্তি, বেলেল্লাপনা, নির্লজ্জতা, মদ্যপান, শিকার করা ও পাপিষ্ঠ লোকদের সাহচর্য লাভ আরো বেড়ে যায়। খিলাফত লাভ তার সত্যদ্রোহিতা ও গোমরাহীকে আরো উস্কে দিয়েছিল। এতে দেশের আমীর-উমারা, সেনাবাহিনী ও সাধারণ জনগণের মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তারা প্রচণ্ড ঘৃণা পোষণ করতে থাকে খলীফার প্রতি। তার সবচেয়ে নিকৃষ্ট পদক্ষেপ ছিল তার চাচা হিশাম এবং ওয়ালীদের ছেলেদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন। সাথে সাথে ইয়ামানী লোকদের প্রতি তার অন্যায় আচরণ। এই ছিল তার ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ। বস্তুত খুরাসান সেনাবাহিনীর অধিকাংশ লোক ছিল ইয়ামানের নাগরিক।

খালিদ ইব্ন কাসারীকে বন্দী করে ইউসুফ ইব্ন উমরের নিকট পাঠানোর পর সে খালিদের উপর এমন অত্যাচার করে যে, এক পর্যায়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। ইউসুফ ইব্ন উমর তখন ইরাকের উপ-প্রশাসক ছিল। এই ঘটনায় ইয়ামানী নাগরিকগণ খলীফার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং তার এই কাজকে অপসন্দ করে। খালিদের হত্যাকাণ্ড তাদেরকে ব্যথাতুর করে তোলে।

ইব্ন জারীর বর্ণনা করেছেন যে, ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদ তার চাচাত ভাই সুলায়মান ইব্ন হিশামকে একশত চাবুকাঘাত করে, তার চুল ও দাড়ি কেটে ন্যাড়া করে দেয় এবং তাকে ওমান

রাজ্যে পাঠিয়ে ওখানে বন্দী করে রাখে। ওয়ালীদের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানে বন্দী হয়ে থাকেন। তার চাচাত ভাই ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের এক ক্রীতদাসীকে জোরপূর্বক নিয়ে আসে। উমর ইব্‌ন ওয়ালীদ তাদের ক্রীতদাসী ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে খলীফার সাথে কথা বলে। স্বৈরাচারী ওয়ালীদ বলে যে, না, আমি ওকে ফেরত দিব না। তখন উমর বলেছিল যে, তাহলে বিদ্রোহী জনতার দল আপনার সৈন্যদেরকে ঘিরে দাঁড়াবে। সে বন্দী করে রেখেছিল ইয়াযীদ ইব্‌ন হিশামকে এবং নিজের দুষ্ট ছেলে হাকাম ও উছমানের পক্ষে জনগণ হতে বায়আত গ্রহণ করে। ওরা দুইজন তখনও সাবালক হয়নি। এও মানুষের মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তারা ওয়ালীদকে সুপরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু সে কোন পরামর্শ গ্রহণ করেনি। তারা তাকে বারণ করেছিল সে বিরত থাকেনি। ফিরে আসেনি।

মাদাইনী তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, ওয়ালীদের কাজ-কর্মে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। হাশিম ও ওয়ালীদের বংশধরেরা তাকে কুফরী, ধর্মত্যাগ, আপন পিতার উম্মু ওয়ালাদের সাথে শয্যাসঙ্গী হওয়া এবং সমকামিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে।

ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে, ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ১০০টি শিকল তৈরি করেছিল। প্রত্যেক শিকলে বনূ হাশিম গোত্রের এক একজন লোকের নাম ছিল। সে চেয়েছিল যে, ওই শিকলগুলোতে বেঁধে সে বনূ হাশিম গোত্রের ওই সকল লোককে হত্যা করবে। ঐতিহাসিকগণ তাকে ধর্মত্যাগের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল। তার প্রতি সবচেয়ে কঠিন মন্তব্য ও আক্রমণাত্মক বক্তব্য দিয়েছিল ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক। জনসাধারণ তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করেছিল খুব বেশী করে। কারণ, সাধারণ দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন একজন আবিদ ও বিনয়ী ব্যক্তি। তিনি বলতেন যে, এখন ওয়ালীদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে আমরা মোটেই রাযী নই। তিনি জনসাধারণকে খলীফা ওয়ালীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আহ্বান জানান। অন্যদিকে কুদাআ, ইয়ামানী গোত্রের একদল লোক, সরকারী কর্মচারীদের একটি অংশ এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের পরিবারের কতক লোক খলীফার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই সব কিছুর মূল নেতৃত্বে ছিলেন ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক। তিনি উমাইয়া বংশের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একজন সৎ, দীনদার ও পরহিযগার ব্যক্তিরূপে সকলের নিকট সমাদৃত ছিলেন। তাই জনসাধারণ খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্যে তাঁর হাতে বায়আত করে। অবশ্য তাঁর ভাই আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ তাঁকে এ কাজে নিষেধ করেন। তিনি ওই নিষেধাজ্ঞা মেনে নেননি। তাতে তাঁর ভাই আব্বাস ক্ষেপে গিয়ে বলেছিল, খলীফা তোমাকে মেরে ফেলবেন এই আশংকা না থাকলে আমি তোমাকে বন্দী করে খলীফার নিকট পাঠিয়ে দিতাম।

একসময় হঠাৎ দামেস্কে মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। পরিণতিতে দলে দলে লোক দামেস্ক ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়। প্রায় ২০০ সাথী নিয়ে খলীফা ওয়ালীদ দামেস্ক ছেড়ে নগরীর এক প্রান্তে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এই সময়টিকে ইয়াযীদ তার লক্ষ্য পূরণের উপযুক্ত সময় মনে করে। লক্ষ্য বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়। তার ভাই 'আব্বাস কঠোরভাবে তাঁকে নিষেধ করছিল। ইয়াযীদ তা মানেননি। এ প্রসংগে আব্বাস বলেছিল ঃ

إِنِّىْ أُعِيْذُكُمْ بِاللّٰهِ مِنْ فِتَنٍ + مِثْلِ الْجِبَالِ تَسَامِىْ ثُمَّ تَنْدَفِعُ

“আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র আশ্রয়ে ন্যস্ত করছি পর্বতসম ফিতনা-ফাসাদ হতে। যা একবার বেড়ে উঠবে তারপর থেমে যাবে।”

اِنَّ الْبَرِيَّةَ قَدْ مَلَّتْ سِيَاسَتَكُمْ + فَاسْتَمْسِكُوْا بِعُمُوْدِ الدِّيْنِ وَارْتَدِعُوْا

“তোমাদের রাজনীতির নেতিবাচকতায় জগত এখন ভীতশ্রদ্ধ। কাজেই, তোমরা দীনের স্তম্ভগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বর্তমান অবস্থান থেকে ফিরে আস।”

لاَ تُلْحِمَنْ ذِئَابَالنَّاسِ اَنْفُسَكُمْ + اِنَّ الذُّبَابَ اِذَا مَا الْحَمَتْ رَتَعُوْا

“মানুষরূপী নেকড়ের মুখে নিজেদেরকে গোশ্‌তরূপে উপস্থাপন করো না। কারণ, কোন সবুজ-সজীব বৃক্ষরাজিতে মাছি ও মশা অবতরণ করলে তার পত্র-পল্লব খেয়ে সব উজাড় করে থাকে।

لاَتَبْقِرَنَّ بِأَيْدِيْكُمْ بُطُوْنَكُمْ + فَثُمَّ لاَ حَسْرَةٌ تُغْنِى وَلاَ جَزَعُ

“নিজেদের হাতে নিজেদের পেট চিরে দিও না। কারণ, তাহলে তখন কোন্ হায় আফসোস ও অস্থিরতা কোন কাজে আসবে না।”

ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদের ক্ষমতা যখন মোটামুটি মজবুত হল এবং যারা তাঁর হাতে বায়আত করার তারা বায়আত করল, তখন তিনি দামেস্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ওয়ালীদের অনুপস্থিতিতে তিনি রাজধানী দামেস্কে প্রবেশ করলেন। সেখানে রাতের বেলা অধিকাংশ নাগরিক তাঁর হাতে বায়আত করে। তিনি এ সংবাদ পেলেন যে, মায্যাহ এর নাগরিকগণ তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি মুআবিয়া ইব্‌ন মুসাদ এর হাতে বায়আত করে নিয়েছে। এটি অবগত হয়ে ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ তাঁর কতক সাথী নিয়ে সেদিকে যাত্রা করলেন। পথে তারা এক কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত রাতের বেলা তাঁরা মায্যাহ এসে পৌঁছলেন এবং মুআবিয়া ইব্‌ন মুসাদের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। ইয়াযীদ সরাসরি কথা বললেন মুআবিয়ার সাথে। সে ইয়াযীদের হাতে বায়আত করল। ওই রাতেই একটি কাল গাধার পিঠে চড়ে নদীর তীর ধরে ইয়াযীদ দামেস্কে ফিরে আসেন। তাঁর সাথিগণ এবার শপথ করল যে, অস্ত্রসজ্জিত না হয়ে তিনি দামেস্কে প্রবেশ করতে পারবেন না। তিনি অস্ত্রসজ্জিত হলেন এবং রাজধানী দামেস্কে প্রবেশ করলেন।

খলীফা ওয়ালীদ তার অনুপস্থিতিতে আবদুল মালিক ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ ছাকাফীকে তার স্থলাভিষিক্ত ও ভারপ্রাপ্ত খলীফা নিয়োগ করে গিয়েছিল। তখন পুলিশ প্রধান ছিল আবুল আস কাছীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সুলামী।

এদিকে জুমুআর রাতে মাগরিবের পর ইয়াযীদের সহযোগী ও সাথিগণ ফারাদীস প্রবেশ দ্বারের নিকট সমবেত হয়। ইশার আযানের পর তারা মসজিদে প্রবেশ করে। মসজিদে যখন শুধু তারাই অবস্থান করছিল তখন ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে মসজিদে আসার জন্যে সংবাদ পাঠানো হয়। ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ মসজিদ চত্বরে আসেন। তিনি আল-মাকসূরাহ্ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চাইলেন। একজন সেবক এসে ওই দরজা খুলে দিল। বস্তুত তাঁরা সকলে মসজিদে

প্রবেশ করলেন এবং প্রশাসক আবূ আজকে দেখতে পেলেন যে সে মদ্যপানে মাতাল হয়ে আছে। তাঁরা বায়তুল মালে যত সম্পদ আছে সবটুকু ছিনিয়ে নিল। তারা আরো মজবূত হয়ে অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিল। ইয়াযীদ তার অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিল শহরের দরজা বন্ধ করে দিতে এবং এ নির্দেশও ছিল যে, একান্ত পরিচিত হলে তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিবে।

ভোরবেলা স্থানীয় লোকজন সকলে উপস্থিত হল। শহরের সকল প্রবেশ দ্বার দিয়ে তারা শহরের ভেতরে ঢুকল। প্রত্যেক মহল্লাবাসী নিজেদের কাছাকাছি দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। এক পর্যায়ে ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের সাহায্যে বহু সৈন্য একত্র হলো। তারা সকলে ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদের হাতে বায়আত বা খিলাফতের পক্ষে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলো।

এ সম্পর্কে জনৈক কবি বলেছেন ঃ

فَجَاءَتْهُمْ اَنْصَارُهُمْ حِيْنَ اَصْبَحُوْا + سَكَاسِكُهَا اَهْلُ الْبُيُوْتِ الصَّنَادِدِ

"তারপর ভোর বেলা ওদের সাহায্যকারিগণ এল। সাকাসিক গোত্রের বীর ও সাহসী লোকজন ওদের সাহার্য্যার্থে উপস্থিত হল।"

وَكَلْبٌ فَجَاءُوْهُمْ بِخَيْلٍ وَعِدَةٍ + مِنَ الْبَيْضِ وَالاَبْدَانِ ثُمَّ السَّوَاعِدُ

"কালব গোত্রের লোকজন এল তাদের নিকট বহু অশ্ব ও শিরস্ত্রাণ নিয়ে। আর এল সাওয়াইদ গোত্র।"

فَاُكْرِمَ بِهَا اَحْيَاءُ اَنْصَارِ سُنَّةٍ + هُمْ مُنِعُوْا حُرُمَاتِهَا كُلَّ جَاحِدٍ

"সুন্নাতের সাহায্যকারী এসব গোত্র সেখানে সম্বর্ধনা পেল, অথচ সুন্নাতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে তারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল ইতিপূর্বে।"

وَجَاءَتْهُمْ شَيْبَانُ وَالاَزْدُ شُرَّعًا + وَعَبَسُ وَلَخْمُ بَيْنَ حَامٍ وَذَائِدِ

"শায়বান ও আযদ গোত্র তাদের নিকট এসেছে দলে দলে। আর তাদের সাহায্যে ও প্রতিরক্ষায় এসেছে আবাস ও লাখ্‌ম গোত্র।"

وَغَسَّانُ وَالْحَيَّانُ قَيْسُ وَتَغْلِبُ + وَاُحْجِمَ عَنْهَا كُلُّ وَانٍ وَزَاهِدِ

"তাদের সাহায্য এসেছে গাস্‌সান গোত্র এবং কায়স ও তাগলিব গোত্র। আর দুর্বল ও শক্তিহীন গোত্রগুলো সেখানে আগমন করেনি।"

فَمَا أَصْبَحُوْا اِلاَّ وَهُمْ اَهْلُ مُلْكِهَا + قَدِ اسْتَوْثَقُوْا مِنْ كُلِّ عَاتٍ وَمَارِدِ

"এখন ওরাই ওই দেশের রাজত্বের মালিক। সকল সত্যদ্রোহী সীমালংঘনকারী অত্যাচারীর হাত থেকে তারা নিজেদেরকে রক্ষা করবে।"

নতুন খলীফা ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ২০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ আবদুর রহমান ইব্‌ন মুসাদকে 'কুতনা' প্রেরণ করেছিলেন দামেস্কের তৎকালীন শাসক আবদুল মালিক ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন

হাজ্জাজকে তাঁর নিকট নিয়ে আসার জন্যে এবং তাকে নিরাপত্তা প্রদানের জন্যে। শাসক আবদুল মালিক ইব্ন মুহাম্মদ তখন আত্মরক্ষার্থে এক সংরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল।

খলীফার প্রেরিত সেনাদলে ওই দুর্গে পৌঁছে এবং সেখানে দুটো থলি খুঁজে পায়। প্রত্যেক থলিতে ছিল ৩০,০০০ দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা।

ফিরতি পথে মায্‌যাহ্ পৌঁছার পর ইব্ন মুসাদের সাথিগণ বলল, চলুন, এই মাল নিন। এটি নিয়ে পালিয়ে যাই। ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদের সাহচর্য অপেক্ষা স্বর্ণমুদ্রা বা টাকার এই থলি অনেক অনেক গুণ ভাল।

ইব্ন মুসাদ বললেন, না, তা হয় না। "আমিই প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা করেছি" আরবদের মুখে এই কটুক্তি ও তিরস্কার শুনতে আমি প্রস্তুত নই। ওই মালামাল এনে তারা নব নিযুক্ত খলীফা ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদের নিকট হস্তান্তর করে। ইয়াযীদ ওই সম্পদ দ্বারা প্রায় দুই হাজার সৈন্য বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী সেনাদল গঠন করে। অবিলম্বে তিনি তাঁর ভাই আবদুল আযীয ইব্ন ওয়ালীদের নেতৃত্বে ওই সেনাদল পাঠালেন ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদকে ধরে আনার জন্যে। এদিকে বরখাস্তকৃত খলীফা ওয়ালীদের একজন ক্রীতদাস ও অনুগামী ব্যক্তি ওই রাতেই দ্রুত অশ্ব চালিয়ে ওয়ালীদের নিকট পৌঁছে এবং রাজধানী দামেস্কের পরিস্থিতি ও নব নিযুক্ত খলীফা ইয়াযীদ সম্পর্কে তাকে অবহিত করে। কিন্তু ওয়ালীদ তার কথা বিশ্বাস করেনি। বরং তাকে পিটানোর নির্দেশ দিয়েছে। এরপর অনবরত তার নিকট খবর পৌঁছতে থাকে এই বিষয়ে। তার কোন কোন সাথী তাকে পরামর্শ দিয়েছিল ওই বাসস্থান ছেড়ে হিমস নগরীতে আশ্রয় নেওয়ার জন্যে। হিমস নগরী ছিল একটি সুরক্ষিত স্থান।

আবরাশ সাঈদ ইব্ন ওয়ালীদ কালবী বলেছিল যে, আপনি গোপনে আমার সম্প্রদায়ের নিকট চলে আসুন। কিন্তু ওয়ালীদ এসব প্রস্তাবের কোনটিই গ্রহণ করেনি। সে তার প্রায় দুইশত অশ্বারোহী সাথী নিয়ে ইয়াযীদের সৈন্যদের মুকাবিলার জন্যে যাত্রা করে। পথিমধ্যে "ছাকলাহ" নামক স্থানে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। ওয়ালীদ নিজে নু'মান ইব্ন বাসীরের নির্মিত দুর্গ "বুখারা দুর্গে" আশ্রয় নেয়।

এদিকে নবনিযুক্ত খলীফা ইয়াযীদের ভাই আব্বাস ইব্ন ওয়ালীদের প্রতিনিধি ওয়ালীদের নিকট সংবাদ দেয় যে, আব্বাস তার সাহায্যে আসছেন। মূলত আব্বাস ছিল আপন ভাই ইয়াযীদের বিপক্ষে ওয়ালীদের পক্ষে সাহায্যকারী। ক্ষমতাচ্যুত খলীফা ওয়ালীদ তার আসন পেতে দেওয়ার নির্দেশ দিল। সে ওই আসনে বসল এবং বিক্ষুব্ধচিত্তে বলল, আমি সিংহের উপর আক্রমণ করি, বিষাক্ত অজগরের গলা টিপে ধরি আর ওই কতগুলো মানুষ আমার উপর আক্রমণ করবে ?

আবদুল আযীয ইব্ন ওয়ালীদ তার সাথী সেনাদল সহকারে ওয়ালীদের কাছাকাছি এসে পৌঁছে। ২০০০ সৈন্যের মধ্যে মাত্র আটশত সৈন্য তাঁর সাথে আসতে পেরেছিল। এখানে বসে আব্বাসের সেনাবাহিনী এবং আবদুল আযীযের সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাতে আব্বাসের লোকদের একটি বিরাট অংশ নিতে হয়। ওদের কর্তিত মাথা ওয়ালীদের নিকট পাঠানো হয়। আব্বাস এসেছিল আপন ভ্রাতা ইয়াযীদের বিপক্ষে ক্ষমতাচ্যুত খলীফা ওয়ালীদের সাহায্যার্থে। আবদুল আযীয লোক পাঠিয়েছিল আব্বাসকে ধরে আনার জন্যে। তারপর তাকে

জোরপূর্বক ধরে আনা হয় এবং সে আপন ভাই ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদের পক্ষে তার বায়আত ঘোষণা করে। এবার তারা দুই ভাই তাদের অপর ভাই খলীফা ইয়াযীদের পক্ষে ক্ষমতাচ্যুত শাসক ওয়ালীদের বিরুদ্ধে সমন্বিত যুদ্ধ পরিচালনায় প্রস্তুতি নেয়। লোকজন এই পরিস্থিতি দেখে ওয়ালীদের পক্ষ ত্যাগ করে তাঁদের পক্ষে যোগ দেয়। ফলে ওয়ালীদ গুটি কতক সৈন্যসহ নিঃসঙ্গ ও অসহায় অবস্থায় পতিত হয়। সে দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় নেয়। তার বিরোধী সৈন্যগণ চারিদিক হতে তাকে ঘিরে ফেলে। ওয়ালীদ দুর্গের দরজার নিকট এসে ডাক দিয়ে বলল, তোমাদের একজন সম্ভ্রান্ত লোক যেন আমার সাথে কথা বলে। বিরোধী শিবির হতে ইয়াযীদ ইব্‌ন আম্বাসা সাকসাকী তার সাথে কথা বলার জন্যে এগিয়ে গেল। ওয়ালীদ বলল, আমি কি ইতিপূর্বে তোমাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করিনি। আমি কি তোমাদের দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে সাহায্য করিনি ? আমি কি তোমাদের নারীদের সেবা করিনি ? উত্তরে ইয়াযীদ ইব্‌ন আম্বাসা বলল, শরীআতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা, মদ্যপান করা, আপনার পিতা উম্মু ওয়ালাদ পর্যায়ের ক্রীতদাসীদের সাথে যৌনচারে লিপ্ত হওয়া এবং মহান আল্লাহ্‌র বিধি- বিধানের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলার ফলশ্রুতিতে আজ আপনার এই করুণ পরিণতি। ওয়ালীদ বলল, ওহে সাকসাকী লোক ! থাম থাম, তুমি অনেক কঠোর কথা বলেছ। তুমি যে সব অভিযোগ এনেছ মূলত ওইগুলো আমার জন্যে বৈধ হবার অবকাশ ছিল। এরপর সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম তোমরা যদি আমাকে খুন কর তাতে তোমাদের ফিতনা বন্ধ হবে না এবং তোমাদের বিচ্ছিন্নতায় ঐক্য আসবে না। তোমাদের বক্তব্য ও মতামত এক হবে না। এরপর ওয়ালীদ প্রাসাদের ভেতরে চলে যায় এবং সামনে একটি কুরআন শরীফ রেখে বসে পড়ে। সে কুরআন মজীদ খুলে সেটি তিলাওয়াত করতে থাকে। আর বলে যে, আজকের এই দিবস হযরত উছমান (রা)-এর শাহাদাতের দিবসের ন্যায়। সে নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিল।

বিদ্রোহী সৈন্যগণ প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। সবার আগে তার নিকট গিয়ে পৌঁছে ইয়াযীদ ইব্‌ন আম্বাসাই সে ওয়ালীদের নিকট এগিয়ে যায়। তার পাশে ছিল একটি তরবারি। ইয়াযীদ বলল, ওটি সরিয়ে রাখ। ওয়ালীদ বলল, মূলত ওই তরবারি ব্যবহারের ইচ্ছা থাকলে আমি ওটিকে এভাবে রেখে দিতাম না। ভয় নেই, সেটি দ্বারা তোমার সাথে লড়াই করব না। ইয়াযীদ গিয়ে ওয়ালীদের হাত চেপে ধরল। তার উদ্দেশ্য ছিল ওকে বন্দী করে নবনিযুক্ত খলীফা ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদের নিকট পাঠিয়ে দিবে। ইতিপূর্বে দশজন সেনাপতি সেখানে গিয়ে পৌঁছে। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে তারা ওয়ালীদকে মাথায় ও মুখে তরবারির আঘাত হানতে থাকে। এভাবে তারা তাকে হত্যা করে। এরপর তার পা চেপে ধরে তাকে টেনে টেনে নিয়ে যেতে থাকে প্রাসাদের বাহিরে আনার জন্যে। এটি দেখে মহিলাগণ চেঁচামেচি ও কান্নাকাটি শুরু করে। তারা তাকে ফেলে রাখে। আবূ ইলাকা কুদাঈ তার মাথা কেটে নেয়। দশজন সৈন্যের পাহারায় তার মাথাটি খলীফা ইয়াযীদের নিকট প্রেরণ করে। ওই দশজনের অন্যতম ছিল মানসূর ইব্‌ন জামহূর, রাওহ্ ইব্‌ন মুক্‌বিল, বনূ কালব গোত্রের কিনানা উপগোত্রের ক্রীতদাস বিশর এবং ওয়াজহুল ফালাস খ্যাত আবদুর রহমান। খলীফা ইয়াযীদের নিকট পৌঁছে তারা তাঁকে ওয়ালীদের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ জানায় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে খিলাফতের দায়িত্ব হস্তান্তর করে। তিনি এই দশজনের প্রত্যেককে দশহাজার দিরহাম করে উপহার প্রদান করেন। তখন রাওহ্ ইব্‌ন

বিশর ইব্ন মুকবিল বলল, হে আমিরুল মু'মিনীন ! পাপিষ্ঠ ওয়ালীদের নিহত হবার সুসংবাদ গ্রহণ করুন। সংবাদ শুনে মহান আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তিনি সিজদাবনত হন। সংশ্লিষ্ট সৈন্যগণ খলীফা ইয়াযীদের নিকট ফিরে আসে। বায়আতের প্রতিক্রিয়া সর্বপ্রথম ইয়াযীদ ইব্ন আম্বাসা সাকসাকীই খলীফা ইয়াযীদের হাতে হাত রাখেন। ইয়াযীদ নিজের হাত টেনে নেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্ ! আমার এই খিলাফত প্রাপ্তি যদি আপনার সন্তোষ সংশ্লিষ্ট হয় তাহ্লে এই কাজে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। যারা ক্ষমতাচ্যুত খলীফা ওয়ালীদের কর্তিত মাথা এনেছিল তিনি তাদেরকে এক লক্ষ দিরহাম পুরস্কার দিয়েছিলেন। তারা মাথা নিয়ে ইয়াযীদের দরবারে উপস্থিত হয়েছিল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে। কেউ বলেছেন বুধবারে। এটি ছিল ১২৬ হিজরী সনের জুমাদাল্ উখরা মাসের দুই দিন বাকী থাকা দিনের ঘটনা।

ওই কর্তিত মাথা একটি বর্শার মাথায় গেঁথে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানোর নির্দেশ দেন খলীফা। কিন্তু তাঁকে বলা হল যে, এভাবে আচরণ করা হয় খারিজিদের ক্ষেত্রে। কিন্তু খলীফা বললেন, আল্লাহ্র কসম ! আমি ওই মাথা লাঠির মাথায় স্থাপন করবই। তারপর বর্শার মাথায় ওই কর্তিত মাথা গেঁথে শহরে শহরে ঘুরানো হয়। তারপর এক মাসের জন্যে ওই মাথা এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। এরপর ওই মাথা তার ভাই সুলায়মান ইব্ন ওয়ালীদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। তার সাথে সম্পর্কচ্যুতির ইঙ্গিত দিয়ে তার ভাই সুলায়মান বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুই ছিলি মদ্যপ, লম্পট এবং পাপিষ্ঠ। সে আমাকেও ওই পাপের পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। আমি তো তার ভাই। বস্তুত ওয়ালীদ যে কোন পাপের কাজ অনায়াসে করে ফেলত। কেউ কেউ বলেছেন যে, দামেস্কের জামে' মসজিদের মাঠ সংলগ্ন পূর্ব প্রাচীরে তার মাথা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। উমাইয়া শাসনের পতনকাল পর্যন্ত তার মাথা ওখানে ঝুলন্ত ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, সেটি তার ঝুলানো মাথা নয় বরং সেটি ছিল তার রক্তের চিহ্ন। ওয়ালীদ যখন নিহত হয় তখন তার বয়স হয়েছিল ৩৬ বছর। কেউ বলেছেন ৩৮ বছর। কেউ বলেছেন ৩১ বছর। কেউ বলেছেন ৩২। কেউ বলেছেন ৩৫। আবার কেউ বলেছেন ৪৬ বছর। প্রসিদ্ধ অভিমত অনুসারে তার শাসনকাল ছিল এক বছর ছয়মাস। কেউ বলেছেন এক বছর তিন মাস।

ইব্ন জারীর বলেছেন যে, উমাইয়া শাসক ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদ ছিল একজন শক্তিমান শাসক। তার পায়ের আঙ্গুলগুলো ছিল লম্বা লম্বা। তার জন্যে মাটিতে লোহার খুঁটি পুঁতে রাখা হত এবং একটি রশি দ্বারা ওই খুঁটি তার পায়ের সাথে বেঁধে দেওয়া হত। এরপর সে ঘোড়ার দেহ স্পর্শ না করে লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ত। তার লাফ দেওয়ার সাথে সাথে প্রচণ্ড টানে ওই লোহার খুঁটি মাটি থেকে উপড়ে এসে পড়ত।

ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের শাসন পরিচালনা

ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদের উপাধি ছিল "আল্-নাকিছ বা হ্রাসকারী" পূর্ববর্তী খলীফা জনসাধারণের জন্য রাষ্ট্রীয় ভাতার যতটুকু বৃদ্ধি করেছিল ইয়াযীদ খলীফা হবার পর তা ছাটাই ও হ্রাস করে দেন। তাই তাঁর উপধি হয় আল-নাকিছ বা হ্রাসকারী। ওয়ালীদ দশ দিরহাম বৃদ্ধি করেছিল ইয়াযীদ তা কমিয়ে দিয়েছিলেন এবং হিশামের শাসনামলে যে পরিমাণ ছিল তাতে

নামিয়ে এনেছিলেন। কথিত আছে যে, সর্বপ্রথম মারওয়ান তাকে এই নিন্দাসূচক উপাধি প্রদান করে। খলীফা ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবার পর ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেটি ছিল এই হিজরী সনের অর্থাৎ ১২৬ হিজরী সনের জুমাদাল্-উখ্‌রা মাসের দুই দিন অবশিষ্ট থাকার দিন জুমুআবার। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেও ইয়াযীদের মধ্যে সততা ও পরহিযগারী ছিল।

খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হবার পর সর্বপ্রথম তিনি যে কাজ করেছিলেন তা হল সৈনিকদের ভাতা কমিয়ে দেওয়া। ওয়ালীদের আমলে ভাতার যে পরিমাণ বর্ধিত করা হয়েছিল অর্থাৎ বার্ষিক দশ দিরহাম ইয়াযীদ তা কমিয়ে দেন। এজন্যে তিনি নাকিছ বা হ্রাসকারী নামে পরিচিত হন। উদাহরণরূপে বলা হয় যে, মারওয়ান বংশীয় খলীফাদের মধ্যে মুখ কাটা ও ভাতা হ্রাসকারী এই দুইজন হল সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ খলীফা। অর্থাৎ উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয এবং আলোচ্য ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ এই দু'জন শ্রেষ্ঠতম ন্যায়পরায়ণ উমাইয়া খলীফা।

ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদের খিলাফতকাল দীর্ঘ হয়নি। এই বছরের শেষ দিকে তিনি মারা যান। তাঁর শাসনকালে চারিদিকে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। ফিত্‌না-ফাসাদ দেখা দেয় এবং উমাইয়্যাদের মধ্যে পরস্পর মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ে। ফলে একপর্যায়ে সুলায়মান ইব্‌ন হিশাম নিজেকে খলীফারূপে ঘোষণা করেন। ওয়ালীদের শাসনামলে তিনি ওমানে বন্দী জীবন কাঠিয়েছিলেন। ইয়াযীদের শাসনামলে তিনি বন্দী দশা হতে মুক্তি পান এবং ওমানের ধন-সম্পদের উপর নিজের কর্তৃত্ব ঘোষণা করেন। তিনি দামেস্কে আগমন করেন এবং ওয়ালীদের প্রতি লা'নত বর্ষণ, তার দুর্নাম এবং তাকে কুফরীর অপরাধে অভিযুক্ত করেন। ইয়াযীদ তাঁকে সম্মান দেখালেন এবং ওয়ালীদের দখল থেকে উদ্ধার করা তাঁর ধন-সম্পদ তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। ইয়াযীদ সুলায়মানের এক বোনকে বিয়ে করেন। ওই মেয়ের নাম উম্মু হিশাম বিন্‌ত হিশাম। হিমসের জনসাধারণ তাদের অঞ্চলে অবস্থিত আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদের ঘরবাড়ি সব ভেঙ্গে ফেলে এবং তার পরিবার-পরিজন ও ছেলেদেরকে বন্দী করে রাখে। আব্বাস হিমস হতে পালিয়ে দামেস্কে ইয়াযীদের নিকট চলে আসে।

এদিকে হিম্‌সের জনসাধারণ সাবেক খলীফা ওয়ালীদের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী তোলে। তারা শহরের সবগুলো দরজা বন্ধ করে দেয় এবং ওয়ালীদের মৃত্যু বেদনায় কান্নাকাটি আহাজারি ও বিলাপ জুড়ে দেয়। স্থানীয় সৈন্যদের সাথে তারা লিখিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় ওয়ালীদ হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে। সৈন্যদের একটি বড় অংশ তাদের আহ্বানে সাড়া দেয় এই শর্তে যে, তারা জয়ী হলে ওয়ালীদের নির্ধারিত উত্তরাধিকারী হাকাম ইব্‌ন ওয়ালীদকে খিলাফতের পদে আসীন করবে। অভিযান সফল হলে তারা হিম্‌সের বর্তমান শাসক মারওয়ান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানকে বরখাস্ত করে তাকে এবং তার ছেলেকে হত্যা করবে। তারপর মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন হুসায়নকে হিম্‌সের শাসনকর্তারূপে গ্রহণ করবে।

তাদের পরিকল্পনার সংবাদ খলীফা ইয়াযীদের নিকট পৌঁছে যায়। ইয়াকূব ইব্‌ন হানীর মাধ্যমে তিনি ওদের নিকট একটি পত্র পাঠান। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল এই যে, খলীফা তোমাদেরকে পরামর্শভিত্তিক কাজ পরিচালনার আহ্বান জানাচ্ছেন। আমর ইব্‌ন কায়স বলল, তবে আমরা খলীফা হিসেবে পূর্ব থেকে নির্ধারিত হাকাম ইব্‌ন ওয়ালীদকে গ্রহণ করব। একথা

শুনে পত্রবাহক ইয়াকূব আমরের দাঁড়ি চেপে ধরে এবং বলে যে, ধিক তোমার জন্যে, তুমি যাকে খলীফা বানানোর প্রস্তাব করেছ সে এতই অযোগ্য যে, সে যদি তোমার তত্ত্বাবধানে থাকা ইয়াতীম হত তখন ওর সম্পদ ওকে হস্তান্তর করা তোমার জন্যে জাইয হত না, তাহলে তুমি সমগ্র জনসাধারণের দায়িত্ব কী করে তার হাতে ন্যস্ত করবে ?

এ ঘটনার পর হিম্‌সের জনগণ সম্মিলিত প্রতিরোধের মাধ্যমে সরকারী প্রতিনিধি ও দূতদেরকে তাড়িয়ে দেয় এবং হিম্‌স রাজ্য হতে বের করে দেয়। ওদেরই একজন আবূ মুহাম্মদ ছুফয়ানী বলল, আমি নিজে যদি দামেস্কে যাই, তবে ওদের দুইজন লোকও আমার বক্তব্যের বিরোধিতা করবে না। ফলে আবূ মুহাম্মদ ছুফয়ানীর নেতৃত্বে একদল হিম্‌সবাসী দামেস্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তাদের আমীর নিযুক্ত হয় আবূ মুহাম্মদ সুফয়ানী।

এদিকে ওদেরকে মুকাবিলা করার জন্যে খলীফা ইয়াযীদ সুলায়মান ইব্‌ন হিশামের নেতৃত্ব একটি বড় সেনাদল প্রেরণ করেন। অনুরূপ একটি দল প্রেরণ করেন আবদুল আযীয ইব্‌ন ওয়ালীদের নেতৃত্বে। এই দলে সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩০০০। এদেরকে ছানিয়্যাতুল ইকাবে অবস্থান নিতে বলা হয়। হিশাম ইব্‌ন মুসাদ মাযীর নেতৃত্বে ১৫০০ সৈন্যের অপর একটি দল পাঠানো হয় সুলামিয়্যা পার্বত্য পথে অবস্থান নেওয়ার জন্যে।

হিম্‌সের জনগণ সুলায়মান ইব্‌ন হিশাম ও তার বাহিনীকে বামে রেখে এগিয়ে যায়। তাদের গতিবিধি জানতে পেরে সুলায়মান ওদের খোঁজে অগ্রসর হয় এবং সুলায়মানিয়্যা অঞ্চলে গিয়ে ওদের নাগাল পায়। তারা যায়তূন বাগানকে ডানে পার্বত্য অঞ্চলকে বামে এবং হাইয়াতকে পেছনে রেখে এগিয়ে গেল। ফলে শুধু একদিক দিয়েই ওদের উপর আক্রমণের সুযোগ ছিল। ওখানে উভয় পক্ষ তুমুল যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষে নিহত হয় বহু লোক। এক পর্যায়ে নিজের সেনাদলসহ আবদুল আযীয ইব্‌ন ওয়ালীদ এগিয়ে এসে যুগপৎ আক্রমণ চালান হিম্‌স বাহিনীর উপর। আক্রমণ সামলাতে না পেরে হিম্‌স বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তারা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যায়। পরাজয় বরণ করে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পালিয়ে যায়। সরকারী বাহিনী ওদেরকে তাড়া করে। ওদের কতককে হত্যা করে। কতককে বন্দী করে। এরপর ঘোষণা করে যে, খলীফা ইয়াযীদের হাতে বায়আত করলে যুদ্ধ বিরতি চলবে। হিম্‌সের বহু লোক বন্দী হয়েছিল। আবূ মুহাম্মদ সুফয়ানী এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মুআবিয়া ছিল তাদের অন্যতম।

এরপর সুলায়মান এবং আবদুল আযীয তাঁদের সেনাদল ও সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে সাথে নিয়ে আযরা গমন করেন। হিম্‌সের অভিজাত লোকজন এবং আত্মসমর্পণকারী লোকদেরকেও তাঁরা সাথে নিয়েছিলেন। বস্তুত এই যুদ্ধে তিনশত হিম্‌সবাসী মারা যায়। তারা সবাইকে নিয়ে খলীফা ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদের নিকট গমন করে। খলীফা তাদেরকে সাদরে বরণ করেন। ক্ষমাপ্রার্থী ও লজ্জিত হিম্‌সবাসীদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেন। তাদের রাষ্ট্রীয় ভাতা চালু করে দেন। ওরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয় এবং খলীফার আনুগত্য মেনে নিয়ে দামেস্কে তাঁর নিকট বসবাস করতে থাকে।

এই হিজরী সনে ফিলিস্তিনের নাগরিকগণ সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের ছেলে ইয়াযীদের খলীফারূপে গ্রহণ করে এবং তার হাতে বায়আত করে। ওখানে বনূ সুলায়মান তথা সুলায়মান পরিবারের কিছু জমি-জমা ও ধন-সম্পদ ছিল। ওই জমি-জমা ও ধন-সম্পদের আয় উপার্জন তারা স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দিত। এজন্যে ফিলিস্তিনীরা তাদেরকে ভালবাসত। খলীফা

ইব্‌ন ইয়াযীদ নিহত হবার পর ওই অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সাঈদ ইব্‌ন রাওহ্ ইব্‌ন যামবাগ স্থানীয় জনগণকে খলীফারূপে ইয়াযীদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের হাতে বায়আত গ্রহণের আহ্বান জানায়। তারা তার ডাকে সারা দেয় এবং সুলায়মানকে খলীফারূপে গ্রহণ করে।

জর্দানের জনগণ এই বিষয়টি অবগত হয়। তারা তখন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের হাতে বায়আত করে তাকে খলীফা মনোনীত করে। এসব সংবাদ কেন্দ্রে খলীফা ইয়াযীদের নিকট পৌঁছে। তিনি দামেস্কের লোকজন এবং সেখানে উপস্থিত হিম্‌সের অধিবাসীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী সুলায়মান ইব্‌ন হিশামের নেতৃত্বে জর্দান ও ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ওই বাহিনী জর্দান এসে পৌঁছলে তারা কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং কেন্দ্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। অনুরূপভাবে ফিলিস্তিনীরাও কেন্দ্রীয় খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

খলীফা ইয়াযীদ তাঁর ভাই ইবরাহীম ইব্‌ন ওয়ালীদকে রামাল্লাহ্ এবং তা-সংলগ্ন অঞ্চলের প্রশাসক নিয়োগ করেন। তারপর সে সব অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। আমীরুল মু'মিনীন খলীফা ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ দামেস্কে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তিনি মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার পর বললেন ঃ

হে লোক সকল ! আমি গৌরব প্রদর্শনের জন্যে, অহংকার করা জন্যে এবং পার্থিব লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে খলীফার পদে বসেনি। কিংবা রাজত্ব করার খায়েশ নিয়েও তা করিনি। আমি নিজেকে খুব উপযুক্তও মনে করি না। আমি বরং নিজের প্রতি অন্যায়ই করেছি। আমার প্রতিপালক যদি আমাকে দয়া না করেন তাহলে আমি ধ্বংস-ই হয়ে যাব। তবে মহান আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁর দীনের প্রতি অবমাননায় বিক্ষুব্ধ হয়ে আমি এ পথে নেমেছি। আমি মহান আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি এবং নবী মুহাম্মদ (সা)-এর সুন্নতের প্রতি আহ্বানকারীরূপে এ পথে পা বাড়িয়েছি। আমি ঠিক সেই পরিস্থিতিতে এ কাজে নেমেছি যখন দীনের নিদর্শনগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল, তাকওয়াবানদের জ্যোতি নির্বাসিত হয়ে যাচ্ছিল এবং প্রত্যেক নিষিদ্ধ কর্মকে সিদ্ধ জ্ঞানকারী স্বৈরাচারী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল। যখন সকল বিদ্'আত বাস্তবায়নকারী দোর্দণ্ড প্রতাপে তার মনস্কামনা পূর্ণ করে যাচ্ছিল। যখন ওই স্বৈরাচারীর অন্তরে মহান আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন মজীদের প্রতি সত্যায়ন ছিল না এবং যে বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসী ছিল না। বস্তুত বংশীয় দৃষ্টিকোণ হতে সে আমার চাচাত ভাই ছিল। মান-মর্যাদায় সে আমার সমকক্ষ ছিল। তার এই অবনতিশীল অবস্থা দেখে আমি তার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌র নিকট ইসতিখারা করেছি, কল্যাণের পথ কামনা করেছি এবং মহান আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেছি যে, তিনি যেন আমাকে আমার প্রতি ছেড়ে না দেন। আমার সুহৃদ যারা আমি এ কাজে সহযোগিতার জন্যে তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছি। যারা সাড়া দেওয়ার তারা সাড়া দিয়েছে। আমি এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। অবশেষে ওই পাপিষ্ঠের পাপচারিতা হতে মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে এবং এই শহর ও জনপদকে রক্ষা করেছেন। এসব হয়েছে মহান আল্লাহ্‌র শক্তি ও ক্ষমতায়। আমার ক্ষমতায় নয়।

হে লোক সকল ! আপনারা আমার প্রতি কড়া নজর রাখবেন। আমি যেন ব্যক্তিগত স্বার্থে একটি পাথরের উপর একটি পাথর না রাখি। একটি ইটের উপর একটি ইট না রাখি। আমি কোন

নদ-নদী ইজারা না দিই। ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ বৃদ্ধি না করি এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ স্বীয় স্ত্রী-সন্তানকে না দিই। সংশ্লিষ্ট জনপদের অধিবাসীদের প্রয়োজন পূরণ এবং ওই জনপদের অভাবমোচন ব্যতীত অন্য শহরে যেন সম্পদ স্থানান্তর না করি। ওই জনপদের প্রয়োজন পূর্ণ হবার পর কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে সেটি নিকটবর্তী অভাবগ্রস্ত জনপদে স্থানান্তরিত করব বটে। আমি আপনাদের মনোবেদনা সৃষ্টি করব না যে, আপনারা এবং আপনাদের পরিবার-পরিজন কষ্ট পাবে। আপনাদের জন্যে আমি আমার দরজা বন্ধ করে দিব না যে, সবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে খেয়ে ফেলবে। আপনাদের করদাতাদের উপর আমি এমন কর ধার্য করব না যাতে তাদেরকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয় এবং যাযাবর জীবন যাপন করতে হয়। আমি প্রতি বছর আপনাদেরকে রাষ্ট্রীয় ভাতা প্রদান করব এবং প্রতি মাসের খাদ্য প্রদান করব। ফলে মুসলমান জনগোষ্ঠির জীবন হবে স্বচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। তখন তাদের উঁচু-নীচু সবার জীবন মান সমান হয়ে যাবে।

আমি যা বলেছি আমি যদি তা পূরণ করি তাহলে আপনারা আমার কথা মানবেন। নির্দেশ পালন করবেন এবং আমার সহযোগিতা করবেন। আর যদি আমি তা না করি তাহলে আপনারা আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবেন কিংবা আমাকে সংশোধন করতে পারবেন। আমি যদি সংশোধিত হই, তাওবা করি আপনারা আমার তাওবা গ্রহণ করবেন। আর আপনারা যদি এমন কোন সৎ ও দীনদার মানুষ খুঁজে পান, যে আপনাদেরকে আমার ন্যায় সেবা প্রদান করবে আর আপনারা যদি তার হাতে বায়আত করতে চান তবে তাও পারেন সেক্ষেত্রে আমি সর্বপ্রথম ওই ব্যক্তির হাতে বায়আত করব এবং তার আনুগত্যে প্রবেশ করব।

হে লোক সকল ! মহান আল্লাহ্র নাফরমানী ও অবাধ্য হয়ে কোন মানুষের আনুগত্য করা যাবে না। মূলত একমাত্র আল্লাহ্রই আনুগত্য করতে হবে। কেউ মহান আল্লাহ্র আনুগত্য করলে আপনারা ততক্ষণ তার আনুগত্য করবেন। সে যদি মহান আল্লাহ্র নাফরমানী করে কিংবা অন্যকে মহান আল্লাহ্র নাফরমানীর দিকে আহ্বান করে তাহলে সে ব্যক্তির আনুগত্য করা যাবে না। তার নির্দেশ মানা যাবে না। বরং তাকে হত্যা ও অপমানিত করা হবে। আমি এই বক্তব্য প্রদান করছি এবং আমার ও আপনাদের জন্যে মহান আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

এই হিজরী সনে খলীফা ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদ ইরাকের শাসনকর্তার পদ থেকে ইউসুফ ইব্ন উমরকে বরখাস্ত করেন। কারণ, ইয়ামানী জনগণের প্রতি তার অত্যাচার ও বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছিল। মূলত ইয়ামানী জনগণ ছিল খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র সম্প্রদায়। ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদ নিহত হওয়া পর্যন্ত ওরা খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র অনুগামী ছিল। ইউসুফ ইব্ন উমর অধিকাংশ ইয়ামানী লোকজনকে বন্দী করে রেখেছিল এবং কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী যাতে ইরাক প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য পার্বত্য পথে সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা করেছিল। ফলে আমীরুল মু'মিনীন খলীফা ইয়াযীদ তাকে বরখাস্ত করেন এবং তদস্থলে মানসূর ইব্ন জামহূরকে সিন্ধু সিজিস্তান ও খুরাসানসহ ইরাকের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। মানসূর ছিল একজন রুক্ষ মেজাজের গ্রাম্য লোক। গায়লানী কাদরিয়্যা মতবাদের অনুসারী ছিল সে। তবে পাপাচারী খলীফা ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদের হত্যাকাণ্ডে তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। এজন্যে ক্ষমতাসীন খলীফা ইয়াযীদের নিকট তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছিল। কথিত আছে যে, ওয়ালীদের হত্যাকাণ্ডের ঝামেলা শেষ হবার পর মানসূর দ্রুত ইরাক গমন করে এবং নবনিযুক্ত খলীফা ইয়াযীদের পক্ষে সেখানে আম-জনতার

আনুগত্য গ্রহণ করে এবং সেখানে সরকারী কর্মচারী ও জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করে। এরপর রামাদান মাসের শেষের দিকে সে দামেস্কে ফিরে আসে। আর এই কর্ম তৎপরতার ফলশ্রুতিতে খলীফা ইয়াযীদ তাকে ইরাকের গভর্নর পদে নিয়োগ দেন। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

এদিকে ইরাকের ক্ষমতাচ্যুত শাসক ইউসুফ ইব্ন উমর ইরাক হতে পালিয়ে বাল্‌কা অঞ্চলে চলে যায়। খলীফা ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদ লোক পাঠিয়ে তাকে খলীফার দরবারে উপস্থিত করেন। খলীফার সম্মুখে উপস্থিত হবার পর খলীফা তার দাঁড়ি চেপে ধরেন। ইউসুফের দাঁড়ি ছিল অনেক লম্বা। কোন কোন সময় এই দাঁড়ি তার নাভির নীচ পর্যন্ত প্রলম্বিত হত। দৈহিক আকারে সে ছিল বেঁটে ও খাটো। খলীফা তাকে ভীষণ ধমক দেন, তিরস্কার করেন এবং কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং তার নিকট রাষ্ট্র ও জনগণের পাওনা উসুল করার নির্দেশ দেন।

নবনিযুক্ত শাসনকর্তা মানসূর ইরাক পৌঁছে সেখানকার জনগণকে ক্ষমতাচ্যুত খলীফা ওয়ালীদের হত্যাকণ্ডের বিবরণ সম্বলিত ক্ষমতাসীন খলীফার চিঠি পাঠ করে শুনান এবং এও উল্লেখ করেন যে, মহান আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কারণে আল্লাহ্ তাকে প্রচণ্ড শাস্তি দিয়েছেন। পত্রে এও উল্লেখ ছিল যে, মানসূরের বীরত্ব ও যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতার প্রেক্ষিতে খলীফা তাকে ইরাকের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছেন। ফলে ইরাক, সিন্ধু এবং সিজিস্তানের জনগণ খলীফা ইয়াযীদের পক্ষে বায়আত প্রদান করে।

খুরাসানের শাসনকর্তা নাসর ইব্ন সাইয়ার নবনিযুক্ত শাসক মানসূর ইব্ন জামহূরের আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। এই নাসর পূর্ববর্তী খলীফা ওয়ালীদকে প্রচুর উপহার-উপঢৌকন প্রদান করেছিল। এভাবেই সে শাসনকর্তা পদে বহাল থাকে।

এই হিজরী সনে মারওয়ান আল-হিমার ক্ষমতাচ্যুত খলীফা ওয়ালীদের ভাই ইয়াযীদের নিকট একটি পত্র লিখে পাঠিয়ে দেয়। তাতে সে তার ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণে উস্কানি দেয়। তখন মারওয়ান ছিল আযারবায়জান ও আর্মেনিয়ার শাসনকর্তা।

পরবর্তীতে খলীফা ইয়াযীদ ইরাকের শাসনকর্তার পদ থেকে মানসূর ইব্ন জামহূরকে অপসারণ করেন। ওই পদে নিয়োগ দেন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্ন আবদুল আযীযকে। খলীফা তাকে বলেন যে, ইরাকের জনগণ তোমার বাবাকে খুবই ভালবাসত তাই তোমাকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করলাম। এই ঘটনা ঘটেছিল শাওয়াল মাসে। ইরাকে অবস্থিত সিরীয় সেনাপতিদের নিকট তিনি এই নিয়োগের বিষয়টি জানিয়ে দেন এবং তাঁকে সহযোগিতার পরামর্শ দেন। মানসূর ইব্ন জামহূর ক্ষমতা না ছাড়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকার কারণে তিনি এই নির্দেশ দেন। কিন্তু মানসূর ইব্ন জামহূর খলীফার নির্দেশ মেনে নেয় এবং নবনিযুক্ত শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন আবদুল আযীযের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে। খলীফা খুরাসানের শাসনকর্তা নাসর ইব্ন সাইয়ারকে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এদিকে কিরমানী নামের একলোক নাসরের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। সে আবূ আলী জাদী ইব্ন আলী ইব্ন শাবীব মুগনী। কিরমান প্রদেশে জন্ম হওয়ায় সে কিরমানী নামে পরিচিত। অনেক লোক তার সমর্থনকারী ছিল। প্রায় ১৫০০ অনুসারী নিয়ে সে জুমুআতে হাযির হত। শাসনকর্তা নাসর ইব্ন সাইয়ারকে সালাম দিত। কিন্তু তার নিকট বসত না। তার আচরণে শাসনকর্তা নাসর ও তার

পারিষদবর্গ মহা চিন্তায় পড়ে। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর তারা তাকে বন্দী করে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রায় এক মাস তাকে কারাগারে রাখা হয়। এরপর তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। তখন বহুলোক তার নিকট একত্র হয় এবং তার সাথে যাত্রা করে। তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্যে শাসনকর্তা নাসর সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। উভয় পক্ষে যুদ্ধ শেষে সরকারী বাহিনী বিদ্রোহী বাহিনীকে পরাজিত ও হত্যা করে।

এদিকে বহুলোক শাসনকর্তা নাসরের প্রতি ধীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে। তারা তার নেতৃত্বের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। তার দেওয়া রাষ্ট্রীয় ভাতা বৃদ্ধির জন্যে তারা চাপ সৃষ্টি করে। সে মিম্বরে অবস্থান করার সময় তারা তাকে গাল-মন্দ করে। সালম ইব্ন আহওয়ায জনসাধারণের এই কথাবার্তা শাসক নাসর ইব্ন সাইয়ারের নিকট পৌছে দেয়। তার মসজিদে খুতবা দেওয়ার সময় বহু লোকের একটি বিরাট দল মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়। অনেক লোক তাকে ত্যাগ করে। এই পরিস্থিতিতে নাসর ইব্ন সাইয়ার বলল, আল্লাহ্র কসম ! আমি তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছি এবং গুটিয়ে নিয়েছি। আবার গুটিয়ে নিয়েছি ছড়িয়ে দিয়েছি। আমার মনে হয় তোমাদের মধ্যে দশজনও দীনদার ও ঈমানদার নেই। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ্র কসম ! যদি তোমাদের মাঝে দুই তরবারি পাল্টাপাল্টি আঘাত করে তোমরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হও তাহলে তোমাদের নিরীহ ব্যক্তি পরিবার- পরিজন ও ধন-সম্পদ ছেড়ে চলে যাবে। এই সকল ফিতনা-ফাসাদ সে দেখবে না। এরপর সে কবি নাবিগার কবিতা পংক্তি আবৃত্তি করল ঃ

فَاِنْ يَغْلِبْ شِقَاؤُكُمْ عَلَيْكُمْ + فَاِنِّى فِىْ صِلاَحِكُمْ سَعَيْتُ

"তোমাদের দুর্ভোগ যদি তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে তবে তোমাদেরকে সংশোধন করার জন্যে তোমাদের সৌভাগ্যবান করার জন্যে আমি আমার চেষ্টা চালিয়ে যাব।"

হারিছ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাশরাজ ইব্ন ওয়ারদ ইব্ন মুগীরা আল জা'দ বলেছেন ঃ

اَبِيْتُ أَرْعَى النُّجُوْمَ مُرْتَفِقًا + اِذَا اسْتَقَلَّتْ نَحْوِىْ اَوَائِلُهَا

"আমি নক্ষত্ররাজির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রাত কাটিয়েছি। যতক্ষণ প্রথম উদিত নক্ষত্রগুলো আমার দিকে এগিয়ে এসেছিল।"

مِنْ فِتْنَةٍ اَصْبَحَتْ مُجَلَّلَةٌ + قَدْ عَمَّ اَهْلَ الصَّلاَةِ شَامِلُهَا

"আমি বিনিদ্র রজনী যাপন করেছি ফিতনা-ফাসাদের কারণে। যেই ফিতনা গণহারে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। নামাযী মানুষগুলোও তার মধ্যে শামিল হয়ে গিয়েছে।"

مَنْ يُخَرَاسَانَ وَالْعِرَاقِ وَمَنْ + بِالشَّامِ كُلُّ شَجَاهُ شَاغِلُهَا

"যারা খুরাসানে আছে, যারা ইরাকে আছে এবং যারা সিরিয়াতে আছে সবাই এই ফিতনার জালে আটকা পড়েছে। কেউই রেহাই পায়নি।"

يَمْشِىْ السَّفِيْهُ الَّذِىْ يُعَنِّفُ بِالْجَهْلِ + سَوَاءَ فِيْهَا وَعَاقِلُهَا

"মূর্খ লোক তার মূর্খতা নিয়ে কাজ করছে। আর এইক্ষেত্রে বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত লোক মূর্খের সমপর্যায়ে নেমে গিয়েছে।"

فَالنَّاسُ مِنْهَا فِى لَوْنٍ مَظْلِمَةٍ + دَهْمَاءَ مُلْتَجَةٍ غَيَاطِلُهَا

"এই ফিতনার কারণে এখন লোকজন গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাদের বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিবেচনা সব বিলুপ্ত প্রায়।"

وَالنَّاسُ فِى كُرْبَةٍ يَكَادُ لَهَا + تَنْبِذُ اَوْلاَدَهَا حَوَامِلُهَا

"লোকজন এখন এমন বিপদে পতিত হয়েছে যে, এই কষ্টের প্রতিক্রিয়ায় গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভপাতের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।"

يَغْدُوْنَ مِنْهَا فِيْ كُلِّ مُبْهَمَةٍ + عَمْيَاءَ تَمَنَّى لَهُمْ غَوَائِلُهَا

"তাদের সকাল হয় অস্পষ্টতার অন্ধত্বে অনিশ্চয়তায়। বিপদাপদ অপেক্ষা করতে থাকে তাদের জন্যে।"

لاَ يَنْظُرُ النَّاسُ فِى عَوَاقِبْهَا + اِلاَّ الَّتِىْ لاَ يَبِيْنُ قَائِلُهَا

"জনসাধারণ তাদের পরিণাম-পরিণতির কথা চিন্তা করছে না। উপরন্তু এমন সব কথাবার্তা চলছে যেগুলোর মর্ম ও অর্থ উপলব্ধিযোগ্য নয়।"

كَرَغْوَاةِ الْبِكْرِ اَوْ كَصَيْحَةِ حُبْلٰى + طَرَقَتْ حَوْلَهَا قَوَابِلُهَا

"তাদের কথাবার্তা এখন কুমারী মেয়ের গোঙ্গানি কিংবা গর্ভবতীর চীৎকারের ন্যায় মনে হচ্ছে। যে গর্ভবতীর বাচ্চা প্রসব করানোর জন্যে আয়োজন প্রস্তুত।"

فَجَاءَ فِيْنَا تَزْرِىْ بِوَجْهَتِهٖ + فِيْهَا خَطُوْبُ حُمْرٌ زَلاَزِلُهَا

"এমতাবস্থায় সে আমাদের মধ্যে এসেছে, সে এসেছে বিপদাপদে পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল নিয়ে।"

এই হিজরী সনে খলীফা ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ তাঁর উত্তরাধিকারী খলীফারূপে তাঁর ভাই ইবরাহীম ইব্‌ন ওয়ালীদের নাম ঘোষণা করেন এবং সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অন্যান্যদের থেকে তার জন্যে বায়আত গ্রহণ করেন। ইবরাহীমের পরবর্তী খলীফারূপে তিনি আবদুল আযীয ইব্‌ন হাজ্জাজ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের নাম ঘোষণা করেন। পরবর্তী খলীফাদের মনোনয়নের তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন এজন্যে যে, তখন তিনি কঠিন মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন। এটি ওই বছরের যুলহাজ্জা মাসের ঘটনা। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর পরামর্শক, মন্ত্রীবর্গ ও উপদেষ্টাগণ তাঁকে পরবর্তী খলীফা মনোনয়নে উদ্বুদ্ধ করে।

এই হিজরী সনে ১২৬ হিজরী সনে খলীফা ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ হিজাজের শাসনকর্তার পদ থেকে ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মদকে অপসারণ করেন এবং ওই পদে আবদুল আযীয ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে নিয়োগ দেন এবং তাঁকে যুল-কা'দা মাসের শেষের দিকে হিজাজ প্রেরণ করেন। এই হিজরী সনে মারওয়ান আল হিমার খলীফা ইয়াযীদের বিরোধিতার কথা প্রকাশ করে

এবং পরবর্তী খলীফা ওয়ালীদের হত্যাকাণ্ডের শাস্তি দাবী করে আর্মেনিয়া শহর থেকে বেরিয়ে যায়। অবশ্য হাররান নামক স্থানে সে খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং বায়আত করে।

এই হিজরী সনে ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) আবূ হাশিম বাকর ইব্ন মাহানকে খুরাসান প্রেরণ করেন। খুরাসানের মার্ভ নামক স্থানে গিয়ে সে স্থানীয় জনগণের সাথে মিলিত হয়। সমাবেশে সে তার প্রতি এবং জনগণের প্রতি লেখা ইমাম ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ-এর চিঠিখানা পাঠ করে শুনান। তারা সকলে তা মেনে নেয়। তাদের নিকট যা মালপত্র ছিল তারা আবূ হাশিমের মারফত সেগুলো পাঠিয়ে দেয়।

যুলকা'দা মাসের শেষদিকে কারো মতে যুলহাজ্জা মাসের শেষ দিকে কারো মতে দশই যুলহাজ্জা এবং কারো মতে কুরবানীর দিনগুলোর পর আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযীদ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

[ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান]

তিনি ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান ইব্ন হাকাম ইব্ন আবূ আস ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আব্দ শামস ইব্ন আবদ মানাক ইব্ন কাসী আবূ খালিদ উমাভী। আমীরুল মু'মিনীন। খলীফা। সর্বপ্রথম মাযাহ্ গ্রামে তাঁর খিলাফতের পক্ষে বায়আত গ্রহণ করা হয়। মাযাহ হল দামেস্কের একটি জনপদ। এরপর তিনি দামেস্কে প্রবেশ করেন এবং দামেস্ক জয় করেন। এরপর তাঁর চাচাত ভাই এবং তৎকালীন খলীফা ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদকে হত্যার জন্যে সৈন্য পাঠান। ওরা তাকে হত্যা করে। এই হিজরী সনের অর্থাৎ ১২৬ হিজরী সনের জামাদাল উখরা মাসের শেষ দিকে তিনি সঠিকভাবে খিলাফতের পদে আসীন হন। তাঁর উপাধি ছিল "হ্রাসকারী"। পূর্ববর্তী খলীফা ওয়ালীদ জনগণের রাষ্ট্রীয় ভাতায় যে অংশ বৃদ্ধি করেছিল তিনি তা হ্রাস করে দিয়েছিলেন বলে তাঁর উপাধি হয়েছিল "হ্রাসকারী"। কথিত আছে যে, মারওয়ান আল হিমার তাঁকে এই নামে আখ্যায়িত করেছিল। সে তাঁকে "নাকিস ইব্ন ইয়াদ" বলে ডাকত। ইয়াযীদের মা ছিল শাহফিরান্দ বিন্ত ফীরোজ ইব্ন ইয়াযদাজার্দ ইব্ন কিসরা। ইব্ন জারীর এভাবে নিজের পরিচয় দিতেন ঃ

اَنَا ابْنُ كِسْرٰى وَاَبِىْ مَرْوَانُ + وَقَيْصَرُ جَدِّىْ وَجَدِّىْ خَاقَانُ

"আমি পারস্য সম্রাট কিসরার বংশধর। আমার পিতৃপুরুষ মারওয়ান। আমার দাদা রোম সম্রাট কায়সার আর আমার নানা তুর্কী সম্রাট খাকান।" তিনি এ পরিচয় দিলেন এই সূত্রে যে, তাঁর নানা ফীরোজ। তাঁর নানী হলেন কায়সারের কন্যা। তাঁর মা তুর্কী সম্রাট খাকানের কন্যা শীরাবিয়্যাহ্।

মুসলিম সেনাপতি কুতায়বা ইব্ন মুসলিম এক যুদ্ধে শীরাবিয়্যাহ এবং তার বোনকে বন্দী করেছিল। সেই ওই দুইজনকে পাঠিয়ে দিয়েছিল প্রধান সেনাপতি হাজ্জাজের নিকট। এক বোনকে নিজের জন্যে রেখে হাজ্জাজ আলোচ্য শীরাবিয়্যাহকে পাঠিয়ে দিয়েছিল ওয়ালীদের নিকট। ওয়ালীদের ঘরে শীরাবিয়্যাহ-এর গর্ভে জন্ম হয় খলীফা ইয়াযীদের। যিনি আল নাকিস বা হ্রাসকারী নামে পরিচিত। অন্য বোনটি হাজ্জাজের অধীনে ইরাকে বসবাসরত ছিল।

ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদের জন্ম হয়েছিল ৯০ হিজরী সনে। কেউ বলেছেন ৯৬ হিজরী সনে। ইমাম আওযাঈ “বায়উস-সালাম” অর্থাৎ “মূল্য নগদ-মাল বাকী” বিষয়ক হাদীসটি ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেছেন। এই হিজরী সনে অর্থাৎ ১২৬ হিজরী কোন্ প্রেক্ষাপটে তিনি খিলাফতের পদে আসীন হলেন তা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ, দীনদার, কল্যাণ-পন্থী, সৎ এবং মন্দ-বিদ্বেষ, সত্যান্বেষী শাসক ছিলেন। এই হিজরী সনে ঈদুল ফিতরের নামাযে গিয়েছিলেন তিনি সশস্ত্র সৈন্যের প্রহরায়। খোলা তরবারি হাতে অশ্বারোহী দুই সারি সৈন্যের মাঝে অবস্থান নিয়ে তিনি ঈদগাহে গিয়েছিলেন এবং এ অবস্থায় ঈদগাহ হতে ফিরে এসেছিলেন নীল প্রাসাদে। তিনি একজন নেককার ও পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। প্রবাদ বাক্য হিসেবে বলা হয় যে, আশাজ্জ এবং আল নাকিস এ দুইজন ছিলেন মারওয়ান বংশের শ্রেষ্ঠ ন্যায়বান শাসক। অর্থাৎ উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয এবং এই ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ দুইজন ছিলেন অন্যতম ন্যায়পরায়ণ শাসক।

আবূ বকর ইব্‌ন আবুদ দুনয়া বলেছেন যে, ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ আল মারুযী বর্ণনা করেছেন, আবূ উছমান লায়ছী হতে। তিনি বলেছেন যে, খলীফা ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ আল-নাকিস উমাইয়া গোত্রের লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, “হে উমাইয়া গোত্রের লোকসকল! তোমরা গান-বাদ্য পরিহার কর। কারণ গান-বাদ্যে জড়িত হলে লজ্জা কমে যায়, কু-প্রবৃত্তি বেড়ে যায় এবং মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। এটি মদের সমকক্ষ। নেশাগ্রস্থ লোক যা করে গায়কও তা করে। যদি একান্তই তা করতে চাও তবে মহিলাদেরকে তা হতে দূরে রাখবে। কারণ, মহিলাগণ যিনা-ব্যভিচারের দিকে আকৃষ্ট করে।

ইব্‌ন আবূ হাকাম বর্ণনা করেছেন শাফিঈ (র) হতে যে, ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ আল নাকিস যখন খিলাফতের পদে আসীন হয় তখন সে জনসাধারণকে কাদরিয়া মতবাদের দিকে আহ্বান জানায়। তাদেরকে ওই মতাদর্শ অনুসরণে উৎসাহিত করে এবং গায়লানকে কাছে টেনে নেয়। ইব্‌ন আসাকির এই তথ্য উল্লেখ করেছেন। প্রসংগত তিনি মন্তব্য করেছেন যে, খলীফা গায়লানকে কাছে টেনে নিয়েছে অর্থাৎ গায়লানের অনুসারীদেরকে কাছে টেনে নিয়েছে। কারণ কাদরিয়া মতবাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি গায়লানকে ইতিপূর্বে খলীফা হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক হত্যা করেছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুবারক বলেছেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদের অন্তিম কথা ছিল হায় দুঃখ! হায় দুর্ভাগ্য! ইয়াযীদের সীল মোহরে অংকিত ছিল—“ اَلْعَظَمَةُ لِلّٰهِ -মর্যাদা আল্লাহ্‌র জন্যে।” প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে নীল প্রাসাদে তাঁর মৃত্যু হয়। সেদিন ছিল যুলহাজ্জা মাসের সাত তারিখ শনিবার। কেউ বলেছেন সেদিন ছিল ঈদুল আযহার দিবস। কেউ বলেছেন, ঈদুল আযহার কয়েক দিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। কেউ বলেছেন যুলহাজ্জা মাসের দশ দিন অবশিষ্ট থাকতে তাঁর মৃত্যু হয়। কেউ বলেছেন, যুলহাজ্জা মাসের শেষের দিকে আবার কারো মতে যুলকাদা মাসের শেষের দিকে তিনি মারা যান। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৬ বছর। কেউ বলেছেন ৩০ বছর। কেউ কেউ মন্তব্যও করেছেন মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন। প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, তিনি মাত্র ছয়মাস শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কেউ বলেছেন পাঁচ মাস কয়েকদিন মাত্র। তাঁর ভাই ইবরাহীম ইব্‌ন ওয়ালীদ তাঁর জানাযায় ইমামতি করেছেন। তাঁর ইনতিকালের পর ইবরাহীমই খলীফা হবার জন্যে মনোনীত ছিল।

সাঈদ ইব্‌ন কাছীর ইব্‌ন উযায়র বলেছেন যে, জাবিয়াহ্ ও সাগীর ফটকদ্বয়ের মাঝে তাঁকে দাফন করা হয়। কেউ বলেছেন, আল-ফারাদীস ফটকে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। তাঁর শরীরের রং ছিল খাকী রং। হালকা-পাতলা সুন্দর দেহ ও ফর্সা মুখমণ্ডল ছিল তাঁর।

আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ মাদীনী বলেছেন, খলীফা ইয়াযীদ ছিলেন খাকী বর্ণের দীর্ঘকায় ছোট্ট মাথা বিশিষ্ট মানুষ। তাঁর চেহারায় দাগ ছিল। তিনি ছিলেন সুদর্শন। মুখ কিছুটা প্রশস্ত। অবশ্য খুব বেশী নয়।

এই হিজরী সনে হজ্জে নেতৃত্ব দিয়েছিল হিজাজের শাসনকর্তা আবদুল আযীয ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয। তখন ইরাকে শাসনকর্তা ছিল তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয। খুরাসানের শাসনকর্তা পদে নাসর ইব্‌ন সাইয়ার। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

১২৬ হিজরী সনে যাঁরা ইনতিকাল করেন

খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ

তিনি হলেন খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন কুর্‌য ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আবকারী, আবূ হায়ছাম আল- বাজালী আল-কাসরী আল-দামেস্কী। তিনি খলীফা ওয়ালীদের শাসনামলে পবিত্র মক্কা ও হিজাজ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। খলীফা সুলায়মানের শাসনামলেও ওই পদে বহাল ছিলেন। তারপর খলীফা হিশামের শাসনামলে তিনি ইরাকের শাসনকর্তা পদে নিয়োজিত ছিলেন পাঁচ বছর। ইব্‌ন আসাকির বলেছেন যে, দামেস্কের আল-কায্‌য চত্বরে ছিল তাঁর কর্মস্থান। পরবর্তীতে এটি দার-আল শরীফ-আল ইয়াযিদী নামে পরিচিত হয়। তাওমা ফটকের অভ্যন্তরের গোসলখানাটি তাঁরই নামে পরিচিত। তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বলেছিলেন, "হে আসাদ! তুমি কি জান্নাতকে ভালবাস ?" সে বলল, হ্যাঁ তাতো ভালবাসিই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি নিজের জন্য যা পসন্দ কর অন্য মুসলমানদের জন্যও তা ভালবাসবে। এই হাদীস আবূ ইয়া'লা বর্ণনা করেছেন। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা আবূ হাকাম হতে বর্ণিত যে, তিনি তাঁকে মিম্বরে বসে তা বলতে শুনেছেন। ইসমাঈল ইব্‌ন আওসাত, ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ, হাবীব ইব্‌ন আবূ হাবীব এবং হামীদ আল-তাবীল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটাও বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর দাদার সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছিলেন এই বিষয়ে যে, রোগ দ্বারা পাপ ও গুনাহের কাফফারা ও ক্ষমা অর্জিত হয়।

খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ এর মাতা ছিলেন খৃস্টান মহিলা। যাদের মাতা খৃস্টান এবং নিজেরা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাদের তালিকায় আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশ খালিদের নাম উল্লেখ করেছেন। মাদাইনী বলেছেন যে, সর্বপ্রথম খালিদের মধ্যে নেতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায় যে ঘটনায় তা হল একদিন তাঁর ঘোড়ার পায়ের নীচে পড়ে একটি শিশু পিষ্ট হয়ে যায়। তাৎক্ষণিক তিনি শিশুটিকে কোলে তুলে নেন এবং উপস্থিত জনতার নিকট সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে, এই শিশু আমার সাথী শিশু। শিশুর মৃত্যু হলে তিনি নিজে তার দিয়্যত বা রক্ত পণ পরিশোধ করবেন।

খলীফা ওয়ালীদ তাঁকে হিজাজের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। ৮৯ হিজরী সন হতে ওয়ালীদের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ওই পদে বহাল ছিলেন। পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত হন সুলায়মান। সুলায়মানের শাসনামলেও খালিদ হিজাজের শাসনকর্তা পদে বহাল ছিলেন। ১০৬ হিজরী সনে খলীফা হিশাম তাঁকে ইরাকের শানসকর্তা পদে নিয়োগ দেন। ১২০ হিজরী সন পর্যন্ত তিনি ওই পদে বহাল ছিলেন। এরপর তিনি নবনিযুক্ত শাসনকর্তা ইউসুফ ইব্‌ন উমরের নিকট ইরাকের শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে ইউসুফ ইব্‌ন উমর তাঁর উপর নির্যাতন চালায় এবং তাঁর ধন-সম্পদ সব বাজেয়াপ্ত করে। তখন থেকে ১২৬ হিজরী সনের মুহার্‌রাম মাস পর্যন্ত তিনি

দামেস্কে অবস্থান করেছিলেন। এরপর খলীফা ওয়ালীদ তাঁকে ইউসুফ ইব্ন উমরের নিকট প্রেরণ করে। সে তাঁর নিকট হতে পাঁচ কোটি দিরহাম ছিনিয়ে নেয়। শাসনকর্তা ইউসুফ ইব্ন উমরের অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়ে এক পর্যায়ে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ইউসুফ ইব্ন উমর প্রথমে তাঁর পায়ের নালা দুইটা ভেঙ্গে ফেলে। তারপর উরু দুইটা ভেঙ্গে দেয়। তাঁর বুকের হাঁড় গুঁড়িয়ে দেয়। এক পর্যায়ে তিনি মারা যান। এত অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি কোন কথা বলেননি এবং কোন আহ্-উহ্ শব্দ করেননি। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দয়া করুন।

লায়ছী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন খালিদ কাস্‌রী ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষণের মাঝে তাঁর মুখে জড়তা এসে গিয়েছিল। তিনি বললেন, হে লোক সকল! এই বক্তৃতা কখনো অনায়াসে চলে আসে আবার কখনো বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনায়াসে যখন বক্তৃতা বের হয় তখন বাকযন্ত্রের সকল অংশ নিয়ম মাফিক সক্রিয় থাকে। আর যখন তাতে জড়তা আসে তখন মনের ভাব প্রকাশে বাধা সৃষ্টি হয়। আপনারা যা পসন্দ করেন অবিলম্বে সে অবস্থা আমাদের নিকট ফিরে আসবে। আর আপনারা যা কামনা করেন আমরা সে পর্যায়ে ফিরে যাব।

আসমাঈ ও আরোও অনেকে বলেছেন, খালিদ কাস্‌রী একদিন "ওয়াসিত" নামক স্থানে ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি বললেন, "হে লোক সকল! সম্মানজনক কাজের প্রতি তোমরা আগ্রহী হও। যুদ্ধলব্ধ মালামাল অর্জনে দ্রুত এগিয়ে যাও, দান-খয়রাতের বিনিময়ে সুনাম ক্রয় করে নাও। কাউকে অযথা অবকাশ দিয়ে দুর্নাম অর্জন করো না। যে সৎকর্ম এখনও সম্পন্ন করনি সেটিকে নিজের সঞ্চয় হিসেবে গণ্য করো না। তোমাদের কারো প্রতি যদি অন্য কারো অনুগ্রহ ও অবদান থাকে আর প্রথম পক্ষ ওই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে তবে মহান আল্লাহ্ অনুগ্রহকারীকে উত্তম প্রতিদান ও বিনিময় দান করবেন। জেনে রাখ যে, তোমার প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা ও মুখাপেক্ষিতা নিআমতস্বরূপ। কাজেই, তাতে বিরক্ত হয়ো না। সেটি তাহলে সমালোচনায় পরিণত হবে। কারণ, উত্তম সেটি যেটি পুরস্কার ও সুনাম আনয়ন করে। দানশীলতাকে যদি তোমরা চোখে দেখতে তাহলে সেটিকে দেখতে একজন সুন্দর ও রূপবান পুরুষরূপে যে তাকে দেখলেই মানুষ আনন্দিত হয়। আর কার্পণ্যকে তোমরা যদি চোখে দেখতে তাহলে তাকে দেখতে একজন কদাকার বিশ্রী মানুষরূপে। যাকে দেখে দৃষ্টি নীচে নেমে আসে আর অন্তরে ঘৃণা জন্মে। যে দান করে সে নেতা হবে। যে কার্পণ্য করবে সে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। শ্রেষ্ঠ সম্মানী ব্যক্তি সেই দানের সময় যে প্রতিদান আশা করে না এবং প্রতিশোধের শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে ক্ষমা করে দেয়। উত্তম ব্যক্তি সে দ্বিতীয় পক্ষ থেকে আত্মীয়তা ছিন্ন করলেও সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ওই আত্মীয়তা বজায় রাখে। যার ক্ষেত বাল নয় তার ফসল ভাল হবে না। বৃক্ষের মূলের অনুপাতে ডাল-পালা বড় হয় এবং কাণ্ড অনুপাতে সেটি উঁচু হয়।

উমর ইব্ন হায়ছাম হতে আছমাঈ উদ্ধৃত করেছেন যে, এক আরব বেদুঈন এসে উপস্থিত হয় খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদের নিকট। খালিদের প্রশংসায় সে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করে ঃ

اِلَيْكَ اِبْنُ كُرْزٍ الْخَيْرِ اَقْبَلْتُ رَاغِبًا + لِتُخْبِرَ مِنِّىْ مَاوَهَا وَتَبَدَّدَا

"হে কুর্‌য আল-খায়রের সন্তান ! আমি বড় আশা নিয়ে আপনার নিকট এসেছি। যাতে

আমার দুর্বল ও হতদরিদ্র অবস্থার কথা আপনি অবগত হতে পারেন।”

اِلَى الْمَاجِدِ الْبَهْلُوْلِ ذِى الْحِلْمِ وَالنَّدٰى + وَاَكْرَمَ خَلْقِ اللّٰهِ فَرْعًا وَمُحْتَدًا

“আমি এসেছি সম্ভ্রান্ত, ধৈর্যশীল, দানবীর ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নিকট। যিনি মূল অংশ ও শাখা অংশ উভয় দিক হতে মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজগতের অন্যতম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।”

اِذَا مَا اُنَاسٌ قَصَرُوْا بِفَعَالِهِمْ + نَهَضْتَ فَلَمْ تَلْقَى هُنَالِكَ مَفْقَدًا

“অন্যান্য মানুষ যখন তাদের কর্ম সম্পাদনে কমতি ও ত্রুটি করে তখন আপনি দণ্ডায়মান হয়ে যান এবং কোন ক্ষেত্রেই আর তখন অপূর্ণ ও কমতি থাকে না।”

فَيَا لَكَ بَحْرًا يَغْمِرُ النَّاسَ مَوْجُهُ + اِذَا يَسْأَلُ الْمَعْرُوْفُ جَاشَ وَاَرْبَدَا

“ওহে আপনি তো দানের ক্ষেত্রে অতল মহাসমুদ্র, যার ঢেউয়ের মধ্যে মানুষ ডুবে যায়। কেউ যদি আপনার নিকট কোন দান- খয়রাত চায়, তবে ওই সমুদ্র আরো উত্তাল ও তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে।”

بَلَوْتُ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فِى كُلِّ مَوْطِنٍ + فَاَلْفَيْتُ خَيْرَ النَّاسِ نَفْسًا وَّاَمْجَدًا

“আমি সকল পর্যায়ে আবদুল্লাহ্‌র ছেলেকে যাচাই করে দেখেছি। আমি তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক মর্যাদাবান পেয়েছি।”

فَلَوْ كَانَ فِى الدُّنْيَا مِنَ النَّاسِ خَالِدٌ + لِجُوْدٍ بِمَعْرُوْفٍ لَكُنْتَ مَخْلَدًا

“দান-খয়রাত ও সৎকর্মের ফলশ্রুতিতে যদি কেউ দুনিয়াতে চিরস্থায়ী ও অমর হত, তবে আপনি হতেন সেই অমর ও চিরস্থায়ী ব্যক্তি।”

فَلَا تَجْرُمْنِىْ مِنْكَ مَا قَدْ رَجَوْتُهُ + فَيُصْبِحُ وَجْهِىْ كَالِحَ اللَّوْنِ اَرْبَدًا

“কাজেই, আপনার নিকট আমার যা প্রত্যাশা তা হতে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। তাহলে কিন্তু বঞ্চনার বেদনায় আমার চেহারা কালো ও ফ্যাকাশে হয়ে যাবে।”

উমর ইব্‌ন হায়ছাম বলেন যে, খালিদ এই পংক্তিগুলো মুখস্থ করে রাখেন। লোকজন খালিদের নিকট সমবেত হবার পর বেদুঈন লোকটি কবিতা আবৃত্তির জন্যে দাঁড়ায়। কিন্তু তার আগে খালিদ নিজে ওই কবিতা আবৃত্তি শুরু করেন এবং বলেন, ওহে শায়খ, আমি তো আপনার আগে এই কবিতা রচনা করেছি। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে বেদুঈন শায়খ সমাবেশ ছেড়ে চলে যেতে শুরু করে। তার প্রস্থানকালীন মন্তব্য শোনার জন্য খালিদ একজন গোয়েন্দা পাঠান। সে শুনতে পেল যে, বেদুঈন শায়খ নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করছে ঃ

اَلَا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا كُنْتُ اَرْتَجِىْ + لَدَيْهِ وَمَا لَاقَيْتُ مِنْ نَكْدِ الْجَهْدِ

“আমি তাঁর নিকট যা আশা করেছিলাম এবং সেটি লাভ করার জন্যে আমি যে শ্রম ও কষ্ট করেছি তার সবই মহান আল্লাহ্‌র পথে -ফী সাবিলিল্লাহ্।”

دَخَلْتُ عَلٰى بَحْرٍ يَجُوْدُ بِمَالِهِ + وَيُعْطِى كَثِيْرَ الْمَالِ فِى طَلَبِ الْحَمْدِ

“আমি তো এসেছিলাম এক সমুদ্রের নিকট। যে সমুদ্র ধন-সম্পদ দান করে। যে সমুদ্র প্রশংসা অর্জনের জন্যে প্রচুর ধনরত্ন দান করে।”

فَخَالَفَنِىْ الْجَدُّ الْمَشُوْمُ لِشِقْوَتِىْ + وَقَارَبَنِىْ نَحْسِىَ وَفَارَقَنِىْ سَعْدِىْ

“কিন্তু আমার মন্দ কপালের প্রেক্ষিতে আমার দুর্ভাগ্য আমার জন্যে বৈরী পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছে। দুর্ভাগ্য আমার কাছে এসেছে আমার সৌভাগ্য আমাকে ছেড়ে গিয়েছে।”

فَلَوْ كَانَ لِىْ رَزْقٌ لَدَيْهِ لَنِلْتُهُ + وَلٰكِنَّهُ اَمْرٌ مِنَ الْفَرْدِ الْوَاحِدِ

“তবে তাঁর নিকট যদি আমার রিয্‌ক্ ও জীবিকা থেকে থাকে, তা আমি পাবই। কিন্তু সেটি তো মূলত একক স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে বাস্তবায়িত হবে।”

তারপর গোয়েন্দা লোকটি ওই শায়খকে ফিরিয়ে নিয়ে এল এবং তার বক্তব্য খালিদকে জানাল। খালিদ তাকে দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার প্রদানের নির্দেশ দিলেন।

আছমাঈ বলেছেন, জনৈক আরব বেদুঈন তার ঝুলিটি আটায় ভরে দেবার জন্যে খালিদের নিকট আবেদন করল। খালিদ ওই ঝুলিটি দিরহাম বা রৌপ্য-মুদ্রায় ভরে দেবার নির্দেশ দিলেন। দরবার হতে বের হবার পর কেউ একজন ওই বেদুঈনকে বলল, “তোমার সাথে কেমন আচরণ করেছেন খালিদ ? জবাবে সে বলল, আমি যা পসন্দ করি তা তাঁর নিকট চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি যা পসন্দ করেন আমাকে তা প্রদান করলেন।”

কেউ একজন বলেছেন যে, একদিন খালিদ ভ্রমণে বের হলেন। তাঁর সাথে সাক্ষাত হয়ে যায় এক আরব বেদুঈনের। সে খালিদকে অনুরোধ করল তাকে মেরে ফেলার জন্যে। খালিদ বললেন, কেন ? তুমি কি ডাকাতি করেছ ? তুমি বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ ? সে জবাবে বলল, না, না, তার কিছুই আমি করিনি। খালিদ বললেন, তবে মরতে চাচ্ছ কোন দুঃখে ? সে বলল, অভাবে ও ক্ষুধার জ্বালায়। খালিদ বললেন, তোমার কি কি দরকার তা বল। সে বলল আমার ৩০ হাজার দিরহাম দরকার। খালিদ তা মঞ্জুর করলেন এবং বললেন আজ আমি যা মুনাফা অর্জন করেছি কেউ তা পারেনি। আমি ধরে নিয়েছিলাম যে, ওই বেদুঈন এক লক্ষ দিরহাম চাইবে এবং আমি তাকে তা দিব। এখন সে চেয়েছে ৩০ হাজার দিরহাম। আমার বেঁচে গেল ৭০ হাজার দিরহাম। এটি আমার লাভ। কাজেই, চল ঘরে ফিরে যাই। ওকে ৩০ হাজার দিরহাম প্রদানের নির্দেশ দিলেন।

খালিদ যখন দরবারে বসতেন তখন ধন-সম্পদ ও দিরহাম-দীনার তাঁর সম্মুখে রাখতেন এবং বলতেন এই মালামাল আমার নিকট আমানত। এটি দিয়ে দেওয়া জরুরী।

একবার রাবিআ নামী তাঁর এক দাসীর ৩০ হাজার দিরহাম মূল্যের একটি আংটি হারিয়ে গিয়েছিল। সেটি পড়ে গিয়েছিল বাড়ীর ড্রেনে (নালায়)। সে খালিদকে অনুরোধ করেছিল এমন একজন লোক দিতে যে নালা থেকে ওই আংটি তুলে দিবে। খালিদ বললেন, ওই ময়লার নালায় পড়ে যাওয়া আংটি পরিধান অপেক্ষা তোমার হাত আমার নিকট অধিক মর্যাদার। এই নাও ওই

আংটির বদলে অন্য একটি আংটি কেনার জন্যে পাঁচ হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) নিয়ে যাও। রাবিআ নামের এই দাসীর নিকট ছিল মহামূল্যবান গহনা ও অলংকারের সঞ্চয়। তন্মধ্যে ছিল ইয়াকূত ও হীরক খণ্ড। যার প্রত্যেকটির মূল ৭৩ হাজার দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর "মানুষের কর্ম" গ্রন্থে এবং ইব্ন আবূ হাতিম "আল-সুন্নাহ্" কিতাবে এবং সুন্নাত সম্পর্কে গ্রন্থ সংকলনকারী অন্যান্যগণ উদ্ধৃত করেছেন যে, খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ কাসরী এক ঈদুল আযহায় জনগণের উদ্দেশ্যে একটি খুতবা প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হে লোক সকল! আপনারা কুরবানী করুন মহান আল্লাহ্ আপনাদের কুরবানী কবুল করবেন। তবে আমি এইবার জা'দ ইব্ন দিরহামকে কুরবানী দিব-হত্যা করব। কারণ, ও হতভাগা দাবী করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেননি এবং তিনি হযরত মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলেননি। হতভাগা জা'দ যা বলে মহান আল্লাহ্ তা হতে বহু ঊর্ধ্বে। এরপর খালিদ মিম্বর থেকে নেমে মিম্বরের সম্মুখেই জা'দকে যবাহ্ করে ফেললেন।

অবশ্য অন্যরা বলেছেন যে, জা'দ ইব্ন দিরহাম ছিল সিরিয়ার অধিবাসী। সে মারওয়ান "আল-হিমার"-এর শিক্ষক ছিল। এজন্যে মারওয়ানকে মারওয়ান আল-জা'দী বলা হয়। ওই জা'দ ছিল জাহ্মিয়া সম্প্রদায়ের নেতা জরহম ইব্ন সাফওয়ানের গুরু ও শায়খ। ওই সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ্ স্বত্বাগতভাবে সর্বস্থানে উপস্থিত। বস্তুত তারা যা বলে মহান আল্লাহ্ তা হতে বহু ঊর্ধ্বে। জা'দ ইব্ন দিরহাম এই মাযহাব ও মতবাদ পেয়েছিল আবান ইব্ন সামআন নামের এক লোক হতে। আবান এই মাযহাব পেয়েছিল লাবীদ ইব্ন আ'সমের ভাগ্নে তালূত হতে। তালূত পেয়েছিল তার মামা লাবীদ ইব্ন আ'সাম ইয়াহূদী হতে। এই লাবীদ-ই চিরুনী, চুল ও খেজুরের খোসার মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যাদু করেছিল এবং যূ-আরওয়ান নামক কূপের মধ্যে ওই পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিল। যাদুর প্রতিক্রিয়ায় ওই কূপের পানি মেহেদীর রং বিশিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই বিষয়ে সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। কোন কোন হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যাদু করার প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ্ সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল করেছেন।

আবূ বকর ইব্ন আবূ খায়ছামা বলেছেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ রিফাঈ বলেছেন আমি আবূ বকর ইব্ন আইয়াশকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, মুগীরা ও তার সাথীদেরকে যখন বন্দী করে খালিদের নিকট উপস্থিত করা হয়, তখন আমি খালিদকে দেখেছিলাম। মসজিদে তাঁর জন্যে একটি চৌকি সাজানো হয়েছিল। তিনি সেখানে বসেছিলেন। এরপর এক ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। তাকে হত্যা করা হল। এরপর মুগীরাকে বললেন, এবার তুমি ওকে জীবিত কর। মুগীরা দাবী করত যে, সে মৃতকে জীবিত করতে পারে। মুগীরা বলল, আল্লাহ্ আপনার ভাল করুন আমি তো মৃতকে জীবিত করতে পারি না। খালিদ বললেন, তুমি হয়ত ওকে জীবিত করবে নতুবা আমি তোমাকে মেরে ফেলব। সে বলল, আল্লাহ্র কসম ! আমি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নই। এরপর তিনি একটি বাঁশে আগুন জ্বালাতে বললেন। তাতে আগুন জ্বালানো হল। এরপর তিনি মুগীরাকে বললেন, এবার যাও ওই বাঁশটি গলায় জড়িয়ে ধর। সে তাতে অস্বীকৃতি জানায় ইতিমধ্যে তারই এক অনুসারী এগিয়ে যায় এবং বাঁশটি গলায় জড়িয়ে ধরে। আবূ বকর (র) বলেন যে, আমি স্পষ্ট দেখেছি যে, লোকটিকে আগুন খেয়ে ফেলছে। সে তখন তর্জনী অঙ্গুলি

দ্বারা ইশারা করছিল। তখন মুগীরাকে খালিদ বললেন, আল্লাহ্র কসম ! নেতৃত্বের জন্যে ওই লোক তোমার চেয়ে অধিক যোগ্য। এরপর তিন মুগীরাকে এবং তার সাথীদেরকে হত্যা করলেন।

মাদাইনী বলেছেন, কূফাতে নুবুওয়াত দাবী করেছিল এমন এক লোককে খালিদের নিকট নিয়ে আসা হল। ওই লোককে বলা হল তোমার নুবুওয়াতের চিহ্ন কি ? সে বলল; আমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তা হল ঃ

(انا اعطينك الكماهر فصل لربك ولا تجاهر ولا تطع كل كافر وفاجر)

এরপর খালিদ তাকে শূলিতে চড়ানোর নির্দেশ দিলেন। শূলিতে থাকা অবস্থায় সে বলছিল ঃ

انا اعطينك العمود - فصل لربك على عود - فانا ضامن لك الا تعود

মাবরাদ বলেছেন, এক যুবককে পাওয়া গেল ভিন্ন এক গোত্রের অন্দর মহলে। তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ দিয়ে তাকে খালিদের নিকট উপস্থিত করা হল। খালিদ তাকে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন ; সে অপরাধ স্বীকার করল। (মূলত সে চোর ছিল না, প্রেমিকার সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিল)। তারপর তার হাত কর্তনের নির্দেশ দেওয়া হল। ওই মুহূর্তে জনৈক সুন্দরী মহিলা বেরিয়ে এসে নিম্নের পংক্তিমালা আবৃত্তি করল ঃ

اَخَالِدْ قَدْ اَوْطَأْتَ وَاللّٰهِ عَشْرَةً + وَمَا الْعَاشِقُ الْمِسْكِيْنُ فِيْنَا بِسَارِقٍ

“ওহে খালিদ ! আপনি আল্লাহ্র কসম, পায়ে হোঁচট খেলেন, একটি ভুল সিদ্ধান্ত নিলেন। মূলত পিরীতির পাগল প্রেমিককে আমরা চোর হিসেবে গণ্য করি না।”

اَقَرَّ بِمَا لَمْ يُجْنِهِ غَيْرَ اَنَّهُ + رَأَى الْقَطْعَ اَوْلٰى مِنْ فَضِيْحَةِ عَاشِقٍ

“সে তো এমন এক অপরাধের কথা স্বীকার করেছে যে অপরাধ সে করেনি। তবে প্রেমিকাকে অপমানিত করার চেয়ে সে নিজের হাত কর্তনকে ভালো মনে করেছে।”

মহিলার কবিতা শুনে খালিদ মহিলার পিতাকে ডেকে পাঠালেন। ওই যুবকের সাথে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দিলেন এবং যুবকের পক্ষ হতে দেন মোহরস্বরূপ তিনি নিজে দশ হাজার দিরহাম আদায় করে দিলেন।

আছমাঈ বলেছেন, জনৈক আরব বেদুঈন খালিদের নিকট উপস্থিত হয়েছিল। সে বলল, দুইটা পংক্তিতে আমি আপনার প্রশংসা ব্যক্ত করেছি। আমাকে দশ হাজার দিরহাম আর একটি খাদিম না দিলে আমি ওই পংক্তি আবৃত্তি করব না। খালিদ বললেন, হ্যাঁ, তা তুমি পাবে। তখন সে আবৃত্তি করল ঃ

لَزِمْتَ نَعَمْ حَتّٰى كَأَنَّكَ لَمْ تَكُنْ + سَمِعْتَ مِنَ الْاَشْيَاءِ شَيْئًا سِوٰى نَعَمٍ

“আপনি “হ্যাঁ” বলাকে অনিবার্য করে নিয়েছেন। আপনি হ্যাঁ বলতে বলতে এখন হয়ে গিয়েছেন যে, আপনি কোন বিষয়ে যেন কোনদিন “হ্যাঁ” ব্যতীত অন্য কিছু বলেননি।”

وَاَنْكَرْتَ لاَ حَتّٰى كَأَنَّكَ لَمْ تَكُنْ + سَمِعْتَ بِهَا فِى سَالِفِ الدَّهْرِ وَالْاُمَمِ

“আপনি তো “না” বলাটা ছেড়ে দিয়েছেন। আপনি এমন হয়ে গিয়েছেন যেন যুগ-যুগান্তরে, জন্ম-জন্মান্তরে আপনি কাউকে “না” বলতে শুনেন নি।”

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর খালিদ তাকে দশহাজার দিরহাম এবং একটি খাদেম প্রদান করেন। যে খাদিম ওই দিরহাম বহন করে নিয়ে যায়।

আছমাঈ আরো বলেছেন যে, এক আরব বেদুঈন খালিদের নিকট প্রবেশ করে। খালিদ বলেন, তোমার কী প্রয়োজন তা জানাও। বেদুঈন বলল, এক লক্ষ দিরহাম প্রয়োজন আমার। খালিদ বললেন খুব বেশী হয়ে গেল যে, কিছুটা কমাও। সে বলল, ৯০ হাজার কমিয়ে দিলাম। তার কাণ্ড দেখে খালিদ অবাক হলেন। বেদুঈন বলল, আপনার ব্যক্তিত্ব ও অবস্থান অনুযায়ী আমি প্রথমে আপনার নিকট বড় মাপের সাহায্য চেয়েছিলাম। পরে আমার অবস্থা অনুযায়ী তা কমিয়ে দিয়েছি। খালিদ বললেন, তুমি আমাকে পরাস্ত করতে পারবে না কখনো। তাকে পুরো এক লক্ষ দিরহাম দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন।

আছমাঈ বলেন, এক আরব বেদুঈন খালিদের দরবারে উপস্থিত হয়। সে বলল, আমি আপনার সম্মানে একটি কবিতা রচনা করেছি। কিন্তু আপনার মান-মর্যাদার বর্ণনায় সেটিকে আমি নগন্য মনে করছি। খালিদ বললেন, তুমি ওই কবিতা আবৃত্তি কর। সে বলতে লাগল ঃ

تَعَرَّضْتَ لِي بِالْجُوْدِ حَتّٰى نَعَشْتَنِىْ + وَاَعْطَيْتَنِىْ حَتّٰى ظَنَنْتُكَ تَلْعَبُ

“আপনি আমাকে দান করছিলেন। দিতে দিতে আপনি আমার সকল প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করে দিয়েছেন। আপনি আমাকে এমন পরিমাণ দিয়েছেন যে, আমি মনে করেছিলাম আপনি আমার সাথে তামাশা করছেন।”

فَاَنْتَ النَّدٰى وَابْنَ النَّدٰى وَاَخُوا النَّدٰى + حَلِيْفُ النَّدٰى مَا لِلنَّدٰى عَنْكَ مَذْهَبُ

“বস্তুত আপনি নিজে দানশীল। আপনার পিতা দানশীল, আপনার ভাই দানশীল, আপনার মিত্র দানশীল। দানশীলতা আপনাকে কখনো ছেড়ে যায় না।”

খালিদ বললেন, এবার তোমার চাহিদার কথা জানাও। সে বলল, আমার তো এখন ৫০,০০০ দীনার ঋণ আছে। খালিদ বললেন, সেটি তোমাকে দেওয়ার জন্যে এবং মোট সেটির দ্বিগুণ দেওয়ার জন্যে আমি নির্দেশ দিলাম। তারপর এক লক্ষ দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা তাকে দেওয়া হল।

আবূ তাইয়িব মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াইহ্য়া ওসাঈ বলেছেন, এক আরব বেদুঈন খালিদ কাস্রীর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করল ঃ

كَتَبْتَ نَعَمْ بِبَابِكَ فَهِىَ تَدْعُوْ + اِلَيْكَ النَّاسَ مُسْفِرَةَ النِّقَابِ

“আপনি তো আপনার সদর দরজায় “হ্যাঁ” লিখে রেখেছেন। ওই লেখাই তো লোকজনকে মুখের নেকাব খুলে হাসি মুখে বড় আশা নিয়ে আপনার দরবারে আসতে আহ্বান জানায়।”

وَقُلْتَ لِلاَ عَلَيْكِ بِبَابِ غَيْرِىْ + فَاِنَّكَ لَنْ تُرٰى اَبَدًا بِبَابِىْ

“আর আপনি “না”-কে বলে দিয়েছেন যে, তুমি অন্যের দরজায় স্থান করে নাও। কারণ,

কোন সময়েই তোমাকে আমার দরজায় দেখা যাবে না।" বর্ণনাকারী বলেন, কবিতা শুনে খালিদ কাসবী তাকে প্রতি লাইনের জন্যে ৫০ হাজার দিরহাম প্রদান করেন।

খালিদ কাসরী সম্পর্ক ইব্ন মঈন বলেছেন যে, সে ছিল একজন মন্দ লোক। হযরত আলী (র)-এর দুর্নাম গেয়ে বেড়াত। সে আছমাঈ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে খালিদ পবিত্র মক্কায় একটি কূপ খনন করেছিল এবং সেটি যথাযথ কূপের চেয়ে অধিক সম্মানযোগ্য বলে দাবী করেছিল। তার সম্পর্কে এমন কথাও প্রচলিত রয়েছে যে, সে খলীফাকে রাসূলের উপর মর্যাদা প্রদান করত। এটিতো স্পষ্ট কুফরী। অবশ্য উপরোক্ত মন্তব্য দ্বারা সে যদি বাহ্যিক অর্থ না নিয়ে অন্য কোন অর্থ বুঝিয়ে থাকে তা স্বতন্ত্র। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

অবশ্য স্পষ্টত যা জানা যায় তা এই যে, খালিদ এমন মন্তব্য করেছেন তা বলে যা প্রচলিত তা ঠিক নয়। তিনি এমন কথা বলতে পারেন না। কারণ, তিনি সর্বদা বিদআত ও গোমরাহী দূরীকরণে তৎপর ছিলেন। এই সূত্রে তিনি জা'দ ইব্ন দিরহাম ও অন্যান্য পাপাচারী লোকদেরকে হত্যা করেছেন। "আল-আক্দ" কিতাবের রচয়িতা খালিদ সম্পর্কে কিছু অসত্য মন্তব্য করেছেন। কারণ, "আক্দ কিতাবের রচয়িতার নিজের মধ্যে নবী পরিবার সম্পর্ক কতক সীমালঙ্ঘনমূলক ধারণা ও বিশ্বাস ছিল। সে কখনো কখনো এমন সব কথা বলত যার অর্থ কেউ বুঝত না। আমাদের শায়খ আল্লামা যাহাবী ওই ব্যক্তি স্পষ্ট প্রতারিত হয়েছেন। তাই তিনি তার স্মরণ শক্তি ও অন্যান্য কর্মের প্রশংসা করেছেন।

ইব্ন জারীর ইব্ন আসাকির ও অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন যে, ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদ তার শাসনামলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিল যে, সে হজ্জে যাবে এবং সেখানে কা'বা গৃহের ছাদে উঠে মদপান করবে। একদল নেতৃস্থানীয় ও শাসক পর্যায়ের লোক তা জানতে পারে। তার এই ধৃষ্টতা ও ধর্মদ্রোহিতার প্রেক্ষিতে তারা তাকে খুন করে অন্য কাউকে খলীফার পদে বসানোর ব্যাপারে একমত হয়। খালিদ এই গোপন সংবাদ জানতে পেরে ওয়ালীদকে সে বিষয়ে সতর্ক করে দেয়। ওয়ালীদ ওই নেতাদের নাম জানতে চায় খালিদের নিকট। খালিদ নাম প্রকাশে অস্বীকৃতি জানায়। ওয়ালীদ এজন্যে তাঁকে কঠিন শাস্তি প্রদান করে। এরপর তাঁকে ইউসুফ ইব্ন উমরের নিকট পাঠিয়ে দেয়। ইউসুফ তাঁর উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। অবশেষে করুণ ও দুঃখজনকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। এই বছরের অর্থাৎ ১২৬ হিজরী সনের মুহার্‌রাম মাসে তাঁর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, আল-ওয়াকিয়্যাত গ্রন্থে ইব্ন খাল্লিকান তার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, খালিদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে সন্দেহ ছিল। নির্ভেজাল ঈমান তার মধ্যে ছিল না বলে অভিযোগ রয়েছে। সে তার নিজের ঘরের মধ্যে তার মায়ের জন্যে একটি গির্জা বানিয়েছিল। এ নিয়ে কোন কোন কবি নিন্দাসূচক কবিতা লিখেছে। "আল-আইয়ান" গ্রন্থের লেখক বলেছেন যে, খালিদের পূর্বপুরুষ ইয়াহূদী ছিল। শাক্ক ও সাতীহের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। কাযী ইব্ন খাল্লিকান বলেছেন যে, শাক্ক ও সাতীহ্, তারা দুইজন ছিল পরস্পর খালাত ভাই। তাদের প্রত্যেকেই ছয়শত বছর করে আয়ু পেয়েছিল। দুইজনের জন্ম হয়েছিল একই দিনে। যেদিন জ্যোতিষী তারীকা বিন্ত হুর-এর মৃত্যু হয় সেদিন এদের দুইজনের জন্ম হয়। ওদের দুইজনের মুখে নিজের থু থু ছিঁটিয়ে দিয়ে সে বলেছিল এরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। এরপর সেদিনই তারীকা মৃত্যুবরণ করে।

১২৬ হিজরী সনে আরো যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাঁদের মধ্যে জাবাল্লাহ্ ইব্ন সাহীম, দার্রাজ আবূ সামাহ, সাঈদ ইব্ন মাসরূক, দামেস্কের কাযী সুলায়মান ইব্ন হাবীব মুহারিবী, মালিকের শায়খ আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ ইয়াযীদ, আমর ইব্ন দীনার। "আত্-তাকমীল" গ্রন্থে আমরা এদের জীবনী উল্লেখ করেছি।

১২৭ হিজরী সন

এই হিজরী সনের সূচনায় খলীফা পদে আসীন ছিলেন ইবরাহীম ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক। তাঁর ভাই পূর্ববর্তী খলীফা ইয়াযীদ আল নাকিসের ওসিয়ত অনুযায়ী তিনি খলীফা পদে নিযুক্ত হন। সেনাপতি ও প্রশাসকগণ তাঁর হাতে বায়আত করে। সিরিয়ার সকল নাগরিক খলীফা হিসেবে তাঁর প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা দেয়। কিন্তু হিম্‌সের নাগরিকগণ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনি।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আযারবায়যান ও আর্মেনিয়াতে প্রশাসক পদে নিয়োজিত ছিল মারওয়ান আল-হিমার। এর পূর্বে সেখানে প্রশাসক ছিল মারওয়ানের পিতা মুহাম্মদ। ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদের হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবী করে সে ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ওয়ালীদ হত্যার প্রতি বিচারের দাবী নিয়ে সে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হয়। হার্রান পর্যন্ত আসার পর তার মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং ক্ষমতাসীন খলীফা ইয়াযীদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। অবশ্য অবিলম্বে খলীফার মৃত্যু সংবাদ তার নিকট পৌঁছে এবং সে জাযীরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কিন্নিসরীন পৌঁছে সে ওখানকার অধিবাসীদেরকে অবরোধ করে। ওরা তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। এরপর সে হিম্‌সের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয় সেখানে প্রশাসক খলীফা ইবরাহীম ইব্ন ওয়ালীদের পক্ষে আবদুল আযীয ইব্ন হাজ্জাজ। আবদুল আযীয ইব্ন হাজ্জাজ এসে হিম্‌স অবরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত তারা কেন্দ্রীয় খলীফা ইবরাহীম ইব্ন ওয়ালীদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। অবশ্য তারা আনুগত্য না করার জন্যে অনড় ছিল। এদিকে মারওয়ানের আগমনের সংবাদ পেয়ে প্রশাসক আবদুল আযীয হিম্‌স ছেড়ে চলে যান। মারওয়ান এসে হিম্‌সে প্রবেশ করে। হিম্‌সের জনসাধারণ খলীফার প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করে মারওয়ানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তার সাথে রাজধানী দামেস্ক অভিমুখে রওয়ানা করে। ওদের সাথে জাযীরা এবং কিন্নিসরীনের সৈন্যরা ছিল। প্রায় ৮০,০০০ (আশি হাজার) সৈন্য নিয়ে মারওয়ান দামেস্ক অভিমুখে অগ্রসর হয়।

মারওয়ানের অগ্রযাত্রা রোধ করার জন্যে খলীফা ইবরাহীম ইব্ন ওয়ালীদ ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) সৈন্য প্রেরণ করেন। আইনুল-জারর নামক স্থানে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। মারওয়ান যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দিয়েছিল এবং বলেছিল যে, ওয়ালীদের দুই ছেলে হাকাম আর উছমানের সমর্থনে বর্তমান খলীফা পদত্যাগ করে ওদের দুইজনকে যেন খলীফার পদে আসীন করে। ইতিপূর্বে তাদের পিতা ওয়ালীদ তাদের দুইজনের পক্ষে বায়আত নিয়েছিল। পূর্ববর্তী খলীফা ইয়াযীদ ওদের দুইজনকে দামেস্কে বন্দী করে রেখেছিল।

সরকারী সৈন্যগণ মারওয়ানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। উভয়পক্ষ সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। পূর্বাহ্ন হতে শুরু করে আছর পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। ইতিমধ্যে মারওয়ান একটি সূক্ষ্ম পরিকল্পনা করে।

সে একটি গোপন দল পাঠায় যারা ইব্ন হিশামের বাহিনীর পেছন হতে অতর্কিতে তাদের উপর আক্রমণ করবে। তাহলে তাদের সফলতা আসবে। পরিকল্পনা মুতাবিক ওই দল সরকারী বাহিনীর পেছন হতে তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে আসে আর অন্যরা সামনের দিক হতে আক্রমণ চালায়। ফলে সরকারী বাহিনীর অধিনায়ক সুলায়মান ও তার বাহিনীর পরাজয় ঘটে। তখন হিমসের সৈন্যরা বহুলোককে হত্যা করে। সেদিন তারা ১৭ থেকে ১৮ হাজার দামেস্কবাসীকে হত্যা করে এবং সমান সংখ্যক বন্দী করে। মারওয়ান তাদের নিকট হতে ওয়ালীদের দুই ছেলের হাকাম ও উছমানের পক্ষে বায়আত গ্রহণ করে। এরপর সে দুইজন ছাড়া অন্য সবাইকে ছেড়ে দেয়। যে দুইজনকে ছাড়েনি তারা হল ইয়াযীদ ইব্ন ইকার কালবী এবং ওয়ালীদ ইব্ন মুসাদ কালবী। সে তাদেরকে তার সম্মুখে রেখে বেদম প্রহার করে এবং কারাগারে নিক্ষেপ করে। কারাগারেই তাদের দুইজনের মৃত্যু হয়। এই দুইজন সরাসরি সাবেক খলীফা ওয়ালীদকে হত্যা করার সাথে জড়িত ছিল।

সরকারী সেনাধ্যক্ষ সুলায়মান অবশিষ্ট সৈন্যসহ দামেস্কের উদ্দেশ্যে পালিয়ে যায়। ভোর হতে হতে তারা দামেস্ক গিয়ে পৌঁছে এবং খলীফা ইবরাহীম ইব্ন ওয়ালীদকে ঘটনা জানায়। এই পরিস্থিতিতে কী করা যায় সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ পরামর্শ সভায় মিলিত হয়। তাদের মধ্যে আবদুল আযীয ইব্ন হাজ্জাজ, ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ কাস্‌রী, আবূ ইলাকা সাকসাকী আসবাগ ইব্ন যুওয়ালাতুল-কালবী ও তাদের সমপর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ছিল। তারা সকলে সিদ্ধান্ত নিল যে, খলীফা ওয়ালীদের কারাবন্দী দুই ছেলে হাকাম এবং উছমানকে মেরে ফেলতে হবে। তা না হলে ওরা শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ও তাদের পিতার হত্যাকারী সকলকে তারা হত্যা করবে।

তারা ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ কাসরীকে পাঠায় ওদের দুইজনকে জেলখানায় হত্যা করার জন্যে। সে জেলখানায় গিয়ে পৌঁছে। সেখানে হাকাম ও উছমান দুইজনই বন্দী অবস্থায় ছিল। তখন তারা দুইজনেই সাবালক। কেউ বলেছেন যে, ওদের একজনের তখন একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে ওদের দুইজনকে খুন করে মাথা ফাটিয়ে এবং সে বন্দী অবস্থায় ইউসুফ ইব্ন উমরকেও হত্যা করে। (উল্লেখ্য যে, ইউসুফ ইব্ন উমর ইরাকের প্রশাসক থাকার সময় ইয়াযীদের পিতা খালিদ কাসরীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল।) ওই কারাগারে আবূ মুহাম্মদ সুফয়ানীও বন্দী ছিল। সুযোগ বুঝে সে মূল কক্ষ হতে পালিয়ে জেলখানার ভেতরে অন্য একটি কক্ষে ঢুকে যায় এবং দৃঢ়ভাবে দরজা বন্ধ করে দেয়। সরকারী লোকজন তাকে ঘিরে রাখে কিন্তু সে বের হয় না। অবশেষে তারা ওই দরজায় আগুন লাগিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে পলায়নরত সৈনিকদের ধাওয়া করতে করতে মারওয়ান দামেস্কের নিকটবর্তী হয়ে যায়। জেলখানার লোকজন তারপর সেদিকে মনোযোগ দেয় এবং জেলখানা হতে বেরিয়ে যায়।

মারওয়ান আল-হিমারের দামেস্কে প্রবেশ ও খিলাফত লাভ

মারওয়ান তার সাথী সৈন্যদেরকে নিয়ে আইনুল জারর হতে দামেস্কের দিকে অগ্রসর হয়। দামেস্ক অধিবাসিগণ গতদিন তার হাতে পরাজিত হয়েছিল। মারওয়ান দামেস্কের কাছাকাছি এসে

পৌঁছলে ক্ষমতাসীন খলীফা ইবরাহীম ইব্ন ওয়ালীদ দামেস্ক ছেড়ে পলায়ন করে। প্রধান সেনাপতি সুলায়মান ইব্ন হিশাম সরকারী কোষাগারের তালা খুলে বায়তুল মালে রক্ষিত সকল মালামাল তার সাথী-সঙ্গী ও অন্যান্য সৈনিকদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। বিদ্রোহী সৈন্যে থাকা নিহত খলীফা ওয়ালীদের ক্রীতদাসগণ দ্রুত আবদুল আযীয ইব্ন হাজ্জাজের বাড়ি গিয়ে পৌঁছে। তারা তাঁকে হত্যা করে এবং ওই বাড়িতে লুটতরাজ চালায়। তারা খলীফা ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদের কবর খুঁড়ে তাঁর মরদেহ বের করে আনে এবং সেটিকে জাবিয়ার সদর দরজায় শূলিতে চড়ায়। মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ আল-হিমার দামেস্কে প্রবেশ করে। সে দামেস্কে উঁচু অঞ্চলে অবস্থান নেয়।

ওয়ালীদের দুইপুত্র হাকাম ও উছমানকে তার নিকট আনা হয়। তারা তখন প্রাণহীন নিথর মরদেহ। নিহত ইউসুফ ইব্ন উমরকেও সেখানে আনা হয়। তারা ইউসুফ ইব্ন উমরকে দাফন করে। আবূ মুহাম্মদ সুফয়ানীকে জেলখানা হতে উদ্ধার করে সেখানে আনা হয়। তার হাতে তখনো হাতকড়া। সে মারওয়ানকে খলীফা সম্বোধন করে সালাম জানায়। মারওয়ান বলল, থাম-থাম। আবূ মুহাম্মদ বলল, ওই দুই বালক তাদের অবর্তমানে আপনাকে খলীফার দায়িত্ব গ্রহণ করার কথা বলে গিয়েছে। এরপর সুফয়ানী একটি কবিতা আবৃত্তি করে। কবিতাটি জেলখানা বসে হাকাম ইব্ন ওয়ালীদ রচনা করেছিল। এটি একটি দীর্ঘ কবিতা। তার কিছুটা নিম্নে দেওয়া হল ঃ

اَلاَ مِنْ مُبَلِّغٍ مَرْوَانَ عَنِّىْ + وَعَمِّىَ الْغَمَرُ طَالَ بِذَا حُنَيْنَا

"এমন কেউ আছে কি যে আমার পক্ষ হতে মারওয়ানকে একটি বার্তা পৌঁছিয়ে দিবে ? এখন হিংসা-বিদ্বেষ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। শত্রুতা সর্বজনে বিস্তৃত হয়েছে।"

بِاَنِّىْ قَدْ ظُلِمْتُ وَصَارَ قَوْمِىْ + عَلَى قَتْلِ الْوَلِيْدِ مُتَابِحِيْنَا

"আমি এখন মযলূম ও নির্যাতিত হয়ে রয়েছি। আমার পিতা ওয়ালীদের হত্যাকাণ্ডের পর আমার সম্প্রদায়ের লোকজন সকলে আমার ন্যায় নির্যাতনের শিকার হয়েছে।"

فَاِنْ اَهْلِكْ اَنَا وَوَلِىَ عَهْدِىْ + فَمَرْوَانُ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَا

"আমি যদি মারা যাই এবং আমার পরবর্তী খলীফারূপে ঘোষিত আমার ভাইও যদি মারা যায় তাহলে মারওয়ান-ই হবে আমীরুল মু'মিনীন খলীফা।"

এরপর আবূ মুহাম্মদ সুফয়ানী মারওয়ানকে বলে, "আপনার হাত প্রসারিত করুন, আমরা খলীফা জ্ঞানে আপনার হাতে বায়আত করব। মারওয়ান হাত প্রসারিত করে। সর্বপ্রথম আবূ মুহাম্মদ সুফয়ানী তার হাতে বায়আত করে। এরপর বায়আত করে মুআবিয়া ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন হুসায়ন ইব্ন নুমাইর। এরপর দামেস্ক ও হিমসের অধিবাসী নেতৃস্থানীয় সিরীয় লোকজন মারওয়ানের হাত বায়আত করে। এরপর মারওয়ান তাদেরকে বলল, আপনারা নিজ নিজ অঞ্চলের জন্যে নিজেদের পসন্দমত প্রশাসকের নাম প্রস্তাব করুন। আমি ওদেরকে আপনাদের প্রশাসকরূপে নিয়োগ দিব। প্রত্যেক এলাকার জনগণ নিজেদের পসন্দমত প্রশাসকের নাম প্রস্তাব করে। মারওয়ান ওদেরকে নিয়োগ দেন। দামেস্কে প্রশাসক নিযুক্ত হয় যামিল ইব্ন আমর আল-জাবরানী। হিমসে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাজারাহ আল-কিন্দী। জর্দানে ওয়ালীদ ইব্ন মুআবিয়া

ইব্‌ন মারওয়ান। ফিলিস্তিনে ছাবিত ইব্‌ন নাঈম জুযামী। সিরিয়া পরিপূর্ণভাবে মারওয়ানের অনুগত হবার পর তিনি হাররানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই পর্যায়ে ক্ষমতাচ্যুত খলীফা ইবরাহীম ইব্‌ন ওয়ালীদ এবং তার চাচাত ভাই ও প্রধান সেনাপতি সুলায়মান ইব্‌ন হিশাম খলীফা মারওয়ানের নিকট আত্মসমর্পণ করে নিরাপত্তার আবেদন জানায়। খলীফা তাদের আবেদন মঞ্জুর করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। সুলায়মান ইব্‌ন হিশাম তিদমুরের জনগণকে খলীফার নিকট নিয়ে আসে। তারা মারওয়ানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

হাররানের স্থিতিশীলতা অর্জনের পর মারওয়ান তিনমাস সেখানে অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে সিরিয়ায় তাঁর প্রতি আনুগত্য ভেঙ্গে যায়। তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। হিম্‌স এবং অন্যান্য অঞ্চলের জনসাধারণ বায়আত ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। খলীফা ওদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ঈদুল ফিতরের রাতে সরকারী সৈন্য হিম্‌স গিয়ে পৌঁছে। খলীফা মারওয়ান সেখানে পৌঁছেন ঈদের দু'দিন পর। তাঁর সাথে ছিল সৈন্যদের একটি বিরাট দল। ক্ষমতাচ্যুত খলীফা ইবরাহীম ইব্‌ন ওয়ালীদ এবং সেনাপতি সুলায়মান ইব্‌ন হিশাম খলীফার সাথে ছিল। তারা দুইজন এ সময়ে মারওয়ানের খুব ঘনিষ্ঠতা অর্জন করে। তাদের ছাড়া খলীফা দুইবেলা খাবারে বসতেন না। সরকারী বাহিনী হিমসের জনগণকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। তারা ডাক দিয়ে বলে যে, আমরা এখন খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে রাযী আছি। খলীফা বললেন, তাহলে শহরের ফটক খুলে দাও। তারা ফটক খুলে দিল। এরপর কিছুটা সংঘর্ষ হয়। তাতে হিম্‌স বাহিনীর প্রায় পাঁচ-ছয়শত লোক মারা যায়। খলীফার নির্দেশে ওদেরকে শহরের চারিদিকে শূলিতে চড়িয়ে রাখা হয়। খলীফা নির্দেশ দেন শহরের কতক নিরাপত্তা প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলতে। ফলে কতক প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা হয়।

ওদিকে দামেস্কের গাওতাহ্ জনপদের অধিবাসিগণ সরকারী প্রশাসক যামিল ইব্‌ন আমরকে অবরুদ্ধ করে ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ কাসরীকে তাদের প্রশাসক মনোনীত করে। ইয়াযীদ সেখানে প্রশাসকরূপে কাজ শুরু করে। ওই বিদ্রোহ দমনের জন্যে খলীফা মারওয়ান হিমস হতে দশহাজার সৈন্য প্রেরণ করে। ওরা দামেস্ক নগরীর কাছাকাছি এসে পৌঁছলে ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদের নেতৃত্বে গাওতাহবাসী ওদের গতিরোধ করে। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। সরকারী বাহিনী বিদ্রোহী বাহিনীকে পরাজিত করে এবং মায্‌যাহ্ ও অন্যান্য গ্রামে আগুন ধরিয়ে দেয়। ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ কাসরী এবং আবূ ইলাকা কালবী মায্‌যাহ্ এর লাখব গোত্রের জনৈক ব্যক্তির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ওই লোক যামিল ইব্‌ন আমরকে ওদের অবস্থানের কথা জানিয়ে দেয়। যামিল এসে তাদের দুইজনকে হত্যা করে এবং তাদের মস্তক দুইটা পাঠিয়ে দেয় হিমসে অবস্থানরত খলীফা মারওয়ানের নিকট।

ফিলিস্তিনীদেরকে সাথে নিয়ে ছাবিত ইব্‌ন নাঈম খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তারা তাবারিয়্যা নগরীতে এসে সেটি অবরোধ করে। তাদের বিদ্রোহ দমনের জন্যে খলীফা মারওয়ান একদল সৈন্য পাঠান। তারা বিদ্রোহী বাহিনীকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং শত্রুসৈন্যের হত্যা করা বৈধ করে দেয়। বিদ্রোহী নেতা ছাবিত ইব্‌ন নাঈম পালিয়ে ফিলিস্তিন চলে যায়। আমর আবূ ওয়ারাদ তাকে ধাওয়া করে। তার বাহিনী পুনরায় পরাজিত এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ছাবিতের তিনপুত্র সরকারী বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। আমীর আবূ ওয়ারাদ ওদেরকে খলীফা

মারওয়ানের নিকট পাঠিয়ে দেয়। তারা ছিল আহত। খলীফা ওদের সুচিকিৎসার নির্দেশ দেন। এরপর খলীফা ফিলিস্তিনী উপপ্রধান প্রশাসক রামাহিস ইব্ন আবদুল আযীযকে নির্দেশ দেন বিদ্রোহী নেতা ছাবিতকে খুঁজে বের করার জন্যে। ছাবিত বারবার পালিয়ে বেড়াতে থাকে। এক পর্যায়ে সে ধরা পড়ে যায়। সে ধরা পড়ে বিদ্রোহ ঘোষণার প্রায় দুইমাস পর। স্থানীয় প্রশাসক তাকে খলীফার নিকট পাঠিয়ে দেয় তার হাত-পা দুইটা কেটে ফেলে দিয়ে। তার সাথী কতক বিদ্রোহীকে ও গ্রেফতার করে হাত-পা কেটে খলীফার নিকট পাঠানো হয়। তাদেরকে দামেস্কের মসজিদের দরজায় রাখা হয়। কারণ দামেস্কে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, বিদ্রোহী নেতা ছাবিত সরকারী সৈন্যদের চোখে ধুলা দিয়ে মিসর চলে যায় এবং সেখানে মারওয়ানের নিযুক্ত প্রশাসককে হত্যা করে নিজে ক্ষমতা গ্রহণ করে। উক্ত গুজব অসার এই কথা প্রমাণ করার জন্যে তাদেরকে হাত-পা কেটে পাঠানো হয় দামেস্ক অধিবাসীদের নিকট।

খলীফা মারওয়ান বেশ কিছুদিন দিয়ারে আইয়ূব তথা হযরত আইয়ূব (আ)-এর ওই অঞ্চলে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসেবে স্বীয়পুত্র আবদুল্লাহ্ এবং তারপরে অন্যপুত্র আবদুল্লাহ্-এর পক্ষে বায়আত গ্রহণ করেন এবং সেখানে তিনি তাঁর দুইপুত্রকে হিশামের দুইকন্যার সাথে বিয়ে দেন। কন্যা দুইটার নাম ছিল উম্মু হিশাম এবং আয়শা। বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল জমজমাট ও প্রাণবন্ত এবং তাদের পক্ষে বায়আত গ্রহণও ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও সার্বজনীন। কিন্তু মূলত তা পরিপূর্ণ ছিল না।

তারপর খলীফা দামেস্কে ফিরে এলেন। ছাবিত ও তার সহযোগীদের হাত-পা কাটার পর এবার তাদেরকে শহরের ফটকসমূহে নিয়ে শূলিতে চড়াবার নির্দেশ দিলেন। একমাত্র আমর ইব্ন হারিছ কালবী ছাড়া কাউকে জীবিত রাখা হয়নি, তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল এজন্যে যে, ছাবিত ইব্ন নাঈম তার ধন-সম্পদ কার কার নিকট গচ্ছিত রেখেছিল তা আমর ইব্ন হারিছের জানা ছিল। ওই সব ধন-সম্পদ উদ্ধারের জন্যে তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। এই সময়ে তিদমুর ছাড়া সিরিয়ার সমগ্র অঞ্চলে খলীফার ক্ষমতা পাকাপোক্ত হয়। তাঁর সমর্থনে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে।

এবার তিনি দামেস্ক ছেড়ে হিমসের কাশতাল অঞ্চলের দিকে যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে তিনি সংবাদ পান যে, তিদমুরের অধিবাসিগণ একটি প্রবাহমান জলাধারের পানি বন্ধ করে সব পানি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে দিয়েছে। তাতে তিনি আরো ক্ষেপে উঠেন ওদের প্রতি। তাঁর সাথে তখন সেনাবাহিনীর একটি বিশাল বহর ছিল। তিদমুরের অধিবাসিগণ ছিল আবরাশের স্বজাতি। সে প্রথমেই সেনা অভিযান না চালিয়ে একজন মধ্যস্থতাকারী প্রেরণের জন্যে খলীফার প্রতি অনুরোধ জানায়। খলীফা আবরাশের ভাই আমর ইব্ন ওয়ালীদকে আপোষ করার জন্যে ওদের নিকট পাঠান। আমর ওদের নিকট আসে। ওরা তার কোন কথা শোনেনি। কোন প্রস্তাব মানেনি। আমর ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। খলীফা তাদের উপর সেনা-আক্রমণ পরিচালনার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। আবরাশ বলল, তবে এবার আমি নিজে গিয়ে দেখি। খলীফা তাকে পাঠালেন। আবরাশ সেখানে গেল। ওদের সাথে কথাবার্তা বলল। ওদেরকে খলীফার অনুগত করার জন্যে বুঝাল। তাদের অধিকাংশ লোক তার প্রস্তাবে রাযী হল। কতক লোক তা মানল না। পরিস্থিতি লিখে জানাল খলীফাকে। খলীফা তাকে নির্দেশ দিলেন ওখানকার কতক নিরাপত্তা প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলতে এবং খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রর্দশনকারী লোকদের সাথে নিয়ে ফিরে আসতে। আবরাশ তাই করল।

ওরা ফিরে আসার পর খলীফা মারওয়ান তাঁর সাথে থাকা সৈন্য সামন্ত নিয়ে স্থলপথে রূসাফা অভিমুখে যাত্রা করলেন। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সদ্য ক্ষমতাচ্যুত খলীফা ইবরাহীম ইব্‌ন ওয়ালীদ, সুলায়মান ইব্‌ন হিশাম এবং ওয়ালীদ-ইয়াযীদ ও সুলায়মান বংশধরদের একটি দল তাঁর সাথে ছিল। তিনি রূসাফা পৌঁছেন এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। এরপর সমতল ভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। সুলায়মান ইব্‌ন হিশাম কিছুদিন এখানে অবস্থান করে বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে খলীফার অনুমতি প্রার্থনা করে। খলীফা তাকে অনুমতি দেন। মারওয়ান অগ্রসর হলেন সমতল অঞ্চলের দিকে। তিনি ফোরাত নদীর তীরে আল- ওয়াসিত শহরে গিয়ে অবস্থান নেন। সেখানে তিনদিন থাকার পর তিনি যাত্রা শুরু করেন 'কিরকিসিয়্যাহ'-এর উদ্দেশ্যে। কিরকিসে প্রশাসকরূপে দায়িত্ব পালন করছিল তখন ইব্‌ন হুবায়রা। ইব্‌ন হুবায়রাকে খারিজী বিদ্রোহী দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়সের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরণের জন্যে খলীফা সেখানে গমন করলেন। খারিজী বিদ্রোহী দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স শায়বানী হারূরীর বিরুদ্ধে সেনা অভিযান পরিচালনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন খলীফা মারওয়ান। ইতিমধ্যে বিভিন্ন অভিযানে প্রেরিত প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) অশ্বারোহী সৈন্য অভিযান শেষে খলীফার সাথে যোগ দেওয়ার জন্যে অগ্রসর হয়। তারা রূসাফা এসে পৌঁছে। খলীফার অনুমতি নিয়ে সুলায়মান সেখানে বিশ্রাম নিচ্ছিল।

প্রত্যাবর্তনকারী অশ্বারোহী সেনাদল সুলায়মানকে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানায়। তারা মারওয়ানকে অপসারণের প্রস্তাব দেয়। শয়তান সুলায়মানের পদস্খলন ঘটায়। সুলায়মান বিভ্রান্ত হয়। সে ওদের প্রস্তাব গ্রহণ করে। সে মারওয়ানকে খলীফার পদ হতে বরখাস্তের ঘোষণা দেয়। ওই সেনাদলকে নিয়ে সে কিন্নিসরীনের দিকে অগ্রসর হয়। সিরিয়াবাসীদের সাথে সে চুক্তিবদ্ধ হয়। তারা তার সাথে যোগ দেয়। দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স খারিজীকে দমন করার জন্যে খলীফা মারওয়ান কিরকিসিয়্যাহ এর প্রশাসক ইব্‌ন হুবায়রাকে পাঠিয়েছিল। বিদ্রোহী খলীফা সুলায়মান ওই ইব্‌ন হুবায়রাকে তার নিকট চলে আসার নির্দেশ দিয়ে পত্র পাঠায়। ইতিমধ্যে প্রায় ৭০ (সত্তর) হাজার সৈনিক সুলায়মানের সমর্থনে সমবেত হয়। সংবাদ পেয়ে খলীফা মারওয়ান তাদেরকে দমন করার জন্যে ঈসা ইব্‌ন মুসলিমের নেতৃত্বে প্রায় ৭০ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্নিসরীনে এসে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় উভয় দলের মধ্যে। ইতিমধ্যে মারওয়ান এবং তাঁর সমর্থক সাধারণ জনগণ এসে যুদ্ধে যোগ দেয়। প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় সরকারী বাহিনী। তারা বিদ্রোহী বাহিনীকে পরাজিত করে। যুদ্ধে সুলায়মান ইব্‌ন হিশামের বড় ছেলে ইবরাহীম ইব্‌ন সুলায়মান নিহত হয় এবং তাদের আরো ত্রিশ হাজারের অধিক সৈন্য নিহত হয়। সুলায়মান পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। সে এসে উঠে হিমসের নগরীতে। পালিয়ে যাওয়া সৈনিকগণ সেখানে এসে তার সাথে যোগ দেয়। একটি নতুন সেনাদল গঠন করে সে ওদেরকে নিয়ে। মারওয়ান ইতিপূর্বে হিমসের যে নিরাপত্তা প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলেছিল সে তা পুনঃনির্মাণ করে।

ওদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান পরিচালনা করে মারওয়ান। তিনি হিমসে তাদেরকে অবরোধ করে রাখেন। ৮০টিরও অধিক কামান স্থাপন করে নিরাপত্তা প্রাচীরের বাহিরে। এভাবে আটমাস অতিবাহিত হয়। সরকারী বাহিনী রাতে দিনে সমানে কামানের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে।

বিদ্রোহিগণ প্রতিদিন দুর্গ হতে বের হয়ে প্রতিরোধ আক্রমণ চালাতে থাকে এবং পুনরায় দুর্গে আশ্রয় নেয়।

এক পর্যায়ে সুলায়মান ও তার অনুগত একদল সৈন্য তিদমুর গমন করে। মারওয়ানের সৈন্যরা তাদের গতিরোধ করে। তারা তাকে হত্যা এবং তার কাফেলা লুট করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে সক্ষম হয়নি। মারওয়ান ওদের বিরুদ্ধে পূর্ণ প্রস্তুতি নেন এবং জোর আক্রমণ চালান। কিন্তু ৯০০ সদস্যের সুলায়মান বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে সরকারী বাহিনীর প্রায় ছয় হাজার সৈন্য হত্যা করে। তারপর তারা তিদমুর অভিমুখে যেতে থাকে। খলীফা মারওয়ান হিম্‌স অবরোধ অব্যাহত রাখেন। পূর্ণ দশ মাস এই অবরোধ চলে। ইতিমধ্যে হিমসের অধিবাসিগণ চরম দুঃখ-কষ্টে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। তারা খলীফার নিকট আত্মসমর্পণের বিনিময়ে নিরাপত্তা কামনা করে। খলীফা এই শর্তে নিরাপত্তা প্রদানে রাযী হন যে, তারা তাঁর নির্দেশ পালন করবে। এরপর তারা এই শর্তে নিরাপত্তা কামনা করে যে, তারা সাঈদ ইব্‌ন হিশামকে তার দুই ছেলে মারওয়ান ও উছমানকে বন্দী সাকসাকী লোকটিকে এবং মারওয়ান সম্পর্কে মিথ্যা আরোপকারী ও তাঁকে গাল-মন্দকারী হাবশী লোকটিকে তাঁর হাতে তুলে দিবে। খলীফা তাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। তিনি উপরোল্লোখিত লোকগুলোকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

খলীফা এবার দাহ্‌হাকের বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ক্ষমতাসীন ইরাকী প্রশাসক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয ইতিমধ্যে দাহ্‌হাক খারিজীর সাথে একটি আপোষ মীমাংসা চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। চুক্তি হয়েছিল এই শর্তে যে, দাহ্‌হাক খারিজী কূফা ও তৎসংলগ্ন যতটুকু অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে ততটুকুতে সে শাসন পরিচালনা করবে। অতিরিক্ত স্থান দখলের চেষ্টা করবে না।

ইতিমধ্যে মারওয়ানের অশ্বারোহী যোদ্ধাগণ কূফা নগরীর কাছাকাছি এসে পৌঁছে। দাহ্‌হাকের নিযুক্ত কূফার প্রশাসক মালহান শায়বানী তাদের গতিরোধ করে। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় সেখানে। মালহান নিহত হয়। দাহ্‌হাক তখন মুছান্না ইব্‌ন ইমরানকে কূফার শাসনকর্তা নিয়োগ করে। যুলকাদা মাসে দাহ্‌হাক নিজে মূসেলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ইব্‌ন হুবায়রা কূফা এসে সেটিকে খারিজীদের দখল হতে মুক্ত করে। দাহ্‌হাক নতুন একদল সৈন্য প্রেরণ করে কূফাতে। কিন্তু সেখানে তারা কিছুই করতে পারেনি।

এই হিজরী সনে দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স শায়বানী কেন্দ্রীয় খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তার বিদ্রোহের পটভূমি এই ছিল যে, সাঈদ ইব্‌ন বাহদাল নামে এক খারিজী লোক জনসাধারণের অসচেতনতাকে মোক্ষম সময়রূপে গ্রহণ করে। খলীফা ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদের হত্যাকাণ্ডের পর জনগণ যখন আত্মকলহে লিপ্ত এবং ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপারে অসতর্ক তখন সাঈদ খারিজী তার অপতৎপরতা শুরু করে। তার অনুসারী একটি দল নিয়ে সে ইরাকে আন্দোলন শুরু করে। প্রায় চার হাজার লোক তার সমর্থনে সমবেত হয়। ইতিপূর্বে কোন খারিজী নেতার সমর্থনে এত লোক আসেনি। সরকারী সৈন্যবহর খারিজীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। মুখোমুখি হয় উভয় পক্ষ। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে দুই পক্ষের মধ্যে। কখনো এরা চাপ সৃষ্টি করছে কখনো ওরা। কখনো এই পক্ষ প্রাধান্য বিস্তার করছে, কখনো ওই পক্ষ। এই মধ্যে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে

খারিজীদের প্রধান নেতা সাঈদ ইব্ন বাহদান মারা যায়। এরপর দাহ্হাক ইব্ন কায়স নেতৃত্বে আসে। খারিজিগণ দাহ্হাকের পাশে সমবেত হয়। তারা প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় সরকারী বাহিনীর উপর। এই যাত্রায় তারা জয়ী হয়। সরকারী বাহিনীর বহু লোককে খারিজীরা হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে ইরাকের প্রশাসক আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন আবদুল আযীযের ভাই আসিম ইব্ন উমর ইব্ন আবদুল আযীযও ছিল। এ প্রসংগে কয়েক পংক্তির মাধ্যমে তাঁর জন্যে শোক প্রকাশ করা হয়।

এরপর খারিজী নেতা দাহ্হাক তার সাথীদেরকে নিয়ে সরাসরি খলীফা মারওয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে অগ্রসর হয়। সে কূফা গমন করে। কূফার জনগণ তাদেরকে প্রতিরোধ করে। কিন্তু দাহ্হাক বাহিনী ওই প্রতিরোধ ভেঙ্গে কূফা নগরীতে প্রবেশ করে এবং সেখানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সে হাস্সান নামে এক ব্যক্তিকে কূফায় তার পক্ষে প্রশাসক নিয়োগ করে। এরপর এই বছরই শা'বান মাসে মালহাম শায়বানীকে সে ওই পদে নিয়োগ দেয়। সে নিজে ইরাকের প্রশাসক আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন আবদুল আযীযের খোঁজে অগ্রসর হয়। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। উভয় দলে যুদ্ধ হয়। সেটি উল্লেখ করতে গেলে বিবরণ অনেক বেশী হবে।

এই হিজরী সনে অর্থাৎ ১২৭ হিজরী সনে কতক লোক আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ও আহ্বানে একমত হয়। এই সূত্রে তারা আব্বাসী ইমাম ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদের নিকট উপস্থিত হয়। আবূ মুসলিম খুরাসানী তাদের সাথে ছিল। আন্দোলনের প্রস্তুতির জন্যে তারা ইমাম ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদকে প্রচুর অর্থ-কড়ি প্রদান করে। নিজেদের ধন-সম্পদের ১/৫ অংশ তারা ইমামের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু চারিদিকে একের পর এক ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলার কারণে এই বছর তারা সুশৃঙ্খল আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি।

এই হিজরী সনে কূফাতে মুআবিয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি লোকজনকে তাঁর নিজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং ইরাকের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন আবদুল আযীযের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানান। ফলে তাদের দুইজনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত মুআবিয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ জয়ী হন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার ইব্ন আবদুল আযীয পরাজিত হয়ে পাহাড়ী অঞ্চলে নির্বাসিত হন। ওই অঞ্চলে মুআবিয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিবের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই হিজরী সনে হারিছ ইব্ন সুরায়জ বিদ্রোহ ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় খলীফার বিরুদ্ধে। সে তুরস্কে পালিয়ে যায়। ওদের সাথে মিলিত হয় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তূর্কীদেরকে সাহায্য করে। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ্ তার প্রতি অনুগ্রহ করেন। সে হিদায়াতের পথে ফিরে আসে। সে সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে। এর মূলে ছিল তার প্রতি খলীফা ইয়াযীদের উদাত্ত আহ্বান। তিনি হারিছ ইব্ন সুরায়জকে ইসলামে ফিরে আসার এবং তার পরিবারের সাথে মিলিত হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এরপর বস্তুত সে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করে এবং সিরিয়াতে ফিরে আসে। এরপর সে খুরাসান গমন করে। খুরাসানের শাসনকর্তা নাস্র ইব্ন সাইয়ার তার সাথে সম্মানজনক আচরণ করে। এরপর হতে হারিছ ইব্ন সুরায়জ জনসাধারণকে কিতাব ও সুন্নাহ্র প্রতি এবং খলীফার আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানাতে থাকে। অবশ্য শাসনকর্তা নাসরের সাথে তার কিছুটা মনোমালিন্য ও বিরোধ ছিল বটে।

ঐতিহাসিক ওয়াকিদী ও আবূ মা'শার বলেছেন যে, এই হিজরী সনে হজ্জে নেতৃত্ব দিয়েছেন হিজাজ, পবিত্র মক্কা, তায়েফ ও পবিত্র মদীনার শাসনকর্তা আবদুল আযীয ইব্ন উমর ইব্ন আবদুল আযীয। ইরাকে শাসনকর্তা ছিলেন নাসর ইব্ন সাঈদ হারাশী। দাহ্হাক হারূরী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এক পর্যায়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন আবদুল আযীয ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। খুরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন নাসর ইব্ন সাইয়ার। কিরমানী এবং হারিছ ইব্ন সুরায়জ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

১২৭ হিজরী সনে যাঁদের ওফাত হয়

১২৭ হিজরী সনে যে সকল খ্যাতিমান ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে আছেন বকর ইব্ন আশাজ্জ, সা'দ ইব্ন ইব্রাহীম, আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার, আবদুল মালিক ইব্ন মালিক জাযারী, উমর ইব্ন হানী, মালিক ইব্ন দীনার, ওয়াহ্ব ইব্ন কায়সান এবং আবূ ইসহাক মুবায়ঈ প্রমুখ।

১২৮ হিজরী সন

এই হিজরী সনে হারিছ ইব্ন সুরায়জ নিহত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের পটভূমি হল খলীফা ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদ হারিছের জন্যে নিরাপত্তার আদেশ প্রদান করেছিলেন। এই আদেশের প্রেক্ষিতে সে তুর্কী নগরী হতে বেরিয়ে মুসলমানদের সাথে এসে যোগ দেয়। মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব ছিন্ন করে ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যে নিয়োজিত হয়।

খুরাসানের শাসনকর্তা নাসর ইব্ন সাইয়ারের সাথে তার বহুবার হৃদ্যতা, বন্ধুত্ব এবং মনোমালিন্য ঘটে। এর মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে বারবার সম্পর্কের উন্নতি ও চরম অবনতি ঘটে। মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ খলীফা নিযুক্ত হবার পর হারিছ ইব্ন সুরায়জ শংকিত হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ইব্ন হুবায়রাকে ইরাকের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। চারিদিকে মারওয়ানের পক্ষে বায়আত গ্রহণ করা হতে থাকে। কিন্তু মারওয়ানকে খলীফা মেনে নিতে অস্বীকার জানিয়ে বসে হারিছ ইব্ন সুরায়জ, সে মারওয়ানের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালানো ও তার দুর্নাম করতে থাকে। তৎকালীন পুলিশ প্রধান মুসলিমা ইব্ন আহ্ওয়ায এবং নেতৃস্থানীয় কতক আমীর-উমারা তার নিকট এসে কথাবার্তায় সংযত হবার নির্দেশ দেয়। অন্যকে দৈহিক ও মৌখিকভাবে আক্রমণ না করার জন্যে তারা তাকে অনুরোধ জানায়। তারা তাকে এ কথাও বলে যে, সে যেন মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল না ধরায়, তাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি না করে। সে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেনি। অনুরোধ রক্ষা করেনি। সে মূল জনগোষ্ঠির সংসর্গ ত্যাগ করে এক প্রান্তে চলে যায়। সে নিজ গতিতে জনসাধারণকে কিতাব ও সুন্নাহ্-এর আমলের প্রতি দাওয়াত দিতে যাবে। খুরাসানের গভর্নর নাস্র ইব্ন সাইয়ারকে সে তার সাথে যোগ দেওয়ার এবং সহযোগিতা করার অনুরোধ করে। সে তাতে রাযী হয়নি। এদিকে হারিছ ক্রমান্বয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলতে থাকে। সে জাহ্ম ইব্ন সাফওয়ানকে জনসাধারণের নিকট একটি কিতাব পাঠ করে শুনাতে বলে সে কিতাবে হারিছের জীবন-চরিত ছিল। জাহ্ম ইব্ন সাফওয়ান হল বনূ রাসিব গোত্রের ক্রীতদাস। তার উপনাম আবূ মিহরায। জাহ্মিয়া উপদল তারই অনুসারী দল।

হারিছ দাবী করতে থাকে যে, সে "কাল পতাকার" অধিকারী। নাসর তাকে বলে পাঠায় যে, তুমি যদি সত্যিই তাই হও তাহলে তোমরা তো দামেস্কের নিরাপত্তা প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার করবে

এবং উমাইয়াদের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব বিনষ্ট করবে। কাজেই, তুমি আমার পক্ষ হতে পাঁচশ ক্রীতদাস এবং একশত উট নিয়ে চলে যাও। আর তুমি যদি প্রকৃত-ই তা না হও তাহলে এই কাজ দ্বারা তুমি তোমার গোত্র ও অনুসারীদের ধ্বংস ডেকে আনবে।

উত্তরে হারিছ বলেছিল, আমার জীবনের কসম, আমার দ্বারা দামেস্কের প্রাচীর বিনষ্ট হবে এবং উমাইয়াদের কর্তৃত্ব বিলীন হবে। নাসর বলল, তাহলে তুমি প্রথমে কিরমানী এর বিরুদ্ধে তোমার অভিযান শুরু কর। তারপর "রায়" অঞ্চলে যাবে। ওখানে গিয়ে পৌছতে পারলে আমি তোমার সহযোগিতা করব। তোমার অনুগত হব।

এরপর আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়ে নাসর আর হারিছের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান এবং জাহ্‌ম ইব্ন সাফওয়ানকে তারা মীমাংসাকারী ও বিচারক মেনে নেয়। তারা দুইজনে রায় দিল যে, নাসর নেতৃত্ব হতে অপসারিত হবে এবং কাজ-কর্ম চলবে পরামর্শ সভার তত্ত্বাবধানে। নাসর এই রায় প্রত্যাখ্যান করে এবং হারিছ জাহ্‌ম ইব্ন সাফওয়ানের মতাদর্শ অনুসরণ করতে থাকে। সে পথে প্রান্তরে পঠিত হারিছের জীবন-চরিত বিকৃত করে দেয়। তার সমর্থনে বহু লোক এগিয়ে আসে। নাসরের নির্দেশে বহু লোকের একটি বাহিনী হারিছের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডাক দেয়। তারা হারিছের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে। হারিছের সমর্থকগণ ওদের গতিরোধ করে। জাহ্‌ম ইব্ন সাফওয়ানসহ বহু লোক ওই যুদ্ধে নিহত হয়। এক লোক জাহ্‌মের মুখে বর্শার আঘাত করে। তাতে তার মৃত্যু ঘটে। কেউ বলেছেন যে, জাহ্‌মকে বন্দী করা হয়েছিল। এরপর সালম ইব্ন আহ্‌ওয়াযের নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে জাহ্‌ম আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছিল যে, তোমার পিতা আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছিল। জবাবে সালম বলেছিল যে, আমার পিতা তোমার মত লোককে নিরাপত্তা দিতে পারেন না। আর যদি তিনি তোমাকে নিরাপত্তা দিয়েও থাকেন আমি তোমাকে তা দিচ্ছি না। এই জগতে সকল নক্ষত্র নেমে এলেও এবং ঈসা (আ) আবির্ভূত হলেও তুমি আজ মুক্তি পাবে না। আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যদি আমার পেটের মধ্যেও থাকতে আমি পেট চিরে তোমাকে বের করে হত্যা করতাম। সালম ইব্ন আহ্‌ওয়াযের নির্দেশে ইব্ন কায়সারকেও হত্যা করা হয়।

এরপর হারিছ ইব্ন সুরায়জ এবং কিরমানী দুইজনে নাসরের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়। তার বিরোধিতা করার জন্যে তারা ঐকমত্যে পৌছে। তারা কিতাব ও সুন্নাহ্‌র অনুসরণ, জনগণকে এদিকে আহ্বান করা, সত্যপন্থী ইমামদের অনুসরণ এবং নিষিদ্ধ ও মন্দ কর্মগুলো বর্জনে একমত হয়।

এই ঐকমত্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। অবিলম্বে তারা দুইজনে দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হয়। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধে কিরমানী জয়ী হয়। হারিছের অনুসারিগণ হয় পরাজিত। হারিছ তখন একটি খচ্চরের পিঠে ছিল। সেখান হতে অশ্বারোহী বাহিনীর নিকট সরে যেয়ে যে বাহনের পিঠে তিনি চড়লেন সেটি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকল। একটুও অগ্রসর হল না। অবস্থা বেগতিক দেখে তার অনুসারিগণ পালিয়ে গেল। মাত্র একশত অনুসারী তার সাথে অবশিষ্ট ছিল। কিরমানীর অনুসারীরা তাকে ধরে ফেলল এবং একটি যায়তূন বৃক্ষের নীচে তাকে হত্যা করল। কেউ বলেছেন আবীর বৃক্ষের নীচে।

হারিছের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছিল এই হিজরী সনের ২৪শে রজব রবিবার। হারিছের

সাথে তার একশত জন সঙ্গীও নিহত হয়। হারিছের সকল ধন-সম্পদ কিরমানী দখল করে নেয়। তার নিহত সঙ্গীদের ধন-সম্পদও কিরমানী নিজ আয়ত্তে নিয়ে আসে। হারিছের মাথাবিহীন দেহ মার্ভ নগরীর সদর দরজায় ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। নাসর ইব্ন সাইয়ার যখন হারিছের নিহত হবার সংবাদ অবগত হয় তখন সে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

يَا مُدْخِلَ الذُّلِّ عَلٰى قَوْمِهِ + بُعْدًا وَّسُحْقًا لَكَ مِنْ هَالِكِ

“ওহে ব্যক্তি যে আপন সম্প্রদায়ের উপর লাঞ্ছনা টেনে এনেছে। তোমার প্রতি লা‘নত, তোমার প্রতি অভিশাপ, তোমার জন্যে ধ্বংস।”

شُؤْمُكَ اَرْدٰى مُضَرًا كُلَّهَا + وَغَضٌّ مِنْ قَوْمِكَ بِالْحَارِكِ

“তোমার দুর্ভাগ্য পুরো মুদার সম্প্রদায়কে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছে। তোমার সম্প্রদায়ের ঘাড় কেটে দিয়েছে।”

مَاكَانَتِ الْاَزْدُ وَاَشْيَاعُهَا + تَطْمَعُ فِى عَمْرٍو وَلَا مَالِكٍ

“আযদ গোত্র এবং তার সতীর্থরা আমরের প্রতিও আগ্রহী নয়, মালিকের প্রতিও নয়।”

وَلَا بَنِىْ سَعْدٍ اِذْ اَلْجَمُوْا + كَلَّ طَمِرٍ لَوْنَهُ حَالِكٍ

“এবং তারা বনূ সা‘দ গোত্রের প্রতিও আগ্রহী নয়। তারা পুরনো কাপড়ে কালো রং লাগায়।”

নিহত হারিছের ছেলে আব্বাদ নাসর ইব্ন সাইয়ারের উপরোক্ত কবিতার জবাবে নিম্নের পংক্তিমালা উচ্চারণ করে ঃ

اَلَا يَا نَصْرُ قَدْ بَرِحَ الْخَفَاءُ + وَقَدْ طَالَ التَّمَنِّى وَالرَّجَاءُ

“ওহে নাসর ! গোপন খবর এখন ফাঁস হয়ে গিয়েছে। আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাষ এখন দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়েছে।”

وَاَصْبَحَتِ الْمَزُوْنُ بِاَرْضِ مَرْوٍ + تَقْضِىْ فِى الْحُكُوْمَةِ مَا تَشَآءُ

“মার্ভ রাজ্যে এখন তোমার জন্যে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। ওই রাজ্যে তুমি যা ইচ্ছা তা করে যাচ্ছ।”

يَجُوْزُ قَضَاؤُهَا فِى كَلِّ حُكْمٍ + عَلٰى مُضَرَ وَاِنْ جَارَ الْقَضَآءُ

“এখন ওই রাজ্যে সকল ফায়সালা মুদার গোত্রের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। যদিও ফায়সালা দেওয়ার বৈধতা রয়েছে।”

وَحِمْيَرُ فِى مَجَالِسِهَا قُعُوْدٌ + تُرَقْرِقُ فِى رِقَابِهِمُ الدِّمَآءُ

“হিমইয়ার গোত্র এখন আপন আসনে নিথর অসাড় বসে রয়েছে। তাদের ঘাড় রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে।”

فَاِنْ مُضَرَ بِذَا رَضِيَتْ وَذَلَّتْ + فَطَالَ لَهَا الْمُذِلَّةُ وَالشِّقَاءُ

"মুদার গোত্র যদি এই পরিস্থিতিতে নীরব, শান্ত, সন্তুষ্ট ও অনুগত থাকে তাহলে তাদের এই কষ্ট, লাঞ্ছনা, অপমান ও দুর্ভোগ দীর্ঘ ও প্রলম্বিত হতে থাকবে।"

وَاِنْ هِيَ اَعْتَبَتْ فِيْهَا وَاِلاَّ + فَحَلَّ عَلٰى عَسَاكِرِهَا الْعَفَاءُ

"আর ওই গোত্র যদি বিদ্রোহ করে, এই অবস্থাকে গ্লানিকর মনে করে তাহলে তাদের জন্যে মুক্তি আসবে। নতুবা তাদের সেনাবাহিনীর উপর অস্ত্রহীনতা ও নিরস্ত্রিকরণের খড়্গ নেমে আসবে।"

এই হিজরী সনে ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস খুরাসানে প্রেরণ করেছিলেন আবূ মুসলিম খুরাসানীকে। তার সাথে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন খুরাসানের শীআপন্থী লোকদের নিকট। তাতে লিখা ছিল এই যে, আবূ মুসলিম, তোমরা তার কথা মানবে, তার প্রতি অনুগত থাকবে। খুরাসানের যতটুকু স্থানে সে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে ওইটুকু স্থানের জন্যে আমি তাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করলাম।

আবূ মুসলিম খুরাসানী খুরাসান আগমন করে এবং শীআদের নিকট ওই চিঠি পাঠ করে। তারা তার প্রতি ফিরেও তাকায়নি। ওই চিঠির কোন গুরুত্ব-ই দেয়নি। সকলে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাকে বর্জন করে।

হজ্জের মওসুমে আবূ মুসলিম ফিরে আসে ইমাম ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদের নিকট। জনগণের প্রত্যাখ্যান ও তাকে অবজ্ঞা করার কথা সে তাঁকে অবহিত করে। ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ তাকে বললেন, হে আবদুর রহমান ! তুমি তো আমাদের বংশ তালিকাভুক্ত একজন মানুষ। তুমি ওদের নিকট ফিরে যাও। ইয়ামানের ওই সম্প্রদায়ের সহযোগিতা চাইবে তুমি। ওদেরকে সম্মান করবে এবং ওদের নিকট অবস্থান করবে। কারণ ওদেরকে বাদ দিয়ে এই লক্ষ্যে পূর্ণতা ও সফলতা পাওয়া যাবে না। এরপর তিনি তাকে অন্যান্য সম্প্রদায় সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন এবং বললেন ওই সকল শহর নগরে তোমরা যদি আরবী ভাষাকে বিতাড়িত ও প্রত্যাহার করে নিতে পার তবে তাই কর। ওদের ছেলে সন্তানদের মধ্যে যাদের দৈর্ঘ্য পাঁচ বিঘত পরিমাণ হয়েছে তাদের কাউকে যদি তুমি সন্দেহ করে থাক তবে তাকে মেরে ফেলবে। আর ওই যে শায়খ অর্থাৎ সুলায়মান ইব্ন কাছীর তুমি তার থেকে কিসাস নিবে না। আবূ মুসলিম খুরাসানী সম্পর্কে আরো আলোচনা পরে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

এই হিজরী সনে দাহ্হাক ইব্ন কায়স খারিজী নিহত হয়। এটি আবূ মাখনাফের অভিমত। দাহ্হাকের হত্যাকাণ্ডের পটভূমি এই ছিল যে, সে ওয়াসিত অঞ্চলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন আবদুল আযীযকে অবরোধ করে রেখেছিল। এই অবরোধে মানসূর ইব্ন জামহূর তার সহযোগী ছিল। অবরুদ্ধ আবদুল্লাহ্ দাহ্হাককে লিখলেন যে, আমাকে অবরোধ করে রেখে তো কোন লাভ নেই। বরং তুমি ক্ষমতাসীন খলীফা মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করো। তুমি তাকে হত্যা করতে পারলে আমি স্বেচ্ছায় তোমার অনুসরণ করব।

তারা দু'জনে একমত হয় মারওয়ানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার জন্যে। দাহ্হাক

অগ্রসর হয়ে সেই লক্ষ্যে। সে মূসেল এসে পৌঁছলে সেখানকার লোকজনের সাথে তার লিখিত চুক্তি হয়। সে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সেই দুই নগরে প্রবেশ করে। সেখানকার শাসনকর্তাকে খুন করে এবং সেখানে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। খলীফা মারওয়ানের নিকট এই সংবাদ পৌঁছে। তিনি তখন হিমস নগরী অবরোধে নিয়োজিত ছিলেন। সেখানকার অধিবাসিগণ তাঁর বশ্যতা স্বীকারে অনীহা প্রকাশ করার প্রেক্ষিতে তিনি তাদেরকে আয়ত্তে আনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ্কে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা লিখে জানালেন। এদিকে প্রায় এক লক্ষ্য বিশ হাজার সৈন্য দাহ্হাকের সমর্থনে সমবেত হয়। তারা নাসীবাইন অঞ্চল অবরোধ করে। মারওয়ান অগ্রসর হন তাকে প্রতিরোধ করার জন্যে। সেখানে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে দাহ্হাক নিহত হয়। ইতিমধ্যে রাত নেমে আসে। আপাতত উভয় পক্ষ একে অন্যের দৃষ্টির বাহিরে পড়ে যায়। দাহ্হাকের সৈন্যরা তাকে খুঁজে পায় না। তাকে নিয়ে তাদের মনে সংশয় সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে তার হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী এক লোক তার মৃত্যুর সংবাদ তাদেরকে অবহিত করে। তা নিহত হবার সংবাদে তারা চীৎকার করে কাঁদে।

দাহ্হাকের মৃত্যুর সংবাদ মারওয়ানের নিকট পৌঁছে। তিনি দাহ্হাকের লাশ সনাক্ত করার জন্যে রাতের অন্ধকারে মশাল ও তাকে চেনে এমন কতক লোক পাঠালেন। তারা মারওয়ানকে নিশ্চিত জানায় যে, দাহ্হাক নিহত হয়েছে। তার মাথায় ও মুখে প্রায় বিশটি আঘাত রয়েছে। খলীফা মারওয়ানের নির্দেশে দ্বীপে দ্বীপে ও শহরে নগরে তার কর্তিত মাথা প্রদর্শন করা হয়।

দাহ্হাক তার অন্তিম সময়ে খায়বারী নামের এক লোককে তার স্থলাভিষিক্ত করে যায়। দাহ্হাকের অবশিষ্ট সৈন্যগণ তার পাশে সমবেত হয়। ইতিপূর্বে যার জন্যে বায়আত গ্রহণ করা হয়েছিল সেই সুলায়মান ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক তাঁর পরিবার- পরিজন ও দাস-দাসীসহ খায়বারীর সাথে এসে যোগ দেয়। প্রায় চারশত সাহসী যোদ্ধা নিয়ে মারওয়ানের উপর আক্রমণ চালায় সে ভোর বেলায়। মারওয়ান তখন একটি তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। খায়বারীর আক্রমণ সামলাতে না পেরে তিনি পালিয়ে যান। বিরোধী পক্ষরা তাঁকে ধাওয়া করে তাঁর সৈন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এরা সরকারী সৈন্যের ভেতরে ঢুকে পড়ে। খায়বারী তার নিজের আসনে গিয়ে বসে।

সরকারী বাহিনীর ডান ও বাম বাহু স্থির ও অবিচল ছিল। ডান বাহুর নেতৃত্বে ছিল মারওয়ানের ছেলে আবদুল্লাহ্। আর বাম বাহুর নেতৃত্বে ইসহাক ইব্‌ন মুসলিম উকায়লী।

আবদুল্লাহ্ যখন দেখলেন যে, শত্রু সৈন্যরা খায়বারীর সাথে পালাচ্ছে। আর নিজেদের দুইটা বাহু অক্ষত অবস্থায় রয়েছে তখন তিনি খায়বারীর মৃত লাশ দেখতে আগ্রহী হলেন। তাঁর সৈন্যরা তাঁবুর খুঁটি হাতে সেদিকে অগ্রসর হয় এবং খায়বারীকে হত্যা করে। তার নিহত হবার সংবাদ মারওয়ানের নিকট পৌঁছে। তখন মারওয়ান যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে প্রায় ৫/৬ মাইল দূরে চলে গিয়েছিল। তার সাথে তার একদল সৈন্যও ছিল। দাহ্হাকের সৈনিকগণ পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। আর মারওয়ান আনন্দে শহরে ফিরে আসে।

দাহ্হাকের অনুসারীরা শায়বানকে তাদের নেতা মনোনীত করেছিল। তাকে দমনের জন্যে মারওয়ান নিজে অভিযানে বের হন। কারাদীস নামে একটি স্থানে গিয়ে পৌঁছে মারওয়ান ওদেরকে পরাজিত করেন।

এই হিজরী সনে অর্থাৎ ১২৮ হিজরী সনে মারওয়ান আল-হিমার ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হুবায়রাকে ইরাকে পাঠিয়েছিলেন প্রশাসকরূপে এবং সেখানে অবস্থানকারী খারিজিদেরকে হত্যা করার জন্যে।

এই হিজরী সনে হজ্জ পালনে নেতৃত্ব দেন পবিত্র মক্কা, মদীনা ও তায়েফের প্রশাসক আবদুল আযীয ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয। এই হিজরী সনে ইরাকের প্রশাসক পদে ছিল ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হুবায়রা। খুরাসানের প্রশাসক পদে ছিল নাসর ইব্‌ন সাইয়ার।

এই হিজরী সনে যাঁরা ইনতিকাল করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বাকর ইব্‌ন সাওয়াদাহ্। জাবির আল-জু'ফী, জাহম ইব্‌ন সাফওয়ান, প্রভাবশালী কর্মকর্তা হারিছ ইব্‌ন ছুরাইজ, আসিম ইব্‌ন আবদালাহ্, আবূ হুসাইন উছমান ইব্‌ন 'আসিম, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব, আবূ তাইয়াহ্ ইয়াযীদ ইব্‌ন হামীদ, আবূ হামযা না'নাবাঈ, আবূ যুবায়র মক্কী, আবূ ইমরান জূনী, আবূ কুবায়ল মাগাফিরী। আত্-তাকমীল গ্রন্থে আমরা তাঁদের জীবনী উল্লেখ করেছি।

১২৯ হিজরী সন

খারিজী সংগঠক খায়বারী নিহত হবার পর এই হিজরী সনে শায়বান ইব্‌ন আবদুল আযীয ইব্‌ন হালীম ইয়াশকারীর নেতৃত্বে খারিজীরা ঐক্যবদ্ধ হয়। সুলায়মান ইব্‌ন হিশাম তাদেরকে মূসেলে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ ও বসবাসের পরামর্শ দেন। তারা সেখানে গমন করে এবং বসবাস করতে থাকে। খলীফা মারওয়ান তাদেরকে ধাওয়া করে এবং সেখানে তাদের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। তারা নগরীর চারিদিকে সশস্ত্র পাহারা বসায় এবং মারওয়ানের সৈন্যদের সম্মুখে পরিখা খনন করে। মারওয়ান নিজেও তাঁর সৈন্যদের আত্মরক্ষায় পরিখা খনন করে। দীর্ঘ এক বছর ওই অবরোধ অব্যাহত রাখে। এই সময়ে সকাল-সন্ধ্যা আক্রমণ প্রতি আক্রমণ চলছিল। এক পর্যায়ে সুলায়মান ইব্‌ন হিশামের এক ভাতিজাকে আটক করতে সক্ষম হয় মারওয়ান। আটককৃত ব্যক্তির নাম ছিল উমাইয়া ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন হিশাম। মারওয়ানের এক সৈন্য তাকে আটক করে। মারওয়ানের নির্দেশে তার হাত দু'টো কেটে ফেলা হয় এবং তাকে হত্যা করা হয়। তার চাচা সুলায়মান ও তার সৈন্যগণ এই হত্যাকণ্ড দেখছিল।

মারওয়ান তার অধীনস্থ ইরাকী শাসনকর্তা ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হুবায়রাকে সেখানে অবস্থিত খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়। ফলে সরকারী বাহিনী ও খারিজীদের মধ্যে দফায় দফায় যুদ্ধ ও সংঘর্ষ বাধে। এসব যুদ্ধে ইব্‌ন হুবায়রা জয়ী হয়। সে খারিজীদের সকল আস্তানা ধ্বংস করে দেয়। তাদের বাগ-বাগিচা, ক্ষেত-খামার বিনষ্ট করে দেয়। এই পর্যায়ে ইরাকে খারিজীদের কোন অস্তিত্বই রইল না। সে খারিজীদের দখল হতে কূফা নগরী মুক্ত করে। সেখানে শাসনকর্তা ছিল মুছান্না ইব্‌ন ইমরান আইযি। এই ঘটনা ঘটে এই বছরের রমাদান মাসে। খারিজী দমন অভিযান শেষ হবার পর খলীফা মারওয়ান শাসনকর্তা ইব্‌ন হুবায়রাকে নির্দেশ দেয়, আম্মার ইব্‌ন সাব্বারাকে যেন তার সাহায্যার্থে প্রেরণ করা হয়। ইব্‌ন হুবায়রা সাহসী যোদ্ধা ইব্‌ন সাব্বারাকে পাঠাল মারওয়ানের সাহায্যার্থে। তার সাথে ছিল সাত হতে আট হাজার সৈন্য। খারিজিগণ ইব্‌ন সাব্বারাকে বাধা দেবার জন্যে চার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করল। তারা ইব্‌ন সাব্বারা-এর গতিরোধ করে। সেখানে যুদ্ধ হয়। ইব্‌ন সাব্বারা তার প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে। তাদের সেনাপ্রধান জূন ইব্‌ন কিলাব শায়বানী খারিজিকে সে হত্যা করে।

এরপর ইব্‌ন সাব্বারা মূসেলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ছত্রভঙ্গ এবং অবশিষ্ট খারিজী লোকগুলোও মূসেলের দিকে রওয়ানা করে। কিন্তু সুলায়মান ইব্‌ন হিশাম তাদেরকে মূসেল ছেড়ে চলে যাবার পরামর্শ দেয়। কারণ, সেখানে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাদের সম্মুখে ছিল মারওয়ান নিজে। আর পেছনে ছিল ইব্‌ন সাব্বারা। ইতিমধ্যে তাদের রসদপত্র সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। বাহিরের লোকদের নিকট হতে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। খাওয়ার মত কিছু তাদের নিকট ছিল না।

তারপর তারা হালওয়ানের পথে আহওয়াযের উদ্দেশ্যে মূসেল ত্যাগ করে। থেমে থাকেনি মারওয়ান। সংবাদ পেয়ে সে ওদেরকে তাড়া করার জন্যে তিন হাজার সৈন্যসহ ইব্‌ন সাব্বারাকে তাদের পেছনে পাঠায়। ইব্‌ন সাব্বারা ওদের পেছনে তাড়া করে। যাকে যেখানে পেয়েছে হত্যা করে। সে ওদের পেছনে লেগেই ছিল। আক্রমণে আক্রমণে সে তাদেরকে পুরোপুরি ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ওদের সেনাপতি শায়বান ইব্‌ন আবদুল আযীয ইয়াশকারী পরবর্তী বছর আহওয়াযে নিহত হয়। খালিদ ইব্‌ন মাসঊদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন খালিদ আযদী তাকে হত্যা করে।

সুলায়মান ইব্‌ন হিশাম তার পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে নৌকায় আরোহণ করে এবং সিন্ধুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। মারওয়ান ফিরে আসে মূসেল হতে এবং আপন বাসস্থান হাররানে অবস্থান করতে থাকে। খারিজীদেরকে বিতাড়িত করতে পেরে তিনি আনন্দিত ও তৃপ্ত হয়েছিলেন বটে। কিন্তু ভাগ্য তাকে অধিকতর শক্তিশালী ও জনপ্রিয় এক প্রতিপক্ষের মুখোমুখি করে দেয়। সে খারিজিদের চেয়ে ভয়ংকর ও শক্তিশালী। সে হল আব্বাসী খিলাফতের প্রতি আহ্বানকারী আবূ মুসলিম খুরাসানী।

আবূ মুসলিম খুরাসানীর আত্মপ্রকাশ

এই হিজরী সনে অর্থাৎ ১২৯ হিজরী সনে আব্বাসী ইমাম ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ চিঠির মাধ্যমে আবূ মুসলিম খুরাসানীকে খুরাসান হতে নিজের নিকট আসার আহ্বান জানালেন। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিয়ে আবূ মুসলিম খুরাসানী ইমাম ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাত করার জন্যে রওনা করলেন। যে পথেই তারা যাচ্ছিলেন সেখানকার লোকজন তাঁদেরকে তাঁদের গন্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিল, জবাবে আবূ মুসলিম খুরাসানী হজ্জে যাবার কথা প্রকাশ করছিলেন। কেউ কেউ তাঁদের সাথী হবার আগ্রহ দেখিয়েছিল। আবূ মুসলিম তাদেরকে সাথে নিয়েছিলেন। কিছুদূর অতিক্রম করার পর ইমামের পক্ষ হতে দ্বিতীয় চিঠি এসে পৌছল আবূ মুসলিমের নিকট। তাতে লেখা ছিল "আমি সাহায্যের পতাকা পাঠালাম আপনার নিকট। সেটি নিয়ে খুরাসান ফিরে যাবেন এবং আব্বাসী খিলাফতের পক্ষে প্রকাশ্যে দাওয়াত প্রদান করবেন। আবূ মুসলিম খুরাসানী পত্র পেয়ে কাহতাবা ইব্‌ন শাবীবকে সাথে থাকা হাদিয়া-তুহ্‌ফা ও মালপত্র সহকার ইমাম ইবরাহীমের নিকট পাঠিয়ে হজ্জের মওসুমে ইমামের সাথে সাক্ষাতের নির্দেশ দিলেন। খুরাসানী নিজে চিঠি নিয়ে খুরাসানের দিকে ফেরত যাত্রা করলেন।

রমাদান মাসের প্রথম দিনে তিনি খুরাসানে প্রবেশ করলেন। চিঠিটি সুলায়মান ইব্‌ন কাছীরের সম্মুখে তুলে ধরলেন। তাতে লেখা ছিল, প্রকাশ্যে দাওয়াত দিন, অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

স্থানীয় ভক্তবৃন্দ আবূ মুসলিম খুরাসানীকে আব্বাসী শাসনের আহবায়ক মনোনীত করে। আবূ মুসলিম তাঁর অধীনস্থ আহবানকারীদেরকে খুরাসানের বিভিন্ন শহরে-উপশহরে প্রেরণ করেন। তখন খুরাসানের শাসনকর্তা ছিল নাসর ইব্‌ন সাইয়ার। শাসনকর্তা নাসর এই সময়ে কিরমানী এবং শায়বান ইব্‌ন সালামা হারূরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। খারিজিরা শায়বান ইব্‌ন সালমা হারূরীকে খলীফা বানাবে এমন সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে আবূ মুসলিম খুরাসানীর কর্মতৎপরতা শুরু হয়। চারিদিক হতে লোকজন তার নিকট সমবেত হতে থাকে। কথিত আছে যে, একদিনে ৬০ গ্রামের জনসাধারণ তাঁর সাথে সাক্ষাত করে এবং সমর্থন জ্ঞাপন করে। তিনি সেখানে ৪২ দিন অবস্থান করেন। তাঁর হাতে বহু জনপদ বিজিত হয়।

এই হিজরী সনের রমাদান মাসের পাঁচদিন অবশিষ্ট থাকতে এক বৃহস্পতিবার রাতে ইমামের প্রেরিত একটি পতাকা ১৪ গজ লম্বা একটি তীরের মাথায় বেঁধে আবূ মুসলিম সেটির নাম দিলেন আল-যিল্ল বা ছায়া। ইমামের প্রেরিত অন্য একটি পতাকা ১৩ গজ লম্বা একটি তীরের মাথায় বেঁধে তিনি সেটির নাম দিলেন আল-সাহাব বা মেঘমালা। দুইটা পতাকাই ছিল কাল বর্ণের। পতাকা বাঁধার সময় আবূ মুসলিম খুরাসানী এই আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন–

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ

"যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম।" (সূরা হাজ্জ ঃ ৩৯)।

আবূ মুসলিম, সুলায়মান ইব্‌ন কাছীর এবং যারা এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছে এই দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তারা সকলে কালো পোশাক পরিধান করল এবং কালো পোশাক তাদের দলীয় প্রতীকরূপে বিবেচিত হল। ওই রাতে তারা ব্যাপক ও বিরাট আয়োজনে আগুন প্রজ্বলিত করল। এর মাধ্যমে এ এলাকার লোকজনকে তারা নিজেদের প্রতি আহ্বান জানাল। আগুন জ্বালানো তাদের জনগণকে ডাকার একটি স্বীকৃত ও সর্বজ্ঞাত মাধ্যম।

পতাকা দুইটার নামকরণের ক্ষেত্রে একটির মেঘমালা নাম দেওয়া হয়েছিল এজন্যে যে, মেঘ যেমন বিশ্ব জোড়া ওদের দাওয়াত এবং আহ্বানও তেমন বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হবে। অন্য পতাকাটি ছায়া নামে আখ্যায়িত এজন্যে যে, পৃথিবী যেমন কখনো ছায়া শূন্য হয় না, আব্বাসী গোত্রের শাসনও কখনো নিশ্চিহ্ন হবে না। বরং যুগে যুগে কোন না কোন অঞ্চলে কেউ না কেউ আব্বাসী শাসনের অধিকারী হবেই। আব্বাসী শাসনের প্রতি আবূ মুসলিম খুরাসানীর ডাকে বহু লোক সাড়া দেয়। তারা দলে দলে তার নিকট সমবেত হয়, এতে তার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ব্যাপকভাবে।

ঈদুল ফিতর দিবসে আবূ মুসলিম খুরাসানী ঈদের নামায পড়ানোর জন্যে বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন কাছীরকে। তিনি সুলায়মানের জন্যে একটি মিম্বর তৈরি করে দেন। নামাযে সুন্নাতের অনুসরণ এবং উমাইয়াদের বিরোধিতা করার পরামর্শ দেন। তারপর "নামায অনুষ্ঠিত হবে" বলে জামাআতের ঘোষণা দেওয়া হল। আযানও দেওয়া হল না ইকামতও নয়। খুতবার পূর্বে নামায আদায় করা হল। তারপর খুতবা। প্রথম রাকআতে কিরাআতের পূর্বে ছয়বার তাকবীর দেওয়া হল। চারবার নয়। দ্বিতীয় রাকআতে তিনবারের পরিবর্তে পাঁচবার তাকবীর বলা হল। এই

সবগুলো উমাইয়াদের নিয়মের বিপরীত। খুতবার সূচনা করা হল আল্লাহ্র যিক্র ও তাকবীরের মাধ্যমে। শেষ করা হল কিরাআতের মাধ্যমে। লোকজন নামায শেষ করে মাঠ ত্যাগ করল। আবূ মুসলিম খুরাসানী মুসল্লীদের জন্যে ভোজের আয়োজন করেছিল। সবার জন্যে খাবার পরিবেশন করা হল।

আবূ মুসলিম খুরাসানী একটি পত্র লিখেছিল। খুরাসানের তৎকালীন শাসনকর্তা নাসর ইব্ন সাইয়ারের নিকট। শুরুতে প্রেরক হিসেবে নিজের নাম লেখার পর সে লিখল, নাছর ইব্ন সাইয়ারের প্রতি। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, পর সমাচার, মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র গ্রন্থে একদল লোককে লজ্জা দিয়ে বলেছেন ঃ

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلاَّ نُفُوْرًا - اسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلاَ يَحِيْقُ الْمَكْرُوا السَّيِّئُ اِلاَّ بِاَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلاً *

“এরা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র শপথ করে বলত যে, এদের নিকট কোন সতর্ককারী এলে এরা অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎপথের অধিকতর অনুসারী হবে। কিন্তু এদের নিকট যখন সতর্ককারী এল তখন তা কেবল এদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করল, পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট-ষড়যন্ত্রের কারণে। কূট-ষড়যন্ত্র তার উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে। তবে কি এরা প্রতীক্ষা করছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের ? কিন্তু, আপনি আল্লাহ্র বিধানের কখনো কোন পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহ্র বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখবেন না। (সূরা ফাতির ঃ ৪২-৪৩)।’ পত্রে নাসরের নামের পূর্বে খুরাসানী তার নিজের নাম লেখাকে শাসনকর্তা নাসর মানহানি মনে করল এবং বিষয়টি তাকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলল। সে বলল, এই চিঠির উপযুক্ত জবাব দেওয়া দরকার।

ইব্ন জারীর বলেছেন যে, তারপর আবূ মুসলিমের বিরুদ্ধে করার জন্যে শাসনকর্তা নাসর ইব্ন সাইয়ার অশ্বারোহী যোদ্ধাদের এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করে। এটি হল আবূ মুসলিম খুরাসানীর আত্মপ্রকাশের আঠার মাস পরের ঘটনা। সরকারী বাহিনীর মুকাবিলার জন্যে মালিক ইব্ন হায়ছাম খুযাঈর নেতৃত্বে আবূ মুসলিম একটি প্রতিরোধ বাহিনী প্রেরণ করলেন। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হল। মালিক ইব্ন হায়ছাম সরকারী বাহিনীকে আহ্বান জানালেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশধর আব্বাসীদের পক্ষ সমর্থন করার জন্যে। ওরা তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে উভয় শিবিরে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হয়। দিনের শুরু হতে আসরের সময় পর্যন্ত তারা প্রস্তুতি নিয়ে সারিবদ্ধ হয়। ইতিমধ্যে মালিক ইব্ন হায়ছামের নিকট অতিরিক্ত সাহায্য বাহিনী এসে পৌঁছে। ফলে মালিক যুদ্ধে জয়লাভ করেন। পরাজিত হয় নাসর বাহিনী। উমাইয়া ও আব্বাসীদের মধ্যে এটি সর্বপ্রথম যুদ্ধ।

এই হিজরী সনে খাযিম ইব্ন খুযায়মা “মারভ আর রাওয” জয় করেন এবং নাসর কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা বাশার ইব্ন জা‘ফর আল সা‘দীকে হত্যা করে। বিজয়ের সংবাদ সে আবূ

মুসলিমের নিকট পৌঁছায়। আবূ মুসলিম তখন এক টগবগে কর্মতৎপর যুবক। ইমাম ইবরাহীম তাঁকে তাঁর সাহস, দৃঢ়তা, মেধা ও বুদ্ধিমত্তার প্রেক্ষিতে আব্বাসীদের পক্ষে আহ্বানকারী নিযুক্ত করেন। সে মূলত কূফার কালো আদমী ছিল। ইদরীস ইব্‌ন মা'কাল আজালীর ক্রীতদাস ছিল সে। জনৈক আব্বাসী সমর্থক তাকে চারশত দিরহামে ক্রয় করে। এরপর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী তাকে হস্তগত করে। এরপর সে আব্বাস বংশীয়দের তত্ত্বাবধানে আসে। ইমাম ইবরাহীম তাকে আবূ নাজম ইসমাঈল ইব্‌ন ইমরানের কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেয়। ইমাম ইবরাহীম নিজে ওর পক্ষে দেনমোহর পরিশোধ করেন। তিনি খুরাসান ও ইরাকে আব্বাসী দাওয়াত দানকারীদের লিখিত নির্দেশ দেন তারা যেন আবূ মুসলিমের নেতৃত্বের প্রতি অনুগত হয়ে তাঁর নির্দেশ মুতাবিক কাজ করে। অবশ্য আবূ মুসলিম অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিল বলে এর পূর্ববর্তী বছরে তারা তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল– এই হিজরী সনে ইমাম ইবরাহীম নিজের অত্যন্ত মজবুতভাবে ওদেরকে নির্দেশ দেন। আবূ মুসলিমকে নেতারূপে মেনে নেওয়ার জন্যে। তিনি এও জানিয়ে দেন যে, তাতে তাদের এবং আবূ মুসলিমের কল্যাণ হবে। وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا – "আল্লাহ্‌র বিধান সুনির্ধারিত" (সূরা আহযাব ঃ ৩৮)।

খুরাসানে আবূ মুসলিম খুরাসানীর দাওয়াতের বিষয়টি পরিচিত ও প্রকাশিত হবার পর বহু আরব লোক তাঁর সমর্থনে যুদ্ধ করার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়। কিরমানী এবং শায়বান তারা দুইজনে ও খুরাসানীর বিষয়টিকে মন্দ মনে করেনি। কারণ, দুইজনেই সরকারী শাসনকর্তা নাসরের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল। উপরন্তু, আবূ মুসলিম তো মারওয়ান আল-হিমারকে খলীফার পদ হতে অপসারণের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন।

শাসনকর্তা নাসর শায়বানকে প্রস্তাব দিয়েছিল আবূ মুসলিমের বিরুদ্ধে তার সাথে থাকার জন্যে অথবা অন্তত আবূ মুসলিমের সাথে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতি মেনে নিতে। আবূ মুসলিম পরাজিত ও নিহত হলে তারা দুইজনে না হয় পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে। শায়বান রাযী হয়েছিল নাসরের এই প্রস্তাবে। তাদের সমঝোতা ও আপোষ রফার সংবাদ পৌঁছে যায় আবূ মুসলিমের নিকট। বিষয়টি তিনি জানিয়ে দেন কিরমানীকে। কিরমানী ওই আপোষ প্রস্তাবে রাযী হবার জন্যে শায়বানকে গালমন্দ করে এবং ওই আপোষ কার্যকর করা হতে তাকে ফিরিয়ে রাখেন।

আবূ মুসলিম খুরাসানী নাসর ইব্‌ন নাঈমকে প্রেরণ করেন হিরাত অঞ্চলে। সেখানকার শাসনকর্তা ঈসা ইব্‌ন আকীলকে পরাজিত করে নাসর ইব্‌ন নাঈম হিরাত দখল করেন। এই বিজয় সংবাদ জানানো হয় আবূ মুসলিমের নিকট। পরাজিত শাসক ঈসা ইব্‌ন 'আকীল পালিয়ে আসে নাসরের নিকট। এদিকে কিরমানীর অসম্মতি সত্ত্বেও শায়বান এক বছরের জন্যে নাসরের সাথে যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা দেয়। ফলে কিরমানী আবূ মুসলিমকে এই মর্মে সংবাদ দিল যে, নাসরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমি আপনার সাথে থাকব। সৌজন্য সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আবূ মুসলিম কিরমানীর নিকট গেলেন। তাঁরা দুইজনে নাসরের বিরোধিতা ও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে একমত হলেন।

আবূ মুসলিম একটি সুবিস্তৃত ও বিশাল প্রান্তরে তাঁর আস্তানা ও শিবির স্থাপন করলেন।

ইতিমধ্যে তাঁর সৈন্য সংখ্যা বহু বৃদ্ধি পেল। তিনি একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারের ন্যায় প্রতিরক্ষা, পুলিশ, পররাষ্ট্র ও স্থানীয় প্রশাসনসহ বিভিন্ন বিষয়ে দায়িত্বশীল নিয়োগ করলেন। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব কাসিম ইব্‌ন মুজাশি'কে বিচারক পদে নিযুক্ত করলেন। কাসিম আবূ মুসলিমসহ অন্যান্যদেরকে নিয়ে জামাআত কায়েম ও ইমামতি করতেন। মাঝে মাঝে তিনি ওয়ায-নসীহত করতেন। তাতে আব্বাসীদের প্রশংসা ও সুনাম এবং উমাইয়াদের সমালোচনা ও দুর্নাম করতেন।

এরপর আবূ মুসলিম বালীন নামে এক গ্রামে এসে শিবির স্থাপন করলেন। জায়গাটি কিছুটা নিম্নাঞ্চল ছিল বটে। নাসর ইব্‌ন সাইয়ার তাঁদের পানি প্রবাহ বন্ধ করে দেয় কিনা এই সন্দেহ ছিল। তাঁরা এখানে আসেন এই হিজরী সনের যুল্‌হাজ্জা মাসের ছয় তারিখে। কাযী কাসিম ইব্‌ন মুজাশি' যথা সময়ে দশই যুল্‌হাজ্জা ঈদুল আযহার নামায পড়ালেন। নাসর ইব্‌ন সাইয়ার বিশাল সেনা বহর নিয়ে আবূ মুসলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে অগ্রসর হল। সে সংশ্লিষ্ট শহরগুলোতে তার প্রতিনধিকে দায়িত্ব দিয়ে নিজে যুদ্ধে এসেছিল। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হল। পরবর্তী হিজরী সনে তা আলোচিত হবে।

ইব্‌নুল কিরমানীর হত্যাকাণ্ড

নাসর ইব্‌ন সাইয়ার এবং ইব্‌নুল কিরমানীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ইব্‌নুল কিরমানী হল জাদী' ইব্‌ন আলী কিরমানী। যুদ্ধে উভয় পক্ষে বহু লোক হতাহত হয়। আবূ মুসলিম খুরাসানী উভয় দলের নিকট লিখিত প্রস্তাব পাঠান তারা নিজের দলে শামিল হবার জন্যে। তিনি নাসরকে লিখেছেন ইব্‌নুল কিরমানীকেও লিখেছেন। তিনি এও লিখেছেন যে, ইমাম ইব্‌রাহীম আমাকে লিখেছেন তোমাদের কল্যাণ সাধনের জন্যে। আমি তোমাদের ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘন করতে পারব না। তিনি অন্যান্য রাজ্যেও চিঠি লিখেছেন আব্বাসীদের সমর্থনে এগিয়ে আসার জন্যে। ফলে বহু লোক তাঁর ডাকে সাড়া দেয় এবং তাঁর নিকট সমবেত হয়।

এবার আবূ মুসলিম এগিয়ে গেলেন। নাসরের নিরাপত্তা পরিখা এবং ইব্‌নুল কিরমানীর নিরাপত্তা পরিখার মাঝখানে অবস্থান নিলেন। ফলে উভয় পক্ষ তাঁর উপস্থিতিতে ভয় পেয়ে গেল।

নাসর ইব্‌ন সাইয়ার ঘটনার বিবরণ দিয়ে মারওয়ানের নিকট লিখল যে, আবূ মুসলিম রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছে প্রচুর অনুসারী ও ভক্ত সহকারে। সে ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদের প্রতি বায়আত করার জন্যে জনসাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছে। চিঠিতে সে এও লিখেছে যে ঃ

أَرٰى بَيْنَ الرَّمَادِ وَمِيْضَ جَمْرٍ + وَأَحْرٰى أَنْ يَكُوْنَ لَهُ ضَرَامٌ

"আমি ছাইয়ের মধ্যে জ্বলন্ত কয়লার ঝলকানি দেখতে পাচ্ছি। এটি নিশ্চিত যে, এক সময় একটি অগ্নি শিখায় পরিণত হয়ে জ্বলে উঠবে।"

فَإِنَّ النَّارُ بِالْعِيْدَانِ تَذْكِيْ + وَإِنَّ الْحَرْبَ مَبْدَؤُهَا الْكَلَامُ

"কারণ কাঠের সংস্পর্শ পেলে আগুন জ্বলে উঠবেই। আর যুদ্ধের প্রাথমিক কাজ তো আলাপ-আলোচনাই বটে।"

فَقُلْتُ مِنَ التَّعَجُّبِ لَيْتَ شِعْرِيْ + أَيْقَاظٌ أُمَيَّةُ أَمْ نِيَامٌ

"বিস্ময়ের সাথে আমি বলছি যে, হায় আমি যদি জানতে পারতাম উমাইয়গণ এখন কি সজাগ আছে না তারা ঘুমিয়ে আছে ?"

জবাবে মারওয়ান লিখে যে, উপস্থিত ব্যক্তি যা দেখতে পায় অনুপস্থিত ব্যক্তি তা দেখতে পায় না। নাসর বলে, আপনার সহযোগী আমি নাসর বলছি যে, এখন আমার কোন সাহায্যকারী নেই।

কেউ কেউ নাসরের কবিতা নিম্নরূপ বলে বর্ণনা করেছেন ঃ

اَرٰى خَلَلَ الرَّمَادِ وَمِيْضَ نَارٍ + فَيُوْشِكُ اَنْ يَكُوْنَ لَهَا ضَرَامُ

"আমি তো ছাইয়ের স্তূপের মধ্যে আগুনের ঝলক দেখছি। অবিলম্বে সেটি লেলিহান শিখা হয়ে জ্বলে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে।"

فَاِنَّ النَّارَ بِالْعِيْدَانِ تَذْكِىْ + وَاِنَّ الْحَرْبَ اَوَّلُهَا كَلَامٌ

"কারণ, কাঠে সংস্পর্শে আগুন জ্বলে উঠে। আর যুদ্ধের প্রাথমিক স্তর তো কথা-বার্তা ও আলাপ-আলোচনা।"

فَاِنْ لَمْ يُطْفِهَا عُقَلَاءُ قَوْمٍ + يَكُوْنُ وَقُوْدُهَا جِثَثٌ وَّهَامٌ

"জাতির বিবেকবান ও সচেতন লোকেরা যদি এই আগুন নিভিয়ে না দেয়, তাহলে মানব দেহ ও মানব-মস্তক হবে তার জ্বালানী ও ইন্ধন।"

اَقُوْلُ مِنَ التَّعَجُّبِ لَيْتَ شَعْرِىْ + اَيْقَاظٌ اُمَيَّةُ اَمْ نِيَامٌ

"আমি বিস্মিত হয়ে বলছি যে, হায় আমি যদি জানতে পারতাম উমাইয়াগণ এখনও ঘুমিয়ে আছে না কি তারা জাগ্রত হয়েছে।"

فَاِنْ كَانُوْا لِحِيْنِهِمْ نِيَامًا + فَقُلْ قُوْمُوْا فَقَدْ حَانَ الْقِيَامُ

"ওরা যদি এই সংকটময় মুহূর্তেও ঘুমিয়ে থাকে তবে তাদেরকে বলুন যে, তোমরা সকলে ঘুম ভেঙ্গে উঠ, দাঁড়াও, প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হবার সময় এসে পড়েছে।"

ইব্ন খাল্লিকান বলেছেন, এটি তো সেই কবিতার ন্যায় মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুসাইন এবং ইব্রাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুসাইন সাফ্ফার ভাই মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পর জনৈক কূফাবাসী আলী বংশীয় ব্যক্তি যা আবৃত্তি করেছিল। সে বলেছিল ঃ

اَرٰى نَارًا تَشُبُّ عَلٰى بُقَاعٍ + لَهَا فِى كُلِّ نَاحِيَةٍ شُعَاعُ

"আমি তো দেখছি ভূমিতে আগুন প্রজ্বলিত হচ্ছে। সেটি চারিদিকে শিখা ছড়িয়ে জ্বলছে।"

وَقَدْ رَقَدَتْ بَنُوا الْعَبَّاسِ عَنْهَا + وَبَاتَتْ وَهِىَ آمِنَةٌ رُتَاعُ

"আব্বাসীগণ ওই আগুন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে শুয়ে রয়েছে. তারা তৃপ্ত-পরিতৃপ্ত ও প্রশান্ত মনে ঘুমিয়ে আছে।"

اَكَمَا رَقَدَتْ بَنُوا اُمَيَّةَ ثُمَّ هَبَتْ + تُدَافِعُ حِيْنَ لاَ يُغْنِى الدِّفَاعُ

"আব্বাসী নেতৃবর্গ এখন ঘুমিয়ে আছে যেমন ঘুমিয়েছিল ইতিপূর্বে উমাইয়াগণ। এরপর তারা জেগে উঠে প্রতিরোধ করতে চেয়েছে কিন্তু তখন ওই প্রতিরোধ কোন কাজে আসেনি।"

নাসর ইব্ন সাইয়ার এই সংকটে ইরাকের প্রশাসক ইয়াযীদ ইব্ন উমর ইব্ন হুবায়রার নিকট সাহায্য চেয়ে পত্র লিখেছিল। নাসর লিখেছিল যে ঃ

اَبْلِغْ يَزِيْدَ وَخَيْرُ الْقَوْلِ اَصْدُقَهُ + وَقَدْ تَحَقَّقْتُ اَنْ لاَ خَيْرَ فِى الْكَذِبِ

"ইয়াযীদকে জানিয়ে দাও, বস্তুত সত্য কথা হল সর্বোত্তম কথা। আর আমি বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে, মিথ্যাচারে কোন কল্যাণ নেই।"

بِاَنَّ اَرْضَ خُرَاسَانَ رَأَيْتُ بِهَا + بَيْضًا اِذَا اَفْرَخَتْ حُدِثَّتْ بِالْعَجَبِ

"তাকে জানিয়ে দাও যে, খুরাসানে আমি একটি ডিম দেখেছি। ওই ডিম ফুটে যদি বাচ্চা বের হয় তবে বিস্ময়কর ও প্রলয়ংকরী কাণ্ড ঘটিয়ে দিবে।"

فَرَاخُ عَامَيْنِ اِلاَّ اَنَّهَا كَبُرَتْ + وَلَمْ يَطِرْنَ وَقَدْ سَرْبَلْنَ بِالزَّغَبِ

"সেটি এখন দুই বছর বয়সের বাচ্চা, কিন্তু অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। এখনো উড়তে শুরু করেনি। সেটির গায়ে এখন ছোট ছোট পালক গজিয়েছে।"

فَاِنْ يَطِرْنَ وَلَمْ يُحْتَلْ لَهُنَّ بِهَا + يَلْهَبْنَ نِيْرَانَ حَرْبٍ اَيَّمَا لَهَبِ

"ওগুলো যদি উড়তে শুরু করে এবং ওগুলোকে বাধা দেওয়ার কোন ব্যস্থা গ্রহণ না করা হয় তাহলে সেগুলো যুদ্ধের দাউদাউ লেলিহান শিখা চারিদিকে ছড়িয়ে দিবে।"

এই প্রেক্ষাপটে নাসরের পাঠানো চিঠিটি ইব্ন হুবায়রা খলীফা মারওয়ানের নিকট পাঠিয়ে দেয়। এই চিঠি যখন মারওয়ানের নিকট পৌঁছে তখন মারওয়ানের লোকেরা অন্য একটি চিঠিসহ একজন পত্র বাহককে আটক করে। তার নিকট ইমাম ইবরাহীমের পক্ষ হতে আবূ মুসলিম খুরাসানীকে লেখা একটি পত্র ছিল। ওই পত্রে ইমাম ইবরাহীম আবূ মুসলিমের গৃহীত পদক্ষেপের জন্যে তাকে মন্দ বলেছেন এবং নাসর ইব্ন সাইয়ার ও ইব্নুল কিরমানী দুইজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর নির্দেশ দেন। উপরন্তু এই নির্দেশও দেন যে, ভাল আরবী জানা কোন লোককে যেন সেখানে জীবিত ছেড়ে দেওয়া না হয়।

এই পত্র হস্তান্তর হবার পর হার্রানে অবস্থানকারী খলীফা মারওয়ান দামেস্কের শাসনকর্তা ওয়ালীদ ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন আবদুল মালিককে লিখিত নির্দেশ দেয়, সে যেন হামীমা গমন করে। ইমাম ইবরাহীম তখন হামীমাতে অবস্থান করছিলেন। মারওয়ান নির্দেশ দিল যে, ওয়ালীদ যেন হামীমা গিয়ে ইবরাহীমকে গ্রেফতার করে এবং তাকে মারওয়ানের নিকট পাঠিয়ে দেয়। ওয়ালীদ তার অধীনস্থ বালকানের প্রশাসককে প্রেরণ করে গন্তব্যস্থলে। সে হামীমা নগরীর মসজিদে যায়। ইবরাহীমকে সে ওখানে উপবিষ্ট দেখতে পায়। সে তাঁকে গ্রেফতার করে এবং দামেস্কে পাঠিয়ে দেয়। দামেস্কের প্রশাসক ওয়ালীদ ইব্ন মুআবিয়া তাঁকে তৎক্ষণাৎ খলীফা মারওয়ানের নিকট

পাঠিয়ে দেয়। মারওয়ানের নির্দেশ তাঁকে বন্দী করে রাখা হয় এবং এক পর্যায়ে বন্দী অবস্থায় ইমাম ইবরাহীমকে হত্যা করা হয়।

নাসর এবং ইব্‌নুল কিরমানীর মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। আবূ মুসলিম খুরাসানী উভয় দলের মাঝে অবস্থান নিলেন। ইব্‌নুল কিরমানী আবূ মুসলিমকে লিখে জানাল যে, আমি আপনার পক্ষে আছি। বস্তুতঃ ইব্‌নুল কিরমানী আবূ মুসলিমের পক্ষ অবলম্বন করল। সংবাদ পেয়ে নাসর লিখল ইব্‌নুল কিরমানীকে যে, ধিক, তোমার জন্যে প্রতারিত হয়ো না। আবূ মুসলিমের উদ্দেশ্য তো তোমাকে এবং তোমার সাথীদেরকে হত্যা করা। তুমি অবিলম্বে আমার নিকট চলে আস, আমি আর তুমি পরস্পর আপোষ মীমাংসা করে নিই।

ইব্‌নুল কিরমানী তার শিবিরে প্রবেশ করল। তারপর একশত আরোহীসহ উন্মুক্ত প্রান্তরে বেরিয়ে এল। সে নাসরকে লিখল যে, আমি আমরা দুইজনে আপোষ মীমাংসা করি এবং সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন করি। ইব্‌নুল কিরমানীর সরলতার সুযোগ কাজে লাগাল নাসর ইব্‌ন সাইয়ার। সে বিশ্বাসঘাতকতা করল। বিশাল সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইব্‌নুল কিরমানীর মুষ্টিমেয় অশ্বারোহীর উপর। তারা ইব্‌নুল কিরমানীও তার অনুসারী বহুলোককে হত্যা করল। ইব্‌নুল কিরমানী যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হয়। নাসরের এক সৈন্য ইব্‌নুল কিরমানীর কোমরে আঘাত করে। সে অশ্ব থেকে মাটিতে পড়ে যায়। নাসর তাকে শূলবিদ্ধ করার নির্দেশ দেয়। তাকে এবং তার সাথী অনেক লোককে শূলিতে চড়ানো হয়।

ইব্‌নুল কিরমানীর ছেলে তার পিতার কতক অনুসারী নিয়ে আবূ মুসলিম খুরাসানীর সাথে মিলিত হয়। ফলে তারা সকলে মিলে নাসর ইব্‌ন সাইয়ারের বিরুদ্ধে এক জোট হয়।

ইব্‌ন জারীর বলেছেন, এই হিজরী সনে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর পারস্য ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো দখল করে নেয়, একই সাথে সে হালওয়ান, কূমিস, ইস্পাহান ও রায় প্রদেশগুলোও জয় করে। অবশ্য এগুলো জয় করতে তার অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। এরপর আমির ইব্‌ন দাব্বারা ইস্তাখার নগরীতে আবদুল্লাহ্‌র মুখোমুখি হয়। ইব্‌ন দাব্বারা যুদ্ধে তাকে পরাজিত করে এবং তার চল্লিশ হাজার সৈন্য বন্দী করে। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-ও ছিলেন। ইব্‌ন মুআবিয়ার পক্ষ অবলম্বন করাতে ইব্‌ন দাব্বারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীকে কটু কথা বলেন। তিনি বলেন যে, কেন আপনি ইব্‌ন মুআবিয়ার সাথে এলেন অথচ আপনি জানেন যে, এই ইব্‌ন মুআবিয়া কেন্দ্রীয় খলীফা মারওয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে? জবাবে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী বললেন যে, আমি তার নিকট সন্ধিবদ্ধ। ওই দায়ের বাধ্য-বাধকতায় আমাকে তার সাথে আসতে হয়েছে। ইতিমধ্যে হারব ইব্‌ন কুতন দাঁড়িয়ে বলল, ইব্‌ন আলীকে আমাদের হাতে দিয়ে দিন, তিনি আমাদের ভাগ্নে সম্পর্কিত আত্মীয়। ফলে ইব্‌ন আলীকে তাদের হাতে সমর্পণ করা হল। ইব্‌ন দাব্বারা বলল, আমি কোন কুরায়শী লোকের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে পারব না।

এরপর ইব্‌ন দাব্বারা ইব্‌ন আলীর নিকট ইব্‌ন মুআবিয়া সম্পর্ক জানতে চাইল। ইব্‌ন আলী জানালেন যে, ইব্‌ন মুআবিয়া একজন মন্দ লোক এবং সে নিজে এবং তার অনুসারীরা সমকামিতার দোষে দুষ্ট। শত্রু পক্ষের বন্দী একশত যুবককে উপস্থিত করা হল। ওদের পরনে ছিল রঙিন ও চাক্যচিক্যময় পোশাক। ওদেরকে সমকামিতায় ব্যবহার করা হত। ইব্‌ন দাব্বারা

এবার আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীকে সরকারী লোকের সাথে ইব্ন হুবায়রার নিকট প্রেরণ করল যাতে ইব্ন মুআবিয়া সম্পর্কিত এই সকল সংবাদ তাঁর নিজস্ব মুখে ইব্ন হুবায়রাকে অবগত করেন। অবশ্য এই আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাতে মহান আল্লাহ্ উমাইয়া শাসনের পতন নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। ওদের কেউ তা জানত না।

ইব্ন জারীর বলেন, এই বছর হজ্জের মওসুমে আবূ হামযা খারিজী মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সে মাওয়ানের আনুগত্য প্রত্যাখ্যান এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পবিত্র মক্কা, মদীনা ও তায়েফের শাসনকর্তা আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক তার সাথে ধৈর্যসুলভ ব্যবহার করেন এবং পবিত্র মক্কা প্রত্যাবর্তন দিবস পর্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করার বিষয়ে আপোষ মীমাংসা করেন। আরাফাত ময়দানে তারা 'আম জনতা হতে আলাদা হয়ে ওয়াকূফ বা অবস্থান গ্রহণ করে। এরপর তারা আলাদাভাবে আরাফাত ত্যাগ করে পবিত্র মক্কাপ্রত্যাবর্তনের প্রথম দিনে আবদুল ওয়াহিদ পবিত্র মক্কা এসে আবার দ্রুত পবিত্র মক্কা ছেড়ে চলে যায়। ফলে খারিজীরা কোন যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই পবিত্র মক্কা প্রবেশ করে। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে জনৈক কবি নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

زَارَ الْحَجِيْجَ عِصَابَةٌ قَدْ خَالَفُوْا + دِيْنَ الْاِلٰهِ فَفَرَّ عَبْدُ الْوَاحِدِ

"হাজীগণ দলে দলে যিয়ারত করেছে। কিন্তু মহান আল্লাহ্র দীনের দিক নির্দেশনার উল্টোটাই করেছে। আর আবদুল ওয়াহিদ সে তো পালিয়ে গিয়েছে।"

تَرَكَ الْحَلَائِلَ وَالْاِمَارَةَ هَارِبًا + وَمَضٰى يَخْبِطُ كَالْبَعِيْرِ الشَّارِدِ

"সে তো হারাম শরীফ, হিল্ল এলাকা এবং তার প্রশাসনিক ক্ষমতা সব ছেড়ে দিয়ে পলায়ন করেছে। যেমন পলায়নপর উট উঁচু -নীচু ভূমিতে হাতড়িয়ে পড়ে হোঁচট খায়।"

لَوْ كَانَ وَالِدُهٗ تَنَصَّلَ عِرْقُهٗ + لَصَفَّتْ مَوَارِدُهٗ بِعِرْقِ الْوَارِدِ

"বস্তুত আন্দোলনে-সংগ্রামে এবং যুদ্ধে যদি তার পিতার ঘাম ঝরে পড়ত, তাহলে তার সমর্থক যোদ্ধাদের ঘামে যুদ্ধস্থল ভিজে যেত।"

আবদুল ওয়াহিদ পবিত্র মদীনা ফিরে গিয়ে খারিজীদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি আরম্ভ করে। এজন্যে সে প্রচুর সম্পদ ব্যয় করে এবং সৈন্যদের বেতনভাতা বৃদ্ধি করে দেয়। সে দ্রুত ওই সেনাদল পাঠিয়ে দেয়। এ সময়ে ইরাকের শাসনকর্তা ছিল ইয়াযীদ ইব্ন হুবায়রা। খুরাসানের শাসনকর্তা নাসর ইব্ন সাইয়ার। অবশ্য নাসরের বিরুদ্ধে আবূ মুসলিম খুরাসানী প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করে রেখেছিল।

১২৯ হিজরী সনে নেতৃস্থানীয় যাঁদের মৃত্যু হয়

এই হিজরী সনে নেতৃস্থানীয় যাঁদের মৃত্যু হয় তাঁদের অন্যতম হলেন আবূ নাসর সালিম, আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জাদআন ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাছীর। আত্-তাকমীল গ্রন্থে আমরা তাঁদের জীবনী উল্লেখ করেছি।

১৩০ হিজরী সন

এই হিজরী সনে জুমাদাল উলা মাসের দশ তারিখে আবূ মুসলিম খুরাসানী মার্ভ অঞ্চলে প্রবেশ করেন। তিনি সেখানকার রাজধানীতে আক্রমণ চালিয়ে নাসর ইব্‌ন সাইয়ারের হাত হতে তা দখল করে নেন। এক্ষেত্রে আলী ইব্‌নুল কিরমানী তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন। পরাজিত নাসর ইব্‌ন সাইয়ার তার কতক সহযোগী সৈন্য নিয়ে রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যায়। তখন তার সাথে মাত্র তিনহাজার সৈন্য ছিল। তার স্ত্রী মারযুবানাও তার সাথে ছিল। পথিমধ্যে তার স্ত্রীকে ছেড়ে সে সারখস নগরীতে চলে যায়। এভাবে সে আত্মরক্ষা করে। এদিকে আবূ মুসলিম খুরাসানীর শৌর্য-বীর্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার চারিপাশে সমবেত হয় বহু সৈন্য সামন্ত।

শায়বান ইব্‌ন সালামা হারীরী-এর হত্যাকাণ্ড

নাসর ইব্‌ন সাইয়ার পালিয়ে যাবার পর তার সহযোগী শায়বান সেখানে একাকী থেকে যায়। সে আবূ মুসলিমের বিরুদ্ধে নাসর ইব্‌ন সাইয়ারকে সাহায্য করেছিল। এই পর্যায়ে আবূ মুসলিম খুরাসানী বনূ লায়ছ গোত্রের ক্রীতদাস বুসাম ইব্‌ন ইব্‌রাহীমকে প্রেরণ করে শায়বানের নিকট। সে তার সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়। বুসাম অগ্রসর হয় শায়বানের উদ্দেশ্যে। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয়। পরাজয়বরণ করে শায়বান। বুসাম তাকে হত্যা করে। বুসামের সৈন্যরা বিরোধী পক্ষের সৈন্যদেরকে হত্যা ও বন্দী করছিল। এরপর আবূ মুসলিম খুরাসানী কিরমানীর দুই ছেলে আলী এবং উছমানকে হত্যা করে।

এরপর আবূ মুসলিম বালাখ অঞ্চলে প্রেরণ করে আবূ দাউদকে। যিয়াদ ইব্‌ন আবদুর রহমান কুশায়রীকে পরাজিত করে সে বালাখ দখল করে। সেখান হতে ছিনিয়ে নেয় প্রচুর ধন-সম্পদ। এরপর একই দিনে আবূ মুসলিমের সেনাপতি আবূ দাউদ হত্যা করে কিরমানীর ছেলে উছমানকে আর আবূ মুসলিম নিজে হত্যা করে কিরমানীর ছেলে আলীকে।

এই হিজরী সনে আবূ মুসলিম নাসরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে কাহতাবা ইব্‌ন শাবীবকে নিশাপুর প্রেরণ করে। কাহতাবা-এর সাথে বড় বড় আরো অনেক সেনাপতি ছিল। খালিদ ইব্‌ন বারমাক্কীও ছিল তাদের মধ্যে। তারব তূস অঞ্চলে নাসরের ছেলে তামীমের মুখোমুখি হয়। তার পিতা তাকে পাঠিয়েছিল যুদ্ধ করার জন্যে। যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। নাসরের প্রায় ১৭ হাজার সৈন্য কাহতাবা-এর হাতে প্রাণ হারায়। আবূ নাসর অতিরিক্ত দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য পাঠিয়েছিল কাহ্‌তাবাকে সাহায্য করার জন্যে। অতিরিক্ত এই বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল আলী ইব্‌ন মা'কাল। যুদ্ধ হয় ভীষণ। নাসরের বহু সৈন্যকে তারা হত্যা করে। নাসরের ছেলে তামীমও ওই যুদ্ধে নিহত হয়। তারা বহু ধন-সম্পদ হস্তগত করে।

এদিকে মারওয়ানের পক্ষে ইরাকের গভর্নর ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হুবায়রা নাসরের সহযোগিতার জন্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করে। যুল্‌হাজ্জা মাসের শুরুতে তারা কাহতাবার সৈন্যের মুখোমুখি হয়। সেদিন ছিল জুমুআবার। উভয় দলে যুদ্ধ হয়, প্রচণ্ড যুদ্ধ। উমাইয়া বাহিনী পরাজিত হয়। সিরীয় এবং অন্যান্য সৈন্য মিলে প্রায় দশ হাজার সৈন্য নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে জুরজানের গভর্নর নুবাতাহ্ ইব্‌ন হানযালাও ছিল। সেনাপতি কাহতাবা নুবাতাহ্-এর খণ্ডিত মস্তক প্রেরণ করে আবূ মুসলিমের নিকট।

আবূ হামযা খারিজীর পবিত্র মদীনায় প্রবেশ এবং সেখানে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

ইব্ন জারীর বলেন, এই হিজরী সনে কাদীছ নামক স্থানে আবূ হামযা খারিজী ও পবিত্র মদীনাবাসিগণের মধ্যে এক তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে সে পবিত্র মদীনা অবস্থানকারী বহু কুরায়শী লোককে হত্যা করে। এরপর সে পবিত্র মদীনায় প্রবেশ করে। তার আগমন সংবাদ পেয়ে পবিত্র মদীনায় নিযুক্ত উমাইয়া শাসক আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন সুলায়মান পালিয়ে যায়। খারিজী নেতা আবূ হামযা তখন পবিত্র মদীনার বহু লোককে হত্যা করে। এ ঘটনা ঘটেছিল এই হিজরী সন অর্থাৎ ১৩০ হিজরী সনের সফর মাসের বিশ তারিখে।

আবূ হামযা খারিজী পবিত্র মদীনা শরীফে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিম্বরে আরোহণ করে এবং ভাষণ দেয়। সে পবিত্র মদীনাবাসিগণকে তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন করে। সে বলে হে মদীনাবাসিগণ ! হিশাম ইব্ন আবদুল মালিকের শাসনামলে আমি তোমাদের নিকট এসেছিলাম। তোমাদের বাগানগুলোতে তখন মড়ক লেগেছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফলগুলো বিনষ্ট হয়েছিল। তখন তোমরা খলীফার নিকট নিবেদন করেছিলে ফলের যাকাত ক্ষমা করে দিতে, খলীফা তাই করেছিল। ফলে তোমাদের ধনীগণ আরো ধনী হয়েছিল। গরীব আরো গরীব হয়েছিল। তোমরা খুশী হয়ে খলীফার জন্যে দু'আ করে বলেছিলে– "আল্লাহ্ আপনাকে ভাল প্রতিদান দিন।" কিন্তু আল্লাহ্ তাকে ভাল প্রতিদান দেননি। এরকম আরো বহু কথা আবূ হামযা তার ভাষণে বলেছিল।

এইবারে সে তিন মাস পবিত্র মদীনায় অবস্থান করেছিল। সফর মাসের বাকী দিনগুলো, রবিউল আউয়াল, রবীউস সানী এবং জুমাদাল উলা মাসের প্রথম কয়েক দিন ছিল সে পবিত্র মদীনায়। ওয়াকিদী ও অন্যান্যরা তাই বলেছেন।

মাদাইনী উল্লেখ করেছেন যে, একদিন আবূ হামযা খারিজী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিম্বরে উঠে বসে। তারপর বলে, হে মদীনাবাসিগণ ! তোমাদের জানা আছে যে, আমরা কোন অজ্ঞতার কারণে কিংবা অহংকারের কারণে নিজেদের দেশ ছেড়ে আসিনি। কিংবা জাহান্নামের ইন্ধন হবে এমন কোন ধন-দৌলত ও রাজত্ব অর্জনের উদ্দেশ্যেও আমরা আসিনি। আমাদের বাসস্থান থেকে আমরা এজন্যে বেরিয়ে এসেছি যে, আমরা সত্যের আলোকে নিভু নিভু দেখেছি। আমরা এও দেখেছি যে, সত্যের ঘোষণা দানকারী দুর্বল হয়ে পড়েছে। ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকারীর মৃত্যু হয়েছে। এসব দেখার পর পৃথিবী বিস্তৃত থাকা সত্ত্বেও সেটি আমাদের জন্যে সংকুচিত হয়ে উঠেছে। এ পর্যায়ে আমরা শুনতে পেলাম যে, জনৈক আহ্বানকারী দয়াময় আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। আল্লাহ্র বিধানের দিকে ডাকছে। তখন আমরা মহান আল্লাহ্র প্রতি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছি। (وَمَنْ لاَّ يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ। আল্লাহ্র প্রেরিত আহ্বানকারীর ডাকে যে সাড়া দিবে না সে পৃথিবীতে কাউকে অক্ষম করতে পারবে না। সূরা আহকাফ ঃ ৩২)। আমরা বিভিন্ন গোত্র থেকে এসে একত্র হয়েছি। আমরা প্রত্যেকে একই উটের সওয়ারী। একই পথের পথিক। নিজের পথ-খরচ নিজের যিম্মাদারীতে। সকলে একই চাদরে দেহ আবৃত্তকারী। আমরা সংখ্যায় কম। পৃথিবীতে দুর্বল ছিলাম। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে শক্তি দিয়েছেন। আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন। আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ্র কসম ! তাঁর অনুগ্রহে আমরা সকলে ভাই ভাই হয়ে গিয়েছি।

এরপর আপনাদের কতক লোকের সাথে আমাদের দেখা হল কাদীদ অঞ্চলে। আমরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য এবং কুরআনী বিধানের দাওয়াত দিলাম। তারা আমাদেরকে শয়তানের আনুগত্য ও মারওয়ান বংশীয়দের বিধান গ্রহণের আহ্বান জানাল। আল্লাহ্‌র কসম ! হিদায়াত ও গোমরাহীর মধ্যে, সত্য ভ্রান্তির মধ্যে কতইনা ব্যবধান– দূরত্ব।

এরপর তারা আমাদের দিকে দ্রুত এগিয়ে এল। বস্তুত শয়তান তাদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করেছে, তাদের রক্তে তার পা ভিজিয়েছে। শয়তান তাদের ব্যাপারে নিজের লক্ষ্য অর্জন করেছে। ফলে, তারা তার পদাংক অনুসরণ করেছে।

অন্যদিকে আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী লোকজন দলে দলে অগ্রসর হয়। তাদের হাতে তীক্ষ্ণধার চকচকে তরবারি। আমাদের যাঁতাও ঘুরল। ওদের যাঁতাও ঘুরল। যুদ্ধ শুরু হল। প্রচণ্ড যুদ্ধ। তাতে বাতিলপন্থিগণ দিশেহারা হয়ে পড়ল। ওহে মদীনাবাসিগণ ! আপনারা যদি মারওয়ান বাহিনীকে সাহায্য করেন মহান আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ আযাব দ্বারা কিংবা আমাদের মাধ্যমে আপনাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন এবং তিনি ঈমানদারদের অন্তরে শান্তি দান করবেন। ওহে মদীনাবাসিগণ ! আপনাদের পূর্ব প্রজন্ম অতিশয় ভাল মানুষ ছিলেন। আপনাদের পরবর্তী প্রজন্ম অতিশয় মন্দ প্রজন্ম। হে মদীনার অধিবাসীবৃন্দ ! আমরা জনসাধারণের জন্যে আর জনসাধারণ আমাদের জন্যে। কিন্তু মূর্তিপূজারী মুশরিক ও কিতাবধারী কাফিরগণ ব্যতীত। যালিম প্রশাসকও ব্যতিক্রম।

হে মদীনাবাসিগণ ! মহান আল্লাহ্ কাউকে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন অথবা তিনি যা দেননি তা নিতে চান এমন ধারণা যে পোষণ করে সে আল্লাহ্‌র দুশমন। আমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। হে মদীনাবাসিগণ ! মহান আল্লাহ্ দুর্বল-সবল সকলের উপর যে আট প্রকারের দাবী ধার্য করেছেন সেগুলো আপনারা আমাকে জানিয়ে দিন। এরপর নবম অংশ দাবীকারী একজনের আবির্ভাব ঘটেছে। সে ওই আট প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সে ওই অংশের প্রাপকও নয়। মহান আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ ও অহমিকা বশে সে এরূপ দাবী করছে।

ওহে মদীনাবাসিগণ ! আমি শুনেছি যে, আমার সাথীদেরকে আপনারা এই বলে তাচ্ছিল্য করেন যে, ওরা অল্প বয়স্ক যুবক, রুক্ষ মেযাজের বেদুঈন। ধিক আপনাদেরকে, বলুন তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ কি অল্প বয়স্ক যুবক ব্যতীত অন্য কিছু ছিলেন ? বস্তুত তাঁরা যুবক ছিলেন, যুবক হওয়া সত্ত্বেও মন্দ দৃশ্য থেকে দৃষ্টি অবনত করে অসত্য পথ থেকে যাত্রারোধ করে, তাঁরা বয়স্ক মানুষের মত চলতেন। তাঁরা নিজেরদেরকে মহান আল্লাহ্‌র নিকট বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তাঁরা শহীদ হয়েছেন এমন প্রাণের বিনিময়ে যা মৃত্যুঞ্জয়ী। তাঁরা ছিলেন কাঁধে কাঁধ মিলানো সারিবদ্ধ। তাঁরা রাতে ইবাদত করতেন। দিনে রোযা রাখতেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতে তাঁরা ঝুঁকে পড়তেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ভয় বিষয়ক আয়াত তিলাওয়াতের সময় তাঁরা জাহান্নামের ভয়ে অস্থির হয়ে পড়তেন। আর জান্নাত লাভের প্রত্যাশা বিষয়ক আয়াত তিলাওয়াতের সময় আশায় উদ্বেলিত হয়ে উঠতেন। খাপ খোলা তলোয়ার যখন তাঁদের নজরে পড়ত, তাক করা বর্শা যখন তাঁরা দেখতেন, পূর্ণ প্রস্তুত তীর এবং মৃত্যু বাঁশীতে কম্পমান সেনাদল যখন তাঁদের দৃষ্টিগোচর হত তখন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত শাস্তির ভয়ের মুকাবিলায় শত্রু সৈন্যের ভয়কে তাঁরা নিতান্ত তুচ্ছ মনে করতেন। শত্রু ভয়কে প্রাধান্য দিয়ে মহান আল্লাহ্‌র ভয়কে হালকা

মনে করতেন তা নয়। কাজেই, সুসংবাদ ও উত্তম পরিণতি তাঁদের জন্যে। তাঁরা এমন ছিলেন যে, বহু চক্ষু মধ্য রাতে মহান আল্লাহ্র ভয়ে অশ্রু বিসর্জন দিত। রাতের দীর্ঘক্ষণ মহান আল্লাহ্র ভয়ে কেঁদে কেঁদে কাটাত। মহান আল্লাহ্র পথে জিহাদে মহান আল্লাহ্র শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টিতে বহু হাত তার জোড়া ও সংযোগস্থল হতে খসে পড়েছে এবং বহু হাতওয়ালা মহান আল্লাহ্র ইবাদতে ওই হাত মাটিতে ঠেকিয়েছে। আমি এসব বলছি এবং আমার অযোগ্যতার জন্যে মহান আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। মহান আল্লাহ্র দেওয়া ক্ষমতা ছাড়া আমার কোন ক্ষমতা নেই।

এরপর মাদাইনী বর্ণনা করেছেন আব্বাস সূত্রে হারূনের মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে। তিনি বলেছেন, আবূ হামযা খারিজী পবিত্র মদীনাবাসীদের নিকট একজন সৎ চরিত্রবান ও ভাল মানুষরূপে গ্রহণযোগ্যতা পায়। তারা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এক পর্যায়ে তারা শুনতে পায় যে, সে বলছিল– গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে গিয়েছে, আমরা আপনার দরবার ছেড়ে কোথায় যাচ্ছি? এরপর সে বলল, যে ব্যক্তি যেনা করবে সে কাফির হয়ে যাবে। যে চুরি করবে সে কাফির হয়ে যাবে। এ বক্তব্য শোনার পর তারা তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে এবং তার ভালবাসা ছেড়ে আসতে থাকে। আবূ হামযা পবিত্র মদীনায় বসবাস করছিল। একদিন কেন্দ্রীয় খলীফা মারওয়ান আল-হিমার তার বিরুদ্ধে আবদুল মালিককে প্রেরণ করে চারহাজার সিরীয় সৈন্য সহকারে। এরা ছিল বহু সৈন্য হতে নির্বাচন করা দক্ষ ও অভিজ্ঞ সেনাদল। প্রত্যেক সৈন্যকে সে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা, একটি আরবী ঘোড়া, মালবাহী একটি খচ্চর দিয়ে নির্দেশ করেছিল যে, তারা আবূ হামযার বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করবে এবং তাকে শেষ না করে ফিরে আসবে না। প্রয়োজনে তার খোঁজে তারা ইয়ামান পর্যন্ত যাবে। তারা যেন রাজধানী সানাআর গভর্নরের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করে। তখন গভর্নর ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া। খলীফার নির্দেশে সেনাপতি আবদুল মালিক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আতিয়্যা যাত্রা করে। সে ওয়াদী-আল-কুরা এসে পৌঁছে। সেখানে সে আবূ হামযার মুখোমুখি হয়। আবূ হামযা যাচ্ছিল সিরিয়ার উদ্দেশ্যে মারওয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে। ওখানে রাত পর্যন্ত তারা যুদ্ধ চালিয়েছিল।

তারপর আবূ হামযা খারিজী বলল, ধিক তোমার জন্যে হে ইব্ন আতিয়্যা! আল্লাহ্ তা'আলা তো রাতকে তৈরি করেছেন আরাম-শান্তি ও বিশ্রামের জন্যে। কাজেই, এখন আর যুদ্ধ নয় আগামী কাল পর্যন্ত এটি মুলতবী রাখ। কিন্তু ইব্ন আতিয়্যা যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে অবিরাম যুদ্ধ চলছিল। শেষ পর্যন্ত ইব্ন আতিয়্যার বাহিনী খারিজীদেরকে পরাজিত করে। পরাজিত খারিজীরা পবিত্র মদীনা শরীফে প্রবেশ করে। পবিত্র মদীনার অধিবাসিগণ ওদের প্রতি মারমুখো হয়ে পড়ে এবং বহু খারিজীকে তারা হত্যা করে। ইব্ন আতিয়্যা বিজয়ী বেশে পবিত্র মদীনায় প্রবেশ করে। ইতিমধ্যে খারিজীরা পবিত্র মদীনা ছেড়ে চলে যায়।

কথিত আছে যে, ইব্ন আতিয়্যা প্রায় একমাস পবিত্র মদীনায় অবস্থান করেছিল। পরে তার পক্ষে একজনকে নায়েব বানিয়ে সে অন্যত্র চলে যায়। এরপর সে পবিত্র মক্কায় প্রতিনিধি মনোনীত করে দেয়। সে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সানাআর শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তার গতিরোধ করে। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইব্ন আতিয়্যা আবদুল্লাহ্কে পরাজিত ও হত্যা করে। তার মাথা পাঠিয়ে দেয় মারওয়ানের নিকট।

ইতিমধ্যে ইব্ন আতিয়্যার নিকট মারওয়ানের চিঠি এসে পৌঁছে এই মর্মে যে, সে এই বছর আমীরুল হজ্জ হয়ে যেন হজ্জ পরিচালনা করে এবং দ্রুত পবিত্র মক্কা যাত্রা করে। বারজন সওয়ারী সাথে নিয়ে ইব্ন আতিয়্যা পবিত্র মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সেনাদল রেখে যায় সানাআয়। তার সাথে একটি থলিতে ছিল ৪০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। পথে এক জায়গায় সে যাত্রাবিরতি করে। ওই অঞ্চলের দুইজন সেনাপতি তার সম্মুখে হাযির হয়। তারা ইব্ন জুমানা নামে পরিচিত। তারা বলল, ওহে কাফেলা যাত্রী, তোমরা তো চোর। সে বলল, না আমি ইব্ন আতিয়্যা। এ হলো কেন্দ্রীয় খলীফার চিঠি। আমাকে হজ্জ পরিচালনার নির্দেশ দিয়ে তিনি এই চিঠি পাঠিয়েছেন। আমরা হজ্জের মওসুম পাবার জন্যে দ্রুত যাচ্ছি পবিত্র মক্কার উদ্দেশ্যে। ওরা এ কথা বিশ্বাস করল না। তারা বলল, এসব মিথ্যা কথা। তারা হামলা চালায় কাফেলার উপর। ইব্ন আতিয়্যা ও তার সাথীদেরকে তারা হত্যা করে। মাত্র একজন লোক প্রাণে বেঁচেছিল। কাফেলার মালপত্রও তারা লুট করে নেয়।

আবূ মা'শার বলেন, এই বছর হজ্জ পরিচালনা করেছেন মুহাম্মদ ইব্ন মালিক ইব্ন মারওয়ান। তিনি পবিত্র মক্কা মদীনা ও তায়েফের প্রশাসক ছিলেন। এ সময়ে ইরাকের প্রশাসক ছিল ইব্ন হুবায়রা, খুরাসানের প্রশাসক নাসর ইব্ন সাইয়ার। তবে খুরাসানের বহু শহর ও গ্রাম তখন আবূ মুসলিমের দখলে চলে এসেছিল। নাসর ইব্ন সাইয়ার দশ হাজার সৈন্য চেয়ে ইব্ন হুবায়রার নিকট চিঠি লিখেছিল। পরে দেখা গেল যে, এক লক্ষ সৈন্য দ্বারাও সে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। সে মারওয়ানের নিকট ও সৈন্য সাহায্য চেয়েছিল। মারওয়ান তার চাহিদা মুতাবিক সৈন্য পাঠানোর জন্যে ইব্ন হুবায়রাকে লিখিত নির্দেশ দিয়েছিল।

১৩০ হিজরী সনে যাদের মৃত্যু হয়

এই হিজরী সনে যাঁদের মৃত্যু হয় তাঁদের মধ্যে শু'আয়ব ইব্ন হাবহাব, আবদুল আযীয ইব্ন সুহায়ব, আবদুল আযীয ইব্ন রাফী', কা'ব ইব্ন আলকামা এবং মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

১৩১ হিজরী সন

এই হিজরী সনের মুহার্‌রম মাসে কাহতাবা ইব্ন শাবীব তার ছেলে হাসানকে কূমীছ অঞ্চলে পাঠিয়েছিল নাসরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে। পেছনে তার সাহায্যার্থে অতিরিক্ত সৈন্যও প্রেরণ করেছিল। ওদের কেউ কেউ নাসরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। নাসর ওই স্থান ত্যাগ করে "রায়" গিয়ে পৌঁছে। সেখানে দুইদিন থাকার পর সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারপর সেখান হতে হামাদানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। হামাদানের নিকটবর্তী পৌঁছার পর তার মৃত্যু হয়। এই হিজরী সনের অর্থাৎ ১৩১ হিজরী সনের ১২ই রবীউল আউয়াল ৮৫ বছর বয়সে নাসর মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

নাসরের মৃত্যুর পর আবূ মুসলিম খুরাসানী ও তার অনুসারীরা খুরাসানের শহর-নগরগুলোর উপর সুদৃঢ় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তাদের শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। কাহতাবা জুরজান ছেড়ে যায়। তার সম্মুখে যাত্রা করে যিয়াদ ইব্ন যুরারাহ কুশাইরী। আবূ মুসলিমের অনুসরণ করে সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। তাই তার সৈন্যদেরকে ছেড়ে মাত্র কয়েকজনের একটি দল নিয়ে সে ইব্ন

দাব্বারা-এর সাথে মিলিত হবার জন্যে ইস্পাহানের পথে যাত্রা করে। তাকে পাকড়াও করার জন্যে কাহতাবা একদল সৈন্য প্রেরণ করে। তারা যিয়াদের প্রায় সকল সাথীকে হত্যা করে। কাহতাবা নিজে কূমীছ এসে পৌছে। তার ছেলে হাসান ইতিপূর্বে কূমীছ জয় করে নিয়েছিল। কাহতাবা সেখানে অবস্থান করছিল, সে তার ছেলেকে সম্মুখে "রায়" অঞ্চলের দিকে পাঠায়। পরে সে নিজেও পেছনে পেছনে যাত্রা করে। সে গিয়ে দেখে যে, তার ছেলে "রায়" জয় করে নিয়েছে। কাহতাবা সেখানে অবস্থান করতে থাকে। এসব বিষয় সে আবূ মুসলিমকে অবগত করে।

আবূ মুসলিম মার্ভ ত্যাগ করে নিশাপুর গমন করে। দিনে দিনে তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এদিকে কাহতাবা "রায়" অঞ্চলে যাবার পর তার ছেলে হাসানকে হামাদান প্রেরণ করে। হাসান যখন হামাদানের কাছাকাছি গিয়ে পৌছে তখন খুরাসানী ও সিরীয় নাগরিক সমন্বয়ে গঠিত এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মালিক ইব্‌ন আদহাম হামাদান থেকে বেরিয়ে 'নিহাওয়ান্দ' নামক স্থানে অবতরণ করে। হাসান গিয়ে হামাদান জয় করে নেয়। এরপর সে উমাইয়া সৈন্যদের উদ্দেশ্যে নিহাওয়ান্দ গমন করে। এদিকে তার পিতা তার সাহায্যার্থে অতিরিক্ত সৈন্য পাঠায়। হাসান ওদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখে। শেষ পর্যন্ত সে নিহাওয়ান্দ জয় করে।

এই হিজরী সনে আমির ইব্‌ন দাব্বারা ইনতিকাল করেছেন। তার মৃত্যুর প্রেক্ষাপট এই যে, ইব্‌ন হুবায়রা তার নিকট চিঠি লিখে জানিয়েছিল যে, সে যেন কাহতাবা-এর মুকাবিলার জন্যে যায় এবং সে সৈন্য পাঠিয়ে তাকে সাহায্য করে। নির্দেশ মুতাবিক ইব্‌ন দাব্বারা রওনা করে। সে বিশ হাজার সৈন্যসহ কাহতাবা-এর মুখোমুখি হল। উভয় পক্ষ যখন মুখোমুখি অবস্থানে এবং যুদ্ধের জন্যে পূর্ণ প্রস্তুত তখন কাহতাবা ও তার সাথিগণ পবিত্র কুরআন মজীদ উঁচিয়ে ধরে চীৎকার দিয়ে বলেছিল, হে সিরিয়াবাসী, আমরা তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি পবিত্র কুরআনে বিধৃত বিষয় মেনে নেওয়ার জন্যে। ওরা এই কাজের জন্যে কাহতাবা ও তার সাথীদেরকে গালমন্দ করে। এই প্রেক্ষিতে কাহতাবা তার সাথীদেরকে নির্দেশ দেয় প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ করতে। তারা আক্রমণ চালায়। বেশীক্ষণ যুদ্ধ চলেনি। ইব্‌ন দাব্বারা-এর সৈন্যগণ পরাজয়বরণ করল। কাহতাবা-এর সৈন্যরা ওদের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং ওদের বহু লোককে হত্যা করল। তারা ইব্‌ন দাব্বারাকেও হত্যা করে। কারণ সে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। কাহতাবা বাহিনী বিপক্ষ সৈন্যদের হাত হতে এত বেশী ধন-সম্পদ ও মালামাল হস্তগত করে যা বর্ণনাতীত।

এই হিজরী সনে সেনাপতি কাহতাবা নিহওয়ান্দের চারিদিকে কঠোর অবরোধ তৈরি করে। অবরুদ্ধ সিরীয় নাগরিকরা অসহ্য হয়ে প্রস্তাব করে যেন তাদেরকে তার জন্যে ভেতর থেকে দরজা খুলে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হল। তারা কাহতাবা-এর জন্যে দুর্গের দরজা খুলে দিল। তারা তার থেকে তাদের জন্যে নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি নিয়ে নেয়। অবরুদ্ধ খুরাসানবাসিগণ সিরীয়দেরকে জিজ্ঞেস করল যে, তোমরা কি কাজ করেছ ? তারা বলল, যে আমরা আমাদের জন্যে এবং তোমাদের জন্যে নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছি। তারা ও নিরাপত্তা লাভ করেছে এই ধারণায় খুরাসানিগণ ভেতর হতে বের হয়ে আসে। কাহতাবা তার সেনাপতি-দেরকে নির্দেশ দেয় যে, যার অধীনে যত খুরাসানী বন্দী আছে তাদের সবাইকে যেন হত্যা করে। খণ্ডিত মস্তক তার নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেনাপতিগণ তাই করল। ফলে ইতিপূর্বে আবূ মুসলিমের হাত থেকে যত খুরাসানী নাগরিক পালিয়ে এসেছিল তাদের কেউই এখন জীবিত

থাকল না। সিরীয় নাগরিকদেরকে ছেড়ে দেওয়া হল। তাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা হল। তাদের অঙ্গীকার নেওয়া হল যে, কোনদিন যেন আবূ মুসলিমের শত্রুকে তারা সাহায্য না করে। শত্রুর সাথে হাত না মিলায়।

এরপর সেনাপতি কাহতাবা আবূ আওনকে পাঠাল শাহরযোর অঞ্চলে। তার সাথে ছিল ত্রিশ হাজার সৈন্য। তাকে পাঠিয়েছিল আবূ মুসলিমের নির্দেশে। আবূ আওন অভিযান চালিয়ে শাহরযোর অঞ্চল জয় করে নেয়। সেখানকার প্রশাসক উছমান ইব্‌ন সুফয়ানকে হত্যা করে। কেউ বলেছেন তাকে হত্যা করা হয়নি বরং সে মূসেল ও জাযীরার দিকে পালিয়ে গিয়েছিল। আবূ আওন এই বিজয়ের সংবাদ কাহতাবাকে জানায়।

সেনাপতি কাহতাবা এবং আবূ মুসলিম খুরাসানীর তৎপরতা ও একের পর এক বিজয় অর্জনের সংবাদ মারওয়ানের নিকট পৌঁছতে থাকে। এক পর্যায়ে সে হাররান ছেড়ে "আলযাব-আল আকবর" নামক স্থানে অবস্থান করতে থাকে।

এই হিজরী সনে বিশাল এক সেনা বহর নিয়ে সেনাপতি কাহতাবা ইরাকী প্রশাসক ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হুবায়রা-এর মুকাবিলার জন্যে অগ্রসর হয়। কাহতাবা যখন ইরাকের কাছাকাছি পৌঁছে তখন ইব্‌ন হুবায়রা পিছু হটে যায়। পেছনে যেতে যেতে সে ফোরাত নদী পার হয়ে যায়। তাকে ধাওয়া করে কাহতাবাও ফোরাত অতিক্রম করে। তাদের সংঘর্ষ বিষয়ক ঘটনা পরবর্তী হিজরী সনের আলোচনায় উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

১৩২ হিজরী সন

এই হিজরী সনের মুহাররম মাসে সেনাপতি কাহতাবা ফুরাত নদী অতিক্রম করে। তার সাথে ছিল বহু সৈন্য ও অশ্ব। ইব্‌ন হুবায়রা তখন ফুরাতের মুখে ফালুজার কাছাকাছি এক স্থানে তাঁবু ফেলে অবস্থান করছিল। তার সাথেও ছিল বহু লোকজন ও সৈন্য সামন্ত। কেন্দ্রীয় খলীফা মারওয়ান প্রচুর সৈন্য প্রেরণ করেছিল তাকে সাহায্য করার জন্যে। উপরন্তু ইব্‌ন দাব্বারা-এর পরাজিত ও পলাতক সৈন্যগণ তার সাথে যোগ দিয়েছিল। এক পর্যায়ে সেনাপতি কাহতাবা গতি পরিবর্তন করে কূফার দিকে যাত্রা করল সেটি জয় করার জন্যে।

মুহাররম মাসের আট তারিখে উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়। ভীষণ যুদ্ধ চলে। উভয় পক্ষে হতাহত হয় বহু লোক। এক পর্যায়ে সিরীয়গণ পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। তাদের পেছন পেছন চলে খুরাসানিগণ। কিন্তু মানুষের ভিড়ে কাহ্‌তাবা হারিয়ে যায়। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে সংবাদ দেয় যে, কাহতাবা নিহত হয়েছে এবং তার অবর্তমানে তার পুত্র হাসান আমীর ও নেতা হবে বলে ওসিয়ত করে গিয়েছে। হাসান ওখানে উপস্থিত ছিল না। লোকজন হাসানের পক্ষে তার ভাই হামীদ ইব্‌ন কাহতাবা-এর হাতে বায়আত করে। হাসানকে উপস্থিত হবার জন্যে সংবাদবাহক প্রেরণ করা হয়। ওই রাতে বহু সেনাপতি নিহত হয়। কাহতাবাকে হত্যা করেছিল মাআন ইব্‌ন যাইদাহ এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হুসাইন। কেউ বলেছেন, তারা নয় বরং তার সাথে থাকা জনৈক ব্যক্তি নাসরের দুই ছেলের হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ তাকে হত্যা করে। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন। অন্যান্য নিহতদের মধ্যে কাহ্‌তাবা-এর লাশ খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। হাসান ইব্‌ন কাহ্‌তাবা ঘটনাস্থলে হাযির হয়। সে কূফা অভিমুখে যাত্রা করে। সেখানে মুহাম্মদ

ইব্‌ন খালিদ আবদুল্লাহ্ কাসারী মাঠে নেমেছিল। সে আব্বাসী খিলাফতের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছিল। এই হিজরী সনের আশুরা দিবসে অর্থাৎ মুহাররমের দশ তারিখে মাঠে নেমেছিল। সে ইব্‌ন হুবায়রা-এর পক্ষে নিয়োজিত প্রশাসক যিয়াদ ইব্‌ন সালিহ হারিছীকে ওখান থেকে বহিষ্কার করে। মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ তখন সরকারী প্রশাসনিক ভবনে এসে উঠে। এক পর্যায়ে ইব্‌ন হুবায়রা-এর পক্ষ হতে বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে হাওছারাহ এগিয়ে যায় মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। কিন্তু হাওছারাহ-এর সেনাদল কূফার নিকটবর্তী হবার পর দল ত্যাগ করে মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদের প্রতি অগ্রসর হতে থাকে আব্বাসীদের প্রতি বায়আত করার জন্যে। এমতাবস্থায় হাওছারাহ নিজে "ওয়াসিত" চলে যায়।

কেউ কেউ বলেছেন যে, হাসান ইব্‌ন কাহ্‌তাবা কূফা প্রবেশ করে। তার পিতা কাহ্‌তাবা তার ওসিয়তে এটা উল্লেখ করছিল যে, খলীফার উযীর হবে আবূ সালমায় হাফ্‌স্ ইব্‌ন সুলায়মান। সে তখন কূফাতে অবস্থান করছিল। হাসান ও তার সেনাদল কূফা প্রবেশ করার পর উযীর আবূ সালমা পরামর্শ দিল যে, হাসান ইব্‌ন কাহ্‌তাবা যেন কতক সেনাপতি নিয়ে ইব্‌ন হুবায়রা-এর মুকাবিলা করার জন্যে ওয়াসিত গমন করে। তার ভাই হামীদ যেন মাদাইন গমন করে এবং সে অন্যান্য সেনা ইউনিটকে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে বিভিন্ন এলাকা জয় করার জন্যে। তারা বসরাও জয় করে নেয়। ইতিপূর্বে ইব্‌ন হুবায়রা-এর পক্ষে মুসলিম ইব্‌ন কুতায়বা বসরা দখল করেছিল। ইব্‌ন হুবায়রা-এর হত্যাকাণ্ডের পর আবূ মালিক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসায়দ খুযাঈ আবূ মুসলিম খুরাসানীর পক্ষে বসরা পুনরুদ্ধার করে।

এই হিজরী সনের রবীউছ-ছানী মাসের তের তারিখ জুমুআর রাতে আবূ আব্বাস সাফ্‌ফাহ্-এর পক্ষে বায়আত গ্রহণ করা হয়। আবূ আব্বাস সাফ্‌ফাহ্ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব। আবূ মা'শার ও হিশাম কালবী এই মন্তব্য করেছেন। ইতিহাসবিদ ওয়াকিদী বলেছেন যে, জুমাদাল উলা মাসে সাফ্‌ফাহ্-এর পক্ষে বায়আত নেওয়া হয়।

ইমাম ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদের হত্যাকাণ্ড

১২৯ হিজরী সনের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, আবূ মুসলিম খুরাসানীর নিকট লিখিত ইমাম ইবরাহীমের একটি চিঠি মারওয়ানের হস্তগত হয়েছিল। ওই চিঠিতে ইমাম ইবরাহীম নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, খুরাসানে আরবী জানা কোন লোককে যেন জীবিত রাখা না হয়। এই বিষয়ে অবগত হবার পর মারওয়ান ইবরাহীম সম্পর্কে জানতে চায়। তাকে জানানো হয় যে, ইবরাহীম এখন বালকা-তে অবস্থান করছে। মারওয়ান লিখল দামেস্কের প্রশাসককে যেন ইবরাহীমকে তার নিকট হাযির করা হয়। ইবরাহীমের নাম-পরিচয় ও সংশ্লিষ্ট তথ্যসহ দামেস্কের প্রশাসক একজন সংবাদ বাহক পাঠিয়েছিল তাঁর খোঁজে। সরকারী দূত গন্তব্যস্থলে গিয়ে ইবরাহীমের ভাই আবূ আব্বাস সাফ্‌ফাহ্‌কে দেখতে পায়। আবূ আব্বাসকে ইবরাহীম মনে করে সে তাকে গ্রেফতার করে। পরে তাকে বলা হল যে, ইনি ইবরাহীম নন। ইনি ইবরাহীমের ভাই। পরে ইবরাহীমের ঠিকানা দেওয়া হল। সরকারী দূত তাঁকে গ্রেফতার করল। তারপর তাঁকে এবং তাঁর প্রিয় জনৈকা দাসীকে নিয়ে কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। বিদায় বেলায় তাঁর পরিবারের

লোকজনকে তিনি এই ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, তাঁর পরে খলীফা হবে তাঁর ভাই আবূ আব্বাস সাফ্ফাহ্। তিনি তাদেরকে কূফা চলে যাবার নির্দেশ দিলেন, সেদিনই তারা কূফা অভিমুখে যাত্রা করে। এই যাত্রীদলে ছিলেন তাঁর ছয় চাচা। সর্বজনাব আবদুল্লাহ্, দাঊদ, ঈসা, সালিহ, ইসমাঈল ও আবদুস সামাদ। তাঁরা আলীর ছেলে। দলে আরো ছিলেন তাঁর দুই ভাই আবূ আব্বাস সাফ্ফাহ্ এবং মুহাম্মদ আবূ মুহাম্মদ ইব্ন আলী। তাঁর দুই ছেলে মুহাম্মদ এবং আবদুল ওয়াহ্হাব-ও ওই দলে ছিলেন। এ ছাড়া পরিবারের অন্যরা তো ছিলেনই। তাঁরা কূফায় পৌঁছার পর আবূ সালমা খালাল তাঁদেরকে ওয়ালীদ ইব্ন সা'দের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। ওয়ালীদ ছিল হাশিমী গোত্রের মুক্ত করা ক্রীতদাস। প্রায় ৪০ দিন সে তাঁদের উপস্থিতির কথা সরকারী লোকদের থেকে গোপন রাখে। এরপর তাঁদেরকে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যায়। তারপর অনবরত স্থান পরিবর্তন করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে আব্বাসীদের হাতে শহরগুলো বিজিত হয়। আর আবূ আব্বাস সাফ্ফাহ্কে খলীফা মনোনীত করে তার হাতে বায়আত করা হয়।

ইমাম ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদকে নিয়ে উপস্থিত করা হয় তৎকালীন খলীফা মারওয়ানের নিকট। মারওয়ান তখন হাররানে অবস্থান করছিল। সে ইব্রাহীমকে বন্দী করে রাখে। তিনি বন্দী অবস্থায় থাকেন এই হিজরী সন অর্থাৎ ১৩২ হিজরী সন পর্যন্ত। তারপর এই সনের সফর মাসে কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর।

কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁর মুখমণ্ডলে পাতলা কাপড়ে চেপে রাখায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং তাতে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫১ বছর। বাহলূল ইব্ন সাফওয়ান নামক এক ব্যক্তি তাঁর জানাযায় ইমামতি করে।

কেউ বলেছেন, ইমাম ইবরাহীমকে গৃহে বন্দী করে রেখে ওই ঘরটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ঘর চাপা পড়ে তিনি মারা যান। আবার কেউ বলেছেন যে, তাঁকে বিষ মেশানো দুধ পান করানো হয়। তাতে তার মৃত্যু হয়। কারো মতে ইমাম ইবরাহীম ১৩১ হিজরী সনে হজ্জে উপস্থিত হয়েছিলেন সেখানে তাঁর নাম ও পরিচিতি ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁকে ঘিরে সেখানে প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর এই জনপ্রিয়তার কথা মারওয়ানের কর্ণগোচর হয়। তাকে জানানো হয় যে, আবূ মুসলিম খুরাসানী জনসাধারণকে এই ব্যক্তির আনুগত্য করার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছে। তারা তাঁকে খলীফা নামে আখ্যায়িত করছে। ফলে, ১৩২ হিজরী সনের মুহাররম মাসে ইমাম ইবরাহীমকে গ্রেফতার করে মারওয়ানের নিকট প্রেরণ করা হয়। ওই বছর সফর মাসে সে তাঁকে হত্যা করে। এটি অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ অভিমত। কেউ বলেছেন, তাঁকে বালকা হতে নয় বরং কূফা হতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

আলোচ্য ইমাম ইবরাহীম একজন ভদ্র-সম্ভ্রান্ত দানশীল ও বহু মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ হাশিম আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাসাফিয়্যা হতেও তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে তাঁর ভাই আবূ আব্বাস সাফ্ফাহ্, আবূ জা'ফর আবদুল্লাহ্ আল-মানসূর, আবূ সালামা আবদুর রহমান ইব্ন মুসলিম খুরাসানী এবং মালিক ইব্ন হাশিম প্রমুখ। তাঁর মূল্যবান বক্তব্যের একটি হল "পূর্ণাঙ্গ মানবিকতা সম্পন্ন মানুষ সেই ব্যক্তি যে তার দীনের হিফাযত করে, আত্মীয়তা বজায় রাখে এবং সমালোচনা যোগ্য কর্ম পরিহার করে।

আবূ আব্বাস আল-সাফ্ফাহের খিলাফত

ইমাম ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদের নিহত হবার সংবাদ যখন কূফাবাসীদের নিকট পৌছে তখন আবূ সালমা খাল্লাল খিলাফতের পদ আলী বংশীয়দের প্রতি ন্যস্ত করার ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু অন্যান্য আমীর-উমারা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তা হতে দেয়নি, তারা অবিলম্বে আবূ আব্বাস সাফ্ফাহ্কে উপস্থিত করে এবং তাঁর হাতে খিলাফত ন্যস্ত করে। তাঁকে খলীফা মনোনীত করে। এ ঘটনা ঘটেছিল কূফাতে। তখন তাঁর বয়স ২৬ বছর। সর্বপ্রথম আবূ সালামা আল্-খাল্লাল তাঁকে খলীফারূপে মেনে নিয়ে বায়আত করে। তা ছিল এই হিজরী সনের অর্থাৎ ১৩২ হিজরী সনের রবিউছ্-ছানী মাসের তের তারিখ জুমুআ-রাতের ঘটনা। পরের দিন জুমুআর সময় একটি খাকী রঙের গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে সাফ্ফাহ্ মসজিদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সশস্ত্র সৈনিকগণ তাঁর সাথে ছিল। তিনি প্রশাসনিক ভবনে প্রবেশ করলেন। তারপর জামে' মসজিদে গিয়ে জুমুআর নামাযে ইমামতী করলেন। এরপর মিম্বরে আরোহণ করলেন। জনগণ তাঁর হাতে বায়আত করে। তিনি ছিলেন মিম্বরের সর্বোচ্চ সিঁড়িতে। তাঁর চাচা দাঊদ ইব্ন আলী তাঁর তিন-সিঁড়ি নীচে অবস্থান করছিলেন। সাফ্ফাহ্ বক্তব্য রাখলেন। সর্বপ্রথম তিনি বললেন, সব প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্র যিনি নিজের জন্যে ইসলাম ধর্মকে বেছে নিয়েছেন। তিনি এই ধর্মকে সম্মান ও মার্যাদাবান করেছেন। আমাদের জন্যে এই ধর্ম মনোনীত করেছেন। আমাদের দ্বারা এটিকে শক্তিশালী করেছেন। আমাদেরকে এই ধর্মের অনুসারী, রক্ষক, প্রতিষ্ঠাকারী ও সাহায্যকারী বানিয়েছেন। তাকওয়ার বাণী আমাদের জন্যে আবশ্যক করে দিয়েছেন। আমাদের তাকওয়া অবলম্বনের উপযুক্ত ও অগ্রাধিকারী করেছেন। তাঁর রাসূলের আত্মীয়তায় আমাদেরকে ধন্য করেছেন। ইসলাম ও মুসলমানদের সমন্বয়ে আমাদেরকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি মুসলমানদের উপর কিতাব নাযিল করেছেন যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়। এ প্রসংগে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا -

"হে নবী-পরিবার ! আল্লাহ্ তো চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। (সূরা আহযাব ঃ ৩৩)"। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ لاَّ اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى -

"বলুন, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না আত্মীয়দের সৌহার্দ্য ব্যতীত (সূরা শূরা ঃ ২৩)"। মহান আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেন ঃ

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ -

"আপনার নিকটাত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দিন (সূরা শুআরা ঃ ২১৪)"। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرْبٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى
وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ *

"আল্লাহ্ এই জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দান করেছেন তা আল্লাহ্র, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের এবং অভাবগ্রস্তদের এবং পথচারীদের (সূরা হাশর ঃ ৭)"।

বস্তুত এসকল আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ আমরা যারা নবী পাকের আত্মীয় তাদের মর্যাদা ও সম্মান বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং আমাদের প্রাপ্যও ভালবাসা অন্যদের জন্যে আবশ্যক করে দিয়েছেন। আমাদের মর্যাদার নিরিখে যুদ্ধ-লব্ধ মালামালে আমাদের অংশ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

পথভ্রষ্ট লোকেরা মনে করেছে যে, খিলাফত, নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অন্যরা আমাদের চেয়ে অধিক দাবীদার। তাদের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হোক। হে লোক সকল ! আমাদের দ্বারা মহান আল্লাহ্ মানব জাতিকে গোমরাহীর পর হিদায়াতের পথে এনেছেন। ওদের অজ্ঞতার পর তিনি তাদেরকে সাহায্য করেছেন। ধ্বংসের মুখোমুখি হবার পর তাদেরকে উদ্ধার করেছেন। আমাদের মাধ্যমে তিনি সত্য প্রকাশ করেছেন। অসত্য বিদূরিত করেছেন। আমাদের মাধ্যমে তিনি মানুষের ত্রুটিগুলো সংশোধন করে দিয়েছেন। হীনতা থেকে উঁচুতে তুলেছেন। কমতিকে পূর্ণতা দিয়েছেন। বিচ্ছিন্নতাকে ঐক্যে রূপান্তরিত করেছেন। ফলে পরস্পর শত্রু থাকার পর মানুষ পরস্পর সহানুভূতিশীল, সহমর্মী, অনুগ্রহশীল ও দয়ার্দ্র হয়ে উঠেছে। দুনিয়ার জীবনে। আর পরকালীন জীবনের জন্যে মুখোমুখি পালংকে উপবিষ্ট হবার যোগ্যতাসম্পন্ন ভাই-ভাই হয়ে গিয়েছে। প্রিয়নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর ওসীলায় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্যে নিআমতের এই দরজা খুলে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় রাসূলকে তুলে নেবার পর তাঁর সাহাবীগণ এই দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের কর্ম ছিল পরস্পর পরামর্শ-ভিত্তিক। উম্মতের উত্তরাধিকারিত্বকে তারা ন্যায়পরায়ণতার সাথে প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রত্যেক বিষয়কে তাঁরা যথাস্থানে স্থাপন করেছেন। প্রাপককে প্রাপ্য প্রদান করেছেন। দুর্বল ও অশুদ্ধ বিষয়গুলো পরিহার করেছেন। এরপর হারব ও মারওয়ানের বংশধরেরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এই পদ তারা ছিনিয়ে নিল। নিজেদের মধ্যে হস্তান্তর করতে লাগল। এ বিষয়ে তারা যুলুম ও অন্যায় পথে চলেছে। জনসাধারণের উপর নির্যাতন চালিয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে কিছু দিন অবকাশ দিয়েছিলেন فَلَمَّا اسَفُوْنَا (اَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ –যখন ওরা আমাকে ক্রোধান্বিত করল আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম)। তারপর মহান আল্লাহ্ ওদের হাত থেকে ওই কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের হাতে অর্পণ করলেন। আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। আমাদের দ্বারা উম্মতের ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করলেন। তিনি নিজে আমাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলেন। আমাদেরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত

থাকলেন। যাতে আমাদের মাধ্যমে বিশ্বের দুর্বল মানুষদের প্রতি অনুগ্রহ করতে পারেন। আমাদেরকে দিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন আমাদেরকে দিয়েই তা সমাপ্ত করলেন। আমি আশা করছি যে, যে প্রান্ত থেকে কল্যাণ এসেছে সে প্রান্ত থেকে যুলুম আসবে না। যেদিক থেকে শুদ্ধতা এসেছে সেদিক থেকে বিপর্যয় আসবে না। আমরা যারা আহ্‌লে বায়ত তথা নবী-পরিবার মহান আল্লাহ্‌র দেওয়া শক্তি-সামর্থ্য ব্যতীত আমাদের কোন শক্তি-সামর্থ্য নেই।

ওহে কূফাবাসিগণ ! আপনারা আমাদের প্রিয় পাত্র, আপনারা আমাদের ভালবাসার মানুষ। আমাদেরকে দিয়ে আপনারা অধিকতর ভাগ্যবান হয়েছেন এবং আমাদের নিকট সম্মান লাভ করেছেন। আপনাদের রাষ্ট্রীয় ভাতা আমি ১০০ দিরহাম করে বৃদ্ধি করে দিলাম। কাজেই, আপনারা প্রস্তুত থাকুন। আমি কিন্তু দুর্দান্ত ধ্বংসশালী। বক্তৃতার সময় সাফ্‌ফাহ্‌ রোগাক্রান্ত ছিলেন। বক্তৃতা দিতে গিয়ে তাঁর অসুস্থতা আরো বেড়ে গেল। তিনি মিম্বরের উপর বসে পড়লেন।

এবার তাঁর চাচা দাঊদ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌ তা'আলার। তিনি আমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করেছেন সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এই প্রশংসা। তিনি আমাদের উত্তরাধিকারিত্ব আমাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। হে লোক সকল ! এখন দুঃখ রজনীর অন্ধকার কেটে গেছে। এখন আসমান ও যমীন আলোকময় হয়ে উঠেছে। এখন খিলাফতের সূর্য তার মূল উদয়স্থল হতে উদিত হয়েছে। সূর্য যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করেছে। প্রত্যাবর্তন করেছে তোমাদের নবীর পরিবারের নিকট। স্নেহময়, দয়াশীল ও অনুগ্রহকামী নবীর বংশধরদের নিকট।

ওহে লোক সকল ! আমরা ধন-সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্যে খিলাফতের পেছনে ছুটিনি। আমরা নদী ও জলাশয় খনন, দালান ও প্রাসাদ নির্মাণ এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয়ের জন্যে এই আন্দোলন পরিচালনা করিনি। আমাদের আত্মসম্মান আমাদেরকে এই আন্দোলনে ঠেলে দিয়েছে। আমাদের অধিকার ছিনিয়ে আনা, চাচাত গোষ্ঠির প্রতি বিদ্বেষ, তোমাদের প্রতি উমাইয়াদের অসদাচারণ ও লাঞ্ছনা, দান-সাদাকা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদে তাদের স্বজনপ্রীতি আমাদেরকে এই আন্দোলনের উদ্বুদ্ধ করেছে। এখন তোমাদের জন্যে আমাদের উপর আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারী এবং হযরত আব্বাসের যিম্মাদারী রয়েছে। আমরা তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করব। আমরা নিজেরা আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করব এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জীবনাদর্শ মুতাবিক আশরাফ-আতরাফ সকলে মিলে নিজেদের জীবন পরিচালনা করব। ধ্বংস বনূ উমাইয়াদের জন্যে, ধ্বংস বনূ মারওয়ানের জন্যে। ওরা নগদকে বাকীর উপর প্রাধান্য দিয়েছে। অস্থায়ী জীবনকে চিরস্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। তারা পাপাচারিতায় জড়িয়ে পড়েছিল এবং জনসাধারণের উপর যুলুম করেছিল। তারা হারাম ও নিষিদ্ধ কর্ম সংঘটিত করেছিল। জনসাধারণের প্রতি অন্যায় আচরণ করেছিল।

মহান আল্লাহ্‌র দেওয়া অবকাশ সম্পর্কে গাফিল হয়ে, মহান আল্লাহ্‌র পাকড়াও সম্পর্কে অন্ধ হয়ে এবং মহান আল্লাহ্‌র কৌশল সম্পর্কে নির্ভয় থেকে তারা গোমরাহী ও বিভ্রান্তির ময়দানে ঘোড়া দৌড়িয়েছি। রাজ্যে ও দেশে গৌরব ও অহংকারের আচরণ করেছে। ফলে আল্লাহ্‌র আযাব তাদের উপর নেমে এসেছে যখন তারা ছিল ঘুমন্ত। শেষ পর্যন্ত তারা হয়ে গেল কাহিনীর

বিষয়বস্তু। তারা হয়ে গেল ছিন্ন ভিন্ন। ধ্বংস হয়ে গেল যালিম সম্প্রদায়। মহান আল্লাহ্ মারওয়ানকে লাঞ্ছিত করলেন। অথচ চরম প্রতারক ইবলীস তাকে প্রতারিত করেছিল মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে।

আল্লাহ্‌র দুশমন মারওয়ান তার ঘোড়া ছুটিয়েছিল। কিন্তু অতিরিক্ত লাগামে পেঁচিয়ে ওই ঘোড়া ধরাশায়ী হয়েছে। ওই আল্লাহ্‌দ্রোহী কি মনে করেছিল যে, তাকে কেউ কাবু করতে পারবে না ? সে তার অনুসারীদেরকে ডেকেছিল। তার সৈনিকদেরকে একত্রিত করেছিল। যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে তার সামনে-পেছনে, ডানে-বামে এবং উপরে ও নীচে শুধু মহান আল্লাহ্‌র কৌশল, শক্তি, পাকড়াও ও আযাব দেখতে পেল। যা তার বাতিল কর্মতৎপরতা ব্যর্থ করে দেয়। তার গোমরাহীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তার উপর মন্দ পরিণাম ডেকে আনে। তার পাপচারিতা তাকে পরিবেষ্টিত করে ফেলে এবং মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে আমাদের হক ও অধিকার ফিরিয়ে দেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দেন।

হে লোক সকল ! আমাদের নবনিযুক্ত এই আমীরুল মু'মিনীন খলীফা। আল্লাহ্ তাঁকে সুদৃঢ় সাহায্য করেছেন। তিনি জুমুআর নামাযের পর মিম্বরে বসেছেন বক্তব্য দেওয়ার জন্যে এ কারণে যে, জুমুআ বিষয়ক বক্তব্যের সাথে যেন অন্য বক্তব্য মিলে মিশে না যায়। কথা শেষ হবার আগেই তিনি বক্তব্য বন্ধ করে দিলেন তাঁর প্রচণ্ড জ্বরের কারণে। কাজেই, সকলে আমীরুল মু'মিনীনের আরোগ্য লাভের জন্যে দু'আ করুন। মহান আল্লাহ্ তাঁর দুশমন, শয়তানের খলীফা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টিকারী মারওয়ানের পরিবর্তে আপনাদেরকে এমন কি খলীফা প্রদান করেছেন যিনি মহান আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুলকারী, ভাল মানুষদের পদাংক অনুসারী যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবার পর হিদায়াতের আলো দ্বারা সেখানে কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

বর্ণনাকারী বলেন এ কথা শুনে উপস্থিত জনগণ চীৎকার ও আহাজারির সাথে দু'আ করতে লাগল। এরপর দাঊদ (র) বললেন, জেনে রাখুন, হে কূফাবাসিগণ ! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তিরোধানের পর হযরত আলী এবং এই খলীফা সাফ্ফাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপযুক্ত লোক এই মিম্বরে বসেনি। আরো জেনে রাখুন, এই খিলাফতের হকদার আমরাই। আমাদের বাহিরের কেউ নয়। আমরাই বংশানুক্রমে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করে যাব এবং শেষ পর্যন্ত হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট এটি হস্তান্তর করব।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে যে পরীক্ষা করেছেন এবং যে নিআমত দিয়েছেন সেজন্যে তাঁর প্রতি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। এরপর দাঊদ এবং আবূ আব্বাস সাফ্ফাহ্ দু'জনেই মিম্বর হতে নেমে সরকারী প্রাসাদে চলে গেলেন। এরপর আসরের সময় পর্যন্ত জনগণ আবূ আব্বাসের হাতে বায়আত করল। আসরের পর হতে পুনরায় রাত পর্যন্ত বায়আত করল।

এরপর আবূ আব্বাস কূফার উপকণ্ঠে বেরিয়ে এলেন। তাঁর সাথে সৈন্য সমাবেশ ঘটালেন। কূফাতে স্বীয় চাচা দাঊদকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীকে প্রেরণ করলেন আবূ আওন ইব্ন আবূ ইয়াযীদের নিকট। ভাতিজা 'ঈসা ইব্ন মূসাকে প্রেরণ করলেন হাসান ইব্ন কাহ্তাবার নিকট। হাসান তখন ওয়াসিত অঞ্চলে ইব্ন হুবায়রাকে অবরুদ্ধ করে রাখায় নিয়োজিত ছিল। তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জা'ফর ইব্ন তাম্মাম ইব্ন আব্বাসকে প্রেরণ করলেন মাদাইন অঞ্চলে হামীদ ইব্ন কাহ্তাবা এর নিকট, আবূ ইয়াকযান উছমান ইব্ন উরওয়া

ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আম্মার ইব্ন ইয়াসিরকে পাঠালেন বুসাম ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন বুসামের নিকট আহওয়ায অঞ্চলে। সালামা ইব্ন আমর ইব্ন উছমানকে পাঠালেন মালিক ইব্ন তাওয়াফের নিকট। তিনি নিজে সৈন্য বেষ্টিত হয়ে কয়েক মাস সেখানে অবস্থান করলেন। তারপর সেখান থেকে হাশেমী নগরীর রাজকীয় প্রাসাদে গমন করলেন। ইতিমধ্যে আবূ সালামা খাল্লালের প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন। কারণ, আবূ সালামা খাল্লাল খিলাফতের পদ আব্বাসীয়দের পরিবর্তে ফাতেমীদের হাতে সমর্পণের চেষ্টা করেছিল এই তথ্য সাফ্ফাহ্ জানতে পেরেছিলেন। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ানের হত্যাকাণ্ড

মারওয়ান শেষ উমাইয়া খলীফা। এরপর খিলাফত আব্বাসীয়দের হাতে চলে যায়। মহান আল্লাহ্ বলেন : وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَاۤءُ –আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা আপন কর্তৃত্ব দান করেন (সূরা বাকারা : ২৪৭)। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন : قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ –বলুন, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্ (সূরা আল-ইমরান : ২৬)।”

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আবূ মুসলিম এবং তার অনুসারীদের কর্মকাণ্ড এবং খুরাসানের চলমান পরিস্থিতি অবগত হবার পর মারওয়ান তার বাসস্থান হাররাম ছেড়ে মূসেলের নিকটবর্তী এক নদী তীরে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন দ্বীপাঞ্চলের ওই এলাকা “আল-যাব” নামে পরিচিত ছিল। এরপর কূফাতে আবূ আব্বাস সাফ্ফাহ্র হাতে খলীফারূপে বায়আত করা হয়েছে এবং সৈন্য বেষ্টিত হয়ে তিনি সেখানে অবস্থান করছেন এটা শুনে সে দারুণভাবে মর্মাহত হয়। আব্বাসীদের মুকাবিলায় সে সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। কিন্তু সাফ্ফাহ্-এর অনুগত সেনাপতি আবূ আওন এক বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে মারওয়ানকে প্রতিরোধ করার জন্যে এগিয়ে আসে। আলযাবে শিবির স্থাপন করে সেনাপতি আবূ আওন। সাফ্ফাহের পক্ষ হতে অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্য আসে তার নিকট। এরপর খলীফা সাফ্ফাহ্ তার পরিবারের যে সকল সদস্য যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী তাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানান। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী তাঁর ডাকে সাড়া দেন। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্র বরকতের উপর নির্ভর করে তুমি যাত্রা কর। তিনি বহু সৈনিকের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন। আবূ আওনের নিকট এসে পৌঁছলেন তিনি। আবূ আওন সেনাপতির পদ হতে সরে গিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীকে ওই পদে বসালেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী তাঁর পুলিশ বাহিনীর প্রধানরূপে নিযুক্ত করলেন হিয়াশ ইব্ন হাবীব তাঈ এবং নাসীর ইব্ন মুহতাফিযকে। এদিকে আবূ আব্বাস সাফ্ফাহ্ ত্রিশ সদস্যের সংবাদবাহী দলের প্রধান হিসেবে মূসা ইব্ন কা'বকে পাঠালেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীর নিকট যাতে তিনি দ্রুত মারওয়ানের উপর আক্রমণ চালান এবং জটিল কোন পরিস্থিতি সৃষ্টির সুযোগ না দিয়ে মারওয়ানকে হত্যা করেন। মারওয়ান হত্যার মাধ্যমে যেন যুদ্ধের উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যায়।

নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী মারওয়ানের উপর আক্রমণ করার জন্যে অগ্রসর হলেন। মারওয়ান তার সেনাদল নিয়ে প্রস্তুত হল। দিনের প্রথমভাগে উভয় পক্ষ সারিবদ্ধ হয়। কথিত আছে যে, ওইদিন মারওয়ানের সাথে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য ছিল। কেউ বলেছেন এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য ছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীদের সৈন্য ছিল মাত্র বিশ হাজার।

মারওয়ান তখন আবদুল আযীয ইব্ন উমর ইব্ন আবদুল আযীযকে বলেছিল, 'আজ যদি সূর্য ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত ওরা আমাদের উপর আক্রমণ না করে তাহলে আমরা জয়ী হব। খিলাফত আমাদের হাতে থাকবে। আমরা যুগ-যুগান্তের খিলাফত পরিচালনা করে অবশেষে হযরত ঈসার (আ)-এর নিকট তা হস্তান্তর করব। আর ওরা যদি সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে আমাদের উপর আক্রমণ চালায় তাহলে আমরা পরাজিত হব। আমরা মহান আল্লাহ্র বান্দা মহান আল্লাহ্র নিকট ফিরে যাব।

এরপর মারওয়ান শান্তি চুক্তির প্রস্তাব পাঠায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীর নিকট। আবদুল্লাহ্ বলেন, ওই ইব্ন যুরায়ক তো মিথ্যাবাদী। শান্তি চুক্তি নয় বরং সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বেই ইনশাআল্লাহ্ অশ্ববাহিনী তাকে পদদলিত করবে। সেদিন ছিল শনিবার। এই হিজরী সন অর্থাৎ ১৩২ হিজরী সনের জুমাদাল উখরা মাসের এগার তারিখ।

মারওয়ান বলল তার সৈন্যদেরকে "সকলে স্থির থাক। কেউই যুদ্ধ শুরু করবো না।" সে বার বার সূর্যের দিকে তাকাচ্ছিল। তারই সেনাপতি ওয়ালীদ ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন মারওয়ান তার নির্দেশ অমান্য করে। সে ছিল খলীফা মারওয়ানের জামাতা। সে আববাসীদের উপর আক্রমণ করে বসে। এতে মারওয়ান রেগে যায়। সে তাকে গালমন্দ করে। সে প্রথমে আব্বাসী সৈন্যদের ডান বাহুর উপর আক্রমণ করে। আবূ আওন তখন আবদুল্লাহ্র পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আবদুল্লাহ্র পক্ষে মূসা ইব্ন কা'ব যুদ্ধ পরিচালনা করছিল। সে লোকদেরকে সওয়ারী হতে নেমে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল। সৈন্যরা নেমে পড়ে এবং তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। সম্মিলিত আক্রমণ চালায় তারা প্রতিপক্ষের উপর। সিরীয় তথা উমাইয়া সৈন্যগণ বরাবর পিছু সরতে থাকে। আবদুল্লাহ্ বরাবর সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন, আর বলতে থাকেন হে আমার প্রতিপালক! কখন আমরা আপনার পথে শহীদ হব ? তিনি ডেকে ডেকে বলছিলেন, ওহে খুরাসানবাসিরা ! ওহে ইমাম ইবরাহীমের সুসংবাদ প্রাপ্ত জনতা! হে মুহাম্মদ! হে মানসূর! উভয় পক্ষে চলছিল ভীষণ যুদ্ধ। চারিদিকে শুধু তামার উপর লোহা পতনের ঝন ঝন শব্দ।

মারওয়য়ান কুদাআ গোত্রের প্রতি প্রস্তাব দিল সওয়ারী থেকে নেমে যুদ্ধ করার জন্যে। তারা বলল, বরং বনূ সুলায়ম গোত্রকে বল সওয়ারী থেকে নেমে যুদ্ধ করতে। সে সাকাসিক গোত্রকে নির্দেশ দিল শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ করার জন্যে। তারা বলল, বনূ আমির গোত্রকে বল, তারা যেন আক্রমণ করে। এরপর সে সাকূন গোত্রের নিকট সংবাদ পাঠাল তারা যেন আক্রমণ চালায়। জবাবে তারা বলল, বরং গুতফান গোত্রকে আক্রমণ চালাতে বলুন। এরপর সে তার পুলিশ প্রধানকে বলল, তুমি নিজে সওয়ারী থেকে নেমে পড়। সে বলল, না, আমার দ্বারা তা হবে না। আমি নিজেকে বর্শার লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারব না। মারওয়ান বলল, তবে আল্লাহ্র কসম ! আমি তোমাকে দুঃখের মুখোমুখি করব। সে বলল, আপনি যদি পারেন তা করবেন।

কেউ কেউ বলেছেন যে, মারওয়ান এই কথাটি বলেছিল ইব্ন হুবায়রাকে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, এরপর সিরীয় বাহিনী পরাজয়বরণ করে। ওদের পেছনে পেছনে পলায়ন করতে থাকে খুরাসানিগণ। ওদের কেউ কেউ নিহত হচ্ছিল, কেউ হচ্ছিল বন্দী। সেদিন যতলোক নিহত হয়েছে তার চেয়ে বেশী নদীতে ডুবে মরেছে। যারা ডুবে মরেছে তাদের মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত প্রশাসক ইবরাহীম ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক ছিল। আব্বাসী সেনাপতি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী পরে সেতু পুনঃস্থাপন ও ডুবন্তদের তুলে আনার নির্দেশ দেন। তিনি এই

আয়াত পাঠ করছিলেন ঃ وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنَاكُمْ وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ –যখন তোমাদের জন্যে সাগরকে দ্বিধাবিভক্ত করেছিলাম এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ও ফিরআওনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছিলাম আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে (সূরা বাকারা ঃ ৫০)।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী সাতদিন ওই যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করছিলেন। ওইদিন মারওয়ানের পলায়ন সম্পর্কে সাঈদ ইব্ন আ'সের বংশধরদের একদল নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছিল ঃ

لَجَّ الْفِرَارُ بِمَرْوَانَ فَقُلْتُ لَهُ + عَادَ الظَّلُوْمُ ظَلِيْمًا هَمُّهُ الْهَرْبُ

"আজ মারওয়ানকে পলায়নপরতা পেয়ে বসেছে। আমি তাকে বলেছি প্রচণ্ড যালিম ও যুলুমবায আজ মাযলূম ও নির্যাতিত হয়ে পড়েছে। এখন তার একমাত্র চিন্তা পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করা।"

اَيْنَ الْفِرَارُ وَتَرْكُ الْمُلْكِ اِذْ ذَهَبَتْ + عَنْكَ الْهُوَيْنَا فَلاَ دِيْنَ وَلاَ حَسَبَ

"তুমি ক্ষমতা ছেড়ে কোথায় পলায়ন করবে ? তোমার কর্তৃত্ব যখন শেষ হয়েছে এখন তোমার না আছে ধর্ম আর না আছে ইয্যত।"

فَرَاشَهُ الْحُلْمُ فِرْعَوْنُ الْعِقَابِ وَاِنْ + تَطْلُبْ نَدَاهُ فَكَلْبٌ دُوْنَهُ كَلْبُ

"ফিরআওনের শাস্তির ন্যায় শাস্তি তাকে শয়নে-স্বপনে তাড়া করে ফিরছে। তার পেছনে শুধু কুকুরের তাড়া ও ধাওয়া।"

মারওয়ানের সেনাবাহিনীর ফেলে যাওয়া ধন-সম্পদ ও পশুপাল সবগুলো দখলে নিয়ে নিল সেনাপতি আবদুল্লাহ্। তবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মারওয়ানের একটি ক্রীতদাসী ছাড়া সেখানে কোন মহিলা পাওয়া যায়নি। সেনাপতি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী এই বিজয়েয়র সংবাদ লিখে জানায় খলীফা আবূ আব্বাস সাফ্ফাহ্কে। শত্রুপক্ষ হতে প্রাপ্ত ধন-সম্পদের বিবরণ ও তাঁকে অবগত করে। বিজয় সংবাদ শুনে খলীফা আল-সাফ্ফাহ্ মহান আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দুই রাকআত নামায আদায় করেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সৈন্যকে ৫০০ দিরহাম করে পুরস্কার প্রদান করেন এবং তাদের নিয়মিত ভাতা ৮০ দিরহামে উন্নীত করে দেন। তিনি তখন মহান আল্লাহ্র এই বাণী তিলাওয়াত করছিলেন ঃ

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ـ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّىْ اِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ ـ قَالُوْا لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ *

তারপর তালূত যখন সেনাবাহিনীসহ বের হল সে তখন বলল, আল্লাহ্ একটি নদী দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। যে কেউ সেটি থেকে পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়। আর যে সেটির স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভুক্ত। এছাড়া যে নিজ হস্তে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সেও আমার দলভুক্ত। তারপর অল্প সংখ্যক ব্যতীত তারা তা হতে পান করল। সে এবং তার সঙ্গী ঈমানদারগণ যখন সেটি অতিক্রম করল তখন তারা বলল, জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নেই। কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহ্র সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটবে। তারা বলল, "আল্লাহ্র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে।" আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সাথে রয়েছেন (সূরা বাকারা ঃ ২৪৯)।

মারওয়ান হত্যার বিবরণ

জাব-এর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মারওয়ান পালাতে থাকে। সে যাচ্ছে তো যাচ্ছে, কারো দিকে তার তাকানোর সময় নেই। আব্বাসী যুদ্ধনায়ক আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী যুদ্ধক্ষেত্রে সাতদিন অবস্থান করলেন। এরপর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মারওয়ানের পিছনে ছুটলেন। খলীফা সাফ্ফাহ্ এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। মারওয়ান হাররান ত্যাগের সময় আবূ মুহাম্মদ সুফয়ানীকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছিল এবং তার ভাগ্নে ও জামাতা আবান ইব্ন ইয়াযীদকে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিল। আবান ছিল তার কন্যা উম্মু উছমানের স্বামী।

আব্বাসী সেনাপতি আবদুল্লাহ যখন হাররান এসে পৌঁছেন তখন আবান ইব্ন ইয়াযীদ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী তাকে নিরাপত্তা প্রদান করে এবং ওই পদে বহাল রাখে। সে গৃহে ইমাম ইবরাহীমকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সেই গৃহটি ধ্বংস করে দেওয়া হল।

মারওয়ান যেতে যেতে কিন্নিসরীন পার হয়ে হিমসের দিকে যাত্রা করল। তার হিম্স পৌঁছার পর স্থানীয় লোকজন নজরানা হিসেবে নিজেদের দ্রব্যসামগ্রী ও পশু সম্পদ তার নিকট হাযির করে। দুই থেকে তিন দিন সে ওখানে অবস্থান করে। এরপর ওখান থেকে যাত্রা করে। জনগণ যখন প্রত্যক্ষ করল যে, তার সাথে লোকজন খুব কম তখন তারা তাকে ধাওয়া করল তাকে হত্যা করার এবং তার মালামাল লুট করার জন্যে। ওরা বলল, ধর-ধর এ যে, পরাজিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত পদচ্যুত ব্যক্তি। হিমসের নিকটবর্তী এক ময়দানে তারা তার নাগাল পায়। ওদেরকে ঘায়েল করার জন্যে সে দুইজন সৈনিককে এক গোপনস্থানে লুকিয়ে রাখে। স্থানীয় জনগণ তার কাছাকাছি পৌঁছার পর মারওয়ান তাদের সহানুভূতি কামনা করে এবং তাদেরকে ফিরে যেতে অনুরোধ করে। কিন্তু তারা যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু মেনে নিতে অস্বীকার করে। ফলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়। গুপ্তঘাতক দুইজন পেছন থেকে স্থানীয় জনগণের উপর আক্রমণ চালায়। ফলে স্থানীয় জনগণ পরাজিত হয়ে পলায়ন করে।

মারওয়ান দামেস্কে এসে পৌঁছে। সেখানে প্রশাসক ছিল তারই নিয়োগপ্রাপ্ত তার জামাতা ওয়ালীদ ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন মারওয়ান। ওয়ালীদকে সেখানে রেখে মারওয়ান মিসরের উদ্দেশ্যে দামেস্ক ত্যাগ করে। আবদুল্লাহ্ এগিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রত্যেকটি জনপদ অতিক্রমকালে স্থানীয় জনসাধারণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়, তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁর হাতে বায়আত করে। তিনি সকলকে নিরাপত্তা দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি যখন কিন্নিসরীন গিয়ে পৌঁছেন তখন চার হাজার সৈন্যসহ তাঁর সহোদর আবদুস সামাদ ইব্ন আলী তাঁর সাথে মিলিত হয়। তাঁর সাহায্যার্থে খলীফা সাফ্ফাহ্ আবদুস সামাদকে প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ্ আরো অগ্রসর হয়ে হিম্স পৌঁছেন। সেখান থেকে বা'লাবাক্কা এবং সেখান থেকে আল-মায্যাহর পথে দামেস্ক এসে পৌঁছেন। সেখানে দু'দিন কিংবা তিনদিন অবস্থান করেন তিনি। এরপর তাঁর সহোদর ভ্রাতা সালিহ

ইব্‌ন আলী আট হাজার সৈন্য নিয়ে তাঁর সাথে যোগ দেন। খলীফা সাফ্‌ফাহের নির্দেশে তারা আগমন করে। সালিহ্ অবস্থান গ্রহণ করে আযরা-এর মারাজ অঞ্চলে। আবূ আওন অবস্থান নেয় কায়সান ফটকে। বুসাম অবস্থান নেয় বাব-আল সাগীর ফটকে। হামীদ ইব্‌ন কাহ্‌তাবা বাব-আল-তাওমা ফটকে। আবদুস সামাদ, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাফওয়ান এবং আব্বাস ইব্‌ন ইয়াযীদ অবস্থান নেয় বাব আল-ফারাদীস ফটকে। সেনাপতি আবদুল্লাহ্ তাঁর সহযোগীদেরকে নিয়ে কয়েকদিন যাবত হিম্‌স অবরোধ করে রাখেন। অবশেষে এই হিজরী সন অর্থাৎ ১৩২ হিজরী সনের এগারই রমাযান বুধবার তাঁরা হিম্‌স জয় করেন। ওখানকার বহু লোককে তাঁরা হত্যা করেন। তিনদিন যাবত খুন-খারাবি বৈধ করে দেওয়া হয়েছিল। হিম্‌স দুর্গের সকল প্রাচীর ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

কথিত আছে যে, আবদুল্লাহ্ যখন দামেস্ক অবরোধ করেন তখন সেখানকার অধিবাসিগণ নিজেরা পরস্পর মতভেদে জড়িয়ে পড়ে। কেউ আব্বাসীদেরকে সমর্থন করতে থাকে আবার কেউ উমাইয়াদেরকে সমর্থন দিতে থাকে। এক পর্যায়ে নিজেরা মারামারি ও খুনাখুনিতে লিপ্ত হয়। ওরাই ওদের প্রশাসককে হত্যা করে এবং আব্বাসীদের হাতে শহর হস্তান্তর করে। দুর্গের পূর্ব প্রাচীরে সর্বপ্রথম আরোহণ করে আবদুল্লাহ্ তাঈ নামের এক লোক। বাব-আল-সাগীর বা ক্ষুদ্র ফটক দিয়ে প্রবেশ করে বুসাম ইব্‌ন ইবরাহীম। এরপর তিন ঘণ্টার জন্যে দামেস্ক নগরীতে খুন-খারাবী ও লুটতরাজ বৈধ করে দেওয়া হয়। এমনও বলা হয়ে থাকে যে, ওই সময়ে দামেস্কে প্রায় ৫০ হাজার লোককে হত্যা করা হয়।

ঐতিহাসিক ইব্‌ন আসাকির জা'ফর ইব্‌ন আবী তালিবের বংশধর উবায়দ ইব্‌ন হাসান আল-আরাজের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, দামেস্কের অবরোধকালে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীর সাথে ৫০০০ সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন। তাঁরা পাঁচ মাস যাবত দামেস্ক অবরোধ করে রেখেছিলেন। কেউ বলেছেন ১০০ দিন অবরোধ করে রেখেছিলেন। কারো মতে পনের দিন। কারো মতে একমাস। মারওয়ানের পক্ষে নিয়োজিত প্রশাসক ওই নগরীর নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণ করেছিল খুবই মজবুত করে। কিন্তু ইয়ামানী জাতিসত্তা ও মুদারী জাতিসত্তার প্রশ্নে নিজেরা বিরোধে জড়িয়ে পড়ার কারণে আব্বাসীদের বিজয়ের পথ সহজ হয়ে পড়ে। মূলত এই দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে আব্বাসীরা সেটি জয় করে নিতে সক্ষম হয়।

দামেস্ক অধিবাসিগণ নিজেদের মধ্যে এত কঠিন গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল যে, তারা মসজিদে মসজিদে দুইগোত্রের জন্যে দুইটা করে মিহরাব তৈরি করেছিল। জামে' মসজিদে তৈরি করা হয়েছিল দুইটা মিম্বর। জুমুআর দিনে একই সাথে দুই মিম্বরে দুইজন ইমাম দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দিত। এত আশ্চর্যজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মধ্যে। ফিতনা, গোঁড়ামী গোষ্ঠিবাদ তাদেরকে এত নীচে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা এই অনভিপ্রেত পরিস্থিতি থেকে মহান আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় কামনা করছি। ইব্‌ন আসাকির পূর্বোল্লিখিত জীবনীগ্রন্থে এগুলো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

ইব্‌ন আসাকির মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ নওফিলের জীবনীগ্রন্থে লিখেছেন যে, তিনি বলেছেন "আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী প্রথম যখন দামেস্কে প্রবেশ করেন তখন আমি তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি তরবারি হাতে সেখানে প্রবেশ করেন এবং তিন ঘণ্টার জন্যে খুন-খারাবী ও গণহত্যা বৈধ করে দেন। সেখানকার জামে' মসজিদ ৭০ দিন যাবত তাঁর উট-ঘোড়া ও অন্যান্য

চতুষ্পদ জন্তুর আস্তাবল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এরপর তিনি উমাইয়াদের কবরগুলো খনন করেন। মুআবিয়ার কবরে একটি কালো সূতা ব্যতীত কিছুই পাননি। আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের কবর খনন করা হয়। সেখানে একটি মাথার খোল পাওয়া যায়। কোন কোন কবরে এক বা একাধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাওয়া যায়। তবে হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের লাশ পাওয়া যায় সম্পূর্ণ অক্ষত। নাকের অগ্রভাগ ছাড়া তাঁর শরীরের অন্য কোন স্থানে কোন দাগ কিংবা জীর্ণতার চিহ্নও পড়েনি। সেনাপতি আবদুল্লাহ্ মৃত হিশামের লাশ পেয়ে ওই মৃত লাশকে চাবুক দিয়ে পিটিয়েছে। কয়েকদিন সেটিকে শূলিতে চড়িয়ে রাখে। তারপর আগুনে পুড়িয়ে ছাইগুলো বাতাসে উড়িয়ে দেয়। এটি এজন্যে করেছিল যে, তাঁর ভাই মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীকে হিশাম প্রহার করেছিল। হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক মুহাম্মদের একটি নাবালক ছেলেকে খুন করেছিল। মুহাম্মদ এই অভিযোগ করার কারণে হিশাম তাঁকে ৭০০ চাবুকাঘাত লাগিয়েছিল। উপরন্তু, তাঁকে রাজধানী থেকে বের করে বালকা এর হামীমা পাঠিয়ে দিয়েছিল।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আবদুল্লাহ্ উমাইয়া বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততিদের তথা পরবর্তী প্রজন্মের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সে তাদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে এবং হত্যা করতে থাকে। একদিনে সে রামাল্লা নদীর তীরে তাদের ৯২ হাজার লোককে হত্যা করে। তাদের মৃত অর্ধমৃত দেহের উপর সে ন্যাকড়া বিছিয়ে দেয়। তার উপর পশমী দস্তরখান রেখে সে অনায়াসে খাওয়া দাওয়া করে। নীচে আহত, ক্ষত-বিক্ষত দেহগুলো কাতরাচ্ছিল, গড়াগড়ি খাচ্ছিল। বস্তুত এটি ছিল আবদুল্লাহ্-এর সীমালংঘন ও নির্যাতন। অবশ্য পরবর্তীতে সে এর ফল ভোগ করেছে। এই অপতৎপরতার মাধ্যমে সে যা অর্জন করতে চেয়েছিল তা পায়নি এবং তার এই ক্ষমতা স্থায়ী থাকেনি। তার জীবনী আলোচনার সময় সেটি উল্লেখ করা হবে।

সে হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের স্ত্রীকে কতক খুরাসানী লোকের সাথে খালি পায়ে, খোলা মুখে, বিবস্ত্র অবস্থায় পায়ে হাঁটিয়ে এক মাঠে প্রেরণ করে। হিশামের স্ত্রী হল আবদাহ বিন্‌ত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়া। তারা সেখানে তাকে হত্যা করে। এরপর ওদের হাঁড়-মাংস যেটুকু অবশিষ্ট পেয়েছে সব আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। আবদুল্লাহ্ সেখানে ১৫ দিন অবস্থান করেছিলেন।

তিনি ইমাম আওযাঈকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে তাঁর সম্মুখে দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁকে বলেছিলেন, হে আবূ আমর' আমরা যা করলাম সে সব সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? আওযাঈ বলেন, আমি তখন বলেছিলাম, আমি সে বিষয়ে জানি না, তবে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আমাকে একটি হাদীস শুনিয়েছিলেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ انَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَّات –আমল বা কর্ম বিবেচ্য হবে নিয়্যত ও উদ্দেশ্যের আলোকে। এরপর হাদীসের অবশিষ্ট অংশও শুনালেন। ইমাম আওযাঈ বলেন, আমি তখন এই অপেক্ষায় ছিলাম যে, কখন আমার কাটা মাথা আমার সম্মুখে লুটিয়ে পড়ছে। এরপর আমাকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং আমাকে ১০০ দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা হয়।

এরপর আবদুল্লাহ্ যাত্রা করেন মারওয়ানের খোঁজে। যেতে যেতে "আল-কাসওয়া" নদীর তীরে গিয়ে পৌছেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন জা'ফর হাশেমীকে দামেস্কের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

এরপর তিনি এগিয়ে গিয়ে মারজ-আল-রূম নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেন। এরপর আসেন আবূ কাতরাস নদীর তীরে। সেখানে এসে দেখেন যে, মারওয়ান ওখান থেকে পালিয়ে মিসর চলে গিয়েছে। এ সময়ে খলীফা সাফ্ফাহের একটি চিঠি তাঁর হস্তগত হয়। খলীফা নির্দেশ দেন যে, সালিহ্ ইব্‌ন আলীকে মারওয়ানের খোঁজে প্রেরণ করে তিনি নিজে যেন সিরিয়ায় শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

সালিহ্ যাত্রা করেন মারওয়ানের খোঁজে। এই বছরের যুলকা'দা মাসে। তাঁর সাথে ছিল আবূ আমর এবং আমির ইব্‌ন ইসমাঈল। তিনি নদীর তীরে এসে পৌঁছলেন। সেখানকার নৌকাগুলো একত্র করলেন। তিনি সংবাদ পেলেন যে পদচ্যুত খলীফা মারওয়ান পালিয়ে "আল-ফারমা" নামক স্থানে চলে গিয়েছে। কেউ কেউ ওই স্থানটির নাম "আল-ফায়ূম" বলেন। সালিহ্ নদীর তীর ধরে এগিয়ে যেতে থাকেন। নৌকাগুলো তাঁর সাথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি "আরীশ" এসে পৌঁছেন। এরপর যাত্রা করে নীলনদ এবং তারপর "আল-সাঈদ" অঞ্চলে আসেন। মারওয়ান ইতিমধ্যে নীল নদী পার হয়ে ওপারে চলে যায় এবং সেতুটি ভেঙ্গে দেয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার খাদ্য-দ্রব্য ও ঘাস পাতা সব জ্বালিয়ে দেয়। সালিহ্ তার খোঁজে অগ্রসর হচ্ছিলেন। পথিমধ্যে মারওয়ান-পক্ষীয় এক অশ্ব বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে মারওয়ানের অশ্ববাহিনী পরাজিত হয়। এরপর মারওয়ানের একাধিক অশ্ববাহিনীর সাথে সংঘর্ষ হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে মারওয়ান বাহিনী পরাজয়বরণ করে। নিহত ও বন্দী হয়। বন্দীদেরকে মারওয়ানের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তাদের কেউ কেউ তার অবস্থান সম্পর্কে জানিয়ে দেয়। তখন সে "আবূ সায়র" গির্জায় অবস্থান করছিল। শেষ রাতে সালিহ্ বাহিনী ওখানে গিয়ে পৌঁছে। তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে মারওয়ানের সাথে থাকা সকল সৈনিক পালিয়ে যায়। কয়েকজন সাথীসহ মারওয়ান গির্জা থেকে বেরিয়ে আসে। তারা তাকে চারিদিকে থেকে ঘিরে ফেলে এবং হত্যা করে। মা'ওয়াদ নামের বসরা অধিবাসী এক লোক তাকে ছুরিকাঘাত করে। তখনও সে অপরিচিত ছিল। হঠাৎ এক লোক বলে ওঠে যে, ইনি আমীরুল মু'মিনীন-খলীফা, মরে পড়ে আছেন। কূফার এক ডালিম বিক্রেতা দ্রুত এগিয়ে যায় এবং এক সময়ের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী খলীফা মারওয়ানের মাথা কেটে নিয়ে আসে। এই সেনা বাহিনীর প্রধান আমির ইব্‌ন ইসমাঈল খণ্ডিত মস্তক পাঠায় আবূ আওনের নিকট। আবূ আওন পাঠালেন সালিহ্ ইব্‌ন আলীর নিকট।

পুলিশ বাহিনীর সদস্য খুযায়মা ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন হানীকে দিয়ে সালিহ্ ওই খণ্ডিত মস্তক আমীরুল মু'মিনীন খলীফা আল সাফ্ফার নিকট প্রেরণ করে।

মারওয়ান নিহত হন যুলহাজ্জা মাসের ২৭ তারিখ রবিবার। কেউ বলেছেন ১৩২ হিজরীর ৭ই যুলহাজ্জ বৃহস্পতিবার তিনি নিহত হন। তাঁর খিলাফতের মেয়াদ ছিল পাঁচ বছর দশমাস দশ দিন। এটি প্রসিদ্ধ অভিমত। তাঁর বয়স সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন ৪০ বছর। কেউ বলেছেন ৫৬ বছর আবার কেউ বলেছেন ৫৮ বছর। কারো মতে ৬০, কারো মতে ৬২, ৬৩ কিংবা ৬৯ বছর। কেউ বলেছেন ৮০ বছর। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

মারওয়ান আল-হিমার সম্পর্কে কিছু কথা

তিনি হলেন, মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম ইব্‌ন আবূ আস ইব্‌ন

উমাইয়া কুরায়শী, উমাভী। তাঁর উপনাম আবূ আবদুল মালিক। তিনি শেষ উমাইয়া খলীফা। তাঁর মা জনৈকা কূর্দী ক্রীতদাসী। নাম তার লুবাবাহ্। দাসীটি ছিল ইবরাহীম ইব্ন আশাতার নাখঈ-এর। ইবরাহীম ইব্ন আশতার যেদিন নিহত হন সেদিন দাসীটি মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান তার দখলে নিয়ে যায় এবং ওই ঘরে মারওয়ানের জন্ম হয়।

কেউ কেউ বলেছেন যে, দাসীটি ছিল প্রথমে মুস'আব ইব্ন যুবায়রের। মারওয়ানের বাসস্থান ছিল আকাফীন বাজারে। এটি বলেছেন ইব্ন আসাকির। ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদের হত্যাকাণ্ড এবং ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদের মৃত্যুর পর মারওয়ান খলীফারূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর তিনি দামেস্কে আগমন করেন এবং ইবরাহীম ইব্ন ওয়ালীদকে পদচ্যুত করেন। ১২৭ হিজরী সনের সফর মাসের ১৫ তারিখ থেকে তিনি নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে খলীফা পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

আবূ মা'শার বলেছেন যে, ১২৯ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে তিনি খলীফা নিয়োজিত হন। জা'দ ইব্ন দিরহামের মতাদর্শে প্রভাবিত হবার কারণে তাঁকে মারওয়ান আল জা'দীও বলা হয়। তাঁর উপাধি আল-হিমার। তিনি উমাইয়া বংশের শেষ খলীফা। তাঁর খিলাফতকাল পাঁচ বছর দশ মাস দশ দিন। কেউ বলেছেন পাঁচ বছর এক মাস। আব্বাসী খলীফা আল সাফ্ফাহের পক্ষে বায়আত গ্রহণের পর তিনি নয় মাস জীবিত ছিলেন। তাঁর দেহের রং ছিল সাদা-লাল মিশ্রিত। দই চোখ নীলাভ। দাঁড়ি লম্বা লম্বা। মাথা বড়। তিনি খিযাব বা কলপ ব্যবহার করতেন না। খলীফা হিশামের শাসনামলে তাঁকে আযারবায়যান, আর্মেনিয়া ও জাযীরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছিল। এটি হল ১১৪ হিজরী সনের ঘটনা। সেই থেকে দীর্ঘ কয়েক বছরে তিনি বহুদেশ ও দুর্গ জয় করেন। তিনি কখনো 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্' বা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ হতে বিমুখ হননি। যুদ্ধ উপলক্ষে তিনি কাফির, তুর্কী, খাযরী ও লানসহ বহু জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন। তিনি ওদেরকে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছেন। তিনি একজন সাহসী, অগ্রগামী বিচক্ষণ ও নেতৃস্থানীয় যোদ্ধা। মহান আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী তাঁর পদচ্যুতি অনিবার্য এবং সে কারণে তাঁর সৈন্যরা তাঁকে অপমানিত করেছে নতুবা আপন বীরত্ব ও কৃতিত্ব গুণে তিনি খলীফা থেকেই যেতেন। কিন্তু মহান আল্লাহ্ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে তো লাঞ্ছিত হতেই হবে। মহান আল্লাহ্ যাকে অপমানিত করেন কেউ তাকে সম্মানিত করতে পারবে না।

যুবায়র ইব্ন বিকার তাঁর চাচা মুসআব ইব্ন আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন যে, উমাইয়াদের এই বিশ্বাস ছিল যে, কোন ক্রীতদাসীর ছেলে যদি তাদের খলীফা হয় তবে তার হাতে তাদের শাসন ক্ষমতার পতন ঘটবে। তারপর দাসীর ছেলে মারওয়ান খলীফা হবার পর ১৩২ হিজরী সনে তাদের শাসন ক্ষমতার পতন ঘটে।

হাফিয ইব্ন আসাকির বলেছেন, আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হুসাইন ছাওবান হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ لَا تَزَالُ الْخِلَافَةُ فِىْ بَنِىْ اُمَيَّةَ يَتَلَقَّفُوْنَهَا تَلَقُّفَ الْغِلْمَانِ الْكُرَةَ ، فَاِذَا خَرَجَتْ مِنْ اَيْدِيْهِمْ فَلَا خَيْرَ فِىْ عَيْشٍ –উমাইয়া গোত্রের লোকেরা একজন হতে অন্যজন খিলাফত ছিনিয়ে নিবে। যেমন, বাচ্চারা খেলার বল ছিনিয়ে নেয়। তারপর যখন খিলাফত তাদের হাতে হতে বাইরে চলে যাবে তখন জনজীবনে

কোন কল্যাণ থাকবে না। ইব্ন আসাকির এভাবেই উদ্ধৃত করেছেন। তবে এটি ভীষণ মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য হাদীস।

একদিন বাদশা হারূনুর রশীদ জিজ্ঞেস করেছিলেন আবূ বকর ইব্ন আইয়াশকে উত্তম খলীফা কারা ? আমরা না উমাইয়াগণ ? তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে, ওরা ছিল জন কল্যাণে অগ্রণী আর আপনারা সালাত প্রতিষ্ঠায় অগ্রগামী। তারপর হারূনুর রশীদ তাঁকে ছয় হাজার দিরহাম পুরস্কার প্রদান করেন। ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেছেন যে, খলীফা মারওয়ান একজন মানবতাবাদী, অহংকারী ব্যক্তি। খেলাধুলা ও আনন্দ-উৎসব তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে তিনি এগুলো হতে বিরত থাকতেন।

ঐতিহাসিক ইব্ন আসাকির বলেন যে, আবূ হুসাইন আলী ইব্ন মুকাল্লিদের পাণ্ডুলিপিতে আমি পাঠ করেছি যে, মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ মিসর পালিয়ে যাবার সময় রামাল্লাতে রেখে যাওয়া তাঁর এক ক্রীতদাসীর উদ্দেশ্যে নিম্নের কবিতা লিখেছিলেন ঃ

وَمَا زَالَ يَدْعُوْنِىْ اِلَى الصَّبْرِ مَا اَرٰى + فَابٰى وَيُدْنِيْنِىْ الَّذِىْ لَكَ فِىْ صَدْرِىْ

“আমার অভিজ্ঞতা আমাকে ধৈর্যধারণে উদ্ধুদ্ধ করছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করছি। তোমার প্রতি আমার অন্তরে যে আকর্ষণ তা আমাকে তোমার দিকে টানছে।”

وَكَانَ عَزِيْزًا اَنْ تَبِيْتِىْ وَبَيْنَنَا + حِجَابٌ فَقَدْ اَمْسَيْتِ مِنِّىْ عَلَى عَشْرٍ

“রাত্রি যাপন করা এখন তোমার জন্যেও কষ্টকর। এখন তো আমাদের মাঝে অন্তরায় ও পর্দা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। তুমি এখন আমার থেকে দশ দিনের দূরত্বে অবস্থান করছ।”

وَاَنْكَاهُمَا وَاللّٰهِ لِلْقَلْبِ فَاعْلَمِىْ + اِذَا زِدْتِ مِثْلَيْهَا فَصِرْتِ عَلٰى شَهْرٍ

“আল্লাহ্র কসম ! অন্তরের জন্যে আরো বিষাদময় হল সেই পরিস্থিতি যখন এর দ্বিগুণ দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়ে তুমি এক মাসের দূরত্বে অবস্থান করবে।”

وَاَعْظَمُ مِنْ هٰذَيْنِ وَاللّٰهِ اِنَّنِىْ + اَخَافُ بِاَنْ لاَ نَلْتَقِىْ اٰخِرَ الدَّهْرِ

“আল্লাহ্র কসম ! আরো কঠিন দুঃখময় হল সেই পরিস্থিতি যে, আমি আশংকা করছি জীবনে আর কোনদিন আমরা মিলিত হতে পারব না।”

سَأَبْكِيْكِ لاَمُسْتَبْقِيًا فَيْضَ عَبْرَةٍ + وَلاَ طَالِبًا بِالصَّبْرِ عَاقِبَةَ الصَّبْرِ

“আমি অবিলম্বে তোমার বিরহে কান্না শুরু করব। সেই ক্রন্দনে আমার চোখের পানি অবশিষ্ট থাকবে না, সব শুকিয়ে যাবে। আমি তখন ধৈর্যধারণের কথা চিন্তাও করব না। ধৈর্যধারণের চেষ্টাও করব না।”

কেউ কেউ বলেছেন যে, পালিয়ে যাবার সময় মারওয়ানের সাথে সাক্ষাত হয় এক ইয়াহূদী পণ্ডিতের। ইয়াহূদী পণ্ডিত তাঁর নিকট এলে তিনি তাকে সালাম দেন এবং বললেন, ওহে পণ্ডিত! যুগের বিবর্তন সম্পর্কে আপনার কি কোন অভিজ্ঞতা আছে? পণ্ডিত বলল, হ্যাঁ, আছে। আমি এমন বহু লোক দেখেছি যে বিভিন্ন রংয়ে রঞ্জিত হয়েছে। মারওয়ান বলল, আচ্ছা দুনিয়া কি এমন পর্যায়ে

পৌঁছাতে পারে যে, এক সময়ে যে মুনীব ছিল তাকে দাসে পরিণত করে দিবে ? পণ্ডিত বলল, হ্যাঁ পারে। মারওয়ান বললেন, তা কেমন করে পারে ? পণ্ডিত বলল, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, আকর্ষণ, কাম্য বস্তু পাওয়ার লোভ, স্বার্থ হাসিলের জন্যে বিবেক ও নীতিবোধ বিসর্জন এবং ন্যায়সংগত সুযোগ বর্জনের মাধ্যমে। কারণ, আপনি যদি দুনিয়াকে ভালবাসেন, তবে জেনে রাখুন যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে সে তার গোলামে পরিণত হয়। মারওয়ান বললেন, সেটি থেকে মুক্তির উপায় কি ? পণ্ডিত বলল, দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা পোষণ ও তার থেকে দূরে থাকা। মারওয়ান বললেন, তা তো হবার নয়। পণ্ডিত বলল, হবে, হবে, অচিরেই হবে। ওই দুনিয়া ছিনিয়ে নেওয়ার আগে নিজেই তা থেকে সরে দাঁড়ান।

মারওয়ান বলল, আপনি কি চেনেন আমি কে ? সে বলল, হ্যাঁ চিনি, আপনি আরব সম্রাট মারওয়ান। নিহত হবেন সুদানে গিয়ে। আপনাকে দাফন করা হবে কাফন ছাড়া। মৃত্যু যদি এখনই আপনাকে তাড়া না করত তাহলে আমি আপনাকে পালিয়ে বাঁচার স্থান দেখিয়ে দিতাম।

কেউ কেউ বলেছেন যে, ওই যুগে একটি উক্তি প্রচলিত ছিল যে, আইন (ع) ইব্‌ন আইন (ع) ইব্‌ন আইন (ع) ইব্‌ন আইন মীম (م) ইব্‌ন মীম (م) ইব্‌ন মীম (م)-কে হত্যা করবে। অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আব্বাস মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ানকে হত্যা করবে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, একদিন লোকজন পরিবেষ্টিত হয়ে মারওয়ান এক জায়গায় বসা ছিল। তার মাথার নিকট দণ্ডায়মান ছিল এক সেবক। জনৈক শ্রোতাকে উদ্দেশ্য করে মারওয়ান বলল, এখন আমাদের কী করুণ অবস্থা তা কি দেখতে পাচ্ছ ? আমার আক্ষেপ হয় সে সকল সাহায্যের জন্যে যেগুলোতে আমার কোন সুনাম হল না। সে সকল কৃপা, দান ও অনুগ্রহের জন্যে যেগুলোর জন্যে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হল না। এমন সব রাজ্যের জন্যে যারা আমার সাহায্যে এগিয়ে এল না। তখন তাঁর সেবক বলল, আমীরুল মু'মিনীন! যে ব্যক্তি অল্প বস্তুকে বেশী হবার অবকাশ দেয়, ছোটকে বড় হবার সুযোগ দেয় এবং গুপ্তকে প্রকাশিত হবার সুযোগ দেয়, আজকের কাজ পরবর্তী দিনের জন্যে রেখে দেয় তার উপর এর চেয়েও বেশী দুঃখ অবতীর্ণ হয়। মারওয়ান বলল, খিলাফত হারানোর চেয়ে এই মন্তব্যটি আমার জন্যে অধিক দুঃখজনক।

কেউ কেউ বলেছেন যে, ১৩২ হিজরীর যুলহাজ্জা মাসের ১৪ তারিখ সোমবার মারওয়ান নিহত হয়েছে। তার বয়স তখন ৬০ বছর অতিক্রম করে ৮০-তে পৌঁছেছিল। কেউ বলেছেন যে, মারওয়ান ৪০ বছর বেঁচেছিল। প্রথম অভিমতটি সঠিক। সে ছিল উমাইয়া বংশের শেষ খলীফা। তার মাধ্যমে উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটে।

উমাবী খিলাফতের সমাপ্তি এবং আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনা সংক্রান্ত হাদীস

আলা ইব্‌ন আবদুর রহমান তার পিতার সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ اِذَا بَلَغَ بَنُوالْعَاصِ اَرْبَعِيْنَ رَجُلاً اتَّخَذُوْا دِيْنَ اللّٰهِ دَغَلاً وَعِبَادُ اللّٰهِ خَوْلاً وَقَالَ اللّٰهُ دُوْلاً ، "বনূ আসের কর্তৃত্বাধিকারী ব্যক্তির সংখ্যা যখন চল্লিশে পৌঁছবে তখন তারা আল্লাহ্‌র দীনকে বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যম এবং তার বান্দাদেরকে

দাস ও পরিচারকরূপে গ্রহণ করবে আর মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন সম্পদকে কুক্ষিগত করবে"।[১] আ'মাশ এরই মত করে আতিয়্যা সূত্রে আবূ সাঈদ থেকে মারফূ'রূপে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইব্ন লাহীআ, আবূ কুবায়ল সূত্রে ইব্ন ওয়াহ্ব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, (একবার) তিনি হযরত মুআবিয়ার কাছে উপস্থিত ছিলেন। তখন মারওয়ান ইবনুল হাকাম তার সাক্ষাতে প্রবেশ করে তার একটি প্রয়োজনের ব্যাপারে আলোচনা করে বলে আমার প্রয়োজন পূরণ করেন। কেননা, আমি হলাম দশ ছেলের পিতা, দশ ভাইয়ের ভাই এবং দশ ভাতিজার চাচা। এরপর মারওয়ান যখন চলে যায়, তখন হযরত মুআবিয়া তার সাথে একই আসনে উপবিষ্ট ইব্ন আব্বাসকে বলেন, তুমি কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ اِذَا بَلَغَ بَنُوْ الْحَكَمِ ثَلَاثِيْنَ رَجُلاً اتَّخَذُوْا مَالَ اللّٰهِ بَيْنَهُمْ دُوَلاً ، وَعِبَادَ اللّٰهِ خَوَلاً ، وَكِتَابَ اللّٰهِ دَغْلاً ، فَاِذَا بَلَغُوْا سَبْعَةً وَتِسْعِيْنَ وَاَرْبَعَمِائَةٍ ، كَانَ حَلَاكَهُمْ اَسْرَعَ مِنْ لَوْكَ تَمْرَةٍ - বনূ হাকামের কর্তৃত্বাধিকারী ব্যক্তির সংখ্যা যখন তিরিশে পৌঁছবে তখন তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন-সম্পদকে কুক্ষিগত করবে, আল্লাহ্র বান্দাদেরকে চাকর-নওকর বানাবে এবং আল্লাহ্র কিতাবকে ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করবে। আর তাদের সংখ্যা যখন চারশ সাতানব্বইয়ে[২] পৌঁছবে তখন "অকল্পনীয় দ্রুত" সময়ে তাদের ধ্বংস সম্পন্ন হবে।' ইব্ন আব্বাস তখন বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। এরপর মারওয়ান যখন চলে যায় তখন মুআবিয়া বলেন, হে ইব্ন আব্বাস! আমি তোমাকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে প্রশ্ন করি, তুমি কি জান না যে একে উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্বন্ধে বলেছেন ঃ اَبُوْ الْجَابِرَةُ الْاَرْبَعَةُ অর্থাৎ চার স্বেচ্ছাচারী শাসকের জনক। তখন ইব্ন আব্বাস বলেন, হ্যাঁ অবশ্যই। তাছাড়া আবূ দাউদ তয়ালিসী, কাসিম ইব্ন ফযল সূত্রে– ইউসুফ ইব্ন মাযিন আররাসিবী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত হুসায়ন[৩] ইব্ন আলীর কাছে নিয়ে তাকে সম্বোধন করে বলে, হে মু'মিনগণের মুখমণ্ডল কালিমা লিপ্তকারী ! তখন হুসায়ন বলেন, আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুন। আমাকে তিরস্কার করো না। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল স্বপ্নে বনূ উমায়্যার একেক ব্যক্তিকে তার মিম্বরে আরোহণ করে খুৎবা দিতে দেখে মর্মাহত হন। তখন নাযিল হয়- اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ -আমি অবশ্যই তোমাকে কাওছার দান করেছি। কাওছার হল জান্নাতের একটি নহর। আরও নাযিল হয়- اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ .... خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ "আমি ইহা নাযিল করেছি মহিমান্বিত রজনীতে আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কি জান ? মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (সূরা কদর ঃ ১-৩)। সহস্রমাস অর্থাৎ বানূ উমায়্যার শাসনকাল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমরা হিসাব করে দেখি ব্যাপারটি তিনি যেমন বলেছেন তেমনই তার কমও নয় বেশীও নয়।[৪]

---

[১] ইমাম বায়হাকী হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন আদ-দালাইল গ্রন্থে-(৬ খ. ঃ ৫০৭ পৃ.)।

[২] বায়হাকীর দালাইল গ্রন্থে এই সংখ্যা চারশ নিরানব্বই রয়েছে- (৬ খ. ঃ ৫০৮ পৃ.)।

[৩] সম্ভবত এস্থলে মুদ্রণ প্রমাদ রয়েছে, কেননা এস্থলে হযরত হাসান হওয়া উচিত।

[৪] বায়হাকী হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন আদ-দালাইলে (৬ খ. ঃ ৫১০ পৃ.) আর তিরমিযী তা রিওয়ায়াত

বাকী অংশ ৯৯ পৃষ্ঠায়

ইমাম তিরমিযী, মাহমূদ ইব্ন গায়লান সূত্রে আবূ দাউদ তায়ালিসী থেকে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করার পর মন্তব্য করেছেন হাদীসখানি 'গরীব' শ্রেণীভুক্ত। কাসিম ইব্ন ফযলের হাদীস সংগ্রহ ব্যতীত আমরা এর কোন উৎসের কথা জানি না। আর তিনি কাসিম নির্ভরযোগ্য রাবী। ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান এবং ইব্ন মাহদী তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, তার (কাসিমের) শায়খ হলেন ইউসুফ ইব্ন সা'দ, মতান্তরে ইউসুফ ইব্ন মাযিন যিনি অজ্ঞাত পরিচয়। আর এই সূত্রে ব্যতীত এই শব্দমালায় এ হাদীসের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। হাকিম তার মুসতাদরাকে কাসিম ইব্ন ফযল আল-হাদ্দানীর হাদীস সংগ্রহ থেকে তা উল্লেখ করেছেন। আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, তাফসীর গ্রন্থে আমি এই হাদীসের 'মুনকার' ও অগ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছি। আর বনূ উমায়্যার শাসনকাল হাজার মাস বলা তখনই সঠিক হবে যখন তা থেকে ইবনুয্ যুবায়রের শাসনকাল বাদ দেওয়া হবে। আর তার ব্যাখ্যা হল চল্লিশ হিজরীতে হযরত মুআবিয়ার একচ্ছত্র শাসন কর্তৃত্বের অনুকূলে বায়আত গৃহীত হয়। আর তা হল ঐক্যের বছর যে বছর হযরত হাসান ইব্ন আলী তার পিতা নিহত হওয়ার ছয়মাস পর হযরত মুআবিয়ার (অনুকূলে) আনুগত্য মেনে নেন। এরপর এই একশ বত্রিশ হিজরীতে বনূ উমায়্যার শাসন কর্তৃত্বের অবসান হয়। এ হিসাবে তাদের মোট শাসনকাল ৯২ বছর। তারপর যদি তা থেকে ইবনুয যুবায়রের নয় বছরের খিলাফতকাল বাদ দেওয়া হয় তাহলে বাকী থাকে তিরাশি বছর। আর তা এই হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এছাড়া এই হাদীসখানি নবী (সা) পর্যন্ত এই মর্মে মারফূ' নয় যে তিনি এই আয়াতকে এই সংখ্যা দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। এটা আসলে কোন রাবীর বক্তব্য। আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, এ প্রসঙ্গে আমরা আমাদের তাফসীর গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছি। এছাড়া আদ্-দালাইল অধ্যায়ে এর ব্যাখ্যা গত হয়েছে। মাহন আল্লাহ্ অধিক জানেন।

আলী ইবনুল মাদীলী বর্ণনা করেন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ সূত্রে -- সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ رَاَيْتُ بَنِى اُمَيَّةَ يَصْعَدُوْنَ مِنْبَرِى فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَىَّ فَأنزلت - اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ স্বপ্নে আমি বনূ উমায়্যাকে আমার মিম্বরে আরোহণ করতে দেখে মর্মাহত হই। তখন اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ এই সূরা নাযিল হয়। আর এ হাদীসখানি যয়ীফ ও মুরসাল।

আবূ বকর ইব্ন আবূ খায়ছামা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মাঈন সূত্রে -- সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য– এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন। তিনি বনূ উমায়্যার কতক ব্যক্তিকে মিম্বরে উপবিষ্ট দেখে মর্মাহত হন। তখন তাকে বলা হয়,এ হল পার্থিব জীবনের শোভা সৌন্দর্য, যা তাদেরকে দেওয়া হবে এবং কিছুকাল পরেই তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। একথা শুনে তার

করেছেন তাফসীর অধ্যায়ে সূরা কদরের তাফসীরে হাদীস নং (৩৩৫০) ৫খ. ঃ ৪৪৪-৪৪৫ পৃ.। এছাড়া হাকিম তা রিওয়ায়াত করেছেন তার মুসতাদরাকে এবং ইব্ন জারীর তাবারীও তা রিওয়ায়াত করেছেন। আর এদের প্রত্যেকে আবার কাসিম ইব্ন ফযলের হাদীস সংগ্রহ থেকে, আর হাদীস রয়েছে জনৈক ব্যক্তি হাসানের কাছে নিল, হুসায়নের কাছে নয়। আর এটা ছিল মুআবিয়ার সাথে তার সন্ধির পর। সুতরাং হাদীসে হুসায়নের নাম উল্লেখ করা এটা হাদীস নকলকারীর বিভ্রম।

মনোপীড়া দূর হয়। আবূ জা'ফর রাবী' সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যখন নৈশকাল বায়তুল্লাহ্ থেকে বায়তুল মাকদিসে ভ্রমণ করানো হয়, তখন তিনি বনূ উম্যায়্যার এক ব্যক্তিকে মিম্বরে উপবিষ্ট হয়ে খুৎবা দিতে দেখেন (যা ছিল পরবর্তীকালে তাদের শাসন কর্তৃত্বে লাভের নিদর্শনস্বরূপ)। তখন বিষয়টি মেনে নেওয়া তার জন্য কষ্টকর হয়। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ وَاِنْ اَدْرِىْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ আমি জানি না, হয়ত এটা তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং জীবনোপভোগ কিছুকালের জন্য (সূরা আম্বিয়া ঃ ১১১) মালিক ইব্ন দীনার বলেন, আমি আবুল জাওযাকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌র কসম! অবশ্যই মহান আল্লাহ্ বনূ উমায়্যার শাসন কর্তৃত্বকে প্রবল ও শক্তিশালী করবেন। যেমন তাদের পূর্ববর্তীদের শাসন কর্তৃত্বকে প্রবল ও শক্তিশালী করেছেন। তারপর তিনি তাদের শাসন কর্তৃত্বকে হীনবল করবেন। যেমন তাদের পূর্ববর্তীদের শাসন কর্তৃত্বকে হীনবল করেছেন। তারপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণী তিলাওয়াত করেন– وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ আর আমি মানুষের মাঝে পর্যায়ক্রমে এই দিনগুলির আবর্তন ঘটাই। (সূরা আল-ইমরান ঃ ১৪০) ইব্ন আবুদ দুনিয়া বলেন, ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ সূত্রে -- হযরত উছমান ইব্ন আফ্‌ফানের মাওলা উমর ইব্ন সায়ফ থেকে তিনি বলেন, বনূ উমায়্যার আলোচনা প্রসঙ্গে আমি সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিবকে আবূ বকর ইব্ন সুলায়মান ইব্ন আবূ খায়ছামার উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি তাদের নিজেদের মাঝেই তাদের ধ্বংস সংঘটিত হবে। লোকেরা বলল, কীভাবে ? তিনি বললেন, তাদের খলীফারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং দুষ্টলোকেরা রয়ে যাবে। তখন তারা খিলাফতের শাসন কর্তৃত্ব দখলের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। তারপর প্রজা-সাধারণ তাদের উপর প্রবল হবে এবং তাদেরকে ধ্বংস করবে। ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান বর্ণনা করেন, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-আযরকী সূত্রে -- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, رَاَيْتُ فِى النَّوْمِ بَنِى اَبِىْ الْحَكَمْ اَوْ بَنِىْ اَبِى الْعَاصِ يَنْزُوْنَ عَلٰى مِنْبَرِى كَمَا تَنْزُوْ الْقِرَدَةُ স্বপ্নযোগে আমি আবুল হাকাম অথবা আবুল আসের অধস্তনদের আমার মিম্বরের উপর চড়তে দেখেছি যেমনভাবে বাঁদর চড়াও হয়।" রাবী বলেন, এরপর আর ওফাত পর্যন্ত নবী করীম (সা)-কে তেমনিভাবে মুখভার হাসতে দেখা যায়নি। আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আদ্-দারিমী বর্ণনা করেন মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম সূত্রে সাহাবী আমর ইব্ন মুররা (রা) থেকে তিনি বলেন, একবার হাকাম ইব্ন আবুল আস এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করে। তখন নবীজী তার কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে বলেন, "তাকে ভিতরে আসতে দাও, তার উপর এবং তার ঔরসজাত অধস্তনদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ। তবে যারা প্রকৃত মু'মিন তারা এর আওতাভুক্ত নয়, আর তাদের সংখ্যা খুবই সামান্য। দুনিয়াতে তারা সম্মানিত হবে। আর আখিরাতে অপদস্থ হবে। এরা হল ধূর্ত ও প্রতারক। তাদেরকে যা দেওয়ার দুনিয়াতেই দেওয়া হবে। আখিরাতে তাদের কোন প্রাপ্য নেই।"

খতীব বাগদাদী আবূ বকর বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল ওয়াহিদ ইব্ন মুহাম্মাদ সূত্রে হযরত ছাওব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ্ (সা) (তার স্ত্রী) আবূ সুফিয়ানের কন্যা উম্মু হাবীবার উরুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে ছিলেন। এসময় তিনি একবার কেঁদে

উঠলেন এরপর আবার হাসলেন। (ঘুম থেকে জাগার পর) তাকে সবাই প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমরা আপনাকে কাঁদতে দেখলাম। এরপর আবার হাসতে দেখলাম ? তিনি বললেন, প্রথমে আমি বনূ উমায়্যাকে দেখলাম তারা একের পর এক আমার মিম্বরে আরোহণ করছে, তখন তা আমাকে ব্যথিত করল, এরপর আমি বনূ আব্বাসকে দেখলাম তারা একের পর এক আমার মিম্বরে আরোহণ করছে। তখন বিষয়টি আমাকে আনন্দিত করল"। ইয়াকূব ইব্‌ন সুফিয়ান বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে উকবা ইব্‌ন আবূ মুআয়ত থেকে তিনি বলেন, (একবার) ইব্‌ন আব্বাস হযরত মুআবিয়ার সাক্ষাতে আগমন করলেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এসময় মুআবিয়া তাকে সর্বোত্তম উপঢৌকন প্রদান করে বললেন, হে আবুল আব্বাস ! আপনারা কি শাসন কর্তৃত্ব লাভ করবেন। তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন এর উত্তরদান থেকে আমাকে অব্যাহতি দিন। কিন্তু মুআবিয়া বললেন, অবশ্যই আপনি আমাকে তা বলবেন। ইব্‌ন আব্বাস বললেন, হ্যাঁ! আমার অধস্তনরা শাসন কর্তৃত্ব লাভ করবে। মুআবিয়া বললেন, আপনাদের সহযোগী কারা হবে ? তিনি বললেন, খুরাসানবাসী। বনূ উমায়্যাকে বনূ হাশিমের একাধিক আঘাত (যুদ্ধ ও প্রতিশোধ) সহ্য করতে হবে।

এছাড়া মিনহাল ইব্‌ন আমর বর্ণনা করেন সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র থেকে। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাসকে বলতে শুনেছি, আমাদের আহলে বায়ত থেকে (খলীফারূপে) তিন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে। সাফ্‌ফাহ্‌, মানসূর ও মাহদী। ইমাম বায়হাকী একাধিক সূত্রে তা রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া যাহ্‌হাক সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস থেকে আ'মাশ মারফূ'রূপে তা রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইব্‌ন আবূ খায়ছামা বর্ণনা করেন ইব্‌ন মাঈন সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্‌ যেমনভাবে আমাদেরকে দিয়ে মুসলমানদের কর্তৃত্বেও তত্ত্বাবধানের সূচনা করেছেন, আশা করি আমাদের মাধ্যমেই তিনি তা শেষ করবেন। এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ। আর তেমনই সংঘটিত হয়েছে এবং আল্লাহ্‌ চান তো মাহদীর অনুকূলেও সংঘটিত হবে। হাফিয বায়হাকী রিওয়ায়াত করেছেন, হাকিম সূত্রে আবূ সাঈদ থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেছেন- يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِىْ عِنْدَ انْقَطَاعٍ مِنَ الزَّمَانِ وَظُهُوْرٍ مِنَ الْفِتَنِ ، يُقَالُ لَهُ السَّفَّاحُ ، يَعْطِى الْمَالُ حَثْيًا কাল পরিক্রমায় ফিত্‌না-ফ্যাসাদকালে আমার পরিবারভুক্ত এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, তাকে সাফ্‌ফাহ্‌ বলা হবে সে অকাতরে অর্থ ব্যয় করবে"। আবদুর রায্‌যাক বর্ণনা করেন, ছাওরী সূত্রে ছাওবান থেকে তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেন ঃ يَقْتَتِلُ عِنْدَ حَرَّتِكُمْ هٰذِهِ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ وَلَدُ خَلِيْفَةٍ لَا تَصِيْرُ اِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، ثُمَّ تُقْبِلُ الرَّايَاتُ مِنْ خُرَاسَانَ فَيَقْتُلُوْنَكُمْ مَقْتَلَةً لَمْ يُرَ مِثْلُهَا ، ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا فَاِذَا كَانَ كَذَالِكَ فَأْتُوْهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ ، فَاِنَّهُ خَلِيْفَةُ اللّٰهِ الْمَهْدِىُّ - তোমাদের এই পাথুরে ভূখণ্ডের নিকটে তিনজন সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, যারা প্রত্যেকেই খলীফার সন্তান। কিন্তু কেউ তা লাভ করবে না। এরপর খুরাসান থেকে ঝাণ্ডা উত্তোলন করা হবে। তারা তোমাদেরকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করবে যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। তারপর তিনি কিছু উল্লেখ করেন। যখন এরূপ হবে তখন তোমরা বরফে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার কাছে আসবে।

কেননা, তিনিই আল্লাহ্‌র হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফা।[১] অবশ্য কোন কোন রাবী এ হাদীসটিকে ছাওবান থেকে 'মাওকূফ' রূপে রিওয়ায়াত করেছেন। আর সেটাই অধিক গ্রহণযোগ্য। মহান আল্লাহ্ অধিক জানেন।

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন গায়লান ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ সূত্রে আবূ হুরায়রা থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্ধৃতিতে যে তিনি বলেন, يَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانِ رَايَاتٌ سُوْدٌ لاَ يَرُدُّهَا شَىْءٌ حَتّٰى تُنْصَبَ بِاِيْلِيَا، খুরাসান ভূখণ্ড থেকে কাল ঝাণ্ডার উদ্ভব হবে কোন শক্তিই তার অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে পারবে না এমনকি তা ইলিয়া ভূখণ্ডে প্রোথিত করা হবে।[২] ইমাম বায়হাকী হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন, আদ্দালাইল গ্রন্থে রাশিদ ইব্ন সা'দ মিসরীর হাদীস সংগ্রহ থেকে। আর তিনি দুর্বল রাবী। তারপর তিনি বলেন, কা'ব আল আহবার থেকে এর কাছাকাছি একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। আর সেটাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এরপর কা'ব থেকে তা রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, "বনূ আব্বাসের কাল ঝাণ্ডার আবির্ভাব হবে অবশেষে তারা শামে অবস্থান গ্রহণ করবে। এরপর আল্লাহ্ তাদের হাতে প্রত্যেক স্বেচ্ছাচারী (শাসক) এবং তাদের প্রত্যেক শত্রুকে ধ্বংস করবেন।" এছাড়া ইবরাহীম ইবনুল হাসান বর্ণনা করেছেন ইব্ন আবূ উওয়াইস সূত্রে -- আবূ হুরায়রা থেকে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) (তাঁর চাচা) আব্বাসকে বলেছিলেন ঃ فِيْكُمْ النُّبُوَّةَ وَفِيْكُمْ الْمَمْلَكَةُ আপনাদের মাঝেই নুবুওয়াত, আপনাদের মাঝে রাজত্ব। আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ বর্ণনা করেন ইব্ন মাঈন সূত্রে আব্বাসের মাওলা আবূ মায়সারা থেকে তিনি বলেন, আমি হযরত আব্বাসকে বলতে শুনেছি কোন এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ اُنْظُرْ هَلْ تَرٰى فِى السَّمَاءِ مِنْ شَىْءٍ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ! قَالَ مَاتَرٰى ؟ قُلْتُ : الثُّرَيَّا ، قَالَ اَمَا اِنَّهُ سَيَمْلِكُ هٰذِهِ الْاُمَّةُ بَعْدَهَا مِنْ صُلْبِكَ - দেখুন তো আপনি আকাশে কিছু দেখতে পান কি ? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন ? আমি বললাম, ছুরায়্যা[৩]। তিনি বললেন, শুনুন আপনার বংশধর থেকে এই তারকাপুঞ্জ সংখ্যক ব্যক্তি এই উম্মতের শাসন। কর্তৃত্ব লাভ করবে। ইমাম বুখারী বলেন, এই সনদের রাবী উবায়দ ইব্ন আবূ জুররার সমর্থক কোন

---

[১] ইব্ন মাজা তার সুনানে ২/১৩৬৭- হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন, তাতে ঝাণ্ডার স্থলে কাল ঝাণ্ডার উল্লেখ করেছে। আর এই হাদীসের সনদে প্রতিবন্ধী (অন্ধ) আবূ কিলাবা আর্‌রাক্কাশীর উল্লেখ রয়েছে। তার নাম আবদুল মালিক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্। তিনি তার স্মৃতিনির্ভর হাদীস রিওয়ায়াত করতেন। ফলে তার হাদীসে বহু ভুল অনুমান রয়েছে। তার সম্পর্কে দারা কুতনী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আত্ তাহযীব ৬/৪১৯।

[২] ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে (২ খ. ঃ ৩৬৫ পৃ.) হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া ইমাম তিরমিযী ফিতান অধ্যায়ে (৪ খ. ঃ ৫৩১ পৃ.) তা উল্লেখ করেছেন। আর তাতে রাশিদ ইব্ন সা'দের পরিবর্তে রাশদায়ন ইব্ন সা'দ আল-মাহরী আল-মিসরীর উল্লেখ রয়েছে। তার ব্যাপারে হাদীস সমালোচকগণ বলেন, সে সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য- এটা ইব্ন মাঈনের মন্তব্য। আর আবূ যুরআ বলেন, সে দুর্বল। নাসাঈ বলেন, "সে পরিত্যাক্ত রাবী"। আর ইব্ন হিব্বান বলেন, সে তার বর্ণিত সঠিক হাদীসের সাথে/নামে মুনকার হাদীস বর্ণনা করে থাকে।

[৩] সপ্তপুঞ্জ তারাগুচ্ছ।

রিওয়ায়াত নেই। ইব্ন আদী বর্ণনা করেন সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদের সূত্রে ইব্ন আব্বাস থেকে। তিনি বলেন, (একবার) আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অতিক্রম করলাম। তার সাথে হযরত জিবরীল ছিলেন, আর আমি তাকে দিহ্ইয়া আলক্বালবী ধারণা করেছিলাম। জিবরীল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমার উদ্দেশ্যে বললেন, সে তো অপরিচ্ছন্ন পরিধেয়কারী। কিন্তু তারপরে তার অধস্তন সন্তানরা কাল রংয়ের রাজকীয় পোশাক পরিধান করবে।[১] অবশ্য এই সূত্রে হাদীসটি 'মুনকার' শ্রেণীভুক্ত। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বনূ আব্বাসের প্রতীক ছিল কাল রঙ। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাল পাগড়ি মাথায় প্রবেশ করেছিলেন। এ থেকেই তারা এ বিষয়টি গ্রহণ করেছিল। এরপর তাকে তারা ঈদে, জুমুআয় এবং মাহফিলসমূহে নিজেদের প্রতীকরূপে নির্ধারণ করেছিল। তদ্রূপ তাদের সৈন্যদের উপরে কিছু না কিছু কাল চিহ্ন থাকতেই হবে। এই একটি হল 'শরবূশ' যা ছিল উমরাদের পরিধেয়।

তদ্রূপ আবদুল্লাহ ইব্ন আলী কাল পোশাক পরে দামেশকে প্রবেশ করেছিলেন তখন নারী-শিশুরা তাঁর পোশাক দেখে মুগ্ধ হতে লাগল। তিনি দামেশকে প্রবেশ করেছিলেন বাবে কায়সান দ্বার দিয়ে। আর এই কাল পোশাক পরিধান করেই তিনি জুমুআর খুৎবা দিলেন এবং নামায পড়ালেন। জনৈক খুরাসানী থেকে ইব্ন আসাকির বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী যেদিন জুমুআর নামায পড়ালেন, সেদিন এক ব্যক্তি আমার পাশে নামায পড়ল। সে তখন বলল, "আল্লাহ্ মহান- হে আল্লাহ্ আপনি পবিত্র, প্রশংসা আপনার, আপনার নাম কল্যাণময় এবং মর্যাদা সুউচ্চ, আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আবদুল্লাহ ইব্ন আলীর প্রতি লক্ষ্য কর, কি কদাকার তার চেহারা ! আর কি বীভৎস তার কাল জুব্বা ! আর আজও পর্যন্ত এটাই তাদের প্রতীক যেমন জুমুআ ও ঈদের দিন খতীবদের তা পরিধান করতে দেখা যায়।

আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ-এর খিলাফত লাভ এবং তার খলীফা চরিত

ইতিপূর্বে এ আলোচনা বিগত হয়েছে যে সর্বপ্রথম তার অনুকূলে খিলাফতের বায়আত গৃহীত হয় কূফা নগরীতে রবিউছ্ছানী মাসের বার তারিখ শুক্রবার। মতান্তরে এ বছর অর্থাৎ একশ বত্রিশ হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসে। এরপর তিনি মারওয়ানের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন যারা তাকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত ও নির্বাসিত করে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে মিসরের সয়ীদ অঞ্চলের 'বূসীর' নামক স্থানে হত্যা করে। আর এ ঘটনা সংঘটিত হয় ঐ বছরের যুল্হাজ্জা মাসের শেষ দশকে যেমনটি পূর্বে বিগত হয়েছে। এ সময় সাফ্ফাহ্ খিলাফতের পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং ইরাক খুরাসান, হিজায, শাস ও মিসর ভূখণ্ডে তার শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে আন্দালুস তার শাসন কর্তৃত্বের অধীন হয়নি এবং তার কর্তৃত্ব সেখানে পৌঁছেনি। আর এর কারণ সেখানে অভিবাসী বনূ উমায়্যাদের কতক ব্যক্তি চূড়ান্তভাবে সেখানকার শাসন কর্তৃত্ব অধিকার করে। যার বিবরণ আসন্ন। ঐ বছরে একাধিক দল সাফ্ফাহ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এদের অন্যতম হল কানসারীনবাসী। তারা সাফ্ফাহ-এর চাচা আবদুল্লাহ ইব্ন আলীর হাতে তার অনুকূলে বায়আত করে এবং তিনি তাদের শাসকরূপে তাদের আমীর মাজযাআ ইব্ন কাওছার ইব্ন যুফার ইব্ন হারিছ আল-কিলাবীকে বহাল রাখেন। আর সে ছিল মারওয়ানের সহচর ও অন্যতম আমীর। এ সময় সে সাফফাহ-এর বায়আত প্রত্যাহার করে সাদা পোশাক

---

[১] দালাইলুল বায়হাকী (৬ খ. ঃ ৫১৮পৃ.)।

ধারণ করে এবং জনসাধারণকে তার অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করে। সাফ্ফাহ্ এ সময় হিরায় অবস্থানরত আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী বলকা ভূখণ্ডে হাবীব ইব্ন মুর্রা আল-মুয্যী এবং সাফ্ফাহ্-এর বায়আত প্রত্যাহরের ব্যাপারে তার সাথে একমত পোষণকারী বলকা, তুছানয়া ও হাওরানবাসীর বিরুদ্ধে লড়াইরত। এরপর তার কাছে কানসারীনবাসীর বিদ্রোহের সংবাদ পৌছলে তিনি হাবীব ইব্ন মুর্রার সাথে সন্ধি করেন এবং কানসারীন অভিমুখে রওনা হন। তারপর তিনি যখন দামেস্ক অতিক্রম করেন- যেখানে তার স্বজন-পরিজন ও দ্রব্যসামগ্রী ছিল। তখন তিনি চার হাজার সৈন্যসহ আবূ গানিম আবদুল হামিদ ইব্ন রিব্য়ী আল-কিনানীকে সেখানে তার স্থলবর্তী নিয়োগ করেন। এদিকে তিনি যখন দামেস্ক অতিক্রম করে হিম্সে পৌছেন, তখন উছমান ইব্ন আবদুল আ'লা ইব্ন সুরাকা নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে দামেস্কবাসী সাফ্ফাহ-এর বায়আত প্রত্যাহার করে সাদা পোশাক পরিধান করে এবং আমীর আবূ গানিম এবং তার একদল সহচরকে হত্যা করে। এছাড়া তারা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীর যাবতীয় অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তবে তার পরিজনদের কোন ক্ষতি করেনি। এদিকে আবদুল্লাহ্র জন্য বিষয়টি গুরুতর হয়ে দেখা দেয়। তখন কানসারীনবাসীরা হিম্সবাসীদের সাথে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে আবূ মুহাম্মাদ সুফিয়ানীর নেতৃত্বে একজোট হয়। তিনি হলেন আবূ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান– তারপর তারা তার হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করে এবং তার সাথে এসময় চল্লিশ হাজার যোদ্ধা তার সমর্থনে যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী তার বাহিনী নিয়ে তাদের অভিমুখে অগ্রসর হন এবং উভয় বাহিনী 'মারাজুল আখরাম' নামক স্থানে মুখোমুখি হয়। এসময় আবদুল্লাহ্র বাহিনী সুফিয়ানীর অগ্রবর্তী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। সুফিয়ানীর এ অগ্রবর্তী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল আবুল ওয়ারদ। এ সময় তারা আবদুস সামাদকে হত্যা করে এবং উভয় পক্ষের হাজার হাজার যোদ্ধা নিহত হয়। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী হুমায়দ ইব্ন কাহ্তাবাকে সাথে নিয়ে সামনে অগ্রসর হন এবং উভয় পক্ষের মাঝে তুমুল লড়াই হয়। এ লড়াইয়ের প্রচণ্ডতায় আবদুল্লাহ্র সহযোদ্ধারা পলায়ন শুরু করলেও তিনি ও হুমায়দ অবিচলভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং আবদুল ওয়ারদের যোদ্ধাদের পরাজিত করেন। কিন্তু, আবুল ওয়ারদ তার স্বজন ও স্বগোত্রীয় পাঁচশ অশ্বারোহী নিয়ে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন এবং সকলে নিহত হন। এদিকে আবূ মুহাম্মদ সুফিয়ানী এবং তার সাথীরা পলায়ন করে তাদাম্মুরে গিয়ে পৌছে। এরপর আবদুল্লাহ্ যখন কানসারীনবাসীকে নিরাপত্তা ও নির্ভয় প্রদান করেন তখন তারা কাল পোশাক পরিধান করে তার হাতে বায়আত করে এবং তার আনুগত্যে প্রত্যাবর্তন করে। তারপর আবদুল্লাহ্ দামেস্কে প্রত্যাবর্তন করেন, আর ইতিপূর্বেই তিনি দামেস্কবাসীর কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। তিনি তখন দামেস্কের নিকটবর্তী হন তখন তারা সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং আবদুল্লাহ্ তাদের পক্ষ থেকে কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হননি। ফলে তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা ও নির্ভয় প্রদান করেন এবং তারাও তার আনুগত্যে প্রবেশ করে। আর আবূ মুহাম্মাদ সুফিয়ান সে তার ধ্বংসাত্মক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। এমনকি সে হিজায ভূমিতে গিয়ে উপনীত হয়। এরপর খলীফা মানসূরের শাসনকালে তার নায়িব তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় এবং তাকে হত্যা করে তার মাথা খলীফার দরবারে প্রেরণ করে। এছাড়া সে তার দুই ছেলেকেও বন্দী করে খলীফার কাছে পাঠায়। অবশ্য মানসূর তার শাসনকালেই

ছেলে দুইটিকে মুক্ত করে দেন। বর্ণিত আছে, সুফিয়ানীর এই ঘটনা সংঘটিত হয় এক বত্রিশ হিজরীর যুলহাজ্জা মাসের শেষ দিন মঙ্গলবার। আল্লাহ্ অধিক জানেন।

এছাড়া জাযীরাবাসীর নিকট এ সংবাদ পৌঁছে যে কানসারীনবাসী সাফ্ফাহ্-এর বায়আত প্রত্যাহার করেছে, তখন তারাও তাদের সাথে একজোট হয়ে বায়আত প্রত্যাহার করে সাদা পোশাক পরিধান করে এবং তারা সাফ্ফাহ্-এর নিযুক্ত হার্রানের আমীর মূসা ইব্ন কা'বের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। তখন মূসা ইব্ন কা'ব তার অধীনস্থ তিন সহস্র সৈন্য নিয়ে শহরে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করেন। আর বিদ্রোহীরা তাকে দুইমাসের মত অবরোধ করে রাখে। এরপর সাফ্ফাহ্ তার ভাই আবূ জা'ফর মানসূরকে ঐ সকল সৈন্যসহ পাঠান যারা ওয়াসিতে ইব্ন হুবায়রাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। এসময় মানসূর তখন কারকাসিয়া অঞ্চলের হার্রানের দিকে রওনা হন তখন তারা পূর্ব থেকে সাদা পোশাক পরিধান করে তাকে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে নগর-দ্বার রুদ্ধ করে দেয়। তারপর তিনি বাক্কার ইব্ন মুসলিমের শাসনাধীন রক্কা শহর অতিক্রমকালে তাদের থেকেও তদ্রূপ আচরণের সম্মুখীন হন। তারপর তিনি 'হাযির' অতিক্রমকালে তার সাথে বিদ্যমান জাযীরাবাসীদের নিয়ে তা অবরোধ করেন। এসময় এ শহরের প্রশাসক ছিলেন ইসহাক ইব্ন মুসলিম। তখন ইসহাক সেখান থেকে রুহার উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেন, আর মূসা ইব্ন কা'ব তার সতীর্থ হাররানী সৈনিকদের নিয়ে বের হয়ে আসেন। এসময় মানসূর তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান এবং তারা তার ফৌজে দাখিল হয়ে যায়। আর বাক্কার ইব্ন মুসলিম রুহায় তার ভাই ইসহাক ইব্ন মুসলিমের কাছে আগমন করেন। তখন তিনি তাকে রাবীআর এক বিদ্রোহী দল অভিমুখে প্রেরণ করেন যাদের প্রধান ছিল বুরায়কা নামক জনৈক হারূরী। এরপর তারা উভয়ে একজোট হয়। তখন আবূ জা'ফর তাদের অভিমুখে অগ্রসর হন এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। এ লড়াইয়ে বুরায়কা নিহত হয় এবং বাক্কার রুহায় তার ভাইয়ের কাছে পলায়ন করে। তখন সে তাকে সেখানে তার স্থলবর্তী নিয়োগ করে এবং অধিকাংশ ফৌজ নিয়ে সামীসাত গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে এবং তার ফৌজের অগ্রভাগে পরিখা খনন করে। এদিকে আবূ জা'ফর সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে রাহায় বাক্কারকে অবরোধ করেন এবং তার সাথে তার একাধিক খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এসময় সাফ্ফাহ্ তার চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীকে সামীসাত অভিমুখে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন। আর ইসহাক ইব্ন মুসলিমের নেতৃত্বে ষাট হাজার জাযীরাবাসী সমবেত হয়। তখন আবদুল্লাহ্ তাদের অভিমুখে অগ্রসর হন এবং আবূ জা'ফর এসে তার সাথে মিলিত হন। তখন ইসহাক তাদের সাথে পত্রালাপ করেন এবং তাদের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। তখন আমীরুল মু'মিনীনের অনুমতিক্রমে তারা তার সে আহ্বানে সাড়া দেন। এসময় সাফ্ফাহ তার ভাই আবূ জা'ফর মানসূরকে আল-জাযীরা, আযারবায়যান ও আরমেনিয়ার শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। ভাইয়ের মৃত্যুর পর খিলাফত লাভের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে বহাল ছিলেন। বর্ণিত আছে, মারওয়ান নিহত হয়েছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরই ইসহাক ইব্ন মুসলিম উকায়লী নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। আর তা সাত মাস অবরুদ্ধ থাকার পর। আর সে ছিল আবূ জা'ফর মানসূরের সহচর। তাই তিনি তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন।

এ বছরই আবূ জা'ফর মানসূর তার ভাই সাফ্ফাহের নির্দেশে আবূ মুসলিম খুরাসানীর নিকট যান আবূ সালামার হত্যার ব্যাপারে তার মত অবগত হতে। উল্লেখ্য যে তিনি তখন খুরাসানের

প্রশাসক। কেননা, এই আবূ সালামা আব্বাসীয়দের থেকে খিলাফত প্রত্যাহারে তৎপর ছিল। তাই মানসূর তাকে (আবূ মুসলিমকে) জিজ্ঞাসা করবেন, তা আবূ মুসলিম কর্তৃক আবূ সালামাকে সহযোগিতা করার কারণে কি না ? তখন সকলে চুপ হয়ে যায়, আর সাফ্ফাহ বলেন, এটা যদি তার রায় উদ্ভূত হয়ে থাকে তাহলে আমরা মহাপরীক্ষার[১] সম্মুখীন। তবে যদি আল্লাহ্ আমাদের থেকে তা প্রতিহত করেন তাহলে তা ভিন্ন কথা। আবূ জা'ফর বলেন, আমরা ভাই সাফ্ফাহ আমাকে বললেন, তোমার কী মত ? তখন আমি বললাম, আপনার মতই চূড়ান্ত। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে তোমার সাথেই আবূ মুসলিমের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশী। সুতরাং তুমি তার কাছে গিয়ে আমার হয়ে তার অবস্থা অবগত হও। যদি তা তার পরামর্শে হয়ে থাকে তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে কৌশল গ্রহণ করব। আর যদি তা তার মতও পরামর্শে না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের মন তুষ্ট হবে। আবূ জা'ফর বলেন, আমি উদ্বিগ্ন অবস্থায় তার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম। তিনি বলেন, আমি যখন 'রায়' শহরে পৌঁছলাম। তখন আমি সেখানকার শাসকের নামে আবূ মুসলিমের পত্র পেলাম যাতে তিনি আমাকে তার কাছে দ্রুত পৌঁছার জন্য উৎসাহিত করেছেন। আমার উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি পেল। এরপর আমি যখন নিশাপুরে পৌঁছলাম তখনও তিনি তার পত্রে আমাকে তার কাছে দ্রুত পৌঁছার জন্য উৎসাহিত করলেন। তিনি নিশাপুরের প্রশাসককে লিখলেন, তাকে এক ঘণ্টার জন্য স্থির থাকতে দিও না। কেননা, তোমার এলাকায় খারেজীদের আনাগোনা রয়েছে। তখন আমি শঙ্কামুক্ত হলাম। এদিকে আমি যখন মারভ শহর থেকে ছয় মাইল দূরে তখন তিনি লোকজন নিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে বের হলেন। এরপর যখন আমার মুখোমুখি হলেন তখন (বাহন থেকে নেমে) পায়ে হেঁটে এসে আমার হাতে চুমু খেলেন। আমি তাকে অনুরোধ করলে তিনি তার বাহনে আরোহণ করলেন। মারভ শহরে পৌঁছে আমি তার (গৃহে) অতিথি হলাম। তিনদিন পর্যন্ত তিনি আমাকে আমার আগমনের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন না। চতুর্থ দিন তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, আপনার আগমনের হেতু কি ? আমি তাকে সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, আবূ সালামা তা করেছে কি ? আপনার হয়ে আমিই তার ব্যবস্থা করছি। এরপর তিনি মার্‌রার ইব্‌ন আনাস আযযাববীকে ডেকে বললেন, কূফায় যাও, এরপর আবূ সালামাকে যেখানে পাবে সেখানেই তাকে হত্যা করবে। আর এ ব্যাপারে নেতার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত গণ্য কর। তখন মার্‌রার কূফায় আগমন করলেন। উল্লেখ্য যে আবূ সালামা সাফ্ফাহ-এর কাছে নৈশ আলাপচারিতায় শরীক ছিল। এরপর সে যখন সেখান থেকে বের হল তখন মার্‌রার তাকে হত্যা করল এবং একথা ছড়িয়ে পড়ল যে খারেজীরা তাকে হত্যা করেছে। এরপর শহরের সকল ফটক বন্ধ করে দেওয়া হল এবং আমীরুল মু'মিনীনের ভাই ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী তার জানাযা পড়ালেন এবং তাকে হাশিনিয়্যাতে দাফন করা হল। তাকে মুহাম্মাদ পরিবারের ওযীর বলা হত। আবূ মুসলিমকে বলা হত মুহাম্মাদ পরিবারের আমীর। কবি বলেন ঃ[২]

---

১. তাবারী (৯ খ. ঃ ১৪০ পৃ.) এবং ইবনুল আছীর (৫ খ. ঃ ৪৩৭ পৃ.) এ ভিন্ন শব্দ রয়েছে।

২. এই কবি হল সুলায়মান ইব্‌ন মুহাজির আল-বাজালী। মুরুজুয্‌যাহার গ্রন্থে এর পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তি উল্লিখিত হয়েছে ঃ

إِنَّ الْمَسَاءَةَ قَدْ تَسُرُّ وَرُبَّمَا + كَانَ السُّرُوْرُ بِمَا كَرِهْتَ جَرِيْدًا

কখনও বা বেদানার বিষয় আনন্দ দান করে, আর কখনও বা তোমার অপসন্দনীয় বিষয়ে আনন্দ প্রকাশই উপযুক্ত।

اِنَّ الْوَزِيْرَ وَزِيْرَ اٰلِ مُحَمَّدٍ + اَوْدٰى فَمَنْ يَشْنَاك كَانَ وَزِيْرَا

"ওযীর হল মুহাম্মাদ পরিবারের ওযীর, সে নিহত হয়েছে, আর সে তোমার শত্রু সে ওযীর হয়েছে।"

বলা হয় আবূ জা'ফর আবূ মুসলিমের কাছে গমন করেন আবূ সালামা নিহত হওয়ার পর। তার সাথে এ সময় ডাক বিভাগের বাহনের আরোহী তিরিশজন সহচর ছিল। তম্মধ্যে অন্যতম হল হাজ্জাজ ইব্‌ন আরতাআ, ইসহাক ইব্‌ন ফাযল আল-হাশিমী এবং নেতৃস্থানীয়দের একটি দল। আর আবূ জা'ফর যখন খুরাসান থেকে ফিরেন তখন তিনি ভাইকে বলেন, আপনি যদি আবূ মুসলিমকে হত্যা না করেন তাহলে তার জীবিত থাকা অবস্থায় আমি খলীফা হতে পারব না। তিনি একথা বলেন আবূ মুসলিমের প্রতি ফৌজের আনুগত্য দেখে। তখন সাফ্‌ফাহ তাকে বলেন, তুমি তা গোপন রাখ, তখন তিনি চুপ করেন। এরপর সাফ্‌ফাহ তার ভাই আবূ জা'ফরকে ওয়াসিতে অবস্থানরত ইব্‌ন হুবায়রার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাঠান। পথিমধ্যে তিনি যখন হাসান ইব্‌ন কাহতাবাকে অতিক্রম করেন তখন তাকে সাথে নিয়ে নেন। এর যখন ইব্‌ন হুবায়রাকে অবরোধ করা হয়। চতুর্দিক থেকে ঘিরে নেয়া হয়। তখন তিনি আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাসানকে পত্র লিখেন তার কাছে খিলাফতের বায়আত করার জন্য। তখন সে তার উত্তরদানে বিলম্ব করে এবং আবূ জা'ফরের সাথে সন্ধি করতে মনস্থ করে। তখন আবূ জা'ফর এ ব্যাপারে তার ভাই সাফ্‌ফাহ-এর অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাকে সন্ধির অনুমতি প্রদান করেন।[১] এসময় আবূ জা'ফর তাকে একটি সন্ধিপত্র লিখে দেন। এরপর ইব্‌ন হুবায়রা এ ব্যাপারে চল্লিশ দিন যাবৎ আলিম-ওলামাগণের সাথে পরামর্শ করতে থাকেন। এরপর ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হুবায়রা এক হাজার তিনশ সহচর নিয়ে বের হন। তারপর তিনি যখন আবূ জা'ফরের তাঁবুর নিকটবর্তী হন তখন অশ্বারোহী অবস্থায় তাতে প্রবেশে উদ্যত হন। তখন দ্বাররক্ষী সালাম তাকে বলেন, আবূ খালিদ ! আপনি ঘোড়া থেকে নামুন। তখন তিনি নামেন। এসময় তাঁবুর চারপাশে দশ হাজার খুরাসানী যোদ্ধা ছিল। তারপর তাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। তখন তিনি প্রশ্ন করেন আমি এবং আমার সাথের সকলে ? তখন বলা হয়, না শুধু আপনি একাকী ? এরপর তিনি ভিতরে প্রবেশ করেন তখন তাকে বসার গদি দেওয়া হয় এবং তিনি তাতে বসেন। এসময় আবূ জা'ফর বেশ কিছুক্ষণ তার সাথে আলোচনা করেন। তারপর তিনি তার কাছ থেকে বের হয়ে আসেন। তখন আবূ জা'ফর তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। এরপর তিনি (ইয়াযীদ) একদিন পর পর পাঁচশ অশ্বারোহী এবং তিনশ পদাতিক বাহিনী নিয়ে তার কাছে আসতে থাকেন। তখন আবূ জা'ফরের লোকজন আবূ জা'ফরের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে আবূ জা'ফর তার দ্বাররক্ষীকে বলেন, তাকে বলে দিও সে যেন শুধু তার একান্ত সহচরদের সাথে নিয়ে আসে। এরপর থেকে তিনি ত্রিশজন সাথে নিয়ে আসতেন। তখন দ্বাররক্ষী তাকে বলে, আপনি মনে হয় লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে আসেন ? তিনি বলেন, তোমরা যদি আমাকে পায়ে হেঁটে আসার কথা বল, তাহলে আমি পায়ে হেঁটেই তোমাদের কাছে আসব। এরপর থেকে তিনি তিনজনকে সাথে নিয়ে আসতেন। একদিন আবূ জা'ফরকে সম্বোধনকালে ইব্‌ন হুবায়রা তার কথার মাঝে তাকে يَ

---

৩. সন্ধিপত্রের ভাষ্য আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসাহ গ্রন্থে (২ খ. ঃ ১৫২ পৃ.) বিদ্যমান।

هَنَاهُ অথবা يَا اَيُّهَا الْمَرْءُ[1] বলেন। তারপর তিনি এ কথা বলে ওযরখাহী করেন যে, এটা বাক্‌বিচ্যুতি। আবূ জা'ফর তার এই ওযর গ্রহণ করেন। আর এসময় সাফ্‌ফাহ আবূ মুসলিমকে পত্র লিখেন, ইব্‌ন হুবায়রার সাথে সন্ধি করার বিষয়ে পরামর্শ চেয়ে। আবূ মুসলিম তাকে তা করতে নিষেধ করেন। উল্লেখ্য যে, সাফ্‌ফাহ্ আবূ মুসলিমকে বাদ দিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। ফলে আবূ জা'ফরের মাধ্যমে যখন সন্ধি সংঘটিত হল তখন তা সাফ্‌ফাহ্‌কে মুগ্ধ বা চমৎকৃত করল না। তিনি আবূ জা'ফরকে নির্দেশ দিলেন তাকে হত্যা করতে। তখন আবূ জা'ফর বারংবার তাকে সিদ্ধান্ত পূর্ণ বিবেচনার অনুরোধ জানান। কিন্তু, তা কোন কাজে আসল না। অবশেষে সাফ্‌ফাহ-এর চূড়ান্ত পত্র আসে, তুমি তাকে অবশ্যই হত্যা কর। –লা হাওলা ------- আযীম। সুউচ্চ ও সুমহান আল্লাহ্ ব্যতীত কারও কোন শক্তি সামর্থ্য নেই। কিভাবে জীবনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তা ভঙ্গ করা হচ্ছে। এটা তো স্বেচ্ছাচারীদের কাণ্ড। আর সে সে বিষয়ে তাকে শপথ করাল। এরপর আবূ জা'ফর খুরাসানী যোদ্ধাদের একটি দল এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তারা যখন ইব্‌ন হুবায়রার কাছে প্রবেশ করে তখন তার কাছে ছিল তার ছেলে দাঊদ এবং তার কোলে একটি শিশু। এছাড়া তার চারপাশে তার দ্বাররক্ষী ও মাওলারা। তখন তার ছেলে পিতাকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় এবং তার মাওলাদের অনেকেও নিহত হয়। এসময় আক্রমণকারীরা তার কাছে পৌঁছে যায় তখন তিনি শিশুটিকে কোল থেকে নামিয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। আর সিজদারত অবস্থায় তিনি নিহত হন। এসময় মানুষের মাঝে চরম ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। আবূ জা'ফর লোকদেরকে নিরাপত্তার ঘোষণা দেন। তবে[2] আবদুল মালিক ইব্‌ন বিশর, খালিদ ইব্‌ন সালামা আল মাখযূমী এবং উমর[3] ইব্‌ন যার্‌কে এই নিরাপত্তার আওতাবহির্ভূত আখ্যা দেন। তখন লোকজন আশ্বস্ত হয়। এরপর উল্লিখিত তিনজনের কাউকে হত্যা করা হয়। আবার কাউকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়।

এবছরই আবূ মুসলিম খুরাসানী মুহাম্মাদ ইব্‌ন আশআছকে ফারিসে প্রেরণ করেন এবং তাকে নির্দেশ প্রদান করেন, আবূ সালামার নিয়োজিত প্রশাসকদের হত্যা করতে। সে তাই করে। এছাড়া এবছর সাফ্‌ফাহ তার ভাই ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদকে মাওসিল ও তার অধীনস্থ এলাকার প্রশাসক নিযুক্ত করেন এবং তার চাচা দাঊদকে মক্কা, মদীনা, ইয়ামান ও ইয়ামামার প্রশাসক নিযুক্ত করেন। এসময় তিনি তাকে কূফার প্রশাসক পদ থেকে অপসারণ করে তার স্থলে ঈসা ইব্‌ন মূসাকে নিয়োগ করেন। আর কূফার কাযীর দায়িত্ব অর্পণ করেন ইব্‌ন আবূ লায়লাকে। আর এসময়ে বসরার প্রশাসক ছিলেন, সুফিয়ান ইব্‌ন মুআবিয়া আল- মুহাল্লাবী, তার কাযী ছিলেন হাজ্জাজ ইব্‌ন আরতাআ, সিন্ধুর প্রশাসক ছিলেন মানসূর ইব্‌ন জামহূর, ফারিসের প্রশাসক মুহাম্মাদ ইবনুল আশআছ। এছাড়া আরমেনিয়া, আযারবায়জান ও আল-জাযীরার প্রশাসক ছিলেন আবূ জা'ফর আল-মানসূর, শাম ও তার অধীনস্থ এলাকার প্রশাসক ছিলেন সাফ্‌ফাহ-এর চাচা আবদুল্লাহ্

---

১. يَا اَيُّهَا الْمَرْءُ - يا هناه তুচ্ছতাবোধক সম্বোধন।

২. তাবারী ইবনুল আছীর এবং আল-আখবারুত্ তিওয়াল এর ভাষ্য হল– হাকাম ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন বিশর, আর আল-ইমামা ওয়াসসিয়াসাহ এর ভাষ্য হল, আল-হাকাম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বিশর।

৩. আল-আখবারুত তিওয়াল মুহাম্মাদ ইব্‌ন যার আর আল-ইমামা ওয়াসসিয়াসাহ এর ভাষ্য হল, আমর ইব্‌ন যার্ সেখানে খালিদের উল্লেখ নেই।

ইব্‌ন আলী, মিসরের প্রশাসক আবূ আওন আবদুল মালিক ইব্‌ন ইয়াযীদ, খুরাসান ও তার অধীনস্থ এলাকার প্রশাসক ছিলেন আবূ মুসলিম খুরাসানী। আর এ বছর খারাজ বা কর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন খালিদ ইব্‌ন বারমাক। আর হজ্জ পরিচালনা করেন দাঊদ ইব্‌ন আলী।

এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন

বনূ উমায়্যার শেষ খলীফা মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মারওয়ান ইবনুল আবূ আবদুল মালিক আল-উমাবী। যেমনটি পূর্বে বিশদভাবে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি এ বছরের যুল-হাজ্জাহ্ মাসের শেষ দশকে মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়া তার ওযীর বনূ আমির ইব্‌ন লুওয়া এর মাওলা আবদুল হামিদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সা'দও এবছর মৃত্যুবরণ করেন। যিনি ছিলেন তৎকালীন প্রবাদ প্রতিম সুসাহিত্যিক। [শাহী ফরমান ও পত্রাদি রচনায় তার ভাষামান ও কুশলতার কারণে] বলা হয় প্রকৃত মানসম্মত শাহী ফরমান রচনা সূচিত হয়েছে কাতিব আব্দুল হামিদের মাধ্যমে। আর তার সমাপ্তি ঘটেছে। ইবনুল আমীদের দ্বারা। রচনা সংকলন ও তার সকল শাখায় তিনি ছিলেন অগ্রপথিক ও অনুসৃত আদর্শ। তার রয়েছে সহস্র পৃষ্ঠার পত্র সংকলন। তার আদি নিবাস কায়সারিয়্যা, এরপর তিনি শামে বসতি গ্রহণ করেন। তিনি এই পত্র রচনা বিদ্যা শিক্ষা করেন হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের মাওলা সালিম থেকে। এছাড়া খলীফা মাহদীর ওযীর ইয়াকূব ইব্‌ন দাঊদ তার কাছে পত্র রচনার অনুশীলন করতেন এবং তার থেকেই তিনি এ বিদ্যার চূড়ান্ত শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তার ছেলে ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল হামিদও পত্র রচনায় দক্ষতা অর্জন করেন। প্রথমে আবদুল হামিদ শিশুদের শিক্ষা প্রদান করতেন। এরপর অবস্থার পরিবর্তনে কালক্রমে তিনি মারওয়ানের ওযীর পদে উন্নীত হন। আর সাফ্‌ফাহ্ তাকে হত্যা করে তার লাশ বিকৃত করেন। অবশ্য তার মত ব্যক্তির ক্ষমা পাওয়া উচিত ছিল। তার নির্বাচিত কথামালার অন্যতম হল, জ্ঞান হল বৃক্ষ যার ফল হল কথামালা, চিন্তা-ভাবনা হল সমুদ্র যার মুক্তা হল প্রজ্ঞা। জনৈক ব্যক্তিকে নিম্নমানের হস্তাক্ষরে লিখতে দেখে তিনি বললেন, তোমার কলমের নিব দীর্ঘ ও পুরু করে নিও এবং হস্তাক্ষর বাঁকা করে ডান থেকে লিখ। লোকটি বলে, আমি তা করলাম তখন আমার হস্তাক্ষর সুন্দর হয়ে গেল। একবার জনৈক ব্যক্তি তাকে একজন মহানুভব ব্যক্তির অনুগ্রহ প্রার্থনা করে একটি পত্র লিখার অনুরোধ করে। তিনি লিখেন, আপনার কাছে আমার হস্তলিখিত পত্রবাহকের অধিকার আমার কাছে তার প্রাপ্য অধিকারের ন্যায়। যেহেতু সে আপনাকে তার আশার বাস্তবায়ন ক্ষেত্র গণ্য করেছে এবং আমাকে তার প্রয়োজন পূরণের উপযুক্ত গণ্য করেছে। আমি তার পত্র লিখনের প্রয়োজন পূর্ণ করেছি। কাজেই, আপনি তার আশা বাস্তবায়ন করুন। তিনি প্রায়শই এই কবিতা পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করতেন–

اِذَا خَرَجَ الْكِتَابُ كَانَ دُوْيِهِمْ + قَسْيًا وَاَقْلَامُ الْقَسِىٍّ لَهَا تُبْلاً

"কাতিবগণ যখন বের হন তখন তাদের দোয়াতগুলি হয় তাদের ধনুক আর কলমগুলি হল তীর।"

আব্বাসীয় বংশের প্রথম ওযীর হলেন আবূ সালামা হাফস ইব্‌ন সুলায়মান। তার নিযুক্তির চারমাস পর রজব মাসে সাফ্‌ফাহ্-এর নির্দেশে আবূ মুসলিম তাকে হত্যা করেন। আর তিনি বেশ সুদর্শন গুণী ও রসপ্রিয় ব্যক্তি। তার উপস্থিত বুদ্ধি ও রসবোধের কারণে সাফ্‌ফাহ্ তার সাহচর্যে

অন্তরঙ্গতা লাভ করতেন এবং তার সাথে নৈশালাপ পসন্দ করতেন। কিন্তু 'কোন কারণে তিনি তাকে আলাভীদের প্রতি আকৃষ্ট ভেবে ফেলেন। আবূ মুসলিম গুপ্তঘাতক দিয়ে তাকে হত্যা করান। তার নিহত হওয়ার সময় সাফ্ফাহ্ এই কবিতার পঙ্ক্তি আবৃত্তি করেন ঃ

اِلَى النَّارِ فَلْيَذْهَبْ وَمَنْ كَانَ مِثْلُهُ + عَلٰى اَىْ شَيْءٍ فَاتَنَا مِنْهُ نَأسَفُ

"সে এবং তার অনুরূপ সকলে জাহান্নামবাসী হোক, তবে তার মৃত্যুতে আমরা যা হারিয়েছি তার জন্য আমরা আফসোস করব।"

তাকে মুহাম্মাদ পরিবারে ওযীর বলা হত। তিনি খাল্লাল নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কেননা, কূফাতে তার বাড়ি ছিল খাল্লাল বা সিরকা বিক্রেতাদের গলিতে। তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যাকে 'ওযীর' আখ্যা দেওয়া হয়। ইব্ন খাল্লিকান ইব্ন কুতায়বা থেকে বর্ণনা করেন। ওযীর শব্দটি اَلْوَزْرُ ধাতুমূল থেকে নির্গত, এর অর্থ হল বহন করা। তার রায়ের প্রতি আস্থাশীল হওয়ার কারণে বাদশা যেন তাকে গুরুভার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। যেমন ভীত শঙ্কিত ব্যক্তি আত্মরক্ষার জন্য কোন পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

১৩৩ হিজরীর সূচনা

এবছরই সাফ্ফাহ তার চাচা সুলায়মানকে বসরাও তার অধীনস্থ এলাকাসমূহ এবং দজলা-বাহরায়ন ও ওমান অঞ্চলে বসতি ও জনপদের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। আর তার আরেক চাচা ইসমাঈল ইব্ন আলীকে আহওয়ায অঞ্চলের জনপদ ও বসতির প্রশাসক নিযুক্ত করেন। এছাড়া এবছরই দাঊদ ইব্ন আলী পবিত্র মক্কা ও মদীনা বনূ উমায়্যার সদস্যদের হত্যা করেন এবং তিনি নিজেও এ বছর রবিউল আওয়াল মাসে পবিত্র মদীনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর তার ছেলে মূসাকে তার অধীনস্থ এলাকার স্থলবর্তী শাসক নিয়োগ করা হয়। আর হিজায অঞ্চলে তার শাসন কর্তৃত্ব তিনমাস স্থায়ী হয়। এরপর সাফ্ফাহ্-এর কাছে যখন তার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি তার মামা যিয়াদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুদ্দার আল-হারিছীকে হিজাযের শাসক নিয়োগ করেন, তার মামাতো ভাই মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্কে ইব্ন আবদুদ্দারকে ইয়ামানের গভর্নর নিয়োগ করেন। আর তার দুই চাচা আবদুল্লাহ্ ও সালিহকে শামের কর্তৃত্ব প্রদান করেন। এছাড়া তিনি আবূ আওনকে মিসর অঞ্চলের নায়িব রূপে নিয়োগ করেন। এবছরই মুহাম্মাদ ইবনুল আশআছ আফ্রিকাভিমুখে যুদ্ধাভিযানে বের হন এবং আফ্রিকীয়দের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে আফ্রিকা জয় করেন। এছাড়া এবছর শারীক ইব্ন শায়খ আল-মুহরী বুখারায় আবূ মুসলিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং যুক্তি প্রদর্শন করে বলে এজন্য আমরা মুহাম্মাদ পরিবারের হাতে বায়আত করিনি যে, তারা অন্যায় রক্তপাত আর প্রাণহানি করতে থাকবে। এসময় আরও প্রায় তিরিশ হাজার লোক তার অনুসরণ করে। তখন আবূ মুসলিম তার বিরুদ্ধে যিয়াদ ইব্ন সালিহ আল-খুযায়ীকে প্রেরণ করেন এবং সে তার বিরুদ্ধে লড়াই করে তাকে হত্যা করে।

এছাড়া এবছর সাফ্ফাহ্ তার ভাই ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মাদকে মাওসিলের প্রশাসক পদ থেকে অপসারণ করেন, এবং তার স্থলে তার চাচা ইসমাঈলকে নিয়োগ করেন। এ বছরই তিনি তার পক্ষ থেকে সালিহ ইব্ন আলী ইব্ন সাঈদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্কে তার পক্ষ থেকে সাইফার গভর্নর

নিয়োগ করেন এবং আদ্-দারূবের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেন। এবছর হজ্জ পরিচালনা করেন সাফ্‌ফাহ্-এর মামা যিয়াদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুদ্‌দার আল-হারিছী। যাদের অপসারণের কথা আমরা উল্লেখ করেছি তারা ব্যতীত বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকরূপে তারাই এবছর বহাল ছিলেন যারা এর পূর্বের বছর ছিলেন।

১৩৪ হিজরীর সূচনা

এ বছরেই বাস্‌সাম ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন বাস্‌সাম আনুগত্য প্রত্যাহার করে সাফ্‌ফাহ্-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তিনি তার বিরুদ্ধে খাযিম ইব্‌ন খুযায়মাকে প্রেরণ করেন। সে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় এবং তার অধিকাংশ সহযোদ্ধাকে এবং সৈনিককে পাইকারীভাবে হত্যা করে। ফেরার পথে সে সাফ্‌ফাহ্-এর মাতুলকুল বনূ আবুদ্‌দার-এর একদল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে অতিক্রম করে। সে তখন তাদের কাছে খলীফার সহযোগিতা সম্পর্কে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করে, কিন্তু তারা তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। একবার সে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করে– তাদের সংখ্যা ছিল বিশ জনের মতো এবং তাদের সাথে ছিল তাদের সমসংখ্যক মাওলা বা আযাদকৃত দাস। তখন বনূ আবুদ্‌দার সাফ্‌ফাহ্-এর কাছে খাযিম ইব্‌ন খুযায়মার বিরুদ্ধে নালিশ করে বলে, এদেরকে বিনা অপরাধে হত্যা করা হয়েছে। এসময় সাফ্‌ফাহ্ তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন, কিন্তু জনৈক আমীর তাকে পরামর্শ দেন খাযিমকে হত্যা না করে কোন ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে পাঠাতে। এতে যদি সে নিরাপদ থাকে তাহলে বেশ আর যদি সে নিহত হয় তাহলে এমনিতেই তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি তাকে সাতশ যোদ্ধাসহ ওমানে প্রেরণ করেন। যেখানে খারিজীদের একটি বিদ্রোহী দল ছিল। এসময় তিনি বসরায় অবস্থানরত তার চাচা সুলায়মানকে ফরমান লিখে পাঠান খাযিম ও তার নেতৃত্বাধীন যোদ্ধাদের নৌপথে ওমান পৌঁছে দিতে। তিনি তাই করেন। সে খারিজীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে পর্যুদস্ত ও বিপর্যস্ত করে এবং সেখানকার ভূখণ্ড দখল করে। তদুপরি সে তথাকার খারিজী আমীর জালানদাকে এবং তার প্রায় দশ হাজার সহচর ও সহযোদ্ধাকে হত্যা করে এরপর তাদের কর্তিত মস্তকসমূহ বসরায় পাঠিয়ে দেয়। তখন বসরার গভর্নর সেগুলো খলীফার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এর কয়েক মাস পরে সাফ্‌ফাহ্ তাকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলে সে নিরাপদে বিজয়ী বেশে বহু গনীমত লাভ করে ফিরে আসে।

এছাড়া এবছরই আবূ মুসলিম সুফদ্ অঞ্চল আক্রমণ করেন এবং আবূ মুসলিমের জনৈক গভর্নর আবূ দাঊদ কাশ্ আক্রমণ করে বহু সংখ্যক শত্রু নিধন করেন এবং স্বর্ণের কারুকার্য খচিত বিপুল সংখ্যক চিনামাটির পাত্র গনীমতরূপে লাভ করেন। এবছরই সাফ্‌ফাহ মূসা ইব্‌ন কা'বকে বার হাজার যোদ্ধার নেতৃত্বে ভারতীয় ভূখণ্ডে অবস্থানরত মানসূর ইব্‌ন জামহূরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তখন মূসা ইব্‌ন কা'ব মাত্র তিন হাজার যোদ্ধা নিয়ে তার মুখোমুখি হন এবং তাকে পরাজিত ও তার বাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করেন। তদ্রূপ এ বছর ইয়ামানের গভর্নর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুদ্‌দার মৃত্যুবরণ করেন। তখন সাফ্‌ফাহ্ সেখানে তার চাচাকে তার স্থলবর্তী করেন। যিনি তার মামাও বটে। এবছরই সাফ্‌ফাহ তার অবস্থানস্থল হীরা থেকে 'আনবারে' পরিবর্তন করেন। আর এবছর হজ্জ পরিচালনা করেন কূফার গভর্নর ঈসা ইব্‌ন মূসা। আর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসক যারা ছিলেন তারাই বহাল থাকেন। আর এবছর যে সকল বিশিষ্ট

ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তাদের অন্যতম হলেন আবূ হারূন আল-আবদী, উমারা ইব্ন জুওয়ায়ন এবং ইয়াযীদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন জাবির আদ্-দামেশকী। মহান আল্লাহ্ অধিক জানেন।

১৩৫ হিজরীর সূচনা

এবছরই বলখ অঞ্চলের নদী পশ্চাদবর্তী এলাকা থেকে যিয়াদ ইব্ন সালিহ্ আবূ মুসলিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আল্লাহ্ তাকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। ফলে তিনি তাদের ঐক্যকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেন এবং ঐ অঞ্চলে তার শাসন কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এবছর হজ্জ পরিচালনা করেন বসরার গভর্নর সুলায়মান ইব্ন আলী। আর বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নর তারাই বহাল ছিলেন যাদের আলোচনা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। আর এ বছর যে সকল বিশিষ্টজন ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন ইয়াযীদ ইব্ন গিনান, আবূ আকীল যুহরা ইব্ন মা'বদ এবং আতা আল-খুরাসানী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

১৩৬ হিজরীর সূচনা

এবছরই আবূ মুসলিম খুরাসান থেকে সাফ্ফাহ্-এর সাক্ষাতে আগমন করেন। এসময় তিনি খলীফার সাক্ষাতে আগমনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে পত্র প্রেরণ করেন। খলীফা পত্র যোগে তাকে পাঁচশ সৈন্যসহ আগমন করার নির্দেশ দেন। তিনি খলীফার কাছে লিখে পাঠান, আমি তো সৈন্যদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি, আমার আশঙ্কা এই সংখ্যা পাঁচশর চেয়ে কম হতে পারে। এপত্রের জবাবে সাফ্ফাহ্ তাকে এক হাজার সৈন্য নিয়ে আগমনের নির্দেশ প্রদান করেন আর তিনি আট হাজার সৈন্য নিয়ে আগমন করেন। এদেরকে তিনি পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করেন এবং তার সাথে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ ও উপহার উপঢৌকন নিয়ে আসেন। তিনি যখন খলীফার দরবারে পৌঁছেন তখন তার সাথে এক হাজার সৈন্যই ছিল। এসময় সেনাপতি ও আমীর-উমারাগণ বহুদূর গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানান। এরপর তিনি যখন সাফ্ফাহ্-এর সাক্ষাতে প্রবেশ করেন তখন সাফ্ফাহ্ তার প্রতি সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করে তাকে তার নিকট সান্নিধ্যে উপবেশন করান। এসময় প্রতিদিন তিনি খলীফার দরবারে আসতেন। খলীফার কাছে তিনি হজ্জ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করে বলেন, যদি না আমি আমার ভাই আবূ জা'ফরের জন্য হজ্জ পরিচালনা নির্ধারিত করে দিতাম তাহলে তোমাকে (এ বছর) হজ্জের আমীর নিয়োগ করতাম। উল্লেখ্য যে আবূ জা'ফর ও আবূ মুসলিমের সম্পর্ক ভাল ছিল না। আবূ জা'ফর তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন। আর এর কারণ ছিল তিনি যখন সাফ্ফাহ্ এবং তারপর মানসূরের অনুকূলে বায়আত গ্রহণের জন্য নিশাপুরে তার কাছে আগমন করেন তখন তিনি তার অভাবনীয় সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করেন। এ কারণে তিনি তার সে বিষয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। ফলে তিনি মানসূরকে তার প্রতি বিদ্বেষী করে তোলেন এবং সাফ্ফাহ্কে পরামর্শ দেন তাকে হত্যা করতে। তখন সাফ্ফাহ্ তাকে বিষয়টি গোপন রাখার পরামর্শ দেন। এরপর আবূ মুসলিম যখন তার কাছে আগমন করেন তখনও তিনি সাফ্ফাহ্কে পরামর্শ দেন তাকে হত্যা করতে এবং তাকে এ বিষয়ে উৎসাহ দেন। এসময় সাফ্ফাহ্ তাকে বলেন, আপনি তো জানেন যে আমাদের পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত সেবক। আবূ জা'ফর বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন তা তো আমাদের শাসন কর্তৃত্বের কারণে। আল্লাহ্র কসম ! [তার পরিবর্তে], আপনি যদি কোন

বিড়ালকেও পাঠান তাহলেও লোকজন তাকে মান্য করবে। আজ যদি আপনি তাকে অপসারণ না করেন তাহলে আগামীকাল সেই আপনাকে অপসারণ করবে। তখন সাফ্ফাহ্ তাকে প্রশ্ন করেন, তা কিভাবে সম্ভব ? আবূ জা'ফর বলেন, সে যখন আপনার সাক্ষাতে প্রবেশ করবে তখন আপনি তার সাথে আলোচনা করতে থাকবেন। এরপর আমি তার পিছন দিক থেকে এসে তাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করব। তখন তিনি প্রশ্ন করেন, তখন তার সঙ্গীদের কিভাবে সামলানো হবে ? তিনি বললেন, তারা তো স্বল্প সংখ্যক ও অসহায়। তখন সাফ্ফাহ্ তাকে আবূ মুসলিমকে হত্যার অনুমতি দেন। এরপর আবূ মুসলিম তখন সাফ্ফাহ্-এর সাক্ষাতে প্রবেশ করেন। তিনি তার ভাইকে তার হত্যার ব্যাপারে অনুমতি প্রদানের ব্যাপারে অনুতপ্ত হন এবং সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তার একান্ত খাদিমকে এই বলে তার কাছে পাঠান যে, আপনার ও তার মাঝে সে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছিল, তিনি তার জন্য অনুতপ্ত। কাজেই আপনি তা করবেন না। খাদিম যখন তার কাছে আসে তখন সে দেখতে পায় তিনি তরবারি নিয়ে আবূ মুসলিমকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। এসময় সে যখন তাকে এ বিষয়ে নিষেধ করে তখন তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হন।

এবছরই আবূ জা'ফর তার ভাই সাফ্ফাহ্-এর পক্ষে হজ্জ পরিচালনা করেন। এসময় খলীফার অনুমতি ও নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে আবূ মুসলিম খুরাসানীও তার সাথে হিজায অভিমুখে রওনা হন। হজ্জ সমাপন করে তারা উভয়ে যখন ফেরার পথে 'যাতে ইরাক্' নামক স্থানে অবস্থানরত তখন আবূ জা'ফরের কাছে তার ভাই সাফ্ফাহ্-এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে। উল্লেখ্য, এসময় তিনি আবূ মুসলিমের চেয়ে কয়েক ক্রোশ এগিয়ে ছিলেন– তিনি আবূ মুসলিমকে লিখে পাঠান, এক গুরুতর ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। কাজেই, তুমি যত দ্রুত পার আমার সাথে এসে মিলিত হও। এরপর আবূ মুসলিম যখন সংবাদটি জানতে পারেন তখন তিনি দ্রুত তাকে অনুসরণ করে কূফায় এসে তার সাথে মিলিত হন। এরপর স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই খলীফা মানসূরের অনুকূলে বায়আত গৃহীত হয়। যেমন অচিরেই তার বিশদ ও বিস্তারিত বিবরণ আসছে। আল্লাহ্ তাআলা সর্বাধিক জানেন।

প্রথম আব্বাসীয় খলীফা আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ-এর জীবন চরিত

তিনি হলেন আমীরুল মু'মিনীন আবদুল্লাহ্ আস্-সাফ্ফাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইমাম ইব্ন আলী আস-সাজ্জাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-হারর ইব্ন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব আল-কুরাশী আল-হাশিমী। তাকে আল-মুরতাযা এবং আল কাসিমও বলা হয়। তার মা হলেন রায়তা মতান্তরে রাবিতা বিন্‌ত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুদ্দার আল-হারিছী। সাফ্ফাহ-এর জন্মস্থান হল শাম দেশের বলকা অঞ্চলের শারাহ্ ভূখণ্ডের হামীমা নামক স্থানে। তিনি সেখানেই লালিত-পালিত হন। অবশেষে মারওয়ান যখন তার ভাই ইমাম ইবরাহীমকে গ্রহণ করেন তখন তারা সকলে কূফায় স্থানান্তরিত হন। তার ভাই নিহত হওয়ার পর মারওয়ানের জীবদ্দশায় বারই রবীউল আওয়াল শুক্রবার কূফায় তার অনুকূলে বায়আত গৃহীত হয় যেমন ইতিপূর্বে বিগত হয়েছে। সাফ্ফাহ একশ ছত্রিশ হিজরীর যুলহাজ্জা মাসের এগার কিংবা তের তারিখ শনিবার গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়ে আনবার নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। এ সময় তার বয়স ছিল তেত্রিশ কিংবা বত্রিশ কিংবা একত্রিশ বছর। আবার একাধিক জনের মতে আটাশ বছর। তার খিলাফাত-কাল ছিল চার বছর নয় মাস। তিনি ছিলেন ফর্সা সুদর্শন ও দীর্ঘদেহী। উন্নত নাসিকা, কোঁকড়ানো

চুল, সুন্দর দাড়ি ও সুন্দর মুখমণ্ডলের অধিকারী এবং বিশুদ্ধভাষী, বিচক্ষণ ও উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী।

সাফ্ফাহ্-এর দায়িত্ব গ্রহণের প্রথমদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী তার সাক্ষাতে প্রবেশ করেন, এসময় তার হাতে ছিল কুরআন আর সাফ্ফাহ্-এর কাছে ছিলেন বনূ হাশিমের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। আবদুল্লাহ্ তাকে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমাদেরকে আমাদের ঐ প্রাপ্য হক প্রদান করুন যা আল্লাহ্ আমাদের জন্য এই কুরআনে নির্ধারণ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, উপস্থিত সকলেই এই ভেবে শঙ্কিত হল হয়ত সাফ্ফাহ্ তার বিরুদ্ধে ত্বরিত কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিংবা তার কথার কোন জবাব দিবেন তখন তা তার জন্য এবং তাদের সকলের জন্য নিন্দনীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু, সাফ্ফাহ্ শান্ত ও নির্লিপ্তভাবে তাকে বললেন, তোমার পিতামহ আলী (রা) নিঃসন্দেহে আমার চেয়ে উত্তম ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি যখন এই খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন তিনি তোমার পিতামহদ্বয় হাসান-হুসাইনকে যতটুকু প্রদান করেন আমি তো তোমাকে তার চেয়ে বেশী প্রদান করেছি, অথচ তারা তোমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। এরপর আমি তোমার পক্ষ থেকে এই আচরণ প্রত্যাশা করিনি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান নিরুত্তর হয়ে গেলেন এবং উপস্থিত লোকেরা সাফ্ফাহ্ -এর উত্তরের দ্রুততা, অভিনবত্ব এবং বিচক্ষণতায় অভিভূত হলেন।

ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে বর্ণনা করেন উছমান ইব্ন আবূ শায়বা সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

يَخْرُجُ عِنْدَ انْقِطَاعٍ مِنَ الزَّمَانِ وَظُهُوْرٍ مِنَ الْفِتَنِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ السَّفَاحُ - يَكُوْنَ اِعْطَاءِهِ الْمَالُ حَثْيًا -

"কালের শেষ প্রান্তে এবং ফিতনার উদ্ভবকালে সাফ্ফাহ্ নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, সে হাত ভরে অর্থ বিলাবে।"

এরূপভাবেই যাইদা এবং আবূ মুআবিয়া আ'মাশ থেকে এ হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন। এই হাদীসের সনদে আতিয়্যা আওফী রয়েছেন যার গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে হাদীসবেত্তাগণ বিরূপ মন্তব্য করেছেন। আর এই হাদীস দ্বারা এই সাফ্ফাহ্-এর উদ্দেশ্য কি না তাও নিশ্চিত নয়। মহান আল্লাহ্ই অধিক জানেন। পূর্ববর্তী আলোচনায় বনূ উমায়্যার শাসন কর্তৃত্ব অবসানকালে আমরা এই জাতীয় অর্থ সম্পন্ন বহু হাদীস ও আছর উল্লেখ করেছি। যুবায়র ইব্ন বাক্কার বর্ণনা করেন মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হিশাম সূত্রে সাফ্ফাহ্-এর পিতা মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস থেকে। তিনি বলেন, একবার আমি উমর ইব্ন আবদুল আযীযের সাক্ষাতে প্রবেশ করলাম এসময় তার কাছে জনৈক খৃস্টান ছিল, তখন উমর তাকে প্রশ্ন করলেন, সুলায়মানের পরে কাকে তোমরা খলীফারূপে (তোমাদের ধারণায়) পাও। সে বলল, আপনি তখন উমর ইব্ন আবদুল আযীয তার প্রতি মনোযোগী হয়ে বললেন, আমাকে আরও কিছু বর্ণনা কর। সে বলল, এরপর অপর একজন। এভাবে সে বনূ উমায়্যার খলীফাদের উল্লেখ শেষ করে বলল, মুহাম্মাদ ইব্ন আলী। এরপরও আমি ঐ খ্রীস্টানকে মনে রাখলাম। এরপর একদিন আমি তাকে দেখতে পেয়ে আমার খাদিমকে বললাম, আমি আসা পর্যন্ত তাকে আটকে রাখতে। এরপর আমি

বাড়ি গিয়ে তাকে বনূ উমায়্যার খলীফাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, সে তখন একজন একজন করে তাদের উল্লেখ করল। তবে সে মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মাদকে এড়িয়ে গেল। এসময় আমি বললাম, এরপর কে ? সে বলল, এরপর ইবনুল হারিছিয়্যা আর সে তোমার ঔরসজাত ছেলে। মুহাম্মদ ইব্ন আলী বলেন, আমার ছেলে ইবনুল হারিছিয়্যা তখন মাতৃগর্ভে। বর্ণনাকারী বলেন, একবার মদীনার এক প্রতিনিধিদল সাফ্ফাহ্-এর সাক্ষাতে আগমন করল, সাক্ষাতকালে তারা সকলে তার হস্তচুম্বনে ব্যস্ত হয়ে গেল। কিন্তু, ইমরান ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ মুতীআ আল-আদবী তার হস্তচুম্বন করলেন না। তিনি শুধু তাকে আমীরুল মু'মিনীন সম্বোধন করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার হস্ত চুম্বন যদি আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করত এবং আপনার প্রতি আমার নৈকট্য বৃদ্ধি করত তাহলে এ বিষয়ে কেউই আমার চেয়ে অগ্রগামী হতে পারত না। আর যে কাজে কোন সওয়াব নেই আমার তাতে কোন প্রয়োজন নেই। এমনকি তা করে আমাদের গোনাহ্গার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একথা বলে তিনি বসে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তার এই আচরণ সাফ্ফাহ্-এর কাছে তার মর্যাদা ও গ্রহণ-যোগ্যতা সামান্য ও হ্রাস করল না। বরং তিনি তাকে পসন্দ করলেন এবং তার দান অন্যদের তুলনায় বৃদ্ধি করে দিলেন। কাযী মুআফী ইব্ন যাকারিয়্যা উল্লেখ করেছেন যে সাফ্ফাহ্ রাত্রিকালে মারওয়ানের ফৌজে নিম্নোক্ত পঙ্ক্তিদ্বয় আবৃত্তি করে শোনানোর জন্য এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেনঃ

يَا اٰلِ مَرْوَانَ اِنَّ اللّٰهَ مُهْلِكُكُمْ + وَمُبَدِّلٌ اَمْنَكُمْ خَوْفًا وَتَشْرِيْدًا

"হে মারওয়ান পরিবার ! আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদের নিরাপত্তা ও নির্ভয়কে ভয় ও বিতাড়নে পরিবর্তন করবেন।"

لاَ عَمَّرَ اللّٰهُ مِنْ اَنْسَالَكُمْ اَحْدًا + وَبَثَّكُمْ فِى بِلاَدِ الْخَوْفِ تَطْرِيْدًا

"আল্লাহ্ তোমাদের বংশের কাউকে জীবিত না রাখুন এবং তোমাদেরকে বিতাড়িত করে বিপদসঙ্কুল ভূখণ্ডে পৌঁছে দিন।"

খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেছেন যে, একদিন সাফ্ফাহ্ আয়নায় তাকালেন– উল্লেখ্য সে ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন। এরপর বললেন, হে আল্লাহ্ ! আমি সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের ন্যায় বলব না 'আমিই যুবক খলীফা'। আমি বরং বলব হে আল্লাহ্ আমাকে আপনার আনুগত্যে সুস্থতা ও দীর্ঘ জীবন দান করুন। তার কথা পূর্ণ হতে না হতেই তিনি একজন খলীফাকে অন্য একজনকে বলতে শুনলেন, আমার ও তোমার মাঝে দুই মাস পাঁচ দিনের মেয়াদ রইল। তখন সাফ্ফাহ্ তার কথাকে অশুভ গণ্য করে বললেন, আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ ব্যতীত কারও কোন শক্তি নেই, তার উপরই ভরসা করলাম এবং তারই সাহায্য প্রার্থনা করছি। এঘটনার দুইমাস পাঁচদিন পর তিনি ইনতিকাল করেন। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক আল-খুযাঈ উল্লেখ করেছেন যে, খলীফা হারূন আর-রশীদ তার ছেলেকে নির্দেশ দেন ইসহাক ইব্ন ঈসা ইব্ন আলী থেকে ঐ ঘটনা শুনতে যা তিনি সাফ্ফাহ্-এর ব্যাপারে তার পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তখন তিনি রশীদ ছেলেকে তার পিতা ঈসা থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি আরাফার দিন সকালে সাফ্ফাহ্-এর সাক্ষাতে প্রবেশ করে তাকে রোযাদার অবস্থায় পান। তখন তিনি তাকে এদিন তার সাথে আলাপচারিতায় অতিবাহিত করে তার কাছে ইফতার করার নির্দেশ দেন। ঈসা

বলেন, তখন আমি তার সাথে আলাপচারিতায় রত হই। এমনকি তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, তখন আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বলি, আমি বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করে আবার ফিরে আসব। আমি গিয়ে সামান্য ঘুমিয়ে তার গৃহে ফিরে এসে দেখি তার গৃহদ্বারে জনৈক সুসংবাদক বাহক উপস্থিত হয়েছে সিন্ধু বিজয়ের সংবাদ এবং সিন্ধুবাসীর খলীফার অনুকূলে বায়আত গ্রহণ এবং সব বিষয় তার গভর্নরদের কাছে ন্যস্ত করার সুসংবাদ নিয়ে। ঈসা বলেন, তখন আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করলাম। যিনি আমাকে এই সুসংবাদ নিয়ে তার সাক্ষাতে প্রবেশের তাওফীক দান করলেন। এরপর আমি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেখলাম সেখানে আফ্রিকা বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে আরেকজন সুসংবাদবাহক উপস্থিত। তখন আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করে তার সাক্ষাতে প্রবেশ করলাম এবং তাকে এই সুসংবাদ শোনালাম। এসময় তিনি উযূর পর তার দাঁড়ি আঁচড়াচ্ছিলেন। এমন সময়ে তার হাত থেকে চিরুণী পড়ে গেল। তিনি লেখেন, আল্লাহ্ পবিত্র ! তিনি ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আল্লাহ্র কসম ! তুমি তো আমার কাছে আমার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেছ। আমাকে ইমাম ইবরাহীম বর্ণনা করেছেন, আবূ হিশাম থেকে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব থেকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্ধৃতিতে তিনি বলেছেন যে, আমার এই শহরে আমার কাছে দুই প্রতিনিধি আসবে, একটি হল সিন্ধুর প্রতিনিধি আর অপরটি হল আফ্রিকার প্রতিনিধি এরা সেখানকার অধিবাসীদের আমার অনুকূলে বায়আত ও আনুগত্যের সুসংবাদ নিয়ে আসবে। এরপর তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই আমি মরে যাবো। তিনি বললেন, আর সেই দুই প্রতিনিধি আমার কাছে পৌছে গেছে। হে চাচাজান ! আল্লাহ্ আপনাকে আপনার ভাতিজার মৃত্যুতে আপনাকে বিরাট প্রতিদান দান করুন। আমি তখন বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন, আল্লাহ্ চান তো কখনোই এমন হবে না। তিনি বললেন, অবশ্যই আল্লাহ্ চান তো এমন হবে। দুনিয়া যদি আমার কাছে প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে আখিরাত তো আমার কাছে প্রিয়তর এবং আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত আমার জন্য কল্যাণকর। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে রিওয়ায়াতের বিশুদ্ধতা আমার কাছে তার চেয়ে প্রিয়। আল্লাহ্র কসম ! আমাকে মিথ্যা বলা হয়নি এবং আমি নিজেও মিথ্যা বলিনি। এরপর তিনি উঠে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে বসে থাকার নির্দেশ দিলেন। এরপর মুআয্যিন যখন তাকে যুহরের নামাযের সময় হওয়ার কথা জানাতে আসল, তখন তার খাদিম বের হয়ে আমাকে জানাল। তার পক্ষ থেকে নামায পড়াতে, একইভাবে আসর, মাগরিব ও ইশার নামায হল এবং সেখানেই রাত্রি যাপন করলাম। এরপর যখন রাতের শেষ প্রহর হল তখন খাদিম আমার কাছে তার একটি পত্র নিয়ে আসল। যে পত্রে তিনি আমাকে তার পক্ষ থেকে ফজর ও ঈদের নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন তারপর তার গৃহে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তার এই পত্রে তিনি বলেন, হে চাচাজান ! আমার মৃত্যু হলে এই ফরমান লোকদেরকে শোনানো এবং তাতে যার নাম বিদ্যমান রয়েছে তার অনুকূলে তাদের বায়আত করার পূর্বে তাদেরকে আপনি আমার মৃত্যু সম্পর্কে জানাবেন না। ঈসা বলেন, লোকদেরকে নামায পড়িয়ে আমি তার কাছে ফিরে আসলাম। তার কোন সমস্যা ছিল না। এরপর দিনের শেষভাগে আমি তার সাক্ষাতে প্রবেশ করলাম, তখনও তিনি পূর্ববৎ সুস্থ। তবে তার মুখমণ্ডলে দু'টি ছোট দানা বের হয়েছিল, এরপর সে দু'টি বড় হল এবং এরপর তার সারা মুখমণ্ডলে সাদা সাদা ছোট দানা বের হল। কেউ কেউ বলেন, তা ছিল গুটি বসন্ত। এরপর দ্বিতীয়

দিন প্রত্যুষে আমি তার কাছে পেলাম। তখন দেখলাম তিনি প্রলাপ বকছেন এবং আমাকে কিংবা অন্যদেরকে আর চিনতে পারছেন না। এরপর আমি যখন সন্ধ্যায় তার কাছে আসলাম তখন দেখলাম তার শরীর পূর্ণ মশকের ন্যায় ফুলে উঠেছে। তিনি আয়্যামুত-তাশরীকের তৃতীয় দিন অর্থাৎ তেরই যুলহাজ্জা ইনতিকাল করেন। তার মৃত্যুর পর তার ওসীয়ত মুতাবিক আমি তাকে আবৃত করলাম। এরপর লোকদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গিয়ে তাদের সমাবেশে তার লিখিত ফরমান পাঠ করলাম। তার ভাষ্য ছিল– আমীরুল মু'মিনীন আবদুল্লাহ্‌র পক্ষে থেকে মুসলমানদের কর্তৃত্বাধিকারী ও সাধারণ জনগণের প্রতি– তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ণিত হোক। পর কথা হল তোমাদের আমীরুল মু'মিনীন তার ওফাতের পর তার ভাইকে খলীফা মনোনীত করেছেন। কাজেই, তোমরা তার আনুগত্য করো। আর তার পরবর্তী খলীফারূপে তিনি ঈসা ইব্‌ন মূসাকে মনোনীত করেছেন যদি সে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, এসময় লোকেরা তার 'যদি সে থাকে'– একথার মর্মোদ্ধারে মতভেদ করেছে। কারও মতে এর অর্থ যদি তিনি এর উপযুক্ত হয়ে থাকেন। অন্যদের মতে এর অর্থ যদি তিনি জীবিত থাকেন। এই দ্বিতীয় অর্থটিই সঠিক। খতীব এবং ইব্‌ন আসাকির বিশদভাবে তা আলোচনা করেছেন। আর এটা তার সারসংক্ষেপ। তাতে মারফূ' হাদীসখানিও বিদ্যমান। আর তা 'অতি মুনকার' বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইব্‌ন আসাকির উল্লেখ করেছেন যে, চিকিৎসক যখন তার সাক্ষাতে প্রবেশ করে তার হাত ধরল, তখন তিনি আবৃত্তি করতে লাগলেন–

اُنْظُرْ اِلٰى ضَعْفِ الْحَرَا + كِ وَذُلِّهِ بَعْدَ السُّكُوْنِ
يُنْبِيكَ اَنَّ بِيَانُهُ + هٰذَا مُقَدِّمَةُ الْمُنُوْنِ

"আপনি স্থিরতার পর শরীরের দুর্বলতা ও অক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করুন তা আপনাকে অব্যাহত করবে তার এই প্রকাশ মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ।"

তখন চিকিৎসক বললেন, আপনি তো 'ভাল'। তিনি আবৃত্তি করলেন,

يُبَشِّرُنِىْ بَاَنِّى ذُوْ صَلَاحٍ + يَبِيْنُ لَهُ وَبِىْ دَاءٌ دَفِيْنٌ
لَقَدْ اَيْقَنْتُ اَنِّىْ غَيْرُ بَاقٍ + وَلَا شَكٌّ اِذَا وَضَحَ الْيَقِيْنُ

"তিনি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যে আমি তার দৃষ্টিতে 'ভাল' অথচ আমার মাঝে রয়েছে সুপ্ত ব্যাধি। আমি নিশ্চিত যে আমি আর বাঁচব না, আর বিশ্বাস সুস্পষ্ট হলে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।"

জনৈক আলিম বলেন, সাফ্‌ফাহ্-এর সর্বশেষ কথা ছিল রাজত্ব ও সার্বভৌমত্ব চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী আল্লাহ্‌র যিনি পরম বাদশা এবং পরম পরাক্রমশালী। তার আংটি নকশা ছিল আল্লাহ্ 'তার বান্দার'[1] ভরসা। একশ ছত্রিশ হিজরীর যুলহাজ্জা মাসের তের তারিখ রবিবার গুটি বসন্তের আক্রান্ত হয়ে প্রাচীন আনবারে তার মৃত্যু হয়। এসময় তার বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। আর প্রসিদ্ধতম মতানুযায়ী তার খিলাফতকাল ছিল, চার বছর নয় মাস। তার চাচা ঈসা ইব্‌ন আলী তার জানাযার

---

১. এ স্থলে আরবীতে عَبْدُ اللّٰه তাই আল্লাহ্‌র বান্দা দ্বারা উদ্দেশ্য তিনি নিজেই।

নামায পড়ান। তিনি সমাহিত হন আনবারের কাসরুল ইমারা নামক সমাধিতে। তার পরিত্যক্ত পরিধেয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নয়টি জুব্বা, চারটি কামীস (জামা) পাঁচটি পাজামা, চারটি আবা (আলখেল্লা জাতীয় পরিধেয়) এবং তিনটি পশমী চাদর ইব্‌ন আসাকির তার জীবনী উল্লেখ করেছেন এবং আমরা যা কিছু বর্ণনা করলাম তার অংশ বিশেষ তিনিও উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন।

এ বছরই যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সাফ্‌ফাহ্, যেমন বিগত হয়েছে। এছাড়া আশআছ্ ইব্‌ন সাওওয়ার, জা'ফর ইব্‌ন আবূ রাবীআ, হুসাইন ইব্‌ন আবদুর রহমান, রাবীআ আররাঈ, যায়দ ইব্‌ন আসলাম, আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ জা'ফর, আতা ইবনুস সাইব এদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা আত্-তাকমীল গ্রন্থে তাদের জীবনী উল্লেখ করেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র।

আবূ জা'ফর মানসূরের খিলাফত

তার পূর্ণ নাম আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস। ইতিপূর্বে বিগত হয়েছে যে সাফ্‌ফাহ্ যখন মারা যান তখন তিনি হিজাযে ছিলেন। সাফ্‌ফাহ্-এর মৃত্যু সংবাদ যযখন তার কাছে পৌছে তখন তিনি হজ্জ থেকে ফেরার পথে যাতে ইরাক নামক স্থানে ছিলেন। এসময় তার সাথে আবূ মুসলিম খুরাসানী ছিলেন। ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি দ্রুত অগ্রসর হন। ভাইয়ের মৃত্যুতে আবূ মুসলিম তাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। তখন মানসূর কেঁদে ফেললে আবূ মুসলিম তাকে বলেন, আপনি কাঁদছেন অথচ আপনার কাঁধে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে? আল্লাহ্ চান তো আমিই আপনার পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করব। তখন তিনি দুশ্চিন্তামুক্ত হন। এসময় তিনি যিয়াদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌কে নির্দেশ দেন পবিত্র মক্কার গভর্নররূপে ফিরে যেতে। ইতিপূর্বে সাফ্‌ফাহ্ তাক সে দায়িত্ব থেকে অপসারণে করে তার পরিবর্তে আব্বাস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মা'বদ ইব্‌ন আব্বাসকে নিয়োগ করেন। এ বছর অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য সকল গভর্নর স্ব-স্বপদে বহাল ছিলেন। আর ইতিপূর্বে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী তার ভাতিজা সাফ্‌ফাহ্-এর কাছে আনবারে আগমন করেন। তিনি তাকে সাইফার প্রশাসক নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে তিনি বিশাল বাহিনী নিয়ে রোম দেশ অভিমুখে রওনা হন। পথিমধ্যে তার কাছে সাফ্‌ফাহ্-এর মৃত্যু সংবাদ পৌছলে তিনি হার্‌রানে ফিরে তার নিজের বায়আতের প্রতি আহ্বান জানান। এসময় তিনি দাবী করেন যে সাফ্‌ফাহ্ যখন তাকে শামে প্রেরণ করেন তখন তিনি তার সাথে অঙ্গীকার করেছিলেন যে তিনিই হবেন তার পরবর্তী খলীফা। তখন তার চতুষ্পার্শ্বে বিশাল বাহিনী সমেবেত হয়। আর তার বিষয়ে এ সম্পর্কিত আলোচনা আমরা পরবর্তী বছরের ঘটনাসমূহের মাঝে ইনশাআল্লাহ্ উল্লেখ করব।

১৩৭ হিজরীর সূচনা

খলীফা মানসূরের বিরুদ্ধে তার চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীর বিদ্রোহ

আবূ জা'ফর মানসূর যখন তার ভাই সাফ্ফাহ্-এর মৃত্যুর পর হজ্জ থেকে ফিরেন তখন তিনি প্রথমে কূফায় প্রবেশ করেন এবং কূফাবাসীর উদ্দেশ্যে জুমুআর দিন খুৎবা প্রদান করেন এবং তাদেরকে জুমুআর নামায পড়ান। তারপর তিনি সেখান থেকে আনবারে রওনা হন। আর ইতিমধ্যেই শাম ব্যতীত ইরাক, খুরাসান ও অন্যান্য সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে তার অনুকূলে বায়আত গৃহীত হয়। আর এদিকে ঈসা ইব্ন আলী অর্থভাণ্ডার ও অন্যান্য সংগ্রহশালা তার আগমন পর্যন্ত সংরক্ষণ করেন, তারপর তিনি তার কর্তৃত্বে তার হাতে ন্যস্ত করেন। এসময় তিনি তার চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীকে সাফ্ফাহ্-এর মৃত্যুসংবাদ অবহিত করে পত্র প্রেরণ করেন। তার কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি ঘোষণা দিয়ে লোকজনকে মসজিদে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দেন। তার কাছে আমীর-উমারা ও সাধারণ লোকজন সমবেত হয়। তখন তিনি তাদেরকে সাফ্ফাহ্-এর মৃত্যুসংবাদ পাঠ করে শোনান। এরপর তাদের উদ্দেশ্যে খুৎবা প্রদান করেন। এসময় তিনি উল্লেখ করেন যে, সাফ্ফাহ্ যখন তাকে মারওয়ানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন তখন তিনি তার সাথে অঙ্গীকার করেন যে, আমি যদি মারওয়ানকে পরাজিত করতে পারি, তাহলে তার পরবর্তী খলীফা হব আমি। একবার ইরাকের কতিপয় আমীর তার পক্ষে সাক্ষ্য দান করে এবং উঠে গিয়ে তার হাতে বায়আত করে। এরপর তিনি হার্‌রানে ফিরে আসেন এবং চল্লিশ দিন অবরোধের পর খলীফা মানসূরের নায়িব মুকাতিল আল-আতকীকে হত্যা করে তার কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেন। খলীফা মানসূরের কাছে যখন তার চাচার এসকল কর্মকাণ্ডের কথা পৌঁছে তখন তিনি একদল উমারাসহ আবূ মুসলিম খুরাসানীকে সসৈন্যে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী হার্‌রানে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করেন এবং বিপুল পরিমাণ রসদ ও অস্ত্রসস্ত্র মজুদ করেন। আর আবূ মুসলিম রওনা হয়ে যান। তার অগ্রবর্তী বাহিনীর প্রধান ছিল মালিক ইব্ন হায়ছাম আল-খুযাঈ। এরপর আবদুল্লাহ্ যখন আবূ মুসলিমের আগমনের বিষয়ে নিশ্চিত হন তখন তিনি ইরাকী বাহিনীর অসহযোগিতার আশঙ্কায় তাদের (প্রায়) সতের হাজার যোদ্ধাকে হত্যা করেন। এসময় তিনি হুমায়দ ইব্ন কাহ্তাবাকে হত্যা করতে মনস্থ করলে সে তার থেকে আবূ মুসলিমের কাছে পলায়ন করে। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে 'নাসীবায়ন' নামক স্থানে অবতরণ করেন এবং তার ফৌজের চারদিকে পরিখা খনন করেন। এদিকে আবূ মুসলিম অগ্রসর হয়ে এক পার্শ্বে অবতরণ করে আবদুল্লাহ্‌কে লিখেন আমাকে আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করার আদেশ দেওয়া হয়নি। আমাকে আমীরুল মু'মিনীন শামের গভর্নর নিয়োগ করে পাঠিয়েছেন। আর আমারও উদ্দেশ্য তা-ই। এ সময় আবদুল্লাহ্‌র সাথে শামীয় সৈন্যরা আবূ মুসলিমের এ কথায় আতঙ্কিত হয়ে বলল, আমরা আমাদের স্ত্রী-সন্তান, বাড়িঘর ও অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে শঙ্কিত আমরা তাদের রক্ষার্থে সেখানে ফিরে যেতে চাই। তখন আবদুল্লাহ্

বলল, দুর্ভাগ্য তোমাদের ! আল্লাহ্র কসম ! সে তো আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই এসেছে। কিন্তু, তারা শামে প্রত্যাবর্তন ছাড়া অন্য কিছু মানতে প্রস্তুত ছিল না। তখন আবদুল্লাহ্ তার মনযিল ত্যাগ করে শাম অভিমুখে রওনা হলেন। তখন আবূ মুসলিম গিয়ে তার স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন এবং সেই স্থানের চারপাশের পানি নিঃশেষ হয়ে গেল। উল্লেখ্য যে, আবদুল্লাহ্ যে স্থান থেকে সরে গিয়েছিলেন তা ছিল অত্যন্ত সুবিধাজনক স্থান। এরপর আবদুল্লাহ্ ও তার সাথীরা আবূ মুসলিমের পরিত্যক্ত স্থানে এসে দেখলেন তা অত্যন্ত অসুবিধাজনক স্থান। এরপর আবূ মুসলিম যুদ্ধের সূচনা করলেন। তিনি পাঁচমাস তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতে থাকলেন। এসময় আবদুল্লাহ্র অশ্ববাহিনীর নেতৃত্বে ছিল তার ভাই আবদুস সামাদ ইব্ন আলী, আর তার ফৌজের দক্ষিণ বাহুর প্রধান ছিল বাক্কার ইব্ন মুসলিম আল-উকায়লী, আর উত্তর বা বাম বাহুর নেতৃত্বে ছিল হাবীব ইব্ন সুওয়ায়দ আল-আসাদী। অপরদিকে আবূ মুসলিম বাহিনীর দক্ষিণ বাহুর নেতৃত্বে ছিল হাসান ইব্ন কাহতাবা আর বাম বা উত্তর বাহুর নেতৃত্বে ছিল আবূ নসর খাযিম ইব্ন খুযায়ম। এসময় উভয় বাহিনীর মাঝে বহু খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হল এবং অ-শুভ দিনসমূহে তাদের বহু সংখ্যক লোক নিহত হল। আর আবূ মুসলিম আক্রমণের সময় যুদ্ধ উন্মাদনায় আবৃত্তি করতেন ঃ

مَنْ كَانَ يَنْوِىْ اَهْلَهُ فَلاَ رَجَعْ + فَرَّ مِنَ الْمَوْتِ وَفِى الْمَوْتِ وَقَعْ

"যে ব্যক্তি তার স্বজনদের কাছে ফিরতে চেয়েছিল সে আর ফেরেনি, মৃত্যু থেকে পলায়ন করতে গিয়ে সে মৃত্যুর নহরেই পতিত হয়েছে।"

যুদ্ধের ময়দানে তার জন্য বিশেষ আসন নির্মিত ছিল। দুই বাহিনী যখন মুখোমুখি হত তখন তিনি তাতে অবস্থান করতেন। এসময় তার বাহিনীতে যখনই কোন ত্রুটি দেখতেন দূত পাঠিয়ে তা সংশোধন করতেন। এরপর যখন জুমাদাল উখরা মাসের সাত তারিখ মঙ্গল বা বুধবার হল তখন উভয় বাহিনী প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হল। এসময় আবূ মুসলিম কূট-কৌশল অবলম্বন করলেন। তার ফৌজের দক্ষিণ বাহিনীর আমির হাসান ইব্ন কাহতাবাকে নির্দেশ প্রদান করলেন সামান্য সংখ্যক ফৌজ রেখে বাকিদের নিয়ে উত্তর বা বাম বাহুতে স্থানান্তরিত হতে। এদিকে শামীয় সৈন্যরা যখন তা দেখল তখন তারা সৈন্যসমৃদ্ধ বাম বাহুর বিপরীতে অবস্থানরত ডান বাহুর দিকে অগ্রসর হল। আর আবূ মুসলিম বা তখন তার ফৌজের মধ্য বাহিনীকে নির্দেশ দিলে ডান বাহুর অবশিষ্টদের সাথে নিয়ে শামীয় ফৌজের বাম বাহুর উপর আক্রমণ করতে। তখন তারা তাদেরকে বিপর্যস্ত করল। এদিকে শামীয় ফৌজের মধ্যবর্তী বাহিনী এবং দক্ষিণ বাহু পিছু হটে পুনরায় আক্রমণ করল। অবশেষে খুরাসানী ফৌজ শামীয় ফৌজের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আক্রমণ করলে তারা পরাজিত হল। বেশ কিছুক্ষণ টিকে থাকার পর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীও পরাজিত হলেন আর আবূ মুসলিম তাদের ফৌজের সবকিছু দখল করে নিলেন। এরপর আবূ মুসলিম অবশিষ্ট সকলকে নিরাপত্তা প্রদান করলেন এবং তাদের কাউকে হত্যা করলেন না। এসময় তিনি খলীফা মানসূরকে তার অভিযানের ফলাফল জানিয়ে পত্র লিখলেন। তখন মানসূর তার মাওলা আবূ খাসীবকে প্রেরণ করলেন। আবদুল্লাহ্র সেনাছাউনিতে প্রাপ্ত গনীমতের হিসাব নিতে। এ কারণে আবূ মুসলিম খুরাসানী তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। এভাবে আবূ জা'ফর মানসূরের শাসন কর্তৃত্ব সুসংহত হল।

এদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী এবং তার ভাই আবদুস সামাদ উদ্দেশ্যহীনভাবে বেরিয়ে পড়লেন। এরপর তারা যখন রাস্‌সাফাতে পৌঁছলেন তখন আবদুস সামাদ সেখানে থেকে গেলেন। আর আবূ খাসীব যখন ফেরার পথে তাকে সেখানে পেল তখন সে তাকে লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে বন্দী অবস্থায় তার সাথে নিয়ে গেল। সে যখন তাকে মানসূরের সামনে উপস্থিত করে তখন তিনি তাকে ঈসা ইব্ন মূসার হিফাযতে ন্যস্ত করেন। এসময় ঈসা মানসূরের কাছে তার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। মতান্তরে তার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন ইসমাঈল ইব্ন আলী। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী, তিনি বসরার অবস্থানরত তার ভাই সুলায়মান ইব্ন আলীর কাছে গমন করেন এবং বেশ কিছুকাল তার কাছে আত্মগোপন করে থাকেন। এরপর মানসূর তার সম্পর্কে জানতে পারেন এবং লোক পাঠিয়ে তাকে বনূ উসামার লবণ সংরক্ষণের ঘরে তাকে কয়েদ করে রাখেন। এরপর তাতে পানি ছাড়েন তখন লবণ গলে যায় এবং ঘরটি আবদুল্লাহ্‌র উপর ভেঙ্গে পড়ে তিনি মারা যান। আর এটা খলীফা মানসূরের অন্যতম একটি গর্হিত কর্ম। আর সঠিক বিষয় আল্লাহ্ জানেন। এসময় তিনি সাত বছর জেলে অবস্থান করেন। তারপর তিনি যে ঘরে অবস্থানরত ছিলেন তা ধসে পড়লে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। যেমন তার বিবরণ যথাস্থানে ইনশাআল্লাহ্ আসছে।

আবূ মুসলিম খুরাসানীর হত্যাকাণ্ড

এবছরই আবূ মুসলিম যখন হজ্জ সমাপন করেন তখন তিনি সকলকে ছাড়িয়ে এক মনযিল অগ্রসর হয়ে যান। এমন সময় তার কাছে পথিমধ্যে সাফ্‌ফাহ্-এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে। তখন তিনি খলীফা সম্বোধন করা ছাড়াই আবূ জা'ফরের কাছে পত্র লিখেন তার ভাইয়ের মৃত্যুতে তাকে সান্ত্বনা দেয় তিনি নিজে তার কাছে ফিরে আসেননি। এতে মানসূর তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। উপরন্তু পূর্ব থেকেই তিনি তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন। কারও কারও মতে এসময়য় খলীফা মানসূরই এক মনযিল অগ্রবর্তী ছিলেন। এরপর তার কাছে যখন তার ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি আবূ মুসলিমকে ত্বরা করার নির্দেশ দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এসময় তিনি তার পত্র লিখক আবূ আয়্যূবকে বলেন, তাকে কঠোর ভাষায় পত্র লিখ। আবূ মুসলিমের কাছে যখন পত্রটি পৌঁছে তখন তিনি তাকে খলীফ সম্বোধনে অভিনন্দিত করেন এবং তার বশ্যতা স্বীকার করে নেন। জনৈক আমীর এসময় খলীফা মানসূরকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, আমরা মনে করি পথিমধ্যে তার সাথে মিলিত হওয়া আপনার জন্য ঠিক হবে না। কেননা তার সাথে রয়েছে তার একান্ত অনুগত সৈন্যদল যারা তাকে অত্যধিক সমীহ করে এবং তার আনুগত্যে প্রদর্শনে অতি তৎপর। অথচ আপনার সাথে তেমন কেউ নেই। তখন খলীফা মানসূর তার মত গ্রহণ করেন। এরপর আবূ জা'ফরের অনুকূলে তার বায়আত গ্রহণ আমরা উল্লেখ করেছি। এরপর তিনি তাকে তার চাচা আবদুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে প্রেরণ করলে তিনি তাকে পর্যুদস্ত করেন যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া ইত্যবসরে হাসান ইব্ন কাহতাবা খলীফা মানসূরের পত্র লিখক আবূ আয়্যূবের কাছে দূত পাঠান তার সাথে সরাসরি কথা বলে তাকে এ বিষয়ে অবহিত করার জন্য যে আবূ মুসলিম খলীফা আবূ জা'ফরের কাছে অভিযুক্ত। তার কাছে যখন খলীফার কোন পত্র আসে তখন সে তা পড়ে তারপর তার মুখের কোণা বাঁকিয়ে তা আবূ নসরের দিকে ছুঁড়ে মারে এবং দু'জন মিলে বিদ্রূপাত্মক হাসি হাসতে থাকে। তখন আবূ আয়্যূব বলেন, আবূ মুসলিমের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান এর চেয়ে স্পষ্টতর। আর আবূ জা'ফর

যখন তার মাওলা আবুল খসীব ইয়াকতীনকে আবূ মুসলিম কর্তৃক তার চাচা আবদুল্লাহ্র সেনাদল থেকে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ, মূল্যবান রত্ন ইত্যাদির খবরদারি করতে পাঠান। তখন আবূ মুসলিম ক্রুদ্ধ হয়ে আবূ জা'ফরকে গালমন্দ করেন এবং আবুল খাসীবকে হত্যা করতে উদ্যত হন। অবশেষে তাকে যখন বোঝানো হয় যে, সে তো নিছক দূত। তখন তিনি ক্ষান্ত হন। এরপর দূত ফিরে তার সাথে আবূ মুসলিমের কৃত আচরণের কথা উল্লেখ করলে মানসূর তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। আর তিনি শঙ্কিত হন যে আবূ মুসলিম খুরাসানে চলে গেলে তাকে বাগে আনা মুশকিল হবে এবং সে সেখানে তার বিরুদ্ধে নানা অঘটনের জন্ম দিবে। তখন তিনি ইয়াকতীনের মাধ্যমে তার কাছে পত্র প্রেরণ করেন– আমি তোমাকে শাম ও মিসরের গভর্নর নিয়োগ করলাম, আর তা খুরাসান থেকে উত্তম। আর মিসরে তুমি পসন্দমত কাউকে পাঠিয়ে নিজে শামে অবস্থান কর। তাহলে তুমি আমীরুল মু'মিনীনের কাছাকাছি অবস্থান করতে পারবে এবং তিনি যখন তোমার সাক্ষাতের ইরাদা করবেন তখন তুমি দ্রুত হাযির হতে পারবে। এই পত্র পেয়ে আবূ মুসলিম ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তিনি আমাকে শাম ও মিসরের গভর্নর নিয়োগ করেছেন আর খুরাসানের কর্তৃত্ব আমার পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। কাজেই, আমি নিজে খুরাসানে গমন করব আর শাম ও মিসরে[১] আমার প্রতিনিধি নিয়োগ করব। এরপর তিনি এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে খলীফা মানসূরকে পত্র প্রেরণ করেন। তখন মানসূর তার এই আচরণে উৎকণ্ঠা বোধ করেন। মানসূরের বিরোধিতার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আবূ মুসলিম শাম থেকে খুরাসানের উদ্দেশ্যে বের হন। এসময় মানসূর আনবার ত্যাগ করে মাদায়িন অভিমুখে রওনা হন এবং আবূ মুসলিমকে তার অভিমুখে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন। তখন আয্যাবে অবস্থানরত আবূ মুসলিম খুরাসানে প্রবেশের সংকল্প নিয়ে তাকে লিখেন– আমীরুল মু'মিনীনের এমন কোন শত্রু নেই যাকে আল্লাহ্ তার আয়ত্তে আনেননি। সাসানীয় সম্রাটদের উদ্ধৃতিতে আমরা বর্ণনা করতাম, অন্ধকার রাত যখন নীরব হয় তখনই ওযীরগণ সবচেয়ে ভয়াঙ্কর হয়। তাই আমরা আপনার নৈকট্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছি এবং আপনি যতদিন আমাদের সাথে অঙ্গীকার রক্ষা করবেন আমরাও ততদিন আপনার সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আগ্রহী এবং আপনার আনুগত্যে বিশ্বাসী। তবে তা নিরাপদ দূরত্ব রেখে। যদি আপনাকে তা তুষ্ট করে তাহলে আমি আপনার একান্ত অনুগত সেবক। আর যদি আপনি আপনার ইচ্ছাই বাস্তবায়ন করতে চান তাহলে নিজেকে অপমান ও অপদস্থতা থেকে রক্ষার্থে আমি আপনার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে বাধ্য হব।

খলীফা মানসূরের কাছে যখন পত্রটি পৌঁছে তখন তিনি আবূ মুসলিমকে লিখেন– আমি তোমার পত্রের মর্ম উপলব্ধি করেছি। তুমি ঐ সকল প্রতারক ওযীরদের মত নও যারা তাদের অপরাধের আধিক্যের কারণে রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা কামনা করে। আর তাদের স্বস্তি হল জামাআতের ঐক্য বিনষ্ট হওয়ায়। কিন্তু তোমার আনুগত্য হিতাকাঙ্ক্ষী এবং খলীফার সাহায্যকারীরূপে গুরু দায়িত্ব বহন করার মাধ্যমে তুমি নিজেকে তাদের ঊর্ধ্বে রেখেছো। ঐ শর্ত যা তুমি তোমার পক্ষ থেকে অপরিহার্য করেছো তার সাথে আনুগত্যের কোন সম্পর্ক নেই। আর

---

[১] ইবনুল আছামে (৮ খ. ঃ ২২০ পৃ.) রয়েছে, সে মানসূরের পত্র ছুড়ে ফেলে আবৃত্তি করে ঃ

اَلْقِ الصَّحِيْفَةَ لاَتُبَالِ وَاِنْ يَكُنْ + مَكْرًا كَمَثَلِ صَحِيْفَةُ الْمُتَلَمِّسِ

"কোন পরওয়া করো না, পত্রটি ছুঁড়ে মার যদিও তা মুতালাম্মিসের পত্রের ন্যায় কোন চক্রান্ত হয়ে থাকে।"

আমীরুল মু'মিনীন ঈসা ইব্‌ন মূসার মাধ্যমে তোমার কাছে পত্র প্রেরণ করেছেন যার প্রতি উৎকর্ষ হলে তোমার চিত্ত আশ্বস্ত হবে। আর আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা কর যেন তিনি শয়তানের কুমন্ত্রণা ও তোমার মাঝে অন্তরায় হন। কেননা, তোমার সদিচ্ছা নষ্ট করার জন্য এটাই তার কাছে সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা।

বলা হয় এসময় আবূ মুসলিম খলীফা মানসূরের কাছে লিখেন। পর কথা হল, আল্লাহ্ তার সৃষ্টির প্রতি যে বিধান আরোপ করেছেন সে বিষয়ে আমি এক ব্যক্তিকে অগ্রপথিক ও পথ প্রদর্শক নির্ধারণ করেছি। তিনি ছিলেন জ্ঞান সমুদ্রে অবগাহনকারী এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকতাত্মীয়। কুরআন সম্বন্ধে আমাকে মূর্খ গণ্য করে যৎসামান্যের লোভে তিনি তার অর্থ বিকৃতি ঘটালেন যা আল্লাহ্ তার সৃষ্টিকূলের জন্য ত্যাগ করেছেন। আর তিনি ছিলেন প্রবঞ্চক তুল্য। আর তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন তরবারি কোষমুক্ত করতে, দয়া অপসারণ করতে, কোন কৈফিয়ত গ্রহণ না করতে, পদস্খলন ক্ষমা না করতে। তখন আমি আপনাদের কর্তৃত্ব দৃঢ়করণে তা বাস্তবায়ন করলাম এমনকি যারা আপনাদের পরিচয় জানত না আল্লাহ্ তাদেরকে আপনাদের পরিচয় জানালেন, আপনাদের শত্রুরা আপনাদের আনুগত্য করল। অপদস্থ-তুচ্ছতা ও আত্মগোপনতার পর আল্লাহ্ আপনাদেরকে বিজয় দান করলেন। এরপর আল্লাহ্ আমাকে তাওবা দ্বারা রক্ষা করলেন। তিনি যদি আমাকে ক্ষমা করেন তাহলে ক্ষমা দ্বারা তো তিনি আদিকাল থেকেই পরিচিত এবং তার সাথে তা সম্পৃক্ত। আর যদি তিনি আমাকে শাস্তি প্রদান করেন। তাহলে তা আমার কৃতকর্মের কারণে। আর আল্লাহ্ তো তার বান্দাদের প্রতি অবিচারী নন। মাদায়নী তার শায়খদের থেকে এই বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া খলীফা মানসূর একদল আমীরসহ জারীর ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-বাজালীকে[১] তার কাছে প্রেরণ করেন। আর জারীর ছিলেন তার কালের অনন্য ব্যক্তি। তিনি তাকে নির্দেশ প্রদান করেন আবূ মুসলিমের সাথে যথাসাধ্য কোমল ভাষায় কথা বলতে এবং কথার মাধ্যমে তাকে এ বিষয়টি বোঝাতে যে খলীফা আপনার মান-মর্যাদা সমুন্নত করতে চান এবং আপনাকে অবাধ কর্তৃত্ব দান করতে চান। যদি সে তা মেনে নেয় তাহলে বেশ। আর যদি সে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাকে একথা বলবে যে তিনি আব্বাস থেকে দায়মুক্ত। যদি আপনি মুসলমানদের ঐক্য নষ্ট করে আপনার ইচ্ছামাফিক পথ অবলম্বন করেন তাহলে তিনি নিজেই পাকড়াও করবেন এবং আপনার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই করবেন। আপনি যদি অথই সমুদ্রে নেমে পড়েন তাহলে তিনি আপনার নাগাল পাওয়া পর্যন্ত সেখানেও আপনার পশ্চদ্ধাবন করবেন। এরপর হয় আপনাকে হত্যা করবেন অথবা তার পূর্বে নিজেই মৃত্যুবরণ করবেন– আর উত্তম পন্থায় তার মত পরিবর্তনের ব্যাপারে নিরাশ হওয়ার পূর্বে তাকে একথা বলবে না।

খলীফা মানসূর প্রেরিত আমীর-উমারাগণ হালওয়াবে যখন তার কাছে আগমন করলেন তখন তারা তাকে আমীরুল মু'মিনীনের বায়আত প্রত্যাহার ও তার বিরোধিতার কারণে তাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং তাকে তার আনুগত্যে প্রত্যাবর্তনের জন্য উৎসাহিত করলেন। তখন আবূ মুসলিম

---

১. ইবনুল আছীরে (৫ খ. ঃ ৫৭১ পৃ.) রয়েছে, মানসূর একটি পত্র লিখে তা আবূ হুমায়দ আল মারওয়ার ওয়াযীর সাথে প্রেরণ করেন। আর ইবনুল আ'ছামে আবূ মুসলিমের পত্রের উত্তরে মানসূরের প্রেরিত পত্রের ভাষ্য রয়েছে। আর আল-ফখরীতে রয়েছে মানসূর তার জনৈক বুদ্ধিমান বাহকের হাতে পত্রসমূহ প্রেরণ করেন।

তার বিচক্ষণ আমিরদের সাথে পরামর্শ করলেন। এসময় তাদের সকলেই তাকে খলীফা মানসূরের আনুগত্যে প্রত্যাবর্তন করতে নিষেধ করল। তারা তাকে রায় শহরে অবস্থানের পরামর্শ দিল। তাহলে খুরাসান তার কর্তৃত্বাধীন থাকবে এবং তার ফৌজ তার অনুগত থাকবে। এরপর খলীফা যদি তা মেনে নেয় তাহলে বেশ, অন্যথায় তিনি তার অনুগত ফৌজের সুরক্ষায় অবস্থান করবেন। এসময় আবূ মুসলিম খলীফা মানসূরের প্রেরিত আমীরদের কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন তোমরা তোমাদের খলীফার কাছে ফিরে যাও, আমি তার সাক্ষাতে আগ্রহী নই। এরপর তারা যখন তার ব্যাপারে নিরাশ হল তখন তারা তাকে খলীফা মানসূরে নির্দেশিত সেই কথা বলল। আবূ মুসলিম যখন একথা শুনল তখন বিপর্যস্ত ও ভগ্নমনে বলল, এখনই আমার সামনে থেকে তোমরা যাও।

আর আবূ মুসলিম খুরাসানে আবূ দাঊদ ইবরাহীম ইব্ন খালিদকে তার স্থলবর্তী নিয়োগ করেছিলেন। আবূ মুসলিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ উথাপনের পর তার অনুপস্থিতি খলীফা মানসূর আবূ দাঊদকে পত্র মারফত জানান আমি যতদিন খলীফারূপে জীবিত আছি ততদিন খুরাসানের শাসন কর্তৃত্ব তোমার। আবূ মুসলিমকে পদচ্যুত করে আমি তোমাকে তার গভর্নর নিয়োগ করলাম। এরপর আবূ দাঊদ যখন আবূ মুসলিমের বায়আত প্রত্যাহারে কথা জানতে পারেন তখন তিনি তাকে পত্র লিখেন– আহলে বায়তের খলীফাদের বায়আত প্রত্যাহার করে নেওয়া আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। আপনি আপনার ইমামের পূর্ণ আনুগত্যে প্রত্যাবর্তন করুন। আমার সালাম গ্রহণ করবেন– তখন বিষয়টি তাকে আরও বিপর্যস্ত করল এবং আবূ মুসলিম তাদের কাছে এই মর্মে দূত প্রেরণ করলেন, অচিরেই আমি খলীফার কাছে আমার আস্থভাজন আবূ ইসহাককে প্রেরণ করব। এরপর তিনি আবূ ইসহাককে খলীফা মানসূরের কাছে প্রেরণ করেন। তখন খলীফা আবূ ইসহাককে সসম্মানে বরণ করেন এবং আবূ মুসলিমকে তার আনুগত্যে ফিরিয়ে আনার শর্তে তাকে ইরাকের গভর্নর বানানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আবূ ইসহাক যখন আবূ মুসলিমের কাছে ফিরে আসেন তখন তিনি তাকে প্রশ্ন করেন, তুমি কী খবর এনেছো? তিনি বলেন, আমি তো তাদেরকে দেখলাম আপনার প্রতি উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করতে। আবূ ইসহাকের এই কথা তাকে প্ররোচিত করে এবং তিনি খলীফার সাক্ষাতের জন্য সংকল্পবদ্ধ হন। এসময় তিনি তার নায়যাক নামক আমীরের পরামর্শ চান। তখন তিনি তাকে নিষেধ করেন। কিন্তু আবূ মুসলিম তার সংকল্পে অবিচল থাকেন। নায়যাক তার এই দৃঢ় সংকল্প দেখে আবৃত্তি করেন ঃ

مَا لِلرِّجَالِ مَعَ الْقَضَاءِ مَحَالَةٌ + ذَهَبَ الْقَضَاءُ بِحِيْلَةِ الاَقْوَامِ

"তাকদীরের সাথে কোন কৌশল চলে না, তাকদীর সকলের কৌশলকে নস্যাৎ করে দেয়।"

তারপর নায়যাক তাকে বলেন, আমার একটি কথা রাখুন। আবূ মুসলিম বলেন, তা কী? তখন তিনি বলেন, আপনি যখন তার সাক্ষাতে প্রবেশ করবেন তখন তাকে হত্যা করুন। তারপর আপনি যাকে ইচ্ছা খলীফারূপে তার বায়আত গ্রহণ করুন। কেননা, তখন কেউ আপনার বিরোধিতা করবে না। এরপর আবূ মুসলিম খলীফা মানসূরকে তার আগমন সংবাদ জানিয়ে পত্র লিখেন। খলীফা মানসূরের পত্র লেখক আবূ আয়্যূব বলেন, এরপর আমি মানসূরের সাক্ষাতে প্রবেশ করি, তিনি তখন আসরের নামায পড়ে একটি পশমী তাঁবুতে জায়নামাযে উপবিষ্ট আর তার

সামনে ছিল একটি পত্র। এসময় তিনি তা আমার দিকে ছুঁড়ে দেন, আমি তখন দেখতে পাই তা আবূ মুসলিমের পত্র তাতে তিনি খলীফাকে তার আগমনের কথা অবহিত করেছেন। এরপর খলীফা বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! তুমি যদি তার গুণ বর্ণনা করে আমাকে মুগ্ধ ও বিমোহিত কর তবুও আমি তাকে হত্যা করবই। আবূ আয়্যূব বলেন, আমি তখন (বিপদ আঁচ করে) 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন' পড়লাম। আর এ ঘটনার কথা ভেবে সে রাতে আমার ঘুম আসল না। আর আমি মনে মনে বললাম, আবূ মুসলিম যদি ভীত অবস্থায় খলীফার সাক্ষাতে প্রবেশ করে তাহলে তার পক্ষ থেকে খলীফার প্রতি কোন অপ্রীতিকর আচরণ প্রকাশ পেতে পারে। অবস্থার দাবী হল তার নির্ভয়ে প্রবেশ করা যাতে খলীফা তাকে কাবু করতে পারেন। এরপর যখন সকাল হল তখন আমি জনৈক আমীরকে[1] ডেকে বললাম, কাসকার শহরের গভর্নর হওয়ার কি আগ্রহ আছে তোমার ? এ বছর তা প্রচুর ফল-ফসলে সমৃদ্ধ। তখন সে বলল, কে আমার জন্য তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে ? তখন আমি তাকে বললাম, তাহলে তুমি গিয়ে খলীফার সাক্ষাতে আগমনরত আবূ মুসলিমের সাথে পথিমধ্যে সাক্ষাৎ করে বল, তোমাকে ঐ শহরের গভর্নর নিয়োগ করতে। কেননা, আমীরুল মু'মিনীন তাকে তা গোটা ইসলামী সম্রাজ্যের শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করে নিজে আপাতত বিশ্রাম গ্রহণ করতে চান। একথা বলে আমি তার পক্ষে থেকে লোকটির আবূ মুসলিমের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে তার [মানসূরের] অনুমতি চাইলাম। তখন তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। তিনি তাকে বললেন, আমাদের পক্ষ থেকে সালাম জানিয়ে তাকে বলো, আমরা তার সাক্ষাতে আগ্রহী। এরপর সেই ব্যক্তি[2] আবূ মুসলিমের কাছে গিয়ে তাকে তার প্রতি খলীফার আগ্রহের কথা জানাল। তখন তা তাকে আনন্দিত করল এবং তিনি নিঃসঙ্কোচিত হলেন। অথচ তা ছিল তার প্রতি ধোঁকা ও ষড়যন্ত্র। আর আবূ মুসলিম যখন লোকটির কথা শুনল তখন তিনি দ্রুত তার মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি যখন মাদায়নের নিকটবর্তী হলেন তখন খলীফা, আমীর-উমারা ও সেনাপতিদের নির্দেশ দিলেন অগ্রসর হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে। সেদিন দিনের শেষ ভাগে তিনি খলীফা মানসূরের সাক্ষাত লাভ করলেন। আর ইতিপূর্বেই আবূ আয়্যূব মানসূরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তার হত্যাকে পরদিন পর্যন্ত বিলম্বিত করতে এবং তিনি তার সে পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। এরপর আবূ মুসলিম যখন সন্ধ্যাকালে খলীফা মানসূরের সাক্ষাতে প্রবেশ করলেন তিনি তখন তার প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ করলেন। তারপর তিনি তাকে বললেন, যাও তুমি নিজেকে আরাম দাও, হাম্মাম খানায় প্রবেশ করে গোসল করে নাও। আগামীকাল হলে তুমি আবার আমার কাছে এস। এরপর তিনি খলীফার কাছ থেকে বের হলেন এবং লোকজন এসে তাকে সালাম করতে লাগল। পরদিন খলীফা তার জনৈক আমীরকে তলব করে বললেন, তোমার কাছে আমার গুরুত্ব কতটুকু ? তখন সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম ! হে আমীরুল মু'মিনীন আপনি যদি আমাকে আত্মহত্যার নির্দেশ দেন তাহলে আমি আত্মহত্যা করতে কুণ্ঠিত হব না। তিনি বললেন, বল তো দেখি যদি আমি তোমাকে আবূ মুসলিমকে হত্যা করার নির্দেশ দিই। বর্ণনাকারী বলেন তখন সে বেশ কিছুক্ষণ বিষণ্ন অবস্থায় চুপ করে থাকল। এরপর আবূ আয়্যূব তাকে বললেন, এ ব্যাপারে তুমি কথা বলছ না কেন ? তখন সে দুর্বলভাবে বলল,

---

[1] এই ব্যক্তি হল সালামা ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন জাবির, দ্র. তাবারী ইবনুল আছীর।

[2] সে হল সালামা নামক এক ব্যক্তি।

আমি তাকে হত্যা করব। এরপর মানসূর তাকে হত্যার জন্য চারজন বিশিষ্ট প্রহরী নির্বাচিত করে তাদেরকে তাকে হত্যা করার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমরা পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে, আমি যখন হাততালি দিব তখন তোমরা এসে তাকে হত্যা করবে। এরপর খলীফা মানসূর আবূ মুসলিমের কাছে এক দূত পাঠালেন। তখন[১] আবূ মুসলিম এসে প্রথমে খলীফার বাস ভবনে প্রবেশ করলেন এরপর স্মিতমুখে খলীফার সামনে। সাক্ষাতে প্রবেশ করলেন। তিনি যখন খলীফার মুখোমুখি হলেন তখন খলীফা তাকে একে একে তার সকল কৃতকর্মের জন্য তিরস্কার করতে লাগলেন। আর তিনি তার সব বিষয়ে অজুহাত পেশ করতে লাগলেন। তারপর বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন আমার প্রত্যাশা যে এখন আপনার মন আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছে। তখন মানসূর বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! এসব কিছু তোমার প্রতি আমার রোষ বৃদ্ধি করেছে। এরপর তিনি হাততালি দিলেন তখন উছমান ও তার সঙ্গীরা এসে তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করল এবং তারা তাকে একটি আলখেল্লায় জড়িয়ে রাখল। এরপর খলীফা মানসূর তার শবদেহকে দজলায় নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। এটাই ছিল তার শেষ পরিণতি। আবূ মুসলিমের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় ১৩৭ হিজরীর শা'বান মাসের ২৬ তারিখ বুধবার।

যে সব কথা বলে খলীফা মানসূর তাকে তিরস্কার করেন তার অন্যতম হল তিনি তাকে বলেন, একাধিকবার তুমি নিজেকে প্রথমে উল্লেখ করে আমার কাছে পত্র প্রেরণ করেছো। আর তুমি আমার ফুফু আমীনাকে বিবাহ প্রস্তাব দেওয়ার স্পর্ধা দেখিয়েছ। উপরন্তু তুমি দাবী করে থাক যে তুমি সুলায়ত ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাসের সন্তান। তখন আবূ মুসলিম বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আমার সম্পর্কে একথা বলা ঠিক হবে কি অথচ আপনাদের জন্য আমি কী করেছি তা সকলেই জানে। তখন মানসূর বলেন, হতভাগা ! কোন কৃষ্ণকায় দাসীও যদি এ বিষয়ে তৎপর হত তাহলেও আল্লাহ্ আমাদের ভাগ্যরূপে এবং আমাদের সতর্কতা অবলম্বনের কারণে তা পূর্ণ করত। তারপর তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি তোমাকে হত্যা করবই ! তখন আবূ মুসলিম বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমাকে আপনার শত্রুদের মুকাবিলার জন্য জীবিত রাখুন। তখন তিনি বলেন, তোমার চেয়ে ঘোরতর শত্রু আমার আর কে আছে ? এরপর তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তখন জনৈক আমীর তাকে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! এখন আপনি প্রকৃত খলীফা হতে পেরেছেন। বর্ণিত আছে এসময় খলীফা মানসূর এই কবিতা পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করেন ঃ

فَأَلْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّبِهَا النَّوٰى + كَمَا قَرَّ عَلَيْنًا بِالْإِيَابِ الْمُسَافِرُ

"আর তার সামান (সফর সামগ্রী) নামিয়ে যাত্রা শেষ করল যেমন স্বজনদের মাঝে ফিরে মুসাফিরের চোখ জুড়াল।"

ইব্‌ন খাল্লিকান উল্লেখ করেছেন যে, খলীফা মানসূর যখন আবূ মুসলিমকে হত্যা করার ইচ্ছা

---

১. আল-আখবারুত্ তিওয়ালে (৩৮০ পৃ.) রয়েছে, "এরপর যখন চতুর্থ দিন আসল....আর মুরুজুজযাহাব (৩ খ. ঃ ৩৫৬ পৃ.) রয়েছে একাধিকবার আবূ মুসলিম মানসূরের কাছে যান কিন্তু তিনি কিছুই প্রকাশ করেননি। আল ইমামা ওয়াস সিয়াসাতে রয়েছে– এভাবে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করেন, প্রতিদিন আবূ জা'ফরের কাছে আসতে থাকেন। আর ইবনুল আছামে (৮ খ. ঃ ২২৫ পৃ.) রয়েছে। এভাবে তিন দিন অবস্থানের পর যখন চতুর্থ দিন আসল .....।

করলেন, তখন তিনি তার বিষয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন একথা ভেবে যে, তিনি কি এ বিষয়ে কারো পরামর্শ চাইবেন নাকি এককভাবে তা কার্যকর করবেন যাতে বিষয়টি প্রচার-প্রসার লাভ না করে। এরপর তিনি তার একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী জনৈক সহচরের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তখন তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন - لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا। "যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ্ ব্যতীত বহু ইলাহ্ থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত (সূরা আম্বিয়া ঃ ২২)"। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি আল্লাহর এই বাণীকে এক সংরক্ষণকারী কর্ণের গোচরে এনেছ। এরপর তিনি এ বিষয়ে সংকল্পবদ্ধ হলেন।

আবূ মুসলিম খুরাসানীর জীবন চরিত

তিনি হলেন আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আবূ মুসলিম আবদুর রহমান ইব্ন মুসলিম। তাকে রাসূল পরিবারের আমীরও বলা হয়। খতীব (বাগদাদী) বলেন, তার নাম আবদুর রহমান ইব্ন শায়রূন ইব্ন ইসফানদিয়ার আবূ মুসলিম আল-মারওয়াযী। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি রিওয়ায়াত করেছেন আবু যুবায়র, ছাবিত আল-বুনানী, ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস থেকে। ইব্ন আসাকির অবশ্য তার শায়খদের মাঝে মুহাম্মাদ ইব্ন আলী, আবদুর রহমান ইব্ন হারমালা এবং ইব্ন আব্বাসের মাওলা ইকরিমাকে উল্লেখ করেছেন। ইব্ন আসাকির বলেন, আবূ মুসলিম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন- ইবরাহীম ইব্ন মায়মূন, মুসআব ইব্ন বিশরের পিতা বিশর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন শুবরুমা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুনীব আল-মারওয়াযী এবং আবূ মুসলিমের জামাতা কুদায়দ ইব্ন মানী'।

খতীব বাগদাদী বলেন, আবূ মুসলিম ছিলেন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান, পরিচালন-কুশলী, আত্মপ্রত্যয়ী ও দুঃসাহসী। খলীফা আবূ জা'ফর মানসূর তাকে মাদায়িনে হত্যা করেন। আবূ নাঈম ইস্পাহানী তার 'তারীখে ইস্পাহানে' বলেন, তার নাম ছিল আবদুর রহমান ইব্ন উছমান ইব্ন ইয়াসার ইব্ন সুনদুস ইব্ন হাওযাওয়ান। তিনি ছিলেন বায্রা জামহারের বংশধর। তার উপনাম ছিল আবূ ইসহাক। আর তিনি কূফায় লালিত-পালিত হন। তার পিতা মৃত্যুকালে তাকে ঈসা ইব্ন মূসা আস্-সাররাজের দায়িত্বে অর্পণ করে যান। তিনি তখন তাকে সাত বছর বয়সে কূফায় নিয়ে আসেন। এরপর ইমাম ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ যখন তাকে খুরাসানে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাকে বলেন, তোমার নাম উপনাম সব পরিবর্তন করে ফেল। তখন তিনি আবদুর রহমান ইব্ন মুসলিম নাম গ্রহণ করেন এবং আবূ মুসলিম উপনাম ধারণ করেন। এরপর সতের বছর বয়সে একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে তিনি খুরাসান অভিমুখে রওনা হন। এসময় ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ তাকে পথ খরচ প্রদান করেন। এইভাবে অতিসাধারণ অবস্থায় তিনি খুরাসানে প্রবেশ করেন। এরপর কালক্রমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং অবূ মুসলিম গোটা খুরাসান অঞ্চলের একক শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী হন। বর্ণিত আছে যে, তার খুরাসান যাওয়ার পথে কোন এক পানশালার এক ব্যক্তি স্পর্ধা দেখিয়ে তার গাধার লেজ কেটে দেয়। পরবর্তীতে আবূ মুসলিম যখন কর্তৃত্ব লাভ করেন তখন তিনি সে স্থানকে ধূলিসাৎ করে দেন ফলে তা বিরাণ হয়ে যায়। কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, শৈশবে তিনি যুদ্ধ বন্দী হন। এসময় আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের

জনৈক প্রচারক তাকে চারশ দিরহামে খরিদ করে নেয়। এরপর ইমাম ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ চেয়ে নিয়ে তাকে খরিদ করেন। তখন থেকেই তিনি তার পরিচয়ে পরিচিত হন। এছাড়া ইবরাহীম তাকে আবুন্ নাজাম ইসমাঈল আত্-তাঈ-এর কন্যার সাথে বিবাহ্ দেন, যিনি ছিলেন তাদের সম্রাজ্যের প্রচারক। তিনি যখন তাকে খুরাসানে প্রেরণ করেন, তখন তার স্ত্রীকে তার পক্ষ থেকে চারশ দিরহাম মোহর প্রদান করেন। তার এই স্ত্রী তার ঔরসে দুই কন্যা প্রসব করেন তার একজন হল আসমা বিন্ত আবূ মুসলিম যিনি সন্তানবতী ছিলেন। আর অন্যজন ফাতিমা যার কোন সন্তান ছিল না।

একশ উনত্রিশ হিজরীর আলোচনায় আবূ মুসলিমের খুরাসানের কতৃত্ব লাভের অবস্থা এবং কিভাবে তিনি বনূ আব্বাসের পক্ষে প্রচার প্রচারণায় তৎপর হয়েছিলেন তা উল্লিখিত হয়েছে। আর আবূ মুসলিম ছিলেন সমীহ উদ্রেককারী সাহসী বীর এবং ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী। ইব্ন আসাকির তার নিজস্ব সনদে রিওয়ায়াত করেছেন যে (একবার) আবূ মুসলিম যখন খুৎবা প্রদান করছিলেন তখন এক ব্যক্তি তার দিকে অগ্রসর হয়ে বলল, এই কাল পরিধেয় যা আপনি পরিধান করেছেন তার তাৎপর্য কী ? তখন তিনি বললেন, আমাকে আবু যুবায়র জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পবিত্র মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর মাথায় কাল পাগড়ি পরিধান করেছিলেন। আর এটা অবস্থা নির্দেশক পরিধেয় এবং কর্তৃত্ব প্রকাশ পরিধেয়। কে আছ, তার গর্দান উড়িয়ে দাও। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুনীবের হাদীছ সংগ্রহ থেকে বর্ণিত আছে , মুহাম্মাদ ইব্ন আলী সূত্রে .. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ مَنْ اَرَادَ هَوَانْ قُرَيْشٍ اَهَانَهُ اللّٰه যে ব্যক্তি কুরায়শের অপদস্থতা চাইবে আল্লাহ্ তাকে অপদস্থ করবেন। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রচারকালে অলঙ্কার নির্মাতা-কর্মকার-স্বর্ণকার ইবরাহীম ইব্ন মায়মূন তার সঙ্গী ও সহচর ছিল। তিনি তাকে প্রতিশ্রুতি দিতেন যে, কর্তৃত্ব লাভ করলে তিনি শরীআত নির্ধারিত শাস্তির বিধান কার্যকর করবেন। এরপর আবূ মুসলিম যখন কর্তৃত্ব লাভ করেন তখন ইবরাহীম ইব্ন মায়মূন তার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য তাকে পীড়াপীড়ি করেন এমনকি তাকে বিব্রত ও অস্থির করে ফেলেন। তখন আবূ মুসলিম তাকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাকে বলেন, কেন তুমি নাসর ইব্ন সায়্যারকে তিরস্কার করতে না অথচ সে স্বর্ণ নির্মিত সুরা পাত্র তৈরি করে তা বনূ উমায়্যার কাছে পাঠাত। তখন তিনি বলেন, তারা তো আমাকে তাদের নিকট সান্নিধ্যে গ্রহণ করেনি এবং আমাকে ঐ প্রতিশ্রুতিও প্রদান করেনি যে প্রতিশ্রুতি আপনি আমাকে প্রদান করেছেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই ইবরাহীম ইব্ন মায়মূন তার সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের বিষয়ে ধৈর্যধারণের কারণে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন। কেননা, তিনি এ বিষয়ে তৎপর ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। কিন্তু আবূ মুসলিম তাকে হত্যা করেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

ইতিপূর্বে আমরা আবূ মুসিলম কর্তৃক সাফ্ফাহ্-এর আনুগত্য এবং তার নির্দেশের ফরমান পালনে তার গুরুত্ব আরোপের কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু এরপর যখন খিলাফতের কর্তৃত্ব মানসূর লাভ করলেন। তখন তিনি তাকে তুচ্ছজ্ঞান করলেন। এসত্ত্বেও খলীফা মানসূর আবূ মুসলিমকে তার চাচা আবদুল্লাহ্র বিরুদ্ধে শামে প্রেরণ করেছিলেন। তখন আবূ মুসলিম তাকে পরাজিত ও বিপর্যস্ত করে তার থেকে শামের কর্তৃত্ব উদ্ধার করে তাকে মানসূরের কর্তৃত্বাধীন

করেছিলেন। তারপর তিনি নিজেকে খলীফা মানসূরের চেয়ে বড় ভেবে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন। তখন মানসূর তা অনুভব করতে পারেন। এছাড়া তিনি পূর্ব থেকেই তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন, ফলে তিনি তার ভাই সাফ্ফাহ্কে একাধিকবার আবূ মুসলিমকে হত্যা করার পরামর্শ দেন, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সাফ্ফাহ্ তা করতে অস্বীকৃতি জানান। এরপর মানসূর যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন থেকে তিনি কৌশলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। অবশেষে তিনি যখন তার সাক্ষাতে আগমন করেন তখন তিনি তাকে হত্যা করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, খলীফা মানসূর আবূ মুসলিমের কাছে লিখেন–পরসমাচার হল আল্লাহ্র নাফরমানী ও অবাধ্যতা হৃদয়ে মরিচা ধরায় এবং তা মোহর করে দেয়। কাজেই, হে উদভ্রান্ত ব্যক্তি ! সংরক্ষণকারী হও ! হে নেশাগ্রস্ত ! সজাগ হও ! হে নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত হও। তুমি তো অলীক স্বপ্নে বিভোর। তুমি তো এমন পার্থিব জগতের অন্তরালে যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতারিত করেছে এবং বিগতরা তার বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مَنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا (তুমি কি তাদের কাউকে দেখতে পাও অথবা ক্ষীণতম শব্দ শুনতে পাও (সূরা মারয়াম ঃ ৯৮)। আর কোন পলায়নকারী আল্লাহ্কে অক্ষম করতে পারে না এবং তার অনুসন্ধানের পাত্র তার হাতছাড়া হতে পারে না। কাজেই আমার যে সফল প্রাক্তন আহ্বায়ক ও প্রচারক তোমার সাথে রয়েছে তাদের দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। তারা যেন তোমার সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণের পর তোমার উপর আক্রমণ করেছে। তুমি যদি আনুগত্য প্রত্যাহার কর, মুসলমানদের জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হও তাহলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তুমি এমন পরিণতির সম্মুখীন হবে যা তোমার ধারণাতীত। ধীরে ! ধীরে ! হে আবূ মুসলিম ! বিদ্রোহ্ করা থেকে সতর্ক হও। কেননা, যে বিদ্রোহ্ করে এবং সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহ্ তার থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে যান। তখন তিনি তার বিরুদ্ধে এমন ব্যক্তিকে সাহায্য করেন যে তাকে ধরাশায়ী করে। পূর্ববর্তীদের মাঝে অনুসৃত প্রথার শিকার হওয়া থেকে এবং পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক বিষয় হওয়া থেকে সতর্ক হও। প্রমাণ সাব্যস্ত হয়েছে এবং আমি তোমার কাছে এবং তোমার ব্যাপারে আমার অনুগতদের কাছে আমার অজুহাত তুলে ধরছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ

"তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও যাকে আমি দিয়েছিলাম আমার নিদর্শন। এরপর সে তাকে বর্জন করে ও শয়তান তার পিছনে লাগে, আর সে বিপথগামীর অন্তর্ভুক্ত হয়" (সূরা আরাফ ঃ ১৭৫)।

আবূ মুসলিম তখন এর উত্তরে লেখেন, পর কথা হল, আমি আপনার প্রেরিত পত্র পাঠ করেছি। আমি মনে করি তাতে আপনি যথার্থতাকে পাশ কাটিয়েছেন এবং সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। যেখানে আপনি অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন এবং কাফিরদের প্রসঙ্গে নাযিলকৃত কতিপয় আয়াত লিপিবদ্ধ করেছেন। আর জ্ঞানবান ও জ্ঞানহীন বরাবর হতে পারে না। আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পরিত্যাগ করিনি। কিন্তু, হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ! আমি আপনাদের ব্যাপারে কুরআনের কতিপয় আয়াতকে ব্যাখ্যা করে তা দ্বারা আপনাদের

অনুকূলে শাসন কর্তৃত্ব ও আমার আনুগত্যকে অপরিহার্য গণ্য করেছি। এর ফলে আমি তাকে পূর্ণতা প্রদান করেছি। আপনার পূর্বে আপনার দুই ভাই দ্বারা। তারপর আপনার দ্বারা। তাই আমি ছিলাম তাদের দুজনের একান্ত অনুগত অনুসারী। এসময় নিজেকে আমি সুপথপ্রাপ্ত ও সুপথ প্রদর্শক ভাবতাম। কিন্তু আসলে আমি কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যায় ভুলের শিকার ছিলাম। আর ইতিপূর্বেও কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যাকারীরা ভুলের শিকার হয়েছেন। আর স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

"যারা আমার আয়াতে ঈমান আনে তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাদেরকে তুমি বলো, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তার কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত যদি মন্দ কাজ করে তারপর তাওবা করে এবং সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরা আনআম ঃ ৫৪)।"

আপনার ভাই সাফ্ফাহ্ বিভ্রান্ত হয়েও সুপথপ্রাপ্তের অবয়বে আত্মপ্রকাশ করল। এরপর সে আমাকে নির্দেশ দিল তরবারি কোষমুক্ত করতে, মন্দ ধারণাবশত নরহত্যা করতে এবং সংশয়যুক্ত ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে, দয়া ও অনুগ্রহ অপসারণ করতে এবং পদস্খলন ক্ষমা না করতে। তখন আমি আপনার আনুগত্যের খাতিরে এবং আপনাদের শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকরণার্থে তামাম দুনিয়াবাসীর অনিষ্ট সাধনে তৎপর হলাম এমনকি যার ফলে যারা আপনাদের সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল আল্লাহ্ তাদের কাছে আপনাদেরকে পরিচিত করলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা অনুতাপ অনুশোচনা দ্বারা তা থেকে রক্ষা করলেন এবং তাওবা দ্বারা তা থেকে উদ্ধার করলেন। কাজেই, এখন যদি তিনি আমাকে ক্ষমা করেন এবং মার্জনার দৃষ্টিতে দেখেন তাহলে এ কারণে যে তিনি তাওবাকারীদের ক্ষমা করে থাকেন। আর যদি তিনি আমাকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে তা হবে অপরাধের কারণে। আল্লাহ্ তো কোন বান্দার প্রতি অবিচার করেন না। আবূ মুসলিমের এ পত্রের উত্তরে খলীফা মানসূর তাকে লিখলেন, পরকথা হল, হে অবাধ্য অপরাধী ! আমার ভাই সাফ্ফাহ্ ছিলেন হিদায়াতের অগ্রপথিক। তিনি তার প্রতিপালকের সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে তার প্রতি আহ্বান করতেন। ফলে তিনি তোমার জন্য চলার পথকে সুস্পষ্ট করেছেন এবং তোমাকে সঠিক পন্থায় পরিচালিত করেছেন। তুমি যদি আমার ভাইয়ের প্রকৃত অনুসরণকারী হতে তাহলে সত্য-বিচ্যুত হতে না এবং শয়তান ও তার নির্দেশাবলীর অনুসারী হতে না। কিন্তু, যখনই তোমার সামনে দু'টি বিষয় উপস্থিত হয়েছে তখনই তুমি তার মধ্যে যেটি অধিক কল্যাণপ্রসূ সেটি বর্জন করেছো এবং যেটি অধিক বিভ্রান্তিকর সেটির অনুসরণ করেছো। তুমি ফিরআওনের ন্যায় নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছো, স্বেচ্ছাচারী শাসকদের ন্যায় পাকড়াও করেছো। অন্যায়ভাবে বিপর্যয় বিশৃঙ্খলাকারীদের ন্যায় ফায়সালা করেছো। শাসন পরিচালনা করেছো। অপচয়-অপব্যয় করেছো এবং অপব্যয়কারীদের ন্যায় তা অস্থানে ব্যয় করেছো।

হে দুরাচার ! এরপর শুনে নাও আমি মূসা ইব্‌ন কা'বকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেছি এবং তাকে নিশাপুরে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছি। এরপর যদি তুমি খুরাসানের কর্তৃত্বের দাবী কর তাহলে সে আমার সেনাপতি ও অনুসারীদের নিয়ে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। আর আমি নিজেও তোমার সাক্ষাতের জন্য উৎসাহী। এখন তুমি তোমার ফন্দি আঁটো। আল্লাহ্ তোমাকে বিপথগামী ও ব্যর্থ করুন। আর শুনে রাখ আমীরুল মু'মিনীন ও তার অনুসারীদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আর তিনি অতি উত্তম কর্ম বিধায়ক।

এভাবে খলীফা মানসূর একবার কখনও তাকে আনুগত্যে আগ্রহী করে কখনও আনুগত্য প্রত্যাহারে ভীতি প্রদর্শন করে তার সাথে পত্রালাপ করতে থাকেন এবং আবূ মুসলিম তার যে সকল বিচক্ষণ আমীর ও দূতগণকে মানসূরের কাছে প্রেরণ করেন, তাদেরকে তার পক্ষে টানতে থাকেন এবং বিভিন্ন লোভনীয় প্রতিশ্রুতি দিতে থাকেন। অবশেষে তারা আবূ মুসলিমের কাছে মানসূরের দরবারে আগমনকে শোভনীয় সাব্যস্ত করে। শুধুমাত্র নায়যাক নামক আমীর এর বিরোধিতা করেন, তিনি এ বিষয়ে একমত হননি। কিন্তু তিনি যখন আবূ মুসলিমকে সকলের সিদ্ধান্তের অনুগামী দেখেন তখন এই কবিতা পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করেন ঃ

مَا لِلرِّجَالِ مَعَ الْقَضَاءِ مَحَالَةٌ + ذَهَبَ الْقَضَاءُ بِحِيْلَةِ الْاَقْوَامِ

"তাকদীরের বিরুদ্ধে মানুষের কোন উপায় নেই, তাকদীর লোকদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়।"

এই আমীর নায়যাক তাকে পরামর্শ দেন মানসূরকে হত্যা করে তার পরিবর্তে অন্য কাউকে খলীফা নিযুক্ত করতে। কিন্তু তার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। কেননা, তিনি যখন মাদায়িনে পৌঁছেন, তখন খলীফার নির্দেশে আমীর-উমারাগণ তাকে অর্ভথ্যনা জানান। এরপর তিনি সন্ধ্যাকালে খলীফার দরবারে পৌঁছেন। এদিকে খলীফার পত্র লিখক আবূ আয়্যূব তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাকে সেদিন হত্যা না করতে যেমন পূর্বে বিগত হয়েছে। এরপর আবূ মুসলিম যখন খলীফার সামনে উপস্থিত হন তখন তিনি তাকে সসম্মানে বরণ করে নেন এবং বলেন, আজ রাত্রে গিয়ে সফরের ক্লান্তি দূর কর। তারপর আগামীকাল আমার কাছে এসো। পরদিন খলীফা মানসূর কতিপয় উমারাকে আবূ মুসলিমকে হত্যার জন্য নিযুক্ত করেন। এদের অনতম হলো উছমান ইব্‌ন নাহীক ও শাবীব ইব্‌ন ওয়াজ্। এরপর তারা তাকে পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক হত্যা করে। যেমন পূর্বে বিগত হয়েছে। অবশ্য এও বর্ণিত আছে যে, কয়েকদিন যাবৎ খলীফা মানসূর তাকে সমাদর ও আপ্যায়ন করতে থাকেন। তারপর তিনি তার থেকে ভীতি অনুভব করেন এবং শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এসময় আবূ মুসলিম ঈসা ইব্‌ন মূসার মাধ্যমে সুপারিশ করান এবং তার আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তাকে বলেন, আমি আমার জীবনের ব্যাপারে শঙ্কাবোধ করছি। তখন ঈসা তাকে অভয় দিয়ে বলেন, তোমার কোন অসুবিধা নেই। তুমি যাও- আমি তোমার পিছনে আসছি। আমি তোমার কাছে আসা পর্যন্ত তুমি আমার যিম্মায়। উল্লেখ্য যে খলীফার সংকল্পের ব্যাপারে ঈসা অনবহিত ছিলেন। এসময় যখন আবূ মুসলিম এসে খলীফার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল তখন তাকে বলা হল, আপনি এখানে বসুন আমীরুল মু'মিনীন উযূ করছেন। তখন আবূ মুসলিম বসে কামনা করতে লাগলেন তার এই বসা যেন দীর্ঘায়িত হয় যাতে ততক্ষণে ঈসা ইব্‌ন মূসা

এসে উপস্থিত হন। কিন্তু, এসময় ঈসা বিলম্ব করেন। এরপর খলীফা তাকে অনুমতি দেন এবং তিনি তার সাক্ষাতে প্রবেশ করেন। তখন খলীফা তার বিভিন্ন কৃতকর্মের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করতে থাকেন, আর তিনি গ্রহণযোগ্য কৈফিয়ত তুলে ধরেন। এক পর্যায়ে খলীফা তাকে বলেন, কেন তুমি সুলায়মান ইব্ন কাছীর, ইবরাহীম ইব্ন মায়মূন এবং অমুক অমুককে হত্যা করেছ ? আবূ মুসলিম বলেন, কেননা তারা অবাধ্যতা করেছে আর আমার নির্দেশ অমান্য করেছে। তখন মানসূর ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, দুর্ভাগা কোথাকার ! তোমার অবাধ্যতা করা হলে তুমি হত্যা কর। কাজেই আমার অবাধ্যতা করার তোমাকে হত্যা করাও আমার কর্তব্য। এরপর মানসূর হাততালি দেন– আর এটাই ছিল তার হত্যার জন্য অপেক্ষমানদের জন্য সংকেত। তখন তারা তাকে হত্যার জন্য ছুটে আসে। তখন তাদের একজন আঘাত করে তার তরবারির খাপ কেটে ফেলে। তখন আবূ মুসলিম বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমাকে আপনার শত্রুদের মুকাবিলার জন্য জীবিত রাখুন। তখন খলীফা বলেন, তোমার চেয়ে ঘোর শত্রু আমার কে আছে ? তারপর মানসূর তাদেরকে কালক্ষেপণের জন্য ভর্ৎসনা করেন। তখন তারা তরবারির আঘাতে টুকরা টুকরা করে ফেলে এবং একটি আলখেল্লায় তাকে পেঁচিয়ে ফেলেন। এ ঘটনার পর পরই ঈসা ইব্ন মূসা সেখানে প্রবেশ করে সেই পেঁচানো কাপড় খণ্ড দেখতে পেয়ে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! এটা কী ? তখন তিনি বলেন, এ হল আবূ মুসলিম। তখন তিনি বিপদগ্রস্তের দু'আ ইন্নালিল্লাহি - - - - - - পড়েন। তখন মানসূর তাকে বলেন, আমি আল্লাহ্র শোকর আদায় করছি যে আপনি আমার কাছে স্বস্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছেন শাস্তিরূপে নয়।

اَبَا مُسْلِمٍ مَا غَيَّرَ اللّٰهِ نِعْمَةً + عَلٰى عَبْدِهِ حَتّٰى يُغَيِّرُهَا الْعَبْدُ

"হে আবূ মুসলিম ! আল্লাহ্ তার বান্দার কোন 'দান'-কে পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না বান্দা তার পরিবর্তন করে।"

اَبَا مُسْلِمٍ خَوَّفْتَنِى الْقَتْلَ فَانْتَخٰى + عَلَيْكَ بِمَا خَوَّفْتَنِى الْاَسَدُ الْوَرْدُ

"হে আবূ মুসলিম তুমি আমাকে হত্যার ভয় দেখিয়েছ।"

ইব্ন জারীর উল্লেখ করেছেন, খলীফা মানসূর উছমান ইব্ন নাহীক, শাবীব ইব্ন ওয়াজ আবূ হানীফা হারব ইব্ন কায়সকে নির্দেশ দেন তারা যেন তার কাছাকাছি অবস্থান করে। এরপর আবূ মুসলিম যখন তার সাক্ষাতে প্রবেশ করে তাকে সম্বোধন করবে তিনি তখন হাততালি দিবেন এবং তারা যেন তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করে। এরপর আবূ মুসলিম যখন তার সাক্ষাতের জন্য প্রবেশ করেন তখন মানসূর তাকে বলেন, কোথায় তোমার সেই দুই তরবারি যা তুমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী থেকে পেয়েছিলে ? তখন আবূ মুসলিম তার তরবারির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এটা তাদের একটি। তখন তিনি বলেন, আমাকে দেখাও তো, তখন তিনি তরবারিটি নিয়ে তার হাঁটুর নীচে রেখে তাকে প্রশ্ন করেন, আবূ আবদুল্লাহ্ আস-সাফ্ফাহ্কে অনাবাদি ভূমির ব্যাপারে নিষেধ করতে কিসে তোমাকে প্ররোচিত করেছিল ? তুমি কি আমাদেরকে দীন শিক্ষা দিতে চেয়েছিলে ? আবূ মুসলিম তখন বললেন, আমি ধারণা করেছিলাম তা দখল করা বৈধ নয়। তারপর যখন আমার কাছে আমীরুল মু'মিনীনের পত্র আসে তখন আমি বুঝতে পারি যে তিনি এবং তার স্বজনরা জ্ঞানের আধার। এরপর মানসূর তাকে প্রশ্ন করেন, তাহলে কেন তুমি হজ্জ থেকে ফেরার পথে

আমার থেকে অগ্রসর হলে। তিনি বলেন, পানির উৎসে আমাদের সমাবেশ অন্য মানুষদের কষ্টে ফেলবে এই আশঙ্কায়। লোকদের প্রতি সহজ করার উদ্দেশ্যেই আমি অগ্রসর হয়েছিলাম। মানসূর বলেন, তোমার কাছে যখন আবুল আব্বাসের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছল তখন তুমি কেন আমার কাছে ফিরলে না। তিনি বলেন, হজ্জের পথে আমি বিপরীত দিকে পথ চলে লোকদের কষ্টে ফেলতে চাইনি। আর আমার জানা ছিল যে আমরা শীঘ্রই কূফায় মিলিত হচ্ছি। আর আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি কোন বিরোধিতা ছিল না। মানসূর বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীর বাঁদীকে তুমি নিজের জন্য গ্রহণ করতে চেয়েছিলে? তিনি বললেন, না, কিন্তু আমি আশঙ্কা করেছিলাম সে হারিয়ে যাবে, তাই আমি তাকে বাহনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেছিলাম। তারপর মানসূর তাকে বলেন, তুমিই কি নিজেকে ছাড়া সূচনা করে আমার কাছে পত্র প্রেরণ করনি এবং আমিনা বিন্‌ত আলীকে বিবাহের পয়গাম দিয়ে আমার কাছে পত্র প্রেরণ করনি এবং একথা দাবী করনি যে তুমি সুলায়ত ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাসের ছেলে ? এসব কথা যখন হয় তখন খলীফা মানসূরের হাত আবূ মুসলিমের হাতে তিনি তা ডলছিলেন। চুমু খাচ্ছিলেন এবং তার কাছে কৈফিয়ত পেশ করছিলেন। তারপর মানসূর তাকে বলেন, তাহলে কিসে তোমাকে আমার শত্রুতা করে খুরাসানে প্রবেশে প্ররোচিত করেছিল। আবূ মুসলিম বলেন, আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে আমার ব্যাপারে আপনার মাঝে কোন আশঙ্কাজনক মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমি চেয়েছিলাম খুরাসানে গিয়ে আমি আমার কৈফিয়ত লিখে আপনাকে জানাতে। তিনি বলেন, তাহলে কেন তুমি সুলায়মান ইব্ন কাছীরকে হত্যা করেছিলেন? অথচ সে তোমার পূর্ব থেকে আমাদের নেতৃস্থানীয় প্রচারক ও সমর্থক ছিল। তখন আবূ মুসলিম বলেন যে, আমার বিরুদ্ধাচরণে ব্রতী হয়েছিল। তখন মানসূর বলেন, হতভাগ্য তুমি, তুমিও তো আমার বিরোধিতায় ব্রতী হয়ে আমার অবাধ্য হয়েছ। তোমাকে যদি হত্যা না করি তাহলে আল্লাহ্ যেন আমাকে ধ্বংস করেন। তারপর তিনি তাকে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে আঘাত করেন এবং ঐসকল নির্ধারিত লোকেরা তার দিকে ধেয়ে আসে। এসময় উছমান তাকে আঘাত করে তার তরবারির খাপ কেটে ফেলে, আর শাবীব আঘাত করে তার পা কেটে ফেলে, এছাড়া অবশিষ্টরা তরবারি নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর মানসূর তখন চিৎকার করছেন, হতভাগারা ! (দ্রুত) তাকে শেষ করে দাও, আল্লাহ্ তোমাদের হস্ত কর্তন করুন। এরপর তারা তাকে যবাহ করে হত্যা করে এবং কেটে টুকরা টুকরা করে। এরপর তাকে দজলায় নিক্ষেপ করা হয়। বর্ণিত আছে তাকে হত্যা করার পর খলীফা মানসূর তার মৃত দেহের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, হে আবূ মুসলিম আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুন। তুমি আমাদের সাথে অঙ্গীকার করেছিলে আমরাও তোমার সাথে অঙ্গীকার করেছিলাম। তুমি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, আমরাও তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তুমি আমাদের সাথে অঙ্গীকার রক্ষা করেছিলে, আমরাও তোমার সাথে অঙ্গীকার রক্ষা করেছিলাম। আমরা তোমার থেকে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম যে কেউ আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে আমরা তাকে হত্যা করব। এরপর তুমি আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ফলে আমরা তোমাকে হত্যা করলাম। তোমার বিরুদ্ধে আমরা তোমার ফায়সালাকেই কার্যকর করলাম। এও বর্ণিত আছে যে এসময় মানসূর বলেন, প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাদেরকে তোমার দিন দেখালেন হে আল্লাহ্র শত্রু। ইব্ন জারীর বলেন, এসময় মানসূর আবৃত্তি করেন ঃ

زَعَمْتُ اَنَّ الدَّيْنَ لاَ يُقْتَضٰى + فَاسْتَوْفِ بِالْكَيْلِ اَبَا مُجْرِمٍ
سُقَيْتُ كَأْسًا كُنْتُ تَسْقِىْ بِهَا + أَمَرَّ فِى الْحَلْقِ مِنَ الْعُلْقَمِ

"তোমার দাবী ছিল ঋণ কখনও পরিশোধ করা যায় না– এখন তুমি পরিমাপ পাত্র ভরে তা উসুল করে নাও। তোমাকে ঐ পেয়ালা পান করানো হয়েছে যা দ্বারা তুমি অন্যদের 'মৃত্যুসুধা' পান করাতে আর যা ছিল মহাতিক্ত ও বিষাক্ত।"

আবূ মুসলিমকে হত্যার পর খলীফা মানসূর লোক সমাবেশে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, হে লোক সকল ! অকৃতজ্ঞ হয়ে তোমরা সুখ-শান্তিকে বিতাড়িত করো না। তাহলে তোমাদের উপর শাস্তি নেমে আসবে। আর তোমরা জেনে-শুনে নেতৃস্থানীয়দের প্রতারণা গোপন করো না। কেননা, কেউ যখনই তা গোপন করবে তখন তা তার কথার ফাঁকে মুখমণ্ডলের অবয়বে কিংবা দৃষ্টির অগ্রভাগে প্রকাশ পেয়ে যাবে। তোমরা যতদিন বা যতক্ষণ আমাদের প্রাপ্য প্রদান করবে আমরাও ততদিন তোমাদের প্রাপ্য প্রদান করে যাব। যতদিন তোমরা আমাদের অবদান স্মরণ রাখবে আমরাও ততদিন তোমাদের সাথে সদাচরণ করব। আর যে ব্যক্তি আমাদের এই খিলাফতের পরিধেয় টানাটানি করবে আমরা তার মস্তক চূর্ণ করে দিব যাতে তোমাদের কর্তা ব্যক্তিরা সোজা হয়ে যায় এবং তোমাদের নিযুক্ত গভর্নরগণ নিবৃত্ত হয়। এই আবূ মুসলিম এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বায়আত করেছিল যে, যে ব্যক্তি আমাদের বায়আত প্রত্যাহার করবে এবং আমাদের সাথে ছলচাতুরি বা প্রতারণা করবে আমরা তাকে হত্যা করব। এরপর সে নিজেই আমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, প্রতারণা করেছে এবং পাপাচার বা অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছে ফলে আমরা আমাদের অনুকূলে অন্যের বিরুদ্ধে সে যে ফায়সালা করত আমরাও তার বিরুদ্ধে আমাদের অনুকূলে সেই ফায়সালা করলাম। আবূ মুসলিমের সূচনা ছিল উত্তম। কিন্তু তার সমাপ্তি ছিল মন্দ। আমাদের মাধ্যম অবলম্বন করে সে আমাদেরকে যতটুকু দিয়েছে তার চেয়ে বেশী নিজের জন্য নিয়েছে। তার অন্তরের কদর্যতা বাহ্য সৌন্দর্যকে ম্লান করে দিয়েছে। তার গোপন কদর্যতার বিষয়ে আমরা যা জানি, তা যদি অন্য কেউ জানতে পারে তাহলে সে তার হত্যার ব্যাপারে আমাদের ভর্ৎসনা করবে না। তদ্রূপ সে যদি তার ব্যাপারে এতটুকু অবগত হয়ে যতটুকু আমরা অবগত হয়েছি তাহলে সে তার হত্যার ব্যাপারে আমাদের কৈফিয়ত গ্রহণ করবে এবং তাকে অবকাশ দেওয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে ভর্ৎসনা করবে। একের পর এক আমাদের বিরুদ্ধাচারণ করে সে তার বায়আত নষ্ট করেছে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। এভাবে সে তার নিজের শাস্তি অবধারিত করেছে এবং আমাদের জন্য তার হত্যা বৈধ করেছে। ফলে আমরা তার ব্যাপারে ঐ ফায়সালাই করেছি যে ফায়সালা সে অন্য বিদ্রোহীদের ব্যাপারে করত তার প্রাপ্য অধিকার আমাদেরকে তার ব্যাপারে শরীআতের অধিকার বাস্তবায়নে বিরত রাখেনি কবি নাবিগা আয্-যুবয়ানী বাদশা নু'মান ইব্ন মুনযিরকে কতইনা সুন্দরভাবে উপদেশ দিয়ে বলেছেনঃ

فَمَنْ اَطَاعَكَ فَانْفَعَهُ بِطَاعَتِهِ + كَمَا اَطَاعَكَ وَاللّٰهِ عَلَى الرَّشَدِ
وَمَنْ عَصَاكَ فَعَاقِبْهُ مُعَاقِبَةً + تَنْهٰى الظَّلُوْمَ وَلاَ تَقْعَدُ عَلٰى ضَمَدِ

“যে আপনার আনুগত্য করে আপনি আনুগত্যের কারণে তার উপকার করুন। যেমন সে কল্যাণে আপনার আনুগত্য করেছে। আর যে আপনার অবাধ্য হয় তাকে এমন শাস্তি প্রদান করুন যা অন্যকেও নিবৃত্ত করবে, আর আপনি অন্যায়ের উপর স্থির থাকবেন না।”

ইমাম বায়হাকী হাকিম থেকে তার সনদে বর্ণনা করেছেন যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারককে প্রশ্ন করা হল আবূ মুসলিম উত্তম নাকি হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ। তখন তিনি বললেন, আমি বলব না যে আবূ মুসলিম কারও চেয়ে উত্তম ছিলেন। তবে হাজ্জাজ তার চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল। কেউ কেউ তার মুসলমানিত্বকে অভিযুক্ত করেছেন এবং তাকে নাস্তিক আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আবূ মুসলিম সম্পর্কে (তারা) কেউ এ জাতীয় মন্তব্য করেছেন বলে আমার জানা নেই। বরং তিনি তো আল্লাহ্ ভীরু ছিলেন, নিজের পাপকে ভয় করতেন। আব্বাসীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তার পক্ষ থেকে যে রক্তপাত হয়েছিল তিনি তা থেকে তাওবা দাবী করেছিলেন। আর আল্লাহ্ তার বিষয় সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।

খতীব বাগদাদী তার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবূ মুসলিম) বলেন, ধৈর্যকে আমি আমার পরিধেয় বানিয়েছি, ন্যূনতম জীবনোপকরণকে প্রাধান্য দিয়েছি, দুঃখ বেদনার সাথে সন্ধি মিতালী করেছি। তাকদীর ও মহান আল্লাহ্‌র বিধানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছি। অবশেষে ইচ্ছা অভিলাষের প্রান্ত সীমায় উপনীত হয়েছি। এরপর তিনি আবৃত্তি করতে লাগলেন–

قَدْ نِلْتُ بِالْعَزْمِ[১] وَالْكِتْمَانِ مَاعَجَزَتْ + عَنْهُ مُلُوْكُ بَنِيْ مَرْوَانَ اِذْ حَشَدُوْا

“দৃঢ় সংকল্প ও গোপনীয়তা রক্ষা দ্বারা আমি যা লাভ করেছি, বনূ মারওয়ানের শাসকবর্গ একত্রিত হয়েও তা লাভ করতে পারেনি।”

مَازِلْتُ اَضْرِبُهُمْ بِالسَّيْفِ فَانْتَبَهُوْا + مِنْ رَقْدَةٍ[২] لَمْ يَنَمْهَا قَبْلَهُمْ اَحَدُ

“একের পর এক তরবারির আঘাতে আমি তাদেরকে জাগ্রত করেছি এমন ঘুম থেকে যে ঘুম আর পূর্বে কেউ ঘুমায়নি।”

وَطِفْتُ اَسْعٰى عَلَيْهِمْ فِيْ دِيَارِهِمُ + وَالْقَوْمُ فِيْ مُلْكِهِمْ[৩] فِي الشَّامِ قَدْ رَقَدُوْا

“তাদের গৃহ-নিবাসে আমি তাদের তত্ত্বাবধান করতে লাগলাম আর লোকেরা তখন শামদেশে তাদের সাম্রাজ্যে শায়িত নিদ্রিত।”

وَمَنْ رَعَى غَنَمًا فِيْ اَرْضٍ مُسْبِعَةٍ + وَنَامَ عَنْهَا تَوَلّٰى رَعْيَهَا الْاَسَدُ

“শ্বাপদসংকুল ভূখণ্ডে যে মেষ চরাতে গিয়ে নিদ্রামগ্ন হবে তার মেষ চরানোর ‘দায়িত্ব পালন’ করে নেকড়ে ও সিংহরা।”

আর আবূ মুসলিমের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় এ বছর অর্থাৎ একশ সাইত্রিশ হিজরীর শা’বান মাসের সাত কিংবা পঁচিশ কিংবা ছাব্বিশ কিংবা আটাশ তারিখ বুধবার। কোন কোন ঐতিহাসিক

---

[১] ওফায়াতুল আ'য়ানে এবং ইব্‌নুল আছীরে শব্দের ঈষৎ পরিবর্তন বিদ্যমান।

[২] ওফায়াতুল আ'য়ানে পঙক্তি ঈষৎ পরিবর্তিত শব্দে বিদ্যমান।

[৩] ওফায়াতুল আ'য়ানে এ পঙক্তির শব্দে ঈষৎ পরিবর্তন বিদ্যমান।

বলেন, তার বিজয়ের সূচনা হল ১২৯ হিজরীর রমাযান মাসে। মতান্তরে ১২৭ হিজরীর শা'বান মাসে। কোন কোন ঐতিহাসিক দাবী করেন তিনি ৪০ হিজরীতে বাগদাদে নিহত হন। অবশ্য এই মতটি সঠিক নয়, কেননা তখনও বাগদাদ শহর নির্মিত হয়নি যেমনটি খতীব বাগদাদী তার "তারীখ বাগদাদ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং এই মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আবূ মুসলিমকে হত্যা করার পর খলীফা মানসূর তার ঘনিষ্ট সহচরদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার দিকে মনোযোগী হন। কখনও উপহার-উপঢৌকন দ্বারা কখনও বা ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। আবার কখনও কোন পদের প্রস্তাব দিয়ে। ঐ সময় তিনি আবূ মুসলিমের ঘনিষ্টতম সহচর আবূ ইসহাককে ডেকে পাঠান। উল্লেখ্য যে এই ব্যক্তি আবূ মুসলিমের পুলিশ প্রধান ছিল এবং তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন। তখন তিনি বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন আজকের এই দিন ব্যতীত আমি কোন দিন আমার জীবনের ব্যাপারে নিরাপত্তা বোধ করিনি। ইতিপূর্বে আমি যেদিনই আপনার সাক্ষাতে প্রবেশ করেছি সেদিনই আমি সুগন্ধি মেখে কাফনের কাপড় পরে নিয়েছি। একথা বলার পর সে তার শরীর সংলগ্ন কাপড় অনাবৃত করল। তখন দেখা গেল তা হল সুগন্ধিমাখা কাফনের কাপড়। তার ঐ অবস্থা দর্শনে খলীফা মানসূর তার প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে তাকে মুক্ত করে দেন।

ঐতিহাসিক ইব্‌ন জারীর উল্লেখ করেছেন যে আবূ মুসলিম তার যুদ্ধসমূহে এবং আব্বাসীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ছয় লক্ষ মানুষকে ঠাণ্ডামাথায় হত্যা করে। এ সংখ্যা হল তাদের অতিরিক্ত যাদেরকে সে অন্যান্য কারণে হত্যা করে। খলীফা মানসূর যখন তার কৃতকর্মের কারণে তাকে তিরস্কার করছিলেন তখন সে তাকে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনাদের অনুকূলে আমার পক্ষ থেকে যা কিছু করা হয়েছে তারপর আর আমাকে এরূপ তিরস্কার করা যায় না। তখন মানসূর তাকে বলেন, হে কুমাতার সন্তান ! তোমার স্থলে যদি কোন বাঁদীও হত তাহলে সেও এ কাজের জন্য যথেষ্ট হত। তুমি যা কিছু করতে পেরেছ তাতো আমাদের শক্তিমত্তা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে। যদি তা তোমার একক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত হতো তাহলে তুমি সহস্রভাগের একভাগও অর্জন করতে পারতে না। খলীফা মানসূর যখন তাকে হত্যা করেন তখন তার দেহকে খণ্ড-বিখণ্ড করে কাপড়ে পেঁচিয়ে রাখা হয়। এ সময় ঈসা ইব্‌ন মূসা সেখানে প্রবেশ করে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন আবূ মুসলিম কোথায় ? তখন তিনি বলেন, এইমাত্র সে এখানে ছিল। তখন ঈসা বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি তো তার আনুগত্য, হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তার ব্যাপারে ইমাম ইবরাহীমের রায় অবগত হয়েছেন। তখন তিনি তাকে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! পৃথিবীর বুকে তোমার তার চেয়ে ঘোরতর শত্রুর কথা আমার জানা নেই এই তো সে চাদরে জড়ানো। তখন তিনি ইন্নালিল্লাহ্ . . . . .পড়েন। ঐ সময় মানসূর তাকে বলেন, আল্লাহ্ তোমাকে হৃৎপিণ্ড শূন্য করুন। আবূ মুসলিমের জীবদ্দশায় কি তোমাদের কারও কোন মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, কিংবা আদেশ-নিষেধের কর্তৃত্ব ছিল ? এরপর খলীফা মানসূর তার শীর্ষস্থানীয় আমীর- উমারাদের ডেকে পাঠান এবং আবূ মুসলিমের হত্যার বিষয়ে তারা কিছু জানার পূর্বে এ বিষয়ে তাদের পরামর্শ চান। তখন এদের প্রত্যেকে মানসূরকে তাকে হত্যার পরামর্শ দেন। এদের কেউ কেউ চুপিসারে কথা বলছিলেন যাতে তার কথা আবূ মুসলিমের কানে না পৌঁছে। এরপর মানসূর যখন তাদেরকে তার হত্যার কথা অবহিত করেন তারা প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এরপর ভীষণ

আনন্দ প্রকাশ করেন। এ সময় খলীফা মানসূর লোক সমাবেশে ভাষণ দান করেন। যেমনটি পূর্বে বিগত হয়েছে।

এরপর খলীফা মানসূর আবূ মুসলিমের যবানিতে তার যাবতীয় অর্থ-সম্পদ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীর নায়িব বা তত্ত্বাবধায়কের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। এপত্রে তিনি তাকে যাবতীয় অর্থ-সম্পদ, ধনভাণ্ডার ও মূল্যবান রত্নাদিসহ তার দরবারে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। এই পত্রে তিনি আবূ মুসলিমের খোদাইকৃত আংটির পূর্ণ ছাপ মারেন। এদিকে ভাণ্ডার রক্ষক তা দেখে তখন সে সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়ে। কেননা আবূ মুসলিম তাকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, তোমার কাছে যদি আমার পত্র আসে আর তুমি যদি তাতে অর্ধেক আংটির ছাপ দেখ তাহলে তার নির্দেশ কার্যকর করো। কেননা, আমি আমার পত্রাদিতে অর্ধেক আংটির ছাপ দিই। আর যদি তোমার কাছে আমার পূর্ণ আংটির ছাপসহ পত্র আসে তাহলে তা গ্রহণ করো না এবং তার নির্দেশ বাস্তবায়ন করো না। ফলে আবূ মুসলিমের কোষাগার প্রধান খলীফা মানসূরের পত্র গ্রহণ করেনি। এরপর খলীফা মানসূর লোক পাঠিয়ে এই ব্যক্তিকে[১] হত্যা করেন এবং সে সবকিছু করায়ত্ত করেন। এছাড়া তিনি এ সময় আবূ মুসলিমের পরিবর্তে আবূ দাঊদ ইবরাহীম ইব্ন খালিদকে খুরাসানের আমীর নিয়োগ করেন যেমন তিনি ইতিপূর্বে তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

এ বছরেই আবূ মুসলিম হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সানবায নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহ করে। এই সানবায মাজূসী ছিল এবং সে কূমাস ও ইস্পাহান শহর জবর দখল করেছিল। তাকে ফিরোয ইসবাহবায নামে ডাকা হত। এ সময় আবূ জা'ফর তার বিরুদ্ধে জাহ্ওয়ার ইব্ন মুরার আল-আজালীর নেতৃত্বে দশ সহস্র অশ্বারোহীর এক বাহিনী প্রেরণ করেন। তখন তারা হামদান ও রায় শহরের মধ্যবর্তী প্রান্তরে মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধে জাহওয়ার সানবাযকে পরাজিত করেন এবং তার সাথের ষাট হাজার যোদ্ধাকে হত্যা করেন। এছাড়া স্ত্রী-সন্তানদের যুদ্ধবন্দী করেন। এরপর সানবায নিজেও নিহত হয়। তার কর্তৃত্বকাল ছিল সত্তর দিন। এ সময় জাওহার সানবায অধিকৃত আবূ মুসলিমের রায় শহরস্থ ধন-সম্পদ করায়ত্ত করেন। এছাড়া এ বছরই মুলাব্বাদ ইব্ন হারমালা আশ-শায়বানী নামক এক ব্যক্তি জাযিরাতে এক হাজার খারেজী নিয়ে বিদ্রোহ করে। তখন খলীফা মানসূর তার বিরুদ্ধে একাধিক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা সকলেই তাদের মোকাবিলায় বিপর্যস্ত ও ব্যর্থ হয়। অবশেষে জাযীরার প্রশাসক হুনায়দ ইব্ন কাহতাবা তার বিরুদ্ধে লড়াই করেন। এ লড়াইয়ে মুলাব্বাদ তাকে পরাজিত করে আর হুমায়দ তখন তার থেকে আত্মরক্ষার জন্য এক কেল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারপর একলক্ষ দিরহামের বিমিয়ে হুমায়দ ইব্ন কাহতাবা তার সাথে সন্ধি করেন। হুমায়দ যখন তার কাছে এ অর্থ প্রেরণ করেন তখন মুনাব্বাদ তা গ্রহণ করে এবং তার অবরোধ উঠিয়ে নেয়।

এবছর খলীফা মানসূরের চাচা ইসমাঈল ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস হজ্জ পরিচালনা করেন- এটা হল ওয়াকিদীর বক্তব্য। আর তিনি এসময় মুছেলের গভর্ণর ছিলেন। এছাড়া কূফার গভর্নর ছিলেন ঈসা ইব্ন মূসা, বসরার গভর্নর সুলায়মান ইব্ন আলী, আল জাযীরার

---

[১] আত-তাবারীতে (৯ খ. ঃ ১৬৮ পৃ.) এবং ইব্নুল আছীর এ (৫ খ. ঃ ৪৭৮ পৃ.) রয়েছে, পরবর্তীকালে এই ব্যক্তি মানসূরের কাছে আগমন করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করেন। আর আল-ইমামা ওয়াস্সিয়াসা (২ খ. ঃ ১৬৪ পৃ.) তে এও রয়েছে তিনি তাকে মাওসিলের গভর্নর নিয়োগ করেন।

গভর্নর হুমায়দ ইব্‌ন কাহতাবা, মিশরের গভর্নর সালিহ্ ইব্‌ন আলী, খুরাসানের গভর্নর আবূ দাঊদ ইবরাহীম ইব্‌ন খালিদ, হিজাযের গভর্নর যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্। আর এ বছর সানবায ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের দমনে খলীফার ব্যস্ত থাকার কারণে গ্রীষ্মকালীন কোন যুদ্ধাভিযান সংঘটিত হয়নি। এ বছর যে সকল প্রখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাদের অন্যতম হলেন আবূ মুসলিম খুরাসানী। যেমন পূর্বে বিগত হয়েছে। এছাড়া বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদও এ বছর ইন্তিকাল করেন যেমন আমরা আত্-তাকমীল গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জানেন।

১৩৮ হিজরীর সূচনা

এ বছরেই রোম সম্রাট কুসতুনতীন[1] মালতিয়া জবরদখল করেন এবং সেখানকার নগর প্রাচীর গুঁড়িয়ে দেন। এসময় তিনি এ শহরের যুদ্ধে সক্ষম ব্যক্তিদের ক্ষমা করেন। এ বছর মিসরের নাযির সালিহ্ ইব্‌ন আলী সাইফা আক্রমণ করেন এবং রোম সম্রাট মালতিয়ার যে নগর প্রাচীর ধ্বংস করেন তিনি তা পুনঃনির্মাণ করেন। এছাড়া তিনি তার ভাই ঈসা ইব্‌ন আলীকে চল্লিশ হাজার দীনার এবং তার ভাতিজা আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলীকে চল্লিশ হাজার দীনার প্রদান করেন। এছাড়া এবছর আবূ মুসলিমের কাছে পরাজিত হয়ে বসরায় গমনকারী এবং আপন ভাই সুলায়মান ইব্‌ন আলীর আশ্রয় প্রার্থনাকারী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী খলীফার অনুকূলে বায়আত করেন এবং তার আনুগত্যে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু এরপরও তাকে বাগদাদের কয়েদখানায় বন্দী করে রাখা হয়। আর এবছর সানবাযকে পরাজিত করে তার ধন-সম্পদ এবং আবূ মুসলিমের অর্থ-সম্পদ করায়ত্ত করার পর আহওয়ার ইব্‌ন যুরার আল-আজালী অতিরিক্ত মনোবল লাভ করে এবং খলীফার বায়আত প্রত্যাহার করে।

তার ধারণা ছিল সে অপরাজেয় হয়ে উঠেছে। তখন খলীফা তার বিরুদ্ধে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আশআছ আল-খুযাঈর নেতৃত্বে বিশাল এক বাহিনী প্রেরণ করেন। এরপর উভয় বাহিনী প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তিনি জাহওয়ারকে পরাজিত করেন এবং তার সঙ্গী অধিকাংশ যোদ্ধাকে হত্যা করেন আর তার সাথে যে সকল ধন-সম্পদ ও অর্থকড়ি ছিল তা করায়ত্ত করেন। তারপর তার ফৌজ জাহওয়ারের পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে হত্যা করেন। এছাড়া এবছর আট হাজার যোদ্ধার সেনাপতি খাযিম ইব্‌ন খুযায়মার হাতে মুলাব্বাদ আল-খারিজী নিহত হয়। তার সহযোদ্ধাদের নিহতের সংখ্যা তিন হাজার ছাড়িয়ে যায় আর অবশিষ্টরা পরাজিত হয়।

ওয়াকিদী বলেন, এবছর হজ্জ পরিচালনা করেন ফযল ইব্‌ন আলী। আর বিভিন্ন এলাকার গভর্নররূপে তারাই বহাল ছিলেন যারা পূর্বের বছরে ছিলেন। এবছর বিশিষ্ট যাদের মৃত্যু হয় তাদের অন্যতম ছিলেন, যায়দ ইব্‌ন ওয়াকিদ, আলা ইব্‌ন আবদুর রহমান এবং একটি মতানুযায়ী লায়ছ ইব্‌ন আবূ সুলায়ম।

এবছরেই আন্দালুসে আবদুর রহমান আদ-দাখিলের খিলাফতের[2] সূচনা হয়। তার পূর্ণ পরিচয় হল তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন আব্দুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান আল-হাশিমী। আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, তিনি হাশিমী নন। তিনি হলেন বনূ উমায়্যার সদস্য

---

[1] মুরূজুয্‌যাহাব (৩ খ. ঃ ৩৬০ পৃ.)-এ রয়েছে-বাসানফাদ

[2] আত্-তাবারী (৯ খ. ঃ ১৭১ পৃ.)-তে তার খিলাফতের বৃত্তান্ত ১৩৯ হিজরীর ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

তাকে উমাবী বলা হয়। মূলত তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস থেকে পলায়ন করে মরোক্কোতে প্রবেশ করেন। এসময় পথিমধ্যে তিনি এবং তার পলায়নরত সঙ্গীরা এমন এক সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসেন। যারা ইয়ামানী ও মুযায়ী সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত। তিনি তার মাওলা বদরকে তাদের কাছে পাঠান এবং নিজের দিকে তাদেরকে আকৃষ্ট করেন। তারা তার হাতে আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করে। এরপর তিনি তাদেরকে নিয়ে আন্দালুস জয় করেন। এ সময় তিনি সেখানকার তৎকালীন শাসক ইউসুফ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন হাবীব ইব্ন আবূ উবায়দা ইব্ন উকবা ইব্ন নাফি' আল-ফিহ্রী থেকে তার শাসন কর্তৃত্ব ছিনিয়ে তা জবরদখল করেন এবং তাকে হত্যা করেন। আবদুর রহমান কর্ডোভাকে তার প্রশাসন কেন্দ্র বানান। সে দেশে তিনি ঐ বছর থেকে একশ বাহাত্তর হিজরী পর্যন্ত নিজের শাসন কর্তৃত্ব বা খিলাফত বজায় রাখেন। চৌত্রিশ বছর কয়েক মাস শাসন পরিচালনার পর তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তার ছেলে হিশাম ছয় বছর কয়েক মাস শাসন পরিচালনা করেন। তাঁর মৃত্যু হলে তারপর শাসনভার গ্রহণ করেন আল-হাকাম ইব্ন হিশাম। ইনি ছাব্বিশ বছরের অধিক সময় স্বপদে বহাল থাকেন। তারপর তাঁর মৃত্যু হয়। তারপরে তার ছেলে আবদুর রহমান ইব্ন হাকাম তেত্রিশ বছর শাসন কার্য পরিচালনা করেন। তারপর ইনতিকাল করেন। এদের পরবর্তী শাসক ছিলেন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন হাকাম। তার শাসনকাল ছিল ছাব্বিশ বছর। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে মুনযির ইব্ন মুহাম্মদ শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন। এরপর তার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুনযির। তার শাসনকাল ছিল তিনশ হিজরীর কিছুকাল পর। এরপর এই উমাবী শাসনের অবসান ঘটে। যেমনটি আমরা সে সময়ের লোকদের ব্যাপারে শীঘ্রই আলোচনা করব। তারা সেখানে কি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ বিলাসের উপায়-উপকরণ লাভ করেছিল। তারপর সেই যুগ ও তার অধিবাসীরা এমনভাবে বিলুপ্ত হল যেন তারা তাদের প্রতিশ্রুতকাল পূর্ণ করল। এরপর তাদের অবস্থা এমন মনে হল যেন তারা শুষ্কতা ও পূবালী বাতাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া কোন শুকনো পাতা।

১৩৯ হিজরীর সূচনা

এবছরই সালিহ্ ইব্ন আলী মালতিয়া শহরের পুনঃনির্মাণ সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি সাইফা আক্রমণ করেন এবং রোমক ভূখণ্ডের গভীরে প্রবেশ করেন। এসময় তার ভগ্নিদ্বয় আলী তনয়া উম্মু ঈসা ও লুবাবা তার সাথে যুদ্ধাভিযানে বের হন। তারা দু'জন মানত করেছিলেন বনূ উমায়্যার শাসনাবসান হলে তারা আল্লাহ্র রাহে জিহাদে বের হবেন। এবছরেই খলীফা মানসূর ও রোম সম্রাটের মধ্যে বন্দী বিনিময় (সংঘটিত) হয়। এ সময় তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বন্দী মুসলমান যোদ্ধাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। এরপর আর এ বছর থেকে শুরু করে একশ ছেচল্লিশ হিজরী পর্যন্ত কোন গ্রীষ্মকালীন অভিযান সংঘটিত হয়নি। আর এর কারণ ছিল এসময় খলীফা মানসূর আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানের ছেলে দু'টির বিষয় নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। যেমন আমরা শীঘ্রই উল্লেখ করব। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে একশ চল্লিশ হিজরীতে হাসান ইব্ন কাহতাবা ইমাম আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন ইবরাহীমের সাথে সাইফা আক্রমণ করেন। আল্লাহ্ অধিক জানেন।

এছাড়া এবছর খলীফা মানসূর মাসজিদুল হারাম-এর সম্প্রসারণ ঘটান। আর এবছরটি ছিল অত্যন্ত উর্বর ও ফল-ফসলে সমৃদ্ধ। তাই একে 'উর্বর বছর' বলা হত। বর্ণিত আছে, এটা ছিল আসলে একশ চল্লিশ হিজরীতে। এই একশ ঊনচল্লিশ হিজরীতে খলীফা মানসূর তার চাচা সুলায়মানকে বসরার গভর্নর পদ থেকে অপসারণ করেন। এ সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী এবং তার সঙ্গীরা প্রাণভয়ে আত্মগোপন করেন। তখন মানসূর তার বসরার গভর্নর সুফিয়ান ইব্ন মুআবিয়ার কাছে দূত প্রেরণ করেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীকে তার সামনে উপস্থিত করার নির্দেশ প্রদান করে। এরপর তিনি তাকে তার সহযোদ্ধাদের সাথে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তখন সুফিয়ান তাদের একাংশকে হত্যা করেন এবং তার চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীকে বন্দী করেন। আর তার অবশিষ্ট সঙ্গীদের তিনি খুরাসানের গভর্নর আবূ দাউদের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে তাদেরকে হত্যা করেন।

এবছর হজ্জ পরিচালনা করেন আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস। এছাড়া আমর ইব্ন মুজাহিদ, ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাদী এবং বিশিষ্ট আবিদ ও হাসান বসরী (র)-এর সহচর শিষ্য ইউনুস ইব্ন উবায়দ প্রমুখ ব্যক্তিগণ এবছর ইনতিকাল করেন।

১৪০ হিজরীর সূচনা

এবছর সেনাবাহিনীর একটি দল খুরাসানের গভর্নর আলী আবূ দাউদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তার বাসগৃহ অবরোধ করে। এসময় তিনি উপর থেকে তাদের প্রতি উঁকি দিয়ে তার সৈন্যদের সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকেন যাতে তারা এসে তাকে উদ্ধার করে। এ অবস্থায় তিনি ছাদের দেওয়ালের একটি পাকা ইটে হেলান দিলে তা ভেঙ্গে যায় ফলে তিনি নীচে পতিত হন এবং মেরুদণ্ড ভেঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন তাৎক্ষণিভাবে পুলিশ প্রধান আসিম খুরাসান গভর্নররূপে তার স্থলাভিষিক্ত হন। অবশেষে খলীফার নিযুক্ত গভর্নর আগমন করে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি হলেন, আবদুল জব্বার ইব্ন আবদুর রহমান আল-আযদী। তিনি এসে খুরাসান অঞ্চলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং একদল আমীরকে হত্যা করেন। কেননা তাদের সম্পর্কে তার কাছে একথা পৌছেছিল যে তারা আলী ইব্ন আবূ তালিব পরিবারের খিলাফতের সমর্থক। এছাড়া তিনি অন্যদের বন্দী করেন এবং আবূ দাউদের কর উসুলকারী নায়িবদেরকে পাকড়াও করেন।

আর এবছর খলীফা মানসূর নিজেই হজ্জ পরিচালনা করেন তিনি 'হিরা' অঞ্চল থেকে ইহ্রাম বাঁধেন এবং হজ্জ সমাপন করে মদীনায় ফিরে আসেন। এরপর তিনি বায়তুল মাকদিস যিয়ারত করেন এবং সেখান থেকে শামের 'রক্কা' শহর অভিমুখে অগ্রসর হন তারপর হাশিমিয়া অভিমুখে। আর এসময় বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসক তারাই ছিলেন যাদের আলোচনা পূর্ববর্তী সালে বিগত হয়েছে। শুধুমাত্র খুরাসানের শাসক এর ব্যতিক্রম। কেননা, সেখানকার গভর্নর আবূ দাঊদ মৃত্যুবরণ করেন। তখন আবদুল জব্বার আল-আযদী তার স্থলবর্তী হন। এবছরই দাঊদ ইব্ন আবূ হিনদ, আবূ হাযিম সালামা ইব্ন দীনার, সুহায়ল ইব্ন আবূ সালিহ এবং উমারা ইব্ন গাযিয়্যা ইব্ন কায়স আস-সাকূনী মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১৪১ হিজরীর সূচনা

এবছর রাবিনদিয়্যা নামক একটি গোষ্ঠী খলীফা মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ইব্‌ন জারীর মাদায়িনী সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে তাদের উৎপত্তিস্থল হল খুরাসান আর তারা আবূ মূসলিম খুরাসানীর মতাদর্শী ছিল। তারা পূণর্জন্মে বিশ্বাসী ছিল। তারা দাবী করত হযরত আদমের রূহ উছমান ইব্‌ন রাহীকের মাঝে স্থানান্তরিত হয়েছে। আর তাদের খাদ্য-পানীয়ের যোগানদাতা প্রভু হলেন আবূ জা'ফর মানসূর। আর হায়ছাম ইব্‌ন মুআবিয়া হলেন জিবরীল। আল্লাহ্ তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন।

ইব্‌ন জারীর বলেন, একদিন তারা খলীফা মানসূরের প্রাসাদে এসে তার চারপাশে তাওয়াফ করতে শুরু করে এবং বলতে থাকে এটা হল আমাদের রবের প্রাসাদ। তখন মানসূর তাদের নেতৃস্থানীয়দের কাছে দূত পাঠান এবং তাদের দু'শজনকে বন্দী করেন। তখন তারা এতে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে কোন অপরাধে আপনি তাদেরকে বন্দী করেছেন ? তারপর তারা তাদের কাঁধে একটি খাটিয়া বহন করে অথচ তাতে কেউ ছিল না। এরপর তারা এমনভাবে তার চারপাশে সমবেত হয় যেন তারা কোন জানাযায় শরীক হচ্ছে। এভাবে তারা জেলখানার দরজা অতিক্রম করে এবং বহনকৃত খাটিয়া ফেলে জোরপূর্বক জেলখানায় প্রবেশ করে এবং তাদের সঙ্গীদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এরপর তারা ছয়শতজন খলীফা মানসূর অভিমুখে অগ্রসর হয়। তখন লোকেরা পরস্পরকে আহ্বান করে নগর দ্বার রুদ্ধ করে দেয়। এদিকে এসময় খলীফা মানসূর আরোহণের কোন বাহন না পেয়ে তার প্রাসাদ থেকে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে আসেন। এরপর বাহন আনা হলে তিনি তাতে আরোহণ করে রাবিনদিয়্যাদের অভিমুখে অগ্রসর হন। এসময় চতুর্দিক থেকে লোকজন সমবেত হয়। ইতিমধ্যে মাআন ইব্‌ন যাইদা আগমন করেন, খলীফা মানসূরকে দেখতে পেয়ে তিনি তার বাহন থেকে নেমে পড়েন এবং পায়ে হেঁটে অগ্রসর হয়ে খলীফার বাহনের লাগাম ধরেন। এসময় তিনি তাকে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ফিরে চলুন। আপনার পক্ষ থেকে আমরাই তাদেরকে সামলানোর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু মানসূর ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানান। এদিকে বাজারের লোকজন তাদের দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। ইতিমধ্যে নিয়মিত সেনাবাহিনী এসে তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং তাদেরকে কচুকাটা করে। এরপর আর তাদের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকেনি।

এসময় তারা উছমান ইব্‌ন নাহীককে তার উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে তীরবিদ্ধ করে আহত করে। ফলে তিনি কয়েকদিন পর মারা যান। তখন খলীফা তার জানাযা পড়ান এবং তার দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন এবং তার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেন। আর তিনি তার ভাই ঈসা ইব্‌ন নাহীককে সিপাহী প্রধানের পদে নিযুক্ত করেন। এসবই ঘটে কূফাস্থ হাশিমী শহরে। সেদিন রাবিনদিয়্যাদের বিরুদ্ধে যখন খলীফা মানসূর লড়াই শেষ করেন, তখন শেষ ওয়াক্তে লোকদের নিয়ে যুহরের নামায পড়েন। এরপর খাবার আনা হলে তিনি প্রশ্ন করেন মা'আন ইব্‌ন যাইদা কোথায় ? একথা বলে তিনি খাবার গ্রহণে বিরত থাকেন। অবশেষে মাআন ইব্‌ন যাইদা আসলে তিনি তাকে নিজের পাশে বসান। এরপর তিনি উপস্থিত সকলের সামনে তার সেদিনের বীরত্বের প্রশংসা করেন। তখন মাআন বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি তো ভয়ে ভয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এরপর যখন তাদের প্রতি আপনার তুচ্ছতাবোধ এবং

তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে অগ্রসর হতে দেখলাম, তখন আমি আশ্বস্ত হলাম এবং মনোবল ফিরে পেলাম। আমার ধারণা ছিল না যে কেউ যুদ্ধে এমন হতে পারে। আর তাই আমাকে সাহস যুগিয়েছে। তখন খলীফা মানসূর তার প্রতি প্রসন্ন হন এবং তাকে দশ হাজার দিরহাম প্রদানের নির্দেশ দেন এবং তাকে ইয়ামানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। আর মাআন ইব্‌ন যাইদা ইতিপূর্বে আত্মগোপন করেছিলেন।

এরপর আর এ দিনের পূর্বে আত্মপ্রকাশ করেন নি। আর এদিন খলীফা যখন লড়াইয়ে তার সাহসিকতা ও কুশলতা দেখেন তখন তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। বলা হয় খলীফা মানসূর নিজের সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেছিলেন, তিনটি বিষয়ে আমি ভুল করেছি, ১. আমি আবূ মুসলিমকে হত্যা করেছি যখন আমি ছিলাম স্বল্পসংখ্যক সম্পর্কিতদের মাঝে, ২. যখন আমি শাম অভিযানে বের হয়েছি, তখন যদি উভয় পক্ষের মাঝে কোন সংঘর্ষ হত, তাহলে খিলাফতের কোন অস্তিত্ব থাকত না। ৩. রাবিনদিয়্যাদের সৃষ্ট গোলযোগের দিন (অরক্ষিত অবস্থায় বের হয়ে) সেদিন যদি কোন অজ্ঞাত ঘাতকের তীর আমাকে আঘাত করতে তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ নিহত হতাম। আর তার এ বক্তব্য তার সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক।

এবছর খলীফা মানসূর তার ছেলে মুহাম্মদকে তার পরবর্তী খলীফারূপে ঘোষণা করেন এবং তাকে 'মাহদী' উপাধি প্রদান করেন। এসময় তিনি তাকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন এবং সেখানকার গভর্নর পদ থেকে আবদুল জব্বার ইব্‌ন আবদুর রহমানকে পদচ্যুত করেন। আর এর কারণ হল সে খলীফার সমর্থক একটি দলকে হত্যা করেছিল। তখন মানসূর তার পত্র লিখক আবূ আয়্যূবের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে পরামর্শ চান। তখন আবূ আয়্যূব বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি তাকে নির্দেশ লিখে পাঠান সে যেন খুরাসান থেকে বিশাল একটি পথিক রোমক ভূখণ্ডের দিকে প্রেরণ করে। এই বাহিনী যখন খুরাসান ত্যাগ করবে তখন আপনি ইচ্ছামাফিক কাউকে পাঠাবেন এবং তারা তাকে লাঞ্ছিত করে খুরাসান থেকে বহিষ্কার করবে। তখন খলীফা মানসূর তার কাছে এই ফরমান লিখে পাঠান। খলীফার ফরমানের জবাবে সে লিখে পাঠায় যে খুরাসান ভূখণ্ডে তাতারিগণ নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। এ অবস্থায় এখানকার সেনাবাহিনী চলে গেলে তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে, শাসন ব্যবস্থায় অরাজকতা সৃষ্টি হবে। তখন খলীফা আবূ আয়্যূবকে বলেন, এখন তোমার মত কী ? তিনি বলেন, আপনি তাকে লিখুন - সীমান্তবর্তী ভূখণ্ড হওয়ায় অন্যান্য ভূখণ্ডের তুলনায় তার সাহায্য অধিক প্রয়োজন। তাই আমি তোমার সাহায্যে ফৌজ প্রস্তুত করেছি। তখন সে লিখে পাঠায়। এ বছর খুরাসানের খাদ্য ও রসদের ঘাটতি রয়েছে, এখন যদি এখানে ফৌজ প্রবেশ করে তাহলে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। এ জবাব পেয়ে খলীফা আবূ আয়্যূবকে বলেন, এখন তুমি কি বল ? তিনি বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! এই ব্যক্তি তো তার মনের অবস্থা প্রকাশ করে দিয়েছে এবং আপনার বায়আত প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কাজেই, আপনি তার সাথে আর তর্কে প্রবৃত্ত হবেন না। এসময় খলীফা মানসূর তার ছেলে মুহাম্মাদ আল মাহদীকে প্রেরণ করেন রায় শহরে অবস্থান করার জন্য। মাহদী তার অগ্রগামীরূপে খাযিম ইব্‌ন খুযায়মাকে আবদুল জব্বারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এরপর তিনি তার ও তার সাথীদের সাথে কৌশল অবলম্বন করতে থাকেন। অবশেষে তার সাথীরা পলায়ন করে এবং খাযিম ইব্‌ন খুযায়মার বাহিনী তাকে ধরে ফেলে। এরপর তারা তাকে

পিছনমুখী করে একটি উটে আরোহণ করায় এবং এভাবে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়ে তাকে মানসূরের কাছে উপস্থিত করে। এসময় তার সাথে তার ছেলে এবং তার স্বজন-পরিজনের একটি দল ছিল। তখন খলীফা মানসূর তাকে হত্যা করেন এবং তার ছেলে ও তার সঙ্গীদের ইয়ামানের প্রান্তীয় এক দ্বীপে[১] নির্বাসিত করেন। এরপর ভারতীয়রা তাদেরকে বন্দী করে। আর পরবর্তীকালে তাদের অনেককে মুক্তিপণের বিনিময়ে উদ্ধার করা হয়। এসময় মাহদী খুরাসানের গভর্নররূপে স্থায়ী হন এবং তার পিতা তাকে তাবরিস্তান আক্রমণের এবং তার সঙ্গী ফৌজ নিয়ে ইসবাহবায-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেন। এসময় তিনি তাকে উমর ইব্‌ন আলার নেতৃত্বাধীন একটি বাহিনী দিয়ে সাহায্য করেন। আর এই উমর ছিল তাবরিস্তান যুদ্ধে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তার ব্যাপারেই কবি বলেন ঃ

فَقُلْ لِلْخَلِيْفَةِ اِنْ جِئْتَهُ + نَصِيْحًا وَلاَ خَيْرَ فِى الْمُتَّهَمْ

“যদি তুমি খলীফার হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে তার কাছে এসে থাক তাহলে তাকে বল অভিযুক্তের মাঝে কোন কল্যাণ নেই।”

اِذَا اَيْقَظَتْكَ حَرُوْبُ الْعَدٰى + فَنَبِّهْ لَهَا عُمَرًا ثُمَّ نَمْ

“শত্রু যুদ্ধ যখন তোমাকে জাগ্রত করে তখন তুমি উমরকে জাগ্রত কর, তারপর নিজে ঘুমিয়ে যাও।”

فَتًى لاَ يَنَامُ عَلٰى دِمْنَةٍ + وَلاَ يَشْرَبُ الْمَاءَ اِلاَّ بِدَمْ

“সে এমন বীর পুরুষ যে কারও শত্রুতা অবশিষ্ট রেখে ঘুমায় না এবং নিহত শত্রুর রক্তের প্রাণ না নিয়ে পানি পান করে না।”

এরপর তাবরিস্তানের উপকণ্ঠে যখন উভয় বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি হয় তখন উমর বাহিনী তা জয় করে এবং ইসবাহবায অধিকার করে এবং সেখানকার শাসককে দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। সে তখন তথাকার ধন-ভাণ্ডার ইত্যাদির বিনিময়ে মাহদীর সাথে সন্ধি করে। এ সময় মাহদী তার পিতাকে এ বিষয় লিখে জানায়। এরপর আসবাহবায দায়লামীদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। তারপর সেখানে মৃত্যু হয়। আর এ সময় মুসলিম বাহিনী মাসমাগান নামক তাতারী সম্রাটকেও পর্যদুস্ত করে। এছাড়া বহুসংখ্যক শত্রু নারী ও শিশুকে যুদ্ধবন্দী করে। আর এটাই হল প্রথম তাবরিস্তান বিজয়।

এবছরই জিবরীল ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আল-খুরাসানীর হাতে মাসীসা শহরের নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে এবং ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম মালতিয়া সীমান্তে সৈন্য সমবেত করেন। এছাড়া এবছর খলীফা মানসূর যিয়াদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌কে হিজাযের গভর্নর পদ থেকে অপসারণ করে মুহাম্মদ ইব্‌ন খালীদ কাসরীকে পবিত্র মদীনার গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তিনি নিজে এবছরের রজব মাসে পবিত্র মদীনায় আগমন করেন। এসময় তিনি হায়ছাম ইব্‌ন মুআবিয়য়াকে পবিত্র মক্কা ও তাইফের গভর্নর নিয়োগ করেন। এছাড়া এ বছর খলীফা মানসূরের সিপাহী প্রধান থাকা অবস্থায়

---

[১] তা হল দাহলাক নামীয় দ্বীপ - তাবারী, ইব্‌নুল আছীর।

মূসা ইব্‌ন কা'ব ইনতিকাল করেন। আর মিসরের গভর্নর তিনিই ছিলেন যিনি বিগত বছর ছিলেন, তারপর মিসরের গভর্নর হন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আশআছ । তারপর মানসূর তাকে অপসারণ করেন এবং নাওফাল ইব্‌ন ফুরাতকে তার গভর্নর নিয়োগ করেন। আর এবছর হজ্জ পরিচালনা করেন কানসারীন, হিমস্ ও দামেস্কের গভর্নর সালিহ ইব্‌ন আলী। এছাড়া অন্যান্য এলাকার গভর্নর অপরিবর্তিত ছিল। আল্লাহ্ অধিক জানেন।

এবছরেই আবান ইব্‌ন মূসা এবং আল-মাগাযী প্রণেতা মূসা ইব্‌ন উকবা এবং এক মতানুযায়ী আবূ ইসহাক আশ-শায়বানী ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক জানেন।

১৪২ হিজরীর সূচনা

এবছরই সিন্ধুর গভর্নর উয়ায়না ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন কা'ব খলীফার বায়আত প্রত্যাহার করে। তখন খলীফা মানসূর উমর ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন আবূ সুফরাকে সিন্ধু ও ভারতের গভর্নর নিয়োগ করে তার নেতৃত্বে উয়ায়না ইব্‌ন মূসার বিরুদ্ধে ফৌজ প্রেরণ করেন। এরপর উমর তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন এবং তাকে পরাজিত করে এই ভূখণ্ডের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেন। এছাড়া এবছর তাবরিস্তানের শাসক আসবাহবায তার ও মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাবারিস্তানে অবস্থানরত একদল মুসলমানকে হত্যা করে। তখন খলীফা মানসূর খাযিম ইব্‌ন খুযায়মা এবং রূহ ইব্‌ন হাতিমের নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে ফৌজ প্রেরণ করেন। এদের সাথে এসময় খলীফা মানসূরের মাওলা আবূ খাসীব মারযূকও ছিলেন। মুসলমানগণ আসবাহবাযকে দীর্ঘকাল অবরোধ করে রাখেন, এরপর তারা আসবাহবাযে আশ্রয়স্থল দুর্গ জয়ের কোন উপায় বা পথ না পেয়ে কৌশলের আশ্রয় নেন। এসময় আবুল খাসীব তাদেরকে বলেন, আমাকে প্রহার করে আমার চুল-দাড়ি কামিয়ে দাও। তখন মুসলমানগণ তাই করেন। এরপর তিনি এমন ভাব নিয়ে আসবাহবাযের কাছে যান যেন তিনি মুসলমানদের প্রতি রুষ্ট, আর তারা তাকে প্রহার করে তার চুল-দাড়ি কামিয়ে দেয়। এরপর তিনি যখন দুর্গে প্রবেশ করেন তখন আসবাহবায তাকে পেয়ে উৎফুল্ল হয় এবং সসম্মানে তাকে নিকট সান্নিধ্য দান করে। আর আবুল খাসীব তার প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা ও সেবার মনোভাব প্রকাশ করে তাকে ধোঁকায় ফেলতে সক্ষম হন, এমনকি তিনি তার অতি আস্থাভাজনে পরিণত হন এবং সে তাকে দুর্গফটকের তত্ত্বাবধায়কের অন্তর্ভুক্ত করে। এরপর তিনি যখন এ দায়িত্বে কর্তৃত্ব অর্জন করেন। তখন মুসলমানদের সাথে পত্র যোগাযোগ করেন এবং তাদেরকে জানান[1] যে অমুক রাতে তিনি তাদের জন্য দুর্গদ্বার খুলবেন। কাজেই তারা যেন দুর্গদ্বারের কাছাকাছি অবস্থান করে যাতে তিনি তাদের জন্য তা খুলে দিতে পারেন। এরপর যখন সেই রাত্রি আসে তখন তিনি তাদের জন্য দুর্গদ্বার খুলে দেন। তখন মুসলমানগণ সেখানে প্রবেশ করে যোদ্ধাদের হত্যা করেন এবং নারী-শিশুদের বন্দী করেন। আর আসবাহবায হাতের আংটির বিষপানে আত্মহত্যা করে। সেদিন যে সকল নারীদের বন্দী করা হয় তাদের অন্যতম হলে মাহদীর ছেলে মানসূরের জননী এবং মাহদীর অপর ছেলে ইবরাহীমের জননী। এরা উভয়ে ছিলেন সুন্দরী রাজকন্যা।

এবছরেই খলীফা মানসূর বসরাবাসীর জন্য জাবান[2] মহল্লার নিকট ঈদগাহ নির্মাণ করেন যেখানে তারা নামায পড়ে। আর তার নির্মাণ কার্য দেখাশোনা করেন ফোরাত ও আবলাহ অঞ্চলের

---

[1] তিনি পত্র লিখে তাকে তীরবিদ্ধ করে তা তাদের কাছে নিক্ষেপ করেন- তাবারী ; ইব্‌নুল আছীর।

[2] তাবারীতে রয়েছে আল-হাম্মান, আর মু'জামুল বুলদানে রয়েছে জুমান, তা হল বসরার একটি মহল্লা, যার নামকরণ করা হয়েছে বনূ হুমান ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন তামীম গোত্রের নামে।

গভর্নর সালামা ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন জাবির। আর খলীফা মানসূর বসরায় রমযানের রোযা রাখেন এবং সেই ঈদগাহে লোকদের ঈদের নামাযে ইমামতি করেন। এবছরই মানসূর মিসরের গভর্নর পদ থেকে নাওফাল ইব্‌ন ফুরাতকে অপসারণ করেন এবং হুমায়দ ইব্‌ন কাহতাবাকে তার নতুন গভর্নর নিয়োগ করেন। এবছর হজ্জ পরিচালনা করেন ইসমাঈল ইব্‌ন আলী। এছাড়া এবছর খলীফার চাচা এবং বসরার গভর্নর সুলায়মান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস ইনতিকাল করেন। তার মৃত্যু সংঘটিত হয় জুমাদাল উখরার তেইশ তারিখ শনিবার। এসময় তার বয়স ছিল ঊনষাট বছর। তার জানাযার নামায পড়ান তার ভাই আবদুস সামাদ। তিনি তার পিতা আলী ইব্‌ন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস, ইকরিমা এবং আবূ বুরদা ইব্‌ন আবূ মূসা থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর তার থেকে একদল রাবী রিওয়ায়াত করেছেন। এদের মধ্যে তার ছেলেগণ জা'ফর, মুহাম্মদ যায়নাব এবং আসমাঈ উল্লেখযোগ্য। বিশ বছর বয়সে তার চুল-দাড়ি সাদা হতে শুরু করে। ফলে তিনি সে বয়সেই তার দাড়িতে খেযাব ব্যবহার করেন। তিনি ছিলেন মহানুভব, বদান্য ও প্রশংসাভাজন। আরাফার দিন সন্ধ্যায় প্রতিবছর তিনি একশ গোলাম আযাদ করতেন। বনূ হাশিম এবং সকল কুরায়শ ও আনসারের প্রতি তার দান পঞ্চাশ লক্ষ দিরহামে পৌঁছে। একদিন তিনি তার প্রাসাদ থেকে উঁকি দিয়ে বসরার এক কুটিরে কতিপয় নারীকে সুতা বুনতে দেখেন। তার দৃষ্টি যখন তাদের উপর পতিত হয় ঘটনাক্রমে তখন তাদের একজন বলে উঠে, হায় ! যদি খলীফা আমাদের দিকে তাকাতেন এবং আমাদের অবস্থা অবগত হতেন, তাহলে তিনি নিশ্চয় আমাদেরকে একাজ থেকে অব্যাহতি দিতেন ? একথা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তার প্রাসাদে পায়চারি শুরু করেন এবং তার স্ত্রীদের স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান রত্নালঙ্কার একটি বড় রুমালে ভর্তি করে তাদের কাছে নামিয়ে দেন এবং তাদের মাঝে বহু দীনার, দিরহাম ছড়িয়ে দেন। এসময় এদের একজন খুশীর তীব্রতায় মারা যায়। তখন তিনি তার দিয়ত বা রক্তমূল্য প্রদান করেন এবং সেই রত্মালঙ্কার থেকেও তার প্রাপ্য অংশ তাকে প্রদান করে। আর ইনি সাফ্ফাহ-এর খিলাফতকালে হজ্জের দায়িত্ব পালন করেন এবং মানসূরের খিলাফতকালে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি আব্বাসীয়দের মাঝে অতি উত্তম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হলেন ইসমাঈল, দাউদ, সালিহ্, আবদুস সামাদ, আবদুল্লাহ্, ঈসা ও মুহাম্মাদের ভাই এবং সাফ্ফাহ ও মানসূরের চাচা।

এবছর যেসকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন খালিদ আল-হায্যা, আসিম আলআহওয়াল এবং একটি মতানুযায়ী ও আমর ইব্‌ন উবায়দ আল-কাদরী তার পূর্ণ নাম ও পরিচয় হল আমর ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন ছাওবান আত্-তায়মী। তার উপাধি আবূ উছমান আল-বাসরী তাকে ইব্‌ন কায়সানও বলা হয়। তিনি পারস্য বংশোদ্ভূত এবং কাদরিয়া এবং মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের ইমাম। তিনি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন হাসান বসরী, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আনাস, আবুল আলিয়া এবং আবূ কিলাবা থেকে। আর তার থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন হাম্মাদদ্বয়, সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না তার সমসাময়িক আ'মাশ, আবদুল ওয়ারিছ ইব্‌ন সাঈদ, হারূন ইব্‌ন মূসা, ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন যুরায়। তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করার উপযুক্ত সে নয়। আর আলী ইব্‌নুল মাদীনী ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মঈন বলেন, সে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। এছাড়া ইব্‌ন মঈন এও বলেছেন, সে মন্দ লোক। আর সে দাহরিয়্যা সম্প্রদায়ভুক্ত, যারা বলে যে মানুষ হল শস্যের ন্যায়। ফাল্লাস বলেন, সে

পরিত্যক্ত এবং বিদআতী। ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান তার থেকে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করতেন। তারপর তিনি তা বর্ণনা করেন। আর ইব্ন মাহদী তার থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন না।

আবূ হাতিম বলেন, সে 'মাতরূক' অর্থাৎ তার হাদীস প্রত্যাখ্যাত। নাসাঈ বলেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। ইউনুস ইব্ন উবায়দের সূত্রে শু'বা বলেন, আমর ইব্ন উবায়দ হাদীস বর্ণনায় মিথ্যার আশ্রয় নিতেন। হাম্মাদ ইব্ন সালামা বলেন, আমাকে হুমায়দ বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করো না। কেননা, সে হাসান বসরীর নামে মিথ্যা বর্ণনা চালিয়ে থাকে। হাদীস সমালোচক আয়্যূব, আওফ এবং ইব্ন আওন এমনই বলেছেন। আয়্যূব বলেন, আমি তার কোন আকল বুদ্ধি আছে বলে মনে করি না। মাতার আলওয়ার্রাক বলেন, আল্লাহ্র কসম! কোন কিছুতেই আমি তাকে বিশ্বাস করি না। ইব্নুল মুবারক বলেন, সকলে তার হাদীস বর্ণনা করেছেন কেননা সে কাদরিয়্যা সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রচার করত। একাধিক হাদীস সমালোচক তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর অন্যরা তার ইবাদত-বন্দেগী, দুনিয়া বিমুখতা এবং কৃচ্ছ্রতার প্রশংসা করেছেন। হাসান বসরী বলেন, বিদআতী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে যুবক কারীদের[১] নেতৃস্থানীয় ছিল। সমালোচকগণ বলেন, এরপর সে বিদআতী হয়, ঘোর বিদআতী। ইব্ন হিব্বান বলেন, বিদআতী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে আল্লাহ্ ভীরু আবিদ ছিল। এরপর সে বিদআতী হয় এবং সে নিজে এবং তার সাথে একটি দল হাসান বসরীর মজলিস ত্যাগ করে। তখন তাদেরকে মু'তাযিলা[২] বলা হয়। সে সাহাবায়ে কিরামের বিরুদ্ধে কটুক্তি করত এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অনুমানের ভিত্তিতে হাদীসে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করত। তার থেকে বর্ণিত আছে সে বলত যদি লাহহে মাহফুযেই আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংসের ফায়সালা চূড়ান্ত হয়ে থাকে তাহলে আর মানব সন্তানের বিরুদ্ধে কী প্রমাণরূপে গণ্য হতে পারে। আর তাকে যখন ইব্ন মাসউদের হাদীস বর্ণনা করা হয়। আমাদেরকে সত্যবাদী এবং সত্যায়িত বর্ণনা করেছেন-

اَنَّ خَلْقَ اَحَدِكُمْ يَجْمَعُ فِى بَطْنِ اُمِّهٖ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا - حَتّٰى قَالَ : فَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعِ
كَلِمَاتٍ رِزْقَهُ وَاَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِىٌّ اَمْ سَعِيْدٌ

'তোমাদের কারও যখন মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়– অবশেষে তিনি বলেন, এরপর চারটি বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়, তার রিযিক, তার জীবনকাল, তার আমল এবং সেকি হতভাগা না সৌভাগ্যবান'- এ সম্পর্কে তখন সে বলে আমি যদি আ'মাশকে তা রিওয়ায়াত করতে শুনতাম তাহলে তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিতাম, আর যদি যায়দ ইব্ন ওয়াহব থেকে তা শুনতাম তাহলে তা পছন্দ করতাম না, আর যদি ইব্ন মাসঊদ থেকে তা শুনতাম তাহলে তা গ্রহণ করতাম না। আর যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে তা শুনতাম তাহলে তা গ্রহণ করতাম না। আর যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে তা শুনতাম তাহলে তা প্রত্যাখান করতাম। আর যদি আল্লাহ্ তা'আলাকে তা বলতে শুনতাম, তাহলে বলতাম, আপনি তো এই বিষয়ে আমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেননি। আর এটা জঘন্যতম কুফ্রী। যদি সে তা বলে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তাকে লা'নত করুন। আর যদি তার নামে মিথ্যা বলা হয় থাকে তাহলে যে তার নামে মিথ্যা বলেছে সে যেন উপযুক্ত শাস্তি পায়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক বলেন ঃ

---

[১] এ স্থলে কারী দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন আলিম।

[২] অর্থাৎ দলত্যাগী সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী।

اَيُّهَا الطَّالِبُ عِلْمًا + اِبْتِ حَمَادَ بْنَ زَيْدْ

"হে জ্ঞানার্থী ! তুমি হাম্মাদ ইব্ন যায়দের শরণাপন্ন হও।"

فَخُذِ الْعِلْمِ بِحَلْمٍ + ثُمَّ قَيِّدَهُ بِقَيِّدْ

"সহনশীলতার সাথে জ্ঞান অর্জন কর আর তাকে শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত কর।"

وَذَرِ الْبَدْعَةَ مِنْ + اُثَارِ عَمْرُوْ بْنِ عُبَيْدِ

"আমর ইব্ন উবায়দ বর্ণিত বিদ্‌আত রিওয়ায়াত বর্জন কর।"

ইব্ন আদী বলেন, আমর তার কৃচ্ছ্রতা দ্বারা মানুষকে ধোঁকা দিত। সে নিন্দিত। তার বর্ণিত হাদীস অতি দুর্বল এবং সে প্রকাশ্য বিদ্‘আতী। দারাকুতনী বলেন, তার হাদীস দুর্বল। খতীব বাগদাদী বলেন, সে হাসান বসরীর সাহচর্য অবলম্বন করে এবং তার সঙ্গীরূপে খ্যাতিলাভ করে। এরপর ওয়াসিল ইব্ন আতা তাকে আহলে সুন্নাতের মাযহাব থেকে বিচ্যুত করে এবং কাদরিয়া মতবাদের উদ্ভাবন ঘটায় এবং সে দিকে আহ্বান করে হাদীস অনুসারীদের ত্যাগ করে। আর তার মাঝে বেশ স্থৈর্যগাম্ভীর্য এবং যুহদের প্রকাশ ছিল। বর্ণিত আছে সে এবং ওয়াসিল ইব্ন আতা আশি হিজরীতে জন্মগ্রহণ করে। আর ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, আমর বিয়াল্লিশ অথবা তেতাল্লিশ হিজরীতে পবিত্র মক্কার পথে মারা যায়। খলীফা মানসূরের কাছে তার বিশেষ স্থান ছিল। তিনি তাকে ভালবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। কেননা, আলিম-উলামাদের দল নিয়ে সে যখন মানসূরের দরবারে আসত, তখন মানসূর তাদেরকে হাদিয়া প্রদান করতেন। সকলে তা গ্রহণ করত। কিন্তু আমর নিজে কিছু গ্রহণ করত না। এসময় মানসূর তাকে তার সঙ্গীদের ন্যায় কিছু গ্রহণ করতে বলতেন। কিন্তু সে তার থেকে গ্রহণ করত না। আর এ বিষয়টিই খলীফা মানসূরকে প্রতারিত করে এবং সে তা দ্বারা তার প্রকৃত অবস্থা প্রচ্ছন্ন করে রাখত। কেননা, মানসূর ছিল কৃপণ, তাই বিষয়টি তাকে মুগ্ধ করত এবং তিনি আবৃত্তি করতেন ঃ

كُلُّكُمْ يَمْشِىْ رُوَيْدٌ - كُلُّكُمْ يَطْلِبُ صَيْدٌ - غَيْرُ عَمْرُو بْنِ عُبَيْدَ

"তোমাদের প্রত্যেকে ধীরে হাঁটে, তোমাদের প্রত্যেকে শিকার চায় তবে আমর ইব্ন উবায়দ এর ব্যতিক্রম।

মানসূর যদি দূরদর্শী হতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন যে, ঐ সকল আলিম-উলামাদের প্রত্যেকে দুনিয়া ভর্তি আমর ইব্ন উবায়দের চেয়ে উত্তম। পার্থিব নিরাসক্তি নির্মোহতা সবসময় কোন সততার পরিচায়ক নয়। কেননা, আমরের কালেই এমন অনেক খৃস্টান যাজকের অস্তিত্ব ছিল, যাদের পার্থিব নিরাসক্তির স্তরে পৌঁছা আমর এবং আরও বহু মুসলমানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইতিপূর্বে আমরা ইসমাঈল ইব্ন খালিদ কা'নাবী থেকে বর্ণনা করেছি। তিনি বলেন, একবার আমি হাসান ইব্ন জা'ফরকে ইবাদান নামক স্থানে মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখি তিনি আমাকে বলেন, আয়্যুব, ইউনুস এবং ইব্ন আওন জান্নাতে আমি তখন প্রশ্ন করি আর আমর ইব্ন উবায়দ ? তিনি বলেন, সে জাহান্নামে ? তারপর তিনি তাকে দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার স্বপ্নে দেখেন এবং তাকে প্রশ্ন করেন তখন তিনি তাকে অনুরূপ বলেন। আমর ইব্ন উবায়দ সম্পর্কে বহু কুৎসিত স্বপ্ন দৃষ্ট

হয়েছে। আমাদের শায়খ তার আত্-তাহযীব গ্রন্থে আমরের জীবনী বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। আর আমরা তার সারাংশ আমাদের গ্রন্থ আত্-তাকমীলে উল্লেখ করেছি। আর এখানে আমরা তার অংশবিশেষ উল্লেখ করলাম যাতে তার দ্বারা কেউ ধোঁকাগ্রস্ত না হয়। আল্লাহ্পাক সর্বাধিক জানেন।

১৪৩ হিজরীর সূচনা

এবছর খলীফা মানসূর দায়লামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করেন। কেননা, তারা বহু মুসলমানকে হত্যা করে। এসময় তিনি কূফা ও বসরাবাসীকে নির্দেশ দেন তাদের মধ্য থেকে যুদ্ধে সক্ষম দশ হাজারের অধিক যোদ্ধা সংগ্রহ করে নিয়মিত সেনাদলের সাথে দায়লামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে শরীক হতে। বিশাল ও বিপুল সংখ্যক যোদ্ধা স্বত:স্ফূর্তভাবে তাতে সাড়া প্রদান করে। এবছর কূফা ও তার অধীনস্ত অঞ্চলের গভর্নর ঈসা ইব্ন মূসা হজ্জ পরিচালনা করেন। এছাড়া এবছর হাজ্জাজ আস-সাওয়াফ, দীর্ঘকায় হুমায়দ ইব্ন রুবা এবং সুলায়মান ইব্ন তিরিখ্খান আত্-তায়মীর মৃত্যু হয়। আর পূর্বের বছরের আলোচনায় আমরা তা উল্লেখ করেছি। এক মতানুযায়ী আমর ইব্ন উবায়দ এবং বিশুদ্ধ মতানুযায়ী লায়ছ ইব্ন আবূ সুলায়মও এবছর ইনতিকাল করেন। এছাড়া ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-আনসারীও এবছর ইনতিকাল করেন।

১৪৪ হিজরীর সূচনা

এ বছরও মুহাম্মাদ ইব্ন আবুল আব্বাস সাফফাহ-এর চাচা মানসূরের নির্দেশে দায়লামীদের ভূখণ্ডোভিমুখে অগ্রসর হন। এ সময় তার সাথে কূফা, বসরা, ওয়াসিত, মুছেল ও জাযীরার সৈন্যবাহিনী ছিল। এছাড়া এবছর মানসূরের ছেলে মুহাম্মাদ আল-মাহদী খুরাসান থেকে তার পিতার সাক্ষাতে আগমন করেন এবং তার চাচাতো বোন রাইতা[১] বিন্ত সাফ্ফাহ্র সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর নির্জন বাস করেন। এবছর হজ্জ পরিচালনা করেন আবূ জা'ফর মানসূর। এসময় তিনি খাযিম ইব্ন খুযায়মাকে হিরার প্রশাসক এবং ফৌজের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন। এছাড়া পবিত্র মদীনার গভর্নর পদ থেকে মুহাম্মাদ ইব্ন খালিদ আল-কাসরীকে অপসারণ করে রাবাহ্ ইব্ন উছমান আল-মুযানী[২] আল-মাদানীকে নিয়োগ করেন। একশ চুয়াল্লিশ হিজরীর হজ্জের সময় লোকজন খলীফা আবূ জা'ফর মানসূরকে পবিত্র মক্কার পথের মধ্যস্থলে এসে অভ্যর্থনা জানায়। এসময় যারা তাকে অভ্যর্থনা জানায় তাদের মাঝে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিবও ছিলেন। মানসূর তাকে তার সাথে একটি দস্তরখানে বসান। তারপর তার সাথে মাত্রাতিরিক্ত মনোযোগের সাথে কথা বলতে শুরু করেন। এমনকি এ কারণে তার মধ্যাহ্নভোজনে সামান্য খাওয়া হয়। এসময় মানসূর আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানকে তার উভয় ছেলে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, কেন তারা সকলের সাথে আমার কাছে আসেনি ? তখন আবদুল্লাহ্ কসম করে বলেন, যে তিনি আদৌ জানেন না তারা কোথায় রয়েছেন। অবশ্য তিনি সত্যই বলেছিলেন, আর খলীফা মানসূরের এ প্রশ্নের কারণ ছিল, মারওয়ানের

---

[১] ইব্নুল আছীর (৫ খ. ঃ ৫১৩ পৃ.) আত্-তাবারী (৯ খ. ঃ ১৮০ পৃ.) রায়তা।

[২] আত্-তাবারী ও ইব্নুল আছীরে রয়েছে। আল-মুররী।

খিলাফতের শেষের দিকে একদল হিজাযবাসী মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসানের খিলাফতের অনুকূলে বায়আত গ্রহণ করে এবং মারওয়ানের বায়আত প্রত্যাহার করে। আর যারা তার অনুকূলে বায়আত করেছিল আবূ জা'ফর মানসূর ছিলেন তাদের অন্যতম। আর এটা ছিল মুসলমানদের শাসন কর্তৃত্ব আব্বাসীয়দের হাতে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বে। এরপর আবূ জা'ফর মানসূর যখন খলীফা হন তখন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান এবং তার ভাই ইবরাহীম ভীষণ শঙ্কিত হয়ে পড়েন।

খলীফা মানসূর ধারণা করেন অবশ্যই এরা দু'জন তার বিদ্রোহ করবেন। যেমন, তারা মারওয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। আর মানসূরের এ ধারণা যখন বদ্ধমূল হয় তখন এরা দু'জন দূরবর্তী কোন ভূখণ্ডে পলায়নের উদ্দেশ্যে ইয়ামানে উপনীত হন। তারপর তারা ভারতবর্ষে গমন করেন এবং সেখানে আত্মগোপন করেন। তখন হাসান ইব্‌ন যায়দ তাদের আত্মগোপন স্থান সম্পর্কে খলীফাকে অবহিত করলে তারা অন্য একস্থানে পলায়ন করেন। এরপর পুনরায় হাসান ইব্‌ন যায়দ তাদের সন্ধান লাভ করে খলীফাকে তাদের সন্ধান দেয়। এভাবে আরেকবার এর পুনরাবৃত্তি হয়। আর সে মানসূরের কাছে তাদের শত্রুতায় উঠে পড়ে লাগে। আশ্চর্যের বিষয় হল, সে ছিল তাদেরই অনুসারী। খলীফা মানসূর এদের দু'জনকে ধরার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তাতে ব্যর্থ হন। এরপর তিনি যখন তাদের পিতাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি শপথ করে বলেন, তারা যে কোথায় গিয়ে পৌছেঁছে তিনি তা জানেন না। এরপর মানসূর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসানকে তার উভয় ছেলের সন্ধান প্রদানের জন্য পীড়াপীড়ি করলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, আল্লাহ্র কসম ! তারা যদি আমার পায়ের নীচেও আত্মগোপন করে থাকে তাহলেও আমি আপনাকে তাদের সন্ধান দিব না। তখন মানসূর ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে কয়েদ করার নির্দেশ দেন এবং তার নির্দেশে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসানের সকল ক্রীতদাস ও ধন-সম্পদ বিক্রি করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি তিন বছর জেলখানায় কাটান। এসময় পরামর্শদাতারা মানসূরকে পরামর্শ দেয় হাসানীদের সকলকে বন্দী করে রাখার জন্য। তখন তিনি তাদেরকে বন্দী করেন এবং ইবরাহীম ও মুহাম্মাদের সন্ধানে তৎপর হন।

এই বিরূপ ও প্রতিকূল পরিবেশেও তারা (দু'ভাই) প্রায় বছরই হজ্জে শরীক হতেন এবং হজ্জ মৌসুমের অধিকাংশ সময় পবিত্র মদীনায় আত্মগোপন করে থাকতেন। তা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কুটনামীকারীরা তাদের উপস্থিতি অনুভব করত না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। এদিকে খলীফা মানসূর একজনকে পবিত্র মদীনার গভর্নর নিয়োগ এবং অন্যজনকে অপসারণ করতে থাকেন এবং তাকে উৎসাহ দিতে থাকেন অর্থসম্পদ ব্যায়ে হলেও তাদের সন্ধান করে তাদেরকে বন্দী করতে কিন্তু তাদের দু'জনের ব্যাপারে আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাকদীর তাকে ব্যর্থ ও অক্ষম করে রাখে। আবুল আসাকির খালিদ ইব্‌ন হাস্‌সান নামক খলীফা মানসূরের জনৈক আমীর গোপনে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদের সাথে হাত মেলায়। এরপর কোন এক হজ্জ মৌসুমে সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে তারা খলীফা মানসূরকে হত্যা করার সংকল্প করেন। কিন্তু এরূপ পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ ভূখণ্ডে একাজ করতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান তাদেরকে নিষেধ করেন। এদিকে খলীফা মানসূর বিষয়টি অবগত হন এবং ঐ আমীরের গোপন আতাতের কথা জানতে পারেন। তখন তিনি শাস্তি দিতে শুরু করলে সে তাকে হত্যার পরিকল্পনার কথা স্বীকার করে। তখন মানসূর তাকে প্রশ্ন করেন,

কিন্তু তোমাদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করল কিসে ? তখন সে বলে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেছেন। তখন মানসূরের নির্দেশে তাকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর আর তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।[১] এসময় খলীফা মানসূর তার বিচক্ষণ আমীর-উমারা ও ওযীরদের মধ্যে যারা বিষয়টি জানত তাদের কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসানের উভয় ছেলের ব্যাপারে পরামর্শ চান এবং বিভিন্ন অঞ্চলে গুপ্তচর ও অনুসন্ধানকারী প্রেরণ করেন। কিন্তু তাদের দু'জনের কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি এবং তাদের কোন অস্তিত্ব কিংবা চিহ্ন সম্পর্কেও জানা যায়নি। মহান আল্লাহ্ তার বিষয়ে পূর্ণ কর্তৃত্ববান। এসময় মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান তার মায়ের কাছে এসে প্রশ্ন করেন, হে আম্মা ! আমি আমার পিতা ও চাচাগণের জীবনের ব্যাপারে শঙ্কিত। স্বজনদের স্বস্তি ফিরিয়ে আনার জন্য আমি এদের হাতে (বায়আতের) হাত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তখন তার আম্মা জেলখানায় যান এবং তার পিতা ও চাচাগণের সামনে তার ছেলের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন। তখন তারা সকলে বলেন, না, না, তা হয় না। এতে কোন মর্যাদা নেই। বরং আমরা তার সমর্থনে বা অনুকূলে ধৈর্যধারণ করব। হয়তবা আল্লাহ্ তার হাতে আমাদের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনবে। আমরা ধের্যধারণ করব, আমাদের মুক্তি বা সংকটাবসান আল্লাহ্‌র হাতে, যদি তিনি তা ইচ্ছা করেন তাহলে আমাদের সংকট দূর করবেন। আর যদি না চান তাহলে করবেন না। তারা সকলে এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। আল্লাহ্ তাদের সকলকে রহম করুন।

এবছরই হাসান পরিবারের সদস্যদের পবিত্র মদীনার কারাগার থেকে ইরাকের কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। এসময় তাদের পায়ে শৃঙ্খল এবং গলায় বেড়ি ছিল। তাদের বন্দীত্বের সূচনা ছিল রাব্‌যা থেকে আবূ জা'ফর মানসূরের নির্দেশে। এই হাসানীদের সাথে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-উছমানীকে দেশান্তরিত করা হয়। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসানের বৈপিত্রেয় ভাই। আর তার কন্যা ছিল ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসানের স্ত্রী। এ সময় তিনি কয়েকমাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তখন খলীফা মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে উপস্থিত করে বলেন, তুমি আমাকে ধোঁকা দাওনি এই কথার উপর ভিত্তি করে আমি আমার সকল দাস আযাদ হওয়ার এবং সকল স্ত্রী তালাক হওয়ার শপথ করেছি। এই যে তোমার কন্যা অন্তঃসত্ত্বা। সে যদি তার স্বামীর ঔরসে গর্ভবর্তী হয়ে থাকে সে সম্পর্কে তুমি ভাল জান। আর যদি এর অন্যথা হয়ে থাকে তাহলে তুমি দায়্যুছ।[২] তখন উছমানী তাকে এমন কোন জবাব দেন যা তাকে ক্রুদ্ধ করে। তখন মানসূরের নির্দেশে তার অধিকাংশ শরীর অনাবৃত করা হলে দেখা যায় তার শরীর স্বচ্ছ রূপার ন্যায় শুভ্র। এরপর তাকে চাবুকের একশ পঞ্চাশটি আঘাত করা হয়। এর মধ্যে তিরিশটি তার মাথায় যার একটি তার চোখে লাগায় সে গুরুতরভাবে আহত হয়। এরপর তিনি তাকে জেলখানায় ফিরিয়ে দেন। আর এ সময় প্রহারজনিত নীলাভতার কারণে তিনি যেন কৃষ্ণকায় দাসে পরিণত হন। তার চামড়ার উপর রক্ত জমাট বেঁধে যায়। তখন তাকে তার বৈপিত্রেয় ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসানের পাশে বসান হয়। তখন তিনি পান করার জন্য পানি চান। কিন্তু কেউ তাকে পান করাতে সাহস

---

[১] আত্-তাবারী (৯ খ. ঃ ১৯১ পৃ.) ইব্‌নুল আছীর (৫ খ. ঃ ৫১৮ পৃ.)-এ রয়েছে মানসূর তাকে আয়ত্তে পাননি। তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদের সাথে গিয়ে মিলিত হন।

[২] স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতিজনের ব্যাপারে আত্মসম্ভ্রমশূন্য।

করেনি। অবশেষে তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত জনৈক খুরাসানী সিপাহী তাকে পানি পান করায়। এরপর খলীফা মানসূর তার হাওদায় আরোহণ করেন এবং তাদেরকে পায়ে শৃঙ্খল ও গলায় বেড়ি পরিহিত অবস্থায় সংকীর্ণ হাওদায় আরোহণ করান। তখন তার সুপ্রশস্ত হাওদায় আরোহণ করে তাদেরকে অতিক্রম করেন। এসময় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান তাকে আহ্বান করে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! হে আবূ জা'ফর বদরের দিন তোমাদের বন্দীদের সাথে তো আমরা এরূপ আচরণ করিনি। তখন একথা মানসূরের কাছে অপদস্থকর ও অসহনীয় মনে হওয়ায় তিনি তাদের থেকে সরে পড়েন। এরা যখন ইরাক পৌঁছেন তখন এদেরকে হাশিমিয়্যাতে বন্দী করা হয়। এই বন্দীদের মাঝে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান ছিলেন। তিনি ছিলেন সুদর্শন যুবা পুরুষ। লোকেরা তার রূপ ও সৌন্দর্য দেখার জন্য আসত। তাকে বলা হত হলুদ রেশম। খলীফা মানসূর তাকে তার সামনে উপস্থিত করে বলেন, তোমাকে আমি এমন নির্মমভাবে হত্যা করব যেমনভাবে আর কাউকে হত্যা করিনি। এরপর তিনি তাকে দুই স্তম্ভের মাঝে ফেলে উপর থেকে চাপা দিয়ে হত্যা করেন। মানসূরের উপর তার উপযুক্ত শাস্তি ও অভিশাপ নেমে আসুক। এদের অনেকে জেলখানায় ইনতিকাল করেন। অবশেষে খলীফা মানসূরের মৃত্যুর পর তাদের এ সংকটের অবসান হয়। যেমনটি আমরা অচিরেই উল্লেখ করব। জেলখানায় যারা ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব। তবে এও বর্ণিত আছে আর সেটাই অধিক গ্রহণযোগ্য। তাকে এবং তার ভাই ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান ও অন্যান্যদের ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়। তাদের অল্পসংখ্যকই জেলখানা থেকে নিষ্কৃতি পেতে সক্ষম হন। মানসূর তাদেরকে এমন জেলখানায় বন্দী করেন যেখান থেকে তারা আযানের আওয়ায শুনতে পেত না এবং তিলাওয়াতের মাধ্যম ব্যতীত নামাযের সময় বুঝতে পারতেন না। এরপর খুরাসানবাসী মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসানের ব্যাপারে সুপারিশ করে লোক পাঠায়। তখন মানসূরের নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয় এবং খুরাসানবাসীর কাছে তার মাথা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ্ তাকে উত্তম বিনিময় না দিন এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ উছমানীকে রহম করুন।

তার পূর্ণ পরিচয় হল মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান আল-উমাবী আবূ আবদুল্লাহ্ আল মাদানী। তার মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যের কারণে তাকে 'আদদীবাজ'[১] বলা হত। তার আম্মা হলেন ফাতিমা বিন্‌ত হুসাইন ইব্‌ন আলী। তিনি তার পিতা ও মাতা থেকে এবং খারিজা ইব্‌ন যায়দ, তাউস, আবুয্ যিনাদ, যুহরী, নাফি' ও অন্যান্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর একদল তার থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম নাসাঈ ও ইব্‌ন হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসানের বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন। তার কন্যা রুকাইয়্যা ছিলেন তার ভাতিজা ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র স্ত্রী। ইনি ছিলেন অনিন্দ্য সুন্দরী। তার কারণেই আবূ জা'ফর মানসূর তাকে এবছর হত্যা করেন। আর তিনি ছিলেন অত্যন্ত মহানুভব বদান্য ও প্রশংসাভাজন ব্যক্তি। যুবায়র ইব্‌ন বাক্কার বলেন, তার প্রশংসায় সুলায়মান ইব্‌ন আব্বাস সা'দী আমাকে আবূ ওযরা সাদীর এই কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন-

وَجَدْنَا الْمَحْضَ الْاَبْيَضَ مِنْ قُرَيْشٍ + فَتًى بَيْنَ الْخَلِيْفَةِ وَالرَّسُوْلِ

---

[১] অর্থাৎ রেশম। তার মুখমণ্ডলের কোমলতা, মসৃণতা ও কমনীয়তার কারণে তাকে এ নামে ডাকা হত।

“কুরায়শ বংশীয় নিখুঁত ফর্সা ব্যক্তিকে আমরা পেয়েছি যিনি হলেন রাসূলের এবং খলীফার অধস্তন যুবা পুরুষ।”

اَتَاكَ الْمَجِدُ مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ + وَكُنْتُ لَهُ بِمُعْتَلِجُ السُّيُوْلِ

“সর্বদিক থেকে মর্যাদা আপনার কাছে এসেছে, আর আপনি ছিলেন ‘মর্যাদা প্লাবণের’ মিলনস্থল।”

فمَا للمجدِ دُوْنَكَ مِنْ مَبِيْتٍ + وَمَا لِلْمَجْدِ دُوْنَكَ مِنْ مَقِيْلِ

“আপনি ব্যতীত মর্যাদার বা মহত্ত্বের কোন ঠাঁই নেই, আপনি ব্যতীত তার কোন আশ্রয় নেই।”

وَلَا يَمْضِيْ وَرَاءَكَ يَبْتَغِيْهِ + وَلَا هُوَ قَابِلٌ بِكَ مِنْ بَدِيْلِ

“আপনার পশ্চাতে সে তার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় না আর না সে আপনার কোন বিকল্প গ্রহণে সম্মত।”

১৪৫ হিজরীর সূচনা

এবছর যে সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয় তার অন্যতম হল পবিত্র মদীনায় মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসানের এবং বসরায় তার ভাই ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র বিদ্রোহ। অচিরেই আমরা এর বিবরণ তুলে ধরছি।

খলীফা আবূ জা‘ফর মানসূর হাসানী পরিবারের সদস্যদের পূর্বোল্লিখিতভাবে পবিত্র মদীনা থেকে ইরাকে স্থানান্তরিত করার পরপরই মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান বিদ্রোহ করেন। এসময় মানসূর এঁদেরকে এমন কয়েদখানায় বন্দী করেন যেখানে তারা কোন আযান শুনতে পেতেন না এবং যিকির ও তিলাওয়াতের মাধ্যম ছাড়া নামাযের সময় বুঝতে পারতেন না।

তাদের অধিকাংশ প্রবীণগণ এই কয়েদখানাতেই ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাদেরকে রহম করুন। এসব ঘটনা যখন ঘটছিল তখন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ পবিত্র মদীনায় আত্মগোপন করেছিলেন। এমনকি কখনও কখনও তিনি কোন কোন কূপে নেমে মাথা ব্যতীত গোটা শরীর পানিতে নিমজ্জিত করে রাখতেন। তিনি তার ভাই ইবরাহীমের সাথে একটি সময় নির্ধারণ করে রেখেছিলেন যে সময়ে তিনি পবিত্র মদীনায় এবং তার ভাই ইবরাহীম বসরায় আত্মপ্রকাশ করবেন। এদিকে পবিত্র মদীনাবাসী এ অন্যান্য লোকেরা মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে আত্মগোপনের কারণে এবং আত্মপ্রকাশ না করার কারণে তিরস্কার করতে থাকেন। অবশেষে তিনি বিদ্রোহের সংকল্প চূড়ান্ত করেন। কেননা, তিনি আত্মগোপনের কঠোরতা এবং পবিত্র মদীনার গভর্নর রিয়াহ-এর রাতদিনের সার্বক্ষণিক গুপ্তচর নিয়োগে কোণঠাসা হয়ে পড়েন। এরপর যখন অবস্থার আরও অবনতি ঘটে তখন তিনি নির্ধারিত একরাত্রে বিদ্রোহের ব্যাপারে তার সমর্থকদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। এরপর সেই নির্ধারিত রাত আসলে জনৈক গুপ্তচর এসে পবিত্র মদীনার গভর্নরকে বিষয়টি অবহিত করে। তখন সে ভীষণ বিচলিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। এরপর সে তার সিপাহীদল পরিবেষ্টিত হয়ে পবিত্র মদীনার চতুর্দিকে টহল দেয় এবং ‘মারওয়ানের

বাড়ির' চারপাশে ঘুরে আসে। আর এসময় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান ও তার সমর্থকরা সেখানে সমবেত ছিলেন। কিন্তু সে তাদের সম্পর্কে কিছু আঁচ করতে পারেনি। এরপর সে গৃহে ফিরে হুসাইন ইব্‌ন আলী পরিবারের সদস্যদের ডেকে পাঠায় এবং তাদের সাথে কুরায়শ ও অন্যান্য গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমবেত করে। প্রথমে তাদেরকে উপদেশ দেয়। তারপর ভর্ৎসনা করে বলে, হে পবিত্র মদীনাবাসী ! খলীফা এই ব্যক্তিকে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে খুঁজে ফিরছেন, অথচ সে তোমাদের মাঝে অবস্থান করছে। এতটুকু করেই তোমরা ক্ষান্ত হওনি। এমনকি তোমরা তার হাতে আনুগত্যের বায়আত করেছ। আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের কেউ যদি তার সাথে বিদ্রোহ করেছ বলে আমার কাছে সংবাদ পৌছে তাহলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব। তখন সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাদের কাছে এ সম্পর্কিত কোন কোন তথ্য বা অবগতি থাকার কথা অস্বীকার করেন। এরপর তারা গিয়ে একদল সশস্ত্র লোক নিয়ে উপস্থিত হন এবং তাদেরকে তাঁর সাক্ষাতে প্রবেশ করানোর অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু সে তখন বলে, তাদের সে অনুমতি নেই, আমার আশঙ্কা এটা কোন কৌশল হতে পারে। তখন এই সশস্ত্র ব্যক্তিরা তার গৃহদ্বারে বসে থাকে। এরপর ঐ সকল ব্যক্তি আমীরের চারপাশে বসে থাকে আর আমীর নিজেও বিষণ্ন ও প্রায় নির্বাক অবস্থায় বসে থাকে। এমনকি রাতের একপ্রহর অতিবাহিত হয়। এরপর অকস্মাৎ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও তার সমর্থকগণ উচ্চৈ:স্বরে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। তখন রাতের অন্ধকারে লোকজন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কেউ কেউ আমীরকে পরামর্শ দেয় হুসাইনীদের গর্দান উড়িয়ে দিতে। তখন তাদেরই একজন বলেন, কিসের ভিত্তিতে আমাদেরকে হত্যা করা হবে। আমরা তো খলীফার আনুগত্য স্বীকার করেই নিয়েছি। এদিকে উদ্ভূত পরিস্থিতি তাদের ব্যাপারে আমীরকে উদাসীন করে দেয়। তখন তারা এই সুযোগে দ্রুত উঠে পড়েন এবং বাড়ির দেওয়াল টপকে সেখানকার এক আস্তাকুঁড়ে লাফিয়ে পড়েন।

এদিকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান আড়াইশো সমর্থক যোদ্ধা নিয়ে অগ্রসর হন। প্রথমে তিনি পথিমধ্যে জেলখানার কয়েদিদের মুক্ত করেন এরপর গভর্নর গৃহে অবরোধ করেন। এরপর তিনি তাতে প্রবেশ করে আমীর রিয়াহ্ ইব্‌ন উছমানকে আটক করেন এবং তাকে মারওয়ানের গৃহে বন্দী করেন। তার সাথে তিনি ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন উক্‌বাকেও বন্দী করেন। এই ব্যক্তিই এই রাত্রের প্রথমাংশে হুসাইনীদের হত্যার পরামর্শ দেয়। কিন্তু, তারা রক্ষা পান আর সে বন্দী হয়। এদিকে পরদিন প্রভাতে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান পবিত্র মদীনার কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং তার অধিবাসীরা তাকে মেনে নেয়। এ দিন তিনি ফজরের নামাযে ইমামতি করেন এবং তাতে সূরা ফাত্‌হ - اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا যা পবিত্র মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ সম্বলিত– তিলাওয়াত করেন। আর এটা ছিল এ বছরের রজব মাসের প্রথম রাত্রি বা তারিখ। এদিন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ পবিত্র মদীনাবাসীর উদ্দেশ্যে খুৎবা প্রদান করেন।[১] তিনি আব্বাসীদের ব্যাপারে কথা বলেন এবং তাদের সমালোচনাযোগ্য একাধিক বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি পবিত্র মদীনাবাসীকে অবহিত করেন যে, যে শহরেই তিনি অবস্থান করেছেন সেখানকার অধিবাসীরা তার আনুগত্যের বায়আত করেছে। তখন সামান্য সংখ্যক ব্যতীত পবিত্র মদীনাবাসী সকলেই তার হাতে বায়আত করে।

১.এই খুৎবার ভাষ্য ইব্‌নুল আছীর (৫খ.ঃ ৫৩১ পৃ.) এবং তারীখুত্-তাবারীতে (৯খঃ ২০৪-২০৫ পৃ.)-এ বিদ্যমান।

ইব্‌ন জারীর ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (মালিক) এসময় মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র বায়আতের সপক্ষে ফাত্‌ওয়া প্রদান করেন। তাকে বলা হয়ে, আমাদের কাঁধে তো মানসূরের বায়আতের দায়বদ্ধতা রয়েছে। তিনি বলেন, তোমরা তো বাধ্য ছিলে আর বাধ্যকৃতের কোন বায়আত নেই। তখন ইমাম মালিকের সিদ্ধান্তে লোকজন তার কাছে বায়আত করে। এসময় ইমাম মালিক তার গৃহে অবস্থান গ্রহণ করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হাসান যখন ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জা'ফরকে তার বায়আতে আহ্বান করেন। তখন তিনি তাকে বলেন, ভাতিজা ! তোমাকে তো হত্যা করা হবে। তখন কোন কোন লোক তার বায়আত থেকে নিবৃত্ত থাকে। তবে তাদের অধিকাংশ তার সমর্থনে অবিচল থাকে। এসময় মুহাম্মাদ, উছমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌নুয যুবায়রকে পবিত্র মদীনায় নাযির বা প্রশাসক নিয়োগ করেন। আর আবদুল আযীয ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ আল-মাখযূমীকে বিচারকের দায়িত্ব, উছমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌[১] ইব্‌ন উমর ইব্‌নুল খাত্তাবকে সিপাহী প্রধানের দায়িত্ব এবং আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামাকে[২] ভাতা প্রদানের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন। এসময় তিনি 'আল-মাহদী' উপাধি গ্রহণ করেন এই প্রত্যাশায় যে তিনি হয়তবা হাদীসের উল্লেখিত সেই 'মাহদী' কিন্তু তা হয়নি এবং তার এই প্রত্যাশার পূরণ হয়নি। ইন্নালিল্লাহ্‌ ......

এদিকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হাসান যে রাত্রিতে পবিত্র মদীনার কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং সে রাত্রেই জনৈক পবিত্র মদীনাবাসী[৩] খলীফা মানসূরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। এই দীর্ঘপথ সে দ্রুতগতিতে চলে সাতদিনে অতিক্রম করে। সে যখন (রাত্রিবেলায়) খলীফার কাছে পৌঁছে তখন তিনি ঘুমন্ত। তখন সে দ্বাররক্ষী রাবী'আকে বলে, আমাকে খলীফার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দিন। তখন দ্বাররক্ষী বলে, এসময় তো তাকে জাগানো হয় না। তখন আগন্তুক বলে, এছাড়া কোন বিকল্প নেই। তখন দ্বাররক্ষী খলীফাকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি আগন্তুকের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসেন। তিনি তাকে প্রশ্ন করেন, হতভাগা তুমি ! কী সংবাদ এনেছ বল ? তখন সে বলে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হাসান পবিত্র মদীনায় বিদ্রোহ করেছেন। এসময় খলীফা মানসূর এ সংবাদে কোনরূপ উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করে তাকে প্রশ্ন করেন, তুমি নিজে তাকে দেখেছ ? সে বলে হ্যাঁ। তখন মানসূর বলেন, সে নিজেও ধ্বংস হয়েছে এবং তার অনুসারীদেরও ধ্বংস করেছে। এরপর খলীফার নির্দেশে ঐ ব্যক্তিকে বন্দী করে রাখা হয়। এরপর এ বিষয়ে একাধিক নির্ভরযোগ্য সংবাদ পৌঁছে। তখন মানসূর ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করে দেন এবং সাতরাত্রির সফরের জন্য তাকে প্রত্যেক রাত্রের বিনিময়ে এক হাজার দিরহাম অর্থাৎ সর্বমোট সাতহাজার দিরহাম প্রদান করেন।[৪]

এরপর খলীফা মানসূর যখন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হাসানের বিদ্রোহ সম্পর্কে নিশ্চিত

---

[১] তাবারী ও ইব্‌নুল আছীরে উবায়দুল্লাহ্‌ রয়েছে।

[২] তাবারী ও ইব্‌নুল আছীরে আবদুর রহমান রয়েছে।

[৩] এই ব্যক্তি হল উয়ায়স ইব্‌ন আবূ সারাহ আল-আমিরী আমির ইব্‌ন লুওয়াই তার নাম হুসাইন ইব্‌ন সাখর ইব্‌নুল আছীর (৫ খ. ঃ ৫৩৩ পৃ.) আত্‌-তাবারী (৯ খ. ঃ ২০৮ পৃ.)।

[৪] তাবারী ও ইব্‌নুল আছীরে রয়েছে, নয় হাজার দিরহাম, প্রতি রাতের বিনিময়ে এক হাজার দিরহাম। কেননা, পবিত্র মদীনা থেকে মানসূরের কাছে যাওয়া পর্যন্ত সে মোট নয় রাত অতিবাহিত করেছিল।

হন। তখন তিনি বিচলিত হন। এসময় জনৈক জ্যোতিষী তাকে নির্ভয় দিয়ে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন ! তার পক্ষ থেকে আপনার কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। আল্লাহ্র কসম ! সে যদি গোটা পৃথিবীর সাম্রাজ্যও লাভ করে তবুও সে সত্তর দিনের বেশী স্থায়ী হতে পারবে না। তারপর মানসূর তার নেতৃস্থানীয় সকল উমারাদের নির্দেশ দেন জেলখানায় গিয়ে মুহাম্মাদ-এর পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানের কাছে সমবেত হয়ে তাকে তার ছেলের বিদ্রোহের ঘটনা অবহিত করতে এবং তার প্রতিক্রিয়া শ্রবণ করতে। এরপর তারা সকলে গিয়ে যখন তাকে বিষয়টি অবহিত করে তখন তিনি বলেন, ইব্ন সালামা (মানসূর) কী করবে বলে তোমরা মনে কর ? তখন তারা বলে, আমরা তা জানি না। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম ! কৃপণতাই তোমাদের এই ব্যক্তিকে বরবাদ করেছে। তার উচিত অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে যোগ্য লোকদের কাজে লাগান। সে ব্যক্তি বিনয়ী হয় তাহলে তার ব্যয়কৃত অর্থ ফিরিয়ে নেওয়া অতি সহজ। অন্যথায় সরকারি কোষাগারে তোমাদের খলীফার কোন হিস্সা নেই। সে যা সঞ্চয় করেছে তা অন্যের জন্য। তখন এসকল উমারা খলীফার কাছে ফিরে গিয়ে তাকে এ বিষয়ে অবহিত করল। এসময় কেউ কেউ খলীফাকে তার (মুহাম্মদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরামর্শ দেয়। তখন তিনি ঈসা ইব্ন মূসাকে ডেকে তাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেন। তারপর বলেন, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমি তার কাছে একটি পত্র প্রেরণ করব। এসময় তিনি তার বরাবর লিখেন-

আমীরুল মু'মিনীন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্র পক্ষ থেকে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র প্রতি-

اِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ . . . . غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

‘যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। তবে তোমার আয়ত্তাধীনে আসার পূর্বে যারা তাওবা করে তাদের জন্য নয়। কাজেই জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরা মাইদা ঃ ৩৩-৩৪)। এরপর তিনি বলেন, তুমি যদি আমার আনুগত্যে প্রত্যাবর্তন কর তাহলে তোমার জন্য রয়েছে আল্লাহ্র নির্ধারিত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর যিম্মা ও তাঁর রাসূলের যিম্মা। আর আমি তোমাকে এবং তোমার অনুসারীদেরকে জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করব, তোমাকে দশ লক্ষ দিরহাম প্রদান করব। তোমার প্রিয়তম ভূখণ্ডে বসবাস করার অবাধ স্বাধীনতা দান করব, তোমার সকল প্রয়োজনাদি পূরণ করব। এভাবে তিনি এক দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। তখন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ তার পত্রের জবাবে লিখেন-

আল্লাহ্র বান্দা মাহদী মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানের পক্ষ থেকে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - طسم تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنُ . . . .
وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ - ‘তা সীন মীম ! এই আয়াতগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের। আমি তোমার নিকট মূসা ও ফিরআওনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি, মু'মিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। ফিরআওন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল। তাদের ছেলেগণকে সে হত্যা করত এবং নারিগণকে জীবিত রাখত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে

তাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের কর্তৃত্বাধিকারী করতে (সূরা কাসাস ঃ ১-৫)।

তারপর তিনি বলেন, আমি তোমাকে সেরূপ নিরাপত্তা প্রদান করছি যেরূপ নিরাপত্তা তুমি আমাকে প্রদান করেছ। আর আমি এ বিষয়ে তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। আমাদের মাধ্যমেই তোমরা তা লাভ করেছ। কেননা, আলীই ছিলেন ওয়াসি[১] ইমাম। কাজেই তার সন্তানগণ জীবিত থাকতে তোমরা কিভাবে তার কর্তৃত্বের উত্তরাধিকারী হলে। আর আমরা হলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বংশের সন্তান। আমাদের নানা হলেন আল্লাহ্‌র রাসূল। যিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানব। আর নানী হলেন খাদীজা (রা) যিনি তার শ্রেষ্ঠতম স্ত্রী, আমাদের আম্মা ফাতিমা হলেন তাদের সবচেয়ে আদরের কন্যা। আর হাশিম হলেন আলীর পরদাদা। তদ্রূপ আবদুল মুত্তালিব হলেন হাসানের পরদাদার দাদা। আর তিনি ও তাঁর ভাই হলেন জান্নাতবাসী যুবকদের সরদার। আল্লাহ্‌র রাসূল হলেন আমার নানা। আর আমি হলাম বনূ হাশিমের মধ্যমণি, পিতার বিচারে সবচেয়ে খাঁটি আমার মাঝে অনারব রক্তের কোন মিশ্রণ নেই এবং দাসী বাঁদীদের কোন অংশ নেই। আমি হলাম জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং জাহান্নামে লঘুতম শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বয়ের অধস্তন। কাজেই আমি তোমার চেয়ে এ বিষয়ের অধিক হকদার এবং তোমার চেয়ে অঙ্গীকার রক্ষায় অধিক উপযুক্ত এবং অধিক বিশস্ত। কেননা, তুমি অঙ্গীকার প্রদান করে তা ভঙ্গ কর, রক্ষা কর না। যেমন তুমি ইব্‌ন হুবায়রার সাথে করছ। কেননা, তুমি তাকে প্রথমে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তারপর তাকে ধোঁকা দিয়েছ। আর ধোঁকাবাজ শাসক হল কঠিনতম শাস্তির উপযুক্ত। তদ্রূপ তুমি তোমার চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীর সাথে এবং আবূ মুসলিম খুরাসানীর সাথে একই আচরণ করেছ আমি যদি বিশ্বাস করতাম যে তুমি সত্য বলছ তাহলে তোমার আহ্বানে সাড়া দিতাম। কিন্তু, তোমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষ থেকে আমার ন্যায় ব্যক্তির অনুকূলে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সুদূর পরাহত। সালাম রইল।

তখন খলীফা মানসূর এক দীর্ঘপত্রে এর জবাব লিখে পাঠান যার সারাংশ হল– পরকথা হল– আমি তোমার এই পত্র পাঠ করেছি। তাতে দেখলাম তোমার অধিকাংশ বড়াই রয়েছে যা দ্বারা তুমি রুক্ষস্বভাব ও ইতর শ্রেণীর লোকজনকে বিভ্রান্ত করছ। কিন্তু, আল্লাহ্ মাতৃসম্পর্কে পিতৃসম্পর্কের মর্যাদা দেননি। আর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন- وَاَنْذِرْ اَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ। 'তোমার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও (সূরা শুআরা ঃ ২১৪)। এসময় তার চারজন চাচা ছিল। এসময় দু'জন তার আহ্বানে সাড়া দেন যাদের একজন হলেন আমাদের পরদাদা আর দু'জন অস্বীকার করে। তাদের একজন হল তোমার পরদাদা (অর্থাৎ আবূ তালিব)। তখন আল্লাহ্ তার থেকে তাদের অভিভাবকত্ব বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং তাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুতি কিংবা দায়গ্রহণ করেননি। আবূ তালিবের ইসলাম গ্রহণ না করার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন-

اِنَّكَ لَا تَحْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ

"তুমি যাকে ভালবাস ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনাতে পারবে না। তবে আল্লাহ্‌ই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনেন এবং তিনিই ভাল জানেন সৎপথ অনুসারীদের (সূরা কাসাস ঃ ৫৬)।"

---

[১] ওয়াসি শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক, এখানে অর্থ হল যার অনুকূলে অসিয়ত করা হয়েছে।

তুমি তাকে নিয়ে গর্ব করেছ যে, তিনি জাহান্নামে লঘুতম শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। অথচ মন্দের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আর কোন মু'মিনের জন্য জাহান্নামবাসীকে নিয়ে গর্ব করা শোভা পায় না। তুমি আরও বড়াই করেছ যে হাশিম হলেন আলীর পরদাদা এবং আবদুল মুত্তালিব হলেন হাসানের পরদাদা অথচ আল্লাহ্র রাসূল তার পিতা হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব।

আর তোমার একথা যে কোন দাসী বাঁদী তোমাকে জন্ম দেয়নি। তাহলে দেখ, আল্লাহ্র রাসূলের ছেলে ইবরাহীম মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভজাত। অথচ তিনি তোমার চেয়ে উত্তম। তদ্রূপ আলী ইব্ন হুসাইন তিনিও উম্মু ওয়ালাদের গর্ভজাত। আর তিনিও তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তদ্রূপ তার ছেলে মুহাম্মাদ ইব্ন আলী এবং মুহাম্মাদের ছেলে জা'ফর এদের দাদিগণ সব উম্মু ওয়ালাদ। আর এরা দু'জন তোমার চেয়ে উত্তম। আর তোমার দাবী আল্লাহ্ রাসূলের সন্তানগণ- এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ - "মুহাম্মাদ তোমাদের মাঝে কোন পুরুষের পিতা নন (সূরা আযহাব ঃ ৪০)।"

যে সুন্নাহ এর ব্যাপারে মুসলমানদের কারও দ্বিমত নেই তা হল, নানী, মামা এবং খালার উত্তরাধিকার লাভ করা যায় না। হাদীসের ভাষ্য দ্বারা হযরত ফাতিমা আল্লাহ্র রাসূলের কোন মীরাছ পান নি। আর আল্লাহ্র রাসূল (সা) যখন ইনতিকাল করেন তখন তোমার দাদা সেখানে উপস্থিত। কিন্তু তাকে নামাযে ইমামতির নির্দেশ দেননি বরং অন্যকে দিয়েছেন। এরপর তিনি যখন ওফাত লাভ করেন, তখন কেউ আবূ বকর উমারের সমকক্ষ কাউকে গণ্য করেনি। তারপর শূরা ও খিলাফতের ক্ষেত্রে লোকেরা তার চেয়ে হযরত উছমানকে অগ্রবর্তী করেছেন। এরপর উছমান যখন শহীদ হন, তখন কেউ কেউ তাকে অভিযুক্ত করে এবং এ কারণে হযরত তালহা ও যুবায়র তার বিরুদ্ধে লড়াই করেন। এছাড়া প্রথমে সা'দ এবং পরে মুআবিয়া তার বায়আত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। তারপর তোমার দাদা তা দাবী করেন এবং তার কারণে অস্ত্রধারণ করেন। তারপর তাহকীমের ব্যাপারে সমঝোতায় উপনীত হন। কিন্তু পরবর্তীতে তা পূর্ণ করেননি। এরপর এই কর্তৃত্ব যখন হযরত হাসানের কাছে স্থানান্তরিত হয়, তখন তিনি তুচ্ছ প্রাপ্তির বিনিময়ে তা বিসর্জন দেন। এসময় তিনি হিজাযে অবস্থান করে অনৈতিকভাবে অর্থগ্রহণ করতে থাকেন এবং মুসলমানদের শাসন কর্তৃত্ব অপাত্রে সমর্পণ করেন। আর নিজের সমর্থক ও অনুসারীদের মুআবিয়া ও বনূ উমায়্যার হাতে ন্যস্ত করেন। যদি এই শাসন কর্তৃত্ব তোমাদের হয়েও থাকে তাহলে ইতিপূর্বেই তোমরা তা ত্যাগ করেছ এবং তুচ্ছ মূল্যে বিসর্জন দিয়েছ। তারপর তোমার চাচা হুসাইন ইব্ন মারজানার (ইয়াযীদ) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন অধিকাংশ লোক ইব্ন মারজানার সাথে তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে এমনকি তারা তাকে হত্যা করে তার কর্তিত মস্তক তার কাছে উপস্থিত করে। এরপর তোমরা যখন বনূ উমায়্যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর, তখন তারা তোমাদেরকে হত্যা করে, শূলবিদ্ধ করে এবং আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। এমনকি তোমাদের পরিবারের নারীদেরকেও উষ্ট্রারোহিণী করে যুদ্ধবন্দিনীর ন্যায় শামে উপস্থিত করে। অবশেষে আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি, তখন আমরা তোমাদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করি, তোমাদের রক্তের বদলা নিই এবং তাদের ভূখণ্ড ও বাড়িঘরের উত্তরসূরী তোমাদেরকে বানাই এবং তোমাদের পূর্বসূরীদের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লেখ করি। এখন তুমি তাকেই আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণরূপে উপস্থিত করেছ। তুমি ধারণা করেছ যে হামযা, আব্বাস ও জা'ফরের উপর তার এই শ্রেষ্ঠত্বের

কথা উল্লেখ করছি। কিন্তু তুমি যেমন দাবী করেছ বিষয়টি তেমন নয়। কেননা, ফিতনার শিকার হওয়ার পর্বেই এরা দুনিয়া থেকে গত হয়েছেন এবং দুনিয়া থেকে নিরাপদে প্রস্থান করেছেন, ফলে দুনিয়া তাদের কোন নেক আমল হ্রাস করতে পারেনি। এভাবে তারা তাদের সকল পুণ্যকর্মের পরিপূর্ণ বিনিময় অর্জন করে নিয়েছেন। কিন্তু তোমার দাদা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। বনূ উমায়্যা তাকে এমনভাবে লা'নত করত, যেমন লা'নত করা হয় কাফিরদের ফরয নামাযে। এরপর আমরা তার আলোচনাকে প্রাণবন্ত করি, তার ওপর শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করি এবং বনূ উমায়্যা তার যে মানহানি করেছিল, তার প্রতিকার করি। আর তুমি তো জান, হাজীদের পানি পান করানো এবং যমযমের তত্ত্বাবধান ছিল জাহিলিয়াতে আমাদের মর্যাদার প্রতীক। আর পরবর্তীকালেও আল্লাহ্‌র রাসূল আমাদের অনুকূলেই তার ফায়সালা করেন। উমরের খিলাফতকালে যখন অনাবৃষ্টি দেখা দেয় তখন তিনি আমাদের দাদা আব্বাসের দোহাই দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করেন এবং তাকে মাধ্যম বানিয়ে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেন, তখন তোমার পিতামহ সেখানে উপস্থিত। আর তুমি এত জান যে আল্লাহ্‌র রাসূলের ওফাতের পর আব্বাস ব্যতীত আবদুল মুত্তালিবের আর কোন ছেলে জীবিত ছিল না। কাজেই, হাজীদের পান করানোর তিনিই কর্তৃত্বাধিকারী এবং আল্লাহ্‌র নবীর উত্তারাধিকারী এবং খিলাফত তার সন্তানদের জন্য নির্ধারিত। কেননা, জাহিলিয়াতের এবং ইসলামের এমন কোন মর্যাদা নেই আব্বাস যার উত্তরসূরী ও পূর্বসূরী নন। এভাবে তিনি এক সুদীর্ঘ পত্র রচনা করেন যাতে রয়েছে বিশ্লেষণ, বিশুদ্ধতা ও যুক্তিখণ্ডন। ইব্‌ন জারীর তার পূর্ণ ভাষ্য সংরক্ষণ ও উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ পবিত্র তিনি সর্বাধিক জানেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসানের হত্যাকাণ্ড

এদিকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান তার বায়আত ও খিলাফতের দিকে আহ্বান করে শামবাসীদের কাছে দূত প্রেরণ করেন। তখন তারা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে, যুদ্ধ বিগ্রহে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। এসময় এই দূত শহরের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয়দের আকৃষ্ট করতে তৎপর হয়। তখন তাদের কেউ কেউ তার আহ্বানে সাড়া দেয় আর কেউ বিরত থাকে। আর জনৈক ব্যক্তি তাকে বলে কিভাবে আমি আপনার হাতে বায়আত করব, অথচ আপনি এমন শহরে আত্মপ্রকাশ করেছেন যেখানে লোক নিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের মজুদ নেই। এসময় এই নেতৃস্থানীয়দের কেউ কেউ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ নিহত হওয়ার পূর্বে নিজ গৃহে অবস্থান করে। এরপর মুহাম্মাদ সত্তরজন পদাতিক ও দশজন অশ্বারোহী যোদ্ধার নেতৃত্ব দিয়ে হুসাইন ইব্‌ন মুআবিয়াকে পবিত্র মক্কার প্রশাসক নিয়োগ করে পাঠান, এই আশায় যে সে তা জয় করবে। তখন এই বাহিনী পবিত্র মক্কাভিমুখে রওনা হয়ে যায়। এরপর পবিত্র মক্কাবাসী যখন তাদের আগমনের সংবাদ জানতে পারে তখন তাদের কয়েক হাজার যোদ্ধা তাদের মুকাবিলায় অগ্রসর হয়। মুখোমুখি হওয়ার পর হুসাইন ইব্‌ন মুআবিয়া তাদেরকে বলেন, কিসের ভিত্তিতে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছো অথচ আবূ জা'ফর ইতিমধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছে। তখন পবিত্র মক্কাবাসীদের নেতা আস্-সার্‌রী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বলে প্রতি চারদিন অন্তর তার ডাকদূত আমাদের কাছে পৌঁছে। ইতিমধ্যেই আমি তার বরাবর পত্র প্রেরণ করেছি, চারদিন পর্যন্ত আমি তার উত্তরের অপেক্ষা করব। যদি তোমাদের দাবী সত্য হয় তাহলে আমি তোমাদের হাতে শহরের কর্তৃত্ব অর্পণ করব। আর (এ চারদিন) তোমাদের পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর রসদ যোগান দেওয়ার

দায়িত্ব আমার। কিন্তু হাসান ইব্ন মুআবিয়া অপেক্ষা করতে সম্মত হয় না। সে শপথ করে বলে সে পবিত্র মক্কায়ই রাত্রিযাপন করবে। অন্যথায় লড়াই করে মরে যাবে। সে তখন সাররীর কাছে এই বলে দূত পাঠায়, হারাম এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে এস যাতে সেখানে রক্তপাত না হয়। কিন্তু সে বের হয় না। তখন হাসান ইব্ন মুআবিয়ার বাহিনী তাদের দিকে অগ্রসর হয় এবং তাদের মুখোমুখি হয়ে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান গ্রহণ করে। এরপর তারা তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একযোগে আক্রমণ করে এবং তাদেরকে পরাজিত করে। এসময় তারা তাদের সাতজনকে হত্যা করে এবং পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করে। পরদিন সকালে হাসান ইব্ন মুআবিয়া লোকদের উদ্দেশ্যে খুৎবা প্রদান করে এবং তাদেরকে আবূ জা'ফরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে এবং তাদেরকে মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান আল-মাহদীর বায়আতের দিকে আহ্বান করে।

ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানের বিদ্রোহ

এই একই সময়ে ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান বসরায় আত্মপ্রকাশ করেন। ডাকদূত তার ভাই মুহাম্মদের কাছে রাত্রিকালে এসে উপস্থিত হয়, তখন তার কাছে দূতের সাক্ষাতের অনুমতি চাওয়া হয়। এসময় তিনি 'মারওয়ানের গৃহে' অবস্থানরত ছিলেন। তার দরজায় যখন ঠকঠক্ করা হয়, তখন তিনি বলেন, আয় আল্লাহ্! হে রহমান, কল্যাণ নিয়ে আগত আগন্তুক ব্যতীত আমি রাত ও দিনের সকল আগন্তুকের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি। তারপর তিনি বের হয়ে যান এবং তার সমর্থকদের নিজভাই সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন তারা একে সুসংবাদরূপে গ্রহণ করে অত্যন্ত খুশী হয়। তিনি এসময় ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর লোকদের বলতেন তোমরা তোমাদের বসরাবাসী ভাইদের জন্য দু'আ কর এবং পবিত্র মক্কায় অবস্থানরত হুসাইন ইব্ন মুআবিয়ার জন্য দু'আ কর এবং তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় কামনা কর।

আর এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে খলীফা মানসূর যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা হল, তিনি দশ হাজার নির্বাচিত বীর অশ্বারোহীর নেতৃত্ব প্রদান করে ঈসা ইব্ন মূসাকে মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এদের অন্যতম হল, মুহাম্মাদ ইব্ন আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ জা'ফর ইব্ন হানযালা আল-বুহরানী, হুমায়দ ইব্ন কাহতাবা। এই হুমায়দের কাছেই খলীফা মানসূর মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র ব্যাপারে পরামর্শ চান। সে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার আস্থাভাজন মাওলাদের মধ্য থেকে যাদেরকে ইচ্ছা ডেকে নিন, তারপর তাদেরকে ওয়াদিউল কুরাতে প্রেরণ করুন। তারা তাদেরকে শামের খোরাক ও রসদ থেকে বঞ্চিত রাখবে। তাহলে সে এবং তার সঙ্গীরা ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কেননা, সে এমন এক শহরে অবস্থান করছে যেখানে অর্থবল, লোকবল এবং যুদ্ধের বাহন ও অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই নেই। একথা বলে সে খলীফার সামনে কুছায়য়ির ইব্ন হাসীনকে পেশ করে। আর মানসূর ঈসা ইব্ন মূসাকে বিদায়কালে বলেন, হে ঈসা আমি তোমাকে আমার এই নির্দেশ দিচ্ছি - যদি তুমি ঐ ব্যক্তিকে আয়ত্তে পাও তাহলে তোমার তরবারি যাচাই করো। আর লোকদের মাঝে নিরাপত্তার ঘোষণা প্রদান করো। আর যদি সে আত্মগোপন করে তাহলে তাদেরকে তার যামিন জানাবে যতক্ষণ না তারা তাকে তোমার কাছে উপস্থিত করে। কেননা, তার গমনস্থল সম্পর্কে তারাই অধিক অবগত। এছাড়া খলীফা মানসূর এসময় তার সাথে পবিত্র মদীনাবাসী নেতৃস্থানীয় কুরায়শ ও আনসারগণের বরাবর একাধিক পত্র

লিখে পাঠান যাতে তিনি তাদেরকে তার আনুগত্যে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানান এবং তিনি ঈসাকে নির্দেশ প্রদান করেন, পত্রগুলো তাদের কাছে গোপনে পৌঁছে দিতে। এরপর ঈসা ইব্‌ন মূসা যখন পবিত্র মদীনার নিকটবর্তী হন, তখন তিনি জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে পত্রগুলো প্রেরণ করেন। কিন্তু মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসানের প্রহরীরা তাকে ধরে ফেলে এবং তার সাথে সেই পত্রগুলো পায়। তখন তারা সেই পত্রগুলো মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র হাতে দেয়। এরপর তিনি এদের একটি দলকে উপস্থিত করে শাস্তি প্রদান করেন। বেদম প্রহার করেন তিনি তাদেরকে ভারী শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে জেলখানায় বন্দী করে রাখেন। তারপর মুহাম্মাদ তার সঙ্গীদের পরামর্শ চান- ঈসা ইব্‌ন মূসা অগ্রসর হয়ে তাদেরকে অবরোধ করা পর্যন্ত তারা কি পবিত্র মদীনাতেই অবস্থান করবেন, নাকি তিনি তার সঙ্গীদের নিয়ে অগ্রসর হয়ে ইরাকবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। তখন তাদের কেউ পরামর্শ দেয় পবিত্র মদীনায় অবস্থানের পক্ষে কেউ বা পরামর্শ দেয় অগ্রসর হয়ে আক্রমণের। পরিশেষে পবিত্র মদীনায় অবস্থানের ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পবিত্র মদীনা ছেড়ে বেরিয়ে আসায় অনুতপ্ত হয়েছিলেন। এরপর সকলে একমত হন পবিত্র মদীনার চারপাশে পরিখা খননের ব্যাপারে যেমনটি করেছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আহযাব যুদ্ধের দিন। তখন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ এসকল পরামর্শে ইতিবাচক সাড়া দেন এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের অনুকরণে নিজ হাতে সকলে সাথে পরিখা খননে অংশ নেন। এসময় তাদের সামনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খননকৃত পরিখার একটি কাঁচা ইট বেরিয়ে আসে। তখন সকলে তাতে খুশিতে আল্লাহু আকবার বলে উঠে এবং মুহাম্মাদকে বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ এসময় উপস্থিত ছিলেন। তার পরনে ছিল একটি সাদা আলখেল্লা যার মধ্যস্থল ফিতা দিয়ে বাঁধা। তিনি ছিলেন বিশালদেহী ঈষৎ বাদামী বর্ণের লালাভ ফর্সা এবং বিশাল মস্তকের অধিকারী। ঈসা ইব্‌ন মূসা যখন আ'ওয়াসে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং পবিত্র মদীনার নিকটবর্তী হন তখন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ মিম্বরে আরোহণ করে লোকদের উদ্দেশ্যে খুৎবা প্রদান করেন এবং তাদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেন। আর তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় একলক্ষ- এসময় তিনি তাদেরকে যা বলেন তার মাঝে একথাও বলে বসেন, তোমরা আমরা বায়আত থেকে দায়মুক্ত। তোমাদের মধ্যে যে তাতে বহাল থাকতে চায় সে তাতে বহাল থাকবে, আর যে তা বর্জন করতে চায় সে তা বর্জন করবে। তার একথা শোনার পর শ্রোতাদের অনেকে অথবা তাদের অধিকাংশ তাকে ত্যাগ করে চলে যায় এবং অতি অল্পসংখ্যক লোকই তার সাথে অবশিষ্ট থাকে। অধিকাংশ পবিত্র মদীনাবাসী তাদের স্বজন-পরিজন নিয়ে পবিত্র মদীনা থেকে বেরিয়ে যান যেন তাদেরকে সেখানে লড়াই প্রত্যক্ষ করতে না হয়। এসময় তারা বিভিন্ন পাহাড়ের পাদদেশে ও চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এসময় মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাদেরকে পবিত্র মদীনা ত্যাগে নিবৃত্ত করার জন্য আবুল লায়ছকে পাঠান। কিন্তু তার পক্ষে তাদের অধিকাংশকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়নি। আর তাদের পবিত্র মদীনা ত্যাগ অব্যাহত থাকে। তখন মুহাম্মাদ এক ব্যক্তিকে বলেন, তুমি কি একটি তরবারি ও বর্শা নিয়ে যারা পবিত্র মদীনা ত্যাগ করেছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তখন সে ব্যক্তি উত্তর দেয়, হ্যাঁ পারব। যদি আপনি আমাকে এমন একটি বর্শা দেন যা দ্বারা আমি তাদেরকে পাহাড়ের পাদদেশে থাকা অবস্থায় আঘাত করতে পারি এবং এমন একটি তরবারি দেন যা দ্বারা তাদেরকে পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেওয়া অবস্থায় আঘাত করতে

পারি। একথা শুনে মুহাম্মাদ নির্বাক হয়ে যান। তারপর আমাকে বলেন, দুর্ভাগ্য তোমার ! শামবাসী ইরাকবাসী এবং খুরাসানবাসী আমার আনুগত্য মেনে নিয়ে কাল পাগড়ি খুলে সাদা পাগড়ি পরিধান করেছে। তখন তিনি বলেন, দুনিয়া যযদি শুভ্রমাখনের ন্যায় হয় তাহলে তা আমার কী কাজে আসবে। আর এই যে ঈসা ইব্‌ন মূসা আওয়াসে অবতরণ করেছে। এরপর ঈসা ইব্‌ন মূসা তার বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়ে পবিত্র মদীনার উপকণ্ঠে এক মাইল দূরে শিবির স্থাপন করে। তখন তার পথপ্রদর্শক সমরবিদ ইব্‌নুল আসম তাকে বলে আমি আশঙ্কা করছি আপনারা যখন তাদেরকে পরাজিত করবেন, তখন অশ্বারোহী দল তাদের নাগাল পাওয়ার পূর্বেই তারা তাদের সেনাছাউনিতে ফিরে যেতে সক্ষম হবে। এরপর সে ঈসা ইব্‌ন মূসাকে নিয়ে পবিত্র মদীনার চার মাইল দূরে অবস্থিত সুলায়মান ইব্‌ন আব্দুল মালিকের সিকায়া আল-জারাফে গমন করে। আর এটা ছিল এবছরের রমযান মাসের বার তারিখ শনিবার সকালে। আর এসময় সে এই অবস্থানের কারণ উল্লেখ করে বলে, পদাতিক যোদ্ধা পলায়নকালে দুই বা তিন মাইলের অধিক দূরত্ব অতিক্রম করার পূর্বে অশ্বারোহীদল তাদের নাগাল পেয়ে যায়।

এদিকে ঈসা ইব্‌ন মূসা পাঁচশ অশ্বারোহীকে পৃথক করে প্রেরণ করেন এবং তারা এসে পবিত্র মক্কার পথে বায়আতুর রিযওয়ানের বৃক্ষের নিকট অবতরণ করে। এসময় তিনি তাদেরকে বলেন, এই ব্যক্তি যদি পলায়ন করতে চায় তাহলে সে পবিত্র মক্কাতেই আশ্রয় গ্রহণ করবে। কাজেই, তোমরা তাকে সে পথ থেকে বাধা দিবে। এরপর ঈসা ইব্‌ন মূসা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসানের কাছে দূত পাঠান তাকে আমীরুল মু'মিনীন মানসূরের আনুগত্যের আহ্বান জানিয়ে। তিনি তাকে দূত মারফত জানান যে তার এই আহ্বানে সাড়া দিলে খলীফা তাকে এবং তার স্বজন পরিজন সকলকে পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করবেন। কিন্তু এর জবাবে মুহাম্মাদ দূতকে বলেন, দূত হত্যা না করার রীতি যদি না থাকত, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করতাম। এরপর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ঈসা ইব্‌ন মূসার কাছে এই মর্মে বার্তা প্রেরণ করেন, আমি তোমাকে কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাহ্র দিকে আহ্বান করছি। কাজেই, তুমি সতর্ক হও, আমি যদি তোমাকে হত্যা করি তাহলে তুমি হবে নিকৃষ্টতম নিহত। আর তুমি যদি আমাকে হত্যা কর তাহলে তুমি হবে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকের আহ্বায়ককে হত্যাকারী। এরপর তিনদিন পর্যন্ত তাদের উভয়ের মাঝে দূত বিনিময় চলতে থাকে এবং তারা একে অপরকে নিজের প্রতি আহ্বান করতে থাকেন। আর এই ঈসা ইব্‌ন মূসা এই তিন দিনের প্রতিদিন সালা' পাহাড়ের বাঁকে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, হে পবিত্র মদীনাবাসী তোমাদের রক্তপাত আমাদের জন্য নিষিদ্ধ হারাম। কাজেই যে আমাদের কাছে এসে আমার ঝাণ্ডাতলে আশ্রয় নিবে সে নিরাপদ। তোমাদের মধ্যে যে পবিত্র মদীনা থেকে বেরিয়ে যাবে সেও নিরাপদ। যে তার নিজগৃহে অবস্থান করবে সেও নিরাপদ। যে তার অস্ত্র সমর্পণ করবে সেও নিরাপদ। তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের কোন ইচ্ছা নেই। আমরা শুধু মুহাম্মাদকে চাই। তাকে আমরা খলীফার কাছে নিয়ে যাব। তখন (উপস্থিত) মদীনাবাসী তাকে গালমন্দ করতে শুরু করে, তার মায়ের সম্পর্কে কটুক্তি করতে থাকে এবং কদর্য কথা বলতে থাকে এবং তাকে বিশ্রীভাবে সম্বোধন করতে থাকে। এসময় তারা তাকে বলে, ইনি হলেন আল্লাহ্র রাসূলে দৌহিত্র, আমাদের সাথে রয়েছেন, আর আমরাও তার সাথে রয়েছি। আমরা তার পক্ষে লড়াই করব।

তারপর যখন তৃতীয় দিন হয়, তখন ঈসা ইব্ন মূসা এমন অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে তাদের সামনে উপস্থিত হন যে, পূর্বে এমনটি কেউ দেখেনি। তখন তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্‌কে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমীরুল মু'মিনীন আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে তার আনুগত্যের দিকে আহ্বান করার পূর্বে তোমার বিরুদ্ধে লড়াই না করতে। যদি তুমি তা কর তাহলে তিনি তোমাকে নিরাপত্তা দিবেন, তোমার ঋণসমূহ পরিশোধ করবেন, তোমাকে ধন-সম্পত্তি ও ভূসম্পত্তি দান করবেন। আর যদি তুমি অস্বীকার কর তাহলে আমি তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করব। কেননা, ইতিমধ্যে আমি তোমাকে একাধিকবার তার আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি। তখন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ তাকে ডেকে বলেন, তোমাদের জন্য আমাদের কাছে লড়াই ছাড়া এর কোন জবাব নেই। তখন উভয় দলের মাঝে যুদ্ধের সূচনা হয়। ঈসা ইব্ন মূসার সৈন্য সংখ্যা ছিল চার হাজারের অধিক, এদের অগ্রবর্তী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল হুমায়দ ইব্ন কাহতাবা দক্ষিণ বাহুর নেতৃত্বে ছিল মুহাম্মাদ ইব্ন সাফ্ফাহ, উত্তর বাহু বা বামপার্শ্বের নেতৃত্বে ছিল দাঊদ ইব্ন কাররার, আর পশ্চাদভাগের নেতৃত্বে ছিল হায়ছাম ইব্ন শু'বা। তাদের ছিল অভূতপূর্ব সমরসজ্জা। ঈসা ইব্ন মূসা তার সহযোদ্ধাদের সকল ক্ষেত্রে বিভক্ত করে বিন্যস্ত করেন। আর মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্‌র যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল বদর যোদ্ধাদের কয়েকগুণ। এরপর উভয় বাহিনী প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এসময় মুহাম্মাদ তার বাহন থেকে নেমে যুদ্ধে অগ্রসর হন। বর্ণিত আছে তিনি একাই ঈসা ইব্ন মূসার বাহিনীর সত্তরজন বীর যোদ্ধাকে হত্যা করেন। এদিকে ইরাকী ফৌজ তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানের একদল যোদ্ধাকে হত্যা করে। তারা এদের খননকৃত পরিখা অতিক্রম করে আক্রমণ করে যাতে এরা কয়েকটি প্রবেশ দ্বারও নির্ধারণ করেছিল। বর্ণিত আছে ইরাকীরা তাদের উটের হাওদা দিয়ে পরিখার গর্ত পূর্ণ করে সে স্থান অতিক্রম করে। অবশ্য এও হতে পারে যে তারা একস্থানে এরূপ এবং অন্যস্থানে সেরূপ করেছিল। আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

এভাবে যুদ্ধ চলতে থাকে এমনকি আসরের নামায পড়া হয়। এরপর মুহাম্মাদ ও তার সহযোদ্ধারা যখন আসরের নামায পড়েন, তখন তারা সালা' পাহাড়ের উপত্যাকার প্রবাহস্থলে অবস্থান গ্রহণ করেন। এসময় তিনি তার তরবারির খাপ ভেঙ্গে ফেলেন এবং তার ঘোড়াকে হত্যা করেন। আর তার অনুকরণে তার সহযোদ্ধারাও তা করে এবং নিজেদেরকে লড়াইয়ের জন্য ধৈর্যশীল করে তোলেন। এরপর প্রচণ্ড ও চূড়ান্ত লড়াই শুরু হয় এবং ইরাকী ফৌজ বিজয় লাভ করে। তখন তারা সালা' পাহাড়ের চূড়ায় কাল ঝাণ্ডা উত্তোলন করে। এরপর তারা পবিত্র মদীনার নিকটবর্তী হয় এবং সেখানে প্রবেশ করে মসজিদে নববীর উপর কাল ঝাণ্ডা উত্তোলন করে।

মুহাম্মাদের সহযোদ্ধারা যখন এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে, তখন তারা ঘোষণা করে পবিত্র মদীনা আমাদের হাতছাড়া হয়েছে এবং পলায়ন করে। আর মুহাম্মাদ সামান্য সংখ্যক সহযোদ্ধা নিয়ে লড়তে থাকেন। এরপর তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। এসময় তার হাতে ছিল একটি ধারাল ও মসৃণ তরবারি যা দিয়ে তিনি তার দিকে অগ্রসরমান প্রত্যেককে আঘাত করেছিলেন। যেই তার সামনে দাঁড়ায় তাকেই তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত করে দেন। এভাবে তিনি বেশ কয়েকজন ইরাকী বীরকে হত্যা করেন। বর্ণিত আছে এদিন তার হাতে ছিল যুলফিকার[১]। এরপর ক্রমান্বয়ে তার

---

[১] হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিবের তরবারির নাম।

বিরুদ্ধে সমবেত যোদ্ধার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তখন এক ব্যক্তি অগ্রসর হয়ে তার ডানদিকের কানপট্টির নীচে তরবারি দিয়ে আঘাত করে, তখন তিনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়েন এবং আত্মরক্ষা করা অবস্থায় বলতে থাকেন, তোমাদের দুর্ভাগ্য ! তোমাদের আঘাতে তোমাদের নবী দৌহিত্র আজ ক্ষত-বিক্ষত। আর এসময় হুমায়দ ইব্‌ন কাহতাবা অন্যদেরকে তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে। তখন সকলে পিছিয়ে আসে। এই ফাঁকে হুমায়দ নিজে অগ্রসর হয়ে তরবারির আঘাতে তার মাথা বিচ্ছিন্ন করে এরপর তা নিয়ে এসে ঈসা ইব্‌ন মূসার সামনে উপস্থিত করে। আর ইতিপূর্বে হুমায়দ শপথ করেছিল যে তাকে দেখামাত্র সে তাকে হত্যা করবে। ঘটনাক্রমে আহত অবস্থায়ই সে তার সাক্ষাৎ পায়। যদি সে অক্ষত অবস্থায় তার সাক্ষাত পেত তাহলে হুমায়দ কিংবা অন্য কারও পক্ষেও তাকে হত্যা করা সম্ভব হত না।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসানের এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় আহজারুয যায়ত নামক স্থানে একশ পয়তাল্লিশ হিজরীর রমযান মাসের চৌদ্দ তারিখ রবিবার। ঈসা ইব্‌ন মূসার সামনে যখন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসানের মাথা রাখা হয়, তখন তিনি তার সহচরদের বলেন, তার ব্যাপারে তোমরা কী বল। কয়েক ব্যক্তি তার সম্পর্কে মানহানিমূলক কথা বলে। এক ব্যক্তি বলে, আল্লাহ্‌র কসম ! তোমরা মিথ্যা বলেছ, তিনি তো পরহেযগার ও ইবাদতগুযার ছিলেন, তবে তিনি আমীরুল মু'মিনীনের বিরোধিতা করে মুসলমানদের ঐক্য নষ্ট করেছেন, তাই আমরা তাকে হত্যা করেছি। তারা সকলে নির্বাক হয়ে যায়। আর তার তরবারি যুলফিকার আব্বাসীয়দের হস্তগত হয় এবং তারা বংশ পরম্পরায় তার উত্তরাধিকারী হতে থাকে এমনকি তাদের কেউ একজনতা পরখ করে দেখে, সে তা দ্বারা একটি কুকুরকে আঘাত করে তখন তা কর্তিত হয়। ইব্‌ন জারীর ও অন্যান্যরা তা উল্লেখ করেছেন, এই অভিযানের বর্ণনা প্রসঙ্গে খলীফা মানসূরের কাছে এ সংবাদ পৌছে যে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করেন। তিনি বলেন, এটা হতে পারে না। কেননা, আমরা আহলে বায়ত পলায়ন করি না।

ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাশিদ সূত্রে আবুল হাজ্জাজ থেকে। তিনি বলেন, (একবার) আমি খলীফা মানসূরের শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিলাম আর তিনি আমাকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসানের বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছেন। এমন সময় তার কাছে সংবাদ পৌছে যে ঈসা ইব্‌ন মূসা পরাস্ত হয়েছেন। এসময় মানসূর হেলান দিয়ে বসেছিলেন একথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসেন এবং তার হাতের ছড়ি বা দণ্ড দিয়ে তার জায়নামাযে আঘাত করে বলেন, এটা কখনও হতে পারে না।

এদিকে ঈসা ইব্‌ন মূসা কাসিম ইব্‌ন হাসানকে সুসংবাদ বাহকরূপে এবং ইব্‌ন আবুল কিরামকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসানের মস্তকবহনকারীরূপে খলীফা মানসূরের কাছে পাঠান। এরপর তার নির্দেশে মুহাম্মাদের অবশিষ্ট দেহ জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। আর তার সাথে নিহতদের পবিত্র মদীনার উপকণ্ঠে তিনদিন শূলবিদ্ধ করে রাখা হয়। তিনদিন পর সেগুলি সালা' পাহাড়ের পাদদেশে ইয়াহূদীদের সমাধিস্থলে ফেলে রাখা হয়। তারপর সেখান থেকে সেখানকার এক পরিখায় স্থানান্তরিত করা হয়। ঈসা ইব্‌ন মূসা হাসানী পরিবারের সকল অর্থ-সম্পদ করায়ত্ত করলে খলীফা মানসূর তার জন্য তাকে অনুমোদন করেন। বর্ণিত আছে, তিনি পরবর্তীতে তাদেরকে তা ফিরিয়ে দেন। ইব্‌ন জারীর তা বর্ণনা করেছেন। এসময় পবিত্র

মদীনাবাসীকে নিরাপত্তার ঘোষণা শোনান হয়, ফলে লোকজন (স্বাভাবিক জীবনে ফিরে) সকালে (ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে) বাজারে সমবেত হয়। আর মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ যেদিন নিহত হন, সেদিন বৃষ্টির কারণে ঈসা ইব্ন মূসা তার ফৌজ নিয়ে অপেক্ষাকৃত উঁচুস্থান জারাফে গমন করেন এবং জারাফ থেকে মসজিদে আসা-যাওয়া করতে থাকেন। এসময় তিনি রমযান মাসের উনিশ তারিখ পর্যন্ত পবিত্র মদীনায় অবস্থান করেন। তারপর তিনি পবিত্র মক্কাভিমুখে বের হন। সেখানে তখন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হাসান ইব্ন মুআবিয়া নিহত হবার পূর্বে মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ তাকে তার কাছে আগমনের জন্য পত্র লিখেন। এরপর সে যখন পবিত্র মক্কাভিমুখে বের হয়ে কিছু পথ অতিক্রম করে তখন তার কাছে মুহাম্মাদের নিহত হওয়ার সংবাদ পৌছে। সে তখন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্‌র ভাই ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্‌র কাছে বসরায় পলায়ন করে। যিনি বসরায় বিদ্রোহ করেছিলেন। এরপর এবছর তিনিও নিহত হন যেমন আমরা শীঘ্রই উল্লেখ করব।

খলীফা মানসূরের কাছে যখন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানের মাথা উপস্থিত করা হয়, তিনি নির্দেশ প্রদান করেন, ফলে একটি সাদা তশতরীতে রেখে তাকে প্রদক্ষিণ করানো হয়। এরপর তাকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রদক্ষিণ করানো হয়। এরপর খলীফা মানসূর মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানের সাথে বিদ্রোহকারী সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় পবিত্র মদীনাবাসীদের ডেকে পাঠান। এসময় তিনি তাদের কতককে হত্যা করেন, কতককে নির্দয়ভাবে প্রহার করেন। আর কতককে ক্ষমা করেন। এদিকে ঈসা ইব্ন মূসা যখন পবিত্র মক্কাভিমুখে রওনা হন, তখন তিনি কাছীর ইব্ন হাসীনকে পবিত্র মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করেন। মাসখানেক দায়িত্ব পালনের পর খলীফা মানসূর আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাবীআকে তার গভর্নর নিয়োগ করে পাঠান। তার নেতৃত্বাধীন সৈন্যরা এসে পবিত্র মদীনার নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। তারা পণ্যদ্রব্য কিনে তার মূল্য পরিশোধ করত না, তাদের কাছে মূল্য চাওয়া হলে তারা পাওনাদারকে প্রহার করত এবং হত্যার ভয় দেখাত। এ অবস্থায় হঠাৎ একদিন কৃষ্ণাঙ্গদের একটি দল তাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়ে তাদের শিঙ্গায় ফুঁক দেয়। তখন এই সংকেতে পবিত্র মদীনাবাসী সকল কৃষ্ণাঙ্গ একত্রিত হয়ে কাছীর ইব্ন হাসীন ও তার সৈন্যদের উপর একযোগে আক্রমণ করে যখন তারা জুমুআর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। আর এই আক্রমণ সংঘটিত হয় এ বছরের যুলহাজ্জা মাসের তেইশ তারিখ, কারও মতে এবছরের শাওয়াল মাসের পঁচিশ তারিখ। এই আক্রমণে কৃষ্ণাঙ্গরা ক্ষুদ্রকায় বর্শা ইত্যাদি দ্বারা বহু সংখ্যক সৈন্যকে হত্যা করে আর আমীর আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাবীআ জুমুআর নামায ছেড়ে পলায়ন করে। আর এসময় কৃষ্ণাঙ্গদের নেতা ছিল, ওয়াছীক, ইয়াকাল, রুমাকা, হুদায়স, উনকূদ, মিসআর ও আবুন্নার। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাবীআ তার নিয়মিত যোদ্ধাবাহিনী নিয়ে বের হয় এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মুখোমুখি হয়। কিন্তু এবারও তারা তাকে পরাজিত করে এবং বাকী পর্যন্ত তার পশ্চাদবন করে তখন সে তাদেরকে লক্ষ্য করে তার পরিধেয় মূল্যবান চাদর নিক্ষেপ করে তাদেরকে হস্তগত করার জন্য ব্যস্ত করে ফলে সে নিজে এবং তার সহযোদ্ধারা রক্ষা পায়। ঐসময় সে গিয়ে পবিত্র মদীনা থেকে দুই দিনের দূরত্বে বাতন নাখল নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। এদিকে কৃষ্ণাঙ্গরা সমুদ্রপথে আমদানীকৃত মারওয়ান গৃহে রক্ষিত খলীফা মানসূরের খাদ্যভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে তা লুণ্ঠন করে। এছাড়া তারা পবিত্র মদীনার অবস্থানরত সৈনিকদের জন্য বরাদ্দকৃত আটা ও ময়দা ও অন্যান্য দ্রব্য লুট করে এবং তা অতি সস্তা মূলে বিক্রি করে। এরপর খলীফা মানসূরের কাছে যখন

কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের এই বিদ্রোহের ও কর্মকাণ্ডের খবর পৌছে তখন পবিত্র মদীনাবাসীরা এর পরিণাম ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এসময় তারা সমবেত হলে ইব্‌ন আবূ মুররা তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন- উল্লেখ্য যে, তিনি এসময় কারারুদ্ধ ছিলেন- পায়ের শৃঙ্খল নিয়ে তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন এবং সমবেত সকলকে খলীফা মানসূরের আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে তাদের কৃষ্ণাঙ্গ গোলামদের কৃতকর্মের পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করেন। তখন তারা এই সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে তারা তাদের গোলামদের বিচ্ছিন্ন করে তাদেরকে নিবৃত্ত করবে এবং তারা তাদের আমীরের কাছে গিয়ে তাকে তার পদে ফিরিয়ে আনবে। তখন তারা তাই করে। এরপর পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং লোকজন আশ্বস্ত হয় এবং নৈরাজ্য ও অনিষ্টের অবসান ঘটে। আর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাবীআ পবিত্র মদীনায় ফিরে আসেন এবং এই বিদ্রোহের শাস্তিস্বরূপ তিনি ওয়াছীক, আবুন্‌নার, ইয়া'কল ও মিসতাবের হাত কেটে দেন।

বসরায় ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র বিদ্রোহ

ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান বসরায় পলায়ন করেন এবং সেখানে বনূ যাবীআর মাঝে হারিছ ইব্‌ন ঈসার গৃহে অবস্থান করেন। দিনের আলোতে তাকে দেখা যেত না। বহুদেশ পরিভ্রমণ করে বহু কঠিন পরিস্থিতির শিকার হয়ে এবং একাধিক বার মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার পর তিনি এখানে আগমন করেন। এরপর পরিশেষে একশ তিতাল্লিশ হিজরীর হজ্জমৌসুম শেষে তিনি বসরায় স্থায়ীভাবে অবস্থান গ্রহণ করেন। কারও কারও মতে তিনি বসরায় আগমন করেন একশ পঁয়তাল্লিশ হিজরীর রমযান মাসের শুরুতে। তার ভাই মুহাম্মাদ নিজে পবিত্র মদীনায় আত্মপ্রকাশের পর তাকে বসরায় প্রেরণ করেন। এমত হল ওয়াকিদীর। তিনি আরও বলেন, তিনি গোপনে তার ভাইয়ের আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানাতে থাকেন। এরপর তার ভাই যখন নিহত হন তখন তিনি এ বছরের শাওয়ালে নিজের প্রতি আহ্বান করতে শুরু করেন। তবে প্রসিদ্ধ মত হল, তিনি তার ভাইয়ের জীবদ্দশায় বসরায় আগমন করেন এবং শুরু থেকে তার নিজের আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানাতে থাকেন। যেমন বিগত হয়েছে। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জানেন।

বসরায় আগমন করে তিনি প্রথমে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন হাস্‌সান[১] আন-নাবাতীর আতিথ্য গ্রহণ করেন, এই সম্পূর্ণ সময় তিনি তার কাছে আত্মগোপন করে থাকেন। অবশেষে আবূ ফাওয়ার গৃহে এ বছর আত্মপ্রকাশ করেন। এসময়ে সর্বপ্রথম যারা তার হাতে বায়আত করেন তারা হলেন, নুমায়লা ইব্‌ন মুররা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সুফিয়ান, আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যিয়াদ উমর ইব্‌ন সালামা আল-হুজায়মী, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাসান আর্‌রক্কাশী। এরা সকলে ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রতি লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। তখন বহুলোক তার আহ্বানে সাড়া দেয়। তিনি বসরার কেন্দ্রস্থলে আবূ মারওয়ানের গৃহে স্থানান্তরিত হন। এসময় তার বিষয়টি গুরুতর রূপ ধারণ করে এবং বহুলোক তার হাতে বায়আত গ্রহণ করে। এভাবে তার বিষয়টি প্রবল ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে। আর খলীফা মানসূরের কাছে যখন তার বিদ্রোহের খবর পৌছে, তখন তিনি আরও অধিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কেননা, তার ভাই মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র বিদ্রোহের কারণে তিনি পূর্ব থেকেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। তাই, তার ভাই নিহত হওয়ার পূর্বেই তার আত্মপ্রকাশ খলীফাকে বিচলিত করে তোলে। আর ইবরাহীমের দ্রুত

---

১. ইব্‌নুল আছীরে (৫ খ. ঃ ৫৬৩ পৃ.) তাবারীতে হায়্যান।

আত্মপ্রকাশের কারণ ছিল তার প্রতি তার ভাইয়ের প্রেরিত পত্র। তিনি ভাইয়ের নির্দেশ পালন করেন এবং তার নিজের আনুগত্যের আহ্বান জানান। এভাবে বসরায় তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় খলীফা মানসূরের পক্ষ থেকে বসরার প্রশাসক ছিলেন সুফিয়ান ইব্‌ন মুআবিয়া। গোপনে তিনি এই ইবরাহীমের সমর্থক ছিলেন। তার কাছে তার বিদ্রোহের খবরা-খবর পৌঁছলে তিনি তার কোন পরোয়া করতেন না। যে তাকে এসংক্রান্ত সংবাদ সরবরাহ করত, তাকে তিনি অবিশ্বাস করতেন এবং মনে মনে কামনা করতেন যেন ইবরাহীমের কর্তৃত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। এসময় খলীফা মানসূর খুরাসানবাসী দুই সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক যোদ্ধাসহ দু'জন আমীর দ্বারা তার সমরশক্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি তাদের দু'জনকে তার কাছে অবস্থান করান যাতে তিনি তাদের দু'জনের মাধ্যমে ইবরাহীমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শক্তি অর্জন করতে পারেন। আর খলীফা মানসূর তার তত্ত্বাবধানে নির্মাণাধীন বাগদাদ থেকে কূফায় স্থানান্তরিত হন। এসময় তিনি কূফাবাসীর যাকে ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র ব্যাপারে অভিযুক্ত মনে করেন রাত্রিকালে তাদেরকে নিজগৃহে হত্যার জন্য গুপ্তঘাতক প্রেরণ করেন আর ফুরাফিসা আল-আজালী কূফার কর্তৃত্ব লাভের চেষ্টা করে। কিন্তু খলীফা মানসূরের সেখানে অবস্থানের কারণে তার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। এদিকে লোকেরা দলে দলে ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র হাতে বায়আতের উদ্দেশ্যে বসরাভিমুখে রওনা হয়। আর খলীফা মানসূর তাদেরকে হত্যা করার জন্য পথিমধ্যে সশস্ত্র ঘাতক নিয়োজিত করেন, যারা পথিমধ্যে তাদেরকে হত্যা করে তার কাছে তাদের মাথা নিয়ে আসত। তখন মানসূর এই সকল কর্তিত মস্তক কূফায় শূলবিদ্ধ করে রাখতেন যাতে লোকজন তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। এসময় খলীফা মানসূর হার্‌ব রাওয়ানদীকে কূফায় তলব করেন। উল্লেখ্য যে, এসময় সে খারিজীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য দুই সহস্র অশ্বারোহী নিয়ে আল-জাযিরা সীমান্তে অবস্থান করছিল। তখন সে তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে রওনা হয়। পথিমধ্যে তারা এমন শহরে উপনীত হয় যেখানে ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র সমর্থকরা ছিল। তখন তারা তাকে বলে, আমরা তোমাকে এস্থান ত্যাগ করতে দিব না। কেননা, খলীফা মানসূর তোমাকে তলব করেছে ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। তখন সে বলে, হতভাগারা ! আমাকে যেতে দাও। কিন্তু তারা তার পথ ছাড়তে অস্বীকার করে। তখন সে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এসময় সে তাদের পাঁচশজনকে হত্যা করে এবং তাদের মাথাসমূহ মানসূরের কাছে পাঠিয়ে দেয়। তখন মানসূর বলেন এটা হল বিজয়ের সূচনা।

এরপর এবছরের রমযান মাসের দুই তারিখ রাত্রে ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ দশের অধিক অশ্বারোহী নিয়ে বনূ ইয়াশকূরের সমাধিস্থলে যান। এদিকে এই রাত্রে সুফিয়ান ইব্‌ন মুআবিয়ার সাহায্যার্থে আবূ হাম্মাদ আল-আবরাস দুই সহস্র অশ্বারোহী নিয়ে কূফায় আগমন করে। তখন আমীর সুফিয়ান তাদেরকে তার বাসভবনে আপ্যায়ন করেন। এসময় সুযোগ বুঝে ইবরাহীম ও তার সঙ্গীরা ঐ বাহিনীর বাহন ও অস্ত্র-শস্ত্র করায়ত্ত করেন এবং এভাবে তারা তাদের সমরশক্তি বৃদ্ধি করেন। আর এটা ছিল শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের প্রথম অর্জন বা সাফল্য। আর পরদিন প্রভাত হতে না হতেই তিনি অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি এদিন প্রভাতে তিনি জামে' মসজিদে ফজর নামাযে ইমামতি করেন। এসময় বহু দর্শক ও সাহায্যকারী সমর্থক তার চারপাশে সমবেত হয়। আর খলীফার নায়িব সুফিয়ান ইব্‌ন মুআবিয়া তার প্রাসাদে আত্মরক্ষা করেন এবং

তার সাহার্য্যার্থে প্রেরিত সৈন্যদলকে তার কাছে আবদ্ধ করে রাখেন। ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ তাদেরকে অবরোধ করেন। সুফিয়ান ইব্ন মুআবিয়া ইবরাহীমের কাছে নিরাপত্তা চাইলে তিনি তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। আর ইবরাহীম যখন আমীরের প্রাসাদে প্রবেশ করেন, তখন তার বসার জন্য প্রাসাদের সম্মুখ চত্বরে মূল্যবান ফরাশ বিছানো হয়। হঠাৎ বায়ু প্রবাহিত হলে ফরাশটি সম্পূর্ণরূপে উল্টে যায়। লোকজন তা অশুভ লক্ষণরূপে গণ্য করে। তখন ইবরাহীম বলেন, আমরা কোন কিছু থেকে অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করি না। এরপর তিনি সেই ফরাশে বসেন এবং সুফিয়ান ইব্ন মুআবিয়াকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় বন্দী করার নির্দেশ দেন। এছাড়া তিনি খলীফার কাছে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে চেয়েছিলেন। এ দ্বারা এসময় তিনি সেখানকার সরকারী কোষাগারের সকল অর্থ-সম্পদ হস্তগত করেন। সেখানে তখন ছয় লক্ষ মতান্তরে দশ লক্ষ দিরহাম পরিমাণ অর্থ ছিল। এভাবে তিনি শক্তি অর্জন করেন।

এসময় বসরায় সুলায়মান ইব্ন আলীর দুই ছেলে জা'ফর ও মুহাম্মাদ বসা ছিলেন। তারা খলীফা মানসূরের চাচাতো ভাই। এরা দু'জন ছয়শত অশ্বারোহী নিয়ে ইবরাহীমের মুকাবিলায় অগ্রসর হন। ইবরাহীম তাদের দু'জনকে পরাজিত করেন। এসময় ইবরাহীম মাত্র আঠারজন অশ্বারোহী এবং তিরিশজন পদাতিক যোদ্ধাসহ আল-মায্‌যা ইব্ন কাসিমকে প্রেরণ করেন, তারা জা'ফর ও মুহাম্মাদের নেতৃত্বাধীন ছয়শ অশ্বারোহীকে পরাজিত করেন এবং তাদের অবশিষ্টদের নিরাপত্তা প্রদান করেন। এছাড়া ইবরাহীম আহ্ওয়ায্‌বাসীর নিকট দূত প্রেরণ করেন। তারা তার অনুকূলে বায়আত করে। তদ্রূপ তিনি মুগীরার নেতৃত্বে আহওয়াযের নায়িব বা প্রশাসকের বিরুদ্ধে দু'শ অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। তখন সে দেশের প্রশাসক মুহাম্মাদ ইব্নুল হাসীন চার হাজার অশ্বারোহী নিয়ে তার মুকাবিলায় অগ্রসর হন। কিন্তু মুগীরা তাকে পরাজিত করে আহওয়াযের কর্তৃত্ব লাভ করেন। এছাড়া ইবরাহীম তার সমর্থক যোদ্ধা প্রেরণ করে ফারিস, ওয়াসিত, মাদায়িন ও আস-সাওয়াদ দখল করেন এবং তার বিষয়টি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে। কিন্তু, তার কাছে যখন তার ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। এইভগ্ন হৃদয় নিয়েই তিনি ঈদের নামাযে ইমামতি করেন। এসময় কোন কোন ব্যক্তি মন্তব্য করে, আল্লাহ্র কসম! খুৎবা প্রদানকালে তিনি যখন লোকদের কাছে তার সহোদরের মৃত্যু সংবাদ প্রচার করেন আমি তখন তার মুখমণ্ডল মৃত্যু-ছাপ প্রত্যক্ষ করেছি। তখন সকলে মানসূরের বিরুদ্ধে আরও ক্রুদ্ধ হয়। পরদিন প্রত্যুষে তিনি সৈন্যসমাবেশ ঘটান এবং বসরায় নুমায়লাকে তার স্থলবর্তী নিয়োগ করেন এবং তার ছেলে হাসানকে তার সাথে রেখে যান।

এদিকে খলীফা মানসূরের কাছে যখন ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্র তৎপরতার খবর পৌঁছে, তখন তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ফৌজকে বিক্ষিপ্ত করার কারণে অনুশোচনা করতে থাকেন। কেননা, এসময় তিনি তার ছেলে মাহদীর নেতৃত্বে তিরিশ হাজার সৈনিককে রায় অঞ্চলে প্রেরণ করেছিলেন। আর মুহাম্মাদ ইব্নুল আশআছের সাথে আফ্রিকায় প্রেরণ করেছিলেন চল্লিশ হাজার সৈন্য। এছাড়া অবশিষ্টরা ছিল ঈসা ইব্ন মূসার সাথে হিজাযে। ফলে তার সাথে ছিল মাত্র দু'হাজার অশ্বারোহী। এসময় তার নির্দেশে রাত্রে অধিক পরিমাণ আগুন প্রজ্বলিত করা হত যাতে আগুন দেখে সকলে ভাবে সেখানে বহু সংখ্যক সৈনিক রয়েছে। এরপর খলীফা মানসূর ঈসা ইব্ন মূসাকে লিখেন– আমার এই পত্র পাঠ করা মাত্র তুমি তোমার সব কিছু

ত্যাগ করে, আমার কাছে উপস্থিত হও। ফলে ঈসা অত্যন্ত দ্রুত তার কাছে উপস্থিত হন। মানসূর তাকে বলেন, তুমি এবার ইবরাহীমের বিরুদ্ধে বসরায় রওনা হয়ে যাও। তার সমর্থকদের আধিক্যে ঘাবড়ে যেও না। কেননা, তারা দু'ভাই বনূ হাশিমের নিহত[১] দুই ব্যক্তি। কাজেই তুমি তোমার হাত প্রসারিত কর এবং তোমার কাছে যা আছে তার প্রতি আস্থা রাখ। আর আমি তোমাকে যা বলেছি তা তুমি অচিরেই স্মরণ করবে। আর ঘটনা তেমনটি ঘটেছিল যেমন মানসূর বলেছিলেন। এছাড়া এসময় মানসূর তার ছেলে মাহদীকে নির্দেশ দেন চার হাজার সৈন্যের নেতৃত্ব দিয়ে খাযিম ইব্‌ন খুযায়মাকে আহওয়াযের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করতে। খাযিম সেখানে নিয়ে ইবরাহীমের নায়িব মুগীরাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করেন এবং তিনদিন সেখানে হত্যাযজ্ঞ চালান। এদিকে মুগীরা বসরায় ফিরে আসেন। এভাবে খলীফা মানসূর তার বায়আত প্রত্যাহারকারী প্রত্যেক অঞ্চলে ফৌজ পাঠান যারা সেখানের অধিবাসীদের তার আনুগত্যে ফিরিয়ে আনে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, এসময় খলীফা মানসূর তার জায়নামাযে সার্বক্ষণিক অবস্থান গ্রহণ করেন। রাত দিন তিনি নোংরা ও অতিসাধারণ পোশাকে জায়নামাযে পড়ে থাকেন। এভাবে তিনি পঞ্চাশ দিনের অধিক সময় সেখানে অতিবাহিত করেন অবশেষে আল্লাহ্ তাকে বিজয় দান করেন। এ সময়ের মাঝে তাকে একবার বলা হয়, আপনার অনুপস্থিতির কারণে আপনার স্ত্রীদের মন খারাপ, তিনি কথককে তিরস্কার করে বলেন, হতভাগা ! এই দিনগুলো তো স্ত্রীদের মনোরঞ্জনের সময় নয়। আমি কিছুতেই এই অবস্থান ত্যাগ করব না। যতক্ষণ না আমার সামনে ইবরাহীমের মাথা দেখতে পাই অথবা আমার মাথা তার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, আমি খলীফা মানসূরের সাক্ষাতে প্রবেশ করে দেখি তিনি বিদ্রোহ ও নৈরাজ্যের আধিক্যের কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। অত্যধিক দুশ্চিন্তা এবং বিরোধ বিচ্ছিন্নতার কারণে তিনি দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে পারছেন না। তার এই মানসিক বিপর্যয় সত্ত্বেও সকল প্রতিকূল পরিস্থিতি সামাল দেন। ইতিমধ্যেই বসরা, আহওয়ায, ফারিস, মাদায়িন ও সাওয়াদ ভূখণ্ড তার হাতছাড়া হয়ে যায়। এমনকি তার অবস্থানস্থল কূফাতেও তখন এমন একলক্ষ তরবারি কোষবদ্ধ ছিল যা একটি মাত্র আহ্বানে ইবরাহীমের সাথে তার বিরুদ্ধে উত্থিত হত। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি সকল বিপর্যয় ও প্রতিকূলতা সামাল দেন এবং অক্ষম ও অপারগ হয়ে পড়েননি। তার দৃষ্টান্ত যেমন কবি বলেন ঃ

نَفْسُ عَصَامٍ سَوَّدَتْ عَصَامًا + وَعَلَّمَتْهُ الْكَرَّ وَالإِقْدَامًا

"ইমাম নিজেই নিজেকে নেতৃত্বের যোগ্য করেছে এবং নিজেকে যে যুদ্ধ-কৌশল ও সাহসিকতা শিক্ষা দিয়েছে।"

فَصَيَّرَتْهُ مَلِكًا هُمَامًا

"ফলে সে নিজেকে বীর ও বদান্য বাদশা করেছে।"

এদিকে ইবরাহীম একলক্ষ যোদ্ধা নিয়ে বসরা থেকে কূফার দিকে অগ্রসর হন। তখন খলীফা মানসূর পনের হাজার যোদ্ধার নেতৃত্ব দিয়ে ঈসা ইব্‌ন মূসাকে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, যাদের

---

[১] অর্থাৎ যাদের নিহত হওয়া নিশ্চিত।

অগ্রবর্তী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল হুমায়দ ইব্‌ন কাহতাবা যার নেতৃত্বাধীন ছিল তিন হাজার যোদ্ধা। এদিকে ইবরাহীম এসে বাখ্‌মারী নামক স্থানে বিশাল বিপুল ফৌজের মাঝে অবস্থান গ্রহণ করেন। তখন জনৈক আমীর তাকে বলেন, আপনি মানসূরের অতি নিকটে পৌঁছেছেন। আপনি যদি আপনার ফৌজের একদল সৈন্য নিয়ে তাকে আক্রমণ করতেন তাহ্‌লে তার মাথা নিয়ে ফিরতে পারতেন। কেননা তার বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিহত করার মত সৈন্য বর্তমানে তার কাছে নেই। আর অন্যরা বলেন, আমাদের প্রথম কর্তব্য হল যারা আমাদের সামনাসামনি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। এরপর তো এমনিতেই সে আমাদের আয়ত্তে এসে যাবে। তখন পরবর্তীদের এই মত তাদেরকে প্রথম জনের মত থেকে নিবৃত্ত করে। যদি তিনি (ইবরাহীম) প্রথম মত অনুযায়ী কাজ করতেন তাহলে তার কর্তৃত্ব লাভ চূড়ান্ত হত। কেউ আবার তাকে পরামর্শ দেয় ফৌজের চতুর্দিকে পরিখা খনন করতে, আর অন্যরা বলে, এই বিশাল পৃথিবীর জন্য কোন পরিখা খননের প্রয়োজন নেই। তখন তিনি ইবরাহীম তা বর্জন করেন। তারপর কোন কোন আমীর তাকে পরামর্শ দেয় তার ফৌজকে কয়েকটি স্বতন্ত্র ভাগে বিন্যস্ত করতে। এতে যদি একভাগ পরাস্ত হয় তাহলে অন্যভাগ অবিচল থাকবে। কিন্তু, অন্যরা বলে, একসাথে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করাই হল সর্বোত্তম আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ *

"যারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন (সূরা সাফ্‌ফ ঃ ৪)।"

আসলে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন। যদি ইবরামীম ও তার অনুসারীরা কূফাভিমূখে অগ্রসর হতেন এবং রাত্রিকালে কূফা বাহিনীকে আক্রমণ করতেন অথবা তাদের ফৌজকে স্বতন্ত্র কয়েক ভাগে বিন্যস্ত করতেন তাহলে (হয়ত) আল্লাহ্‌র কুদরতে তাদের বিজয় অর্জিত হত।

এরপর উভয় বাহিনী অগ্রসর হয় এবং কূফা থেকে ষোল ক্রোশ দূরবর্তী বাখমারা নামক স্থানে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান গ্রহণ করে। সেখানে উভয় বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড লড়াই সংঘটিত হয়, তখন হুমায়দ ইব্‌ন কাহতাবার নেতৃত্বাধীন অগ্রবর্তী বাহিনী পরাজিত হয়। এ অবস্থা দেখে ঈসা ইব্‌ন মূসা তাদেরকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে প্রত্যাবর্তনের এবং পুনঃ আক্রমণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু কেউ তার দিকে ফিরে তাকায় না। এসময় ঈসা তার স্বজন শ্রেণীর একশজন যোদ্ধা নিয়ে অবিচলভাবে লড়াই করতে থাকেন। এসময় তাকে বলা হয়, আপনি এস্থান থেকে সরে যান অন্যথায় ইবরাহীমের বাহিনী আপনাকে গুঁড়িয়ে দিবে। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি এ স্থান ত্যাগ করব না। যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাকে বিজয় দান করেন অথবা আমি এখানে নিহত হই। এদিকে খলীফা মানসূর তার দিকে অগ্রসর হন জনৈক জ্যোতিষীর এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর ভিত্তি করে যে, এই যুদ্ধে প্রথমে যোদ্ধারা ঈসা ইব্‌ন মূসাকে ত্যাগ করে যাবে তারপর পুনরায় তার কাছে ফিরে আসবে এবং চূড়ান্ত বিজয় তারাই লাভ করবে। এসময় ঈসা ইব্‌ন মূসার নেতৃত্বাধীন পরাজিত সৈনিকগণ পলায়ন করতে থাকে এবং পরিশেষে তারা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি নদীর সামনে উপনীত হয়। তখন তারা সে নদী অতিক্রম করতে না পেরে সকলেই ফিরে

শত্রুদের উপর আক্রমণ করে। সর্ব প্রথম পরাজয়বরণকারী হুমায়দ ইব্ন কাহ্‌তাবাই সর্ব প্রথম ফিরে আসে। তারপর তারা এবং তাদের শত্রু ইবরাহীমের সমর্থক যোদ্ধারা সাহসিকতার পরিচয় দেয় এবং প্রচণ্ড লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এসময় উভয় পক্ষের বহু যোদ্ধা নিহত হয়। তারপর ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্‌র সমর্থক যোদ্ধারা পরাজিত হল, আর তিনি নিজে পাঁচশ যোদ্ধা নিয়ে দৃঢ়পদে লড়াই করতে থাকেন। কারও কারও মতে তার সঙ্গী যোদ্ধারা সংখ্যা ছিল চার'শ। আবার কারও মতে নব্বইজন। এরপর ঈসা ইব্ন মূসা এবং তার সহযোদ্ধারা জয়লাভ করে এবং ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ অন্যান্য যোদ্ধাদের সাথে নিহত হন। তার মাথা তার সহযোদ্ধাদের (কর্তিত) মাথার সাথে মিশে যায়। তখন হুমায়দ ঈসা ইব্ন মূসার কাছে সব মাথা এনে জড়ো করে অবশেষে লোকজন ইবরাহীমের মাথা সনাক্ত করে এবং তা বিজয়ের সুসংবাদ বাহকের সাথে খলীফা মানসূরের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এদিকে গণক নীবখত্ ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্‌র মাথা পৌঁছার পূর্বেই খলীফা মানসূরের সাক্ষাতে প্রবেশ করে। সে তাকে অবহিত করে যে ইবরাহীম নিহত হয়েছেন। কিন্তু মানসূর তার কথা অবিশ্বাস করেন। তখন সে বলে হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার কথা বিশ্বাস না হলে আমাকে আটকে রাখুন। আর যদি ঘটনা তেমন না ঘটে থাকে যেমন আমি আপনাকে অবহিত করেছি তাহলে আপনি আমাকে হত্যা করবেন। এমনি সময় সুসংবাদ বাহক ফৌজের পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে আসে। এরপর যখন ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্‌র মাথা আনা হয়, তখন মানসূর কবি মুআক্কির ইব্ন আওস ইব্ন হিমার আল-বারিকীর এই কবিতা পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করেন ঃ

فَأَلْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّ بِهَا النَّوٰى + كَمَا قَرَّ عَيْنًا بِالْإِيَابِ الْمُسَافِرُ

"এরপর সে তা সফর শেষ করে সুস্থির হল যেমন প্রবাসী স্বদেশে ফিরে প্রিয়জনের দর্শনে চোখ জুড়ায়।"

বর্ণিত আছে খলীফা মানসূর যখন ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্‌র মাথা দেখেন, তখন তিনি কেঁদে ফেলেন। এমনকি তার চোখের অশ্রু ঐ মাথার উপর গড়িয়ে পড়ে। এসময় তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি এটা অপসন্দ করতাম। কিন্তু আমার দ্বারা তুমি পরীক্ষায় পতিত হয়েছ, আর তোমার দ্বারা আমি পরীক্ষায় পতিত হয়েছি। এরপর তার নির্দেশে উক্ত মাথা বাজারে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়– আর তিনি গণক নীবখত্ মিথ্যাবাদীকে দু'হাজার জারীব[১] শস্য প্রদান করেন।

খলীফা মানসূরের মাওলা (আযাদকৃত দাস) সালিহ উল্লেখ করে বলেন, যখন ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্‌র মাথা উপস্থিত করা হয়, তখন খলীফা মানসূর সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত মজলিসে বসেন। তখন লোকজন তার সাক্ষাতে প্রবেশ করে তাকে অভিনন্দন জানাতে থাকে এবং তার সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় ইবরাহীমের সমালোচনা করতে থাকে এবং তার সম্পর্কে কটু ও কুৎসিত কথা বলতে থাকে। এ সময় মানসূর নির্বাক নিশ্চুপ ও বিবর্ণ অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন। অবশেষে তার সাক্ষাতে জা'ফর ইব্ন হানযালা আর বুহরানী প্রবেশ করেন। তিনি থেমে দাঁড়িয়ে খলীফাকে সালাম করে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার চাচাতো ভাইয়ের এই দুঃখজনক পরিণতিতে আল্লাহ্ আপনার (ধৈর্যের) বিনিময়কে বিপুল করুন। আর আপনার হকের ব্যাপারে

---

[১] শস্য পরিমাপের পরিমাণ পাত্র বিশেষ।

তিনি যে অবহেলা করেছেন তা ক্ষমা করুন। সালিহ্ বলেন, তখন মানসূরের রং হুলুদ হল (অর্থাৎ তার স্বাভাবিকতা তিনি ফিরে পেলেন) এবং তিনি তার দিকে মনোযোগী হয়ে বললেন, হে আবূ খালিদ ! তোমাকে অভিনন্দন ও স্বাগতম ! তুমি এখানে বস। তখন সকলে বুঝতে পারল জা'ফরের অভিব্যক্তি তার পসন্দ হয়েছে। এরপর যারা আসতে লাগল তারা সকলেই জা'ফরের ন্যায় বলতে লাগল। আবূ নুআয়ম ফযল ইব্ন দাকীন বলেন, ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় এ বছরের যুল্‌হাজ্জা মাসের পঁচিশ তারিখ বৃহস্পতিবার।

এবছর যে সব বিশিষ্টজন ইনতিকাল করেন

এবছর আহলে বায়তের যেসকল বিশিষ্টজন ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান এবং তার দুই ছেলে মুহাম্মাদ ও ইবরাহীম, তার সহোদর ভাই হাসান ইব্ন হাসান এবং তার বৈপিত্রেয় ভাই মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন উছমান ইব্ন আফ্‌ফান। এর উপাধি ছিল 'দীবাজ'।[1] আর তাঁর জীবনী পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

আর তার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব আল-কুরায়শী আল-হাশিমী হলেন তাবিঈ। তিনি তার পিতা থেকে এবং মাতা ফাতিমা বিন্ত হুসাইন থেকে, বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব থেকে এবং অন্যান্যদের থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর তার থেকে যারা রিওয়ায়াত করেছেন তাদের অন্যতম হলেন, সুফিয়ান আছ্-ছাওরী, আদ্-দারাওয়ারদী ও মালিক (র)। তিনি আলিম-উলামাগণের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং উচ্চস্তরের আবিদ ছিলেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী। ইনি হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের (খিলাফতকালে) সাক্ষাতে গমন করেন, উমর তাকে সমাদর সম্মান করেন। এছাড়া তিনি যখন সাফ্‌ফাহ্-এর দরবারে গমন করেন তখন তিনি তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাকে দশ লক্ষ দিরহাম প্রদান করেন। কিন্তু এরপর মানসূর যখন খলীফা হন তখন তিনি তাঁর সাথে এর বিপরীত আচরণ করেন। তদ্রূপ তার সন্তান ও স্বজনদের সাথেও। তার সকলেই মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে গত হয়েছেন। খলীফা মানসূর তাকে এবং তার স্বজনদের শৃঙ্খল ও বেড়ি পরিহিত অবস্থায় অপমানিত করে পবিত্র মদীনা থেকে হাশিমিয়্যাতে প্রেরণ করেন এবং সেখানে তাদেরকে সংকীর্ণ পরিসরের এক কয়েদখানায় বন্দী করে রাখেন। পরবর্তীতে তাদের অধিকাংশই সেখানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানই তার ছেলে মুহাম্মাদ পবিত্র মদীনায় বিদ্রোহ করার পর তাদের মাঝে প্রথম ইনতিকাল করেন। কারও কারও মতে জেলখানায় তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল, পঁচাত্তর বছর। তার জানাযা পড়ান তার বৈপিত্রেয় ভাই হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী। এরপর তার ভাই হাসানও ইনতিকাল করেন। তার জানাযা পড়ান তার বৈপিত্রেয় ভাই মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন উছমান ইব্ন সাফ্‌ফান। তারপর তিনি নিহত হন এবং তার মাথা খুরাসানে নিয়ে যাওয়া হয়। যেমন পূর্বে গত হয়েছে।

আর তার ছেলে মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ যিনি পবিত্র মদীনায় বিদ্রোহ করেন। তিনি তার পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া তিনি নাফি' থেকে এবং আবুয্-যিনাদ থেকে আ'রাজ সূত্রে

---

[1] দীবাজের শাব্দিক অর্থ রেশমী কাপড়।

আবূ হুরায়রার উদ্ধৃতিতে 'সিজদায় যাওয়ার অবস্থা' সম্পর্কে হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া তার থেকেও একদল রাবী রিওয়ায়াত করেছেন। আর নাসাঈ ও ইব্‌ন হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর ইমাম বুখারী মন্তব্য করেন তার হাদীছের কোন সমর্থক রিওয়ায়াত নেই।

উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি চার বছর মাতৃগর্ভে ছিলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়, ফর্সা, বাদামী বর্ণ বিশাল দেহী। উচ্চমনোবল, প্রচণ্ড দাপট এবং অনন্য বীরত্ব ছিল তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একশ পঁয়তাল্লিশ হিজরীর রমযান মাসের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি পবিত্র মদীনায় নিহত হন। এসময় তার বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর। তার কর্তিত মস্তক খলীফা মানসূরের কাছে বহন করে নেওয়া হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে তাকে প্রদক্ষিণ করানো হয়।

আর তার ভাই ইবরাহীম পবিত্র মদীনায় আত্মপ্রকাশ করার পর তার ভাই বসরায় আত্মপ্রকাশ করেন। এ বছরের যুল্‌হাজ্জা মাসে তার ভাই নিহত হওয়ার পর তিনিও নিহত হন। সিহাহ্ সিত্তাহ্য় তার কোন রিওয়ায়াত নেই। আবূ দাউদ সিজিস্‌তানী আবূ আওয়ানার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ আওয়ানা বলেন, ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও তার ভাই মুহাম্মাদ খারিজী ছিলেন। দাউদ বলেন, তার মন্তব্য সঠিক নয়। এটা হল যায়দীয়্যাদের রায়। আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, একদল আলিম ও ইমাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা যায়দিয়্যারা তাদের আত্মপ্রকাশের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

এবছর যে সব প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন

এবছর যে সকল প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম আজলাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ (একমতানুযায়ী) হাবীব ইবনুশ-শাহীদ, আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ সুলায়মান, আফরার মাওলা আমর, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হারিছ আয্-যিমারী, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আবূ হায়্যান আত্-তায়সী, রু'বা ইবনুল আজ্জাজ- যার নাম হল আবূ শা'ছা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রু'বা আর আজ্জাজ তার উপাধি, আবূ মুহাম্মাদ আত্-তামীমী আল-বাসরী, আর রাজিয্ ইব্‌ন রাজিব। আর এদের প্রত্যেকের রাজয্[1] ছন্দের একটি করে কাব্য সমগ্র রয়েছে। এদের প্রত্যেকেই কাব্যশাস্ত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী,এবং ভাষাজ্ঞানী। এছাড়া রয়েছেন বিশিষ্ট লেখক আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুকাফ্‌ফা, যিনি সাফ্‌ফাহ ও মানসূরের চাচা ঈসা ইব্‌ন আলীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার পত্র লিখক বা সংকলকের দায়িত্ব পালন করেন। তার রচিত বহু পত্র রয়েছে। তিনি নাস্তিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন। তিনি 'কালীলা ও দিমনা' গ্রন্থের গ্রন্থকার। আর এও বলা হয় যে, তিনি পারসিক ভাষা থেকে তা আরবীতে অনুবাদ করেছেন, মাহদী বলেন, নাস্তিকতা সংক্রান্ত যে কোন গ্রন্থের উৎস ইব্‌নুল মুকাফ্‌ফা, মুতী' ইব্‌ন ইয়াস এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন যিয়াদ। ঐতিহাসিকগণ বলেন, মাহদী জাহিযের কথা বিস্মৃত হয়েছেন। অথচ সে এদের চতুর্থজন। এসব সত্ত্বেও ইবনুল মুকাফ্‌ফা বিশুদ্ধ ভাষী ও গুণী ব্যক্তি। আসমাঈ বলেন, (একবার) ইবনুল মুকাফ্‌ফাকে প্রশ্ন করা হয়, কে আপনাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে? সে বলে আমি নিজেই আমার শিক্ষক। অন্য কারও থেকে আমি যখন কোন মন্দকর্ম দেখতাম, তখন তা বর্জন করতাম আর যদি কোন সুকর্ম দেখতাম তা হলে তা অর্জন করতাম। তার নির্বাচিত কথামালার একাংশ– আমি

---

[1] আরবী কাব্যের ছন্দ বিশেষ।

আকণ্ঠ পান করেছি বক্তৃতাপানীয়, কিন্তু তার জন্য কোন চিন্তা-ভাবনা সুস্থির করিনি। ফলে প্রথমে তা তলিয়ে গেছে তারপর উথলে উঠেছে।

ইবনুল মুকাফ্‌ফার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় বসরার নায়িব সুফিয়ান ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব ইব্‌ন আবূ সুফরার হাতে। আর এই নায়িব তাকে হেয় জ্ঞান করত এবং তার মাকে, গালমন্দ করত। সে তাকে ইবনুল মুআল্লিম বা 'শিক্ষক তনয়' সম্বোধন করত। ইবনুল মুকাফ্‌ফা ছিল বিশাল নাকের অধিকারী সে যখন তার সাক্ষাতে প্রবেশ করত তখন তার নাকের প্রতি কটাক্ষ করে বলত, তোমাদের দু'জনকে সালাম। একবার সে সুফিয়ান ইব্‌ন মুআবিয়াকে বলে, আমি কখনও আমার চুপ থাকার কারণে অনুশোচনাবোধ করিনি। তখন সে বলে, তুমি সত্য বলেছ। তোমার জন্য চুপ থাকাই কথা বলার চেয়ে শ্রেয়। এরপর ঘটনাক্রমে খলীফা মানসূর ইবনুল মুকাফ্‌ফার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। তিনি তার নায়িব এই সুফিয়ান ইব্‌ন মুআবিয়াকে তাকে হত্যা করার জন্য লিখেন। তখন সুফিয়ান তাকে পাকড়াও করে তার জন্য উনুনে উত্তপ্ত করে এরপর তাকে টুকরা টুকরা করে সেই (জ্বলন্ত) উনুনে নিক্ষেপ করে। এমনকি তাকে পুড়িয়ে ভস্ম করে। একবার সে তার অঙ্গ-প্রতঙ্গের দিকে লক্ষ্য করে কিভাবে তা কাটা হয়। তারপর কিভাবে তা জ্বালানো হয়। অবশ্য তার হত্যাকাণ্ডের অন্য রকম বিবরণও আছে। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, কারও কারও মতে তার ইবনুল মুকাফ্‌ফা নামকরণের কারণ, সে কিফা' বিক্রি করত। আর তা হল খেজুর পাতার হাতলবিহীন টুকরি বা ঝুড়ি। তবে সঠিক হল সে ইবনুল মুকাফ্‌ফা, আবূ দারাওয়াহি হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ তাকে কর আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করে। সে তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করলে হাজ্জাজ তাকে শাস্তি প্রদান করে। ফলে তার উভয় হাত অসাড় হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ই সর্বাধিক জানেন।

এবছরই তাতুরী এবং খুয্‌রীগণ বাবুল আবওয়াবে বিদ্রোহ করে। এসময় তারা আর্মেনিয়ায় বহু সংখ্যক মুসলমানকে হত্যা করে। আর এবছর হজ্জ পরিচালনা করেন পবিত্র মদীনার গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাবীআ আল-হারিছী। এছাড়া এবছর কূফার গভর্নর ছিলেন ঈসা ইব্‌ন মূসা, বসরার গভর্নর মুসলিম ইব্‌ন কুতায়বা এবং মিসরের গভর্নর ইয়াযীদ ইব্‌ন হাতিম।

১৪৬ হিজরীর সূচনা

এবছরই মদীনাতুস্ সালাম বা "শান্তিময় নগরী" বাগদাদের নির্মাণ সম্পন্ন হয় এবং খলীফা মানসূর এবছরের সফর মাস থেকে সেখানে বসবাস শুরু করেন। আর ইতিপূর্বে তিনি কূফার সীমান্তবর্তী হাশিমিয়্যা উপশহরে অবস্থান করতেন। তিনি এ শহরেই নির্মাণ কাজ শুরু করেন।

অবশ্য কারও কারও মতে একশ চুয়াল্লিশ হিজরীতে। আল্লাহ্‌ই অধিক জানেন।

আর যে কারণে খলীফা মানসূর এই শহর নির্মাণে উদ্বুদ্ধ হন। তা হল যে রাওয়ানদিগণ যখন কূফায় তার উপর আক্রমণ করে এবং আল্লাহ্ তাকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন তখন তাদের সমর্থকদের অংশবিশেষ রক্ষা পায়। ফলে, তিনি তার সৈন্যদের ব্যাপারে এদের থেকে আক্রমণের আশঙ্কাবোধ করেন। তখন তিনি তাদের জন্য একটি সুরক্ষিত শহর নির্মাণের স্থান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কূফা থেকে বের হন। এরপর বিভিন্ন স্থান ঘুরে আল-জাযিরায় গিয়ে পৌঁছেন। আর এই সময়ে তিনি বর্তমানে যে স্থানে বাগদাদ শহর অবস্থিত তার চেয়ে উপযুক্ত

কোন স্থান দেখতে পাননি। এর কারণ, তা হল এমন স্থান যেখানে সকাল-সন্ধ্যায় জল ও স্থল পথে তার চতুষ্পার্শ্ব থেকে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ ও পণ্যসম্ভার আমদানী করা সম্ভব। আর তা এদিক এবং সেদিক থেকে দজলা ও ফোরাত নদী দ্বারা প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত। পুল পার না হয়ে কেউ খলীফার প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। এ শহর নির্মাণ শুরু করার পূর্বে খলীফা মানসূর সেখানে কয়েক রাত্রি যাপন করেন। তখন তিনি দেখতে পান সেখানে দিন-রাত্রি সবসময় (ধুলিমুক্ত) নির্মল ও মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হয়। এছাড়া তিনি এই ভূখণ্ডের মনোরম ভূপ্রকৃতি ও আবহাওয়া প্রত্যক্ষ করেন।

(ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন), বর্তমান বাগদাদ শহরের স্থানে খৃস্টান যাজক ও অন্যান্যদের একাধিক জনপদ এবং উপাসনালয় ছিল। ঐতিহাসিক আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর সেগুলি নাম ও সংখ্যাসহ বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন– এসময় মানসূর তার নকশা প্রণয়নের নির্দেশ দেন। নকশাবিদগণ ছাইয়ের সাহায্যে তাকে তার মডেল বানিয়ে দেখান। তখন তার পরিকল্পিত পথ ও সড়ক তাকে মুগ্ধ করে। এরপর খলীফা মানসূর পরিকল্পিত শহরের এক-চতুর্থাংশ নির্মাণের জন্য একেকজন আমীরকে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন। এছাড়া তিনি এর নির্মাণ উপলক্ষে বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার কুশলী কারিগর, নির্মাণশিল্পী, নগর পরিকল্পনাবিদ ও প্রকৌশলীদের উপস্থিত করেন। এরপর তিনি বিসমিল্লাহ্ ওয়াল-হামদুলিল্লাহ্ বলে তার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে বলেন, পৃথিবীর কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র। তিনি তার বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা তার শাসন কর্তৃত্ব দান করেন। আর শুভপরিণাম আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য। এরপর তিনি নির্মাণকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র বরকত ও কল্যাণ প্রত্যাশী হয়ে নির্মাণ শুরু কর। তিনি তাদেরকে গোলাকার নগর প্রাচীর পরিবেষ্টিত করে এ শহরে নির্মাণের নির্দেশ দেন যার প্রাচীরের পুরুত্ব ভিত্তিমূলে পঞ্চাশ গজ এবং শীর্ষদেশে বিশ গজ। আর তিনি এই শহরের জন্য বহিঃপ্রাচীরে আটটি এবং অন্তঃপ্রাচীরে আটটি প্রবেশ দ্বার নির্মাণ করেন, যার প্রত্যেকটি অন্যটির সামনা-সামনি নয়। বরং প্রত্যেকটি তার সংলগ্নটির সাথে তির্যক বা কোণাকুণিভাবে অবস্থিত। একারণেই বাগদাদকে তার প্রবেশদ্বার-সমূহের তির্যকতার কারণে 'তির্যক বাগদাদ' বলা হয়। কারও কারও মতে বাগদাদের এ নামকরণের কারণ হল দজলা নদীর সেখানে এতো বেঁকে যাওয়া– এছাড়া তিনি দারুল খিলাফত বা খলীফার বাসবভন, নগরের ঠিক মধ্যস্থলে নির্মাণ করেন যাতে নগরবাসী সকলেই তা থেকে সমান দূরত্বে থাকে। আর এই প্রাসাদের পাশেই জামে' মসজিদ নির্মাণের নকশা প্রণয়ন করেন। এছাড়া এই মসজিদের কিবলা নির্ধারণ করেন হাজ্জাজ ইব্‌ন আরতাআ। ইব্‌ন জারীর বলেন, বর্ণিত আছে এই মসজিদের বিকলায় বিচ্যুতি রয়েছে এখানে মুসল্লীকে বাবুল বসরা বা বসরা দ্বারের দিকে কাত হয়ে তির্যকভাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে হয়। তিনি উল্লেখ করেছেন যে রাস্‌সাফার মসজিদের কিবলা এই মসজিদের কিবলার চেয়ে নিখুঁত। কেননা, তা দারুল্‌-খিলাফাত নির্মাণের পূর্বেই নির্মিত হয়েছে। আর 'জামে' বাগদাদ' নির্মিত হয় দারুল্‌-খিলাফতের সাথে সমান্তরাল করে ফলে এ কারণে তার কিবলায় বিচ্যুতি ঘটে। সুলায়মান ইব্‌ন মুজালিদ সূত্রে ইব্‌ন জারীর উল্লেখ করেছেন যে খলীফা মানসূর এসময় ইমাম আবূ হানীফা নু'মান ইব্‌ন ছাবিতকে বাগদাদের কাযী নিয়োগ করতে চান। কিন্তু, তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বিরত থাকেন। তখন মানসূর শপথ করেন যে অবশ্যই আবূ হানীফা তার পক্ষে কাযীর দায়িত্ব পালন করবেন আর আবূ হানীফা

শপথ করেন যে, তিনি তার হয়ে কাযীর দায়িত্ব পালন করবেন না। এরপর মানসূর তাকে শহর নির্মাণে ইট প্রস্তুতকরণ এবং নির্মাণকর্মীদের কাজ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তখন তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। এমনকি নির্মাণকর্মীরা নগরীর পরিখা সংলগ্ন প্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন করে। আর তার নির্মাণ সম্পন্ন হয় একশ চুয়াল্লিশ হিজরীতে। ইব্ন জারীর বলেন, আর হায়ছাম ইব্ন আদীর সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খলীফা মানসূর ইমাম আবূ হানীফাকে কাযী নিয়োগের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানান। তখন মানসূর শপথ করেন, আবূ হানীফা তার পক্ষে কোন দায়িত্ব পালন না করা পর্যন্ত তিনি তার থেকে নিবৃত্ত হবেন না। আবূ হানীফার কাছে যখন এ সংবাদ পৌছে তখন তিনি একটি বাঁশখণ্ড এনে কাঁচা ইট গণনা করেন যাতে করে তা দ্বারা মানসূরের শপথ পূর্ণ হয়। এরপর ইমাম আবূ হানীফা বাগদাদে ইনতিকাল করেন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, খালিদ ইব্ন বারমাকই খলীফা মানসূরকে বাগদাদ শহর নির্মাণের পরামর্শ প্রদান করেন এবং তিনিই এর নির্মাণকালে নির্মাণকর্মীদের উৎসাহ প্রদান করতেন। আর এসময় খলীফা মানসূর দারুল খিলাফত বাগদাদে অবস্থিত হওয়ায় 'আল-কাদারুল আবইয়ায' বা শুভ্র শ্বেত প্রাসাদকে মাদায়িন থেকে বাগদাদে স্থানান্তরের ব্যাপারে তার আমীর-উমারাদের সাথে পরামর্শ করেন। তখন তারা বলেন, আপনি তা করবেন না। কেননা, এটা পৃথিবীর এক অন্যতম নিদর্শন। এখানে আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন আবূ তালিবের জায়নামায বিদ্যমান। কিন্তু তিনি তাদের সাথে একমত হননি এবং সেখান থেকে বহু কিছু স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তা বহনে ব্যয়ভারের সংস্থান না হওয়ায় তিনি তা বর্জন করেন। এছাড়া তিনি ওয়াসিত এর প্রসাদের (মূল্যবান) দরজাসমূহ বাগদাদে দারুল খিলাফতে স্থানান্তরিত করেন। আর ইতিপূর্বে হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ সেখানকার এক শহর[১] থেকে তার প্রস্তরসমূহ স্থানান্তরিত করেন যা নির্মাণ করেন সুলায়মান ইব্ন দাঊদ আলী ইব্ন সালাম। আর এই দরজাসমূহ (হযরত সুলায়মানের অনুগত) জিনরা নির্মাণ করেছিল। আর এর প্রস্তর খণ্ডসমূহ ছিল অতি বিশাল আকৃতির। বাগদাদে নির্মিত দারুল খিলাফত থেকে বাজারের শোরগোল ও কোলাহল শোনা যেত। এমনকি সেখান থেকে বিক্রেতাদের হাকডাক এবং বাজারের হৈ চৈ সব শোনা যেত। রোম থেকে আগত পত্রবাহক জনৈক খৃস্টান পাদ্রী এ বিষয়টির সমালোচনা করে। তখন খলীফা মানসূর বাজারসমূহ সে স্থান থেকে অন্য এক স্থানে[২] স্থানান্তরের নির্দেশ দেন। এছাড়া তিনি সড়কসমূহ চল্লিশ গজ প্রশস্ত করার নির্দেশ দেন। এসময় যারা এই চল্লিশ গজের পরিধিতে কিছু নির্মাণ করেছিল তা ভেঙ্গে ফেলা হয়।

ইব্ন জারীর বলেন, ঈসা ইব্ন মানসূরের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বলেন, খলীফা মানসূরের ধনভাণ্ডারে আমি একথা লিখিত পেয়েছি যে, তিনি বাগদাদ শহর তার জামে' মসজিদ, স্বর্ণ প্রাসাদ, বাজাসমূহ ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণে আটচল্লিশ লক্ষ তিরাশি হাজার দিরহাম

---

[১] এটা হল যানদাওয়ারদ্ শহর।

[২] ইবনুল আছীর বলেন, (৫ খ. ঃ ৫৭৪ পৃ.) এও বলা হয় তিনি বাজারসমূহ সরিয়ে দেন। কেননা, আগন্তুকেরা সেখানে আগমন করে এবং রাত্রিযাপন করে, আর এদের মাঝে কোন গুপ্তচরও থাকতে পারে, থাকতে পারে কোন স্পর্শকাতর তথ্য সন্ধানী অথবা কেউ রাত্রিকালে নগর দ্বার খুলে দিতে পারে। আত্-তাবারী (৯ খ. ঃ ২৩২ পৃ.)।

ব্যয় করেন। আর এর প্রধান নির্মাণকর্মীদের দৈনিক মজুরী ছিল এক কীরাত রৌপ্য। আর কারিগরের মজুরী ছিল দুই থেকে তিন হাব্বা রৌপ্য। খতীব বাগদাদী বলেন, কোন এক গ্রন্থে আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি। কোন কোন ঐতিহাসিক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, খলীফা মানসূর এই শহর নির্মাণে এক কোটি আশি লক্ষ দিরহাম ব্যয় করেন। আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

ইব্ন জারীর উল্লেখ করেছেন খলীফা মানসূর দারুল খিলাফতে তার জন্য একটি সুন্দর গৃহ নির্মাণকারী জনৈক[১] নির্মাণ প্রকৌশলীকে দরদামকৃত মজুরীর চেয়ে এক দিরহাম কম প্রদান করেন এবং তিনি জনৈক মজুরী প্রদানকারী তত্ত্বাবধায়কের কাছে প্রদত্ত অর্থের হিসাব করে তার কাছে পনের দিরহাম উদ্বৃত্ত পান, তখন তিনি তাকে আটকে রাখলে সে বাধ্য হয়ে তা উপস্থিত করে। আর খলীফা মানসূর বেশ ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন, খতীব বলেন, তিনি বাগদাদ শহর গোলাকৃতি করে নির্মাণ করেন, আর (সে সময়) দুনিয়াতে আর কোন গোলাকার শহর বা নগরীর অস্তিত্ব ছিল না। গণক/জ্যোতিষী নীবখত কর্তৃক নির্ধারিত শুভ সময়ে তিনি এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এছাড়া জনৈক জ্যোতিষী থেকে বর্ণিত আছে সে বলে, খলীফা মানসূর বাগদাদ নগরী নির্মাণ সম্পন্ন করে আমাকে বলেন, তুমি এ শহরের জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় অবস্থা নিরীক্ষণ কর, তখন আমি তারকা ও রাশিসমূহের অবস্থান নিরীক্ষণ করে তাকে তার দীর্ঘস্থায়ীত্বের কথা, বসতির আধিক্যের কথা, পার্থিব ঐশ্বর্যের তার প্রতি ধাবিত হওয়ার কথা এবং তার ধন-জনের প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তার কথা তাকে অবহিত করি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমি তাকে বলি, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনাকে আমি এই সুসংবাদ দিচ্ছি যে এ নগরীতে (থাকা অবস্থায়) কোন খলীফা কখনও মৃত্যুমুখে পতিত হবেন না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি তাকে মৃদু হাসতে দেখি। এরপর তিনি বলেন, প্রশংসা আল্লাহ্র ! তা হল আল্লাহ্র অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ্ হলেন মহা-অনুগ্রহের অধিকারী। জনৈক কবি কবিতা আবৃত্তি করেন, তার একটি পঙ্ক্তি হল ঃ

قَضٰى رَبُّهَا اَنْ لاَيَمُوْتَ خَلِيْفَةٌ + بِهَا اِنَّهُ مَاشَآءَ فِى خَلْقِهِ يَقْضِىْ

"তার রব এই ফায়সালা করেছেন যে সেখানে কোন খলীফার মৃত্যু হবে না, আর তার সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি যা ইচ্ছা তাই ফায়সালা করে থাকেন।"

আর খতীব বাগদাদী তাকে এই ভুলের উপর স্থির রেখেছেন, কোন কিছু দ্বারা তা রদ করেননি বরং তিনি তার জ্ঞান অবনতি সত্ত্বেও তাকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি দাবী করেন খলীফা হারূনুর রশীদের ছেলে আমীন (বাগদাদের) দারাবুল আন্বার নামক স্থানে নিহত হয়েছেন। এরপর আমি কাযী আবুল কাসিম আলী ইব্ন হাসান আত্-তানূখীকে তা অবহিত করি। তিনি বলেন, আমীন আসলে শহরের সীমানায় নিহত হননি। তিনি চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে দজলা নদীতে নৌবিহারে যান। তখন দজলার মধ্যস্থলে ধৃত হন এবং সেখানেই নিহত হন। ঐতিহাসিক সূলী ও অন্যান্যরা তা উল্লেখ করেছেন।

বাগদাদ নিবাসী জনৈক শায়খের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি বলেন, বাগদাদ শহরের

---

[১] এই ব্যক্তি হল খালিদ ইব্ন সাল্ত। খলীফা মানসূর তাকে বাগদাদ শহর নির্মাণকালে এর এক-চতুর্থাংশের ব্যয় নির্বাহের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছিলেন।

আয়তন একশ তিরিশ 'জারীব'। আর তা হল দৈর্ঘ্যে দুই মাইল এবং প্রস্থে দুই মাইল অর্থাৎ চার বর্গমাইল। ইমাম আহমাদ বলেন, বাগদাদ শহরের সীমান্ত হল, সারাত থেকে বাবুত্-তিব্‌ন পর্যন্ত। খতীব বাগদাদী বলেন, বাগদাদ শহরের প্রত্যেক দুই প্রবেশ দ্বারের মাঝের ব্যবধান হল এক মাইল। অবশ্য এর চেয়ে কমও বর্ণনা করা হয়। দারুল্ খিলাফাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে খতীব বাগদাদী বলেন, এ প্রাসাদের সবুজ গম্বুজের উচ্চতা ছিল আশি হাত (চল্লিশ গজ), তার শীর্ষদেশে ছিল সদা ঘূর্ণায়মান অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট বর্শাধারী এক অশ্বারোহী। যখন কোন দিকাভিমুখী ঘুরে তা স্থির থাকত, তখন খলীফা বুঝতে পারতেন সে দিকে কোন গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরপর অতি অল্প সময়ের মাঝে খলীফার কাছে তার সংবাদ পৌছে যেত।[১] আর এই গম্বুজের অবস্থান ছিল বিচার ভবনের সম্মুখভাগের একটি সভাস্থলের বরাবর। আর এ সভাস্থলের দৈর্ঘ্য ছিল তিরিশ হাত এবং প্রস্থ ছিল বিশ হাত। ৩২৯ হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসের সাত তারিখ মঙ্গলবার রাত্রে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাতের কারণে এই গম্বুজ ভেঙ্গে পড়ে।

খতীব বাগদাদী (তৎকালীন বাগদাদের ক্রয়-বিক্রয় প্রসঙ্গে) বলেন, খলীফা মানসূরের খিলাফতকালে ছাগল-ভেড়ার বিক্রয়মূল্য ছিল এক দিরহাম আর নর উটের বিক্রয়মূল্য ছিল 'চার দানীক'। এছাড়া ছাগল-ভেড়ার গোশতের ষাট রিতল ছিল এক দিরহাম। আর গরুর গোশতের নব্বই রিতল ছিল এক দিরহাম। ষাট রিতল খেজুরের মূল্যও ছিল এক দিরহাম। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে ষোল (১৬) রিতল তেল ছিল এক দিরহাম। তদ্রূপ এক দিরহামের বিনিময়ে পাওয়া যেত আট রিতল ঘী, আর মধু পাওয়া যেত দশ রিতল।

জানমালের নিরাপত্তা এবং দ্রব্যমূল্য সস্তা হওয়ার কারণে বাগদাদের অধিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তার বাজার ও বিপণন কেন্দ্রসমূহে লোক সমাগম বৃদ্ধি পায়। এমনকি ভিড়ের কারণে তার বাজার ঘাটে পথ অতিক্রম করা মুশকিল হত। এসময় জনৈক আমীর বাজার থেকে ফিরে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! (এইতো সেদিনও) আমি এসকল স্থানে ছোটাছুটিকারী খরগোশ তাড়িয়েছি।[২]

খতীব বাগদাদী উল্লেখ করেছেন, একদিন খলীফা মানসূর তার প্রাসাদে বসে ছিলেন। এমন সময় তিনি ভীষণ শোরগোল শুনতে পেলেন, এরপর আরেকবার তারপর আরেকবার। তখন তিনি তার দ্বাররক্ষী রাবীআকে বললেন, এ কিসের শোরগোল ! সে খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, একটি গরু কসাইয়ের হাত ছুটে পালিয়ে বাজারে ঢুকে পড়েছে। তখন রোমক এক ব্যক্তি (যে তখন উপস্থিত ছিল) বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! নিঃসন্দেহে আপনার নির্মিত এ ভবন অনন্য অতুলনীয়। তবে তাতে তিনটি খুঁত বিদ্যমান। প্রথমত তা পানি থেকে দূরে, দ্বিতীয়ত তা বাজারের নিকটে, আর তৃতীয়ত তার আশে-পাশে কোন সবুজের ছোঁয়া (উদ্যান) নেই। আর

---

১. নিঃসন্দেহে এই বর্ণনা অবাস্তব এবং ডাহা মিথ্যা। এটা মূলত মিসরীয় যাদুকরদের এবং বালীনাসের তন্ত্রমন্ত্রের কথা। ইসলামে এজাতীয় আজগুবি বিশ্বাসের কোন স্থান নেই। আর যদি তা সঠিক হত তাহলে তো সবসময় কোন না কোন খারিজীর বিদ্রোহ করা অপরিহার্য হত। কেননা, সে তো সব সময়ই কোন না কোন দিকাভিমুখী হত।

২. অর্থাৎ কিছুকাল পূর্বেও এসকল স্থান অনাবাদ ও বিরান ছিল।

মানুষের চোখে সবুজ অংশ বিদ্যমান, তা সবুজকে ভালবাসে[১]। খলীফা মানসূর তার মাথা উঠালেন না। এরপর তিনি এ অবস্থা পরিবর্তনের নির্দেশ দিলেন। সেই প্রাসাদে পানি সরবরাহের সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা করা হল, তার চতুর্দিকে সবুজ শ্যামল উদ্যান নির্মিত হল, আর বাজারসমূহ সেখান থেকে স্থানান্তরিত করে কারখ্ অঞ্চলে নেওয়া হল।

ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান বলেন, একশ ছেচল্লিশ হিজরীতে বাগদাদ নগরীর নির্মাণ সম্পন্ন হয়। আর একশ সাতান্ন হিজরীতে সেখানকার বাজারসমূহ সরিয়ে নেওয়া হয়। এসময় খলীফা মানসূর বাজারসমূহ প্রশস্তকরণের নির্দেশ দেন। আর এ দু'মাস পর তিনি তার আল-খুলদ নামক প্রাসাদ নির্মাণ শুরু করেন যা নির্মাণ সম্পন্ন হয় একশ আটান্ন হিজরীতে।

আর এসকল বিষয়ের দায়িত্ব তিনি ওয়ায্যাহ্ নামক এক ব্যক্তির কাছে ন্যস্ত করেন। আর সর্বসাধারণের জন্য একটি স্বতন্ত্র জামে' মসজিদ নির্মাণ করেন, যাতে তারা জামে' মানসূরে প্রবেশ না করে। আর বাগদাদের দারুল-খিলাফত এরপর হাসান ইব্ন সাহলের অধিকারে আসে। আর তারপর তা স্থানান্তরিত হয় মা'মুনের স্ত্রী বূরানের মালিকানায়। পরবর্তীতে খলীফা মু'তাযিদ কারও কারও মতে আল-মু'তামিদ তার কাছে এই প্রাসাদ দাবী করেন। তখন তিনি তাকে তা দান করেন। তারপর তিনি সেখান থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য কয়েক দিনের অবকাশ চাইলে তিনি তাকে অবকাশ প্রদান করেন। তিনি এসময়ে তার মেরামত, সংস্কার, চুনকাম ও সজ্জিতকরণ শুরু করেন। তিনি সেখানে বিভিন্ন প্রকার ফরাশ ও গালিচা বিছান এবং তাতে মূল্যবান পর্দা টানান। এছাড়া সেখানে রাজ প্রাসাদের উপযুক্ত গোলাম বাঁদী জড়ো করেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত করেন। এছাড়া তিনি এর ভাণ্ডারসমূহে বিভিন্ন প্রকার উন্নতমানের খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করেন এবং এই প্রাসাদের একটি কক্ষে বিভিন্ন প্রকার ধনরত্ন সঞ্চিত করেন। এরপর বূরান এসব কক্ষের চাবিসমূহ মু'তাযিদের কাছে প্রেরণ করেন। এরপর মু'তাযিদ যখন সেখানে প্রবেশ করেন, তখন সেখানে বূরান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সবকিছু প্রত্যক্ষ করে অভিভূত ও বিস্মিত হন। তিনিই প্রথম খলীফা যিনি সেখানে বসবাস শুরু করেন এছাড়া তিনি এর চতুর্দিকে প্রাচীরের বেষ্টনী প্রদান করেন। এসকল তথ্য খতীব বাগদাদী উল্লেখ করেছেন।

আর 'আত্তাজ' নামক প্রাসাদটি নির্মাণ করেন খলীফা আল-মুকতাফী দজলা নদীর পাড়ে। তার চতুষ্পার্শ্বে ছিল গম্বুজ, সভাস্থল, ময়দান, ঝাড়বাতি এবং পশুশালা। এছাড়া খতীব, 'দারুশ শাজারা' নামক প্রাসাদ ভবনের বর্ণনা দিয়েছেন যা খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ্র খিলাফতকালে ছিল। এ প্রাসাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি সেখানকার বিছানা, শয্যা, পর্দা, নওকর-চাকর, দাস-দাসী এবং

---

[১] এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্ন মু'তায বলেন-

بِبِلَادٍ فِيْهَا الرَّكَايَا عَلَيْـ + هِنَّ اَكَالَيْلُ مِنْ بَعُوْضٍ تَعُوْمُ

"এমন এক দেশে তা অবস্থিত যেখানে রয়েছে কূপসমূহ যার উপরে রয়েছে ভাসমান মশকগুচ্ছ।"

جُوُّهَا فِى الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ دُخَانٌ + كَثِيْفٌ وَمَاؤُهَا مَحْمُوْمٌ

"শীত-গ্রীষ্মে তার অভ্যন্তরভাগ থাকে ঘনধুয়াচ্ছন্ন আর তার পানি থাকে অত্যুষ্ণ।"

وَيْحَ دَارِ الْمَلِكِ الَّتِى تَنْفَعُ الْمِسْكَ + اِذَا مَا جَرِىَ عَلَيْهِ النَّسِيْمُ

"ঐ শাহী প্রাসাদের দুর্ভাগ্য যার উপর দিয়ে মৃদুপ্রভাত সমীরণ প্রবাহিত হলেই তা মেশকের ঘ্রাণ ছড়িয়ে দেয়।"

শোভা-সৌন্দর্য ও জাঁকজামকের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে সেখানে এগার হাজার খোঁজা (সেবক) এবং সাতশ দ্বাররক্ষী ছিল। আর দাস-দাসীর সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। আর এসব কিছুর বিশদ বিবরণ তাদের খিলাফতকালের বর্ণনায় আসছে। যা ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নের ন্যায় অতিবাহিত হয়েছে, তিনশ হিজরীর পরবর্তীকালে। এছাড়া খতীব, শাখরামে অবস্থিত দারুল মূলক প্রাসাদের কথাও উল্লেখ করেছেন, আরও উল্লেখ করেছেন জামে' মসজিদসমূহের কথা এবং বাগদাদ শহরের তৎকালীন নদ-নদী এবং সেতু ও পুলসমূহের কথা এবং খলীফা মানসূরের খিলাফাতকালে সেখানে কী কী ছিল এবং তার সময়কাল পর্যন্ত তিনি কী কী নতুন নির্মাণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি (খতীব) দজলা নদীর উপর নির্মিত বাগদাদ শহরের সেতু বা পুল সম্পর্কে জনৈক কবির কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

يَوْمَ سُرِقْنَا الْعَيْشَ فِيْهِ خَلَسَةً + فِى مَجْلِسٍ بِفَنَاءِ دِجْلَةِ مُفْرِدُ

"যে দিন সেখানে আমাদের বসবাসের অধিকার অকস্মাৎ ছিনিয়ে নেওয়া হল দজলা চত্বরের এক অনন্য সমাবেশ-"

فَكَانَ دِجْلَةَ طَيْلَسَانٌ اَبْيَضٌ + وَالْجَسَرُ فِيْهَا كَالطرَازِ الأَسْوَدِ

দজলা যেন এক শ্বেতশুভ্র চাদর আর তার মাঝের পুলটি যেন তাতে কৃষ্ণ কারুকার্য।

আরেকজন আবৃত্তি করেছেন ঃ

يَا حَبَّذَا جِسْرٌ عَلٰى مَتْنِ دِجْلَةٍ + بِاِتْقَانِ تَأسِيْسٍ وَحُسْنٍ وَرَوْنَقِ

"সুদৃঢ় ভিত্তি ও দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য নিয়ে গড়ে উঠা দজলা পৃষ্ঠের পুল কতইনা উত্তম।"

جَمَالٌ وَحُسْنٌ لِلْعِرَاقِ وَنُزْهَةٌ + وَسُلْوَةُ مِنْ اَضْنَاهُ فَرْطُ التَّشَوُّقِ

"গোটা ইরাকের জন্য তা শোভা সৌন্দর্য এবং বিনোদন উপকরণ আর বিরহ কাতর ব্যক্তির জন্য সান্ত্বনার উৎস।"

تَرَاهُ اِذَا مَا جِئْتَهُ مُتَأَمِّلاً + كَسَطْرِ عَبِيْرٍ خَطٌّ فِى وَسَطْ مُهْرِقِ

"যদি তুমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে পর্যবেক্ষণ কর তাহলে দেখতে পাবে তা যেন শুভ্র রেশমী কাপড়ে অঙ্কিত সুগন্ধি ছত্র বা রেখা।"

اَوِ الْعَاجُ فِيْهِ الأَبْنُوْسُ مَرَقِشٌ + مِثَالَ فُيُوْلٍ تَحْتَهَا اَرْضِ زَئْبِقُ

ঐতিহাসিক সূলী বলেন, আহমাদ ইব্‌ন আবূ তাহির 'কিতাব বাগদাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন উভয়দিক থেকে বাগদাদের দৈর্ঘ্য (আয়তন) তিপ্পান্ন হাজার জারীব আর পূর্ব পার্শ্বের দৈর্ঘ্য হল ছাব্বিশ হাজার সাতশ পঞ্চাশ জারীব। তার হাম্মাম খানার সংখ্যা ছিল ষাট হাজার আর প্রত্যেক হাম্মাম খানায় ন্যূনতম পাঁচজন দায়িত্ববান ছিল হাম্মামী বা তার মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, ঝাড়ুদার বা আবর্জনা পরিষ্কারক, জ্বালানী সরবরাহকারী এবং পানি সরবরাহকারী। এছাড়া প্রত্যেক হাম্মামখানার বিপরীতে পাঁচটি মসজিদ ছিল। কাজেই, বাগদাদ শহরের সর্বমোট মসজিদের সংখ্যা ছিল তিন

লক্ষ। আর প্রত্যেক মসজিদে ন্যূনতম পাঁচ ব্যক্তি ছিল, ইমাম-মুআয্যিন-খাদিম ও দু'জন মুসল্লী। এরপর এসব হ্রাস পায় এবং পরবর্তীকালে সব চিহ্নিহ্ন হয়ে যায় এমনকি শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়ায় যেন তা বাহ্যিক অবয়ব এবং আভ্যন্তরীণ কাঠামো উভয় অর্থেই বিরান। এর বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে আসছে।

হাফিয আবূ বকর আল-বাগদাদী বলেন, তৎকালীন দুনিয়ায় গুরুত্ব বিবেচনায়, জাঁক-জমকতায়, জ্ঞানী-গুণীর আধিক্যে, নাগরিক শ্রেণী পার্থক্যে, আয়তনের ব্যাপ্তি ও বিশালতায়, বাড়িঘর, পথঘাট, মসজিদ-মাদরাসা, হাম্মামখানা ও সরাইখানার আধিক্যে এবং বায়ুর নির্মলতা, পানির সুমিষ্টতা, ছায়ার স্নিগ্ধতা, শীত-গ্রীষ্মের ভারসাম্যতা, এবং হেমন্ত ও বসন্তের স্বাস্থ্য উপযোগিতায় বাগদাদ ছিল অনন্য ও অতুলনীয়। খলীফা আর-রশীদের খিলাফতকালেই সবচেয়ে জনবহুল ও সমৃদ্ধ নগরী ছিল। এরপর হাফিয আবূ বকর তার নিজের সময়কাল পর্যন্ত বাগদাদের শ্রীহানি ও অধঃপতনের কথা উল্লেখ করেছেন। আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, এসময়ের পর থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত বাগদাদ নগরীর এই অধঃপতন ও শ্রীহানি অব্যাহত রয়েছে। বিশেষত তোলাই ইব্ন চেঙ্গিস খানের ছেলে হালাকু খানের সময়ে যে বাগদাদের নিদর্শনাদি নিশ্চিহ্ন করে দেয় খলীফা ও আলিম-উলামাদের হত্যা করে বাড়িঘর বিরান করে রাজপ্রাসাদসমূহ ধ্বংস করে এবং বাগদাদের সাধারণ বিশেষ সকল অধিবাসীকে নির্বিচারে হত্যা করে, ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে, নারী-শিশুদের অপহরণ করে। এভাবে সে বহু সকাল-সন্ধ্যাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত এবং বেদনাবিধুর করে রাখে এবং বাগদাদ নগরীকে মানব বসতির বিপর্যয়ের দৃষ্টান্ত, শিক্ষা গ্রহণকারী জ্ঞানীর জন্য শিক্ষা এবং প্রত্যেক সুস্থবোধ ও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য উপদেশরূপে উপস্থাপিত করে। যার ফলশ্রুতিতে সেখানকার কুরআন তিলাওয়াতের স্থলবর্তী হয়ে সুর-সঙ্গীত ও কবিতা আবৃত্তি, হাদীসে নববীর দরসের স্থলবর্তী হয় গ্রীক দর্শন, ইলমুল কালাম এবং কারামাতীয় অপব্যাখ্যার দরস, আলিম-উলামাগণের স্থলবর্তী হয় দার্শনিক ও চিকিৎসকগণ আব্বাসীয় খলীফার স্থলবর্তী হয় দুষ্ট ও জঘন্য শাসক, নেতৃত্ব ও বিচক্ষণতার স্থলবর্তী হয় ইতরতা ও নির্বুদ্ধিতা, জ্ঞানার্থীদের স্থলবর্তী হয় অনাচারী ও লম্পটরা, প্রকৃত ধর্ম জ্ঞানের স্থলবর্তী হয় ফিকাহ্শাস্ত্র এবং হাদীস ও স্বপ্ন ব্যাখ্যা শাস্ত্রের স্থলবর্তী হয় বিভিন্ন ছন্দে রচিত কাব্য ও কবিতা। আর এছিল তাদেরই আপন কৃতকর্মের ফল - وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ "আর তোমার প্রতিপালক তার বান্দাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করেন না (সূরা হামীম আস-সাজদা ঃ ৪৬)।"

আর বর্তমানকালে সেখানে বিদ্যমান অনুভূত ও অনুভূত গর্হিত বিষয়াদি এবং ভাঙ্গ সেবনের ব্যাপকতার কারণে সেখান থেকে স্থানান্তরিত হওয়া এবং সে স্থান ত্যাগ করে শামদেশে গমন করা উত্তম ও শ্রেয়তর। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা শামবাসীদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমাদ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَحَوَّلُ خِيَارُ اَهْلِ الْعِرَاقِ اِلَى الشَّامِ وَشِرَارُ اَهْلُ
الشَّامِ اِلَى الْعِرَاقِ

ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন ইরাকবাসীদের উত্তম লোকেরা শামদেশে

স্থানান্তরিত হবে এবং শামের নিকৃষ্ট অধিবাসীরা ইরাকে স্থানান্তরিত হবে।[১]

বাগদাদ নগরী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস ও আছার

বাগদাদ শব্দটি আরবীতে মোট চারভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে ১. বাগদাদ ২. বাগদায্[২] ৩. বাগদান ৪. মাগদান। মূলত এটি অনারবী শব্দ। কারও কারও মতে শব্দটি بَغْ ও دَادْ শব্দদ্বয়ের সম্মিলিতরূপ। আর (بغ) হল উদ্যান বা বাগান আর داد (দাদ) হল জনৈক ব্যক্তির নাম। কারও কারও মতে বাগ হল এক প্রতিমা আবার কারও মতে শয়তানের নাম আর দাদ হল দান। কাজেই বাগদাদ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় প্রতিমার বা দেবতার দান, এ কারণেই (সম্ভবত) আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক, আসমাঈ ও অন্যান্য আলিমগণ এর বাগদাদ নামকরণ অপসন্দ করেছেন। তাকে মাদীনাতুস্-সালাম বা শান্তি নগরী নামকরণ করা হয়েছে। তার নির্মাতা আবূ জা'ফর মানসূর এ শহরের জন্য এই নামটিই নির্বাচন করেন। কেননা, দজলা অববাহিকাকে ইতিপূর্বে শান্তির উপত্যকা বলা হত। আর কারও কারও কাছে এর নাম আয্যাওরা অর্থাৎ তির্যক শহর।

এছাড়া খতীব বাগদাদী অভিযুক্ত রাবী আম্মার ইব্ন সায়ফের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমি আসিম আল্ আহ্ওয়ালকে সুফিয়ান ছাওরীর সূত্রে - জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

تُبْنٰى مَدِيْنَةٌ بَيْنَ دِجْلَةَ وَدَجِيْلِ وَقَطَرْبِلِ وَالصَّرَاةُ تُجْبٰى اِلَيْهَا خَزَائِنُ الْاَرْضِ وَمُلُوْكِهَا جَبَابِرَةٌ فَلَهِى اسرع ذهابًا فى الارض من الوَتد الحَدِيْدِ فِى الْاَرْضِ الرَّخْوَةُ -

দজলা এবং দাজীল এবং কাতারবাল ও সারাত-এর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে এক শহর নির্মিত হবে যেখানে পৃথিবীর সব ধন-ভাণ্ডার একত্রিত করা হবে। এর শাসকরা হবে স্বেচ্ছাচারী। আর লৌহ পেরেক যত দ্রুত নরম মাটিতে প্রবেশ করে তার চেয়ে দ্রুততর সময়ে তা অস্তিত্বহীন বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। খতীব বলেন, এছাড়া আম্মার ইব্ন সায়ফের ভাই সুফিয়ান ছাওরীর ভাগিনা সায়ফ তা রিওয়ায়াত করেছেন আসিম আল-আহ্ওয়াল থেকে। আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, এরা উভয়ে দুর্বল অভিযুক্ত ও মিথ্যাশ্রয়ী রাবী। আর মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়ামানী দুর্বল, আবূ শিহাব হুনাতী দুর্বল। তিনি তা রিওয়ায়াত করেছেন সুফিয়ান ছাওরীর সূত্রে আসিম থেকে একাধিক সনদে এরপর সবগুলির সনদ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেছেন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মঈন সূত্রে জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে নবী করীম (সা)-এর উদ্ধৃতিতে। ইমাম আহমাদ এবং ইয়াহ্ইয়া বলেন, এই হাদীসের কোন ভিত্তি নেই। আর আহমাদ আরও বলেন, কোন নির্ভরযোগ্য 'মানুষ' তা রিওয়ায়াত করেনি। খতীব তার সবকটি সূত্রকেই দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন এবং আম্মার ইব্ন সায়ফ

---

১. ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে এটি রিওয়ায়াত করেছেন (৫ খ. ঃ ২৪৯ পৃ.)।

২. বসরী ভাষাবিদগণ অবশ্য বাগদায্ শব্দটি অনুমোদন করেন না। তাদের যুক্তি হল আরবী ভাষায় এমন কোন শব্দের অস্তিত্ব নেই যাতে এরপর রয়েছে। কারও কারও মতে শব্দটির সাতটি রূপভেদ বিদ্যমান (১) বাগদাদ (২) বাগদান (৩) মাগদাদ (৪) মাগদান (৫) বাগদায্ (৬) মাগযায্ (৭) বাগদায়ন।

ছাওরী থেকে। তিনি আবূ উবায়দা হুমায়দ আত্‌তাবীল থেকে তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক থেকে- এই সূত্রটিও বিশুদ্ধ নয়। এছাড়া তিনি উমর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া সূত্রে সুফিয়ান থেকে তিনি কায়স ইব্‌ন মুসলিম থেকে তিনি বিয্‌ঈ থেকে তিনি হুযায়ফা (রা) থেকে মারফূ‘রূপে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা বিশুদ্ধ নয়। এছাড়া হযরত আলী, ইব্‌ন মাসঊদ, ছাওবান ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে একাধিক সনদে হাদীসটি তিনি রিওয়ায়াত করেছেন। যার কোন সনদে তিনি সুফিয়ানী উল্লেখ করেছেন- "আর তিনি তাকে বিরাগ করবেন"- কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণিত এই হাদীসসমূহের কোনটিরই সনদ বা বর্ণনাসূত্র বিশুদ্ধ নয়। এই হাদীসগুলোকে তার সনদসহ খতীব উল্লেখ করেছেন। আর এগুলোর প্রতিটিতেই অগ্রহণযোগ্যতা (ও আপত্তিকর ভাষ্য) বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে কা‘ব আহ্‌বার থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতটিই কিছুটা বাস্তব সম্মত। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহের বরাতে একাধিক বর্ণনায় এসেছে যে এই শহরের নির্মাতাকে কৃপণতার কারণে মিকলাস[1] এবং যুদ্‌দাওয়ানীক বলা হবে।

---

১. ‘মিকলাস’ জনৈক তস্করের নাম, প্রবাদবাক্যে যার নাম ব্যবহৃত হত। শৈশবে আবূ জা‘ফর মানসূর এক বৃদ্ধার বুননকৃত কাপড় সরিয়ে ফেলেন, যে তার সেবা করত। এরপর তার কয়েকজন সমবয়সীর জন্য খরচ করার উদ্দেশ্যে তিনি তা বিক্রি করে ফেলেন। বৃদ্ধা যখন তার এই অপকর্ম সম্পর্কে অবহিত হল, তখন সে তার নাম রাখল ‘মিকলাস’। শৈশবে তার এই উপাধি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তারপর তা দূর হয়ে যায়।

বাগদাদ নগরীর ভাল-মন্দ বিষয়ে বিশিষ্টজনদের অভিমত

ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা আস-সাদাফী বলেন (একবার) আমাকে ইমাম শাফিঈ (র) প্রশ্ন করেন তুমি কি বাগদাদ দেখেছ ? আমি বলি না। তখন তিনি মন্তব্য করেন, তাহলে তো তুমি দুনিয়া-ই দেখনি। ইমাম শাফিঈ আরও বলেন, যে শহরেই আমি গমন করেছি তাকে প্রবাস ও বিভুঁইরূপে গণ্য করেছি, শুধুমাত্র বাগদাদ এর ব্যতিক্রম। আমি যখন সেখানে প্রবেশ করেছি তখন তাকে আপন-নিবাসরূপে গণ্য করেছি। জনৈক ব্যক্তি[১] বলেন, সমগ্র দুনিয়ার রাজধানী হল বাগদাদ। ইব্ন আলিয়্যা বলেন, হাদীসশাস্ত্র চর্চায় আমি বাগদাদবাসীর চেয়ে বুদ্ধিমান ও ধীরস্থির কাউকে দেখিনি। ইব্ন মুজাহিদ বলেন, আমি আবূ আমর ইবনুল আ'লাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করি, আল্লাহ্ আপনার সাথে কী আচরণ করেছেন ? তিনি বলেন, এ প্রশ্ন বাদ দাও ! আহলে সুন্নাত ও জামাআতের মতাদর্শী হয়ে যে ব্যক্তি বাগদাদে অবস্থান করবে এবং সেই বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হবে সে এক জান্নাত থেকে অন্য জান্নাতে স্থানান্তরিত হতে থাকবে। আবূ বকর ইব্ন আয়্যাশ বলেন, ইসলাম তো বাগদাদে, আর তা হল প্রতিভাবান ও গুণীদের ফাঁদ, তারা সেখানে আটকা পড়ে। যে তা দেখেনি সে যেন দুনিয়াই দেখেনি। আবূ মুআবিয়া বলেন, বাগদাদ হল দুনিয়া-আখিরাতের নিবাস। জনৈক ব্যক্তি বলেন, ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য্যের প্রকাশ হল বাগদাদের জুমুআর দিন, পবিত্র মক্কায় তারাবীর নামায এবং তুরসূল শহরের ঈদের দিন। খতীব বলেন, মাদীনাতুস্ সালামে (বাগদাদে) যে ব্যক্তি জুমুআর দিন (জুমুআর নামাযে) শরীক হবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে ইসলামের মহত্ত্ব সৃষ্টি করবেন। কেননা, আমাদের শায়খরা বলতেন, বাগদাদের জুমুআর দিন অন্য শহরের ঈদের দিন। জনৈক শায়খ বলেন, আমি নিয়মিতভাবে জামে' মানসূরে জুমুআর নামায পড়তাম। একবার কোন কাজের কারণে আমি অন্য মসজিদে জুমুআ পড়ি। এরপর আমি স্বপ্নে দেখি জনৈক কথক বলেছেন তুমি জামে' মদীনার (জামে' মানসূরের অপর নাম) জুমুআ তরক করেছ। অথচ সেখানে সত্তরজন আল্লাহ্র ওলী জুমুআ পড়ে থাকেন। আরেকজন বলেন, এরপর আমি বাগদাদ থেকে স্থানান্তরিত হতে মনস্থ করি, এরপর আমি স্বপ্নে দেখি যেন এক কথক বলছেন, তুমি কি এমন শহর ছেড়ে যেতে চাও যেখানে [illegible] হাজার আল্লাহ্র ওলী রয়েছেন। জনৈক শায়খ তার স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমি দেখতে পাই, যেন দু'জন ফেরেশতা বাগদাদে আগমন করেন। তখন তাদের একজন তার সঙ্গীকে বলে, এই শহরকে উল্টে ধ্বংস করে দাও। কেননা, তার ব্যাপারে আল্লাহ্র শাস্তি বিধান অপরিহার্য হয়ে গেছে। তখন অপরজন বলে কিভাবে আমি এই শহরকে উল্টে ধ্বংস করব, যেখানে প্রতি রাতে পাঁচ হাজার খতম কুরআন তিলাওয়াত করা হয়। আবূ মুসহির বলেন, সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয ইব্ন সুলায়মান ইব্ন মূসা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির ইল্ম যদি হিজাযী হয়

---

১. এটা হল আবূ ইসহাক আল-যাজ্জাজের মন্তব্য- বাগদাদ হল দুনিয়ার একমাত্র নগর বা শহর আর এছাড়া সব গ্রাম ও পল্লী।

আর স্বভাব ইরাকী (বাগদাদী) হয় এবং নামায শামী হয় তাহলে সে সিদ্ধি লাভ করেছে। একবার (খলীফা পত্নী) যুবায়দা কবি মানসূর নামিরীকে বলেন, আমাকে এমন কয়েকটি কবিতা পঙ্‌ক্তি শোনাও যা দ্বারা তুমি বাগদাদকে আমার কাছে প্রিয় করবে। আর আমি কিন্তু বাগদাদের তুলনায় রাফিকা শহরকেই শ্রেষ্ঠ গণ্য করে থাকি। তখন সে আবৃত্তি করে-

مَاذَا بِبَغْدَادَ مِنْ طِيْبِ الْاَفَانِيْنِ + وَمِنْ مَنَازَةٍ لِلدُّنْيَا وَلِلدِّيْنِ

“বাগদাদ শহরে কত উত্তম বিদ্যা ও শাস্ত্রের চর্চা রয়েছে, রয়েছে দীন দুনিয়ার কত আলোকবর্তিকা।”

تُحِيْى الرِّيَاحُ بِهَا الْمَرْضٰى اِذَا نَسَمَتْ + وَجَوَّشَتْ بَيْنَ اَغْصَانِ الرَّيَاحِيْنِ

“পুষ্পকাননের পরশ নিয়ে যেখানে যখন স্নিগ্ধ সমীরণ প্রবাহিত হয় তখন তা মুমূর্ষ রোগীকে প্রাণবন্ত করে তোলে।”

সাঈদ বলেন, তখন যুবায়দা তাকে দু'হাজার দীনার দান করেন। খতীব বলেন, আমি ভাণ্ডার রক্ষক তাহির ইব্‌ন মুযাফ্‌ফার ইব্‌ন তাহিরের কিতাবে তার নিজের হস্তাক্ষরে লেখা নিম্নোক্ত কবিতা পঙ্‌ক্তিগুলি পড়েছি–

سَقَى اللّٰهُ صَوْبَ الْغَادِيَاتِ مُحَلَّةً + بِبَغْدَادُ بَيْنَ الْكَرْخُ فَالْخَلْدِ فَالْجِسْرِ

“আল্লাহ্ তা‘আলা কারখ, খালদ ও জিসরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বাগদাদের এক মহল্লাকে প্রভাত বারি দ্বারা সিঞ্চিত করুন।”

هِىَ الْبَلَدَةُ الْحَسْنَاءُ خَصَتْ لِاَهْلِهَا + بِأَشْيَاءَ لَمْ يَجْمَعْنَ مُذْكُنَّ فِى مِصْرِ

“তা হল তিলোত্তমা নগরী যা তার অধিবাসীদের জন্য এমন সব বৈশিষ্ট্য দ্বারা অনন্য হয়ে আছে যা অন্য কোন নগরীর অধিবাসীদের নেই।”

هَوَاءٌ رَقِيْقٌ فِى اِعْتِدَالٍ وَصِحَّةٍ + وَمَاءٌ لَهُ طَعْمٌ اَلَذُّ مِنَ الْخَمْرِ

“সেখানে রয়েছে চমৎকার ও স্বাস্থ্যকর কোমল বায়ু, রয়েছে শরাবের চেয়ে সুস্বাদু বা সুপেয় পানি।”

বাগদাদের সৌন্দর্যরাজি ও ত্রুটিসমূহ এবং এ সম্বন্ধে ইমামদের উক্তিসমূহ

ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা আস-সাদাফী (র) বলেন, আমাকে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, "তুমি কি বাগদাদ দেখেছ ?" আমি বললাম 'না'। তখন তিনি বললেন, "তাহলে তুমি দুনিয়াই দেখনি।" ইমাম শাফিঈ (র) আরো বললেন, "আমি যে কোন শহরে কখনও ভ্রমণ করেছি, গণনা করেছি কয়েকবার সেখানে সফর করেছি কিন্তু বাগদাদের কথা আলাদা ; যতবারই আমি বাগদাদে গমন করেছি এটাকে নিজের জন্মভূমি বলে মনে করেছি।" উলামায়ে কিরামের কেউ কেউ বলেন, 'সমগ্র পৃথিবীটা গ্রামাঞ্চল হিসেবে গণ্য আর বাগদাদ শহর এলাকা হিসেবে গণ্য।'

ইব্‌ন উলাইয়া (র) বলেন, 'হাদীস অন্বেষণের ক্ষেত্রে বাগদাদবাসীদের থেকে বেশী সচেতন আমি আর কাউকে দেখিনি এবং তাদের থেকে বেশী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত আর কাউকে দেখিনি।' ইব্‌ন মুজাহিদ (র) বলেন, আমি আবূ আমর ইব্‌ন আল-আলা (র)-কে স্বপ্নে দেখলাম, আমি তাঁকে বললাম, আপনার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপ ব্যবহার করেছেন ? তিনি আমাকে বললেন, 'আমাকে এ ব্যাপারে আর জিজ্ঞাসা কর না, জেনে রেখো, যে ব্যক্তি বাগদাদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উপর কায়েম থেকে মৃত্যুবরণ করে তাকে এক জান্নাত থেকে অন্য জান্নাতে বিনোদনের জন্য স্থানান্তর করা হয়।' আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশ (র) বলেন, বাগদাদে রয়েছে ইসলাম, এটা নিশ্চয়ই শিকারেরও স্থান।" লোকেরা শিকার করে থাকে তথায়। যে বাগদাদ দেখেনি সে যেন দুনিয়াটা দেখেনি।' আবূ মুআবিয়া (র) বলেন, 'বাগদাদ দুনিয়া ও আখিরাতের ঘর।' আলিমগণের কেউ কেউ বলেন, বাগদাদ জুমুআর দিনে, মক্কায় তারাবীহের সালাতে এবং তারমূস শহরে ঈদের দিনে ইসলামের সৌন্দর্য অবলোকন করা যায়। আল-খতীব (র) বলেন, যে ব্যক্তি মদীনাতুস সালামে জুমুআর দিনে সালাতে হাযির হন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অন্তরে ইসলামের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দেন। কেননা আমাদের উস্তাদগণ বাগদাদের জুমুআর দিনকে অন্যান্য শহরের ঈদের দিনের ন্যায় গণ্য করতেন। তাঁদের একজন বলেন, আমি جامع المنصور এ সর্বদা জুমুআর সালাত আদায় করতাম। একদিন আমার কোন একটি কাজ থাকার দরুন আমি অন্য মসজিদে সালাত আদায় করলাম। এরপর আমি স্বপ্নে দেখলাম, কোন এক ব্যক্তি আমাকে বলছেন, তুমি جامع المدينة জুমু'আর সালাত বর্জন করেছ অথচ সেখানে প্রতি জুমু'আয় সত্তরজন ওলী সালাত আদায় করে থাকেন। অন্য একজন বলেন, আমি বাগদাদ থেকে বদলীর ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম। তখন আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন এক ব্যক্তি বলছেন, তুমি কি এমন একটি শহর থেকে বদলী হতে ইচ্ছা করছ যেখানে দশ হাজার ওলী রয়েছেন ? তাঁদের অন্য একজন বলেন, আমি একদিন দু'জন ফিরিশতাকে দেখলাম, তারা দু'জন বাগদাদে আগমন করেন। একজন তাঁর সাথীকে বলেন, এ শহরটিকে উলটে দেব। কেননা এ সম্বন্ধে

হুকুম জারি করা হয়েছে। অন্যজন বলেন, কেমন করে এমন একটি শহরকে উলটে দেয়া হবে, যেখানে প্রতি রাতে পাঁচ হাজারবার কুরআন খতম করা হয় ?

সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন মূসা (র) থেকে আবূ মিস্‌হার (র) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তির বিদ্যা শিক্ষা হল হিজাযে, তার চরিত্র হল ইরাকীর ন্যায় এবং সালাত হল সিরিয়াবাসীর ন্যায়, সে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। মনসূর আন-নামিরীকে যুবায়দা (রা) বলেন, আমার কাছে এমন একটি কবিতা বল যার দ্বারা আমার কাছে বাগদাদের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। আর তার শোভা স্বীকৃত ও সমাদৃত হয়। তখন তিনি বলেন ঃ

مَاذَا بِبَغْدَادِ مِنْ طِيْبِ الْاَفَانِيْنِ + وَمِنْ مَنَارَةٍ لِلّدُنْيَا وَلِلّذِيْنَ
تَحْىَ الرِّيَاحُ بِهَا الْمَرْضٰى اِذَا نَسَمَتْ + وَجَوْشَتْ بَيْنَ اَغْصَانِ الرَّيَاحِيْنِ

অর্থাৎ “বাগদাদের শোভাময় গাছপালা কতই না মনোমুগ্ধকর ! আর তার মিনারাগুলো দুনিয়া ও আখিরাতের কতই না সুন্দর আলোকবর্তিকা ! সেখানে মৃদুমন্দ বাতাস যখন পুদিনা গাছের ডালগুলো দিয়ে বয়ে যায় তখন অসুস্থ ব্যক্তিগণ নবজীবন লাভ করে।” বর্ণনাকারী বলেন, যুবায়দা (র) তখন কবিকে দুই হাজার দীনার উপঢৌকন প্রদান করেন।

আল-খতীব (র) বলেন, আমি ভাণ্ডাররক্ষক তাহির ইব্‌ন মুযাফ্‌ফার ইব্‌ন তাহির এর কিতাবে তাঁর লিখিত নিম্নবর্ণিত পঙক্তিগুলো আবৃত্তি করলাম ঃ

سَقَى اللّٰهُ صَوْبَ الْغَادِيَاتِ مَحِلَّةً + بِبَغْدَادِ بَيْنَ الْكَرْخِ فَالْخُلْدِ فَالْجَسْرِ
هِىَ الْبَلْدَةُ الْحَسْنَاء خُصَّتْ لاَهْلِهَا + بِاَشْيَاءَ لَمْ يُجْمَعَنْ مَذْكُنَّ فِى مِصْرٍ
هَوَاءٌ رَقِيْقٌ فِىْ اِعْتِدَالٍ وَصِحَّةٍ + وَمَاءٌ لَهُ طَعْمٌ اَلَذُّ مِنَ الْخَمَرِ
وَدَجْلَتُهَا شَطَّانِ قَدْ نَظَمَالَنَا + بِتَاجٍ اِلَى تَاجٍ وَقَصْرٍ اِلَى قَصْرٍ
تَرَاهَا كَمِسْكٍ وَالْمِيَاهُ كَفِضَّةٍ + وَحَصْبَاؤُهَا مِثْلُ الْيَوَاقِيْتِ وَالدُّرِّ

অর্থাৎ “সকাল বেলার বৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা এমন একটি মহল্লাকে সিক্ত করুন যা বাগদাদের কারখ, খুলদ ও জাসর নামী সুরম্য অট্টালিকাগুলোর মধ্যে অবস্থিত। এটা একটি সৌন্দর্যময় শহর যার বাসিন্দাদের ভোগ বিলাসের জন্য এমন বস্তুসমূহ বিশেষভাবে সজ্জিত রাখা হয়েছে যা অন্য কোন শহরে সংগৃহীত হওয়া দুরূহ ব্যাপার। যেখানে স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী স্নিগ্ধ আবহাওয়া বিরাজ করছে সেখানকার জলবায়ু মদ থেকেও বেশী সুস্বাদু। বাগদাদের দাজলা নদীর দুই পাড় যেন আমাদের জন্য মুকুটকে মুকুটের সাথে এবং অট্টালিকাকে অট্টালিকার সাথে গেঁথে দিয়েছে। হে পর্যটক ! বাগদাদকে তুমি দেখবে মিশক আম্বরের ন্যায়, যার পানি রৌপ্যের ন্যায় এবং পাথরগুলো চুণি ও মুক্তার ন্যায়।”

আল-খতীব (র) এ সম্পর্কে বহু কবিতা রচনা করেছেন। আমরা যা উল্লেখ করেছি আপাতত তা যথেষ্ট বলে অনুভূত। একশ ছেচল্লিশ হিজরী সনে বাগদাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। কেউ কেউ বলেন, একশ আটচল্লিশ হিজরীতে শেষ হয়। পরিখা খনন ও দেয়ালের কাজসমূহ একশ

সাতচল্লিশ হিজরীতে সুসম্পন্ন হয়। খলীফা মানসূর বাগদাদের পরিধি বৃদ্ধি ও নির্মাণকাজে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে থাকেন যতক্ষণ না তিনি আল-খুলদ নামী অট্টালিকার কাজ সমাপ্ত করেন। তিনি ধারণা করেন, তিনি সব সময় এ অট্টালিকায় বাস করতে পারবেন কিংবা অট্টালিকাটি সব সময় থাকবে। সুতরাং এটা কোন সময় নষ্ট হবে না। বাগদাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। আর বাগদাদও কয়েকবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যার বর্ণনা পরে আসছে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, এবছরেই খলীফা মানসূর সালাম ইব্ন কুতায়বাকে বসরা থেকে বরখাস্ত করেন এবং তাঁর স্থলে মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন আলীকে বসরার শাসক নিযুক্ত করেন। মানসূর সালামের কাছে পত্র লিখে ঐ সব লোকের ঘরবাড়ি ধ্বংস করার হুকুম দিয়েছিলেন যাঁরা ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানের হাতে বায়আত করে ছিলেন। এ হুকুম তামীল করতে সালাম ইব্ন কুতায়বা বিলম্ব করেছিল তাই তিনি তাকে বরখাস্ত করেন এবং তার স্থলে তার চাচাত ভাই মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মানকে প্রেরণ করেন। এরপর সে সেখানে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এবং বহু ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দেয়। খলীফা মনসূর মদীনার শাসকের পদ থেকে আস-সারী ইব্ন আবদুল্লাহ্‌কে বরখাস্ত করেন এবং তার স্থলে আবদুস সামাদ ইব্ন আলীকে নিয়োগ প্রদান করেন।

আল্লামা ওয়াকিদী ও অন্যরা বলেন, এ বছরেই আবদুল ওয়াহাব ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। বর্ণনাকারী বলেন, এবছরেই জা'ফর ইব্ন হানযালা আল-বাহরানী রোমের শহরগুলোতে গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এবছরেই নিম্নবর্ণিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন। আশআছ ইব্ন আবদুল মালিক, হিশাম ইব্ন আস-সায়িব আল-কালবী, হিশাম ইব্ন উরওয়া এবং এক বর্ণনায় ইয়াযীদ ইব্ন আবূ উবায়দ।

১৪৭ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছরেই আর্মেনিয়ার এক প্রান্তে তুর্কীদের একটি সেনাবাহিনী নিয়ে আশতার খান আল-খাওয়ারিযমী লুন্ঠন কার্য পরিচালনা করে এবং তিফলীসে প্রবেশ করে তারা বহু লোককে হত্যা করে এবং বহু মুসলিম ও যিম্মীদেরকে বন্দী করে। ঐদিন যাঁরা নিহত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন হারব ইব্ন আবদুল্লাহ্ আর-রাওয়ান্দি। বাগদাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল তাঁরই সাথে সম্পৃক্ত। তিনি খারিজীদের মুকাবিলা করার জন্য দুই হাজার সৈন্য নিয়ে মাওসিলে অবস্থান নিয়েছিলেন। এরপর খলীফা মানসূর তাঁকে আর্মেনিয়ার শহরগুলোতে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন জিবরাঈল ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার সৈন্যদলে। জিবরাঈল পরাজিত হন এবং হারব (র) নিহত হন।

এ বছরই খলীফা মানসূরের চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী নিহত হন। তিনি বনূ উমাইয়া থেকে সিরিয়া দখল করেছিলেন। আস-সাফ্ফার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তথাকার শাসক ছিলেন। আস-সাফ্ফাহ্ যখন মারা যান তখন তিনি জনগণকে নিজের দিকে আহ্বান করেন। তাঁকে দমন করার জন্য আল-মানসূর আবূ মুসলিম আল-খুরাসানীকে প্রেরণ করেন। আবূ মুসলিম তাঁকে পরাজিত করেন এবং আবদুল্লাহ্ তখন তাঁর ভাই বসরার শাসক সুলায়মান ইব্ন আলী-এর কাছে পালিয়ে যান। তাঁর কাছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তিনি লুকিয়ে থাকেন। এরপর তাঁর ব্যাপারটি

আল-মানসূরের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ে। তখন তিনি তাঁকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। এ বছরটি আগমনের পর মানসূর হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং তাঁর চাচা ঈসা ইব্ন মূসাকে তলব করেন। আর তিনি ছিলেন আস-সাফ্ফাহ্ এর ওসিয়ত অনুযায়ী আল-মানসূরের পরে যুবরাজ। তিনি তাঁর চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীকে তাঁর কাছে সমর্থন করেন এবং বলেন, এ ব্যক্তি তোমার ও আমার উভয়ের শত্রু। তাই আমি যখন থাকব না তুমি তাকে আমার অনুপস্থিতিতে হত্যা করবে এবং এব্যাপারে বিলম্ব করবে না। আল-মানসূর হজ্জে চলে গেলেন এবং এ কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রাস্তা থেকে তাঁর কাছে পত্র লিখেন এবং তাঁকে বলতে থাকেন তোমাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এ দায়িত্ব পালনে কতটুকু অগ্রসর হলে। বারবার তিনি এরূপ পত্র লিখতে লাগলেন। এদিক দিয়ে ঈসা ইব্ন মূসার কাছে যখন তাঁর চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীকে সমর্পণ করা হল তখন তাঁর সম্বন্ধে তিনি তাঁর পরিবারের কিছু সদস্যের সাথে পরামর্শ করেন। তখন তাঁদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন বুদ্ধিমান তাঁরা তাঁকে পরামর্শ দিলেন বুদ্ধিমত্তার কাজ হল যেন তাঁকে হত্যা না করা হয় বরং তাঁকে তোমার কাছে জীবিত রেখে দাও। আর অন্য দিকে প্রকাশ কর যে তুমি তাঁকে হত্যা করেছ। কেননা আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, তিনি তোমার কাছে প্রকাশ্যভাবে তাঁকে তলব করবেন যখন তুমি বলবে আমি তাকে হত্যা করেছি। তখন তিনি কিসাসের হুকুম দেবেন তুমি অবশ্য বলবে যে তিনি তোমাকে গোপনে হুকুম দিয়েছেন যেন তুমি তাকে হত্যা কর। আর যেহেতু এই তোমারও তাঁর মধ্যে গোপন তথ্য, কাজেই তুমি তা প্রমাণ করতে পারবে না। তখন তিনি তোমাকে তার কিসাসে হত্যা করবেন। মানসূর তোমাকে এবং তাঁকে হত্যা করতে চায় তাহলে তিনি তোমাদের থেকে নিরাপত্তাবোধ করতে পারবেন। এ পরামর্শ শোনার পর ঈসা ইব্ন মূসার মধ্যে পরিবর্তন এসে গেল। তিনি তাঁর চাচাকে লুকিয়ে রাখলেন এবং প্রকাশ করলেন যে তিনি তাঁকে হত্যা করেছেন। মানসূর যখন হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনি তাঁর চাচার পরিবারবর্গকে তাঁর কাছে আগমন করে তাঁর চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী সম্বন্ধে সুপারিশ করার হুকুম দিলেন। তারা এসে এব্যাপারে তাঁকে বার বার অনুরোধ করতে লাগল। তিনি তাদের আবেদন গ্রহণ করেন এবং ঈসা ইব্ন মূসাকে ডাকেন ও তাঁকে বলেন, এরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী সম্পর্কে সুপারিশ নিয়ে এসেছে এবং আমি তাদের সুপারিশ গ্রহণ করেছি। সুতরাং তুমি তাকে তাদের নিকট সমর্পণ কর। তখন ঈসা বললেন, আবদুল্লাহ্ কোথায় ? তাকে তো আমি হত্যা করেছি যখন তুমি আমাকে এ কাজের হুকুম দিয়েছিলে। মানসূর বললেন, আমিতো তোমাকে এ কাজের জন্য নির্দেশ দেইনি। এভাবে তিনি তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। আর এ ব্যাপারে তিনি কোন প্রকার পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে অস্বীকার করেন। মানসূর এ সম্পর্কে যে পত্রটি বার বার লিখেছিলেন তা ঈসা উপস্থাপন করেন। মানসূর তখন এ ব্যাপারে তাঁর ইচ্ছা থাকাকে অস্বীকার করেন এবং অস্বীকারের উপর দৃঢ় থাকেন। আর ঈসা ইব্ন মূসাও এ কথার উপর দৃঢ় থাকেন যে তিনি তাঁকে হত্যা করেছেন। তখন আবদুল্লাহ্র পরিবর্তে কিসাস হিসেবে ঈসা ইব্ন মূসাকে হত্যা করার জন্য মানসূর হুকুম জারি করেন। বনূ হাশিম তাঁকে হত্যা করার জন্য তাঁকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন। যখন তাঁরা তরবারি নিয়ে আসলেন তখন ঈসা ইব্ন মূসা তাঁদেরকে বললেন, আমাকে তোমরা খলীফার নিকট নিয়ে চল। তখন তাঁরা তাকে খলীফার নিকট নিয়ে গেলেন। ঈসা ইব্ন মূসা খলীফাকে বললেন,

আপনার চাচা এখানে উপস্থিত রয়েছেন, আমি তাঁকে হত্যা করিনি। খলীফা বললেন, তাহলে তাকে আমার কাছে নিয়ে আস। তখন তিনি তাঁকে উপস্থিত করালেন। খলীফা লজ্জিত হলেন এবং তাঁকে এমন একটি ঘরে বন্দী করার জন্য হুকুম দিলেন যার দেয়ালগুলো লবণের তৈরি। যখন রাত ঘনিয়ে আসল তখন তিনি বন্দীশালার দেয়ালে পানি ঢালতে নির্দেশ দেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর উপর দেয়াল ধসে পড়ল এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

এরপর মানসূর ঈসা ইব্‌ন মূসাকে যুবরাজ পদ থেকে বরখাস্ত করেন এবং তাঁর স্থলে স্বীয় পুত্র আল-মাহ্দীকে নিযুক্ত করেন। তিনি তাকে ঈসা মূসার উপরের আসনে ডান দিকে বসতে দিতেন। তিনি ঈসা ইব্‌ন মূসার দিকে দৃষ্টিপাত করতেন না। অনুমতি দেয়া, পরামর্শ করা, তার কাছে প্রবেশ করা ও তার কাছ থেকে বের হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে খুবই কম তার মতামত গ্রহণ করতেন। তারপর তাকে এভাবে দূরে রাখতে লাগলেন, তার সাথে অসৌজন্যমূলক ব্যবহার ও তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে লাগলেন। ফলে ঈসা ইব্‌ন মূসা নিজেই নিজের দাবী প্রত্যাহার করে নিল এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূরের জন্য বায়আত গ্রহণ করল। এর জন্য মানসূর তাকে প্রায় এক কোটি বিশ লক্ষ দিরহাম প্রদান করেন। এভাবে ঈসা ইব্‌ন মূসা ও তার পুত্রের ব্যাপারটি মানসূরের কাছে মীমাংসিত হয়ে গেল। মানসূর তার থেকে নারায হওয়ার পর পুনরায় তার উপর রাযী হলেন। এ দু'জনের মধ্যে এর পূর্বে এ সম্বন্ধে বহু চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা হয়। তার পুত্র মাহ্দীর বায়আত ও ঈসার ইসতিফা সম্পর্কে সদিচ্ছার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। জনসাধারণ মাহ্দীর সমকক্ষ কাউকে গণ্য করছে না ; অনুরূপ আমীরগণও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিরাজ করতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে ঈসা ইব্‌ন মূসা তা গ্রহণ করে এবং উল্লিখিত প্রতিদানও গ্রহণ করে। আর মাহ্দীর বায়আত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পূর্ব ও পশ্চিম, কাছে ও দূরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এতে মানসূর অত্যন্ত খুশী হন। কেননা খিলাফত তাঁর শাসনকাল পর্যন্ত তাঁর বংশের মধ্যে স্থায়ী হয়ে যায় এবং বনূ আব্বাসের যে কোন খলীফাই তাঁর বংশ থেকে উদ্ভূত হয়। ذَالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ “অর্থাৎ এসবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ (সূরা আনআম : ৯৬)।”

এ বছরই নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুবরণ করেন ঃ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর আল-উমরী, হাশিম এবং হাসান বসরীর সাথী হিশাম ইব্‌ন হাস্‌সান।

১৪৮ হিজরীর আগমন

পূর্ববর্তী বছর যারা তিফলীসের শহরগুলোতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করছিল এ বছর এসব তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মানসূর, হুমায়দ ইব্‌ন কাহতাবাকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের কাউকে গিয়ে পাননি। কেননা তারা তাদের শহরে প্রত্যাবর্তন করে গিয়েছিল। লোকজনকে নিয়ে এ বছর জা'ফর ইব্‌ন আবূ জা'ফর হজ্জব্রত পালন করেন। এবছরেও দেশের কর্মচারীবৃন্দ পূর্বের বছরের ন্যায় বহাল ছিলেন। এ বছরেই ইমাম মুহাম্মাদের পুত্র জা'ফর আস-সাদিক ইনতিকাল করেন। ‘কিতাবু ইখ্‌তিলাজিল আ'যা' (كِتَابُ اخْتِلَاجِ الْاَعْضَاءِ) -এর লেখক হিসেবে তাঁকে গণ্য করা হয়। অথচ এটা সঠিক নয়। এ বছরের রবীউল আউয়াল মাসে হাদীসের একজন বিখ্যাত উস্তাদ সুলায়মান ইব্‌ন মিহরান আল-আমাস ইনতিকাল করেন। আর

অন্য যাঁরা হারিছ আল-আওয়াম ইব্‌ন হাওসাব, আয-যুবায়দী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন আজলান।

১৪৯ হিজরীর আগমন

এ বছর বাগদাদের প্রাচীর নির্মাণ ও পরিখা খননের কাজ সুসম্পন্ন হয়। আর এবছরে আল-আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মাদ গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি রোমের শহরগুলোতে প্রবেশ করেন। তাঁর সাথে ছিলেন আল-হুসায়ন ইব্‌ন কাহতাবা এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন আশআছ। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আশআছ রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেন। এ বছরে লোকজনকে নিয়ে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আলী হজ্জব্রত পালন করেন। মানসূর তাঁকে তার চাচা আবদুস সামাদ ইব্‌ন আলীর স্থলে মক্কা ও হিজাযের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। বিভিন্ন শহরের কর্মচারীবৃন্দ পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় নিজ নিজ পদে বহাল থাকেন।

এ বছর যেসব মনীষী ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন ঃ যাকারিয়া ইব্‌ন আবূ যায়িদ, কাহমাস ইব্‌ন আল হাসান, আল মুছান্না ইব্‌ন সাবা এবং আল্লামা সীবুওয়ায়হ (র)-এর উস্তাদ আবূ 'আমর ঈসা ইব্‌ন উমর আছ-ছাকাফী আল-বসরী আন-নাহুয়ী। কেউ কেউ বলেন, তিনি খালিদ ইব্‌ন আল ওয়ালীদ-এর আযাদকৃত গোলামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছাকাফী গোত্রে বসবাস করেন বিধায় তাঁকে ছাকাফী বলা হত। তিনি ভাষা, ব্যাকরণ ও কিরাআত শাস্ত্রে একজন উচ্চমানের ইমাম ছিলেন। তিনি উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন কাছীর, ইব্‌ন মাহীসান এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ ইসহাক থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি হাসান বসরী ও অন্যান্য থেকে হাদীস শুনেছেন। আর তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন খলীল ইব্‌ন আহমাদ, আসমাঈ এবং সীবুওয়ায়হ। সীবুওয়ায়হ আল্লামা ছাকাফীর সাহচর্যে ছিলেন, তাঁর থেকে জ্ঞান অর্জন করেন এবং তাঁর থেকে উপকৃত হন। তিনি তাঁর ঐ কিতাবটি অধ্যয়ন করেন যার নাম দেয়া হয়েছিল اَلْجَامِعُ। তিনি তাতে সংযোজন করেন ও তা বর্ধিত করেন। এখন এটা সীবুওয়ায়হের কিতাব হিসেবে পরিচিত। অথচ এটা হল তাঁর উস্তাদের কিতাব। এ কিতাবে কোন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হলে তিনি তার উস্তাদ খালীল ইব্‌ন আহমাদকে জিজ্ঞাসা করতেন। আবার তাঁকেও খালীল, ঈসা ইব্‌ন উমর কর্তৃক প্রণীত কিতাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেন। সীবুওয়ায়হ বলেন, তিনি ৭৩টির অধিক কিতাব সংগ্রহ করেন যেগুলো কিতাবুল ইকমাল' (كتاب الاكمال) ব্যতীত সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন পারস্য দেশে। তিনি এটা নিয়ে অধ্যয়নে ব্যপ্ত ছিলেন। তাঁকে আমি বললাম, আমি আপনাকে এ কিতাবের গুপ্ত রহস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছি। তখন খালীল কিছুক্ষণ নিশ্চুপ ছিলেন। এরপর কবিতা আবৃত্তি করলেন ঃ

ذَهَبَ النَّحْوُ جَمِيْعًا كُلُّهُ + غَيْرَ مَا اَحْدَثَ عِيْسَى بْنُ عُمَرَ
ذَاكَ اِكْمَالٌ وهذَا جَامِعٌ + وَهُمَا لِلنَّاسِ شَمْشٌ وَّقَمَرٌ

অর্থাৎ "নাহু শাস্ত্র সম্পূর্ণটাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে তবে শুধু যা ঈসা ইব্‌ন উমর প্রণয়ন করেছেন এটা اكمال। আর এটা جامع। আর এ দুটো হচ্ছে জনগণের জন্য সূর্য ও চন্দ্র।" ঈসা অপ্রচালিত ও অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বাক্য ও শব্দ ব্যবহার করতেন। সিহাহ্ (الصحاح) নামক কিতাবে

আল-জাওহারী একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, একদিন ঈসা ইব্‌ন উমর গাধার উপর থেকে নীচে পড়ে যান তখন লোকজন তাঁর চতুর্দিকে জমায়েত হন। তিনি বলেন, مَا لَكُمْ تَكَا كَأْتُمْ عَلَىَّ অর্থাৎ 'তোমাদের কী تَكَاكَؤُكُمْ عَلَى ذِىْ مِرَّةٍ ؟ رِفَرْنِقِعُوْا عَنِّى হল, তোমরা আমার চতুর্দিকে জমায়েত হয়েছে যেমন তোমরা একজন পাগলের চতুর্দিকে জমায়েত হয়েছ। তোমরা আমার এখান থেকে সরে যাও।' অন্য একজন বলেন, তাঁর ছিল শ্বাস-কষ্টের রোগ। এ কারণে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে যায়। লোকজন মনে করতে লাগল যে, তিনি মৃগী রোগগ্রস্ত। তারা তাঁর সেবা করতে লাগল ও ঝাড়-ফুঁক করতে লাগল। যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন তখন তিনি যা বলার তা বললেন। কেউ কেউ বলেন, আমার মনে হয় যে, তিনি ফার্সী ভাষায় কথা বলতেন। ইব্‌ন খাল্লিকান উল্লেখ করেন তিনি আবূ আমর ইবনুল আলার সাথী ছিলেন। একদিন ঈসা ইব্‌ন উমর আবূ আমর ইবনুল 'আলাকে বললেন, আমি মা'আদ ইব্‌ন আদনান থেকে অধিক শুদ্ধ কথা বলি। আবূ আমর তাঁকে বললেন, তুমি নিম্নবর্ণিত কবিতাটি কেমন পড়? قَدْ كُنَّ يُخْبَانَ الْوُجُوْهَ تَسَتُّرًا - فَالْيَوْمَ حِيْنَ بَدَأْنَ لِلنَّظَّارِ অর্থাৎ "মহিলাগুলো পর্দার খাতিরে মুখগুলোকে ঢেকে রাখত; আজকাল তারা দৃষ্টি নিক্ষেপকারীর জন্য তা প্রকাশ করে দিয়েছে।" কিংবা بدين হবে? তিনি বলেন, হাঁ بَدَيْنَ হবে। আবূ আমর বললেন, তুমি ভুল করেছ, যদি بَدَأْنَ বলতেন তাহলেও ভুল হত। আবূ আমর তাঁকে ভ্রান্তিতে ফেলার ইচ্ছা করেছিলেন। শুদ্ধ হবে بَدَا يَبْدُوْ থেকে, অর্থ হবে প্রকাশ করা কিংবা بَدَأَ يَبْدَأُ থেকে অর্থ হবে কোন কাজ শুরু করা।

১৫০ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছর উস্তাদ সীস নামী একজন কাফির খুরাসানের শহরগুলোতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সে অধিকাংশ বাসিন্দাদের প্রভাবিত করে। তার সাথে প্রায় তিন লক্ষ লোক মিলিত হয়। তারা সেখানকার মুসলমানদের বহু লোককে হত্যা করে। আর ঐসব শহরে যে সকল সৈন্য ছিল তাদেরকে তারা পরাজিত করে। আবার বহু লোককে তারা বন্দী করে। তাদের কারণে এলাকাময় বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের বিষয়টি প্রকট আকার ধারণ করে। মানসূর খাযিম ইব্‌ন খুযায়মাকে তাঁর পুত্র মাহ্‌দীর কাছে প্রেরণ করেন যাতে সে তাকে এসব শহরে যুদ্ধ করার জন্য সাহায্য করতে পারে এবং যেসব সৈন্য দ্বারা তাঁর পুত্র তাদের মুকাবিলা করবে তাদের সাথে যোগ দিতে পারে। মাহ্‌দী তখন হাশিমী শৌর্য-বীর্যে উদ্দীপ্ত হলেন এবং খাযিম ইব্‌ন খুযায়মাকে এসব শহর ও সৈন্য দলের কর্তৃত্ব প্রদান করেন। আর চল্লিশ হাজার সৈন্যসহ তাকে শত্রুর মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং সেখানে পৌছে বিভিন্ন রকমের কৌশল অবলম্বন করেন ও অতর্কিতে তাদের উপর হামলা করেছেন। আর তরবারি ও তীর-ধনুকের সাহায্যে তাদের মুকাবিলা করতে লাগলেন। শত্রু পক্ষের সত্তর হাজার সৈন্য নিহত হয় ও তাদের চৌদ্দ হাজার বন্দী হয়। তাদের নেতা উস্তাদ সীস পলায়ন করে ও পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। খাযিম পাহাড়ের নীচে আগমন করেন এবং সমস্ত কয়েদীকে হত্যা করেন। বাকী সৈন্যদেরকে ঘেরাও করে রাখেন। তখন তারা কোন এক আমীরের আদেশ মান্য করার স্বীকৃতি ঘোষণা করে। আমীর

আদেশ করলেন যেন বিদ্রোহী নেতা ও তার পরিবারবর্গকে শিকল দ্বারা বন্দী করা হয় এবং তার সাথে যেসব সৈন্য ছিল তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হয়। তারা ছিল সংখ্যায় ত্রিশ হাজার। খাযিম এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমস্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেন। উস্তাদ সীসের সাথে যারা ছিল তাদের প্রত্যেককে দু'টো করে কাপড় দিয়ে ছেড়ে দেন। তিনি বিজয়ের কথা জানিয়ে মাহদীর কাছে পত্র লিখেন। মাহদী আবার এ ব্যাপারে তাঁর পিতা মানসূরের কাছে পত্র লিখেন। এ বছরের খলীফা মানসূর জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মানকে মদীনার শাসকের পদ থেকে বরখাস্ত করেন এবং হাসান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিবকে নিয়োগ দান করেন। এ বছরে লোকজনকে নিয়ে খলীফার চাচা আবদুস সামাদ ইব্‌ন আলী হজ্জব্রত পালন করেন। এ বছরই জাফর ইব্‌ন আমীরুল মু'মিনীন মানসূর ইনতিকাল করেন। তাঁকে প্রথমত বাগদাদে অবস্থিত বনূ হাশিমের কবরস্থানে দাফন করা হয়। এরপর অন্য জায়গায় তার লাশ স্থানান্তর করা হয়। এ বছরে হিজাযবাসীদের একজন ইমাম আবদুল মালিক ইব্‌ন আবদুল আযীয ইব্‌ন জুরায়জ ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসগুলোকে একত্র করেছেন। এবছরে আরো যাঁরা ইনতিকাল করেন তারা হলেন ঃ উছমান ইব্‌ন আল আসওয়াদ, উমর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ এবং হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর জীবনী

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর নাম হল আন-নু'মান ইব্‌ন ছাবিত আত-তায়মী আল-কূফী। তিনি ইরাকের ফকীহ ছিলেন। ইসলামের ইমামদের অন্যতম জ্ঞানী ও নেতৃস্থানীয় আলিমদের একজন সদস্য এবং তিনি ছিলেন বিভিন্ন মাযহাবের সেরা চার মাযহাবের চার ইমামের একজন। তিনি তাঁদের সকলের আগে ইনতিকাল করেন। কেননা তিনি সাহাবীদের যুগ পেয়েছিলেন। তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে দেখেছেন। কেউ কেউ বলেন, অন্যকেও দেখেছিলেন। আবার কেউ উল্লেখ করেন, তিনি সাতজন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি একদল তাবিঈ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন আল-হাকাম, হাম্মাদ ইব্‌ন আবূ সুলায়মান, সালামা ইব্‌ন ফুহায়ল, আমির আশশা'বী, ইকরামা, আতা, কাতাদা, আয-যুহরী, ইব্‌ন উমর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম নাফি', ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-আনসারী, আবূ ইসহাক আস-সাবীঈ। তাঁর থেকে একদল আলিম হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন ঃ তাঁর পুত্র হাম্মাদ, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন তাহমান, ইসহাক ইব্‌ন ইউসুফ আল-আযরাক, কাযী আসাদ ইব্‌ন আমর, আল-হাসান ইব্‌ন যিয়াদ আল-লুলুঈ, হামযা আয-যাইয়াত, দাঊদ আত-তায়ী, যুখার, আবদুর রায্‌যাক, আবূ নুআয়ম, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল-হাসান আশ-শায়বানী, হুশায়ম, ওয়াকী, কাযী আবূ ইউসুফ।

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুঈন বলেন, তিনি ছিলেন ছিকা বা বিশ্বস্ত-নির্ভরযোগ্য। তিনি ছিলেন সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁকে কখনও মিথ্যার সাথে অপবাদ দেয়া হয়নি। কাযীর পেশা গ্রহণ না করায় ইব্‌ন হুবায়রা তাঁকে প্রহার করেন, তবুও তিনি কাযী হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ তাঁর কথাকে ফাতওয়া হিসেবে গ্রহণ করতেন। ইয়াহ্ইয়া বলতেন, আমরা আল্লাহ্র প্রতি ভুল ধারণা করব না। আবূ হানীফার মতামত থেকে উত্তম মতামতের কথা আমরা আর শুনিনি। আমরা তাঁর অধিকাংশ মতকেই গ্রহণ করেছি।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) বলেন, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে আবূ হানীফা ও সুফিয়ান ছাওরী দ্বারা সহায়তা না করতেন তাহলে আমরাও অন্য সব লোকের ন্যায় অকর্মণ্য হয়ে যেতাম।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, আমি এমন একটি লোক সম্বন্ধে আমার অভিমত পেশ করছি যদি তিনি এ স্তম্ভটি স্বর্ণে পরিণত করার জন্য কারো সাথে কথা বলেন, তাহলে তিনি তাঁর দলীল অবশ্যই উপস্থাপন করতে পারবেন। ইমাম শাফিঈ (র) আরো বলেন, যিনি ফিকাহ্ শাস্ত্র শিখতে ইচ্ছা করেন তিনি আবূ হানীফা (র)-এর পরিবারের লোক। যিনি সীরাত শাস্ত্র শিখতে ইচ্ছা করেন তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের পরিবারের লোক, যিনি হাদীস শাস্ত্র শিখতে ইচ্ছা করেন তিনি ইমাম মালিক (র)-এর পরিবারের লোক, যিনি তাফসীর শাস্ত্র শিখতে ইচ্ছা করেন তিনি মুকাতিল ইব্ন সুলায়মানের পরিবারের সদস্য।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন দাউদ আল-হারীরী বলেন, মানুষের উচিত তাদের জন্য আবূ হানীফার ফিকাহ ও হাদীসের হিফাযত করা ও তাদের সালাতের মধ্যে আবূ হানীফার জন্য দু'আ করা। সুফিয়ান ছাওরী (র) ও ইবনুল মুবারক (র) বলেন, আবূ হানীফা (র) তাঁর যুগে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ফকীহ্ ছিলেন। আবূ নুআয়ম (র) বলেন, আবূ হানীফা (র) ছিলেন মাসআলাসমূহের সাগরের ডুবুরী। মাক্কী ইব্ন ইবরাহীম (র) বলেন, আবূ হানীফা (র) ছিলেন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শিক্ষিত।

আল-খতীব (র) নিজ সনদে আসাদ ইব্ন আমর (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবূ হানীফা (র) রাতে সালাত আদায় করতেন এবং সমস্ত রাতে কুরআন পাঠ করতেন। সালাতে এমন কান্নাকাটি করতেন যে প্রতিবেশীরা তাঁর উপর দয়া দেখাতেন। তিনি চল্লিশ বছর ইশার সালাতের ওযূ দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেন। যে জায়গায় তিনি ইনতিকাল করেন সেখানে তিনি সত্তর হাজারবার কুরআন খতম করেন। একশ পঞ্চাশ হিজরীর রজব মাসে তিনি ইনতিকাল করেন। ইব্ন মুঈন (র) বলেন, একশ একান্ন হিজরীতে আবার অন্যরা বলেন, একশ তিপ্পান্ন হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। প্রথম মতটি সঠিক। তাঁর জন্ম ছিল আশি হিজরীতে। তাঁর বয়স হয়েছিল পূর্ণ সত্তর বছর। বাগদাদে তাঁর সালাতে জানাযা অত্যন্ত ভিড়ের কারণে ছয়বার পড়া হয়। আর সেখানে তিনি সমাহিত হন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

১৫১ হিজরীর আগমন

এ বছর মানসূর উমর ইব্ন হাফসকে সিন্ধু থেকে বরখাস্ত করেন এবং হিশাম ইব্ন আমর আত-তাগিলিবীকে সেখানে নিযুক্ত করেন। সেখান থেকে তাঁকে বরখাস্ত করার কারণ হল ঃ

মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান যখন আত্মপ্রকাশ করেন তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্কে আল-আশতার উপাধি দিয়ে সিন্ধুতে উমর ইব্ন হাফস-এর কাছে প্রেরণ করেন। তাঁর সাথে ছিল একদল লোক, হাদিয়া, ঘোড়া ও গোলাম। হাফ্স ইব্ন উমর এগুলো গ্রহণ করেন। তখন আবদুল্লাহ্ উমরকে তাঁর পিতা মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানের প্রতি গোপনে দাওয়াত দিলেন। তিনি তাঁদের দাওয়াতে সাড়া দেন এবং সাদা পোশাক পরিধান করেন। মদীনায় মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র নিহত হওয়ার খবর পৌছলে তারা লজ্জিত হন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদের কাছে ওযর পেশ করতে লাগলেন। তখন আবদুল্লাহ্ বললেন, আমি নিজকে নিয়ে আশংকায়

রয়েছি। উমর বললেন, আমি তোমাকে আমাদের প্রতিবেশী দেশের মুশরিক বাদশার নিকট প্রেরণ করব। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অত্যন্ত তাযীম করেন। আর তিনি যখন তোমাকে চিনবেন ও জানতে পারবেন যে তুমি তাঁর বংশের সন্তান, তখন তিনি তোমাকে ভালবাসবেন। তিনি তাঁর প্রস্তাবে সায় দিলেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ঐ বাদশার কাছে চলে গেলেন ও তাঁর কাছে নিরাপদে বসবাস করতে লাগলেন। আবদুল্লাহ্ যায়দীয়াদের সওয়ারীতে আরোহণ করতেন এবং বিরাট সৈন্যদল নিয়ে শিকার করতে যেতেন। জনগণ তাঁর সাথে মিলিত হতেন এবং যায়দীয়াদের বিভিন্ন দলও তাঁর কাছে আসা যাওয়া করতেন।

অন্যদিকে মানসূর সিন্ধুর শাসক উমর ইব্ন হাফসকে তিরস্কার করেন। তাঁর কাছে লোক প্রেরণ করেন। আমীরদের একজন উমর ইব্ন হাফ্সকে বলেন, আমাকে মানসূরের কাছে প্রেরণ করুন। আর বিষয়টি আমার কাছে সমর্পণ করুন। আমি এব্যাপারে তাঁর কাছে ওযর পেশ করব। যদি আমি নিরাপদে ফেরত আসি তাহলে আপনি আমাকে দেখতে পাবেন। আর যদি ফেরত না আসি তাহলে আমি আপনার ও আপনার কাছে যেসব আমীর রয়েছেন তাঁদের জন্য আত্মোৎসর্গ করলাম। সুতরাং তিনি তাঁকে দূত হিসেবে মানসূরের কাছে প্রেরণ করেন যাতে বিষয়টি রফাদফা হয়ে যায়। দূতটি যখন মানসূরের সামনে দণ্ডায়মান হন, মানসূর তাঁর গর্দান মেরে দেবার হুকুম দেন। আর মানসূর সিন্ধু থেকে বরখাস্ত করে উমর ইব্ন হাফসের নিকট একটি পত্র লিখেন এবং আফ্রিকার শহরগুলোতে সেখানকার আমীরের পরিবর্তে তাঁকে নিয়োগ করেন। মানসূর যখন হিশাম ইব্ন আমরকে সিন্ধুর উদ্দেশ্যে রওনা করেন তখন তাঁকে হুকুম দেন সে যেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদকে ধরার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চালায়। সে এব্যাপারে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালাতে লাগল। মানসূর তাকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দেবার জন্য তার কাছে লোক প্রেরণ করেন। এরপর ঘটনাচক্রে হিশাম ইব্ন আমরের ভাই সায়ফ কোন এক জায়গায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদের দেখা পাই। সাথীসহ তাদের দু'জনের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়। আবদুল্লাহ্ ও তাঁর সকল সাথী নিহত হন। তবে নিহত ব্যক্তিদের লাশের মধ্যে আবদুল্লাহ্র লাশ মিশে যায়। তাই তারা তাকে সনাক্ত করতে পারেনি। হিশাম ইব্ন আমর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদের নিহত হবার সংবাদ দিয়ে মানসূরের কাছে একটি পত্র লিখেন। মানসূরও তার একাজের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে তার কাছে লোক প্রেরণ করেন এবং সে বাদশাহ আবদুল্লাহ্কে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিলেন। আর তাকে জানিয়ে দিলেন– আবদুল্লাহ্ সেখানে এক তরুণীকে বিবাহ ব্যতীত স্ত্রীরূপে ব্যবহার করে ও একটি সন্তান জন্ম দেয়। তার নাম রাখা হয় মুহাম্মাদ। যখন তুমি বাদশার উপর জয়লাভ করবে তখন সন্তানটিকে নিজ হিফাযতে রাখবে। হিশাম ইব্ন 'আমর তখন বাদশার উদ্দেশ্যে ধাবমান হলেন এবং তাঁর সাথে যুদ্ধ করলেন ও তাঁকে পরাজিত করলেন। আর তাঁর শহর, সম্পদ ও উৎপাদিত বস্তুসমূহ দখল করে নিলেন। মানসূরের কাছে বিজয় সংবাদ, এক-পঞ্চমাংশ গনীমত, সন্তান ও বাদশাকে প্রেরণ করেন। এতে মানসূর খুব খুশী হন। সন্তানটিকে মদীনায় প্রেরণ করেন এবং মদীনার প্রশাসককে একটি পত্র লিখে সন্তানটির সঠিক পরিচয় জানিয়ে দিলেন। আর তাকে তার পরিবারের কাছে পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন যাতে তার বংশধারা বিনষ্ট না হয়। এ সন্তানটিকে পরবর্তীতে বলা হয় আবুল হাসান ইব্ন আল-আশতার।

এ বছর মাহদী ইব্ন মানসূর খুরাসান থেকে নিজের পিতার কাছে আগমন করেন। তখন তাঁর পিতা, আমীরগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে রাস্তায় গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর বিভিন্ন শহরের প্রশাসকগণ এবং সিরিয়া ও অন্যান্য জায়গায় শাসনকর্তাগণ তাঁকে সালাম করার জন্য সামনে এগিয়ে আসেন। তাঁর নিরাপত্তা ও বিজয়ের জন্য তাঁকে তাঁরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর কাছে বিভিন্ন ধরনের হাদিয়া ও তোহফা পেশ করেন যার সংখ্যা ও বিবরণ পেশ করা রীতিমত একটি দুরূহ ব্যাপার।

আর-রুসাফার নির্মাণ

ইব্ন জারীর বলেন, এ বছরই খুরাসান থেকে মানসূরের পুত্র মাহদী প্রত্যাবর্তন করার পর মাহদীর জন্য মানসূর আর-রুসাফার নির্মাণ কাজ শুরু করেন। আর এটা বাগদাদের পূর্বাংশে অবস্থিত। এটার জন্য সুরক্ষিত প্রাচীর ও পরিখা নির্মাণ করা হয়। তার কাছে বাগান ও আঙ্গিনা তৈরি করা হয়। আর তাতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।

ইব্ন জারীর আরো বলেন, এ বছরই মানসূর নিজের জন্য জনগণের বায়আত নবায়ন করেন। তারপরে তাঁর পুত্র এবং তাদের পরে ঈসা ইব্ন মূসার বায়আত নবায়ন করেন। এরপর রাজ্যের আমীরগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আগমন করেন ও বায়আত গ্রহণ করেন। তাঁরা মানসূর ও তাঁর পুত্রের হাত চুম্বন করেন এবং ঈসা ইব্ন মূসার হাত স্পর্শ করেন কিন্তু চুম্বন করলেন না। আল্লামা ওয়াকিদী (র) বলেন, মানসূর মা'আন ইব্ন যাইদাকে সিজিস্তানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

এ বছর মক্কা ও তাইফের নায়িব মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী লোকজন -কে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। এবছরের কর্মরত বিভিন্ন নায়িবের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ মদীনায় হাসান ইব্ন যায়দ, কূফায় মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান, বসরার জাবির ইব্ন যায়দ কিলাবী, মিসরে ইয়াযীদ ইব্ন হাতিম, খুরাসানে হুমায়দ ইব্ন কাহতাবা এবং সিজিস্তানে মা'আন ইব্ন যাইদা। আর এ বছর আবদুল ওয়াহাব ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, হানযালা ইব্ন আবূ সুফিয়ান, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আউন এবং সীরাতে নববীর লেখক মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার। তাঁর এ সংকলনটি দিক নির্দেশনামূলক জ্ঞানের আধার এবং আলোকবর্তিকাময় গৌরব। দুনিয়ার সব মানুষ এক্ষেত্রে তাঁরই পরিবারের সদস্য যেমন ইমাম শাফিঈ (র) ও অন্যান্য ইমাম মন্তব্য করেন।

১৫২ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছর মানসূর মিসরের শাসনকর্তা ইয়াযীদ ইব্ন হাতিমকে বরখাস্ত করেন এবং তাঁর স্থলে মুহাম্মাদ ইব্ন সাঈদকে নিয়োগ প্রদান করেন। আফ্রিকার নায়িবের কাছে লোক প্রেরণ করেন। কেননা, তাঁর কাছে সংবাদ পৌছে যে, সে বিদ্রোহ করেছে এবং বিরোধিতা করেছে। তাই যখন তাকে মানসূরের কাছে উপস্থিত করা হল তখন তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার হুকুম দেয়া হল। মানসূর বসরা থেকে জাবির ইব্ন যায়দ আল-কিলাবীকে বরখাস্ত করেন এবং ইয়াযীদ ইব্ন মানসূরকে সেখানে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এ বছরই খারিজীরা সিজিস্তানে মা'আন ইব্ন যাইদাকে হত্যা করে। আর এ বছরই উব্বাদ ইব্ন মানসূর এবং ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ আয়লী ইনতিকাল করেন।

১৫৩ হিজরীর আগমন

এ বছর মানসূর তাঁর লেখক আবূ আইয়ুব মূরিয়ানীর উপর রাগান্বিত হয়ে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন, তার ভাই খালিদকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং তার ভাইয়ের চার পুত্র যথা সাঈদ, মাসউদ, মিখলাদ ও মুহাম্মাদকেও কারাগারে নিক্ষেপ করেন। আর তাদের থেকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ দাবী করেন। এটার কারণ ইব্‌ন 'আসাকির, আবূ জা'ফর মানসূরের জীবনীতে নিম্নরূপ উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর যৌবনকালে মাওসিলে আগমন করেন। তিনি ছিলেন ফকীর। তাঁর কিংবা তাঁর সাথে কোন কিছুই ছিল না। কোন মাঝির কাছে গায়ে খেটে কিছু সম্পদ অর্জন করেন। এ সম্পদ দ্বারা তিনি একটি মহিলাকে বিয়ে করেন। এরপর তিনি তাকে ওয়াদা ও আশা দিতে থাকেন যে, তিনি এমন এক ঘরের সন্তান যাদের কাছে দেশের শাসন ক্ষমতা অতি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। তারপর ঘটনাক্রমে সে তাঁর দ্বারা গর্ভবতী হয়ে যায়। অন্যদিকে বনূ উমাইয়া তাঁকে খোঁজ করতে লাগল। তখন তিনি এ মহিলা থেকে পালিয়ে যান এবং তাকে গর্ভবতী রেখে যান। যাওয়ার সময় তার কাছে একটি পত্র রেখে যান যার মধ্যে লেখা ছিল তাঁর বংশ ধারার একটি বিবরণ। আর তা হল ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস। আর তাকে হুকুম দিলেন যখনই তার জন্য সুযোগ হবে তখনই সে যেন তার কাছে চলে আসে। যদি সে কোন পুত্র সন্তান জন্ম দেয় তাহলে যেন তার নাম রাখে জা'ফর। এরপর মহিলাটি একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিল এবং তার নাম রাখল জা'ফর। ছেলে সন্তানটি বড় হতে লাগল তখন সে লেখা শিক্ষা করল এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্য সাগ্রহে শিক্ষা করল। আর অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে তাতে পাণ্ডিত্য অর্জন করল। তারপর বনূ আব্বাসের অনুকূলে দেশের শাসনক্ষমতা প্রত্যাবর্তন করে। তখন সে সাফ্ফাহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে এবং জানতে পারে যে সে তার স্বামী নয়। তারপর মানসূর খলীফা হন। সন্তানটি বাগদাদে আগমন করে এবং পত্র লেখকদের সাথে মেলামেশা করে। মানসূরের সরকারী হিসাব পত্র সংস্থার প্রধান আবূ আইয়ুব মূরিয়ানী তাকে পসন্দ করলেন এবং অন্যের থেকে তাকে অগ্রাধিকার দিলেন। ঘটনাক্রমে একদিন তিনি ও তরুণটি খলীফার সামনে উপস্থিত ছিলেন। খলীফা তাকে নিরীক্ষণ করছিলেন। এরপর একদিন খলীফা একজন লেখককে ডেকে আনার জন্য তার সেবককে পাঠান। সেবকটি ঐ যুবকটিকে নিয়ে খলীফার দরবারে হাযির হল। যুবকটি খলীফার সামনে একটি পত্র লিখছিল আর খলীফা তার দিকে নযর করছিলেন এবং গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন। এরপর তিনি তার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। যুবকটি সংবাদ দিল যে তার নাম জা'ফর। খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, কার ছেলে ? যুবকটি চুপ করে রইল। খলীফা বললেন, তোমার কী হয়েছে, কথা বলছ না কেন ? যুবকটি বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমার সংবাদ হল এরূপ এরূপ। খলীফার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। এরপর তিনি তার মাতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। যুবকটি তাকে বিস্তারিত সংবাদ প্রদান করল। খলীফাও মাওসিল শহর সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন এবং যুবকটির কাছে বিভিন্ন তথ্য বর্ণনা করলেন। যুবকটি অবাক হয়ে গেল। তারপর খলীফা বসা থেকে উঠে তার কাছে গেলেন এবং তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আর বললেন, তুমি আমার পুত্র। এরপর তিনি তাকে একটি মূল্যবান হার, প্রচুর সম্পদ ও একটি পত্র দিয়ে তার মাতার কাছে প্রেরণ করলেন এবং তার মাতাকে পুত্র ও তার প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত করলেন।

যুবকটি খলীফার এ গোপন তথ্য নিয়ে বের হয়ে গেল এবং তা নিজের কাছে সংরক্ষণ করল। তারপর সে আবূ আইয়ুবের কাছে গমন করল। আবূ আইয়ুব বললেন, তুমি খলীফার কাছে এত দেরী করলে কেন ? তখন যুবকটি বলল,"তিনি আমার দ্বারা অনেকগুলো পত্র লিখিয়েছেন।" এরপর দু'জনে আলাপ-আলোচনা করেন। যুবকটি রাগান্বিত হয়ে তার থেকে পৃথক হয় এবং অতি দ্রুত চলে যায়। তার মাতাকে সবকিছু জানাবার জন্য এবং তাকেও তার পরিবারকে স্বীয় পিতা খলীফার কাছে বাগদাদে নিয়ে আসার জন্য সে মাওসিলের দিকে রওনা হয়। সে কয়েক মনযিল পথ অতিক্রম করল। এরপর আবূ আইয়ুব তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে, সে সফরে বেরিয়ে পড়েছে। এতে আবূ আইয়ুব সন্দেহ করতে লাগলেন যে যুবকটি হয়ত তার কিছু গোপন কথা খলীফার কাছে ফাঁস করে দিয়েছে। তাই সে তার থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। তাই তিনি তার খোঁজে একজন দূত প্রেরণ করলেন এবং বললেন, তাকে তুমি যেখানেই পাবে আমার কাছে ফেরত নিয়ে আসবে। দূতটি তার খোঁজে বের হয়ে পড়ল এবং তাকে কোন একটি মনযিলে পেয়ে গেল। তখন সে যুবকটিকে শ্বাসরুদ্ধ করল এবং তাকে একটি কূপে ফেলে দিল। আর তার সাথে যা কিছু ছিল তা নিয়ে সে আবূ আইয়ুবের কাছে প্রত্যাবর্তন করল। আবূ আইয়ুব ঘটনা সম্বন্ধে অবগত হয়ে যুবকটির পেছনে দূত প্রেরণের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। অন্যদিকে খলীফা তাঁর সন্তানের তাঁর কাছে ফেরত আসার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অনেক দেরী হয়ে গেল এবং তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আবূ আইয়ুবের দূত তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে হত্যা করেছে। তখন তিনি আইয়ুবকে তলব করলেন এবং তাকে প্রচুর অংকের অর্থ জরিমানা করলেন। এরপর তিনি তাকে আরো শাস্তি দিতে লাগলেন। এমনকি তিনি তার সমস্ত ধন-দৌলত কেড়ে নিলেন ও তাকে হত্যা করলেন। আর বলতে লাগলেন, এ আমার প্রিয়জনকে হত্যা করেছে। এরপর থেকে মানসূর যখনই তাঁর পুত্রের কথা স্মরণ করতেন অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়তেন।

এ বছর সাফারীয়া ও অন্যান্য জায়গার খারিজীরা আফ্রিকান শহরগুলোতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাদের মধ্য থেকে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার একত্র হয়। তারা অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীতে বিভক্ত ছিল। তাদের নেতা ছিল আবূ হাতিম আল-আনমাতী এবং আবূ উব্বাদ। আবূ কুররাহ সাফারী চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তাদের সাথে সংযুক্ত হয়। তাদের সম্মিলিত বাহিনী আফ্রিকার নায়িবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাঁর সৈন্য সামন্তকে পরাজিত করে এবং তাঁকেও হত্যা করে। তাঁর নাম হল উমর ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন আবূ সুফরা। যিনি পূর্বে সিন্ধুর নায়িব ছিলেন। তাঁকে এ খারিজীরা হত্যা করে। খারিজীরা দেশে মারাত্মক বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। তারা মহিলা ও শিশুদেরও হত্যা করে।

এ বছর মানসূর জনগণের জন্য লম্বা কালো টুপি পরা বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেন। টুপির মাথা এত লম্বা ছিল যে জনগণ তা উপরের দিকে উঠিয়ে রাখার জন্য ছড়ি ব্যবহার করতে বাধ্য হত। কবি আবূ দালামা এ সম্পর্কে বলেন ঃ

وَكُنَّا نُرَجِّىْ مِنْ اِمَامٍ زِيَادَةً + فَزَادَ الاِمَامُ الْمُرْتَجِى فِى الْقَلاَنِسِ
تَرَاهَا عَلَى هَامِ الرِّجَالِ كَاَنَّهَا + دِنَانُ يَهُوْدٍ جُلِّلَتْ بِالْبَرَانِسِ

অর্থাৎ ঃ 'আমরা আমাদের ইমাম (খলীফা) থেকে কিছুটা সমৃদ্ধি আশা করেছিলাম। আমাদের কাঙ্ক্ষিত ইমাম আমাদেরকে টুপিতে সমৃদ্ধি দান করলেন। জনগণের মাথায় পরিহিত টুপিগুলোকে দেখবে যেমন ইয়াহূদী অজ্ঞ ব্যক্তিরা উঁচু টুপি পরিধান করে নিজেদেরকে সম্মানিত মনে করে থাকে।'

এ বছর মা'ইউফ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আল-হাজূরী গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং বহু রোমান ব্যক্তিকে বন্দী করেন। তাদের সংখ্যা প্রায় ছয় লাখ। আর প্রচুর সম্পদ গনীমত হিসেবে লাভ করেন। এ বছর যুবরাজ মাহ্‌দী ইব্‌ন মানসূর লোকজনকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। মক্কা ও তাইফের আমীর ছিলেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ; মদীনার নায়িব ছিলেন আল-হাসান ইব্‌ন যায়দ ; কূফার নায়িব ছিলেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান ; বসরার নায়িব ছিলেন ইয়াযীদ ইব্‌ন মানসূর এবং মিস্বরের নায়িব ছিলেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাঈদ। আল-ওয়াকিদী উল্লেখ করেন, মানসূর এ বছর ইয়াযীদ ইব্‌ন মানসূরকে ইয়ামানের শাসক নিযুক্ত করেন। আল্লাহ্‌ সম্যক অবগত।

এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন ঃ আবান ইব্‌ন সাম'আ, উসামা ইব্‌ন যায়দ আল-লায়ছী, ছাওর ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-হিমসী, আল-হাসান ইব্‌ন আম্মারা, কুতুর ইব্‌ন খালীফা, মা'মার এবং হিশাম ইব্‌ন গাযী। আল্লাহ্‌ সম্যক অবগত।

১৫৪ হিজরীর আগমন

এ বছর মানসূর সিরিয়ার শহরগুলোতে প্রবেশ করেন। বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারত করেন। পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সহকারে ইয়াযীদ ইব্‌ন হাতিমকে তৈরি করেন এবং তাঁকে আফ্রিকান শহরগুলোর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। আর খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। তিনি এ সেনাবাহিনীর জন্য প্রায় তেষট্টি হাজার দিরহাম খরচ করেন। যুফার ইব্‌ন আসিম আল-হিলালী গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ বছর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। বিভিন্ন শহর ও প্রদেশের নবাবগণ তাঁদের পূর্ববর্তী পদে বহাল ছিলেন। তবে বসরার আবদুল মালিক ইব্‌ন আইয়ুব ইব্‌ন যুবইয়ানকে শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। এ বছরই আবূ আইয়ুব লেখক ইনতিকাল করেন এবং তাঁর ভাই খালিদও ইনতিকাল করেন। মানসূর নির্দেশ দেন যেন তাঁর ভাইয়ের ছেলেদের হাত-পা কেটে ফেলা হয়। এরপর তাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয়। তাঁদের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করা হয়। এ বছর যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন ঃ

আশআব আত্‌-তামি'

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবুল আলা আশআব ইব্‌ন যুবায়র। কেউ কেউ বলেন, তাঁর উপনাম ছিল আবূ ইসহাক আল-মাদীনী। আবার কেউ কেউ বলেন, তাঁর উপনাম ছিল আবূ হুমায়দা। তাঁর পিতা ছিলেন আলে যুবায়রের আযাদকৃত গোলাম। মুখতার তাঁক হত্যা করেছিলেন। তিনি ছিলেন আল-ওয়াকিদীর মামা। তিনি আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জা'ফর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ডান হাতে আংটি পরতেন। তিনি আবান ইব্‌ন উছমান, সালিম ও ইকরামা (র) থেকেও বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন চতুর ও কৌতুকপ্রিয়। তাঁকে তার যুগের লোকেরা তাঁর অমিতব্যায়িতা ও লোভ লালসার জন্য পসন্দ করতেন। তাঁর প্রাচুর্য ছিল প্রশংসনীয়। আল ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদের কাছে দামেশকে প্রতিনিধি হিসেবে তিনি গমন করেছিলেন। ইব্‌ন আসাকির তাঁর

এমন জীবনী লিখেন যেখানে তিনি বিভিন্ন প্রকারের রঙ্গরসের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর থেকে দু'টি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদিন তাঁকে হাদীস বর্ণনার জন্য অনুরোধ করা হল, তখন তিনি বললেন, "ইকরামা আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, দু'টো কাজ যদি কেউ করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর তিনি চুপ রইলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, এগুলো কী ? তিনি বললেন, ইকরামা একটির কথা ভুলে গিয়েছেন। আর অন্যটি ভুলে গিয়েছি আমি।"

সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তাঁকে হেয় মনে করতেন। তাঁকে নিয়ে আনন্দ করতেন ও তার সাথে কৌতুক করতেন, তাঁকে নিয়ে জঙ্গলে যেতেন। শীর্ষ পর্যায়ের লোকদের মধ্য থেকে অন্যরাও এরূপ করতেন। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, একদিন ছেলেরা আশআবকে নিয়ে মজা করছিল। তিনি তখন তাদের বললেন, সেখানে কিছু লোক রয়েছেন যাঁরা আখরোট বিতরণ করছেন। উদ্দেশ্য হল– তাদেরকে তার নিকট থেকে বিতাড়িত করা। ঐদিকে তখন ছেলেরা দ্রুত দৌড়াতে লাগল। তিনি যখন তাদেরকে দৌড়াতে দেখলেন তখন বললেন, হয়ত এটা সত্য হতে পারে। তাই তিনিও তাদের অনুসরণ করতে লাগলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে একদিন বললেন, বলত, তোমার লোভ লালসার পরিধি কী ? তিনি বললেন, মদীনায় কোন বাসর ঘর উদযাপিত হলে আমি আশা করতে থাকি যে আমার এখানে বাসর ঘর উদযাপিত হবে। আমার ঘরটি আমি ঝাড়ু দেব, আমার দরজা পরিষ্কার করব এবং আমার সমস্ত বাড়িটাকেও ঝাড়ু দেব। একদিন তিনি এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, দেখলেন, লোকটি খড়-কুটা দিয়ে রেকাবি তৈরি করছে। তখন তিনি তাকে বললেন, এর মধ্যে একটি কিংবা দু'টি উপাদান বৃদ্ধি করে দাও হয়ত কোন দিনি আমাদের জন্য এটার মধ্যে হাদিয়া রাখা হবে। ইব্ন আসাকির (র) বলেন, আশআব একদিন সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর সামনে কোন কবির কবিতা দ্বারা গান গায় ঃ

مَضَيْنَ بِهَا وَالْبَدْرُ يُشْبِهُ وَجْهَهَا + مَطَهَّرَةُ الْاَثْوَابِ وَالدِّيْنُ وَافِرُ
لَهَا حَسْبٌ زَاكٍ وَعِرْضٌ مُهَذَّبٌ + وَعَنع كُلِّ مَكْرُوْهٍ مِنَ الْاَمْرِ زَاجِرُ
مِنَ الْخَفَرَاتِ الْبِيْضِ لَمْ تَلْقَ رِيْبَةً + وَلَمْ يَسْتَمِلُهَا عَنْ تُقَى اللّٰهِ شَاعِرُ

অর্থাৎ "প্রেমিকার কাছ দিয়ে অন্যান্য মহিলারা গমন করছিল। প্রেমিকার চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্র সদৃশ, সে পাক পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিহিতা। তার ধর্ম প্রতিপালনে রয়েছে পূর্ণতা। তার রয়েছে যথেষ্ট পবিত্রতা এবং সমুন্নত মান সম্মান। প্রতিটি মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার প্রেরণা রয়েছে তার মধ্যে। সে শুভ্র বসন পরিহিতা লজ্জাশীলাদের অন্তর্ভুক্ত ; তার স্বচ্ছতায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কোন কবি তার আল্লাহ্ ভীতির ব্যাপারে বিমর্ষবোধ করে না।"

সালিম তাঁকে বললেন, "উত্তম বলেছ, আরো একটু বল" তখন তিনি আরো গাইলেন ঃ

اَلَمَّتْ بِنَا وَاللَّيْلُ وَاجٍ كَاَنَّهُ + جِنَاحُ غُرَابٍ عَنْهُ قَدْ نَفَضَ الْقَطْرَا

فَقُلْتُ اَعَطَّارُ ثُوِىَ فِىْ رِحَالِنَا + وَمَا عَلِمْتُ لَيْلِى سَوَى رِيْحِمَا عَطْرًا -

অর্থাৎ "প্রেমিকা আমাদের কাছে আগমন করেছে আর অন্ধকার রাত যেন কাকের পালক যা বৃষ্টির ফোঁটা ঝেড়ে ফেলেছে, তখন আমি বললাম, মনে হয় যেন কোন আতর বিক্রেতা আমাদের আস্তানায় অবস্থান করছে, তার সুগন্ধি ব্যতীত এ রাতে আমি অন্য কোন সুগন্ধির খবরই রাখি না।" তিনি তাকে বললেন, তুমি উত্তম বলেছ। জনগণ যদি বলাবলি না করত তাহলে আমি তোমাকে পুরস্কার প্রদান করতাম। আর তুমি আরো একটি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হতে।

এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের কয়েকজন হলেন ঃ জা'ফর ইব্‌ন বারকান ; হাকাম ইব্‌ন আবান ও আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন জাবির ; কুররাহ্ ইব্‌ন খালিদ, কিরাআত বিশেষজ্ঞদের অন্যতম আবূ আমর ইবনুল আলা। তাঁর উপনামই তাঁর নাম। আবার কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম রাইয়ান। প্রথমটিই বিশুদ্ধ।

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ আমর ইবনুল আলা ইব্‌ন আম্মার ইবনুল উরইয়ান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইবনুল হুসায়ন আত-তামীমী আল-মাযিনী আল-বসরী। কেউ কেউ বলেন, তাঁর বংশধারা অন্যরূপ। তিনি ফিকাহ্ , নাহু ও কিরাআত শাস্ত্রে নিজ যুগের বড় পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বর্ষীয়ান বাস্তবধর্মী আলিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি আরবী ভাষায় লিখিত কিতাব দিয়ে ঘর ভরে ফেলেছিলেন। এরপর তিনি আল্লাহ্‌র ইবাদত ও বন্দেগীতে মগ্ন হন এবং এগুলোর সব কিছু জ্বালিয়ে দেন। এরপর তিনি পূর্বাবস্থায় ফিরে আসেন। আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি যা কিছু মুখস্থ ছিল তা ব্যতীত তার কাছে কিছুই অবশিষ্ট রইল না। আর জাহিলী যুগের আরব মনীষীদের অনেকের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন। হাসান বসরীর যুগেও তাঁর পরের যুগে তিনি ছিলেন অগ্রগামী। আরবী ভাষায় তাঁর গ্রহণীয় ব্যাখ্যার মধ্যে একটি হল গর্ভস্থ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে الغرة। শব্দটির তাফসীর। এ শব্দটির গ্রহণীয় অর্থ হল সুভ্র শিশুটি বালক হোক কিংবা বালিকা। এ অর্থটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বাণী থেকে সংগৃহীত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ اَمَةٌ -যদি যে কোন বালক কিংবা বালিকা উদ্দেশ্য হত তাহলে غرة বলে বিশেষিত করা হত না। غُرَّةٌ অর্থ শুভ্রতাই। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, এ তাফসীরটি অভিনব বা একক বর্ণনা। মুজাহিদ (র) বলেন, ইমামদের মাঝে কারো কথার সাথে এ তাফসীরের কোন সামঞ্জস্য আছে বলে আমার জানা নেই। তাঁর থেকে উল্লেখ রয়েছে যে, যখন রমাযান মাস শুরু হত তখন তিনি মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত কবিতা আবৃত্তি করতেন না। তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং প্রতিদিন নতুন নতুন পানপাত্র ও তাজা পুদিনা পাতা (সুগন্ধি) খরিদ করতেন। আল-আসমাঈ প্রায় দশ বছর তাঁর সাহচর্যে ছিলেন।

এ বছরই তিনি ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি একশ ছাপ্পান্ন হিজরীতে ইনতিকাল করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি একশ ঊনষাট হিজরীতে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ সম্যক অবগত। তিনি প্রায় নব্বই বছর জীবিত ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি নব্বই বছর অতিক্রম করেছিলেন। সিরিয়ায় তাঁর কবর অবস্থিত। কেউ কেউ বলেন, কূফায় তাঁর কবর অবস্থিত। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

সালিহ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস-এর জীবনীতে ইব্‌ন আসাকির তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস থেকে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, "একশ চুয়ান্ন হিজরীর পর তোমাদের কারো একটি কুকুর ছানা পোষা, নিজ সন্তানকে লালন-পালন করার চেয়ে উত্তম।" এ বর্ণনাটি অত্যন্ত বর্জনীয়, তাঁর সনদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইবনুল আসাকির এটাকে খায়ছামা ইব্‌ন সুলায়মান থেকে পরিপূর্ণ পন্থায় উল্লেখ করেছেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আওফ আল-হিমসী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আবার আবুল মুগীরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আস-সামাত থেকে বর্ণনা করেন এবং তিনি সালিহ্ থেকেও বর্ণনা করেন। এ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আস-সামাতকে আমি চিনি না। আমাদের উস্তাদ আল-হাফিয আয-যাহাবী তাঁর কিতাব 'میزان' এ উল্লেখ করেন যে, সালিহ ইব্‌ন আলী থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে তা মাওযূ' অর্থাৎ ভিত্তিহীন।

১৫৫ হিজরীর আগমন

এ বছরই ইয়াযীদ ইব্‌ন হাতিম আফ্রিকার শহরগুলোতে প্রবেশ করেন। শুরুতে তিনি হাতে গোনা কয়েকটি শহর জয় করেন এবং এগুলোতে যারা খারিজীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল তাদের হত্যা করা হয় এবং তাদের আমীরদেরকেও হত্যা করা হয়। আর তাদের বর্ষীয়ানদেরকে বন্দী করা হয় এবং তাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে লাঞ্ছিত করা হয়। এসব শহরের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা ভয়ে এবং সম্মান অসম্মানে পরিবর্তিত হয়। তাদের যেসব আমীর নিহত হয় তাদের দু'জন খারিজী আমীর হল আবূ হাতিম ও আবূ উব্বাদ। এরপর যখন শহরগুলোর কার্যপ্রণালীর বিধি-বিধান সুদৃঢ় রূপ ধারণ করল তখন তিনি আল-কায়রাওয়ান এর শহরগুলোতে প্রবেশ করেন এগুলোকে সুশৃংখল করেন। এগুলোর বাসিন্দাদের জন্য স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। তাদের কার্যপ্রণালীর সুদৃঢ় রূপ প্রদান করেন এবং যাবতীয় অসুবিধা দূরীভূত করেন। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

প্রসিদ্ধ শহর আর-রাফিকা এর নির্মাণ

এ বছর খলীফা মানসূর বাগদাদ নির্মাণ কাঠামোতে আর-রাফিকা শহর নির্মাণের ফরমান জারি করেন। সেখানে শহরের চতুর্দিকে প্রাচীর নির্মাণ করতে এবং শহরের চতুর্দিকে প্রয়োজনীয় পরিখা খনন করার নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে বাসিন্দাদের থেকে কর আদায় করা হয়। সচ্ছল বাসিন্দাদের থেকে মাথা পিছু পাঁচ দিরহাম নির্ধারণ করা হয়েছিল, পরে এটাকে চল্লিশ দিরহামে উন্নীত করা হয়। এ সম্পর্কে তাদের একজন কবি বলেন ঃ

يَالِقَوْمِيْ مَا رَاَيْنَا + فِى اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَا
قَسَّمَ الْخَمْسَةَ فِيْنَا + وَجَبَانَا اَرْبَعِيْنَا

অর্থাৎ ঃ আমার সম্প্রদায়ের জন্য অবাক হতে হয়। আমরা আমাদের আমীরুল মু'মিনীনকে খুমুসের অংশ আমাদের মাঝে বণ্টন করতে দেখছি না বরং তিনি আমাদের থেকে চল্লিশ দিরহাম আদায় করা বাধ্যতামূলক করেছেন।

এ বছর ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর আস-সালামী গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। জিযিয়া আদায় করার শর্তে রোমের শাসক মানসূরের সাথে সন্ধি করার প্রস্তাব পেশ করেন।

এ বছর মানসূর তাঁর ভাই আল-আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মাদকে ইরাকের শাসনকার্য থেকে বরখাস্ত করেন এবং বহু সম্পদ তার থেকে জরিমানা হিসেবে আদায় করেন। এ বছর মানসূর মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আলীকে কূফার শাসনকর্তার পদ থেকে বরখাস্ত করেন। কেউ কেউ বলেন, এমন কতগুলো খারাপ কাজ তার থেকে সংঘটিত হওয়ার সংবাদ মানসূরের কাছে পৌঁছেছিল যেগুলো কর্মচারীদের পক্ষ থেকে সংঘটিত হওয়া সমীচীন নয়। কেউ কেউ বলেন, তার কারণ হল সে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবুল আওজাকে হত্যা করেছিল। আর এই ইব্‌ন আবুল আওজা ছিল ধর্মদ্রোহী বা নাস্তিক। কথিত আছে যে, যখন তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার হুকুম দেয়া হয় তখন সে স্বীকার করেছিল যে সে চার হাজার হাদীস রচনা করেছে। এগুলোর মাধ্যমে সে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বলে বর্ণনা করেছে। ঈদুল ফিতরের দিন লোকজনকে সিয়াম পালন করতে বলেছে এবং সিয়াম পালনের দিনগুলোতে লোকজনকে সিয়াম পালন না করতে বাধ্য করেছে। তখন মানসূর তার হত্যাকে তার গুনাহের কাজ গণ্য করে তাকে বরখাস্ত করার ও তাকে কারাগারে প্রেরণ করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু ঈসা ইব্‌ন মূসা তাঁকে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি তাকে এজন্য বরখাস্ত করবেন না কিংবা তাকে হত্যাও করবেন না। কারণ সে তো নাস্তিকতার জন্য ইব্‌ন আবুল আওজাকে হত্যা করেছে। যখন আপনি তাকে ইব্‌ন আবুল আওজার হত্যার কারণে অপসারিত করবেন– জনসাধারণ তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে এবং আপনার বদনাম করবে। তখন মানসূর তার থেকে কিছুদিনের জন্য ক্ষান্ত রইলেন। এরপর তাকে বরখাস্ত করেন এবং কূফায় তার জায়গায় আমর ইব্‌ন যুহায়রকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

এ বছর মানসূর মদীনা থেকে আল-হাসান ইব্‌ন যায়দকে বরখাস্ত করেন এবং তাঁর পরিবর্তে তাঁর চাচা আবদুস সামাদ ইব্‌ন আলীকে তাঁর সাথে সহযোগী নিয়োগ করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদকে মক্কার শাসনভার অর্পণ করেন। আল-হায়ছাম ইব্‌ন মুআবিয়াকে বসরার, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাঈদকে মিসরের, ইয়াযীদ ইব্‌ন হাতিমকে আফ্রিকার শাসনভার অর্পণ করেন। এ বছর সাফওয়ান ইব্‌ন আমর দামেশকী এবং উছমান ইব্‌ন আবুল আতিকা দামেশকী ইনতিকাল করেন। উছমান ইব্‌ন আতা এবং মিসআর ইব্‌ন মিকদামও এ বছর ইনতিকাল করেন।

হাম্মাদ আর-রাবীআ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল হাম্মাদ ইব্‌ন আবূ লায়লা মায়সারা ইব্‌ন আল-মুবারক ইব্‌ন উবায়দ আদ-দায়লামী আল-কূফী। কেউ কেউ মায়সারা এর পরিবর্তে সাবুর বলেন। তিনি ছিলেন বুকায়র ইব্‌ন যায়দ আল-খায়ল তায়ীর আযাদকৃত দাস। আরবের যুদ্ধ বিগ্রহ, ইতিহাস, আরবী কবিতা ও ভাষাবিদদের অন্যতম ছিলেন তিনি। তিনিই সুদীর্ঘ ও প্রসিদ্ধ সাবআ মুআল্লাকা কবিতার সংকলক ছিলেন। তিনি আরবের বহু কবিতার বর্ণনাকারী ছিলেন। আমীরুল মু'মিনীন আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক এ ব্যাপারে তাঁকে পরীক্ষা করেন। তখন তাঁর কাছে তিনি নুকতা বিহীন অক্ষর সম্বলিত ২৯টি দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করেন। প্রতিটি দীর্ঘ কবিতা ছিল প্রায় একশ পঙক্তি বিশিষ্ট। তিনি বলেন, আরব কবিদের কেউ যদি তাঁর কাছে এমন সব কবিতা আবৃত্তি করতে পারে যা অন্যের পক্ষে মুখস্থ করা সম্ভব নয় তখনই তাকে কবি বলে গণ্য করা যায়। হাম্মাদ এ ধরনের কবি হওয়ায় খলীফা তাঁকে এক লক্ষ দিরহাম প্রদান করেন।

আবূ মুহাম্মাদ আল-হারীরী তাঁর কিতাব 'দুররাতুল গাওওয়াস' (دُرَّةُ الْغَوَّاصِ) এ উল্লেখ করেন যে, হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক একদিন ইরাক থেকে তার শাসনকর্তা ইউসুফ ইব্ন উমরকে ডাকলেন। যখন তিনি খলীফার কাছে প্রবেশ করলেন তখন খলীফা শ্বেত মর্মর পাথরের নির্মিত একটি গোলাকার ঘরে অবস্থান করছিলেন। আর তাঁর কাছে ছিল দু'টি অত্যন্ত সুন্দরী নারী। তাঁকে তিনি কিছু কবিতা আবৃত্তি করতে বললেন। তিনি তাঁর সামনে কবিতা আবৃত্তি করলেন। তখন তিনি বললেন, তোমার প্রয়োজন পেশ কর। তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! যা আগে ছিল তা-ই যেন হয়। তিনি বললেন, সেটা কী? সে বলল, দু'নারীর একজনকে আমাকে দিয়ে দিন। খলীফা বললেন, এ দু'টো এবং এ দু'টোর গায়ে যা কিছু আছে সবগুলোই তোমাকে দান করলাম। তার কোন একটি ঘরে তাঁকে সুযোগ করে দিলেন এবং তাঁকে এক লাখ দিরহাম প্রদান করলেন। এটা একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, এ খলীফা হলেন আল-ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদ। কেননা তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর পাশে মদ পান করেছেন কিন্তু হিশাম মদ পান করতেন না। আর ইরাকে তার নায়িব ও ইউসুফ ইব্ন উমর ছিলেন না। তার নায়িব ছিলেন খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-কাসরী। আর তাঁর পরে ছিলেন ইউসুফ ইব্ন উমর ইব্ন আবদুল আযীয। এ বছরই হাম্মাদ ষাট বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। ইব্ন খাল্লিকান বলেন, কেউ কেউ বলেন– তিনি ৫৮ বছর বয়সে মাহদীর খিলাফতের প্রাথমিক যুগ পেয়েছিলেন। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

এ বছরই হাম্মাদ আজরাদকে তার ধর্মদ্রোহিতার কারণে হত্যা করা হয়। সে হল হাম্মাদ ইব্ন উমর ইব্ন ইউসুফ ইব্ন কুলায়ব আল-কূফী। তাকে ওয়াসিতীও বলা হয়। সে হল বনূ আসাদের আযাদকৃত দাস। সে ছিল কাফির, ইসলামের উপর অপবাদ প্রদানকারী, চতুর ও কৌতুকপ্রিয় কবি। সে দুটো শাসনকাল পেয়েছিল। একটি হল বনূ উমাইয়ার, দ্বিতীয়টি হল বনূ আব্বাসের। তবে সে বনূ আব্বাসের সময় পরিচিতি লাভ করে। তার ও বাশ্শার ইব্ন বুরদের মধ্যে ছিল বহু নিন্দাবাদের ঘটনা। এ বাশ্শারকেও ধর্মদ্রোহিতার কারণে হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে এ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হবে। বাশ্শারকে ধর্মদ্রোহী হাম্মাদের সাথে তারই কবরে দাফন করা হয়। কেউ কেউ বলেন, হাম্মাদ, আজরাদ একশ আটান্ন হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, একশ একষট্টি হিজরীতে সে মারা যায়। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

১৫৬ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছর মানসূরের নায়িব আল-হায়ছাম ইব্ন মুআবিয়া বসরায় জয়লাভ করেন। তিনি আমর ইব্ন শাদ্দাদকে হত্যা করেন, তিনি ছিলেন পারস্যের শাসক ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদের কর্মচারী। কথিত আছে যে, আল-হায়ছামের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমর ইব্ন শাদ্দাদের দু'হাত ও দু'পা কাটা হয়, তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয় ও পরে তাঁকে শূলে চড়ানো হয়। এ বছরই মানসূর এরূপ হত্যাকাণ্ডের নায়ক আল-হায়ছামকে বসরা থেকে অপসারিত করেন এবং তথাকার কাযী শিওয়ার ইব্ন আবদুল্লাহ্কে শাসক নিযুক্ত করেন। সুতরাং বিচার বিভাগ ও সালাত উভয়ের দায়িত্ব তাঁর মধ্যে একত্র হয়। পুলিশ বিভাগ ও অন্যান্য দায়িত্বে ছিলেন সাঈদ ইব্ন দালাজ। আমর ইব্ন শাদ্দাদের হত্যাকারী আল-হায়ছাম ইব্ন মুআবিয়া বাগদাদে ফিরে আসেন। এ বছর তিনি হঠাৎ

এখানে মারা যান। তিনি ছিলেন তাঁর দাসীর কোলে। মানসূর তাঁর সালাতে জানাযা পড়ান এবং তাঁকে বনূ হাশিমের কবরস্থানে দাফন করেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁর উপর নৃশংসভাবে নিহত আমর ইব্‌ন শাদ্দাদের অভিশাপ লেগেছিল। তাই মানুষের উচিত যুলুম থেকে বিরত থাকা।

মানসূরের ভাই আল-আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মাদ লোকজনকে নিয়ে এ বছর হজ্জ আদায় করেন। অন্যান্য শহরের কর্মচারীবৃন্দ নিজ নিজ পদে বহাল ছিলেন। পারস্য আহওয়ায ও দজলার পরগনা-সমূহের শাসক ছিলেন আম্মারা ইব্‌ন হামযা, কিরমান ও সিন্ধুর শাসক ছিলেন হিশাম ইব্‌ন আমর। এক বর্ণনানুযায়ী এ বছরই হামযা আয-যাইয়াত মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ কারী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। কিরাআতে দীর্ঘ মদের প্রবর্তনকারী বলে তিনি পরিচিত ছিলেন। এ কারণে কোন কোন ইমাম তাঁর সমালোচনা করেন। তাঁকে প্রবর্তক বলে অস্বীকার করেন। সাঈদ ইব্‌ন আরূবা এ বছরে ইনতিকাল করেন। এক বর্ণনা মুতাবিক তিনিই প্রথম সুনান (হাদীছসমূহ) সংগ্রহ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাওযাব, আবদুর রহমান ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন আন্‌উম আফ্রিকী এবং উমর ইব্‌ন যরও এ বছর ইনতিকাল করেন।

১৫৭ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছর মানসূর দুনিয়ায় চিরস্থায়ী হওয়ার (তাঁর নাম চিরস্থায়ী করার) শুভলক্ষণ হিসেবে বাগদাদে তাঁর আল-খুলদ নামী সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন। কিন্তু তাঁর সমাপ্তির সাথে সাথে তাঁর জীবনেরও অবসান ঘটে এবং তাঁর পরে অট্টালিকাটিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ অট্টালিকা তৈরির উদ্যোক্তা ছিলেন আবান ইব্‌ন সাদাকা এবং মানসূরের আযাদকৃত গোলাম আর রাবী। সে ছিল তাঁর দারোয়ান। এ বছর মানসূর বাজারগুলোকে রাজ ভবনের আশপাশ থেকে বাবুল কারখে (بَابُ الْكَرْخِ)-এ স্থানান্তরিত করেন। এর কারণ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ বছরই রাস্তা-ঘাটের প্রশস্ততার জন্য হুকুম জারি করা হয়। বাবুস সাঈর (بَابُ الشَّعِيْرِ) -এর কাছে পুল নির্মাণেরও আদেশ জারি করা হয়। এ বছর মানসূর সেনাবাহিনীর প্যারেড বা আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা করেন। সৈন্যগণ অস্ত্রেসস্ত্রে সুসজ্জিত হয় এবং তিনি নিজেও ভারী অস্ত্রসস্ত্র পরিধান করেন। আর এ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল দাজলা নদীর পাড়ে। এ বছরই সিন্ধু থেকে হিশাম ইব্‌ন আমরকে বরখাস্ত করা হয় এবং তথায় সাঈদ ইব্‌ন আল খালীলকে নিয়োগ দেয়া হয়। এ বছর ইয়াযীদ ইব্‌ন উসায়দ আস-সালামী গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি রোমের শহরগুলোতে ঢুকে পড়েন এবং আল-বাত্তালের আযাদকৃত গোলাম সিনানকে মুকাদ্দিমাতুল জায়শ (مقدمة الجيش) হিসেবে সর্বাগ্রে প্রেরণ করেন। তিনি বহু দুর্গ জয় করেন ও বহু লোককে বন্দী করেন এবং প্রচুর গনীমত অর্জন করেন। এ বছর ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। বিভিন্ন শহরের কর্মচারীবৃন্দ তাঁদের পূর্ববর্তী পদে বহাল ছিলেন। এ বছর যাঁা ইনতিকাল করেন তাঁরা হলেন ঃ আল-হুসায়ন ইব্‌ন ওয়াকিদ এবং সম্মানিত ইমাম, যুগের আল্লামা আবূ আমর আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর আল-আওযাঈ। যিনি ছিলেন সিরিয়াবাসীদের ফকীহ্ ও ইমাম। দামেশকবাসী ও তার আশপাশের শহরগুলোর বাসিন্দাগণ প্রায় দু'শ বিশ বছর যাবৎ তাঁর মাযহাবের অনুসরণ করেছেন।

আল-আওযাঈ (র)-এর জীবনী থেকে কিছু কথা

তাঁর নাম ছিল আবূ আমর আবদুর রহমান ইব্ন আমর ইব্ন মুহাম্মাদ আল-আওযাঈ। আল-আওযা হিময়ার বংশের একটি শাখার নাম। তিনি তাদের মধ্যে ছিলেন একজন। এরূপ বলেছেন মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ। অন্যরা বলেন, তিনি তাদের মধ্যে ছিলেন না ; তিনি বরং আল-আওযা মহল্লায় উপনীত হয়েছিলেন, আর এটা ছিল বাবুল কারাদীস (بَابُ الْقَرَادِيْسِ) এর বাইরে দামেশকের গ্রামগুলোর মধ্যে একটি গ্রাম। তিনি ছিলেন ইয়াহইয়া ইব্ন আমর আশ-শায়বানীর চাচাতো ভাই। আবূ যুরআ বলেন, আসলে তিনি ছিলেন সিন্ধুর কয়েদীদের অন্যতম। এরপরে তিনি আল-আওযায় উপনীত হন এবং তার দিকে সম্পর্কযুক্ত হয়ে আল-আওযাঈ হিসেবে পরিচিত হন। অন্য একজন বলেন, তিনি বালাবাক শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং আল বিকায় ইয়াতীম হিসেবে মায়ের কোলে লালিত-পালিত হন। তাঁর মাতা তাঁকে নিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তরিত হন। আর তিনি নিজে নিজে আদব আখলাক শিখেন। তাই রাজা বাদশা, খলীফা, উযীর, ব্যবসায়ী ও অন্যদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে তাঁর চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান, পরহিযগার, শিক্ষিত, বাগ্মী, সম্মানিত ও ধৈর্যশীল আর কেউ ছিল না। যখন তিনি কোন কথা বলতেন, তাঁর সহযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা তা শুনতেন তাঁরা তাঁর কথার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তা লিখে নেয়ার সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। এগুলোর প্রকাশনা ও গ্রন্থনার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করতেন। একবার তিনি ইমামার উদ্দেশ্যে প্রেরিত সৈন্য দলে কিংবা প্রতিনিধি দলে তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর থেকে হাদীস শুনেছেন। তাঁরই কাছে তিনি থাকতে লাগলেন। তখন তিনি তাঁকে বসরায় ভ্রমণ করার পথ নির্দেশনা দান করেন যাতে তিনি আল-হাসান ও ইব্ন সীরীন থেকে হাদীস শুনতে পারেন। তিনি তথায় যান কিন্তু তথায় গিয়ে দেখতে পান যে দু'মাস পূর্বে উস্তাদ আল-হাসান ইনতিকাল করেছেন। আর ইব্ন সীরীনকে অসুস্থ পেলেন। তিনি তাঁর বার বার সেবা শুশ্রূষা করেন। তাঁর অসুস্থতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে তিনি ইনতিকাল করেন। আল-আওযাঈ তাঁর থেকে কিছুই শুনতে পাননি। এরপর তিনি ভ্রমণ করতে লাগলেন এবং দামেশকে বাবুল কারাদীস (بَابُ الْقَرَادِيْسِ) -এর বাইরে আল-আওযা নামক মহল্লায় উপনীত হন।

তিনি তাঁর যুগের নিজ শহর ও অন্যসব জায়গার বাসিন্দাদের মুকাবিলায় ফিকাহ, হাদীস, মাগাযী (আল্লাহ্র পথে জিহাদকারিগণের গুণ গরিমা ও ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কিত বিবরণ) ও অন্যান্য ইসলামী জ্ঞানে নেতৃত্ব দান করেন। তিনি তাবিঈ ও অন্যদের একটি বিরাট দলকে পেয়েছেন। আর তাঁর থেকে নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের বিভিন্ন দল হাদীস বর্ণনা করেন। যেমন মালিক ইব্ন আনাস, আস-সাওরী ও আয-যুহরী। তিনি ছিলেন তাঁদের উস্তাদদের অন্তর্ভুক্ত। একাধিক ইমাম তাঁর প্রশংসা করেছেন। মুসলমানগণ তাঁর সত্যবাদিতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও নেতৃত্বে ঐকমত্য পোষণ করতেন। মালিক (র) বলেন, আল-আওযাঈ (র) ছিলেন এমন এক ইমাম যাঁর অনুকরণ ও অনুসরণ করা যায়। সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না ও অন্যরা বলেন, আওযাঈ ছিলেন নিজের যামানার

ইমাম।' একবার তিনি হজ্জ সম্পাদন করেন। তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন আর সুফিয়ান আস-সাওরী তাঁর উটের লাগাম ধরেছিলেন এবং মালিক ইব্ন আনাস (র) তা পরিচালনা করছিলেন। আস-সাওরী উচ্চৈ:স্বরে বলছিলেন উস্তাদের জন্য জায়গা ছেড়ে দাও; উস্তাদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দাও। এরপর তাঁরা দু'জন তাঁকে কা'বার কাছে বসালেন, তাঁরা তাঁর সামনে বসলেন এবং তার থেকে জ্ঞান অর্জন করতে লাগলেন। একবার মালিক (র) ও আওযাঈ (র) মদীনা শরীফে যুহরের সময় আলোচনা শুরু করেন। আসরের সালাত আদায় করা পর্যন্ত তাঁরা আলোচনা করছিলেন। এরপর আসর থেকে শুরু করে মাগরিব পর্যন্ত আলোচনা করছিলেন। আল-আওযাঈ (র) মালিক (র)-কে মাগাযীতে অভিভূত করেন এবং মালিক (র) আওযাঈ (র)-কে ফিকাহে অভিভূত করেন কিংবা ফিকাহের কিয়দাংশে অভিভূত করেন। একবার আল-আওযাঈ (র) ও আস-সাওরী (র) আল-খায়ফের মসজিদে রুকূ'তে হাত উঠানো এবং রুকূ' থেকে উঠার সময় হাত উঠানোর মাসআলায় মুনাযারা করেন। হাত উঠানোর পক্ষে আল-আওযাঈ (র) ইমাম যুহরী (র)-এর বর্ণনা দিয়ে দলীল পেশ করেন। ইমাম যুহরী (র) সালিম (র) থেকে এবং সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) রুকূ'তে যাওয়ার সময় এবং রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর সময় দু'হাত উঠাতেন।" আস-সাওরী (র) এটার বিরুদ্ধে ইয়াযীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ (র)-এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। তখন আল-আওযাঈ (র) একটু রাগান্বিত হন এবং বলেন, যুহরী (র)-এর হাদীসের মুকাবিলায় ইয়াযীদ ইব্ন আবূ যিয়াদের হাদীসকে পেশ করছ অথচ সে দুর্বল ব্যক্তি ? আস-সাওরী (র)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। আল-আওযাঈ (র) বলেন, আমি যা বলেছি তাতে তোমার কি খারাপ লেগেছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, চল আমরা রুকনের কাছে যাই এবং কে সত্যবাদী তা যাচাই করার জন্য একে অপরের প্রতি অভিসম্পাত করি। আস-সাওরী (র) নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

হিকল ইব্ন যিয়াদ বলেন, আল-আওযাঈ (র) সত্তর হাজার মাসআলায় ফাতওয়া প্রদান করেন। এ সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং সংবাদ পরিবেশন করেছেন। আবূ যুরআ (র) বলেন, তাঁর থেকে ষাট হাজার মাসআলা বর্ণিত রয়েছে। এ দু'জন ব্যতীত অন্যরাও বলেন, আল-আওযাঈ (র) একশ তের হিজরী থেকে ফাতওয়া দেয়া শুরু করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর। তারপর তিনি মৃত্যু অবধি ফাতওয়া প্রদান করতে থাকেন। আর তাঁর আকল বুদ্ধি ছিল সঠিক।

ইয়াহইয়া আল-কাত্তান (র) মালিক (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার কাছে একদিন আল-আওযাঈ (র) আস-সাওরী (র) ও আবূ হানীফা (র) একত্র হন। আমি বললাম, আপনি তাঁদের মধ্যে কাকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। তিনি বললেন, আল-আওযাঈ (র)-কে। মুহাম্মাদ ইব্ন আজলান (র) বলেন, আমি আল-আওযাঈ (র) থেকে মুসলমানদের জন্য অধিক উপদেশ প্রদানকারী আর কাউকে দেখিনি। অন্য একজন বলন, ইমাম আল-আওযাঈ (র)-কে কখনও অট্টহাসি অবস্থায় দেখা যায়নি। তিনি যখন জনসমক্ষে ওয়াজ করতেন, মজলিসের প্রত্যেকেই নিজ চোখে কিংবা অন্তরে কাঁদতেন কিন্তু তাঁকে কোন দিন মজলিসে কাঁদতে দেখা যায়নি। তবে যখন একাকী হতেন এমন কান্না কাঁদতেন যে যে কেউ তাঁর প্রতি দয়া দেখাতে বাধ্য

হতেন। ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুঈন (র) বলেন, বর্তমানে আলিম হলেন চারজন ঃ আস-সাওরী (র), আবূ হানীফা (র), মালিক (র), ও আল-আওযাঈ (র) ছিলেন নির্ভরযোগ্য সর্বজন গ্রাহ্য এবং যা শোনতেন তার অনুসরণকারী। আলিমগণ বলেন, আল-আওযাঈ (র) কথা-বার্তায় ভুল করতেন না। তাঁর লিখিত কিতানগুলো মানসূরের কাছে পেশ করা হলে তিনি এগুলোর প্রতি নযর দিতেন। এগুলোর ব্যাপারে চিন্তা করতেন। কিতাবের বিশুদ্ধতা ও বাক্য গঠনের নিপুণতা দেখে তিনি অবাক হয়ে যেতেন। খলীফা মানসূর একদিন বললেন, আমি তাঁর কিতাবটি সুলায়মান ইব্‌ন মুজালিদের কাছে পেশ করেছি। এর প্রেক্ষিতে সর্বদা আল-আওযাঈ (র)-এর প্রতি আমাদের উদার আচরণ করা উচিত। যারা আল-আওযাঈ (র) সম্বন্ধে জানে না বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের প্রতি যোগাযোগ করার সময় আল-আওযাঈ (র)-এর লেখা থেকে সাহায্য নেয়া উচিত। তখন সুলায়মান বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! হে আমীরুল মু'মিনীন ! দুনিয়ার কেউ তাঁর ন্যায় বাক্যগঠন করতে সক্ষম নয় কিংবা তাঁর ন্যায় কিছুটা ও গঠন করতে সক্ষম নয়। আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম বলেন, আল-আওযাঈ (র) যখন ফজরের সালাত আদায় করতেন সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ্‌র যিকির করতেন এবং এ অভ্যাস তিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের থেকে গ্রহণ করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আস-সাওরী ও তাঁর সাথীগণ ফিকাহ্ ও হাদীস সম্বন্ধে আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়তেন। আল-আওযাঈ (র) বলেন, একদিন আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বললেন, তুমিই এমন ব্যক্তি যে, তুমি সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ কর ? উত্তরে আমি বললাম, হে রব ! তোমার মেহেরবানীতে তা আমি করছি। এরপর আমি বললাম, হে আমার রব ! আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যু দিও। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, সুন্নাতের উপরেও।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন শুআয়ব ইব্‌ন শাবূর (র) বলেন, দামেশকের জামি মসজিদে এক বুযুর্গ ব্যক্তি আমাকে বললেন, "আমি অমুক দিন মৃত্যুমুখে পতিত হব।" উক্ত দিন আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি জামি মসজিদের আঙ্গিনায় ঘোরাঘুরি করছেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, মৃতদের খাটের কাছে গমন কর, এটার দিকে তোমার বাড়ার পূর্বে এটাকে আমার জন্য তোমার কাছে সংরক্ষণ কর। এরপর আমি বললাম, আপনি কী বলছেন ? তিনি বললেন, এটা হল তা যা আমি তোমাকে বলেছি। আর নিঃসন্দেহে আমি দেখেছি যেন এক ব্যক্তি বলছে; অমুক আমার সম-পর্যায়ের, অমুক এরূপ। উছমান ইব্‌ন আল আতিকা কতইনা ভাল মানুষ ! আবূ আমর আল-আওযাঈ যারা ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করছে তাদের চেয়ে উত্তম এবং তুমি অমুক দিন অমুক সময় মৃত্যুবরণ করবে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন শুআয়ব বলেন, যুহরের সময় না আসাতেই তিনি ইনতিকাল করেন। আমরা যুহরের পর তাঁর সালাতে জানাযা আদায় করলাম ও তাঁকে বহনকারী খাটটিকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। এ ঘটনাটি ইব্‌ন আসাকির উল্লেখ করেছেন।

আল-আওযাঈ (র) বেশী বেশী ইবাদত করতেন ও উত্তমরূপে সালাত আদায় করতেন। তিনি ছিলেন পরহিযগার, ইবাদতগুযার এবং অধিক মৌনতা অবলম্বনকারী। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি রাতের সালাতে দীর্ঘক্ষণ দণ্ডায়মান থাকবেন আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর দীর্ঘক্ষণ দণ্ডায়মান থাকাকে সহজ করে দেবেন। এ তথ্যটি আল্লাহ্ তা'আলার ফরমান থেকে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيْلاً - اِنَّ هٰؤُلَاءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلاً -

"অর্থাৎ, রাতের কিয়দাংশে তাঁর প্রতি সিজদাবনত হও (সালাত আদায় কর) এবং রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। তারা (কাফিররা) ভালবাসে পার্থিব জীবনকে এবং তারা পরবর্তী কঠিন দিনকে উপেক্ষা করে চলে (সূরা ইনসান ঃ ২৬-২৭)।"

আল-ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম (র) বলেন, ইবাদতগুযারীতে আল-আওযাঈ (র) থেকে অধিক সচেষ্ট আমি আর কাউকে দেখিনি। অন্য একজন মনীষী বলেন, আল-আওযাঈ (র) একবার হজ্জ করেন কিন্তু তিনি সওয়ারীতে নিদ্রা যাননি। তিনি সালাতে রাত কাটাতেন। যখন তন্দ্রা এসে যেত পালানে হেলান দিতেন। আর অতিরিক্ত অনুনয় বিনয়ের কারণে মনে হত যেন তিনি অন্ধ। একদিন একজন মহিলা আল-আওযাঈ (র)-এর স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করেন ও দেখেন, যে চাটাইয়ে তিনি (আওযাঈ) সালাত আদায় করেন তা ভিজা। মহিলাটি তাঁকে বললেন, সম্ভবত শিশুটি এখানে প্রস্রাব করেছে। আল-আওযাঈ (র)-এর স্ত্রী বললেন, এটা তাঁর স্বামীর অশ্রুর চিহ্ন যা সিজদায় ক্রন্দনের কারণে হয়ে থাকে। প্রতিদিনই তাঁর এরূপ অবস্থা হত।

আল-আওযাঈ (র) বলেন, তোমাকে পূর্ববর্তী আলিমগণের অনুসরণ করতে হবে যদিও জনগণ তা ছেড়ে দেয়। তোমাকে জনগণের কল্পকাহিনী থেকে বিরত থাকতে হবে যদিও তারা এটাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সুসজ্জিত করে দেখায়। কেননা বিষয়টি যখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে তখন যেন তুমি তা থেকে সহজ-সরল পথে অবস্থান করতে পার। তিনি আরো বলেন, পূর্ববর্তী পদ্ধতির উপর সুদৃঢ় থাক, দণ্ডায়মান হও যেখানে যেখানে সমাজের লোক দণ্ডায়মান হয় (অহংকার করবে না) বল যা তারা বলে, বিরত থাক যা থেকে তারা বিরত থাকে, তাদের যা যোগ্য করেছে তোমাকেও তা অবশ্যই যোগ্য করবে। তিনি বলেন, প্রকৃত জ্ঞান হল যা মুহাম্মাদ (সা)-এর সাহাবীদের থেকে এসেছে। আর যা তাঁদের থেকে আসেনি তা জ্ঞানই নয়। তিনি আরো বলতেন, শুধু মু'মিনের অন্তরে হযরত উছমান (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর মহব্বত একত্র হয়। যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে অমঙ্গলের ইচ্ছা করেন তাদের মধ্যে কলহ বিবাদের দরজা খুলে দেন এবং তাদের থেকে জ্ঞান ও আমলের দরজা বন্ধ করে দেন।

আলিমগণ বলেন, জনগণের মধ্যে আল-আওযাঈ (র) ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও দানশীল। তাঁর জন্য বায়তুল মালে (সরকারী কোষাগারে) অংশ ছিল। বনূ উমাইয়ার খলীফাগণ তাঁর জন্য অংশ নির্ধারণ করেছিলেন। বনূ উমাইয়ার আত্মীয়-স্বজনও তাকে অংশ দিতেন। বনূ আব্বাসের খলীফারাও তাঁকে বায়তুল মালের অংশ দিতেন যার মূল্যমান ছিল প্রায় সত্তর হাজার দীনার। তিনি তা থেকে কিছুই নিজের জন্য রাখেননি। কোন সরকারী সম্পত্তি বা অন্যান্য জিনিস নিজের জন্য দখল করেননি। যেদিন তিনি ইনতিকাল করেন তাঁর কাছে ছিল মাত্র সাতটি দীনার যা ছিল তাঁর দাফন করার আনুষাঙ্গিক খরচ। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন।

সাফ্ফার চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী সিরিয়া থেকে বনূ উমাইয়াকে বিতাড়িত করেন এবং তাদের রাজত্ব তাঁর হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। তিনি যখন দামেশকে প্রবেশ করেন আল-আওযাঈ

(র)-কে তলব করেন। আল-আওযাঈ (র) তাঁর থেকে তিনদিন অনুপস্থিত ছিলেন। এরপর তিনি তাঁর সামনে হাযির হন। আল-আওযাঈ (র) বলেন, যখন আমি তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম তখন তাঁকে একটি চৌকির উপর উপবিষ্ট দেখলাম। তাঁর হাতে ছিল একটি ছড়ি। তার ডানে ও বামে ছিল কৃষ্ণ বর্ণের দারোয়ান। তাদের সাথে ছিল খোলা তরবারি ও লোহার গদা। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের কোন উত্তর দিলেন না। তাঁর হাতের ছড়িটি দিয়ে মাটিতে খোঁচা দিলেন। এরপর বললেন, হে আওযাঈ ! শহর ও শহরবাসীদের থেকে এসব যালিমদের প্রতিপত্তি ধ্বংস করার জন্য আমরা যা কিছু করলাম এ সম্বন্ধে আপনি কী বলেন ? এটা কি জিহাদ না সীমান্ত রক্ষার প্রচেষ্টা ? আল-আওযাঈ (র) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আমীর ! আমি ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-আনসারী (র) থেকে শুনেছি। তিনি বলতেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম আত-তায়মী (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি আলকামা ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই আমল নিয়তের উপরই নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রয়েছে তাই যা সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর জন্য নিবেদিত তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর জন্য গণ্য। যার হিজরত হবে দুনিয়া অর্জন করার জন্য কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার জন্য তার হিজরত হবে তারই নিয়তে যার নিয়তে সে হিজরত করেছে।

আল-আওযাঈ (র) বলেন, এরপর তিনি পূর্বের চেয়ে অধিক জোরে ছড়ি দিয়ে মাটিতে খোঁচা দিলেন। আর তাঁর পাশে যারা তরবারি হাতে নিয়ে বসেছিল তাদেরকে তরবারি সুদৃঢ়ভাবে ধরতে বললেন। তারপর বললেন, হে আল-আওযাঈ (র) ! আপনি বনূ উমাইয়ার রক্তপাতের ব্যাপারে কী বলেন ? তখন আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলিম ব্যক্তির রক্তপাত হালাল নয়– জানের পরিবর্তে জান, বিবাহিত ব্যভিচারী, দীনের প্রত্যাখ্যানকারী ও মুসলিম জামাআত বর্জনকারী। তিনি আরো জোরে ছড়ি দিয়ে মাটিতে খোঁচা দিলেন এবং বললেন, তাদের সম্পদ সম্বন্ধে আপনি কী বলেন ? তখন আমি বললাম, তাদের হাতে থাকাকালীন যদি এগুলো তাদের জন্য হারাম হয়ে থাকে তাহলে এগুলো আপনার জন্যও হারাম। আর যদি তাদের জন্য হালাল হয়ে থাকে তাহলে এগুলো আপনার জন্য শরীআতের নিয়ম ব্যতীত হালাল নয়। পূর্বের চেয়ে বেশী জোরে তিনি মাটিতে খোঁচা দিলেন। এরপর বললেন, আমরা কি আপনাকে কাযী নিয়োগ করব ? তখন আমি বললাম, আপনার পূর্বপুরুষগণ এ ব্যাপারে আমাকে কোন প্রকার কষ্ট দেননি। আর আমি চাই, যেভাবে তাঁরা আমার প্রতি ইহসান করে কাজটি শুরু করেছেন তা পূর্ণতা লাভ করুক। তিনি বললেন, মনে হয় যেন আপনি বিরত থাকতে চান। তখন আমি বললাম, আমার দায়িত্বে রয়েছে কতগুলো পোষ্য। তাদের খাদ্য ও বস্ত্রের জন্য তারা আমার উপর নির্ভরশীল। আমার কারণে তাদের অন্তর অস্থির রয়েছে। আল-আওযাঈ (র) বলেন, আমি অপেক্ষা করছিলাম কোন সময় যে আমার মাথাটা আমার সামনে নীচে পড়ে যায়। এরপর আমীর আমাকে চলে যাবার নির্দেশ দিলেন। আমি যখন বের হয়ে আসলাম তখন দেখি আমার পেছন দিক থেকে তার দূত আমাকে ডাকছে আর দেখি তার সাথে রয়েছে দু'শত দীনার। সে বলল, আমীর আপনাকে বলছেন ঃ এগুলো খরচ কর। আল-আওযাঈ (র) বলেন, তারপর এগুলো আমি সাদাকা করে দিলাম। তবে এগুলো আমি ভয়ের কারণে গ্রহণ করেছিলাম। আল-আওযাঈ (র)

বলেন, উক্ত তিন দিন আমি সিয়ামপালন করছিলাম। কথিত আছে যে, আমীরের কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি তাঁর কাছে ইফতারী প্রেরণ করেন যেন তিনি তাঁর কাছে ইফতার করেন। কিন্তু তিনি তাঁর কাছে ইফতার করতে অসম্মতি প্রকাশ করেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, এরপর আল-আওযাঈ (র) দামেশক থেকে রওনা হন ও পরিবার-পরিজন নিয়ে বৈরুতে উপনীত হন। আল-আওযাঈ (র) বলেন, বৈরুতে আমি একবার অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি বৈরুতের কবরস্থান হয়ে যাচ্ছিলাম। কবরস্থানে আমি একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাকে দেখতে পেলাম। তখন আমি তাকে বললাম, ওহে ! এখানে বসতি কোথায় ? মহিলাটি বলল, যদি আপনি বসতি দেখতে চান তাহলে এটা– এ বলে সে কবরের দিকে ইংগিত করল। আর যদি আপনি ধ্বংস স্তুপ দেখতে চান তাহলে এটা আপনার সামনে– সে শহরের দিকে ইংগিত করল। এরপর আমি সেখানে বসবাস করার জন্য স্থির সিদ্ধান্ত নিলাম।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, আমি আল-আওযাঈ (র)-কে বলতে শুনলাম ঃ একদিন আমি মাঠে বের হলাম। সেখানে দেখতে পেলাম, তামা ইত্যাদি ধাতু তৈরি পাত্রের বার্নিশকারী একটি লোককে এবং অন্য একটি লোককে দেখতে ফেলাম যে সে প্রথম ব্যক্তির শ্রেণীভুক্ত এক ব্যক্তির উপর আরোহণ করে রয়েছে। তার উপর রয়েছে লোহার হাতিয়ার। যখনই সে হাত দ্বারা কোন দিকে ইশারা করে তার হাতের সাথে ঐ লোকটাও ঐদিকে ঝুঁকে বলতে থাকে ঃ

اَلدُّنْيَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ وَمَا فِيْهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ -

অর্থাৎ 'দুনিয়াটা অসার, অসার, অসার দুনিয়ায় যা কিছু রয়েছে তাও অসার, অসার, অসার।'

আল-আওযাঈ (র) বলেন, আমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তি ছিল যে জুমআর দিন শিকারে বের হত। সে জুমআর সালাতের জন্য অপেক্ষা করত না। একদিন সে তার খচ্চরসহ ধসে গেল। শুধু খচ্চরের দু'টি কান বাকী রয়ে গেল। একদিন আল-আওযাঈ (র) বৈরুতের মসজিদের দরজা দিয়ে বের হন। সেখানে ছিল একটি দোকান যার মধ্যে এক ব্যক্তি নাতিফ নামী এক প্রকার হালুয়া বিক্রি করত। তার পাশেই এক ব্যক্তি পিয়াজ বিক্রি করত। সে বলছিল, আসুন, আসুন, পিয়াজ নিন যা মধু থেকে অধিক মিষ্ট কিংবা বলত, নাতিফ থেকে অধিক মিষ্ট পিয়াজ খরিদ করুন। আল-আওযাঈ (র) বলেন, সুবহানাল্লাহ্ ! সে কি মনে করে যে, তার জন্য মিথ্যা বলা মুবাহ ? প্রকৃতপক্ষে সে দোকানদারটি মিথ্যা বলাকে দূষণীয় মনে করত না।

আল-ওয়াকিদী বলেন, আল-আওযাঈ (র) বলেছেন, আজকের দিনের পূর্বে আমরা হাসতাম ও খেলতাম কিন্তু যখন আমরা ইমাম হয়ে গেলাম, আমাদের অনুসরণ জনগণ করতে লাগল তখন আর আমরা আমাদের জন্য এটা সমীচীন মনে করছি না। আমাদের নিজেদেরকে নিজেরাই সংরক্ষণ করা উচিত। আল-আওযাঈ (র) তাঁর এক ভাইয়ের কাছে লিখেন ঃ এরপর– আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও রাসূল (সা)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের পর সমাচার এ যে, তুমি চতুর্দিক থেকে শত্রুমিত্র দ্বারা অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। আর প্রতিটি দিন ও রাত্রে তোমার কাছে রয়েছে আল্লাহ্‌র নিআমতের প্রাচুর্য সুতরাং তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আল্লাহ্‌র সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয়টি নিয়েও চিন্তু কর। আর এটাই হবে তোমার সাথে আল্লাহ্‌র সর্বশেষ প্রতিশ্রুতি। ওয়াস সালাম।

ইব্‌ন আবুদ দুনিয়া (র) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি

বলেন, আল-লায়ছ (র)-এর লেখক আবূ সালিহ্ (র) আল-হিকল ইব্ন যিয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আল-আওযাঈ (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি একদিন ওয়ায করেন। তাঁর ওয়াযে তিনি বলেন ঃ হে মানব জাতি ! ঐসব পরিমিত নিআমতের মাধ্যমে নিজেদেরকে শক্তিশালী কর যেগুলোর মধ্যে অবস্থান করে আল্লাহ্ তা'আলার প্রজ্বলিত আগুন থেকে তোমরা দূরে থাকতে পারবে যা তোমাদের অন্তরকে গ্রাস করবে। তোমরা দুনিয়ার মেহমানখানায় কম সময়ের জন্য অবস্থান করছ, অল্প কিছু দিনের মধ্যে তোমরা তা ত্যাগ করে চলে যাবে ; তোমরা বিগত প্রজন্মের স্থলাভিষিক্ত যারা তোমাদের পূর্বে দুনিয়ার সৌন্দর্য ও মনোমুগ্ধকর বস্তুসমূহ ভোগ করেছে। তারা ছিল তোমাদের চেয়ে বেশী বয়স্ক, দীর্ঘতর দেহের অধিকারী, বুদ্ধি বিবেচনায় তোমাদের চেয়ে অধিক পরিপক্ক এবং ধন-সম্পদ ও জনবলে তোমাদের চেয়ে বেশী প্রাচুর্যের অধিকারী। তারা পাহাড় পর্বত বিদীর্ণ করেছিল, উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল এবং তারা বিভিন্ন দেশে বীর বিক্রমে সগর্বে স্তম্ভের ন্যায় দেহ নিয়ে ভ্রমণ করেছিল। কালচক্র কম সময়ের মধ্যে তাদের স্মৃতি বিজড়িত চিহ্নগুলো মুছে ফেলে দেয়, তাদের ঘরবাড়িগুলোকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে দেয়, তাদের সুনাম ও সুখ্যাতি বিস্মৃত করে দেয়, তুমি এক তাদের কাউকে এখন দেখতে পাও ? অথবা তাদের ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও ? তারা আশা-আকাঙ্ক্ষার খেলায় মত্ত ছিল ভয়-ভীতি বলতে তাদের কিছুই ছিল না, তাদের মৃত্যু দিনক্ষণ সম্বন্ধে তারা ছিল ভ্রূক্ষেপহীন, তারা ছিল সলজ্জ সম্প্রদায় হিসেবে প্রত্যাবর্তন করতে অস্বীকারকারী। এরপর রাতের বেলায় তাদের আঙ্গিনায় আল্লাহ্র যে গযব অবতীর্ণ হয়েছিল সে সম্বন্ধে তোমরা অবগত হলে (কুরআনের মাধ্যমে), তাদের অনেকেই তাদের নিজ গৃহের ধ্বংসস্তুপে অধঃমুখে পতিত অবস্থায় পড়ে থাকল, পেছনে যারা বাকী রয়েছে তারা আল্লাহ্র নিআমতকে অবলোকন করছে এবং আল্লাহ্র প্রদত্ত শাস্তির চিহ্নগুলোর প্রতি ও তাদের পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্তদের থেকে আল্লাহ্র নিআমত কিভাবে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তার প্রতি তারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। আল্লাহ্র শপথ! তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত জনমানব শূন্য ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে, তারা মনে করছে যে, পূর্ববর্তীদের মান-মর্যাদা ছিল প্রচুর, আল্লাহ্ প্রদত্ত নিআমত ছিল উল্লেখযোগ্য, এসব নিআমতের প্রতি তাদের অন্তর ছিল নিমগ্ন, তাদের দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ, যারা মর্মন্তুদ আযাবকে ভয় করে তাদের জন্য ছিল এটা নিদর্শন এবং যারা ভয় করে তাদের জন্য ছিল নসীহত। তোমরা তাদের পরে সংক্ষিপ্ত আয়ু নিয়ে সংকীর্ণ দুনিয়ায় এসেছ। তোমরা এমন এক যুগে পদাবনি করেছ যার উত্তম অংশ চলে গেছে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপনের অবসান ঘটেছে, যার কল্যাণ ও উৎকর্ষ বিদায় নিয়েছে। এখন দেখা দিয়েছে মন্দের আধিক্য ও নোংরামির প্রতি অনুরাগ, অশ্রু বর্ষণকারীর আর্তনাদ, অত্যধিক রক্তপাতের শাস্তি, কাউকে বেকায়দাজনক অবস্থায় ফেলা, উপর্যুপরি ভূমিকম্প হওয়া, পরবর্তীদের হীনমন্যতা তাদের কারণেই জলে-স্থলে বিপর্যয় প্রকাশ পেয়েছে। জনগণ শহরগুলোকে সংকুচিত করছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করছে এবং লজ্জা ও মারাত্মক ত্রুটির শিকার হচ্ছে তারা। শ্রোতামণ্ডলী ! তোমরা এমন লোকের ন্যায় হবে না যাকে উচ্চাভিলাষ ধোঁকা দিয়েছে এবং যাকে দীর্ঘ হায়াত প্রতারণা করেছে। যাকে নিয়ে আশা আকাঙ্ক্ষা খেলা করছে। আমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি– আল্লাহ্ আমাদের ও তোমাদেরকে এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাদেরকে সৎপথে ডাকা হলে তারা দ্রুত সাড়া দেয় এবং কোন গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করা হলে তারা তা থেকে বিরত থাকে। আর তারা তাদের ঠিকানা বুঝতে পারে তাই তারা এটাতে নিজেদেরকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলে।

আল-আওযাঈ (র) যখন সিরিয়ায় প্রবেশ করেন তখন তিনি মানসূরের সাথে একত্র হন এবং তাঁকে নসীহত করেন। মানসূর তাঁকে পসন্দ করেন এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। যখন তিনি তাঁর সম্মুখ থেকে চলে যাবার ইচ্ছা করেন তখন তিনি মানসূরের কাছে কালো কাপড় পরিধান না করার অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং তিনি তখন তাঁকে অনুমতি দেন। যখন আল-আওযাঈ (র) বের হয়ে চলে গেলেন, মানসূর তাঁর দারোয়ান রাবীকে বললেন, তুমি যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা কর তিনি কালো কাপড় পরিধান করাটাকে খারাপ জানেন কেন ? তবে তাঁকে জানতে দেবে না যে আমি তোমাকে একথা বলেছি। রাবী তাঁকে জিজ্ঞাসা করল তখন তিনি বললেন, "কেননা আমি আজ পর্যন্ত হজ্জের কোন মুহরিমকে এ রংয়ের কাপড়ে ইহরাম বাঁধতে দেখিনি, কোন মৃত ব্যক্তিকে এ রংয়ের কাপড়ে কাফন দিতে দেখিনি। কোন কনেকে এরূপ কাপড়ে সজ্জিত করতে দেখিনি। এ জন্যই আমি এরূপ কাপড়ে পরিধান করা অপসন্দ করি।" সিরিয়াবাসীদের কাছে আওযাঈ (র) ছিলেন সম্মানিত ও মর্যাদাবান। তিনি যা আদেশ করতেন তাঁরা তাঁদের বাদশাহর হুকুম থেকেও তার বেশী সম্মান দিতেন। কোন এক সময় কোন এক বড় লোক তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করার মনস্থ করেছিলেন। তখন তাঁর সাথীরা তাঁকে বললেন, তোমার ব্যাপারে তাঁকে জড়িত করবে না। আল্লাহ্র শপথ! তিনি যদি তোমাকে হত্যা করার জন্য সিরিয়াবাসীদের নির্দেশ দেন তাহলে তারা অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবে। যখন তিনি ইনতিকাল করেন তখন কোন এক আমীর তাঁর কবরের উপর বসেন এবং বলেন, আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন। আল্লাহ্র শপথ! আমি আপনাকে এমন ব্যক্তি থেকেও বেশী ভয় করতাম যিনি আমাকে আমীর পদে নিয়োগ দিয়েছেন অর্থাৎ মানসূর। ইব্ন আবুল ইশরীন (র) বলেন, আল-আওযাঈ (র) ইনতিকাল করেননি যতক্ষণ না তিনি একাকী বসে নিজ কানে তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা গালি শুনেছেন।

আবূ বকর ইব্ন আল-আওযাঈ (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ আত-তানাফসী (র) বলেন, আমি আস-সাওরী (র)-এর কাছে বসে ছিলাম এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি আগমন করলেন এবং বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন পশ্চিম দিক থেকে সুগন্ধি আসছে। তিনি বললেন, যদি তুমি তোমার স্বপ্নে সত্যবাদী হও তাহলে জেনে রেখো যে, আল-আওযাঈ (র) ইনতিকাল করেছেন। তারপর আস-সাওরী (র)-এর সাথী-সঙ্গীরা এ ব্যাপারে যোগাযোগ করেন এবং ঐদিনই আওযাঈ (র) ইনতিকাল করেছেন বলে সংবাদ পৌঁছল। আবূ মিসহার (র) বলেন, আমাদের কাছে তথ্য পৌঁছেছে যে, তাঁর মৃত্যুর কারণ হল একদিন তাঁর স্ত্রী তাঁকে ভিতরে রেখে গোসলখানার দরজা বন্ধ করে দেন। এরপর তিনি সেখানে ইনতিকাল করেন। তিনি তা ইচ্ছাকৃত করেন। তখন সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয (র) তাঁকে একটি গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দেন। বর্ণনাকারী বলেন, মৃত্যুকালে তিনি কোন স্বর্ণরোপ্য, জমি কিংবা আসবাবপত্র রেখে যাননি। তাঁর দান থেকে অতিরিক্ত মাত্র ৮৬ দিরহাম রেখে যান। তিনি একবার নৌবাহিনীতে নিজের নাম তালিকাভুক্ত করেন। অন্যরা বলেন, গোসলখানার দরজা যিনি বন্ধ করেছিলেন তিনি হলেন গোসল খানার মালিক। তিনি গোসলখানা বন্ধ করে অন্য কাজে চলে গিয়েছিলেন। এরপর তিনি ফিরে এসে গোসলখানা খোলেন এবং তাঁকে মৃত দেখতে পান। তিনি তার ডান হাত গালে নীচে রেখে কিবলার দিকে মুখ করেছিলেন। তাঁর উপর আল্লাহ্ রহম করুন।

ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, এতে কোন মতবিরোধ নেই যে, তিনি বৈরুতে পরহেযগার ও সীমান্ত প্রহরীর ন্যায় ইনতিকাল করেন। তবে তাঁর বয়স ও ইনতিকালের বছর নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইয়াকূব ইব্‌ন সুফিয়ান (র) সালামা (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইমাম আহমাদ (র) আমি আল-আওযাঈ (র)-কে স্বচক্ষে দেখেছি। তিনি একশ পঞ্চাশ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। আল-আব্বাস ইব্‌ন আল-ওয়ালীদ বৈরুতী বলেন, একশ সাতান্ন হিজরী সালের সফর মাসের আটাশ তারিখ রবিবার দিনের প্রথম দিকে তিনি ইনতিকাল করেন। এটা অধিকাংশ আলিমের অভিমত। আর এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। এটাই আবূ মিশহার, হিশাম ইব্‌ন আম্মার এবং আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিমের অভিমত। এটাই শুদ্ধতম মতামত। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুঈন ইব্‌ন আবদুল আযীয ও আরো অনেকের এরূপ অভিমত। আল-আব্বাস ইব্‌ন আল-ওয়ালীদ (র) বলেন, তিনি সত্তর বছরে উপনীত হননি। অন্যরা বলেন, সত্তর বছর অতিক্রম করেছেন। শুদ্ধ হল সাতাত্তর বছর। কেননা তাঁর জন্ম হল শুদ্ধ মতে অষ্টাশি হিজরীতে। কেউ কেউ বলেন, তিনি তিয়াত্তর হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। এ মতটি দুর্বল। কোন এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি তাঁকে বলেন, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটবর্তী করে দেবে। তিনি উত্তরে বলেন, জান্নাতে আমি ইলমকে বাস্তবে রূপদানকারী আলিমের মর্যাদা থেকে অধিক মর্যাদাবান আর কাউকে দেখিনি। এরপর ক্ষতিগ্রস্তদের মর্যাদা।

১৫৮ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছরই মানসূরের আল-খুলদ নামী প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সুসম্পন্ন হয়। এতে তিনি সামান্য কিছুদিন বসবাস করেন। এরপর ইনতিকাল করেন ও তা ছেড়ে চিরদিনের মত চলে যান। এ বছরেই রোমের অত্যাচারী শাসক মারা যায়। এ বছরই মানসূর নিজের ছেলে আল-মাহ্‌দীকে আর-রিক্কা এ প্রেরণ করেন এবং তাকে হুকুম দেন যেন মূসা ইব্‌ন কা'বকে মাওসিল থেকে বরখাস্ত করা হয় ও তথায় খালিদ ইব্‌ন বারমাককে শাসক নিয়োগ করা হয়। এটা হয়েছিল বিস্ময়কারী একটি ঘটনা ঘটার পর। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদের জন্য এ ঘটনাটি ঘটেছিল। তা হল নিম্নরূপ ঃ

মানসূর একবার খালিদ ইব্‌ন বারমাকের উপর রাগান্বিত হলেন এবং ত্রিশ লক্ষ দিরহাম জরিমানা করলেন। এতে তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর কোন সম্পদই আর বাকী রইল না। অধিকাংশ জরিমানা আদায় করতে তিনি ছিলেন অক্ষম। তাঁকে সময় দেয়া হয়েছিল মাত্র তিন দিন। এ তিন দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ আদায় করতে হবে নচেৎ তাঁর রক্ত মুবাহ হয়ে যাবে অর্থাৎ তাঁকে হত্যা করা হবে। তাই তিনি তাঁর পুত্র ইয়াহ্‌ইয়াকে তাঁর আমীর সাথীদের কাছে প্রেরণ করলেন যাতে সে তাদের থেকে ঋণ গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে কেউ তাকে এক লাখ দিরহাম ঋণ দিল। কেউ তার থেকে কম দিল। আবার কেউ তার থেকে বেশী দিল। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদ বলেন, এ তিন দিনের মধ্য থেকে একদিন আমি বাগদাদের সেতুর উপর অবস্থান করছিলাম, আর আমাদের সাধ্যের বাইরে অর্থ সংগ্রহের জন্য আমি ছিলাম অত্যন্ত চিন্তিত। এমন সময় সেতুর কিনারায় যেসব লোক অবস্থান করে তাদের মধ্য থেকে একজন ধমক প্রদানকারী আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং আমাকে বলল, সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি তার দিকে তাকালাম না। তখন সে আমার দিকে এগিয়ে আসল এবং আমার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে আমাকে বলল,

তুমি চিন্তাগ্রস্ত, আল্লাহ্ তোমার চিন্তা দূর করে দেবেন। আগামী দিন তুমি এ জায়গা দিয়ে অতিক্রম করে যাবে আর তোমার সাথে থাকবে পতাকা। আমি তোমাকে যা বললাম তা যদি সত্য হয়, তাহলে তুমি আমাকে পাঁচ হাজার দিরহাম দেবে, তাই না ? আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সে যদি বলত পঞ্চাশ হাজার তাহলে আমি হ্যাঁ বলতাম, অবশ্য এটা দেয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তারপর আমি আমার কাজে চলে গেলাম। আর আমাদের দায়িত্বে ছিল তিন লক্ষ দিরহাম। তারপর মানসূরের কাছে মাওসিলের বিদ্রোহের ও কুর্দীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার সংবাদ পৌঁছল। মানসূর তখন আমিরদের সাথে পরামর্শ করলেন যে, মাওসিলের বিদ্রোহ দমন করার উপযুক্ত ব্যক্তি কে ? তাঁদের কেউ বললেন, খালিদ ইব্‌ন বারমাক। মানসূর তাঁকে বললেন, তার সাথে আমাদের এরূপ আচরণ করার পর কি সে এ কাজে নিজেকে উত্তমরূপে নিয়োগ করবে ? ঐ ব্যক্তি বললেন, হ্যাঁ, আমি এটার দায়িত্ব নিচ্ছি। তিনিই এ কাজের উপযুক্ত। মানসূর তখন তাঁকে হাযির হতে নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি তাঁকে সেখানের জন্য নিয়োগপত্র দিলেন। আর তাঁর বাকী জরিমানা মওকূফ করে দিলেন এবং তাঁর জন্য ঝাণ্ডা বেঁধে দিলেন। তাঁর পুত্র ইয়াহ্ইয়াকে আযারবায়যানের নিয়োগপত্র প্রদান করলেন। তাঁদের দু'জনের খিদমতে লোকজন বেরিয়ে আসলেন। ইয়াহ্ইয়া বলেন, আমি ঐ সেতুর কাছ দিয়ে গমন করছিলাম। ঐ ধমক প্রদানকারী আমাকে ধাওয়া করল এবং আমি তাকে যা দেবার অঙ্গীকার করেছিলাম সে তা দাবী করল। আমি তাকে পাঁচ হাজার দিরহাম প্রদান করলাম।

এ বছর মানসূর হজ্জের জন্য রওনা হন। নিজের সাথে কুরবানীর জানোয়ার নিয়ে যান। যখন তিনি কূফা অতিক্রম করে কয়েক মনযিল এগিয়ে যান তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেই অসুস্থতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর শরীরের অবস্থা খারাপ হয়ে যায় এবং প্রচণ্ড গরম ও প্রচণ্ড গরমে ভ্রমণের কারণে অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। তাঁর দাস্ত শুরু হয় ও তা প্রকট আকার ধারণ করে। এভাবে তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মক্কা প্রবেশ করার পর যুলহাজ্জা মাসের ছয় তারিখ শনিবার রাতে সেখানে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর সালাতে জানাযা আদায় করা হয় এবং মক্কার উঁচু ভূমিতে অবস্থিত বাবুল মুআল্লার নিকটের উঁচু ভূমিতে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর দিন তাঁর বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি আটষট্টি বছর বয়স পেয়েছিলেন। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত। দারোয়ান রাবী তাঁর মৃত্যুকে গোপন রেখেছিলেন যতক্ষণ না মাহদীর জন্য বিভিন্ন বাহিনীর সেনাপতি ও বনূ হাশিমের সর্দারদের তরফ থেকে বায়আত গ্রহণ করা হয়। এরপর তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর সালাতে জানাযা যিনি পড়িয়েছিলেন তিনি ছিলেন ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী। আবার তিনিই এ বছর লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন।

মানসূরের জীবন কাহিনী

তিনি হলেন আবূ জা'ফর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম আল-মানসূর। তিনি তাঁর ভাই আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ থেকে বয়সে বড় ছিলেন। তার মাতা ছিলেন উম্মু ওয়ালাদ।[১] তার নাম ছিল সালামা।

---

[১] উম্মু ওয়ালাদ– সেই দাসী যে মালিকের ঔরসে সন্তান জন্ম দিয়েছে।

তিনি তাঁর দাদা সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ডান হাতে আংটি পরতেন। এ হাদীসটি ইব্‌ন আসাকির মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম আস-সালামী (র) থেকে বর্ণনা করেন। যিনি আল-মামূন থেকে, তিনি আর-রশীদ থেকে, তিনি আল-মাহদী থেকে, তিনি তাঁর পিতা আল-মানসূর থেকে বর্ণনা করেন। তাঁর ভাইয়ের পর একশ ছত্রিশ হিজরীর যুলহাজ্জা মাসে তার বায়আত গ্রহণ করা হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল একচল্লিশ বছর। কেননা প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বালকা শহরের আল-হামীমা নামক স্থানে পঁচানব্বই হিজরীর সফর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। আর তার খিলাফতের সময়কাল ছিল কয়েকদিন কম বাইশ বছর। তিনি ছিলেন তামাটে, তাঁর চুল ছিল কানের নীচ পর্যন্ত লম্বা, দাড়ি ছিল পাতলা, কপাল ছিল প্রশস্ত, নাক ছিল খাড়া, তাঁর চোখ দু'টি ছিল যেন বাকশক্তি সম্পন্ন দু'টি জিহ্বা, রাজ্য শাসনের শান-শওকত যেন তাঁর মধ্যে মিশে ছিল। জনগণের অন্তর যেন তাঁকে গ্রহণ করেছিল, তাদের দৃষ্টি যেন তাঁর দিকে ছিল নিবদ্ধ। তাঁর অবতরণের বিভিন্ন মহলে তাঁর মান মর্যাদা ছিল যেন সুপরিচিত ; তাঁর চেহারা সুরতে ছিল কঠোরতর, তাঁর চালচলন ছিল সিংহ ভাবাপন্ন ; যারা তাঁকে দেখেছিলেন তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ উপরোক্ত বর্ণনা পেশ করেছেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বিশুদ্ধরূপে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন, আমাদের থেকেই আস-সাফ্‌ফাহ্ ও আল-মানসূর আবির্ভূত হবে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, যতক্ষণ না আমরা তাদেরকে ঈসা ইব্‌ন মারয়ামের কাছে সোপর্দ করব অর্থাৎ তারা ঐরূপ মর্যাদায় ভূষিত হবে। মারফূ' হিসেবে বর্ণিত রয়েছে যে, এ বর্ণনাটি ঠিক নয় এবং এটা সম্বন্ধে তিনি অবহিত নন। আল-খাতীব (র) উল্লেখ করেন তাঁর মাতা সালামা বলেছেন, যখন আমি তাকে পেটে ধারণ করি একদিন দেখি যেন একটি গর্জনশীল সিংহ আমার ভিতর থেকে বের হয়ে এসেছে, তার সামনে অবস্থানরত প্রতিটি সিংহই তার সামনে এল এবং তাকে সিজদা করল এবং এ থেকে একটিও বাদ রইল না। মানসূর বাল্যকালে একটি বিস্ময়কার স্বপ্ন দেখেন। তিনি বলতেন, এটা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা উচিত এবং শিশুদের গলায় লটকিয়ে রাখা উচিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম, আমি যেন মসজিদুল হারামে আছি আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) রয়েছেন কা'বা শরীফে। জনগণ সমবেত হয়েছেন কা'বা শরীফের চারপাশে। একজন ঘোষক বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, আবদুল্লাহ্ কোথায়? আমার ভাই আস-সাফ্‌ফাহ লোকজনের কাঁধ ডিঙ্গিয়ে সামনের দিকে গেলেন এবং কা'বা শরীফের দরজায় পৌঁছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হাত ধরলেন এবং তাঁকে কা'বা ঘরে প্রবেশ করালেন। আর তাঁর সাথে ছিল একটি কালো ঝাণ্ডা। এরপর পুনরায় ঘোষণা করা হল– আবদুল্লাহ্ কোথায় ? তখন আমি দাঁড়ালাম এবং আমার চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীও দাঁড়ালেন। আমরা দু'জনে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলাম। আমি তাঁর পূর্বেই কা'বা শরীফের দরজায় পৌঁছে গেলাম। এরপর আমি কা'বা শরীফের ভেতরে প্রবেশ করলাম। সেখানে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর (রা), উমর (রা) ও বিল্লাল (রা)-কে দেখতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার জন্য ঝাণ্ডা বাঁধলেন এবং আমাকে তার উম্মত সম্পর্কে ওসিয়ত করলেন। আমাকে এমন একটি পাগড়ি পরিয়ে দিলেন যার প্যাচ ছিল তেইশটি। তিনি বললেন, হে খলীফাদের পিতা ! এ পাগড়িটি কিয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশধরদের জন্য গ্রহণ করো।

বনূ উমাইয়ার যুগে মানসূর একবার কারাভোগ করেন। কারাগারে তাঁর সাথে জ্যোতির্বিদ

নীবখত সাক্ষাৎ করে এবং তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের চিহ্ন দেখতে পায়। সে মানসূরকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে ? তিনি বললেন, আল-আব্বাসের বংশধর। যখন সে তাঁর বংশধারা ও উপনাম সম্পর্কে অবগত হল তখন সে বলল, আপনিই খলীফা হবেন যিনি পৃথিবী শাসন করবেন। তিনি তাকে বললেন, দূর, তুমি কি বলছ ? সে বলল, আমি আপনার জন্য যা বলছি তাই হবে। এ ছোট কাগজের টুকরাটিতে লিখে দিন যখন আপনি শাসক হবেন তখন আপনি আমাকে কী দেবেন। মানসূর তার জন্য লিখে দিলেন। যখন মানসূর শাসক হলেন তখন তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাকে প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করেন। মানসূরের হাতে নীবখত ইসলাম গ্রহণ করেন। পূর্বে তিনি ছিলেন মাজূসী (অগ্নিপূজক)। এরপর তিনি মানসূরের বিশিষ্ট সাথীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। একশ চল্লিশ হিজরীতে লোকজনকে নিয়ে মানসূর হজ্জ পালন করেন। তিনি হীরা থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে ছিলেন। তিনি চুয়াল্লিশ হিজরী, সাতচল্লিশ হিজরী, বায়ান্ন হিজরী, এরপর সেই হিজরীতে যাতে তিনি ইনতিকাল করেন, হজ্জ পালন করেন। তিনি বাগদাদ, আর রুসাফা, আর রাফিকা আল-খুলদ প্রাসাদসমূহ তৈরি করেন।

দারোয়ান রাবী ইব্‌ন ইউনুস বলেন, আমি মানসূরকে বলতে শুনেছি ঃ খলীফা ছিলেন চারজনঃ আবূ বকর (রা), উমর (রা), উছমান (রা) ও আলী (রা), আর বাদশাহ্ হলাম চারজন ঃ মুআবিয়া (রা), আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান, হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক এবং আমি। মালিক (র) বলেন, একদিন আমাকে মানসূর বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে ? আমি বললাম ঃ আবূ বকর (রা) ও উমর (রা), তিনি বললেন, আপনি সঠিক উত্তর দিয়েছেন ; আপনাদের আমীরুল মু'মিনীনেরও একইরূপ অভিমত।

ইসমাঈল আল-বাহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আরাফার দিন আরাফার মিম্বরের উপর মানসূরকে বলতে শুনেছি ঃ হে মানবজাতি ! আমি আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র বাদশাহ। আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা ও হিদায়াতের মাধ্যমে আমি তোমাদের শাসন করছি, আমি তাঁর ভাণ্ডারের রক্ষক ; তাঁর ইচ্ছা ও হুকুম মুতাবিক বণ্টন করছি ও লোকজনকে দান করছি। এ মালের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তালা স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। যদি তিনি তোমাদের উপজীবিকা বণ্টন করার জন্য ও তোমাদেরকে দান খয়রাত করার লক্ষে তা আমার জন্য খুলে দেয়ার ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি তা খুলে দেন। আর যখন তিনি তা বন্ধ করে দিতে চান তখন তা আমার কাছে বন্ধ করে দেন। সুতরাং হে মানবগোষ্ঠি ! তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে আকৃষ্ট হও এবং এ পবিত্র দিনে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা কর। এ সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে তার কিতাবের মাধ্যমে অবগত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

অর্থাৎ 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাংগ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম (সূরা মায়িদা ঃ ৩)।'

আল্লাহ্ যেন আমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ও উত্তম আচরণ করার তাওফীক দেন। আমার অন্তরে তোমাদের প্রতি ইহসান ও সদাচরণের অভ্যাস সৃষ্টি করে দেন। তোমাদের মধ্যে ইনসাফের ভিত্তিতে সরকারী সম্পদ সুচারুরূপে বণ্টন করার এবং তোমাদেরকে দান হিসেবে

প্রদান করার শক্তি দেন। তিনিই সর্বশ্রোতা এবং আহ্বানে সাড়া প্রদানকারী।

একদিন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তার প্রতিবাদ করল সে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করতে লাগল এবং বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন ! তুমি যাকে স্মরণ করার তাকে স্মরণ কর। যেটা তুমি গ্রহণ করছ কিংবা বর্জন করছ তার সম্বন্ধে আল্লাহ্কে ভয় কর। লোকটির কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত মানসূর চুপ করে রইলেন। এরপর বললেন, আমি আল্লাহ্র কাছে এমন ব্যক্তির মত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই যার সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ *

অর্থাৎ 'যখন তাকে বলা হয় তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে (সূরা বাকারা ঃ ২০৬)।' কিংবা আধিপত্য বিস্তারকারী ও গুনাহগার হওয়া থেকে আশ্রয় চাই। হে মানব জাতি ! নিশ্চয়ই ওয়ায-নসীহত আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আমাদের থেকে নসীহত উদ্গত হয়েছে। তারপর তিনি লোকটিকে বললেন ঃ "আমি ধারণা করছি না যে, তুমি তোমার এ বক্তব্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করার মনস্থ করেছ বরং তুমি ইচ্ছা করেছ যে, তোমার জন্য আমীরুল মু'মিনীন নসীহত বন্ধ করে দিয়েছেন। হে মানব জাতি ! এ আচরণটা যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে তাহলে তোমরাও তার মত করতে থাকবে। এরপর তার সম্বন্ধে নির্দেশ জারি করা হল ও তাকে গ্রেফতার করা হল। পুনরায় মানসূর খুতবা আরম্ভ করেন। তারপর তিনি খুতবা সমাপ্ত করেন। এরপর যারা তাঁর কাছে ছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, তার কাছে দুনিয়া পেশ কর, যদি সে তা গ্রহণ করে আমাকে জানাবে। আর যদি গ্রহণ না করে তাও আমাকে জানাবে। এরপর লোকটি সম্পদ গ্রহণ করল এবং দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ল। সে তার কর্মের প্রতিফল প্রাপ্তির আশা করতে লাগল এবং যুলুমেরও আশ্রয় নিল। তার এ দৃষ্টিভঙ্গি তাকে খলীফার কাছে উত্তম পোশাক-আশাক, রুচি সম্মত বেশভূষা এবং পার্থিব জাঁকজমক পূর্ণ অবস্থার উপস্থাপন করল। খলীফা তখন তাকে বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য ! যদি তুমি লোকজনের কাছে যা কিছু ব্যক্ত করেছ এ ব্যাপারে তুমি সঠিক হতে এবং তার দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা করতে তাহলে আমি যা কিছু দেখছি তার কিছুই তুমি গ্রহণ করতে না। কিন্তু তুমি ইচ্ছা করেছ যাতে বলা হতে থাকে যে তুমি আমীরুল মু'মিনীনকে নসীহত করেছ, তুমি তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছ। এরপর তার ব্যাপারে নির্দেশ জারি করা হল এবং তাকে হত্যা করা হল। মানসূর তাঁর পুত্র মাহদীকে বললেন, খলীফার তাকওয়া ব্যতীত অন্য কিছুতে মানায় না, বাদশাহর আনুগত্য ছাড়া অন্য কিছুতে পেট ভরে না, প্রজার ইনসাফ ব্যতীত অন্য কিছুতে পোষায় না, মানব জাতির মধ্যে ক্ষমা করার বেশী উপযুক্ত হচ্ছেন তিনি যিনি শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে অধিক শক্তিশালী। আবার মানব জাতির মধ্যে বিবেক-বুদ্ধির দিক থেকে হীনতর হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে তার অধীনস্থদের প্রতি যুলুম করে। তিনি আরো বললেন, হে আমার বৎস ! কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে কল্যাণ সাধন, ক্ষমার মাধ্যমে শক্তি অর্জন, সখ্যতার মাধ্যমে আনুগত্য, বিনয়ের মাধ্যমে সাহায্য বৃদ্ধি কর এবং জনগণের প্রতি দয়া কর। তোমার দুনিয়ার অংশ ভুলে যেও না এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহে তোমার অংশের কথাও ভুলে যেও না।

একদিন মানসূরের কাছে মুবারক ইব্ন ফুযালা উপস্থিত হন, এমন সময় মানসূর এক ব্যক্তির প্রাণহানির আদেশ দেন এবং যে বিছানায় রেখে মানুষ হত্যা করা হয় তা এবং তরবারি হাযির করার হুকুম দেন। তখন মুবারক তাঁকে বললেন, আমি হুসায়ন (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যখন কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে একজন ঘোষক ঘোষণা দেবেন, আল্লাহ্র কাছে যার মজুরী পাওনা রয়েছে সে যেন দাঁড়ায় তখন যে ব্যক্তি অন্যকে ক্ষমা করে দিতেন তিনিই দাঁড়াবেন তখন তাঁকে ক্ষমা করে দেয়ার ঘোষণা দেয়া হবে। এরপর তাঁর সাথীদের কাছে তাঁর বড় বড় গুনাহের তালিকা পেশ করা হবে এবং তিনি কি কি করেছিলেন সব কিছুই পেশ করা হবে।

আল-আসমাঈ (র) বলেন, মানসূরের কাছে এক ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার জন্য আনা হল লোকটি বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন ! প্রতিশোধ নেয়াটা ইনসাফ কিন্তু ক্ষমা করে দেয়াটা অনুগ্রহ। আমীরুল মু'মিনীন আল্লাহ্র শরণ নিলেন দুনিয়া ও আখিরাতের অংশ দুয়ের নিকৃষ্টতর অংশ থেকে, দু'টি স্তরের উচ্চতরটি থেকে নয়। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর মানসূর তাকে ক্ষমা করে দেন।

আল-আসমাঈ (র) বলেন, মানসূর একদিন সিরিয়ার এক ব্যক্তিকে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! তুমি আল্লাহ্র প্রশংসা কর যিনি আমাদের শাসনের মাধ্যমে তোমাদের থেকে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব দূর করেছেন। মানসূরকে ঐ মরুবাসী বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মাঝে খারাপ খেজুর ও মাপে কম এ দু'টি ক্রটি একত্রে দেবেন না অর্থাৎ দু'টি খারাপ জিনিস দেবেন না যেমন তোমার শাসন ও প্লেগ রোগ। এ কথা শুনে মানসূর ধৈর্য ধরেন। এ ধরনের তাঁর ধৈর্য ও ক্ষমার বহু ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়।

কোন এক পরহিযগার ব্যক্তি একদিন মনসূরের কাছে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে পরিপূর্ণভাবে দুনিয়াটা দিয়েছেন। কাজেই তুমি কিছু অংশ দিয়ে নিজের আত্মাকে খরিদ করে নাও। তুমি কবরে রাত যাপনকে ভয় করো। কেননা এর পূর্বে কোন দিন তুমি কবরে রাত যাপন করনি। তুমি এমন রাতকে স্মরণ কর যে রাত এমন দিনের সংবাদ দেয় যার পরে আর কোন রাত হবে না। বর্ণনাকারী বলেন, মানসূর তাঁর কথার মূল্যায়ন করেন এবং তাঁকে প্রচুর সম্পদ প্রদান করার জন্য হুকুম দিলেন। তখন তিনি বললেন, যদি আমি তোমার সম্পদেরই মুখাপেক্ষী হতাম তাহলে আমি তোমাকে নসীহত করতাম না।

একদিন আমর ইব্ন উবায়দ আল-কাদরী (র) মানসূরের কাছে প্রবেশ করেন। তিনি তাঁর সম্মান করেন, সমাদর করেন, তাঁকে নিকটে বসান এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের কুশল সংবাদ নেন। এরপর তাঁকে বললেন, আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি তাঁর কাছে সূরায়ে ফজরের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করেন। যখন তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ انَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ـ অর্থাৎ 'তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন (সূরা ফাজর ঃ ১৪)।' এ আয়াত শুনে মানসূর এত অধিক কান্নাকাটি করেন যে মনে হলো তিনি তাঁকে বললেন, আরো বলুন। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে পরিপূর্ণভাবে দুনিয়াটা দিয়েছেন। কাজেই আপনি কিছু অংশ দিয়ে নিজের আত্মাকে খরিদ করে নিন। এ শাসন ক্ষমতার মালিক ছিলেন আপনার পূর্ববর্তী লোকজন। এরপর আপনি মলিক হন। এরপর এটার মালিক হবেন যাঁরা আপনার পরবর্তীতে আসবেন। আপনি এ রাতটিকে স্মরণ করুন যা আপনার কাছে কিয়ামতের দিনকে

সুস্পষ্ট করে দেবে। এবার মানসূর প্রথমবার থেকে অধিক কাঁদলেন এমনকি তাতে তাঁর চোখের পাতাগুলো জড়িয়ে গেল। সুলায়মান ইব্‌ন মুজালিদ বললেন, আমীরুল মু'মিনীনের প্রতি আপনারা রহম করুন। তখন আমর বললেন, আল্লাহ্ ভীতির কারণে কাঁদা ব্যতীত অন্য কিছুই আমীরুল মু'মিনীনের জন্য নেই। এরপর মানসূর তাঁকে দশ হাজার দিরহাম প্রদান করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, এটাতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। মানসূর বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আপনাকে তা অবশ্যই নিতে হবে। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এটা নিব না। মানসূরের পুত্র আল-মাহদী শক্তি-সাহসের প্রতীক হিসেবে পিতার নিকটে উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁকে বললেন, আমীরুল মু'মিনীন শপথ করছেন আর আপনিও কি শপথ করছেন? আমর মানসূরের দিকে তাকলেন এবং বললেন, এটা কে? তিনি বললেন, এটা আমার পুত্র মুহাম্মাদ, আমার পরে যুবরাজ। আমর বললেন, আপনি তার এমন নাম রেখেছেন যে, সে তার আমলের কারণে এ নামের উপযুক্ত নয়। তাকে এমন পোশাক পরতে দিয়েছেন যা নেক্‌কারদের পোশাক নয়। তার জন্য খিলাফতের কাজটি গুছিয়ে দিয়েছেন ফলে যা তার দ্বারা সহজে সম্পন্ন হবে তার দিকে সে আগ্রহী আর যা হবে না তার প্রতি সে অনাগ্রহী। এরপর তিনি মাহদীর দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, হে আমার ভাতিজা! যখন তোমার পিতা ও তোমার চাচা শপথ করেন তখন এ শপথ ভঙ্গ করা তোমার চাচার চেয়ে তোমার পিতার জন্যে সহজতর। কেননা তোমার পিতা তোমার চাচার চেয়ে কাফ্‌ফারা আদায়ে অধিক সক্ষম। এরপর মানসূর বললেন, হে আবূ উছমান! তোমার কি কোন প্রয়োজন আছে? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। মানসূর বললেন, সেটা কী? তিনি বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজে না আসি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমার জন্য কাউকে পাঠাবেন না। আর আমি না চাওয়া পর্যন্ত আমাকে কিছু দান করবেন না। মানসূর বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ তাহলে আমাদের মধ্যে আর কোন সাক্ষাৎ হবে না। তখন আমর বললেন, আপনি আমার প্রয়োজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন তাই কথাটা বললাম। এরপর তিনি তাঁর থেকে বিদায় নিলেন ও চলে গেলেন। যখন তিনি চলে যান তখন মানসূর তাঁর দৃষ্টি তাঁর দিকে নিবদ্ধ রেখে বলতে লাগলেন, ধীরে ধীরে তোমরা সকলেই চলে যাবে। আমর ইব্‌ন উবায়দ ব্যতীত তোমরা সকলেই শিকারের খোঁজে রয়েছ।

কথিত আছে যে, আমর ইব্‌ন উবায়দ মানসূরকে নসীহত করার সময় মানসূরের কাছে নিম্ন বর্ণিত কাসীদাটি পেশ করেন। তিনি বলেন ঃ

يَا اَيُّهٰذَا الَّذِىْ قَدْ غَرَّهُ الْاَمَلُ + وَدُوْنَ مَا يَأْمِلُ التَّنْغِيْضُ وَالْاَجَلُ
اَلاَ تَرٰى اَنَّمَا الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا + كَمُنْزِلِ الرَّكْبِ حَلُّوْا ثَمَّتَ ارْتَحَلُوْا
حُتُوْفُهَا رَصَدٌ وَعَيْشُهَا نَكَدٌ + وَصَفْوَهَا كَدِرٌ وَّمُلْكُهَا دُوَلٌ
تَظِلُّ تَقْرَعُ بِالرَّوْعَاتِ سَاكِنُهَا + فَمَا يَسُوْغُ لَهُ لَيَنٌ وَّلاَ جَذَلٌ
كَاَنَّهُ لِلْمَنَايَا وَالرَّدٰى غَرَضٌ + تَظِلُّ فِيْهِ بَنَاتُ الدَّهْرِ تَنْتَقِلُ
تُدِيْرُهُ مَا تَدُوْرُ بِهِ دَوَائِرُهَا + مِنْهَا الْمُصِيْبُ وَمِنْهَا الْمُخْطِىُ الزُّلَلُ

وَالنَّفْسُ هَا رِبَــةٌ وَّالْمَوْتُ يَطْلُبُهَا + وَكُلُّ عُسْرَةِ رَجُلٍ عِنْــدَهَا جُلَلٌ
وَالْمَرْءُ يَسْعٰى بِمَا يَسْعٰى لِوَارِثِهِ + وَالْقَبْرُ وَارِثٌ مَايَسْعٰى لَهُ الرَّجُلُ -

অর্থাৎ "হে ঐ ব্যক্তি যাকে আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতারিত করেছে ! যার কেউ আকাঙ্ক্ষা করে না তা হলো ব্যর্থতা ও মৃত্যু। তুমি কি দেখ না, দুনিয়া ও তার শোভা-সৌন্দর্য সওয়ারীর মনযিলের ন্যায় যেখানে সওয়ারীগুলো আসে আবার চলে যায়। দুনিয়ার মৃত্যু ওঁৎ পেতে বসে রয়েছে। দুনিয়ার জীবন কঠোর, তার আলো অস্পষ্ট এবং তার বাদশাহি পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায় এখন বিবেচিত। দুনিয়া সব সময় তার বাসিন্দাদেরকে ভয়-ভীতির সংকেত দিচ্ছে। তাই দুনিয়াদার কোমলতা ও সুদৃঢ় চিন্তা শক্তির অধিকারী হয় না। কেননা সে যেন মৃত্যু ও ধ্বংসের লক্ষ্যবস্তু। সর্বদা দুনিয়ার মুসীবতসমূহ তাকে স্থানান্তরে বাধ্য করে থাকে। দুনিয়ার সমস্যাসমূহ নিজ আবর্তনে তাদের আবর্তন করায়। সমস্যাদির মধ্যে কিছু কিছু রয়েছে ন্যায় সংগত আবার কিছু কিছু রয়েছে নিরেট বিভ্রান্তি। মানুষের আত্মা সর্বদা পলায়ণরত এবং মৃত্যু তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মানুষের প্রতিটি কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি। মানুষ তার ওয়ারিছের জন্য সেরূপ চেষ্টা করে যেরূপ সে নিজের জন্য চেষ্টা করে। আসলে কবরই ওয়ারিছ কিন্তু তার জন্য কেউ চেষ্টা করে না।"

ইব্‌ন দারীদ (র) আর-রিয়াশীর মাধ্যমে মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালাম (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন একটি তরুণী মানসূরের তালিযুক্ত একটি কাপড় দেখে বলল, এটা কি পুরাতন এবং তালিযুক্ত জামা ? তিনি উত্তরে বললেন, তোর জন্য ধ্বংস, তুই কি শুনছিস না ইব্‌ন হারমা কী বলেছেন ?

قَدْ يُدْرِكُ الشَّرَفَ اَلْفَتٰى وَرِدَاءُهُ + خَلَقٌ وَبَعْضُ قَمِيْصِهِ مَرْقُوْعٌ

অর্থাৎ 'কোন কোন সময় যুবকটি মর্যাদায় মর্যাদাবান হয় অথচ তার চাদরটি হয় পুরাতন এবং তার জামার কিছু অংশ হয় তালিযুক্ত।'

কোন একজন পরহেযগার লোক মানসূরকে বললেন ঃ তুমি ঐ রাতটির কথা স্মরণ কর যে রাতটি তুমি কবরে অতিবাহিত করবে। কেননা এ ধরনের রাত তুমি আর কখনও যাপন করনি। এমন রাতটির কথা স্মরণ কর যা তোমাকে কিয়ামতের এমন একটি দিনের সংবাদ দেবে যার পরে আর কোন রাত হবে না। মানসূর তাঁর কথাটির অত্যন্ত গুরুত্ব দিলেন এবং তাঁকে প্রচুর সম্পদ প্রদানের নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, তোমার সম্পদের যদি আমার প্রয়োজনই থাকত তাহলে আমি তোমাকে নসীহত প্রদান করতাম না।

মানসূর যখন আবূ মুসলিমকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন সে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে। নীচে কয়েকটি উল্লেখ করা হল ঃ

اِذَا كُنْتَ ذَارَاىٍ فَكُنْ ذَاعَزِيْمَةٍ + فَاِنَّ فَسَادَ الرَّاىِ اَنْ يَتَرَدَّدَا
وَلاَ تُمْهِلِ الاَعْدَاءَ يَوْمًا لِغَدْرَةٍ + وَبَادِرْهُمْ اَنْ يُمَلِكُوْا مِثْلَهَا غَدًا

অর্থাৎ "যদি তুমি সুচিন্তিত রায়ের অধিকারী হও তাহলে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণকারী হও। কেননা

ত্রুটিপূর্ণ রায়ের অধিকারী নিজ সংকল্পে সন্দেহ পোষণকারী হয়। বিশ্বাস ভঙ্গ করার কালে দুশমনকে একদিনও অবকাশ দেবে না। তাদের প্রতি ত্বরিত ব্যবস্থা নেবে নচেৎ তারা আগামীতে পূর্বের ন্যায় বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধটি সংঘটিত করবে।"

যখন তাকে হত্যা করা হল এবং মানসূরের সামনে তাকে রাখা হল তখন মানসূর কবিতা পাঠ করেন ঃ

قَد اِكْتَنَفْتَكَ خَلاَّتٌ ثَلاَثٍ + جَلَبْنَ عَلَيْكَ مَحْتُوْمَ الْحِمَامِ
فَلاَخُلُكَ وَاِمْتَنَاعُكَ مِنْ يَمِيْنِىْ + وَقَوْدُكَ لِلْجَمَاهِيْرِ الْعِظَامِ

অর্থাৎ "তোমাকে তিনটি স্বভাব পরিবেষ্টন করে রেখেছিল যা তোমার অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে ডেকে এনেছে। আর তা হচ্ছে– তোমার বিরুদ্ধাচরণ, আমার সাহায্যকারী হতে তোমার অসম্মতি এবং জনসাধারণের বিরুদ্ধে তোমার অস্ত্রধারণ।"

তার আরো কিছু কবিতা ঃ

اَلْمَرْءُ يَامِلُ اَنْ يَعِيْشَ + وَطَوْلُ عُمْرٍ قَدْ يَضُرُّهُ
تُبْلٰى بَشَاشَتُهُ وَيَبْقِى + بَعْدَ حُلُوٍّ الْعَيْشِ مُرُّهُ
وَتَخُوْنُهُ الاَيَّامُ حَتّٰى + لاَيَرَى شَيْأً يَسُرُّهُ
كَمْ شَامِتٍ بِىْ اِنْ هَلَكْتُ + وَقَامِلِ لِلّٰهِ دُرُّهُ ۔

অর্থাৎ "মানুষ বহুদিন বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু অধিক বয়স তার ক্ষতি করে থাকে। তার হাসি মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায় এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপনের পর তিক্ত স্বাদযুক্ত জীবন বিরাজ করে। কালের চক্র যেন তার সাথে প্রতারণা করছে এমনকি সে যেন কোন একটি কাজকে তার জন্য আর আনন্দদায়ক মনে করতে পারছে না। যদি আমি ধ্বংস হয়ে যাই তাহলে দেখা যাবে কত লোকই না সুখ অনুভব করছে এবং সংবাদদাতাকে বলছে, তুমি কতইনা ভাল কথা বলেছ।" ঐতিহাসিকগণ বলেন,

মানসূর দিনের প্রথম ভাগে সৎকাজের নির্দেশ দান, অসৎ কাজ থেকে বারণ করা, বিভিন্ন প্রদেশে শাসনকর্তা নিয়োগ, নিয়োগ বাতিল (বহিষ্কার বরখাস্তকরণ) সম্পর্কিত দায়িত্ব সম্পাদন করতেন এবং জনকল্যাণমূলক কার্যসমূহের প্রতি তীক্ষ্ণ নযর দিতেন। যুহরের সালাত শেষ করে ঘরে প্রবেশ করতেন ও আসরের সালাত পর্যন্ত বিশ্রাম করতেন। আসরের সালাত আদায় করার পর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বসতেন এবং তাদের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন নিয়ে পর্যালোচনা করতেন। ইশার সালাতের পর বইপত্র পড়তেন এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত চিঠিপত্রের খোঁজ খবর নিতেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতেন। এরপর রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তাঁর কাছে এমন লোক অবস্থান করতেন যিনি তাঁর সাথে গল্পগুজব করতেন। এরপর তিনি তাঁর পরিবারের কাছে গমন করতেন এবং দুই-তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত তিনি বিছানায় ঘুমাতেন। এরপর

তিনি ঘুম থেকে উঠতেন। ওযূর পর ফজরের সালাত পর্যন্ত রাতের সালাতে মশগুল থাকতেন। ফজর উদয়ের পর ঘর থেকে মসজিদে বের হতেন এবং লোকজনকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। এরপর সরকারী প্রাসাদে প্রবেশ করে সেখানে বসে যেতেন। একবার তিনি কোন একজন কর্মচারীকে কোন এক শহরের শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণ করেন। এরপর তাঁর কাছে সংবাদ এল যে, তিনি শিকারের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন আর এ জন্য তিনি কুকুর ও বাজপাখী তৈরি করেছেন। মানসূর তাঁর কাছে পত্র লিখলেন এবং বললেন, দুর্ভাগ্য তোমার ! আমি তোমাকে একককভাবে মুসলমানদের যাবতীয় কার্যকলাপ দেখাশুনা করার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করেছি। আর দেশের স্থলভাগের জন্তু-জানোয়ারের বিষয়াদি তদারক করার জন্য তোমাকে নিযুক্ত করিনি। সুতরাং যে কাজে তোমাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল সে কাজের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব অমুকের কাছে সমর্পণ কর এবং শূন্য হাতে তুমি তোমার পরিবারের সাথে মিলিত হও।

একদিন মানসূরের কাছে একজন খারিজীকে আনা হল। সে কয়েকবার মানসূরের সৈন্যদের পরাজিত করেছিল। যখন সে মানসূরের সামনে দাঁড়াল মানসূর তাকে বললেন, দুর্ভাগ্য তোমার হে কর্ম সম্পাদনকারীর পুত্র ! তোমার মত লোকই কি আমাদের সৈন্যদের পরাজিত করে আসছে ? খারিজী লোকটি বলল, তোমার দুর্ভাগ্য ও লজ্জাকর ব্যাপার হল এই যে, আমার ও তোমার মধ্যে পূর্বে সম্পর্ক ছিল তরবারি ও হত্যার, আর বর্তমানে সম্পর্ক হচ্ছে ব্যভিচারের অপবাদ ও অশ্লীল গালি-গালাজের। আমাকে তোমার কাছে নিয়ে আসাতে তোমার নিরাপত্তা লাভ হয়নি। আমি আমার জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছি। আমি আর কখনও এটাকে স্বাগত জানাব না। বর্ণনাকারী বলেন, মানসূর তার থেকে লজ্জাবোধ করলেন এবং তাকে ছেড়ে দিলেন। এক বছর পর্যন্ত তাদের মধ্যে আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।

মানসূরের পুত্র মাহদী যুবরাজ হওয়ার পর মানসূর তাকে বললেন, হে আমার বৎস ! কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে নিআমতকে, ক্ষমার মাধ্যমে শক্তিকে, বিনয়ের মাধ্যমে সাহায্য ও বিজয়কে এবং আনুগত্যের মাধ্যমে বন্ধুত্বকে স্থায়িত্ব দান কর। তোমার পার্থিব অংশ ও আল্লাহ্‌র রহমতের অংশ ভুলে যেও না।

তিনি আরো বললেন, হে আমার বৎস ! ঐ ব্যক্তি বুদ্ধিমান নয় যে কোন বিপদ আপদে পতিত হওয়ার পর তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কোন না কোন পন্থা অবলম্বন করে বরং বুদ্ধিমান হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে কোন আপদ বিপদে পতিত হওয়ার পূর্বেই তার থেকে রক্ষা পাওয়ার পন্থা অবলম্বন করে থাকে। মানসূর বলেন, হে আমার বৎস ! তুমি এমন মজলিসে উঠাবসা করবে না যেখানে হাদীসবিশারদদের কেউ তোমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেন না। কেননা ইমাম যুহরী (র) বলেছেন, হাদীসের ইল্‌ম হল পুরুষ। তাই জনগণের মধ্যে পুরুষরাই এটাকে পসন্দ করেন। জনগণের মধ্যে মহিলারাই এটাকে অপসন্দ করে। যুহরা গোত্রের ভাই যথার্থ বলেছেন। মানসূর তাঁর যৌবনকালে ইলমের সম্ভাব্য জায়গা থেকে ইলম অন্বেষণ করেন। তিনি হাদীছ ও ফিকাহ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাতে তিনি বেশ দক্ষতা ও প্রভূত বুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁকে একদিন বলা হয়, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার জন্য কি কোন স্বাদ বাকী আছে যা আপনি এখনও আস্বাদন করেননি ? তিনি উত্তরে বলেন, একটি জিনিসের স্বাদ বাকী রয়েছে। সভাসদবর্গ বললেন, সেটা কী? তিনি বললেন, মুহাদ্দিস যখন তাঁর উস্তাদ বলেন, مَنْ ذَكَرْتَ رَحِمَكَ اللّٰهُ 'আল্লাহ্ আপনার

উপর রহম করুন, আপনি তাকে উল্লেখ করেছেন ? তারপর একদিন তাঁর উযীরবৃন্দ ও লেখকবর্গ একত্র হলেন এবং তাঁর চতুর্দিকে উপবেশন করলেন এবং বললেন, আমীরুল মু'মিনীন কি আমাদেরকে কিছু হাদীস লিখিয়ে দেবেন ? মানসূর বললেন, তোমরা ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত নও যাঁদের পোশাক হয়ে যেত ময়লা ; পাগুলো ফেটে যেত ; চুলগুলো বিলম্বিত হয়ে যেত ; বিভিন্ন অঞ্চলে তারা পরিভ্রমণে রত থাকতেন ; বহু দূরত্বের রাস্তা তাঁরা অতিক্রম করতেন ; কোন সময়ে ইরাক, কোন সময়ে হিজায, কোন সময়ে সিরিয়া আবার কোন সময়ে ইয়ামান সফর করতেন। তাঁরাই ছিলেন হাদীসের বর্ণনাকারী।

মানসূর তাঁর পুত্র আল-মাহদীকে একদিন বললেন ঃ তোমার কতগুলো জন্তু রয়েছে ? তিনি বললেন, "আমি জানি না" মানসূর বললেন, এটাই ত্রুটি। তুমি খিলাফতের অত্যন্ত অপচয় বা বিনষ্টকারী। সুতরাং হে আমার বৎস ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল-মাহদীর খালিসা নামী এক দাসী বলে, "একদিন আমি মানসূরের ঘরে প্রবেশ করলাম, তিনি তখন দাঁতের ব্যথায় ভুগছিলেন এবং তাঁর দু'হাত ছিল তাঁর কপালের পার্শ্বদেশে রাখা। তিনি আমাকে বললেন, হে খালিসা ! তোমার কাছে কী পরিমাণ সম্পদ রয়েছে ? আমি বললাম, এক হাজার দিরহাম। তিনি বললেন ঃ আমার মাথায় তোমার হাত রেখে শপথ করে বল, তখন আমি বললাম, আমার কাছে দশ হাজার দীনারা রয়েছে। মানসূর বললেন, যাও ওগুলো আমার কাছে নিয়ে এস। দাসী বলল, আমি তখন সেখান থেকে চলে গেলাম এবং আমার মনীব মাহদীর কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি তখন তাঁর স্ত্রী আল-খাইযুরানের সাথে অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁর কাছে ঘটনাটি খুলে বললাম। তখন তিনি পা দিয়ে আমাকে একটি লাথি মারলেন এবং বললেন, দুর্ভাগ্য তোমার, তাঁর কোন প্রকার ব্যথা নেই। তবে গতকাল আমি তাঁর কাছে কিছু অর্থ চেয়েছিলাম। তখন থেকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আর তোমাকে তিনি যা হুকুম করেছেন তার ব্যতিক্রম করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। সুতরাং খালিসা তাঁর নিকট গমন করল আর তাঁর সাথে ছিল দশ হাজার দীনার। এরপর তিনি মাহদীকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন, তুমি তোমার প্রয়োজনের কথা বলেছ অথচ খালিসার কাছে এর সম্পূর্ণটা মজুদ রয়েছে। মানসূর তাঁর কোষাধ্যক্ষকে বললেন, যখন তুমি মাহদীর আগমনের কথা জানতে পারবে তখন তার আগমনের পূর্বে আমাকে পুরাতন কাপড় এনে দিবে। কোষাধ্যক্ষ তা নিয়ে আসলেন এবং মানসূরের সামনে রেখে দিলেন। মাহদী প্রবেশ করলেন আর মানসূর পুরাতন কাপড়টি উলট-পালট করছিলেন। এ দিকে মাহদী হাসছিলেন। তখন মানসূর বললেন, হে আমার বৎস ! যার পুরাতন কাপড় নেই তার নতুন কাপড়ও নেই। এক দিকে শীত প্রায় সমাগত। অন্য দিকে আমরা আমাদের ছেলে মেয়ে ও পরিবারবর্গ নিয়ে তার প্রয়োজন বোধ করছি। মাহদী বললেন, আমীরুল মু'মিনীন ও তাঁর পরিবারের কাপড় সংগ্রহের দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে। মানসূর বললেন, নাও এগুলো নাও এবং ব্যবস্থা কর।

ইব্‌ন জারীর আল-হায়ছাম (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, মানসূর একদিন তাঁর কতিপয় চাচাদেরকে দশ লক্ষ দিরহাম দান করেন। আর একই দিন নিজের ঘরে দশ হাজার দিরহাম বণ্টন করেন। আর কোন দিন এত অধিক পরিমাণ বণ্টন করতে খলীফাকে দেখা যায়নি।

কোন এক কারী সাহেব মানসূরের কাছে নিম্নে উল্লিখিত আয়াতটি পাঠ করছিলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا *

অর্থাৎ "যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা গোপন করে আর আমি আখিরাতে কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি (সূরা নিসা ঃ ৩৭)।"

তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, যদি সম্পদ বাদশাহর জন্য দুর্গস্বরূপ না হত এবং দীন ও দুনিয়ার জন্য খুঁটি স্বরূপ না হত। আর দীন ও দুনিয়ার মান-মর্যাদার কারণ না হত, আমি তার থেকে এক দীনার কিংবা এক দিরহাম জমা রেখে কোন রাতই নিদ্রা যেতাম না। যখনই সুযোগ হত তিনি উত্তম মাল খরচ করতেন। কেননা তিনি জানতেন, মাল দান করার মধ্যে রয়েছে প্রভূত সওয়াব ও প্রতিদান। অন্য এক কারী সাহেব একদিন তাঁর কাছে নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا *

অর্থাৎ "তুমি তোমার হাত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিত করো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৯)।"

মানসূর বললেন, আমাদের মহান প্রতিপালক আমাদেরকে কতইনা সুন্দর আদব শিক্ষা দিয়েছেন ! মানসূর আরো বললেন, আমার পিতাকে বলতে শুনেছি। আমি আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে বলতে শুনেছি ঃ দুনিয়ায় দুনিয়াবাসীদের সর্দার হলেন দানশীল ব্যক্তিবর্গ। আর আখিরাতে আখিরাতবাসীদের সর্দার হবেন মুত্তাকী পরহিযগারগণ।

মানসূর এ বছর যখন হজ্জ পালনের সংকল্প করেন তাঁর পুত্র মাহদীকে ডেকে কাছে আনেন এবং তাকে তার একান্ত নিজের ব্যাপারে, পরিবারের সদ্যদের ব্যাপারে এবং সকল মুসলমানের কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে দীর্ঘ ওসিয়ত করেন এবং তাকে শিক্ষা দেন কিভাবে কার্যাবলী সম্পাদন করতে ও সীমান্ত রক্ষা করতে হবে এবং তাকে অঙ্গীকার করান যাতে সে তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে মুসলমানদের সরকারী ভাণ্ডারের কোন কিছু বের না করে। কেননা সেখানে এত সম্পদ রয়েছে যে, মুসলমানদের উপর কোন ট্যাক্স ধার্য করা ব্যতীত দশ বছর সরকার চলতে পারবে। তার কাছে আরো অঙ্গীকার নেন যে, সে যেন তাঁর ব্যক্তিগত ঋণ তিন লক্ষ দিরহাম নিজ তহবিল থেকে আদায় করে দেয়। তিনি বায়তুল মাল থেকে এ ঋণ পরিশোধ করা পসন্দ করেন না। মাহদী সবগুলো অঙ্গীকার যথাযথ পালন করেন। মানসূর হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম রুসাফা থেকে বাঁধেন এবং কুরবানীর উট কা'বা পানে প্রেরণ করেন। আর বলেন, হে আমার বৎস ! আমি যুলহাজ্জ মাসে জন্ম নিয়েছি এবং আমাকে আবার যুলহাজ্জ মাসেই ইনতিকাল করতে হবে। এ

তথ্যটি আমাকে এ বছর হজ্জ পালন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। মাহদী থেকে মানসূর বিদায় নিলেন এবং ভ্রমণ শুরু করলেন। রাস্তার মধ্যেই তাঁর মৃত্যু রোগ দেখা দিল। তাই যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তিনি ছিলেন অত্যন্ত অসুস্থ। যখন তিনি মক্কার কাছে শেষ মনযিলে অবতরণ করেন তাঁর ঘরের সদর দরজায় লিখা ছিল ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -
اَبَا جَعْفَرٍ حَانَتَ وَفَاتُكَ وَانْقَضَتْ + سَنُوْكَ وَاَمْرُ اللّٰهِ لَابُدَّ وَاقِعٌ
اَبَا جَعْفَرٍ هَلْ اَهِنٌ اَوْ مُنَجِّمٌ + لَكَ اَلْيَوْمَ مِنْ كَرْبِ الْمَنِيَّةِ مَانِعٌ

অর্থাৎ "দয়ালু ও পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে ; হে আবূ জা'ফর। তোমার মৃত্যু নিকটবর্তী হয়েছে, তোমার বয়স শেষ হয়ে গিয়েছে, আল্লাহ্‌র হুকুম অবশ্যই কার্যকর হবে। হে আবূ জা'ফর! অদ্য কি এমন কোন গণক কিংবা জ্যোতির্বিদ আছে যে তোমাকে মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করতে পারে?" মানসূর দারোয়ানদেরকে ডাকলেন এবং তাদেরকে দিয়ে এটা পড়াতে ইচ্ছা করেন কিন্তু তারা কিছুই দেখতে পেল না। তাই মানসূর বুঝতে পারলেন যে, তাঁরই মৃত্যু সংবাদ তাঁকে দেয়া হয়েছে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, মানসূর স্বপ্নে দেখেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ একজন ঘোষক এরূপ ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি বলছিলেন ঃ

اَمَا وَرَبُّ السُّكُوْنِ + اِنَّ الْمَنَايَا كَثِيْرَةُ الشَّرْكِ
عَلَيْكَ يَانَفْسُ اِنْ اَسَأْتِ وَاِنْ + اَحْسَنْتِ يَانَفْسُ كَانَ ذَاكَ لَكِ
مَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلاَ + دَارَتْ نُجُوْمُ السَّمَاءِ فِى الْفَلَكِ
اِلاَّ بِنَقْلِ السُّلْطَانِ عَنْ مَلِكٍ + اِذَا اَنْقَضَى مُلْكُهُ اِلى مَلِكِ
حَتَّى يَصِيْرَ اِنَّهُ اِلَى مَلِكٍ + مَاعِزُّ سُلْطَانِهِ بِمُشْتَرِكِ
ذَاكَ بَدِيْعُ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ وَلِمُرْسَى + الْجِبَالِ الْمُسَخَّرُ الْفَلَكِ -

অর্থাৎ "জেনে রেখো, গতি ও স্থিতির প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই মৃত্যুর পরিধি অতি বিস্তৃত। হে আত্মা ! তুমি খারাপ কাজ কর কিংবা ভাল কাজ কর। হে আত্মা ! তোমার জন্য মৃত্যু অবধারিত। রাত ও দিনের পরিবর্তন এবং আকাশের তারকারাজির নিজ নিজ কক্ষ পথে পরিভ্রমণ এমন শক্তির বদৌলতে সংঘটিত হয় যাঁর দেয়া রাজত্ব এক রাজার সমাপ্তিতে অন্য রাজার কাছে স্থানান্তরিত হও ও শেষ পর্যন্ত এমন রাজার কাছে পৌছে যাঁর রাজত্বে কোন অংশীদার নেই। তিনি হলেন আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা, পর্বতের প্রোথিতকারী ও কক্ষপথের মহানিয়ন্ত্রক।"

মানসূর মনে মনে বলেন, এটাই আমার মৃত্যুর উপস্থিত হবার সময় ও আমার বয়সের সমাপ্তি। এর পূর্বে তিনি যখন তাঁর সুরম্য কারুকার্য খচিত আল-খুলদ রাজ প্রাসাদে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা তাঁকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। তিনি তাঁর দারোয়ান রাবীকে বলেছিলেন,

সর্বনাশ হে রাবী ! আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি যা আমাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। এ প্রাসাদের দরজায় দণ্ডায়মান একজন ঘোষককে আমি দেখেছি সে বলছিল ঃ

كَاَنِّىْ بِهَذَا الْقَصْرِ قَدْ بَادَ اَهْلُـــهُ + وَاَوْحَشَ مِنْـهُ اَهْلُهُ وَمَنَازِلُهُ
وَصَارَ رَئِيْسُ الْقَصْرِ مِنْ بَعْدِ بَهْجَةٍ + اِلَى جَدَثٍ يَبْنِى عَلَيْهُ جَنَادِلُـهُ

অর্থাৎ "আমি যেন এমন এক রাজ প্রাসাদে অবস্থান করছি যার বাসিন্দা ধ্বংস হয়ে গেছে ; তার বাসিন্দা ও ঘরগুলো যেন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। প্রসাদের প্রধান আনন্দিত হওয়ার পর এমন কবরের দিকে ধাবিত হচ্ছে যা বড় বড় পাথর দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে।"

মানসূর এক বছরের কম সময় এ আল-খুলদ রাজ প্রাসাদে অবস্থান করেছিলেন। এরপর হজ্জ আদায়কালে রাস্তায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন। তাঁর মৃত্যু ছিল শনিবার রাত ৬ই যুলহাজ্জ। আবার কেউ কেউ বলেন, ৭ই জুলহাজ্জ। সর্বশেষ তিনি যে কথাটি বলেছিলেন তা হল– اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِىْ لِقَائِكَ 'হে আল্লাহ্ ! তোমার সাক্ষাতের সময় আমাকে বরকত দান কর।' কেউ কেউ বলেন, তিনি বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক ! যদিও বহু কাজে আমি তোমার নাফরমানী করে থাকি কিন্তু তোমার অত্যন্ত প্রিয় কালেমার لَا اله الا اللّٰه -এর সাক্ষ্য দানে আমি ছিলাম নিষ্ঠাবান। এরপর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর সীলের নকশা ছিল اَللّٰهُ ثِقَةُ عَبْدِ اللّٰهِ وَبِهِ يُؤْمِنُ অর্থাৎ আল্লাহ্, আবদুল্লাহ্র আশ্রয়স্থল এবং তাঁর প্রতি সে বিশ্বাস রাখে। মৃত্যুর দিন প্রসিদ্ধ মতে, তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। তার মধ্যে ২২ বছর তিনি খলীফা ছিলেন। বাবুল মু'আল্লাহ্র কাছে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

ইব্ন জারীর বলেন, কবি সালাম আল-খাসির তাঁর শোকগাথায় বলেন ঃ

عَجَبًا لِلَّذِىْ نَعَى النَّاعِـيَانِ + كَيْفَ فَاهَتْ بِمَوْتِهِ الشَّفَقَانِ
مَالِكٌ اِنْ عَدَا عَلَى الدَّهْرِ يَوْمًا + اَصْبَحُ الدَّهْرُ سَاقِطًا لِّلْجِرَانِ
لَيْتَ كَفًّا حَثَّتْ عَلَيْهِ تُرَابًا + لَـمْ تَعُدْ فِى يُمِيْنِهَا بِبَنَانٍ
حِيْنَ دَانَتْ لَهُ الْبِلَادُ عَلَى الْعُسْفِ + وَاَعْضَى مِنْ خَوْفِهِ الثَّقْلَانِ
اَيْنَ رَبُّ الزُّوْرَاءِ قَدْ قَلَّدَتْهُ الْمُلْكَ + عِشْرِيْنَ حَجَّةً وَاِثْنَتَانِ
اِنَّمَا الْمَرْءُ كَالزِّنَادِ اِذَا مَا + اَخَذَتْهُ قَوَادِحُ النِّيْرَانِ
لَيْسَ يَثْنِىْ هَوَاهُ زَجْرٌ وَلَايَقْدِحُ + فِى حُبْلِهِ ذُوُو الْاَذْهَانِ
قَلَّدَتْهُ اَعِنَّةُ الْمُلْكِ حَتّٰى + قَادَ اَعْدَائُهُ بِغَيْرِ عِنَانٍ
يَكْسُرُ الطَّرْفُ دُوْنَهُ وَتَرَى الْاَيْدِىَ + مِنْ خَوْفِهِ عَلَى الْاَذْقَانِ

ضَمَّ اَطْرَافَ مُلْكِهِ ثُمَّ اَضْحٰى + خَلْفَ اَقْصَاهُمْ وَدُوْنَ الدَّانِى
هَاشِمِيُّ التَّشْمِيْرِ لَايَحْمِلُ الثِّقْلَ + عَلَى غَارِبِ الشُّرُوْدِ الْهُدَانِ
ذُوْاَنَاةٍ يُنْسِى لَهَا الْخَائِفُ الْخَوْفَ + وَعَزْمٍ يَلْوِىْ بِكُلِّ جَنَانٍ
ذَهَبَتْ دُوْنَهُ النُّفُوْسُ حَذَارًا + غَيْرَ اَنَّ الْاَرْوَاحَ فِى الْاَبْدَانِ -

অর্থাৎ "অবাক হতে হয় এমন সত্তার জন্য যাঁর মৃত্যুর সংবাদদাতারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করেছে, কেমন করে তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে দুটো ঠোঁট সংবাদ পরিবেশন করল ? তিনি এমন এক বাদশা ছিলেন যদি তিনি কোন একদিন তাঁর সমকালীন লোকদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতেন তাহলে সমকালীন ব্যক্তিবর্গ উপত্যকায় পতিত হয়ে যেত। আহা ! যদি কোন একটি হাত তাঁর উপর ধুলিমাটি নিক্ষেপ করত তাহলে তার ডান হাতের আঙ্গুল নিয়ে ফিরে আসতে পারত না। জিন ও ইনসান তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে পড়ত। কোথায় আছেন যাওরা (বাগদাদের একটি শহর) এর মালিক যিনি তাঁকে বাইশ বছরের খিলাফতের মালা পরিয়েছিলেন। মানুষ তো চকমকি পাথরের ন্যায়, যখন তাকে অগ্নি প্রজ্বলনকারীরা পরিচালনা করে থাকে। মানুষের প্রবৃত্তি ধমক ও তিরস্কারকে পসন্দ করে না আর বুদ্ধিমানরা তাকে বিনা কারণে তার কাজে বাধা দেয় না। খিলাফতের লাগাম তাঁর গলায় হার হিসেবে শোভা পায়। ফলে তিনি তাঁর শত্রুদেরকে বিনা লাগামে পরিচালনা করেন। তাঁর সামনে এলে দৃষ্টি নিম্নগামী হয় আর তাঁর ভয়ে দেখবে দুশমনের হাতগুলো থুতনিতে ঠেকে রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলকে তিনি একত্র করেছিলেন। এরপর তিনি তাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পেছনে অভিভাবকের ন্যায় অবস্থান করেছিলেন, অতি নিকটে নয়। তিনি ছিলেন হাশিমী বহুদর্শী ব্যক্তি। তিনি পলায়নপর, বেয়াকুফ ধরনের লোকের কাঁধে বোঝা চাপাতেন না। তিনি ছিলেন ধৈর্যের প্রতীক। ভীত সন্ত্রস্ত্র ব্যক্তি ও তাঁর এ ধৈর্যের জন্য ভয় ভুলে যেত। আর প্রতিটি অন্তরে দৃঢ়তা সমুজ্জ্বল ছিল। তাঁর সামনে লোকজন সতর্কতার সাথে আগমন করতেন তবে যেন শরীরের মধ্যে রূহগুলো স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করত।"

তাকে মক্কার বাবে মুআল্লাহ্র নিকট দাফন করা হয়েছিল। তবে তাঁর কবরকে নির্দিষ্টভাবে কেউ জানত না। কেননা তার চিহ্ন মিটিয়ে দেয়া হয়েছিল। অধিকন্তু দারোয়ান রাবী একশটি কবর খনন করেছিল এবং তাঁকে অন্য একটি কবরে দাফন করেছিল যাতে কেউ কবরটি চিনতে না পারে।

মানসূরের সন্তান-সন্ততি

মুহাম্মাদ আল-মাহদী ছিলেন যুবরাজ ; জা'ফর আল-আকবার, তিনি মানসূরের জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেন। এ দুই সন্তানের মাতা ছিলেন আরওয়া বিন্ত মানসূর ; ঈসা ; ইয়াকূব ; সুলায়মান- তাদের মাতা ছিলেন ফাতিমা বিন্ত মুহাম্মাদ, তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা)-এর বংশধর জা'ফর আল-আসগর, তিনি ছিলেন কুর্দী উম্মু ওয়ালাদের সন্তান; সালিহ্ আল-মিসকিন, তিনি ছিলেন রোমী উম্মু ওয়ালাদের সন্তান, তাকে কালীউল ফরাসাহ বলা হত ; আল-কাসিম, তিনিও উম্মু ওয়ালাদের সন্তান ছিলেন ; আল-আলিয়া, তিনি ছিলেন বনূ উমাইয়ার এক মহিলার সন্তান।

আল-মাহ্দী ইব্ন আল-মানসূরের খিলাফতকাল

একশ আটান্ন হিজরীর যুলহাজ্জ মাসের সাত তারিখ কিংবা ছয় তারিখ যখন তার পিতা মক্কায় ইনতিকাল করেন তখন তাঁর দাফনের পূর্বে, মানসূরের সাথে হজ্জব্রত পালনকারী নেতাদের থেকে ও বনূ হাশিমের সর্দারদের থেকে আল-মাহ্দীর জন্য বায়আত গ্রহণ করা হয়। দারোয়ান রাবী ডাক-হরকরা মারফত বাগদাদে অবস্থানরত আল-মাহ্দীর কাছে বায়আতনামা প্রেরণ করেন। ডাক-হরকরা বায়আতনামা নিয়ে যুলহাজ্জ মাসের ১৫ তারিখ মঙ্গলবার দিন তার কাছে প্রবেশ করেন। ডাক-হরকরা খিলাফতের দায়-দায়িত্ব তার কাছে অর্পণ করেন এবং বায়আতনামাও তার সোপর্দ করেন। বাগদাদের বাসিন্দাগণ তার হাতে বায়আত করেন। রাজ্যের সব কয়টি অঞ্চলে বায়আতনামা জারি করা ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন, মানসূর তাঁর মৃত্যুর এক দিন পূর্বে আমীরদেরকে ডাকলেন, তাঁদের কাছে কষ্টকর দায়িত্ব অর্পণ করেন, তাঁদের উপর নির্ভরতা প্রকাশ করলেন এবং নিজের পুত্র আল-মাহ্দীর জন্য বায়আত নবায়ন করলেন। আমীরগণ তাঁর কাছে অতিদ্রুত আগমন করেন ও দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে তৎক্ষণাৎ প্রতি উত্তর প্রদান করেন।

এ বছর ইবরাহীম ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস নিজের চাচা আল-মানসূরের ওসিয়ত মুতাবিক লোকজনকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। তিনিই তাঁর জানাযার নামায পড়ান। কেউ কেউ বলেন, আল-মাহ্দীর পর ঘোষিত যুবরাজ ‘ঈসা ইব্ন মূসা তাঁর জানাযার নামায পড়ান। প্রথম অভিমতটিই শুদ্ধ। কেননা তিনি ছিলেন মক্কা ও তাইফের নায়িব। মদীনার শাসক ছিলেন আবদুস সামাদ ইব্ন ‘আলী। কূফার শাসনকর্তা ছিলেন খলীফার পুলিশ অফিসার আল-মুসাইয়ার ইব্ন যুহায়রের ভাই আমর ইব্ন যুহায়র আদ-দাতী। খুরাসানের শাসক ছিলেন হুমায়দ ইব্ন কাহতাবা। বসরার ভূমি ও কর আদায়ে নিয়োজিত ছিলেন আম্মারা ইব্ন হামযা, সালাত আদায় ও বিচার বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আল-হাসান আল-আনবারী এবং সাধারণ কার্যাবলীর দায়িত্বে ছিলেন সাঈদ ইব্ন দা'লাজ।

আল্লামা আল-ওয়াকিদী বলেন, এ বছর জনগণের মধ্যে মারাত্মক মহামারী দেখা দেয় এবং বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন ঃ আফলাহ ইব্ন হুমায়দ, হায়াত ইব্ন শুরায়হ ; মক্কায় মুআবিয়া ইব্ন সালিহ ; যুফার ইব্ন আল-হুযায়ল ইব্ন কায়স ইব্ন সুলায়ম। এরপর তাঁর বংশধারা সা'দ ইব্ন আদনান পর্যন্ত পৌঁছে। তাঁকে বলা হত আত-তামীমী, আল আমবারী আল কূফী আল-ফকীহ হানীফী। মৃত্যুর দিক দিয়ে তিনি হযরত আবূ হানীফা (র)-এর প্রবীণতম সাথী। তিনি সকলের চেয়ে বেশী কিয়াসকে ব্যবহার করতেন। তিনি ছিলেন উচ্চ ধরনের আবিদ। প্রথমত তিনি ইলম হাদীস অধ্যয়নে আত্ম নিয়োগ করেন। এরপর তাঁর উপর ফিক্হ ও কিয়াস প্রভাব বিস্তার করে। তিনি একশ ষোল হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪২ বছর বয়সে একশ আটান্ন হিজরীতে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তার ও আমাদের উপর রহমত নাযিল করুন।

১৫৯ হিজরীর আগমন

এ বছরটি শুরু হয় যখন জনগণের খলীফা ছিলেন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন আল-মানসূর আল-মাহদী। এ বছরের প্রথম দিকেই তিনি এক বিরাট সেনাদলসহ আল-আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদকে রোমীয় শহরে প্রেরণ করেন। তিনি সেনাবাহিনীর পেছনে পেছনে অনেক দূর পর্যন্ত গমন করে তাদেরকে বিদায় জানান। তাঁরা রোমীয়দের শহরে গমন করেন এবং রোমের একটি বড় শহর জয় করেন। বহু গনীমত অর্জন করেন এবং সেনাদলের কাউকে না হারিয়ে নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

এ বছর খুরাসানের নায়িব হুমায়দ ইব্ন কাহতাবা ইনতিকাল করেন। আল-মাহদী তাঁর স্থলে আবূ আউন আবদুল মালিক ইব্ন ইয়াযীদকে নিয়োগ করেন। তিনি হামযা ইব্ন মালিককে সিজিস্তানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। জিবরীল ইব্ন ইয়াহ্ইয়াকে সমরকন্দের শাসক নিয়োগ করেন। এ বছর আল-মাহদী আর-রুসাফায় মসজিদ তৈরি ও দুর্গের চারপাশে গভীর খাদ খনন করেন। আবার এ বছর হিন্দুস্তানে প্রেরণের জন্য একটি বিরাট সৈন্যদল সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তী বছর তারা সেখানে পৌছে। তাদের ঘটনা যথাস্থানে বর্ণনা করা হবে।

এ বছর সিন্ধুর নায়িব মা'বাদ ইব্ন খালীল ইনতিকাল করেন। তাঁর স্থলে আল-মাহদী স্বীয় মন্ত্রীর আবূ আবদুল্লাহ্‌র পরামর্শে রাওহ ইব্ন খাতিমকে নিয়োগ করেন। এ বছরই আল-মাহদী খুনের কারণে কারাবন্দী, দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রচেষ্টাকারী এবং অন্যের হক আত্মসাৎকারী ব্যতীত বহু কয়েদীকে ছেড়ে দেন। ভূপৃষ্ঠের নীচে অবস্থিত কয়েদখানা থেকে যাদেরকে মুক্তি দেন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন ঃ বনূ সুলায়মের বন্ধু ইয়াকূব ইব্ন দাউদ ও হাসান ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুসায়ন। এ হাসানকে খাদিমের নিরাপত্তার ব্যাপারে তাকে সাহায্যকারী নিয়োগ করা হয়। হাসান কারাগর থেকে বের হওয়ার পূর্বে কারাগার থেকে পলায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যখন ইয়া'কূব ইব্ন দাউদ কারাগার থেকে বের হয়ে আসলেন তখন হাসানের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তিনি খলীফাকে অবগত করলেন। খলীফা তাকে কারাগার থেকে স্থানান্তর করেন এবং খাদিমকে দেখা-শুনার জন্য তার সাহায্যকারী হিসেবে তার কাছে দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। ইয়া'কূব ইব্ন দাউদ খলীফা আল-মাহদীর কাছে মহান মর্যাদার অধিকারী হন, এমনকি তিনি অনুমতি ব্যতীত রাতের বেলায়ও খলীফার ঘরে প্রবেশ করতেন। তিনি অনেক কিছু কার্যকলাপের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। খলীফা তাঁকে এক লাখ দিরহাম দান করেন। এরূপ অবস্থায় আল-মাহদী আল-হাসান ইব্ন ইব্রাহীমকে মর্যাদা দান করেন। তাতে খলীফার কাছে ইয়া'কূবের মর্যাদা কিছুটা হ্রাস পায়। আল-মাহদী দেশের বিভিন্ন নায়িবকে বরখাস্ত করেন এবং তাদের পরিবর্তে নতুন নায়িব নিয়োগ করেন। এ বছর আল-মাহদী স্বীয় চাচাত বোন উম্মু আবদুল্লাহ্ বিন্ত সালিহ ইব্ন আলীকে বিয়ে করেন এবং স্বীয় দাসী আল-খাইযুরানকে আযাদ করে দেন ও পরে তাকে বিয়ে করেন। আর তিনি হলেন হারূনুর রশীদের মাতা। এ বছরই বাগদাদের দাজলা নদীতে জাহাজে বিরাট অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। মাহদী যখন খলীফা হন তখন তাঁর পরবর্তী যুবরাজ ঈসা ইব্ন মূসাকে খিলাফত থেকে সরে দাঁড়াবার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি মাহদীর কথার বিরোধিতা করেন এবং মাহদীকে বলেন যেন তাকে কূফায় অবস্থিত তার একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জায়গায় বসবাস করার অনুমতি দেন। তখন তিনি তাকে এরূপ অনুমতি প্রদান করেন। মাহদী রাওহ ইব্ন

হাতিমকে কূফার আমীর পদে বহাল রাখেন। তিনি মাহ্দীর কাছে পত্র লিখে জানান যে, ঈসা ইব্‌ন মূসা মানুষের সাথে বছরে মাত্র দু'মাস জুমুআ ও সালাতের জামাআতে হাযির হন। আবার যখন সালাতে আসেন তখন মসজিদের দরজার ভিতরে চতুষ্পদ জন্তু নিয়ে প্রবেশ করেন। মানুষ যেখানে সালাত আদায় করেন তাঁর জন্তুটি সেখানে মলত্যাগ করে। তখন মাহ্দী পত্রের উত্তরে তাঁকে জানান গলির মাথায় যেন একটি লাকড়ি দিয়ে পথরোধক তৈরি করা হয় যাতে মানুষ সেখান থেকে মসজিদে হেঁটে আসতে বাধ্য হয়। যখন ঈসা ইব্‌ন মূসা এ ব্যাপারে অবগতি হলেন তখন তিনি জুমুআর দিনের পূর্বেই আল-মুখতার ইব্‌ন আবূ উবায়দার বাড়িটি তার ওয়ারিছদের থেকে ক্রয় করে নেন। আর বাড়িটি ছিল মসজিদ সংলগ্ন। তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার এ বাড়িতে আসতেন জুমআর দিন গাধায় সওয়ার হয়ে মসজিদের দরজা পর্যন্ত আগমন করতেন এবং সেখানে অবতরণ করতেন। লোকজনের সাথে সালাতে হাযির হতেন। আর সমস্ত পরিবার-পরিজন নিয়ে সামগ্রিকভাবে তিনি কূফায় বসবাস করতেন। এরপর মাহ্দী তাঁর উপর জেদ ধরলেন তিনি যেন খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ান। আর যদি তিনি সরে না দাঁড়ান তাঁকে শাস্তি দেয়ার হুমকি দেয়া হয়। যদি সরে দাঁড়ান তাহলে তাঁকে পুরস্কৃত করার ওয়াদা দেয়া হয়। এ আহ্বানে তিনি সাড়া দেন। মাহ্দী তাঁকে কয়েক খণ্ড বড় জমি এবং এক কোটি দিরহাম দান করেন। কেউ কেউ বলেন, দুই কোটি দিরহাম দান করেন। মাহ্দী তারপরে তার দুই পুত্র মূসা আল-হাদী এরপর হারূনুর রশীদের জন্য বায়আত গ্রহণ করেন। অচিরেই এর বর্ণনা আসবে।

মাহ্দীর মামা ইয়াযীদ ইব্‌ন মানসূর লোকজনকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। তিনি ছিলেন ইয়ামানের নায়িব। তাঁকে হজ্জ মওসুমের জন্য শাসক নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁর প্রতি গণআপত্তি বৃদ্ধির জন্য তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। অধিকাংশ শহরের নায়িবদেরকে মাহ্দী বরখাস্ত করেন। তবে নিম্নবর্ণিত শহরগুলোর শাসক বহাল থাকেন। যেমন, আফ্রিকাতে ইয়াযাদী ইব্‌ন হাতিম, মিসরের আবূ যামরা মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান, খুরাসানে আবূ আওন, সিন্ধুতে বুসতাম ইব্‌ন আমর আহওয়ায ও পারস্যের আম্মারা ইব্‌ন হামযা, ইয়ামানে রাজা ইব্‌ন রাজা, ইমামার বিশর ইব্‌ন আল মুনযির, ইরাকে আল ফযল ইব্‌ন সালিহ, মদীনায় উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাফওয়ান আল-জামহী, মক্কা ও তাইফে ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, কূফার সাধারণ বিভাগের জন্য ইসহাক ইব্‌ন আস সাবাহ আল-কিন্দী, কর আদায়ের জন্য সাবিত ইব্‌ন মূসা, বিচার বিভাগের জন্য শুরায়ক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আন-নাখঈ বসরার সাধারণ বিভাগের জন্য আম্মারা ইব্‌ন হামযা, সালাত আদায়ের জন্য আবদুল মালিক ইব্‌ন আইউব ইব্‌ন যুবইয়ান আন-নুমায়রী ও বিচার বিভাগের জন্য উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আল-হাসান আল-আমবারী।

এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন ঃ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবূ রাওয়াদ, ইকরামা ইব্‌ন আম্মার, মালিক ইব্‌ন মুগোল, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ যীব আল-মাদানী। তিনি ছিলেন ফিকাহ্ শাস্ত্রে মালিক ইব্‌ন আনাস (র)-এর সমকক্ষ। তিনি কতিপয় বিষয়ে মালিক (র)-এর বিরোধিতা করেন। কিছু সংখ্যক হাদীসের কারণে এ বিষয়গুলোকে প্রত্যাখ্যান করেন অথচ এগুলোকে এবং অন্যান্য মাসআলাকে ইমাম মালিক (র) মদীনাবাসীদের ইজমা বলে গণ্য করেন।

১৬০ হিজরীর আগমন

এ বছর খুরাসানে এক ব্যক্তি আল-মাহদীর আচরণ, চরিত্র, দান খয়রাত ও নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তার নাম ইউসুফ আল-বারাম। বহুলোক তার সাথে যোগ দেয়। বিষয়টি অত্যন্ত প্রকট আকার ধারণ করে এবং তাকে নিয়ে বিরাট বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। ইয়াযীদ ইব্‌ন মাযীদ তাকে দমনের জন্য রওনা হন। তার সাথে মুকাবিলা হয়। দু'জনের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত দু'জনই সওয়ারী থেকে নেমে পড়েন এবং কোলাকুলি করেন। তখন ইয়াযীদ ইব্‌ন মাযীদ ইউসুফকে বন্দী করেন এবং তার সাথীদের একটি বিরাট দলকেও বন্দী করেন। তিনি তাদেরকে আল-মাহদীর কাছে প্রেরণ করেন। তাদেরকে তার কাছে প্রবেশ করানো হয়। তাদেরকে উটের উপর বহন করা হয় তাদের চেহারা উটের লেজের দিকে ঘুরানো ছিল। খলীফা হারছামাকে নির্দেশ দিলেন যেন প্রথমে ইউসুফের হাত দু'টো কেটে ফেলা হয় পরে পা দু'টো কেটে ফেলা হয়। এরপর তার গর্দান কেটে ফেলা হয়। আর তার সাথে যারা ছিল তাদেরকে হত্যা করা হয়। তারপর তাদেরকে আল-মাহদীর সেনা নিবাসের সংলগ্ন দজলা নদীর বড় পুলের উপর শুলে চড়ানো হয়। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতিপত্তি স্তিমিত করে দেন এবং তাদের দুষ্কর্ম থেকে রক্ষা করেন।

মূসা আল-হাদীর জন্য বায়আত গ্রহণ

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি মাহদী ঈসা ইব্‌ন মূসার উপর জেদ ধরেন যে, তিনি খিলাফত থেকে নিজে যেন সরে পড়েন। কিন্তু তিনি খলীফার নির্দেশ মান্য করা থেকে বিরত রইলেন। তিনি কূফায় বসবাস করছিলেন। মাহদী তখন তাঁর কাছে একজন বড় সেনাপতিকে এক হাজার সাথীসহ প্রেরণ করেন। তার নাম ছিল আবূ হুরায়রা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ফাররূখ। তিনি সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন যেন তাঁকে খলীফার কাছে উপস্থিত করা হয়। সৈন্যদের প্রত্যেককে হুকুম দেয়া হয়েছিল যেন তারা প্রত্যেকে নিজের সাথে একটি ঢোল বহন করে। যখন তারা ফজর উদয়ের সময় কূফায় পৌঁছবে তখন যেন তাদের প্রত্যেকে ঢোল বাজাতে থাকে। তারা অনুরূপ করল ; তাতে সমগ্র কূফা শহর কেঁপে উঠল এবং ঈসা ইব্‌ন মূসা ও ভীত হয়ে পড়লেন। যখন তারা তার কাছে পৌঁছল তখন তারা তাকে খলীফার কাছে উপস্থিত হবার জন্য আহ্বান জানায় কিন্তু তিনি নিজকে অসুস্থ বলে প্রকাশ করেন। তারা তাঁর একথা গ্রহণ করল না বরং তারা তাঁকে ধরে তাদের সাথে নিয়ে গেল এবং এবছরের তেসরা মুহররম বৃহস্পতিবার দিন তাঁকে নিয়ে তারা খলীফার কাছে প্রবেশ করে। বনূ হাশিমের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও কাযীগণ উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ ব্যাপারে অনুরোধ করতে লাগলেন কিন্তু তিনি তাদের অনুরোধ মান্য করা থেকে বিরত থাকেন। এরপর লোকজন তাঁকে ভয়-ভীতি ও উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মুহার্‌রমের চার তারিখ শুক্রবার দিন আসরের পর সম্মতি জ্ঞাপন করেন। মাহদীর দুই পুত্র মূসা ও হারূনুর রশীদের জন্য মুহর্‌রমের ২৭ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন সকালে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করা হয়। মাহদী রাজ প্রাসাদের একটি বড় গোল আকৃতির ঘরে উপবিষ্ট হলেন। আমীরগণ ঘরে প্রবেশ করেন এবং বায়আত গ্রহণ করেন। এরপর খলীফা দাঁড়ালেন এবং মিম্বরে আরোহণ করলেন। তাঁর পুত্র মূসা আল-হাদী তাঁর নীচে বসলেন। ঈসা ইব্‌ন মূসা প্রথম সিঁড়িতে দাঁড়ালেন।

আল-মাহদী খুতবা দেন এবং জনগণকে ঈসা ইব্‌ন মূসার খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ানোর ব্যাপারটি সম্পর্কে অবহিত করেন। আর তিনি তাদেরকে একথাও জানান যে, তাদের গর্দানে খিলাফতের ব্যাপারে অঙ্গীকারের যে দায়-দায়িত্ব ছিল তা থেকে তিনি তাদেরকে মুক্ত করে তা তিনি মূসা আল-হাদীর কাছে অর্পণ করেছেন। ঈসা ইব্‌ন মূসা তাকে সত্য বলেছেন বলে ঘোষণা করেন এবং এ মর্মে তিনি মাহদীর হাতে বায়আত করেন। তারপর লোকজন দাঁড়ালেন এবং তারাও তাঁদের পদ মর্যাদা ও বয়স অনুযায়ী বায়আত প্রকাশে অংশ গ্রহণ করেন। তালাক ও আযাদ করার ন্যায় পরিপূর্ণ একটি চুক্তিনামা ঈসা ইব্‌ন মূসা কর্তৃক লিখিয়ে নেয়া হল। আমীরগণ, উযীরগণ, বনূ হাশিম ও অন্যান্য গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ চুক্তি নামায় সাক্ষী হিসেবে গণ্য হন। তারপর খলীফা তাঁকে আমাদের পূর্বে উল্লিখিত সম্পদ প্রদান করেন।

এ বছর একটি বিরাট সৈন্যদল নিয়ে আবদুল মালিক ইব্‌ন শিহাব আল-মাসমাঈ হিন্দুস্তানের বারবাদ শহরে প্রবেশ করেন। তাঁরা শহরটি ঘেরাও করেন এবং ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করেন। তাঁরা ফোসকা উৎপাদক পদার্থ নিক্ষেপ করেন ও একদল সৈন্যকে পুড়িয়ে দেন। অধিবাসীদের বহুলোক ধ্বংস হয়ে যায়। এভাবে তারা শহরটিকে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে জয় করে নেন। তারা ফেরত চলে আসতে ইচ্ছা পোষণ করেন কিন্তু সমুদ্র উত্তাল থাকায় তাদের জন্য তা সম্ভব হল না। তাই তাঁরা সেখানে কিছু দিন অবস্থান করলেন। এরপর তাদের মুখে এক প্রকার রোগ দেখা দেয় এটাকে বলা হয় حُمَام قُرٌّ (ঠাণ্ডা মৃত্যু) তাতে তাঁদের এক হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাদের মধ্যে একজন হলেন আর-রাবী ইব্‌ন সাবীহ্। যখন তাঁদের পক্ষে ভ্রমণ শুরু করা সম্ভব হল তখন তাঁরা সাগরের নৌযানে আরোহণ করেন। তাঁদের নিয়ে বাতাস প্রচণ্ড বেগে বয়ে গেল; তাতে তাদের একদল ও ডুবে মারা যায়। আর তাদের বাকী লোকজন বসরায় পৌঁছেন। তাঁদের সাথে ছিল অনেক বন্দী। তাদের মধ্যে তাদের বাদশাহের কন্যা ছিলেন অন্যতম। এ বছর মাহদী আবূ বাকারা আস-ছাকাফীর সন্তানদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওয়ালার সাথে সংযুক্ত করার ও ছাকাফ থেকে বংশধারা ছিন্ন করার নির্দেশ দেন। আর এ সম্পর্কে বসরার প্রশাসকের কাছে একটি পত্রও লিখেন। তিনি যিয়াদ ও নাফির বংশধারা থেকে তাঁর বংশধারা ছিন্ন করেন। এ সম্পর্কে কবি খালিদ আন-নাজ্জার বলেন ঃ

اِنَّ زِيَادًا وَنَافِعًا وَاَبَا + بَكْرَةَ عِنْدِىْ مِنْ اَعْجَبِ الْعَجَبِ
ذَاقَرْشِىٌّ كَمَا يَقُوْلُ وَذَا + مَوْلًى وَهٰذَا بِزَعْمِهِ عَرَبِىٌّ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যিয়াদ, নাফি‘ ও আবূ বাকারা আমার কাছে অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় সত্তার অধিকারী বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি কুরায়শ বংশের সদস্য যেমন তিনি দাবী করছেন। তিনি গোলামের মালিক এবং তিনি স্বীয়মতে একজন আরবী ভাষী।

ইব্‌ন জাবীর আবার উল্লেখ করেছেন যে, বসরার নায়িব এ নির্দেশটি বাস্তবায়ন করেননি।

এ বছর আল-মাহদী লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন এবং বাগদাদে তাঁর পুত্র মূসা আল-হাদীকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তাঁর পুত্র হারূনুর রশীদ ও কয়েকজন আমীরকে তাঁর সফর সংগী করেন। তাদের মধ্য হতে ইয়াকূব ইব্‌ন দাউদকে তাঁর বাড়িঘর ও আসবাবপত্রের

এবং তাঁর পরের ও পূর্বের খলীফাদের বস্ত্রগুলো রেখে দেয়ার হুকুম দেন। তারপর যখন তিনি কা'বা শরীফকে খালি করেন তখন তাকে সুগন্ধি দ্বারা বার্নিশ করান এবং অত্যন্ত সুন্দর বস্ত্র দ্বারা গিলাফ পরান। কথিত আছে যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর যুগের নির্মাণ কাজের ন্যায় কা'বা শরীফকে পুনরায় নির্মাণ করার জন্য ইমাম মালিক (র)-থেকে ফাতওয়া তলব করেছিলেন কিন্তু ইমাম মালিক (র) তখন তাঁকে বলেন, কা'বাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। কেননা আমার আশংকা হচ্ছে যে, বাদশাহ্রা এটাকে খেলার বস্তুতে পরিণত করবে। তখন তিনি কা'বা শরীফকে তার অবস্থায় ছেড়ে দেন।

বসরার নায়িব মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান খলীফার জন্য মক্কায় বরফ বহন করে নিয়ে আসেন। আর তিনিই ছিলেন প্রথম খলীফা যার জন্য মক্কায় বরফ বহন করে নিয়ে আসা হয়েছিল। যখন তিনি মদীনায় প্রবেশ করেন তখন তিনি মসজিদে নববীকে প্রশস্ত করেন। আর মসজিদে ছিল মিহরাব। তিনি তা অপসরণ করেন এবং মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (র)-এর সময় যা অতিরিক্ত নির্মাণ করা হয়েছিল তা মিম্বর থেকে হ্রাস করার ইচ্ছা করেন। তখন তাঁকে ইমাম মালিক (র) বলেন, পরিবর্তনের সময় সম্মানিত ঘরের লাকড়ি ভেঙ্গে যাবার আশংকা রয়েছে। তখন তিনি তা ছেড়ে দেন। তিনি মদীনায় রুকাইয়া বিন্ত আমর আল-উছমানীয়াকে বিয়ে করেন। আর তার পরিবার-পরিজন থেকে পাঁচশজন ব্যক্তিকে ইরাকে তার পাহারাদার ও সাহায্যকারী হিসেবে নির্বাচন করেন। তাদের জন্য এককালীন দান ব্যতীত নিয়মিত খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেন এবং তাদেরকে তাদের সুপরিচিত জমি-জমা দান করেন।

এ বছর আর রাবী ইব্ন সাবীহ ও ইমাম যুহরীর অন্যতম সাথী সুফিয়ান ইব্ন হুসায়ন ইনতিকাল করেন। আবূ বুসতাম শু'বা ইব্ন আল হাজ্জাজ ইব্ন আল-ওয়ারদ আল-আতকী আল ইযাদী আল ওয়াসিতী বসরায় স্থানান্তরিত হন। শু'বা আল-হাসান ও ইব্ন সীরীনকে দেখেছেন এবং তাবিঈদের একটি দল থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে বহু উস্তাদ ও সমকালীন ব্যক্তি এবং ইসলামের ইমাম হাদীস বর্ণনা করেন। আস-সাওরী (র) বলেন, "তিনি ছিলেন شَيْخُ الْمُحَدِّثِيْنَ। (শায়খুল মুহাদ্দিসীন) এবং তাদের মধ্যে তাঁর উপাধি ছিল আমীরুল মু'মিনীন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন (র) বলেন, তিনি ছিলেন ইমামুল মুত্তাকীন। তিনি ছিলেন উঁচু স্তরের পরহিযগার, সাবধানী, কঠোর আত্মসংযমী সতর্ক ও উত্তম নীতিবান।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, "তিনি না হলে ইরাকে হাদীসশাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করত না"। ইমাম আহমদ (র) বলেন, এ ব্যাপারে তিনি একাই ছিলেন একটি জাতি, তাঁর যামানায় তাঁর মত অন্য কেউ ছিল না"। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ বলেন, "তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, হুজ্জত ও মুহাদ্দিস।" ওয়াকী বলেন, "আমি আশা রাখি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসকে বিকৃতি থেকে প্রতিরোধ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে তাঁর মর্যাদা বুলন্দ করে দেবেন। সালিহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হ-রযা বলেন, শু'বা ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বর্ণনাকারীদের সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। এরপর ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান এর অনুসরণ করেন। তারপর আহমদ এবং এর পরে ইব্ন মুঈন এ ব্যাপারে পারদর্শিতা অর্জন করেন। ইব্ন মাহদী বলেন, আমি মালিক (র) থেকে বেশী বুদ্ধিমান আর কাউকে পাইনি, শু'বা (র) থেকে বেশী আত্মসংযমী অন্য কাউকে পাইনি, ইসলামী উম্মাহর জন্য ইব্ন মুবারক (র) থেকে অধিক হিতৈষী আমি অন্য

কাউকে দেখিনি এবং আস-সাওরী (র) থেকে অধিক হাদীসের সংরক্ষণকারী অন্য কাউকে পাইনি। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম বলেন, "যখনই আমি কোন সালাতের সময় শু'বার ওখানে প্রবেশ করতাম, দেখতাম তিনি সালাতে মশগুল রয়েছেন। তিনি ছিলেন ফকীহদের পিতা ও মাতা।" আন-নুদার ইব্ন শুমায়ল (র) বলেন, "আমি তাঁর থেকে মিসকীনদের প্রতি অধিক মেহেরবান অন্য কাউকে দেখিনি। যখন তিনি কোন মিসকীনকে দেখতেন তখন সে দৃষ্টির বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি তার দিকে তাকিয়ে থাকতেন।" অন্য একজন বলেন, "আমি তাঁর থেকে অধিক ইবাদতকারী অন্য কাউকে আর দেখতে পাইনি। তিনি আল্লাহ্র ইবাদতে এতই বিভোর ছিলেন যে, তাঁর চামড়া হাড়ের সাথে লেগে গিয়েছিল।" ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান (র) বলেন, মিসকীনের জন্য এত অধিক দয়ালু ও কোমল হৃদয় আমি অন্য কাউকে দেখিনি। মিসকীন তাঁর ঘরে প্রবেশ করত আর তিনি তাকে যতদূর সম্ভব দান করতেন। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ অন্যরা বলেন, তিনি বসরায় ৭৮ বছর বয়সে একশ ষাট হিজরীর প্রথম দিকে ইনতিকাল করেন।

১৬১ হিজরীর আগমন

এ বছর ছুমামা ইব্ন ওয়ালীদ গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি দাবিক নামক জায়গায় অবতরণ করেন। রোমীয়রা তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে উঠল। তাই মুসলমানগণ সেখানে প্রবেশ করতে সক্ষম হলেন না।

এ বছরই আল-মাহদী পানির কূপ খনন করার হুকুম দেন। মক্কার রাস্তায় কল-কারখানা স্থাপন ও দালানকোঠা তৈরির নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে ইয়াকতীন ইব্ন মূসাকে শাসক নিযুক্ত করেন। একশ একাত্তর হিজরী পর্যন্ত দশ বছর যাবৎ নির্মাণ কাজ চলতে থাকে। এতে হিজাযের রাস্তাগুলো ইরাকের রাস্তাগুলো থেকে অধিক সুগম, আরামদায়ক ও নিরাপদ রাস্তায় পরিণত হয়। এ বছরই আল-মাহদী পশ্চিম ও কিবলার দিক দিয়ে বসরার জামি' মসজিদের সম্প্রসারণ করেন। এ বছরই তিনি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পত্র লিখে জানান যে, দেশের কোন জামাআতের মসজিদে যেন মিহরাব না রাখা হয়। আর প্রতিটি মিম্বরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদের মিম্বরের পরিমাণ ছোট করা হয়। রাজ্যের সবগুলো শহরে এরূপ করা হল। এ বছর আল-মাহদীর ওযীর আবূ উবায়দুল্লাহ্র মর্যাদা হ্রাস পায়। কেননা, মাহদীর কাছে ওযীরের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পেয়ে যায়। সুতরাং মাহদী তাঁর কাছে এমন লোককে টেনে নেন যাঁর মর্যাদা তাঁর কাছে স্বীকৃত। যাঁদেরকে তাঁর কাছে টেনে নেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ইসমাঈল ইব্ন উলাইয়া। এরপর তিনি তাঁকে দূরে সরিয়ে দেন, আরো অধিক দূরে সরিয়ে দেন। এমনকি পরে তাঁকে সেনানিবাস থেকে বের করে দেন।

এ বছরই বিচার বিভাগের দায়িত্ব পান আফীয়া ইব্ন ইয়াযীদ আল-ইযদী। তিনি এবং ইব্ন আলাছা আর-রুসাফা এ অবস্থিত মাহদীর সেনানিবাসে কাযীর দায়িত্ব পালন করতেন। এ বছরই এক ব্যক্তি খুরাসানের মারভের গ্রামসমূহ থেকে কোন একটি গ্রামে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তার নাম ছিল আল-মুকান্না। সে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করত। এ ব্যাপারে তার অনুসারী ছিল অনেক লোক। মাহদী তার কাছে তাঁর কয়েকজন আমীরকে প্রেরণ করেন এবং বিরাট একটি সৈন্যদলও প্রেরণ করেন। আমীরদের মধ্যে খুরাসানের আমীর মুআয ইব্ন মুসলিম ছিলেন অন্যতম। তাদের সম্বন্ধে যথাস্থানে বর্ণনা পেশ করা হবে।

এ বছরই মূসা আল-হাদী ইব্‌ন আল-মাহদী লোকজনকে নিয়ে হজ্জ করেন। এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন ঃ ইসরাঈল ইব্‌ন ইউনুস ইব্‌ন ইসহাক আস-সাবীঈ, যায়িদা ইব্‌ন কুদামা ও সুফিয়ান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন মাসরূক আছ্-ছাওরী। তিনি ছিলেন ইসলামের ইমাম ও ইবাদতকারীদের অন্যতম। তাঁর উস্তাদ ছিলেন আবূ আবদুল্লাহ্ আল-কূফী। তিনি একাধিক তাবিঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকেও বহু ইমাম ও অন্যান্য ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেন। শু'বা, আবূ আসিম, সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনা, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুঈন ও অন্যান্য একাধিক ব্যক্তি বলেন ঃ তিনি ছিলেন, আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস (اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الْحَدِيْثِ) অর্থাৎ হাদীস শাস্ত্রে মু'মিনদের আমীর। ইবনুল মুবারক (র) বলেন, আমি হাজার হাজার শায়খ ও শত শত শায়খ থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। আর তিনি হলেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আইয়ুব বলেন, আমি কোন কূফাবাসীকে তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ দেখিনি। ইউনুস ইব্‌ন উবায়দ বলেন, তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আমি কাউকে দেখিনি। শু'বা (র) বলেন, তিনি পরহেযগারী জ্ঞানে জনগণের সর্দার ছিলেন। তিনি আরো বলেন, আহলে মাযহাব তিনজন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁর যুগের ; ইমাম আশ-শা'বী (র) ও তাঁর যুগের এবং ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (র) তাঁর যুগের। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, "আমার অন্তর তাঁর থেকে কেউ অগ্রাধিকার পায় না।" এরপর তিনি বলেন, "তুমি কি জান ইমাম কে ? ইমাম হলেন, সুফিয়ান আস-সাওরী (র)। আবদুর রায্‌যাক বলেন, আমি সুফিয়ান আস-সাওরীকে বলতে শুনেছি ঃ আমি কখনও আমার অন্তরে এমন জিনিসকে স্থান দেইনি যা আমাকে প্রতারণা করতে পারে। তাই আমি অবশ্যই যে বস্ত্র বয়নকারী গান গাচ্ছে তার পাশ দিয়ে গমন করার সময় কান বন্ধ রাখব এ ভয়ে যে সে যা বলেছে তা যেন আমি হিফ্য করে না ফেলি। তিনি আরো বলেন, "যে দশ হাজার দীনার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আমার কাছে হিসাব নিবেন যা দুনিয়াতে রেখে যাব তা আমার কাছে এ কথা থেকে অধিক প্রিয় যে আমার প্রয়োজনের কথা আমি জনগণের কাছে পেশ করব।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ বলেন, ঐতিহাসিকগণ একমত যে, তিনি একশ একষট্টি হিজরীতে বসরায় ইনতিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল চৌষট্টি বছর। কোন একজন আলিম তাঁকে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি জান্নাতে একটি খেজুর গাছ থেকে অন্য একটি খেজুর গাছে উড়ে বেড়াচ্ছেন এবং একটি গাছ থেকে অন্য একটি গাছে উড়ে বেড়াচ্ছেন। আর তিনি পড়ছিলেন ঃ

اَلْحَمْدُ اللّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ـ
فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ ـ

"অর্থাৎ তারা প্রবেশ করে বলছে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এ ভূমির ; আমরা জান্নাতে যেথায় ইচ্ছা বসবাস করব।' সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম ! (সূরা যুমার ঃ ৭৪)।" তিনি আরো বলেন, যখন কোন ব্যক্তি ঢাল তৈরির পানে দ্রুত মনোযোগী সে জ্ঞানের দিক থেকে বহু পেছনে পড়ে যায়। এ বছর যারা ইনতিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন।

আবূ দালামা

তিনি হলেন যায়দ ইব্‌ন জুন ভাঁড় কবি। তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিমান কবি। মূলত তিনি কূফার বাসিন্দা ছিলেন। তবে তিনি পরে বাগদাদে বসবাস করেন। তিনি খলীফা মানসূরের প্রিয়ভাজন ছিলেন। কেননা তিনি তাঁকে হাসাতেন, তাঁর সামনে কবিতা আবৃত্তি করতেন ও তাঁর প্রশংসা করতেন। একদিন তিনি মানসূরের স্ত্রীর জানাযায় হাযির হন। তিনি ছিলেন মানসূরের চাচাত বোন। তাকে বলা হত হিমাদা বিন্‌ত ঈসা। মানসূর তাঁর জন্য চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। যখন তাঁরা সকলে তার কবরের উপর মাটি বরাবর করলেন আর আবূ দালামাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, মানসূর তাঁকে বললেন, হায়, হে আবূ দালামা ! আজকের জন্য তুমি কী তৈরি রেখেছ। তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীনের চাচাতো বোন। তখন মানসূর হেসে হেসে চিৎ হয়ে পড়লেন। তারপর বললেন, হায় ! তুমি আমাদেরকে লাঞ্ছিত করলে। একদিন তিনি মাহ্‌দীকে সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় অভ্যর্থনা জানাবার জন্য মাহ্‌দীর কাছে প্রবেশ করেন এবং কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

اِنِّىْ حَلَفْتُ لَئِنْ رَاَيْتُكَ سَالِمًا + بِقُرَى الْعِرَاقِ وَاَنْتَ ذُوْ وَفْرٍ
لَتُصَلِّيْنَ عَلَى النَّبِىِّ مُحَمَّدٍ + .وَلَتَمْلُأَنَّ دَرَاهِمًا حَجْرِىْ -

অর্থাৎ "আমি শপথ করেছি, যদি আপনাকে আমি ইরাকের গ্রামগুলোতে ধন-সম্পদসহ নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করতে দেখি তাহলে আপনি অবশ্যই নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দুরূদ প্রেরণ করবেন এবং আপনি অবশ্যই দিরহাম দিয়ে আমার কোল ভরে দেবেন।" মাহ্‌দী বললেন, প্রথমটির ব্যাপারে আমি হ্যাঁ বলছি ; আমরা সকলে নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি দুরূদ প্রেরণ করব কিন্তু দ্বিতীয়টির ব্যাপারে আমি বলছি 'না'। তখন আবূ দালামা বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! এ দুটো এমন ধরনের বাক্য যেগুলোকে আলাদা করা যায় না। (কাজেই দু'টোর ব্যাপারে হ্যাঁ হতে হবে।) তখন মাহ্‌দী দিরহাম দিয়ে তাঁর কোল ভরে দিলেন। এরপর খলীফা কবিকে বললেন, উঠে পড়। তিনি বললেন, এতে আমার জামা ছিঁড়ে যাবে। তখন এগুলোকে আমি আমার জামা থেকে থলিতে ভরে নিলাম। কবি এগুলো নিয়ে উঠে পড়লেন এবং এগুলো বহন করতে করতে চলে গেলেন।

তাঁর থেকে ইব্‌ন খাল্লিকান উল্লেখ করেন যে, একদিন তাঁর পুত্র অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন একজন চিকিৎসক তাকে ঔষধপত্র দিলেন। যখন সে সুস্থ হয়ে যায় আবূ দালামা চিকিৎসককে বললেন, তোমাকে আমরা যে পরিমাণ সম্পদ প্রদান করব তা এখন আমাদের কাছে নেই। সুতরাং তুমি আমাদের কাছে যে সম্পদ পাবে তার জন্য তুমি অমুক ইয়াহূদীর বিরুদ্ধে একটি মুকাদ্দামা দায়ের কর। আর আমরা এ পরিমাণ অর্থের জন্য কাযীর দরবারে সাক্ষ্য দেব। বর্ণনাকারী বলেন, তখন চিকিৎসক কূফার কাযী মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা মতান্তরে ইব্‌ন শাবরামার দরবারে আগমন করেন এবং ইয়াহূদীর বিরুদ্ধে মুকাদ্দামা দায়ের করেন। ইয়াহূদী অস্বীকার করল তখন তার বিরুদ্ধে আবূ দালামা ও তাঁর পুত্র সাক্ষ্য দিলেন। কাযী তাঁদের সাক্ষ্য রদ করতে পারলেন না বরং আত্ম-সংশোধনের ব্যাপারে ভয় করতে লাগলেন। সুতরাং মুকাদ্দামা দায়েরকারী চিকিৎসককে তিনি নিজের কাছ থেকে প্রার্থিত সম্পদ দিয়ে দিলেন এবং ইয়াহূদীকে

ছেড়ে দিলেন। কাযী তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিলেন। এ বছরই আবূ দালামা ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি সত্তর বছর বয়সে খলীফা হারূনুর রশীদের খিলাফত পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

১৬২ হিজরীর আগমন

এ বছরই কুনসারীন ভূখণ্ডে আবদুস সালাম ইব্ন হাশিম আল-ইয়াশকুরী বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জনতার একটি বিরাট দল তার অনুসারী হয়ে গেল। তার শক্তি বৃদ্ধি পেল। আমীরদের একটি বিরাট দল তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল কিন্তু তারা তাকে দমন করতে পারল না। তার উদ্দেশ্যে মাহদী একটি বিরাট সৈন্যদল গঠন করেন। আর সৈন্যদের জন্য প্রচুর সম্পদ ব্যয় করেন। কিন্তু সে তাদের কয়েকবার পরাজিত করে। এরপর ব্যাপারটি এরূপ দাঁড়াল যে, সে পরে নিহত হল।

এ বছরই আল-হাসান ইব্ন কাহতাবা আশি হাজার সৈন্য নিয়ে গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি রোম শহরকে ধ্বংস করে দেন এবং ছোট ছোট অনেক শহরকে জ্বালিয়ে দেন। বিভিন্ন জায়গাকে ধ্বংসাবশেষে পরিণত করেন এবং প্রচুর সংখ্যক অবাধ্য লোককে বন্দী করেন। অনুরূপভাবে ইয়াযীদ ইব্ন আবূ উসায়দ আস-সালামী রোমের বিভিন্ন শহরে বাবে কালীকালা দিয়ে যুদ্ধ করেন। তিনি প্রচুর গনীমত অর্জন করেন, নিরাপদে ফেরত আসেন এবং বহু সংখ্যক লোককে বন্দী করেন।

এ বছর জুরজানে একটি দল বিদ্রোহ করে, তারা লাল বস্ত্র পরিধান করে, তাদের নেতার নাম ছিল আবদুল কাহহার। তার বিরুদ্ধে আমর ইবনুল আলা তাবারিস্তান থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এরপর তিনি আবদুল কাহহারকে পরাভূত করেন এবং তাকেও তার সাথীদেরকে হত্যা করেন। এ বছরই আল-মাহদী দেশের সমস্ত অঞ্চলে ও বিভিন্ন এলাকায় হাতকাটা লোক ও কয়েদীদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করার নীতি প্রবর্তন করেন। এটা ছিল একটি বিরাট সওয়াবের কাজ ও বিরাট মান-সম্মানের ব্যাপার। এ বছরই ইব্রাহীম ইব্ন জা'ফর ইব্ন আল-মানসূর লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। এ বছর যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাঁরা হলেন ঃ

ইবরাহীম ইব্ন আদহাম

তিনি ছিলেন আল্লাহ্র প্রসিদ্ধ বান্দা ও শীর্ষ পর্যায়ের পরহেযগারদের অন্যতম। এ ব্যাপারে তাঁর ছিল অত্যন্ত দৃঢ় সংকল্প। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন।

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল ঃ ইবরাহীম ইব্ন আদহাম ইব্ন মানসূর ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন আমির ইব্ন ইসহাক আত- তামীমী। তাঁকে আল-আজালীও বলা হত। মূলত তিনি ছিলেন বালখের অধিবাসী। এরপর তিনি সিরিয়ায় বসবাস শুরু করেন এবং পরে দামেশকে প্রবেশ করেন। তিনি তাঁর পিতা, আ'মাশ, আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাথী মুহাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ, আবূ ইসহাক আস-সাবীঈ ও অন্যান্য থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকেও বহু লোক হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন ঃ বাকিয়া, আস-সাওরী, আবূ ইসহাক আল-ফাযারী, মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ এবং আওযাঈ।

ইব্ন আসাকির আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আল-জাযারীর মাধ্যমে ইবরাহীম ইব্ন আদহাম থেকে তিনি মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আবূ

হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, তিনি বসে বসে সালাত আদায় করছেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি বসে বসে সালাত আদায় করছেন, আপনার কী হয়েছে ? তিনি বললেন, ক্ষুধা, হে আবূ হুরায়রা ! আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তখন আমি কাঁদতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আবূ হুরায়রা ! তুমি কাঁদো না। কেননা, কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ঐরূপ ক্ষুধার্তকে স্পর্শ করবে না যিনি তা দুনিয়ার জগতে পুণ্য ও প্রতিদানের আশায় ভোগ করেছিলেন। ইব্ন আসাকির বাকিয়া এর মাধ্যমে ইবরাহীম ইব্ন আদহাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ ইসহাক আল-হামদানী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আম্মারা ইব্ন গাযিয়া থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ বিভ্রান্তি ও পরীক্ষা আসবে যা বান্দাদেরকে উৎসন্ন করে ফেলবে কিন্তু তাদের মধ্য থেকে জ্ঞানী ব্যক্তি তার জ্ঞানের দ্বারায় তা থেকে রক্ষা পাবে।

ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, ইবরাহীম ইব্ন আদহাম ছিলেন নির্ভরযোগ্য, আমানতদার ও পরহেযগারদের অন্যতম। আবূ নুআয়ম ও অন্যরা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি খুরাসানের কোন এক বাদশাহর বংশধর ছিলেন। আর তিনি শিকার করা পসন্দ করতেন। তিনি বলেন, একদিন আমি ঘর থেকে রেব হলাম এবং একটি শিয়ালের পেছনে ধাওয়া করলাম। তখন কারবুস সুরুজী নামক জায়গা থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, "তোমাকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি। কিংবা তোমাকে একাজ করার নির্দেশও দেয়া হয়নি।" তিনি বলেন, তখন আমি চেতনা শক্তি ফিরে পেলাম এবং বলতে লাগলাম, আমি শেষ সীমায় পৌঁছেছি, আমি শেষ সীমায় পৌঁছেছি। আমার কাছে সারা বিশ্বের প্রতিপালকের তরফ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী আগমন করেছেন। এরপর আমি আমার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে গেলাম। আমার ঘোড়া থেকে আমি অবতরণ করলাম এবং আমার পিতার একজন রাখলের কাছে আগমন করলাম। তার থেকে একটি লম্বা জামা ও চাদর নিয়ে নিলাম এবং তা পরিধান করলাম। এরপর আমি ইরাকে গমন করলাম। সেখানে কিছুদিন কাজ করলাম কিন্তু রীতিমত হালাল কাজ করার সুযোগ হল না। কোন এক উস্তাদকে এরূপ রীতিমত হালাল কাজ কোথায় পাওয়া যাবে জিজ্ঞেস করায় তিনি আমাকে সিরিয়ার শহরসমূহের কথা বললেন। আমি তারসূস নামক শহরে আগমন করলাম এবং সেখানে কিছুদিন কাজ করলাম। বাগানের দেখা-শুনা করতাম এবং ফসল কর্তনকারীদের সাথে ফসল কর্তন করতাম। তিনি বলতেন, সিরিয়ার শহরগুলোতে আমি সুখে জীবন যাপন করছিলাম। আমার দীনকে নিয়ে আমি এক সুউচ্চ পর্বত থেকে অন্য পর্বতে গমন করতাম, এ পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে গমন করতাম। যে ব্যক্তি আমাকে দেখত সে বলত, আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে আক্রান্ত। এরপর তিনি জঙ্গলে প্রবেশ করেন, মক্কায় গমন করেন এবং আস-সাওরী ও আল-ফুযায়ল ইব্ন ইয়ায এর সংস্পর্শে থাকেন। এরপর সিরিয়ায় গমন করেন ও সেখানে ইনতিকাল করেন। তিনি ফসল কর্তনকারীদের ন্যায় খেটে খেতেন, কর্ম সম্পাদনকারীদের ন্যায় কাজ করতেন এবং বাগানও ইত্যাদির দেখাশুনা করতেন।

তাঁর থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদিন তিনি জঙ্গলে এক ব্যক্তির দেখা পান। তিনি তাঁকে ইসমুল্লাহিল আযম শিক্ষা দেন। তিনি তা দ্বারা দু'আ করতেন। এমনকি তিনি আল-খিযির (আ)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তিনি তাঁকে বলেছিলেন, আমার ভাই দাউদ (আ) তোমাকে

ইসমুল্লাহিল আযম শিক্ষা দিয়েছেন। উপরোক্ত বর্ণনাটি আল কুশায়রী এবং ইব্ন আসকারি তাঁর থেকে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় আরো রয়েছে যে, তিনি তাঁকে বলেন, নিশ্চয়ই ইলিয়াস (আ) তোমাকে ইসমুল্লাহিল আযম শিক্ষা দিয়েছেন। ইবরাহীম (র) বলেন, উত্তম খাওয়া দাওয়া কর। রাত জাগরণ না করলে কিংবা দিনে সিয়াম পালন না করলে তোমার উপর কোন কিছু বর্তাবে না।

আবূ নুআয়ম তাঁর থেকে উল্লেখ করেন যে, তিনি তাঁর অধিকাংশ দু'আয় বলতেন, "হে আল্লাহ্, তুমি আমাকে তোমার মুসীবতের লাঞ্ছনা থেকে তোমার আনুগত্যের সম্মানের দিকে স্থানান্তরিত ও ধাবিত কর।" একদিন তাঁকে বলা হল যে, গোশতের দাম চড়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, এটা সস্তা কর। অর্থাৎ এখন খরিদ করো না; এটা কিছুদিনের মধ্যে সস্তা হয়ে যাবে। কোন এক ইতিহাসবেত্তা বলেন, একদিন এক ঘোষণাকারী তাঁর উপর দিক থেকে এ বলে ঘোষণা করেন হে ইবরাহীম ! এ অনর্থক কাজ কেন করছ ? আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَتُرْجَعُوْنَ "অর্থাৎ তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না ? (সূরা আল-মূমিনূন ঃ ১১৫)।" তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তোমার উচিত কিয়ামাতের দিনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করা। তারপর তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন, দুনিয়া বর্জন করলেন এবং আখিরাতের আমল শুরু করলেন। ইব্ন আসাকির প্রথম দিক দিয়ে সন্দেহযুক্ত একটি সনদে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একদিন বলখের একটি সুদৃশ্য জায়গায় অবস্থান করছিলাম। এমন সময় সুদর্শন চেহারা ও দাড়ির অধিকারী এক ব্যক্তি আমার ঘরের ছায়ায় প্রবেশ করেন। তিনি আমার সমগ্র হৃদয়ে স্থান করে নিলেন। তখন আমি আমার গোলামকে আদেশ করলাম, সে তাঁকে ডাকল। তখন তিনি ঘরে প্রবেশ করেন। আমি তাঁর সামনে খাদ্য পেশ করলাম, কিন্তু তিনি খেতে অস্বীকৃতি জানান। আমি বললাম, আপনি কোথা থেকে এসেছেন ? তিনি বললেন, নদীর অপার থেকে। আমি বললাম, আপনি কোথায় যাবেন ? তিনি বললেন, হজ্জে যাব। আমি বললাম, এত কম সময়ের মধ্যে ? সেদিন ছিল যুলহাজ্জা মাসের প্রথম দিন কিংবা দ্বিতীয় দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ যা চান তা করতে পারেন। তখন আমি বললাম, আমি আপনার সংগী হতে চাই। তিনি বললেন, যদি তুমি এটা পসন্দ কর তাহলে তোমার নির্দিষ্ট সময়টি হল রাত। যখন রাত হল তিনি আমার কাছে আসলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র নামে উঠে পড়। আমি আমার ভ্রমণের বস্ত্র সংগে নিলাম এবং ভ্রমণ শুরু করে দিলাম। আমাদের নীচে ভূমি যেন সংকুচিত হয়ে আসছে। আর আমরা বিভিন্ন শহর অতিক্রম করে চলে যাচ্ছি এবং আমরা বলছিলাম, এটা অমুক শহর, এটা অমুক শহর। যখন ভোর হয়ে গেল তখন তিনি আমার থেকে পৃথক হয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, তোমার নির্দিষ্ট সময় হল রাত। যখন রাত হল তখন তিনি আমার কাছে আসলেন এবং আমরা গতকালের ন্যায় ভ্রমণ করলাম। এরপর আমরা মদীনা শরীফে পৌঁছে গেলাম। এরপর মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সেখানে আমরা রাতের বেলায় পৌঁছলাম। আমরা লোকজনের সাথে হজ্জ আদায় করলাম। তারপর আমরা সিরিয়ায় ফিরে আসলাম এবং বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারত করলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমি সিরিয়ার একটি স্থানে যাওয়ার মনস্থ করেছি। এরপর আমি আমার শহর বলখে অন্যান্য দুর্বলের ন্যায় ফেরত আসলাম। কিন্তু আমি তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করিনি। এটা ছিল আমার জীবনের প্রথম ঘটনা।

অন্য একটি সন্দেহজনক সনদে বর্ণিত রয়েছে যে, আবূ হাতিম আর-রাযী আবূ নুআয়ম (র)

হতে বর্ণনা করেন। তিনি সুফিয়ান আস-সাওরী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইবরাহীম ইব্ন আদহাম (র) ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ)-এর ন্যায় ছিলেন। যদি তিনি সাহাবীদের যামানায় হতেন তাহ্লে তিনি এমন একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি হতেন যাঁর থাকত বহু গোপন রহস্য। আমি তাঁকে কোন দিন প্রকাশ্যে তাসবীহ কিংবা অন্য কিছু পড়তে দেখিনি। কারো সাথে খাদ্য গ্রহণের সময় তিনি সমাপ্তির লক্ষ্যে সর্বশেষে হাত উঠাতেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক (র) বলেন, ইবরাহীম (র) ছিলেন একজন অনন্য গুণসম্পন্ন মহাপুরুষ ও বিদ্বান ব্যক্তি। তাঁর ছিল আল্লাহ্ ও তাঁর মধ্যে বহু গোপন তথ্য ও রহস্য। আমি তাঁকে কোন দিন প্রকাশ্যে তাসবীহ পড়তে অথবা অন্য কোন আমল করতে দেখিনি। তিনি যখনই কারো সাথে খাদ্য গ্রহণ করতেন তখন সমাপ্তির লক্ষ্যে তিনি সর্বশেষে হাত উঠাতেন।

বিশর ইব্ন আল-হায়িছ আল-হাফী বলেন, চার ব্যক্তি রয়েছেন যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সুস্বাদু খাবাবের দ্বারা মর্যাদাবান করেছেন ঃ ইবরাহীম ইব্ন আদ্হাম, সুলায়মান ইব্ন খাওয়াস, ওহায়ব ইব্ন ওয়ারদ এবং ইউসুফ ইব্ন আসবাত।

ইব্ন আসাকির মুআবিয়া ইব্ন হাফস (র)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইবরাহীম ইব্ন আদহাম একটি হাদীস শুনেছেন এবং এ হাদীসের দ্বারা তাঁর যুগের বিপর্যয়কে তুলে ধরেছেন। ইবরাহীম (র) বলেন, রাবঈ ইব্ন খারাশ থেকে মানসূর আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গমন করেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা) ! আমাকে এমন একটি আমল নির্দেশ করুন যা পালন করলে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মহব্বত করবেন এবং মানুষও আমাকে মহব্বত করবেন। তিনি উত্তরে বললেন, যখন তুমি ইচ্ছা কর যে, আল্লাহ্ যেন তোমাকে মহব্বত করেন তখন তুমি দুনিয়ার সাথে শত্রুতা রাখ। আর যখন তুমি ইচ্ছা কর যে মানুষ যেন তোমাকে মহব্বত করে তখন তোমার কাছে দুনিয়ার যা কিছু সম্পদ থাকুক তা নগ্নপদকে দান কর।

ইব্ন আবূ দুনিয়া বলেন, "আবূ রাবী ইদরীস (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন কয়েকজন আলিমের কাছে ইবরাহীম ইব্ন আদহাম (র) উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁরা হাদীস সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে লাগলেন কিন্তু ইবরাহীম ছিলেন নিশ্চুপ। তারপর তিনি বললেন, মানসূর আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর চুপ থাকেন, কোন কথা বললেন না। এরপর এ মজলিস থেকে উঠে গেলেন। এ সম্পর্কে তাঁর কোন সাথী তাঁকে ভর্ৎসনা করেন তখন তিনি বলেন, আমি আজ পর্যন্ত আমার অন্তরে এ মজলিসের ক্ষতিকর দিকটি নিয়ে ভয় করছিলাম।"

রুশদীন ইব্ন সা'দ (র) বলেন, একদিন ইবরাহীম ইব্ন আদহাম (র) আল-আওযাঈ (র)-এর কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। আর তাঁরই সাথে ছিল একদল জনতা। তখন তিনি বললেন, এরূপ জামাআতটি যদি আবূ হুরায়রা (রা)-এর কাছে হত তাহলে তিনিও অবশ্যই তাদের থেকে অক্ষম হয়ে পড়তেন। তারপর আওযাঈ (র) উঠে দাঁড়ালেন এবং তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে চলে গেলেন।

ইবরাহীম ইব্ন বাশ্শার (র) বলেন, একদিন ইব্ন আদহাম (র)-কে প্রশ্ন করা হল, আপনি কেন হাদীসের চর্চা ছেড়ে দিয়েছেন ? তিনি বললেন, আমি তিনটি কারণে এটার প্রতি অমনোযোগী

হয়েছি ; নিআমতের শোকর করার জন্য, গুনাহ্ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য এবং মৃত্যুর তৈরির জন্য। তারপর তিনি একটি চীৎকার দেন এবং বেহুঁশ হয়ে পড়েন। উপস্থিত সকলে একজন ঘোষণাকারীর ঘোষণা শুনতে পান। তিনি বলছিলেন “আমার ও আমার ওলীদের মধ্যে হস্তক্ষেপ করো না।”

আবূ হানীফা (র) একদিন ইবরাহীম ইব্ন আদহামকে বললেন, তুমিও ইবাদতের দিক দিয়ে প্রভূত আমল সাধন করেছ ; এখন ইলম যেন হয় তোমার লক্ষ্য বস্তু। কেননা এটাই দীন প্রতিষ্ঠা ও ইবাদতের মূল উৎস। তখন ইবরাহীম (র) তাঁকে বললেন, ইবাদত ও ইলম মুতাবিক আমল যেন তোমার লক্ষ্য বস্তু হয় , নচেৎ তোমার ধ্বংস অনিবার্য। ইবরাহীম (র) বলেন, ফকীরদের আল্লাহ্ তা'আলা কত বড় নিআমত দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন যাকাত, হজ্জ, জিহাদ ও আত্মীয়তার হক আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না বরং এগুলো সম্পর্কে ধনী বেচারাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে ও হিসাব নেয়া হবে। শাকীক ইব্ন ইবরাহীম (র) বলেন, আমি সিরিয়ার ইব্ন আদহাম (র)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। আমি তাঁকে ইরাকেও দেখেছিলাম তখন তাঁর সামনে ছিল ত্রিশজন চাকর। আমি তাঁকে বললাম খুরাসানের রাজত্ব তুমি বর্জন করেছ এবং তোমার নিআমত থেকে তুমি বের হয়ে এসেছ। তখন তিনি বললেন, চুপ থাক। এখানে জীবন-যাপনেই আমি শান্তি পাচ্ছি। আমার দীনকে নিয়ে আমি এক সুউচ্চ পর্বত থেকে অন্য উচ্চ পর্বত পর্যন্ত পালিয়ে বেড়াচ্ছি। যে আমাকে দেখে সে বলে, আমি কোন এক বিষয়ে উম্মত্ততাগ্রস্থ ব্যক্তি, কুলি কিংবা মাঝি। এরপর তিনি বললেন, আমার কাছে এ হাদীস পৌঁছেছে যে, “কিয়ামতের দিন একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে আল্লাহ্র সামনে হাযির করা হবে। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা ! তোমার কী হয়েছিল, তুমি হজ্জ করলে না ? তখন সে উত্তরে বলবে, হে আমার প্রতিপালক ! তুমিতো আমাকে এমন সম্পদ দাওনি যা দ্বারা আমি হজ্জ করতে পারতাম। আল্লাহ্ তখন বলবেন, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। তাই তাকে জান্নাতে নিয়ো যাও।” তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় চব্বিশ বছর অবস্থান করেছি। তবে আমি সেখানে যুদ্ধ করতে কিংবা সীমান্ত পাহারা দিতে অবস্থান করিনি। আমি বরং সেখানে হালাল রুটি খেয়ে জীবন ধারণ করার জন্য অবস্থান করছিলাম।

তিনি বলেন, চিন্তা দু'প্রকার ঃ একটি হল তোমার পক্ষে অপরটি হল তোমার বিরুদ্ধে। তোমার আখিরাতের চিন্তা হল তোমার উপকারের জন্য। আর দুনিয়া ও দুনিয়ার শোভার চিন্তা হল তোমার জন্য ক্ষতিকর। তিনি আরো বলেন, পরহেযগারী তিন প্রকার ঃ ওয়াজিব, মুস্তাহাব ও সালামা বা ত্রুটি মুক্তির বা শান্তির। ওয়াজিব হল হারাম থেকে পরহেযগারী বা বিরত থাকা। হালাল কামোত্তেজনা থেকে বিরত থাকা পরহেযগারী সালাম বা ত্রুটি মুক্ত। তিনিও তাঁর সাথিগণ নিজেদেরকে গোসলখানা, ঠাণ্ডা পানি ও জুতা ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতেন। তাঁরা লবণ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে গুঁড়া মসলা বা আচার মিশাতেন না। যখন তিনি দস্তরখানে খেতে বসতেন আর সেখানে থাকত উত্তম খাবার তখন তিনি উত্তম খাবারটি তাঁর সাথীদের দিয়ে দিতেন এবং নিজে রুটি ও যয়তুন তেল খেয়ে নিতেন। তিনি বলতেন, কম লোভ-লালসা, সত্যবাদিতা ও পরহেযগারী জন্ম দেয় এবং বেশী লোভ-লালসা, দুঃখ-কষ্ট ও অধৈর্য সৃষ্টি করে।

এক ব্যক্তি তাঁকে একদিন বললেন, এটা একটি জুব্বাহ (লম্বা জামা), আমি চাই যে তুমি এটা

আমার থেকে গ্রহণ কর। তিনি বললেন, যদি তুমি ধনী হও তাহলে এটা আমি গ্রহণ করব। আর যদি তুমি ফকীর হও তাহলে আমি তা গ্রহণ করব না। লোকটি বললেন, "আমি ধনী"। তিনি বললেন, "তোমার কাছে কত আছে ?" তিনি বললেন, "দুই হাজার।" ইবরাহীম (র) বললেন, "তুমি কি আকাঙ্ক্ষা কর যে, তোমার চার হাজার হোক ?" তিনি বললেন, "হ্যা।" তিনি বললেন, "তাহলে তুমি ফকীর ; এটা আমি তোমার থেকে গ্রহণ করব না।" তাঁকে একবার বলা হল, যদি তুমি বিয়ে করতে ? তিনি বললেন, যদি আমার জীবনটাকে তালাক দেয়া সম্ভব হত তাহলে আমি তাকে তালাক দিতাম। একবার ইবরাহীম (র) মক্কায় পনের দিন অবস্থান করলেন। তাঁর সাথে কোন বস্তু ছিল না। বালু মিশ্রিত পানি ছাড়া তাঁর কাছে কোন পাথেয় ছিল না। তিনি এক ওযূতে পনের ওয়াক্ত সালাত আদায় করেছিলেন। একদিন তিনি জর্দান নদীর তীরে রুটির টুকরা পানি দিয়ে ভিজিয়ে ভক্ষণ করেন। এ খাদ্যটি তাঁর সামনে রেখেছিলেন আবূ ইউসুফ আল-গাসূলী। তিনি তা থেকে খেলেন। এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং নদী থেকে পানি পান করলেন। এরপর তিনি চলে আসেন এবং চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েন। তিনি বললেন, হে আবূ ইউসুফ ! যদি বাদশাহরা ও বাদশাহদের সন্তান সন্ততিরা জানতে পারত যে, আমরা কী নিআমত উপভোগ করছি তাহলে তারা আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের জন্য সারা জীবন আমার সাথে বিবাদ করত। তখন আবূ ইউসুফ তাঁকে বললেন, সম্প্রদায়ের লোকেরাও প্রশান্তি এবং প্রাচুর্য চায় কিন্তু তারা সরল পথকে চিনতে ভুল করেছে। ইবরাহীম (র) তখন মুচকি হাসি হাসলেন এবং বললেন, তুমি একথা কোথা থেকে শিখলে ? এভাবে তিনি স্যাঁতসেঁতে ভূমিতে তাঁর সাথীদের একটি দল নিয়ে অবস্থান করছেন এমন সময় তাঁর কাছে একজন আরোহী আগমন করলেন এবং বলতে লাগলেন, আপনাদের মাঝে ইবরাহীম ইব্ন আদহাম কে ? ইবরাহীম (র)-এর প্রতি নির্দেশ করা হল। তখন তিনি বললেন, হে আমার মনিব ! আমি আপনার গোলাম। আপনার পিতা ইনতিকাল করে গেছেন এবং স্থানীয় কাযীর কাছে প্রচুর সম্পদ রেখে গেছেন। আমি আপনার কাছে দশ হাজার দিরহাম নিয়ে এসেছি যাতে আপনি বালখ শহরে যাওয়া পর্যন্ত খরচ করতে পারেন। আপনার জন্য একটি ঘোড়া ও একটি খচ্চর নিয়ে এসেছি যাতে আপনি সওয়ার হতে পারেন। ইবরাহীম (র) অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। এরপর মাথা উত্তোলন করে বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে দিরহাম, ঘোড়া ও খচ্চরটি তোমাকে দান করলাম। এ সম্বন্ধে তুমি আর কাউকে জানাবে না। এরূপও কথিত আছে যে, তিনি এরপর বালখ শহরে গমন করেন, কাযী থেকে সমুদয় সম্পদ গ্রহণ করেন এবং সমুদয় সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করেন। এক সময় এক জায়গায় তাঁর কোন একজন সাথী তাঁর সাথে ছিলেন। তাঁরা সেখানে দু'মাস অবস্থান করেন কিন্তু তাঁদের সাথে কোন খাবার ছিলনা যা তারা খেতে পারে। ইবরাহীম (র) তাঁর সাথীকে বললেন, এ জঙ্গলে প্রবেশ কর। আর এ ঘটনাটি ঘটেছিল ঠাণ্ডার দিন। তাঁর সাথী বলেন, আমি জঙ্গলে প্রবেশ করলাম একটি গাছ দেখতে পেলাম যার মধ্যে রয়েছে বহু পীচ ফল। তা দ্বারা আমার বেগটি ভরে নিলাম। এরপর জঙ্গল থেকে বের হয়ে আসলাম। ইবরাহীম (র) বলেন, তোমার সাথে কী ? আমি বললাম, পীচ ফল। তিনি বললেন, হে দুর্বল সংকল্পের অধিকারী ! যদি তুমি ধৈর্য ধরতে তাহলে পাকা খেজুর পেরে যেতে খেতে যেমন মারইয়াম বিন্ত ইমরানকে রিযিক দেয়া হয়েছিল।

একদিন তাঁর একজন সাথী তাঁর কাছে ক্ষুধার অভিযোগ করলেন। তখন তিনি দু' রাকআত

সালাত আদায় করলেন। পরে দেখা গেল যে, তাঁর পাশেই বহু দীনার পড়ে রয়েছে। তখন তিনি তাঁর সাথীকে বললেন, এগুলো থেকে একটি দীনার তুলে নাও। তিনি তখন একটি দীনার নিলেন এবং তা দ্বারা তাদের জন্য খাবার খরিদ করে নিয়ে আসলেন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন, তিনি কর্ম সম্পাদনকারীর ন্যায় কাজ করতেন। এরপর বাজারে যেতেন এবং ডিম, মাখন, কোন কোন সময় ভুনা গোশত, জুযবান নামক এক প্রকার মিষ্টি এবং খিচুড়ি কিনে আনতেন। এরপর এটা তিনি তাঁর সাথীদের খেতে দিতেন। তিনি সিয়াম পালন করতেন। যখন ইফতার করতেন ত্রুটিপূর্ণ খাবার খেতেন এবং নিজেকে সুস্বাদু খাবার থেকে বঞ্চিত রাখতেন। এভাবে তিনি লোকজনের সাথে সখ্যতা স্থাপনের জন্য প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য নেক আচরণ করতেন।

একদিন ইবরাহীম ইব্‌ন আদহাম (র) আওযাঈর মেহমান হলেন। তখন ইবরাহীম খাওয়ায় ত্রুটি করলেন। আওযাঈ বললেন, এ ব্যাপারে তুমি ত্রুটি করলে কেন? তিনি বললেন, কেননা তুমি খাবারে ত্রুটি করেছ। এরপর ইবরাহীম (র) বহুল পরিমাণ খাবার তৈরি করেন এবং আওযাঈকে দাওয়াত করেন। আওযাঈ বললেন, তোমার কি আশংকা হচ্ছে না যে এটা أسراف বা সীমালংঘন? তিনি বললেন, 'না' সীমালংঘন হচ্ছে আল্লাহ্‌র নাফরমানীর ক্ষেত্রে। তবে কোন ব্যক্তি যদি তার ভাইদের জন্য খরচ করে তাহলে এটা দীনের অন্তর্ভুক্ত।

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন, তিনি একবার বিশ দীনারের বিনিময়ে ফসল কর্তনের কাজ করেন। একদিন তিনি ও তাঁর একজন সাথী একজন নাপিতের কাছে গিয়ে বসলেন যাতে সে তাদের মাথা মুণ্ডন করে এবং সিংগার সাহায্যে দূষিত রক্ত নির্গত করে চিকিৎসা করে। সে যেন তাদেরকে নিয়ে একটু বিরক্তবোধ করে। তাই তাদের থেকে অমনোযোগী হয়ে অন্যের প্রতি মনোযোগী হবার চেষ্টা করে। এতে ইবরাহীমের সাথী কষ্টবোধ করেন। এরপর নাপিত তাদের প্রতি মুখ ঘুরিয়ে বলল, এখানে আপনারা কী চান? ইবরাহীম (র) বললেন, আমি চাই যে, তুমি আমার মাথা মুণ্ডন করবে এবং আমাকে সিংগার দ্বারা দূষিত রক্ত বের করে সুচিকিৎসা করবে। সে তাই করল তাতে ইবরাহীম (র) তাকে বিশ দীনার প্রদান করেন এবং বলেন, আমি চাই তুমি যেন এরপর কোন ফকীরকে অবজ্ঞা না কর। মাদা ইব্‌ন ঈসা (র) বলেন, ইবরাহীম (র) সিয়াম ও সালাত পালনের মাধ্যমে তাঁর সাথীদের চেয়ে অগ্রগামী হননি বরং সত্যবাদিতা ও দানশীলতার মাধ্যমে তিনি তাদের চেয়ে অগ্রগামী হন।

ইবরাহীম (র) বলতেন, "ক্ষতিকারক সিংহ থেকে যেরূপ তোমরা পালিয়ে যাও সেরূপ মানুষ থেকেও তোমরা পালিয়ে বেড়াও। জুমআর সালাত ও মুসলিম জামাআত থেকে পিছু হটে থাকবে না। যখন তিনি তাঁর সাথীদের কারো সাথে ভ্রমণ করতেন তখন তিনি তাঁকে হাদীস শুনাতেন। আর যখন তিনি কোন মজলিসে উপস্থিত হতেন তখন হাযিরানে মজলিসের মাথায় যেন পাখি বসে থাকত। তারা তাঁর ভয়েও শ্রদ্ধায় এত নীরবতা বজায় রাখতেন। অনেক সময় তিনিও সুফিয়ান আস-সাওরী শীতের রাতে ভোর পর্যন্ত আলোচনায় মগ্ন থাকতেন। আস-সাওরী (র) ইবরাহীম (র)-এর সাথে কথা বলতে সতর্কতা অবলম্বন করতেন। একদিন তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, তখন বলা হল যে, ইনিই তোমার মামার হত্যাকারী। তখন ইবরাহীম (র) তার কাছে এগিয়ে গেলেন, তাকে সালাম করেন এবং তাকে উপঢৌকন প্রদান করেন। তিনি বললেন, আমি জানতে

পেরেছি যে, কোন ব্যক্তি ইয়াকীন বা বিশ্বাসের স্তরে পৌঁছতে পারে না যতক্ষণ না তার শত্রু তাকে নিরাপদ মনে করে। এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, তোমার সৌভাগ্য যে, তোমার বয়স ইবাদতে শেষ করেছ এবং দুনিয়া ও স্ত্রী পরিত্যাগ করেছ। তখন তিনি বললেন, তোমার কি পরিবার-পরিজন আছে ? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। তখন তিনি বললেন, কোন ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের কোন সময় উপবাস থাকার ভয়-ভীতি, কয়েক বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। একবার আওযাঈ (র) ইবরাহীম (র)-কে বৈরুতে দেখতে পেলেন তখন তাঁর গর্দানে ছিল লাকড়ির বোঝা। তিনি বললেন, হে আবূ ইসহাক ! নিশ্চয়ই আপনার সাথে যে সব ভাই রয়েছেন তাঁরাই এ বোঝাটি নিতে যথেষ্ট। ইবরাহীম (র) তখন তাঁকে বললেন, আপনি চুপ থাকুন, হে আবূ আমর ! আমি জানতে পেরেছি যে, যদি কোন ব্যক্তি হালাল রুজী অন্বেষণে কষ্টকর অবস্থানে দিনাতিপাত করে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। একবার ইবরাহীম ইব্ন আদহাম (র) বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে রওনা হলেন। পথিমধ্যে কয়েকজন টহলদার অস্ত্রধারীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। অস্ত্রধারীরা জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি গোলাম? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ' তারা বলল, "তুমি কি পালিয়ে যাচ্ছ ? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। তখন তারা তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করে। বায়তুল মুকাদ্দাসের বাসিন্দাদের কাছে এ সংবাদটি পৌঁছার পর তাঁরা তাদের অভিযোগ নিয়ে কারাগারের নায়িবের কাছে হাযির হন। তাঁরা বললেন, ইবরাহীম ইব্ন আদহাম (র)-কে কেন বন্দী করেছেন ? তিনি বললেন, আমি তাঁকে বন্দী করিনি। তাঁরা বললেন, অবশ্যই করেছেন। তিনি এখন আপনার কারাগারে আছেন। তিনি তাঁকে তলব করলেন। উপস্থিত হবার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কেন বন্দী করা হয়েছিল ? তিনি বললেন, অস্ত্রধারীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। অস্ত্রধারীরা বলেছিল তুমি কি গোলাম ? আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ এবং আমি আল্লাহ্‌র বান্দা বা গোলাম। তারপর তারা বলেছিল, তুমি কি পলায়নরত ? আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ। আমি যে গুনাহ থেকে পলায়ণরত এক বান্দা বা গোলাম। এরপর তিনি তাঁকে ছেড়ে দেন।

ঐতিহাসিকগণ আরো উল্লেখ করেন। একদিন তিনি তার বন্ধুদের সাথে পথ চলছিলেন। এমন সময় রাস্তায় একটি সিংহ দেখা গেল। ইবরাহীম ইব্ন আদহাম (র) এটার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে সিংহ ! যদি তোমাকে আমাদের সম্পর্কে কিছু হুকুম দেয় হয়ে থাকে তাহলে তোমাকে যা হুকুম দেয়া হয়েছে তা তুমি করে নাও, নচেৎ যেভাবে এসেছ সেভাবে ফিরে চলে যাও। ঐতিহাসিকগণ বলেন, তখন হিংস্র-প্রাণীটি লেজ নাড়তে নাড়তে চলে গেল। (ইবরাহীম ইব্ন আদহামের বন্ধুরা বলেন ঃ) এরপর ইবরাহীম (র) আমাদের কাছে আগমন করলেন এবং বললেন, তোমরা বল, "হে আল্লাহ্ ! আমাদের প্রতি আপনার এরূপ দৃষ্টি রাখুন যা কখনও ঘুমায় না, তোমার এমন সাহায্যে আমাদেরকে সাহায্য কর যা সাধারণত আশা করা হয় না, তোমার কুদরতের মাধ্যমে আমাদের উপর রহম কর। আমরা যেন ধ্বংস হয়ে না যাই। তুমিই আমাদের ভরসা হে আল্লাহ্ ! হে আল্লাহ্ ! হে আল্লাহ্ !

খালফ ইব্ন তামীম বলেন, আমি এ দু'আটি শোনার পর থেকে আজ পর্যন্ত পড়ে যাচ্ছি আমাকে চোর বা অন্য কিছু ক্ষতি করতে পারেনি।

উপরোক্ত বর্ণনাটি অন্যান্য পন্থায়ও বর্ণনা করা হয়েছে। এটাও বর্ণিত রয়েছে যে, একদিন রাতে তিনি সালাত আদায় করছিলেন, তাঁর কাছে তিনটি সিংহ আগমন করল। এগুলোর একটি

প্রথম এগিয়ে আসল, তাঁর কাপড়ের ঘ্রাণ নিল। এরপর চলে গেল এবং তাঁর নিকটেই নতজানু হয়ে বসে রইল। দ্বিতীয়টি এসে অনুরূপ করল এবং তৃতীয়টি এসেও অনুরূপ করল। অন্যদিকে ইবরাহীম সালাতে মনোবিষ্ট ছিলেন। রাতের শেষে ইবরাহীম (র) এগুলোকে বললেন, যদি তোমাদেরকে কোন কিছুর জন্য হুকুম দেয়া হয়ে থাকে তাহলে এগিয়ে এস, অন্যথায় চলে যাও। তখন সেগুলো চলে গেল। একদিন তিনি মক্কার একটি পাহাড়ে চড়লেন। তাঁর সাথে ছিলেন একদল লোক। তিনি তাদেরকে বললেন, যদি আল্লাহ্র ওলীদের মধ্য থেকে কোন ওলী কোন একটি পাহাড়কে বলেন, হেলে যাও, তখন তা হেলে যায়। তাঁর পায়ের নীচে পাহাড়টি নড়ে উঠল, তখন এটাকে তিনি পা দিয়ে আঘাত করলেন এবং বললেন– স্থির হয়ে যাও। আমিতো শুধু আমার সাথীদের জন্য উদাহরণ বর্ণনা করছি। আর পাহাড়টি ছিল জাবালে আবূ কুবায়স।

একবার তিনি একটি নৌযানে আরোহণ করেন। নৌযানের আরোহীদেরকে চতুর্দিক থেকে ঢেউ ঘিরে ফেলে। ইবরাহীম (র) চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন অথচ নৌযানের অন্য যাত্রীরা চীৎকার শুরু করে দিল এবং উচ্চৈ:স্বরে দু'আ দুরূদ পড়তে লাগল। তারা তাঁকে জানাল এবং বলল, তুমি কি দেখ না যে আমরা কিরূপ মুসীবতে রয়েছি? তিনি বললেন, এটা কোন মুসীবতই নয়। মুসীবত হল মানুষের কাছে নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য দরখাস্ত করা। এরপর তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্! তুমিতো আমাদের কাছে তোমার শক্তি প্রদর্শন করেছ। সুতরাং এখন আমাদেরকে তোমার ক্ষমা প্রদর্শন কর।" তখন সাগরটি যেন একটি যায়তুনের তেলের বড় পাত্রে পরিণত হল। একবার নৌযানের মালিক নৌযানে চড়ার জন্য তাঁর কাছে ভাড়া বাবত দুই দীনার দাবী করল এবং এটার জন্য জেদ ধরল। ইবরাহীম (র) তখন তাকে বললেন, আমার সাথে চলুন, আমি আপনাকে আপনার দুই দীনার প্রদান করব। তাকে নিয়ে তিনি সাগরের একটি দ্বীপে আগমন করেন। এরপর ইবরাহীম (র) ওযূ করে দু'রাকাআত সালাত আদায় করেন ও দু'আ করেন। তখন দেখা গেল, তাঁর চারপাশে দীনারে ভর্তি হয়ে রয়েছে। তিনি তাকে বললেন, তোমার প্রাপ্য নিয়ে নাও, অতিরিক্ত গ্রহণ করো না এবং কারো কাছে এ ঘটনাটি প্রকাশও করো না।

হুযায়ফাতুল মারআশী (র) বলেন, একদিন আমি ও ইবরাহীম (র) কূফার একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদে আশ্রয় নিলাম। এখানে আমরা কয়েকদিন অতিবাহিত করলাম কিন্তু এ কয়েক দিন আমরা কিছুই খেতে পেলাম না। তখন তিনি আমাকে বললেন, মনে হয় যেন তুমি ক্ষুধার্ত। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি একটি কাগজের টুকরা হাতে নিলেন এবং এর মধ্যে লিখলেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَنْتَ الْمَقْصُوْدُ اِلَيْهِ بِكُلِّ حَالٍ ، اَلْمُشَارُ اِلَيْهِ بِكُلِّ مَعْنًى ،

اَنَا حَامِدٌ اَنَا ذَاكِرٌ اَنَا شَاكِرٌ + اَنَا جَائِعٌ اَنَا حَاسِرٌ اَنَا عَارِيٌّ -
هِيَ سِتَّةٌ وَاَنَا الضَّمِيْنُ لِنِصْفِهَا + فَكُنِ الضَّمِيْنَ لِنِصْفِهَا يَابَارِيٌّ
مَدْحِيْ لِغَيْرِكَ وَهْجُ نَارٍ خُضْتُهَا + فَاَجِزْ عَبِيْدَكَ مِنْ دُخُوْلِ النَّارِ -

অর্থাৎ "পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে। প্রতিটি অবস্থায় তুমিই লক্ষ্য বস্তু,

প্রতিটি অর্থে তুমিই কেন্দ্র বস্তু। আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসাকারী, আমি স্মরণকারী, আমি শোকর গোযার। আমি ক্ষুধার্ত, আমি নিরস্ত্র সিপাহী, আমি বস্ত্রহীন। এগুলো হল ছয়টা। আমি তার অর্ধেকের যিম্মাদার। হে আল্লাহ্ ! তুমি বাকী অর্ধেকের যিম্মাদার হয়ে যাও। আমার দ্বারা তুমি ব্যতীত অন্যের প্রশংসা, অগ্নি অন্বেষণ করে তা প্রজ্বলিত করার ন্যায়। এরূপ যদি কোন সময় হয় তাহলে তুমি তোমার বান্দাকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে প্রতিদান দাও।"

এরপর তিনি আমাকে বললেন, এ কাগজের টুকরাটা নিয়ে বের হয়ে যাও কিন্তু মহাপবিত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে না। প্রথম যে লোকটির সাথে সাক্ষাৎ হবে তাকে এ কাগজের টুকরাটি প্রদান করবে। আমি বের হলাম, দেখলাম একটি লোক খচ্চরে সওয়ার হয়ে এদিকে আস্‌ছেন। তাঁকে আমি পত্রটি দিলাম। তিনি যখন এটা পাঠ করলেন, তখন কাঁদলেন এবং আমাকে ছয়শত দীনার প্রদান করলেন ও চলে গেলেন। খচ্চরে সওয়ার ব্যক্তিটি সম্বন্ধে আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, এ ব্যক্তিটি একজন খৃস্টান। এরপর আমি ইবরাহীম (র)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে যাবতীয় সংবাদ প্রদান করলাম। তিনি বললেন, এখন কেউ আসবে এবং সালাম দেবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ব্যক্তি আগমন করেন, ইবরাহীম (র)-এর মাথার উপর ঝুঁকে পড়েন এবং সালাম করেন। ইবরাহীম (র) বলছিলেন, আমাদের প্রকৃত মনযিল সামনে এবং আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের অনন্ত হায়াতের শুরু। এরপর কেউ যাবে জান্নাতে এবং কেউ যাবে জাহান্নামে। তোমার কি চোখের সামনে প্রতীয়মান হচ্ছে না তোমার রুহ হরণের জন্য নিয়োজিত মৃত্যুর ফেরেশতা ও তার সাহায্যকারীদের উপস্থিতি ? লক্ষ্য কর তখন কিভাবে সংঘটিত হবে তোমার বিষয়টি। কবরে অবস্থান গ্রহণের ভয়াল পরিস্থিতি ও মুনকার-নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ কি বান্দার জন্য প্রতীয়মান হয় না ? লক্ষ্য কর তখন কিভাবে সংঘটিত হবে তোমার বিষয়টি ? কিয়ামতের ভয়-ভীতি, দুঃখ-কষ্ট, আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিতি ও হিসাবের মুকাবিলা ইত্যাদির প্রতিচ্ছবি কি বান্দার চোখের সামনে ভেসে উঠে না ? লক্ষ্য কর তখন কিভাবে সংঘটিত হবে তোমার বিষয়টি ? এরপর তিনি একটি বিরাট চীৎকার দিলেন ও বেঁহুশ হয়ে গেলেন। হুঁশ হওয়ার পর তাঁর কোন একজন সাথীর দিকে নযর করে দেখেন যে, সে হাসছে। তখন তিনি তাকে বললেন, যা হবে না তার প্রতি লোভ করো না; যা হবে তা ভুলে যেয়ো না। তাকে বলা হল, কেমন করে এরূপ হবে হে আবূ ইসহাক ? তখন তিনি বললেন, বেঁচে থাকার লোভ করো না অথচ মৃত্যু তোমাকে ডাকছে। যে মরে যাবে সে কেমন করে হাসে, সে জানে না কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হবে, জান্নাতে না জাহান্নামে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে ? তুমি এ কথা ভুলে যেয়ো না, মৃত্যু তোমার কাছে সকালেও আসতে পারে কিংবা বিকালেও আসতে পারে। এরপর তিনি বললেন, উহ্ উহ্ এবং তিনি বেঁহুশ হয়ে পড়লেন। তিনি বলতেন, আমাদের মতো লোকদের কাছে আমাদের অভাব-অনটনের অভিযোগ করার অধিকার নেই। আবার আমাদের প্রতিপালকের কাছে অভাব-অনটনের দূরীভূত করার কথা ও গ্রহণীয় পদ্ধতিতে আরয করছি না। এরপর তিনি বলতেন, সর্বনাশ ঐ বান্দার জন্য যে দুনিয়াকে ভালবাসল কিন্তু তার মনীবের কোষাগারে যা রয়েছে তা ভুলে গেল। তিনি আরো বলতেন, যদি তুমি রাতে থাক নিদ্রিত, দিনে থাক হয়রান পেরেশান এবং গুনাহর মধ্যে সব সময় নিমজ্জিত তাহলে তুমি ঐ সত্তাকে কেমন করে সন্তুষ্ট করতে পারবে যিনি তোমার যাবতীয় ব্যাপারে সজাগ।

তাঁর কোন এক সাথী তাঁকে বৈরুতের মসজিদে দেখতে পান। তিনি তখন কাঁদছিলেন এবং মাথায় হাত দিয়ে আঘাত করছিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন কাঁদছেন ? তখন তিনি বললেন, আমি ঐ দিনটিকে স্মরণ করছি যেদিন অন্তর ও চোখসমূহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তিনি আরো বললেন, নিশ্চয়ই তুমি যখন গভীরভাবে তাওবার আয়নায় নযর করবে তখন তোমার কাছে গুনাহর কদর্য দৃশ্যটি প্রকাশ পেয়ে যাবে।

তিনি আস-সাওরী (র)-এর কাছে লিখেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি চিনতে পারে তাহলে সে যা দান করবে তা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি নিজের নয়নকে যথেচ্ছা নযর করতে ছেড়ে দেবে তার দুঃখ বেড়ে যাবে। যে তার নেক আশা ছেড়ে দেয় তার আমল খারপ হয়ে যায়। যে তার জিহ্বা বা ভাষা ছেড়ে দিল সে যেন তার নিজেকে হত্যা করল। কোন এক শাসক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার জীবিকা কোথা থেকে আসে ? তখন তিনি নীচে উল্লেখিত কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

نُرَقِّعُ دُنْيَانَا بِتَمْزِيْقِ دِيْنِنَا + فَلاَ دِيْنُنَا يَبْقٰى وَلاَ مَانُرَقِّعُ ـ

অর্থাৎ "আমাদের দীনটাকে টুকরা টুকরা করে আমাদের দুনিয়াটাকে আমরা তালি দেই। অথচ আমাদের দুনিয়াটা বাকী থাকবে না (চিরস্থায়ী হবে না) আর আমরা যা তালি দিচ্ছি তাও বাকী থাকবে না।" নিম্ন বর্ণিত পঙক্তিগুলো দিয়ে প্রায় সময় তিনি উদাহরণ পেশ করতেন ঃ

لِمَا تَوَعَّدَ الدُّنْيَا بِهِ مِنْ شُرُوْرِهَا + يَكُوْنُ بُكَاءُ الطِّفْلِ سَاعَةً يُوْضَعُ ـ
وَاِلاَّ فَمَا يُبْكِيْهِ مِنْهَا وَاِنَّهَا + لاَرَوْحٌ مِمَّا كَانَ فِيْهِ وَاَوْسَعُ ـ
اِذَا اَبْصَرَ الدُّنْيَا اِسْتَهَلَّ كَاَنَّمَا + يَرٰى مَا سَيَلْقٰى مِنْ اَذَاهَا وَيَسْمَعُ ـ

অর্থাৎ "যেহেতু দুনিয়া তার অকল্যাণগুলোর মাধ্যমে হুমকি দিচ্ছে, শিশুর কান্না কোন এক সময় থেমে যাবে। অন্যথায় আর কোন মন্দ বস্তুটি কি তাকে কাঁদাতে পারে ? দুনিয়ার মন্দগুলোর মধ্যে কোন অনুগ্রহ ও প্রশান্তি নেই। যখন কোন বান্দা দুনিয়ার চাকচিক্য দেখতে পায় তখন তাকে স্বাগত জানায় যেন সে ভবিষ্যতে যে সব দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হবে এখনই তা দেখছে এবং শুনছে (এগুলো সহ্য করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।)" তিনি আরো বলতেন ঃ

رَاَيْتُ الذُّنُوْبَ تُمِيْتُ الْقُلُوْبَ + وَيُوْرِثُهَا الذُّلَّ اِدْمَانُهَا ـ
وَتَرْكُ الذُّنُوْبِ حَيَاةُ الْقُلُوْبِ + وَخَيْرٌ لِّنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا ـ
وَمَا اَفْسَدَ الدِّيْنَ اِلاَّ مُلُوْكٌ + وَاَحْبَارُ سُوْءٍ وَرُهْبَانُهَا ـ
وَبَاعُوْا النُّفُوْسَ فَلَمْ يَرْجَحُوْا + وَلَمْ يَغْلُ بِالْبَيْعِ اَثْمَانُهَا ـ
لَقَدْ رَتَعَ الْقَوْمُ فِيْ جِيْفَةٍ + تَبَيْنُ لِذِى اللُّبِّ اَنْتَانُهَا ـ

অর্থাৎ "পাপকে দেখেছি তাতে অন্তর মরে যায়, পাপের বিরতিহীনতা অন্তরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে। তাই পাপ বর্জন অন্তরের জন্য নবজীবন লাভ। নফসের অবাধ্যতা তোমার আত্মার

জন্য মঙ্গল। দেশের দুষ্ট শাসকবর্গ, জ্ঞানপাপীরা এবং তথাকথিত সংসার ত্যাগীরা দীনকে বিপর্যস্ত করে। তারা (কাজকর্মে) নিজেদেরকে বিক্রি করেছে কিন্তু তাতে তাদের মুনাফা (সওয়াব) হয়নি। আর বিক্রির কালে তারা চড়া মূল্যও পায়নি। তাই সম্প্রদায়ের লোকেরা তথা জনসাধরণ মৃত দেহের স্তূপে বিচরণ ও বসবাস করতে বাধ্য হয় যে মৃত দেহের দুর্গন্ধ বুদ্ধিমানের কাছে অপ্রকাশ্য নয়।"

তিনি আরো বলেন ঃ তোমার লালিত পরহেযগারী তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করবে যখন তোমার অন্তরে সমস্ত সৃষ্টিকুল একইরূপ মর্যাদা পাবে। আর তুমি তোমার পাপের কথা স্মরণ করবে ও তাদের (অপরের) দোষ বর্ণনা থেকে বিরত থাকবে। তাই মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে বিনম্র চিত্তে তোমার সুন্দর সুন্দর কথা বলা উচিত। তোমার পাপের পরিণতির কথা চিন্তা কর এবং তোমার প্রতিপালকের দিকে তুমি প্রত্যাবর্তন কর, তাতে তোমার অন্তরে পরহেযগারীর বীজ অংকুরিত হবে। আর তোমার প্রতিপালক ব্যতীত সকলের থেকে লোভ-লালসা ত্যাগ কর। তিনি আরো বলেন ঃ এটা মহব্বতের চিহ্ন নয় যে, তুমি এমন বস্তুকে পসন্দ করবে যা তোমার বন্ধুর কাছে অপসন্দনীয় ; আমাদের প্রভু দুনিয়াকে খারাপ বলছেন, আর আমরা তার প্রশংসা করছি। তিনি দুনিয়াকে অপসন্দ করেন আর আমরা তা পসন্দ করছি। তিনি দুনিয়াকে অপসন্দ করেন আর আমরা তা পসন্দ করি। আমরা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত বলে প্রকাশ করি অথচ আমরা তাকে অগ্রাধিকার দেই এবং তার অন্বেষণে আমরা হই অতিশয় উৎসাহী ; তিনি দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা তোমাদের কাছে অংগীকার করেছেন অথচ তোমরা তাকে সুরক্ষিত দুর্গ বলে মনে করছ। তিনি তা অন্বেষণ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন অথচ তোমরা তা অন্বেষণ করছ ; দুনিয়ার ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করার ব্যাপারে তিনি তোমাদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছেন অথচ তোমরা তা কুক্ষিগত করছ; দুনিয়ার ধোঁকাবাজির আহ্বানকারীরা তোমাদেরকে এ ধোঁকাবাজির প্রতি আহ্বান করেছে। আর তোমরা এগুলোর ঘোষকের আহ্বানে অতি দ্রুত সাড়া দিচ্ছ ; দুনিয়া তার শোভনীয় বস্তুগলোর মাধ্যমে তোমাদেরকে প্রতারিত করেছে ও তার আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলোকে তোমাদের কাছে ব্যক্ত করেছে, তোমরা বিনম্র চিত্তে এ বাসনা-আকাঙ্ক্ষাগুলোর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছ ; দুনিয়ার সৌন্দর্য ও চাকচিক্যের মধ্যে তোমরা গড়াগড়ি করছ ; দুনিয়ায় আরাম-আয়েশে তোমরা বিভোর রয়েছ ; দুনিয়ার লোভনীয় বস্তুগুলোর উপভোগে মত্ত রয়েছ ; এগুলোর কিছু ধাওয়ার জন্য নিজেদেরকে কলুষিত করছ ; লোভ-লালসার বিরোধীদেরকে মূল উৎপাটন করছ ; লোভনীয় বস্তুসমূহের খনিতে লোভের কোদাল দ্বারা মাটি খনন করছ।

একদিন এক ব্যক্তি তার কাছে স্বীয় সন্তান-সন্ততির আধিক্যের অভিযোগ পেশ করে। তখন তিনি বলেন, তাদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিকে আমার নিকট প্রেরণ কর যার রিযিকের ব্যবস্থা করা আল্লাহ্‌র দায়িত্বে নয়। তখন লোকটি চুপ করে গেল।

তিনি আরো বলেন, একদিন আমি কোন এক পাহাড়ে গমন করলে একটি পাথর দেখতে পেলাম যার মধ্যে আরবীতে লিখা ছিল ঃ

كُلُّ حَىٍّ وَاِنْ بَقِـى + فَمِنَ الْعَيْشِ يَسْتَقِى

فَاَعْمَلِ الْيَوْمَ وَاجْتَهِدْ + وَاحْذَرِ الْمَوْتَ يَاشَقِيُّ

অর্থাৎ “প্রতিটি জীবিত বস্তু যদিও প্রাণে বেঁচে আছে তবুও সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের প্রত্যাশা করে। সুতরাং বর্তমানে কাজ কর ও কঠোর পরিশ্রম কর হে হতভাগা ! মৃত্যুকে ভয় কর।”

ইবরাহীম ইব্‌ন আদহাম (র) বলেন, আমি সেখানে দাঁড়িয়ে তা পড়ছিলাম এবং কাঁদছিলাম। হঠাৎ দেখি একজন কেশধারী, ধুলাবালিতে পরিপূর্ণ পশমের তৈরি লম্বা জামা পরিহিত এক ব্যক্তি উপস্থিত, সালাম করলেন এবং বললেন, তুমি কেন কাঁদছ ? আমি বললাম, এটা পড়ে আমি কাঁদছি। তিনি তখন আমার হাত ধরলেন এবং কিছুদূর অগ্রসর হলেন। সেখানে দেখলাম, মিহরাবের ন্যায় একটি বিরাট পাথর। তিনি আমাকে বললেন, এ লেখাগুলো পড়, ক্রন্দন কর এবং এ ক্রন্দনে কৃপণতা করো না। এ কথা বলে তিনি দাঁড়ালেন এবং সালাত আদায় করতে লাগলেন। পাথরের উপরাংশে আরবী ভাষায় স্পষ্ট নকশা ছিল ঃ

لاَ تَبْغِيَنْ جَاهًا وَجَاهُكَ سَاقِطٌ + عِنْدَ الْمَلِيْكِ وَكُنْ لِجَاهِكَ مُصْلِحًا

অর্থাৎ “পদমর্যাদা অন্বেষণ করো না এবং তোমার প্রভুর কাছে তোমার পদমর্যাদা লোপ পেয়ে যাবে (একদিন)। সুতরাং তোমার পদমর্যাদার ব্যাপারে আপোসকারী হয়ে যাও।”

পাথরটির এক পাশে স্পষ্ট আরবীতে আরো একটি নকশা ছিল ঃ

مَنْ لَمْ يَثِقْ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ + لاَقىٰ هُمُوْمًا كَثِيْرَةَ الضَّرَرِ

অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি তাকদীরের উপর অবিচলিত থাকে না সে অত্যন্ত ক্ষতিকর দুশ্চিন্তার মুখোমুখি হবে (একদিন)।’

পাথরটির বাম পার্শ্বে আরবীতে অন্য একটি স্পষ্ট নকশা ছিল ঃ

مَا اَزْيَنَ التُّقَى وَمَا اَقْبَحَ الْخَنَا + وَكُلُّ مَاْخُوْذٌ بِمَاجَنَا ـ وَعِنْدَ اللّٰهِ الْجَزَا

অর্থাৎ “পরহেযগারী কতই না সৌন্দর্যময় এবং গালি-গালাজ কতই না কুৎসিত ! প্রতিটি প্রাণী তার অর্জিত কাজ সম্পর্কে দায়িত্বশীল এবং আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে তার প্রতিদান।”

মিহ্‌রাবের নীচে যমীনের কয়েকগজ উপরে লিখিত ছিল ঃ

اِنَّمَا الْفَوْزُ وَالْغِنَى + فِى تُقَى اللّٰهِ وَالْعَمَلِ

অর্থাৎ “সফলকাম ও সম্পদের অধিকারী হওয়া কর্তব্য সাধন ও আল্লাহ্‌ভীতির মধ্যে নিহিত।” তিনি আরো বলেন ঃ

যথন আমি এটা পড়ে শেষ করলাম নযর করে দেখি সে লোকটি সেখানে আর নেই, জানি না তিনি কি চলে গেলেন, না আমার থেকে আড়াল হলেন।

তিনি আরো বলেন ঃ “কিয়ামতের দিন দাঁড়িপাল্লায় ঐ আমলটি হবে সবচেয়ে ভারী যা আমলকারীদের শরীরের উপর অন্যান্য আমলের চেয়ে বেশী ভারী। যে ব্যক্তি কোন একটি কাজ

পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করে সে তার পরিপূর্ণ মজুরী পায়। আর যে ব্যক্তি মোটেই আমল করল না সে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে কম-বেশী আমলবিহীন অবস্থায় আখিরাতে চলে যাবে।"

তিনি আরো বলেন ঃ "যে শাসক ন্যায়পরায়ণ হতে পারেন না তিনি ও চোর একই পর্যায়ের ব্যক্তি, যে আলিম পরহেযগার হতে পারেন না তিনি ও নেকড়ে একই স্তরের এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের খিদমত করে সে এবং কুকুর একই পর্যায়ভুক্ত।

তিনি আরো বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদতে আল্লাহ্র জন্য লাঞ্ছিত হন তাঁর উচিত নয় যে, তিনি তাঁর ক্ষুধার্ত অবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কাছে লাঞ্ছিত হন। তাহলে এটা কেমন করে ঐ ব্যক্তির জন্য সম্ভব হবে যিনি আল্লাহ্র নিআমতে অবগাহন করছেন এবং এটা তার জন্য যথেষ্ট।"

তিনি আরো বলেন ঃ "আমাদের কথায় এ'রাব (যের, যবর ও পেশ) দিয়েছি তাই আমরা ভুল করিনি। আর আমরা আমাদের আমলে ভুল করেছি, ই'রাব দেয়ার সুযোগ পাইনি।" তিনি আরো বলেন ঃ "যখন আমরা কোন যুবককে মজলিসে বিনা কারণে কথাবার্তা বলতে দেখতাম তখন আমরা তার কল্যাণ থেকে নিরাশ হয়ে পড়তাম।" তিনি আরো বলেন ঃ "উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ! মানুষ থেকে এক পাশে সরে দাঁড়াও কিন্তু জুমুআ ও জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"

হাফিয আবূ বকর আল-খাতীব (র) বলেন, কাযী আবূ মুহাম্মাদ আল-হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যামীন আল-ইসতারাবাদী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আল-হুমায়দী আশ-শীরাযী (র) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কাযী আহমদ ইব্ন খারযাদ আল-আহওয়াযী বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-কাসরী। তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ হালবী। তিনি বলেন ঃ আমি সারী সাক্তীকে বলতে শুনেছি ঃ আমি বিশর ইব্ন আল-হারিছ আল-হাফী (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ ইবরাহীম ইব্ন আদহাম (র) বলেন, একদিন আমি এক সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর কাছে দাঁড়ালাম। তিনি আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। তখন আমি তাকে বললাম, আপনি আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি তখন বলতে লাগলেন ঃ

خُذْ عَنِ النَّاسِ جَانِبًا + كُنْ بِعَدُوِّكَ رَاهِبًا
اِنَّ دَهْرًا اَظَلَّنِىْ + قَدْ اَرَانِى اَلْعَجَائِبَا
قَلِّبِ النَّاسَ كَيْفَ + شِئْتَ تَجِدُهُمْ عَقَارِبَا -

অর্থাৎ "মানুষ থেকে পৃথক থাক, দুশমনের প্রতি সন্ন্যাসী হও। যুগ আমাকে ছায়া দিয়েছে, বহু আশ্চর্য বস্তু আমাকে প্রদর্শন করেছে। মানুষকে যেরূপ চাও বদল করে নাও। তাদেরকে বিচ্ছু সদৃশ পাবে।"

বিশ্র (র) বলেন, আমি ইবরাহীম (র)-কে বললাম, এটাও তোমার জন্য ছিল সন্ন্যাসীর নসীহত। তাই তুমি আমাকে কিছু নসীহত কর। তখন বলতে লাগলেন ঃ

تَوَحَّشْ مِنَ الْاِخْوَانِ لَاتَبْغِ مُؤْنِسًا + وَلَا تَتَّخِذْ خَلًّا وَلَا تَبْغِ صَاحِبًا

وَكُنْ سَامِرِيَّ الْفِعْلِ مِنْ نَسْلِ اٰدَمَ + وَكُنْ اُوْحِدِيًّا مَاقَدَرْتَ مُجَانِعًا
فَقَدْ فَسَدَ الْاِخْوَانُ وَالْحُبُّ وَالاَخَا + فَلَسْتَ تَرَى اِلاَّ مَذُوْقًا وَّكَاذِبًا
فَقُلْتُ وَلَوْلاَ اَنْ يُّقَالَ مُدَهْدَةً + وَتُنْكِرُ حَالاَتِيْ لَقَدْ صِرْتَ رَاهِبًا ـ

অর্থাৎ "ভাইদের থেকে একা হয়ে পড়। কোন বন্ধুর খোঁজ করো না, কাউকে বন্ধু করো না, কোন সাথীর খোঁজ করো না। আদম বংশের কার্যত সামিরী হয়ে যাও। যতদূর তোমার পকে সম্ভব এক দিকে সরে অবস্থান কর। কেননা সমাজের প্রেম-প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও ভাইয়েরা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন তুমি শুধু দেখছ প্রতারক বন্ধু ও মিথ্যাবাদী। তখন আমি বললাম, যদি এটাকে দুশ্চিন্তা বলে আখ্যায়িত না করা হত এবং আমার অবস্থাকে তুমি অপসন্দ না করতে তাহলে আমি বলতাম যে, তুমি সন্ন্যাসী হয়ে গেছ।"

সারী (র) বললেন, "তখন আমি বিশর (র)-কে বললাম, এটাতো ছিল তোমার জন্য ইবরাহীম (র)-এর প্রদত্ত নসীহত। তুমি এখন আমাকে কিছু নসীহত কর। তিনি বললেন, "তোমার উচিত অপরিচিত থাকা ও ঘরে বসে থাকা।" তখন আমি বললাম, আল-হাসান (র) থেকে আমি জানতে পেরেছি, তিনি বলেছেন, যদি রাতের আগমন না ঘটত এবং ভাইদের সাথে মুলাকাত না হত তাহলে আমি কখন মৃত্যুবরণ করব তার কোন চিন্তাই করতাম না। তিনি আরো বলতে লাগলেন ঃ

يَا مَنْ يَسُرُّ بِرُؤْيَةِ الْاِخْوَانِ + مَهْلاً اَمِنْتَ مَكَايِدَ الشَّيْطَانِ
خَلَتِ الْقُلُوْبُ مِنَ الْمُعَادِ وَذِكْرِهِ + وَتَشَاغَلُوْا بِالْحِرْصِ وَالْخُسْرَانِ
صَارَتْ مَجَالِسُ مَنْ تَرٰى وَحَدِيْثُهُمْ + فِىْ هَتْكِ مَسْتُوْرٍ وَمَوْتِ جِنَانٍ ـ

অর্থাৎ "হে মানুষ ! যে ভাইদের সাক্ষাতে খুশি হও তাকে তুমি ছেড়ে দাও, তাহলে তুমি শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে যাবে। কিয়ামতও তার স্মরণ থেকে জনগণের অন্তরসমূহ চিন্তামুক্ত হয়েছে। দুনিয়াদাররা লোভ-লালসায় ও ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তুমি যাদেরকে দেখছ তাদের মজলিস ও তাদের কথাবার্তা সম্মানক্ষুণ্ন করতে ও অন্তরসমূহের মৃত্যু ঘটাতে নিয়োজিত হয়ে পড়েছে।"

আল-হালাবী (র) বলেন, আমি সারীকে বললাম। এটাতো ছিল বিশর (র)-এর নসীহত। তুমি আমাকে কিছু নসীহত কর। তিনি বললেন, তোমার উচিত মূল্যহীন হয়ে যাওয়া। আমি তাঁকে বললাম, এটা আমি পসন্দ করি। তখন তিনি বলতে লাগলেন ঃ

يَامَنْ يَرُوْمُ بِزَعْمِهِ اِخْمَالاً + اِنْ كَانَ حَقًّا فَاسْتَعِدْ خِصَالاً
تَرَكَ الْمَجَالِسِ وَالتَّذَاكُرَ يَا اَخِيْ + وَاجْعَلْ خُرُوْجَكَ لِلصَّلٰوةِ خِيَالاً
بَلْ كُنْ بِهَا حَيًّا كَاَنَّكَ مَيِّتٌ + لاَيَرْتَجِىْ مِنْهُ الْقَرِيْبُ وِصَالاً ـ

অর্থাৎ "হে মানুষ ! যে নিজের ধারণায় মূল্যহীন হতে ইচ্ছা করে। যদি তা সত্যই হয়ে থাকে তাহলে তুমি কয়েকটি কাজের জন্যে তৈরি হয়ে যাও। হে ভাই ! মজলিস ও পর্যালোচনার সভা ত্যাগ করতে হবে, সালাত আদায়ের জন্য বের হওয়াকে চিন্তার মধ্যে রাখতে হবে। বরং তুমি এ পৃথিবীতে এমনভাবে বেঁচে থাকবে যেন তুমি এরূপ মৃত যে প্রতিবেশীরাও তোমার সাথে সাক্ষাতের আশা করতে পারে না।

আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল-কাসরী (র) বলেন, আমি হালাবী (র)-কে বললাম, এটাতো ছিল তোমার জন্য সারীর নসীহত। এখন আমাকে এটা নসীহত করুন। তিনি বললেন, "হে আমার ভাই ! আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হল যা দুনিয়ায় অবস্থানকারী পরহেযগারের কলব থেকে আল্লাহ্‌র দিকে আরোহণ করে। সুতরাং দুনিয়ায় পরহেযগার হও তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসবেন।" এরপর তিনি বলতে লাগলেন ঃ

اَنْتَ فِى دَارِ شِمَتَاتٍ + فَتَأَهَّبْ لِشَتَاتِكَ
وَاجْعَلِ الدُّنْيَا كَيَوْمٍ + صَمَتْهُ عَنْ شَهْوَاتِكِ
وَاجْعَلِ الْفِطْرَ اِذًا + مَا صَمَتْهُ يَوْمَ وَفَاتِكَ -

অর্থাৎ "তুমি এমন এক জগতের বাসিন্দা যেখানে লোকেরা শত্রুর বিপদে খুশী হয়। সুতরাং তুমি এখান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ কর। দুনিয়াটাকে এমন মনে কর যেদিন পৃথিবীটা তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা থেকে নিশ্চুপ হয়ে যাবে। আর তোমার মৃত্যুর দিন যখন দুনিয়া নিশ্চুপ হয়ে যাবে সেদিন তুমি ঈদুল ফিতর উদযাপন করবে।"

ইব্ন খারযাদ (র) বলেন, আমি আলী (র)-কে বললাম, এটাও ছিল তোমার জন্য আল-হালাবী (র)-এর নসীহত। এখন তুমি আমাকে একটু নসীহত কর। তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিজের উপর প্রত্যয় স্থাপন কর। তোমার অন্তর থেকে পার্থিব জিনিস পত্রের মহব্বত বের করে দাও, তাতে তোমার গোপন রহস্য তোমার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে। তোমার সম্পর্কে আলোচনা সকলের কাছে স্থান পাবে। এরপর তিনি আমার উদ্দেশ্যে নিম্নের পঙক্তিগুলো আবৃত্তি করলেন ঃ

حَيَاتُكَ اَنْفَاسٌ تُعَدُّ فَكُلَّمَا + مَضَى نَفْسٌ مِنْهَا انْتَقَصَتْ بِهِ جُزْءًا
فَتُصْبِحُ فِى نَقْصٍ وَتُمْسِى بِمِثْلِهِ + وَمَا لَكَ مَعْقُوْلٌ تُحِسُّ بِهِ رُزْءًا
يُمِيْتُكَ مَايُحْيِيْكَ فِى كُلِّ سَاعَةٍ + وَيَحْدُوْكَ حَادِمًا مَايَزِيْدُ بِكَ الْهَزْءًا -

অর্থাৎ "তোমার জীবনের সময়টুকু কয়েকটি শ্বাস-নিশ্বাসের সমষ্টি। যখনই এগুলো থেকে কোন একটি চলে যায় তখনই যেন এর দ্বারা একটি অংশ হ্রাস পেয়ে যায়। এমতাবস্থায় তুমি সকাল বেলাটা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় অতিবাহিত কর এবং অনুরূপ বিকাল বেলাটাও অতিবাহিত কর। প্রতিটি মুহূর্তে যে সত্তা তোমাকে বাঁচিয়ে রাখছেন তিনিই তোমাকে মৃত্যু দান করবেন। যে বস্তুটি তোমার ঠাট্টাও তামাশা বৃদ্ধি করে তা নিয়ে রাগান্বিত অবস্থায় বসবাস করতে তিনি তোমাকে বাধ্য করছেন।"

আবূ মুহাম্মদ বলেন, আমি আহমদ (র)-কে বললাম, এটাতো ছিল তোমার জন্য আলী (র)-এর নসীহত। তুমি আমাকে কিছু নসীহত কর। তখন তিনি বললেন, হে আমার ভাই! তোমার উচিত ইবাদতে লেগে থাকা। কানাআত বা অল্পে তুষ্টি থেকে পৃথক হওয়াকে বর্জন করা। আখিরাতের তোমার নিজের ঠিকানাটা বিন্যাস কর, স্বীয় প্রবৃত্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে না এবং দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতকে বিক্রি করবে না। যা তোমার কোন উপকারে আসবে না তা বর্জন করার মাধ্যমে যা তোমার উপকারে আসবে তা গ্রহণ কর। এরপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করে কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

نَدِمْتُ عَلَى مَا كَانَ مِنِّى نَدَامَةً + وَمَنْ يَّتبِعَ مَا تَشْتَهِى النَّفْسُ يَنْدَمُ
فَخَافُوْا لِكَيْمَا تَأْمَنُوْا بَعْدَ مَوْتِكُمْ + سَتَلْقَوْنَ رَبًّا عَادِلاً لَيْسَ يَظْلِمُ
فَلَيْسَ لِمَغْرُوْرٍ بِدُنْيَاهُ زَاجِرٌ + سَيَنْدَمُ اِنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلُ فَاعْلَمُوْا ـ

অর্থাৎ "আমার দ্বারা যা কিছু ঘটে গেছে তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে লজ্জিত। যে ব্যক্তি নফসের চাহিদার অনুসরণ করে তাকে লজ্জিত হতে হয়। তোমার সাথীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে এ ভেবে যে তারা তোমার মৃত্যুর পর নিরাপত্তা সুদৃঢ় পাবে না। অচিরেই তোমরা এমন এক ন্যায়পরায়ণ প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে যিনি কোন দিনও কারো উপর যুলুম করেন না। যে তার দুনিয়া সম্বন্ধে প্রতারিত, তার জন্য কোন ধমক প্রদানকারী নেই। কেননা তোমরা জেনে রেখো যদি চলার পথে কারো পা ফসকে যায় তাহলে তাকে লজ্জিত হতে হয়।"

ইব্‌ন যামীন (র) বলেন, আমি আবূ মুহাম্মদ (র)-কে বললাম, এটাতো ছিল তোমার জন্য আহমদ (র)-এর নসীহত। তুমি আমাকে কিছু নসীহত কর। আবূ মুহাম্মাদ (র) বললেন, জেনে রেখো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি রহম করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের এমন পর্যায়ে অবতীর্ণ করেন যেখানে তাদের অন্তরসমূহ দুঃখ দুর্দশার কারণে অধঃপতিত হয়েছে। এখন তুমি লক্ষ্য রেখো তোমার অন্তর কোন পর্যায়ে পৌঁছবে। আরো জেনে রেখো আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের অন্তরে এতদূর নিকটবর্তী হয়ে যান যতদূর নৈকট্য তারা তাঁর থেকে অর্জন করেছে। তারাও আবার তাঁর এতদূর নৈকট্য হাসিল করে যতটুকু তিনি তাদেরকে তাওফীক দেন। এখন তুমি তোমার অন্তরের নৈকট্যের প্রতি লক্ষ্য কর। এরপর তিনি আমার উদ্দেশ্যে কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

قُلُوْبُ رِجَالٍ فِى الْحِجَابِ نُزُوْلُ + وَاَرْوَاحُهُمْ فِيْمَا هُنَاكَ حُلُوْلُ
تَرُوْحُ نَعِيْمُ الاِنْسِ فِى عِزِّ قُرْبِهِ + بِاَفْرَادِ تَوْحِيْدِ الْجَلِيْلِ تَحُوْلُ
لَهُمْ بِفَنَاءِ الْقُرْبِ مِنْ مَّحَضِ بِرِّهِ + عَوَائِدُ بَذْلٍ خَطَبَهُنَّ جَلِيْلُ ـ

অর্থাৎ "মানুষের অন্তরগুলো পর্দার ভিতরে অবতারিত। আর রূহ্গুলো সেখানেই মিশে অবস্থান করছে। মানুষের কল্যাণ আল্লাহ্র নৈকট্যের পদমর্যাদায় বিচরণ করছে। মহাসম্মানী একত্ববাদে বিশ্বাসী সদস্যদের মাঝে তা পালাক্রমে পরিবর্তিত হচ্ছে। নৈকট্যের চত্বরে তাদের জন্য রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর দয়ায় খরচ করার উপকরণ যা মহাসম্মানী আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন।"

আল-খাতীব (র) বলেন। এরপর ইব্ন যামীন (র)-কে আমি বললাম, এটাতো ছিল তোমার জন্য আল-হুমায়দী (র)-এর নসীহত। তুমি আমাকে কিছু নসীহত কর। তিনি তখন আমাকে বললেন, আল্লাহ্কে ভয় কর, তাঁর প্রতি আস্থা রেখো, তাঁর প্রতি অপবাদ আরোপ করো না। কেননা তোমার জন্য তাঁর ইখতিয়ার, তোমার নফসের জন্য তোমার ইখতিয়ার থেকে শ্রেয়ঃ এবং তিনি আমার উদ্দেশ্যে কবিতা আবৃত্তি করলেন ঃ

اِتَّخِذِ اللّٰهَ صَاحِبًا + وَدَعِ النَّاسَ جَانِبًا
جَرِّبِ النَّاسَ كَيْفَ شِئْتَ + تَجِدْهُمْ عَقَارِبَا ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ্কে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর, লোকজনকে এক পাশে রেখে দাও, যেভাবে ইচ্ছা মানুষকে পরীক্ষা করে নাও, তাদেরকে তুমি বিচ্ছু সদৃশ পাবে।"

আবুল ফারাজ গায়ছুস সূরী বলেন, তখন আমি আল-খাতীব (র)-কে বললাম, এটাতো ছিল তোমার জন্য ইব্ন যামীন (র)-এর একটি নসীহত। তুমি আমাকে কিছু নসীহত কর। তিনি বললেন, তুমি তোমার নফস সম্বন্ধে সতর্ক থাক। কেননা এটা তোমার দুশমনদের মধ্যে বড় দুশমন। যদি তুমি নফসের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ কর তখন এটা হবে তোমার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর রোগ। নফসের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ভয়-ভীতিকে স্বাগত জানাও। নফসের তথাকথিত গুণগুলোকে কলবে বারবার স্মরণ করবে। কেননা এটা মন্দ ও অশ্লীলতা গ্রহণে বার বার নির্দেশ করে। যে নফসের অনুগত হয় তাকে নফস ধ্বংস ও মুসীবতের ঘাটে পৌছিয়ে দেয়। তুমি প্রতিটি কাজে সত্যের উপর নির্ভর কর। তুমি খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না তাহলে এটা তোমাকে আল্লাহ্র রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে দেবে। যে নিজ কামনা-বাসনার বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহ্ তার যিম্মা নিয়েছেন যে, তিনি চিরস্থায়ী জান্নাতকে তার ঠিকানা ও বিশ্রামাগার করবেন। এরপর তিনি তাঁর নিজের উদ্দেশ্যে কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

اِنْ كُنْتَ تَبْغِي الرُّشَادَ مَحْضًا + فِي اَمْرِ دُنْيَاكَ وَالْمُعَادِ
فَخَالِفِ النَّفْسَ فِي هَوَاهَا + اِنَّ الْهَوٰى جَامِعُ الْفَسَادِ ـ

অর্থাৎ "তুমি যদি তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের কাজে প্রকৃত হিদায়াত লাভ করতে চাও তাহলে নফসের কামনা -বাসনার বিরোধিতা কর। কেননা কামনাই যাবতীয় বিপর্যয়ের মূল।

ইব্ন আসাকির (র) বলেন, এ তথ্যটি সংরক্ষিত রয়েছে যে, ইবরাহীম ইব্ন আদহাম (র) একশ বাষট্টি হিজরীতে ইনতিকাল করেন। অন্য একজন বলেন, একষট্টি হিজরীতে। আবার কেউ কেউ বলেন, তেষট্টি হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। ইব্ন আসাকিরের অভিমতটিই বিশুদ্ধ। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন যে, রোম সাগরের দ্বীপগুলো থেকে একটি দ্বীপে তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন সীমান্ত প্রহরী। যে রাতে তিনি ইনতিকাল করেন প্রায় বিশ বার তাঁর দাস্ত হয়েছিল। তিনি প্রতিবারেই ওযূ নবায়ন করছিলেন। তাঁর ছিল পেটে অসুখ। যখন তাঁর মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয় তখন তিনি বলেন, আমার জন্য ধনুকে ছিলা লাগাও। তারা (উপস্থিত

সদস্যবর্গ) ছিলা লাগাল। তিনি তা মযবূত করে ধরলেন। এরপর তিনি মারা যান এবং তা এমনভাবে মযবূত করে ধরেছিলেন মনে হয় যেন, দুশমনের দিকে তীর নিক্ষেপ করার ইচ্ছা পোষণ করে রয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন এবং তাঁর কবরকে মর্যাদাবান ও সম্মানিত করুন।

আবূ সাঈদ ইব্‌ন আল-আ'রাবী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ইয়াযীদ আস-সাইগ (র) আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "আমি ইমাম শাফিঈ (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ সুফিয়ান (র) অবাক হয়ে বলতেন ঃ

اَجَاعَتْهُمُ الدُّنْيَا فَخَافُوْا وَلَمْ يَزِلْ + كَذَلِكَ ذُوالتَّقْوٰى عَنِ الْعَيْشِ مُلْجَمًا
اَخُوْ طِيِّءٍ دَاوُدُ مِنْهُمْ وَمِسْعَرٌ + وَمِنْهُمْ وَهَيْبٌ وَالْعَرِيْبُ ابْنُ اَدْهَمَا
وَفِى ابْنِ سَعِيْدٍ قُدْوَةِ الْبِرُّوَالنُّهَى + وَفِى الْوَارِثِ الْفَارُوْقِ صِدْقًا مُقَدَّمًا
وَحَسْبُكَ مِنْهُمْ بِالْفُضَيْلِ مَعَ ابْنِهِ + وَيُوْسُفُ اِنْ لَمْ يُسْاَلْ اَنْ يَتَسَلَّمَا
اُولَئِكَ اَصْحَابِىْ وَاَهْلُ مَوَدَّتِىْ + فَصَلَّى عَلَيْهِمْ ذُوالْجَلَالِ وَسَلَّمَا
فَمَا ضَرَّ ذَا التَّقْوٰى نِصَالُ اَسِنَّةٍ + وَمَا زَالَ ذُوا التَّقْوٰى اَعَزَّ وَاَكْرَمَا
وَمَا زَالَتِ التَّقْوٰى تِرْيَكٌ عَلَى الْفَتَى + اِذَا مَحَّضَ التَّقْوٰى مِنَ الْعِزِّ مَيْسَمَا ۔

অর্থাৎ "দুনিয়া তাদেরকে ক্ষুধার্ত রেখেছে, তাই তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। অনুরূপভাবে পরহেযগার ব্যক্তি সবসময় আরাম-আয়েশের জীবন যাপন থেকে বিরত থাকছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন 'তাঈ' গোত্রের সদস্য দাঊদ, মিসআর, ওহায়ব, আল-আরীব ইব্‌ন আদহাম, সৎকর্ম ও জ্ঞানের অভিভাবক ইব্‌ন সাঈদ, সত্য ও নেতৃত্বের প্রতীক হযরত উমর ফারূকের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তোমার জন্য যথেষ্ট ছিলেন ফুযায়ল তাঁর পুত্র সমেত এবং ইউসুফ যদি তাঁকে আত্মসমর্পণের জন্য অনুরোধ করা না হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মন্তব্য ঃ তারাই আমার সাথী ও ভালবাসার পাত্র, মহান মালিক তাদের উপর সালাত ও সালাম পেশ করছেন। পরহেযগার ব্যক্তিকে তীরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ কোন ক্ষতি করতে পারে না। পরহেযগার ব্যক্তি সর্বদাই সকলের চেয়ে অধিক সম্মানিত ও মর্যাদাবান বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন। পরহেযগারী সব সময়ই যুবকের জন্য একটি সঞ্জীবনী হিসেবে গণ্য। আর পরহেযগারী মান মর্যাদাকে আরো সুন্দর করে দেয়।"

ইমাম বুখারী (র) আদাব অধ্যায়ে ইবরাহীম ইব্‌ন আদহাম (র) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী (র) তাঁর جامع -এর মধ্যে حديث معلق হিসেবে বর্ণনা করেন। তা ছিল اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ অধ্যায়ে। মহা পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলা সম্যক অবগত।

এ বছর আবূ সুলায়মান দাঊদ ইব্‌ন নাসীর আত-তাঈ আল-কূফী আল-ফাকীহ আয-যাহিদ (র) ইনতিকাল করেন। তিনি আবূ হানীফা (র) থেকে ফিকাহ্শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) বলেন, এরপর দাঊদ ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের পর্যালোচনা ছেড়ে দেন, ইবাদতে মশগুল হন এবং তাঁর কিতাবাদি মাটিতে পুঁতে ফেলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) বলেন, দাঊদ

আত-তাঈ (র)-এর কাজটিই ছিল গ্রহণযোগ্য। ইব্‌ন মুঈন (র) বলেন, তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত। তিনি একবার প্রতিনিধিরূপে বাগদাদে খলীফা মাহদীর কাছে গমন করেছিলেন। তিনি পরে কূফায় ফিরে আসেন। এ ঘটনাটি আল-খাতিব আল-বাগদাদী (র) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, দাঊদ আত-তাঈ (র) একশ ষাট হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, একশ ছাপান্ন হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। আমাদের উস্তাদ আয-যাহাবী (র) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, তিনি একশ বাষট্টি হিজরীতে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তা'আলা সম্যক অবগত।

১৬৩ হিজরীর আগমন

যিনদীক আল-মুকান্নাকে এ বছরই বন্দী করা হয়েছিল। সে খুরাসানে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। সে পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করত। তার এ মূর্খতা ও বিভ্রান্তিকর মতবাদের বিশ্বাসী ছিল বহু বেয়াকূফ, অজ্ঞ ও নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণ। এ বছরের প্রারম্ভে সে কাশ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন সাঈদ আল-হুরায়শী তাকে ঘেরাও করেন। ঘেরাও অবস্থায় বিরতিহীনভাবে তার উপর চাপ প্রয়োগ করেন। যখন সে পরাজয়ের বিষয়টি অনুভব করতে লাগল তখন সে ও তার স্ত্রীরা ধীরে ধীরে বিষ পান করতে লাগল। তারা সকলে এক সাথে মারা গেল। তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ পতিত হোক। ইসলামী সৈন্যরা তার দুর্গে প্রবেশ করল। তারপর তারা তার মাথাটি কেটে নিল এবং মাহদীর কাছে প্রেরণ করল। আর তখন মাহদী ছিলেন হালবে।

ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, মুকান্নার প্রকৃত নাম ছিল আতা। কেউ কেউ বলেন, তার নাম ছিল হাকীম। প্রথম অভিমতটি বেশী প্রসিদ্ধ। সে প্রথমত ছিল ধোপা। পরে সে খোদায়ী দাবী করে। সে ছিল কানা ও দেখতে কুৎসিত। স্বর্ণ দিয়ে সে তার জন্য একটি চেহারা বানিয়ে নিয়েছিল। তার এ মূর্খ মতবাদে বহু লোক তার অনুসারী ছিল। সে মানুষকে চাঁদ দেখাত। দু'মাসের দূরত্ব থেকে সে তা দেখাত। এরপর তা অদৃশ্য হয়ে যেত। এরপর তার সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস প্রকট আকার ধারণ করে এবং তারা তাকে অস্ত্রের সাহায্যে হিফাযত করত। তার উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। সে বলত, আল্লাহ্ আদম (আ)-এর রূপে প্রকাশ পেয়েছিলেন, এ জন্যই ফেরেশতাগণ তাঁকে সিজদা করেন। এরপর নূহ্ (আ) এর রূপে প্রকাশ পান। এরূপে অন্যান্য নবীর মধ্যে একের পর একজনে তিনি প্রকাশ পান। এরপর তিনি আবূ মুসলিম আল-খুরাসানীতে রূপান্তরিত হন। যখন মুসলমানগণ তাকে তার দুর্গে ঘেরাও করে তখন সে ও তার স্ত্রীরা অল্প অল্প করে বিষ পান করতে লাগল ও তারা মারা গেল। সে তার দুর্গটি কাশ দুর্গের নিকটে নদীর ওপারে মযবূত করে নির্মাণ করেছিল। তার নাম ছিল সিনাম। তার মৃত্যুর পর মুসলমানগণ তার সমুদয় মূলধন ও সম্পদ দখল করে নিয়ে নেয়।

এ বছরই মাহদী রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য খুরাসান ও অন্যান্য জায়গা থেকে সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করেন এবং তাঁর পুত্র হারূনুর রশীদকে সকলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি বিদায়ের সময় বাগদাদ থেকে বের হয়ে তার পেছনে পেছনে কিছু দূর পথ চলতে লাগলেন। এভাবে তিনি কয়েকদিনের পথ চললেন এবং বাগদাদে তাঁর সন্তান মূসা আল-হাদীকে প্রতিনিধি রেখে গেলেন। এ সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আল-হুসায়ন ইব্‌ন কাহতাবা, দারোয়ান আর-রাবী, খালিদ ইব্‌ন বারমাক– তিনি যুবরাজ হারূনুর রশীদের জন্য একজন উযীরের ন্যায় ছিলেন; ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালিদ– তিনি ছিলেন তাঁর লেখক ও ব্যয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। আল-মাহদী

বিদায়কালে পুত্র হারূনুর রশীদের পেছনে পেছনে যেতে যেতে হারূনুর রশীদ রোমকদের শহরে পৌঁছে যান। সেখানে তিনি রোমকদের একটি শহর পরিদর্শন করেন যার নাম রাখা হয়েছে আল-মাহদীয়া। এরপর তিনি সিরিয়ায় ফিরে আসেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারত করেন। রশীদ বিরাট সৈন্যদল নিয়ে রোমকদের শহরে গমন করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বহু শহরের বিজয় দান করেন। আর মুসলিম সৈন্যগণ প্রচুর পরিমাণ সম্পদ গনীমত হিসেবে লাভ করেন। এক্ষেত্রে খালিদ ইব্‌ন বারমাকের ভূমিকা ছিল চমৎকার যা অন্য কারো ছিল না। মুসলিম সৈন্যরা সুলায়মান ইব্‌ন বারমাকের মাধ্যমে আল-মাহদীর কাছে বিজয়বার্তা প্রেরণ করেন। আল-মাহদী তাঁকে সম্মান করেন এবং প্রচুর অর্থ দান করেন।

এ বছরই আল-মাহদী তাঁর চাচা আবদুস সামাদ ইব্‌ন আলীকে আল-জাযীরা থেকে বরখাস্ত করেন এবং যুফার ইব্‌ন আসিম আল-হিলালীকে সেখানকার প্রশাসক নিয়োগ করেন। এরপর তাকেও বরখাস্ত করেন এবং তার স্থলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালিহ্ ইব্‌ন আলীকে প্রশাসক নিযুক্ত করেন। এ বছরই আল-মাহদী তাঁর পুত্র হারূনুর রশীদকে মরক্কো, আযারবায়জান ও আরমেনিয়ার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং তার যোগাযোগের জন্য ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালিদ বারমাককে দায়িত্ব অর্পণ করেন। একদল নওয়াবকে বরখাস্ত করেন ও তাদের স্থলে নতুন নওয়াব নিযুক্ত করেন। এ বছর আলী ইব্‌ন মাহদী লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন।

এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁরা হলেন ঃ ইবরাহীম ইব্‌ন তাহমান ; হুরায়য ইব্‌ন উছমান আল-হিমসী আর-রাহবী, মূসা ইব্‌ন আলী আল-লাখমী আল-মিসরী, শুআয়ব ইব্‌ন আবূ হামযা ও ঈসা ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস – তিনি সাফ্ফাহ এর চাচা। আর তাঁর সাথে কাসরে ঈসা ও বাগদাদের নহরে ঈসা সম্পৃক্ত। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুঈন (র) বলেন, তাঁর ছিল একটি চমৎকার মাযহাব। তিনি শাসক থেকে ভিন্নমত পোষণ করতেন। তিনি আটাত্তর বছর বয়সে এ বছরই ইনতিকাল করেন। এ বছর আরো যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁরা হলেন ঃ হুমাম ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবূ আইউব আল-মিসরী ; উবায়দা বিন্‌ত আবূ কিলাব আল-আবিদাহ– তিনি চল্লিশ বছর আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদার কারণে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, আমি মৃত্যু চাই। কেননা আমি ভয় করছি, হয়ত আমি এমন পাপ করে ফেলব যা কিয়ামতের দিন আমার ধ্বংসের কারণ হবে।

১৬৪ হিজরীর আগমন

এ বছর আবদুল কাবীর ইব্‌ন আবদুল হামীদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন খাত্তাব রোমের শহরগুলোতে যুদ্ধ করেন। প্রায় নব্বই হাজার সৈন্য নিয়ে সেনানায়ক মীখাইল তাঁর মুকাবিলা করেন। শত্রু সৈন্যের মধ্যে ছিলেন সেনানায়ক তাযায আল-আরমিনী। আই আবদুল কাবীর তার থেকে কাপুরুষতা প্রকাশ করলেন। মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করলেন এবং ফিরে চলে এলেন। তখন মাহদী তাকে হত্যা করতে মনস্থ করেন। তার সম্বন্ধে আলোচনা অনুষ্ঠিত হল, তাই তাকে মাটির নীচের কারাগারে বন্দী করা হল। যুলকাদা মাসের শেষভাগে বুধবার দিন আল-মাহদী ঈসাবাদে একটি বিরাট প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। এরপর তিনি হজ্জে গমন করার মনস্থ করেন। তাঁর জ্বর দেখা দিল। তখন তিনি রাস্তা থেকে ফিরে আসেন। ফেরার সময় লোকজন পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে। এমন কি কেউ কেউ ধ্বংস হয়ে যাবার উপক্রম হয়।

তখন আল-মাহদী শিল্পপতি ইয়াকতীনের উপর রাগান্বিত হলেন এবং যেখান থেকে ফেরত এসেছিলেন সেখান থেকে আল-মুহাল্লাব ইব্ন সালিহ ইব্ন আবূ জা'ফরকে লোকজন নিয়ে হজ্জ করার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে এ বছর হজ্জ আদায় করেন। এ বছর যারা ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন ঃ শায়যান ইব্ন আবদুর রহমান আন-নাহবী, আবদুল আযীয ইব্ন আবূ সালামা আল-মাজিশূন এবং আল-হাসান আল-বসরীর সাথী মুবারক ইব্ন ফুযালা প্রমুখ।

১৬৫ হিজরীর আগমন

ইব্ন জারীর (র) বলেন, এ বছর আল-মাহদী স্বীয় পুত্র আর রশীদকে গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধের জন্য তৈরি করেন এবং পঁচানব্বই হাজার সাতশত তিরানব্বই জন সৈন্য সংগ্রহ করে দেন। তাঁর সাথে ছিল এক লাখ চুরানব্বই হাজার চারশত পঞ্চাশ দীনারের ব্যয় সামগ্রী। তাঁর সাথে রৌপ্য ছিল ২ কোটি ১৪ লক্ষ ১৪ হাজার আটশ দিরহাম। এ সৈন্যদল নিয়ে তিনি ইস্তাম্বুলের উপসাগরে পৌঁছেন। ঐ সময় রোমের সম্রাজ্ঞী ছিলেন ইউনের স্ত্রী আগাসতা। তাঁর কোলে ছিল তাঁর প্রয়াত স্বামী সম্রাটের ঔরসজাত সন্তান। তখন সম্রাজ্ঞী প্রতি বছর সত্তর হাজার দীনার কর প্রদানের শর্তে হারূনুর রশীদের সাথে সন্ধি করার প্রস্তাব দেন। হারূনুর রশীদ তা গ্রহণ করেন। বিভিন্ন ঘটনায় রোমের ৫৪ হাজার ব্যক্তি নিহত, তাদের জীবিত ৫ হাজর ৬ শত ৪৪ জন সন্তান-সন্ততি বন্দী। কয়েদীদের দু'হাজারকে হত্যা, যুদ্ধ সামগ্রীসহ ২০ হাজার ঘোড়া গনীমত হিসেবে অর্জন, এক লাখ গরু ও বকরী যবাহ হয়ে যাওয়া, ১০ দিরহামের কম মূল্যে প্রতিটি খচ্চর ও টাট্টু ঘোড়া বিক্রি, যুদ্ধ বর্ম এক দিরহামের কমে এবং এক দিরহামে বিশটি তলোয়ার বিক্রি হওয়া ইত্যাদি অবস্থায় সন্ধির প্রস্তাব করা হয়। এ সম্পর্কে কবি মারওয়ান ইব্ন আবূ হাফসা বলেন ঃ

اَطَفَتْ بِقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ الرُّوْمَ مَسْنَدًا + اِلَيْهَا الْقَنَا حَتَّى اَكْتَسَى الذُّلَّ سُوْرُهَا
وَمَا رَمَتْـهَا حَتَّى اَتَتْكَ مُلُوْكَهَا + بِجِزْيَتِهَا وَالْحَرْبُ تَغْلِىْ قُدُوْرُهَا ۔

অর্থাৎ "রোমের সম্রাজ্ঞী ইস্তাম্বুলে প্রজ্বলিত যুদ্ধাগ্নিকে নির্বাপিত করলেন যখন তাঁর রাজ্যের দেয়ালে দেয়ালে অবমাননা বিরাজ করছিল। যুদ্ধের আগুন সর্বত্র সরগরম ছিল। সম্রাজ্ঞী বার্ষিক প্রদেয় কর ঘোষণা করায় যুদ্ধ যুদ্ধ রব বিদূরিত হয়ে গেল।"

সালিহ ইব্ন আবূ জা'ফর আল-মানসূর লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। আর এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন ঃ সুলায়মান ইব্ন আল-মুগীরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আল-আলা ইব্ন দুবার, আবদুর রহমান ইব্ন নায়িব ইব্ন ছাওবান এবং ওহাব ইব্ন খালিদ।

১৬৬ হিজরীর আগমন

এ বছরে মুহাররম মাসে আর-রশীদ রোমের শহরগুলো থেকে আগমন করেন। বড় শান-শওকতের সাথে তিনি বাগদাদে প্রবেশ করেন। তাঁর সাথে ছিল রোমের লোকজন যারা স্বর্ণ ও অন্যান্য বস্তুর কর বহন করছিল। এ বছরই আল-মাহদী মূসা আল-হাদীর পর তাঁর পুত্র হারূনুর রশীদের বায়আত গ্রহণ করেন এবং আর-রশীদ বলে তাঁর উপাধি প্রদান করেন।

এ বছর আল-মাহদী ইয়াকূব ইব্ন দাউদের উপর নারায হন। তিনি তাঁকে পূর্বে খুব মর্যাদা দিয়েছিলেন। এমনকি তাঁকে ওযীর নিযুক্ত করেছিলেন ও ওযীরদের মধ্যে তাঁকে উচ্চতম মর্যাদা দান করেছিলেন। খিলাফতের যাবতীয় কাজকর্ম তাঁর কাছে সমর্পণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে কবি বাশ্‌শার ইব্ন বুরদ বলেন ঃ

بَنِى اُمَيَّةَ هَبُّوْا طَالَ نَوْمِكُمْ + اِنَّ الْخَلِيْفَةَ يَعْقُوْبُ بْنُ دَاوُدَ
ضَاعَتْ خِلاَفَتُكُمْ يَاقَوْمِ فَاطْلُبُوْا + خَلِيْفَةَ اللّٰهِ بَيْنَ الْخَمَرِ وَالْعُوْدِ ـ

অর্থাৎ "বনূ উমাইয়াকে স্মরণ করছি ; তারা মরে গেছে তাই তোমাদের ঘুমও দীর্ঘায়িত হয়েছে। কার্যত খলীফা হলেন এখন ইয়াকূব ইব্ন দাউদ। হে আমার সম্প্রদায় ! তোমাদের খিলাফত ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন তোমরা আল্লাহ্‌র খলীফাকে খোঁজ করে পাচ্ছ মদ ও সুগন্ধির মধ্যে বিভোর।"

তাঁর মধ্যে ও খলীফার মধ্যে যোগ্যতা ও দুর্নামের লড়াই চলতে থাকে। সভাসদবর্গ তাঁকে খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে কিন্তু পরে আবার এটা মীমাংসা হয়ে যায়। এভাবে যখনই তারা বিভিন্ন পন্থায় দু'জনের মধ্যে তিক্ত অবস্থার সূচনা করে তখনই দূরীভূত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এমন এক ঘটনা ঘটল যার মীমাংসা আর হলো না। ইয়াকূব একদিন আল-মাহদীর কাছে প্রবেশ করেন। তিনি ছিলেন একটি জাঁকজমকপূর্ণ মজলিসে উপবিষ্ট সেটাকে বিভিন্ন রংয়ের ও রকমের ফুল-ফুলাদি দ্বারা সুশোভিতময় করা হয়েছিল। খলীফা বললেন, হে ইয়াকূব ! আমাদের এ মজলিসটিকে তুমি কেমন মনে করছ ? ইয়াকূব বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! এর থেকে উত্তম মজলিস আর আমি কোন দিনও দেখিনি। তখন তিনি বললেন, এ মজলিসে যা কিছু আছে সবই তোমার আনন্দের জন্য নিবেদিত। এ তরুণীটিকে রাখা হয়েছে তোমার আনন্দের ও বিনোদনের সমাপ্তি হিসেবে। তোমার কাছে আমার একটি প্রয়োজন রয়েছে, আমি চাই তুমি তা আমার জন্য আঞ্জাম দেবে। ইয়াকূব বললেন, সেটা কী ? হে আমীরুল মু'মিনীন ! তিনি বললেন, আমি এটার কথা বলবো না যতক্ষণ না তুমি বলবে 'হ্যাঁ'। তাই আমি বললাম, হ্যাঁ, আপনার হুকুম শিরোধার্য। তিনি বললেন, বল আল্লাহ্‌র শপথ। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ। তিনি বললেন, বল আমার আয়ুর শপথ! আমি বললাম, আমার আয়ুর শপথ। তিনি বললেন, তোমার হাতটা আমার মাথার উপর রাখ এবং তা আবার বল, আমি তাও বললাম। এরপর তিনি বললেন, এখানে একজন আলাবী অর্থাৎ আলী (রা)-এর বংশধর রয়েছে, আমি চাই তুমি তাকে আমার জন্য নিপাত করে দেবে। এটা প্রকাশ থাকে যে, তিনি হলেন আল-হাসান ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব। তখন আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাড়াতাড়ি করবে। এরপর এ মজলিসে যা কিছু ছিল তা আমার ঘরে স্থানান্তর করার জন্য হুকুম দিলেন। আর আমাকে এক লাখ দিরহাম ও ঐ তরুণীটিকে প্রদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন।

আমি এ তরুণীটিকে পেয়ে এত খুশী হয়েছিলাম যে, আর অন্য কিছুতে আমি এত খুশী হইনি। যখন সে আমার ঘরে এসে গেল তখন আমি তাকে ঘরের এক পার্শ্বে পর্দায় ঢেকে নিলাম। পরে আমি আলাবীকে আনার জন্য হুকুম দিলাম। তাকে আনা হলো। তিনি আমার কাছে

বসলেন। এরপর কথা বললেন। আমি তাঁর মত এত বুদ্ধিমান ও সমঝদার আর কাউকে দেখিনি। এরপর তিনি আমাকে বললেন, হে ইয়াকূব ! তুমি কি আমার রক্ত নিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে মুল্যাকাত করবে ? আর আমি হলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা ফাতিমা (রা)-এর একজন বংশধর। তখন আমি বললাম, 'না'। আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, তুমি যেখানে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা তখন তুমি সেখানে চলে যেতে পার। তিনি বললেন, আমি অমুক অমুক শহর পসন্দ করি। আমি তখন বললাম, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আপনি চলে যান। আল-মাহ্‌দী যেন এ কথা জানতে না পারে। যদি তিনি জেনে যায় তাহলে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন আর আমিও ধ্বংস হয়ে যাব। তখন তিনি আমার নিকট থেকে বের হয়ে পড়লেন। আমি তাঁর সাথে দু'জন লোককে সংগী করে দিলাম যাতে তারা তাঁকে ভ্রমণ করাতে পারে এবং তাঁর কাঙ্ক্ষিত কোন একটি শহরে তাঁকে পৌছে দিতে পারে। কিন্তু আমি জানতাম না ঐ তরুণীটি যাবতীয় ঘটনা জেনে নিয়েছে এবং সে আমার ক্ষেত্রে গুপ্তচরের কাজ করেছে। সুতরাং তরুণীটি তার সেবককে আল-মাহ্‌দীর কাছে প্রেরণ করল এবং যাবতীয় ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত করল। আল-মাহ্‌দী রাস্তায় লোক প্রেরণ করলেন এবং ঐ আলাবীকে ফেরত নিয়ে আসলেন। তিনি তাকে তার কাছে রাজধানীর কোন একটি ঘরে বন্দী করে রাখলেন। দ্বিতীয় দিন, আমার কাছে খলীফা লোক পাঠান। আমি কিন্তু আলাবী সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারিনি। যখন আমি তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম তখন তিনি আমাকে বললেন, আলাবী কী করছে ? আমি বললাম, সে মরে গেছে। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ ? আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ। তিনি বললেন, তোমার হাতটি আমার মাথায় রাখ এবং তোমার আয়ুর শপথ কর। আমি তা করলাম। এরপর তিনি বললেন, হে যুবক ! এ ঘরে যে আছে তাকে বের কর। তখন ঐ আলাবী বের হয়ে আসলেন এবং আমি লজ্জিত হয়ে পড়লাম। আল-মাহ্‌দী বললেন, এখন তোমার রক্ত আমার জন্য হালাল। এরপর তিনি হুকুম জারি করলেন এবং মাটির নিচে কারাগারে আমাকে নিক্ষেপ করলেন। ইয়াকূব বলেন, আমি এমন এক জায়গায় ছিলাম যেখানে কিছু শুনতে ও দেখতে পেতাম না। আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট এবং চুল লম্বা হয়ে যায়, এমনকি আমি চতুষ্পদ জন্তুর মতো হয়ে গেলাম। এরপর অনেক দিন চলে যায়। একদিন আমাকে ডাকা হলো। আমি মাটির নিচের কারাগার থেকে বের হলাম। আমাকে বলা হল, আমীরুল মু'মিনীনকে সালাম কর। আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং আমি ধারণা করলাম যে, তিনি আল-মাহ্‌দী। এরপর যখন আমি আল-মাহ্‌দীর কথা উল্লেখ করলাম খলীফা বললেন, আল-মাহ্‌দীর উপর আল্লাহ্ রহম করেছেন। তখন আমি বললাম, আপনি কি আল-হাদী ? তখন তিনি বললেন, আল-হাদীর উপর আল্লাহ্ রহম করেছেন। তখন আমি বললাম, আপনি কি আর-রশীদ ! তিনি বললেন, 'হ্যাঁ', তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন আমার দুর্বলতা ও অসুস্থতা। যদি আপনি আমাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করেন তাহলে ভাল হয়। তিনি বললেন, তুমি কোথায় যেতে চাও ? আমি বললাম, মক্কায়। তিনি বললেন, সোজাসুজি চলে যাও। এরপর তিনি মক্কায় চলে গেলেন এবং কিছুদিন পরে সেখানে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর রহম করুন।

এ ইয়াকূব আল-মাহ্‌দীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নসীহত করতেন। তাঁর সামনে পানীয় পরিবেশন করা ও বিভিন্ন সময়ে বেশী বেশী গান শুনার ব্যাপারে তিনি তাঁকে তিরস্কার করতেন এবং বলতেন, এ জন্যই কি আপনি আমাকে ওযীর নিযুক্ত করেছেন ? এ জন্যই কি আমি আপনার সংস্পর্শে

আছি? মাসজিদুল হারামে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় হওয়ার পর আপনার সামনে কি শরাব পান করা হবে ও গান গাওয়া হবে ? আল-মাহদী তাঁকে বলতেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর আপনার কথা শুনেছে। ইয়াকূব তাঁকে বলতেন, এটা তার গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি এটা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে সহায়তা করত তাহলে কোন বান্দা যদি এটা সর্বদা করত তবে এটা হত উত্তম। এ সম্বন্ধে কোন এক কবি আল-মাহদীকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য বলেন ঃ

فَدَعْ عَنْكَ يَعْقُوْبَ بْنَ دَاوُدَ جَانِبًا + وَاَقْبِلْ عَلَى صَحْبَاءِ طَيِّبَةِ النَّشْرِ -

অর্থাৎ "ইয়াকুব ইব্ন দাঊদ আপনার নিকট থেকে সরিয়ে দেন এবং যে শরাব সুগন্ধির জন্য পরিচিত তার দিকে অগ্রসর হোন।"

এ বছর আল-মাহদী তাঁর ঈসাবায নামক প্রাসাদে গমন করেন। প্রথমত প্রাসাদটি তাঁর জন্য কাঁচা ইট দ্বারা তৈরি হয়েছিল। পরে এটাই পাকা ইট দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে তিনি বসবাস করতেন আর এখানেই দিরহাম ও দীনার তৈরি করা হত। এ বছর আল-মাহদী মক্কা, মদীনা ও ইয়ামানের মধ্যে ডাক ব্যবস্থা প্রচলন করেন। এ বছরের পূর্বে কেউ আর এ কাজটি করেনি।

এ বছরই মূসা আল-হাদী জুরজানে অভিযান পরিচালনা করেন। এ বছর আবূ হানীফা (র)-এর ছাত্র আবূ ইউসুফ (র)-কে কাযী নিয়োগ করা হয়। কূফার গভর্নর ইবরাহীম ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মদ লোকজনকে নিয়ে এ বছর হজ্জ আদায় করেন। হারুনুর রশীদ ও রোমের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় এ বছর গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। এ বছর যারা ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন ঃ সাদাকা ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-সামীন, আবুল আশহাব আল-আতারিদী, আবূ বকর আল-নাহ্শালী ও উকায়র ইব্ন মাদান।

১৬৭ হিজরীর আগমন

এ বছর আল-মাহদী তাঁর পুত্র মূসা আল-হাদীকে এক বিরাট সৈন্যদলসহ জুরজান অভিযানে প্রেরণ করেন। এত অধিক সৈন্য আর কোন অভিযানে দেখা যায়নি। তাঁর যোগাযোগের ক্ষেত্রে আবান ইব্ন সাদাকাকে নিযুক্ত করেন। এ বছরই আল-মাহদীর পরে যিনি যুবরাজ ছিলেন সে ঈসা ইব্ন মূসা ইনতিকাল করেন। তিনি কূফায় ইনতিকাল করেন। কূফার নায়িব রাওহ ইব্ন হাতিম ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের একটি দল কাযীর কাছে তাঁর মৃত্যুর সাক্ষ্য প্রদান করেন। এরপর তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর সালাতে জানাযা আদায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল। তখন আল-মাহদী গভর্নরের কাছে অত্যন্ত কড়া ভাষায় পত্র লিখেন এবং তার কাজের জবাবদিহিতার জন্য নির্দেশ দেন। এ বছর আল-মাহদী আবূ উবায়দুল্লাহ্ মুআবিয়া ইব্ন উবায়দুল্লাহ্কে যোগাযোগ দপ্তর থেকে বরখাস্ত করেন এবং তার স্থলে দারোয়ান আর-রাবী ইব্ন ইউনুসকে নিয়োগ করেন। এরপর এ দপ্তরে সাঈদ ইব্ন ওয়াকিদ তার স্থলাভিষিক্ত হন। আর আবূ আবদুল্লাহ্ তাঁর পদ মর্যাদায় বহাল ছিলেন।

এ বছর বাগদাদ ও বসরায় মহামারী আকারে প্লেগ রোগ ও প্রকট কাশি রোগ দেখা দেয়। আর দিন প্রখর না হওয়া পর্যন্ত দুনিয়া রাতের ন্যায় অন্ধকার হয়ে আসে। আর এ ঘটনাটি ঘটে ছিল

এ বছরের যুলহাজ্জ মাসের কিছু দিন বাকী থাকার কালে। এ বছরই আল-মাহ্দী রাজ্যের সমগ্র এলাকায় যিন্দীকদের[১] একটি দলের পেছনে লাগলেন। তাদেরকে উপস্থিত করালেন এবং নিজের সামনে তাদেরকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করেন। যিন্দীকদের নেতা ছিল উমর আল্-কালওয়াযী। এ বছর আল-মাহ্দী মাসজিদুল হারামের পরিধি বৃদ্ধি করেন। পরিধির মধ্যে বহু বাড়ি ঘর পড়ে যায়। ইয়াকতীন ইব্ন মূসা আল-মুয়াক্কালকে হারামাইনের ব্যাপারে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। আল-মাহ্দীর মৃত্যু পর্যন্ত তার পুনঃনির্মাণ কাজ চলছিল। এবার সন্ধির কারণে গ্রীষ্মকালীন কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। মদীনার নায়িব ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ লোকজন নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। হজ্জ আদায় করার পর কিছু দিনের মধ্যে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ইসহাক ইব্ন ঈসা ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস।

এ বছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন ঃ কবি আবূ মুআয বাশ্শার ইব্ন বুরদ (আকীলের আযাদকৃত দাস)। তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। দশ বছরের কম বয়সে কবিতা রচনা করতেন। তিনি এমন সব উপমা দিতেন যা দৃষ্টিশক্তির অধিকারীরাও দিতে সক্ষম হন না। তাঁর প্রশংসা করেন আল-আসমাঈ, আল-জাহিয ও আবূ উবায়দা। বর্ণনাকারী বলেন, তার ছিল তের হাজার লাইন কবিতা। যখন আল-মাহ্দীর কাছে খবর পৌছল যে, সে তার বদনাম করেছে এবং একদল লোক সাক্ষ্য দিলেন যে সে যিন্দীক বা ধর্মদ্রোহী তখন তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হল এবং তাকে সত্তর ও কয়েক বছর বয়সে হত্যা করা হল।

ইব্ন খাল্লিকান "اَلْوَفَيَاتُ" নামক কিতাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাশ্শার ইব্ন বুরদ ইব্ন ইয়ারজূখ আল-আকীলী ছিলেন আযাদকৃত দাস। আল-আগানী গ্রন্থের প্রণেতা তাঁর বংশধারা বর্ণনা করেন ও বংশধারা দীর্ঘায়িত করেন। তিনি ছিলেন বসরার বাসিন্দা, পরে বাগদাদে আগমন করেন। তিনি ছিলেন তুখারিস্তানের আদি বাসিন্দা। তিনি ছিলেন মোটাসোটা ও লম্বা চওড়া। তাঁর কবিতা প্রথম স্তরের কবিদের কবিতার অন্তর্ভুক্ত। তাঁর কবিতার একটি প্রসিদ্ধ লাইন হল ঃ

هَلْ تَعْلَمِيْنَ وَرَاءَ الْحُبِّ مَنْزِلَةً + تُدْنِى اِلَيْكَ فَاِنَّ الْحُبَّ اَقْصَانِىْ

অর্থাৎ 'তুমি কি জান মহব্বতের পেছনে এমন একটি স্তর রয়েছে যা তোমার নিকবর্তী হবে তবে মহব্বত আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।'

তাঁর আরো একটি কথা ঃ

اَنَا وَاللّٰهِ اَشْتَهِىْ سِحْرَ عَيْنَكَ + وَاَخْشٰى مَصَارِعَ الْعُشَّاقِ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্র শপথ আমি তোমার দু'চোখের যাদুর প্রত্যাশী তবে আমি প্রেমিকদের ভূপতিত হওয়ার স্থানগুলোকে ভয় করি।'

তার আরো কবিতা হলো ঃ

يَاقَوْمِ اُذُنِ لِبَعْضِ الْحَىِّ عَاشِقَةٌ + وَالاُذُنُ تَعْشِقُ قَبْلَ الْعَيْنِ اَحْيَانًا
قَالُوْا لِمَ نَرٰى عَيْنَيْكَ قُلْتُ لَهُمْ + اَلاُذُنُ كَالْعَيْنِ تَرِوْى الْقَلْبَ مَكَانًا ـ

---

[১] যিন্দীক ঃ আল্লাহ্র একত্বে অবিশ্বাসী।

অর্থাৎ 'হে আমার সম্প্রদায় ! আমার কান কোন এক এলাকার প্রতি আসক্ত। কোন কোন সময় চোখের আগে কানই প্রেম করে। তারা বলে, আমরা কেন তোমার দুই চোখকে দেখি না ? তাদেরকে আমি বললাম, কান তো চোখের ন্যায় অন্তরকে সিক্ত করে দেয়।' তাঁর আরো কবিতা হল ঃ

اِذَا بَلَغَ الرَّأىُّ التَشَاوُرَ فَاسْتَعِنْ + بِحَزْمٍ نَصِيْحٍ اَوْ نَصِيْحَةِ حَازِمٍ
وَلاَ تَجْعَلِ الشُّوْرٰى عَلَيْكَ غَضَاضَةً + فَرِيْشُ الْخَوَافِى قُوَّةٌ لِّلْقَوَادِمِ
وَمَا خَيْرُكَفٌ اَمْسَكَ الْغِلُّ اُخْتُهَا + وَمَا خَيْرُ سَيْفٍ لَمْ يُؤَيَّدْ بِقَائِمٍ-

অর্থাৎ 'যখন সিদ্ধান্ত পরামর্শের রূপ নেয় তখন তুমি উপদেশদাতার কর্মদক্ষতার সাহায্য গ্রহণ কর কিংবা দক্ষ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ কর। পরামর্শকে তোমার কাছে অপসন্দনীয় বস্তুকে সহ্য করা মনে করো না। কেননা ছোট ছোট পালকই বড় পালকের শক্তি যোগায়। ঐ হাতটি উত্তম নয় যেখানে হিংসা তার সাথীকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত রাখে। আবার ঐ তরবারিটিতে উত্তম নয় যা দণ্ডায়মান ব্যক্তির দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত বা পরিচালিত হয়নি।'

কবি বাশশার আল-মাহদীর প্রশংসা করত কিন্তু ওযীর তাঁর নামে বদনাম করেন যে সে খলীফার দুর্নাম করেছে আর তার মধ্যে কুফরী মতবাদেও বিশ্বাস রয়েছে বলে অপবাদ দেয়। যে নাকি মাটি থেকে আগুনের বেশী মর্যাদা দিত এবং আদমকে সিজদা না করার শয়তানী যুক্তিকে গ্রহণ করত। সে কবিতায় বলত ঃ

اَلاَرْضُ مُظْلِمَةٌ وَّالنَّارُ مُشْرِقَةٌ + وَالنَّارُ مَعْبُوْدَةٌ مُذْ كَانَتِ النَّارُ -

অর্থাৎ 'মাটি অন্ধকারময় এবং আগুন উজ্জ্বল। আর আগুন জন্মলগ্ন থেকে উপাস্য হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে।' আল-মাহদী তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন এবং তাকে হত্যা করা হয়। কেউ কেউ বলেন, সে নিমজ্জিত হয়, এরপর এ বছরই তাকে বসরায় স্থানান্তরিত করা হয়।

এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেছেন তাঁরা হলেন ঃ আল-হাসান ইব্ন সালিহ ইব্ন হুইয়াই, হাম্মাদ ইব্ন সালামা, আর-রাবী ইব্ন মুসলিম, সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয ইব্ন মুসলিম, গোলাম আতাবা, তিনি হলেন আতাবা ইব্ন আবান ইব্ন সামআ। তিনি উল্লেখযোগ্য ক্রন্দনকারী ইবাদত গুযারদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। তিনি খেজুর পাতা দিয়ে কাজ করে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি অনবরত সিয়াম পালন করতে এবং লবণ ও রুটি দিয়ে ইফতার করতেন। আল-কাসিম আল-হায়যা, আবূ হিলাল মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম, মুহাম্মদ ইব্ন তালহা, আবূ হামযা মুহাম্মদ ইব্ন মাইমুন আল-ইয়াশকুরী।

১৬৮ হিজরীর আগমন

এ বছর রমাযান মাসে মুসলমান ও রোমকদের মধ্যে হারূনুর রশীদের মাধ্যমে তাঁর পিতা আল-মাহদীর নির্দেশে যে সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল, রোমকরা তা ভঙ্গ করে। সন্ধিটি বত্রিশ মাস টিকে ছিল। এরপর ইরাকের নায়িব একটি সৈন্যদল রোমে প্রেরণ করেন। তারা যুদ্ধ করে শত্রুদের বন্দী করে, গনীমত অর্জন করে এবং নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে। এ বছর আল-মাহদী ফাইল ফিতার

দপ্তর প্রচলন করেন। উমাইয়া বংশের লোকেরা এটা জানত না। এ বছর লোকজনকে নিয়ে আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মাহদী হজ্জ আদায় করেন তাঁকে ইব্‌ন রাবতা বলা হত। এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁরা হলেন ঃ

আল-হাসান ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব। আল-মানসূর তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য মদীনার শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। এরপর তাঁর উপর রাগান্বিত হন, তাঁকে প্রহার করেন, বন্দী করেন এবং তাঁর সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন।

হাম্মাদ আজরাদ– তিনি ছিলেন চতুর, কৌতুকপ্রিয় ও কবি। তিনি আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদের সাথে বাস করতেন এবং বাশ্‌শার ইব্‌ন বুরদের দুর্নাম করতেন। তিনি মাহদীর কাছে আগমন করতেন এবং কূফায় অবতরণ করেন। তাঁকে যিনদীক বলে অপবাদ দেয়া হয়েছিল।

তবাকাতুশ শু'আরা (طبقات الشعراء) নামক কিতাবে ইব্‌ন কুতায়বা বলেন, কূফায় তিনজন হাম্মাদকে যিনদীক বলে অপবাদ দেয়া হয়েছিল– হাম্মাদুর রাবিআ, হাম্মাদ আজরাদ ও হাম্মাদ ইব্‌ন আয-যাবারকান আন-নাহবী। তাঁরা কবির ভান করতেন এবং কৌতুক করতেন।

খারিজা ইব্‌ন মুস'আব, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন হাসীন ইব্‌ন আবুল হাসান আল-বসরী এ বছর ইনতিকাল করেন। সিওয়ারের পর তিনি ছিলেন বসরার কাযী। তিনি খালিদ আল-হায্‌যা, দাঊদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ ও সাঈদ আল-জারীরী থেকে হাদীস শুনেছেন। তাঁর থেকে ইব্‌ন মাহদী বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও ফকীহ্। মূলনীতি ও শাখা নীতির মধ্যে তাঁর কতিপয় অপ্রচলিত ধ্যান ধারণা ছিল। একবার তাঁকে একটি মাসআলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি উত্তর প্রদানে ভুল করলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, এ মাসআলাটির হুকুম হবে এরূপ এরূপ। তখন তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। এরপর বললেন, তাহলে আমি আমার মত পাল্টে নিলাম। আর আমি আত্মমর্যাদা বোধহীন ব্যক্তি। সত্যের ব্যাপারে একটি লেজের অধিকারী হওয়া আমার কাছে বাতিলের ব্যাপারে একটি মাথার অধিকারী হওয়া থেকে উত্তম। এ বছরের যুলকাদা মাসে তিনি ইনতিকাল করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, দশ বছর পর তিনি ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

আবূ ইয়াহ্ইয়া গাউছ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন রাবীআ আল-জারমী এ বছর ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন মিসরের কাযী। তিনি উত্তম কাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি আল-মানসূর ও আল-মাহদীর আমলে মিসরীয় প্রদেশের তিন তিনবার প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

আরো যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁরা হলেন- ফুলায়হ ইব্‌ন সুলায়মান, একমতে কায়স ইব্‌ন রাবী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলাছা ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন মালিক, আবুল ইউসর আল-আকীলী– তিনি ও আফিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-মাহদীর জন্য বাগদাদের পূর্বাংশের কাযী ছিলেন। ইব্‌ন আলাসাকে জিনদের কাযী বলা হত। কেননা সেখানে একটি কূপ ছিল কোন ব্যক্তি যদি সেখান থেকে কিছু নিয়ে নিত তাহলে সে দুর্দশাগ্রস্ত হত। তাই তিনি বললেন, হে জিনেরা ! আমার হুকুম জারি করলাম তোমাদের জন্য হল রাত আর আমাদের জন্য হল দিন। তখন থেকে যদি কেউ দিনে কোন বস্তু গ্রহণ করত দুর্দশাগ্রস্ত হত না। ইব্‌ন মুঈন বলেন ঃ তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত। ইমাম বুখারী (র) বলেন, তাঁর স্মৃতি শক্তিতে কিছু অভিযোগ রয়েছে।

১৬৯ হিজরীর আগম

এ বছরের মুহাররম মাসে আল-মাহদী ইব্ন আল-মানসূর মাসবাযান নামক স্থানে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। কেউ কেউ বলেন, তাঁকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, তাঁকে ঘোড়া কামড় দেয়। এরপর সে মারা যায়।

আর তাঁর জীবনী হল নিম্নরূপ

তিনি ছিলেন আমীরুল মু'মিনীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস আল-মাহদী। তাঁকে আল-মাহদী উপাধি দেয়া হয়েছিল এ প্রত্যাশায় যে হাদীসে উল্লিখিত ইমাম মাহদী তিনিই হবেন কিন্তু বাস্তবে তা আর হয়নি। তাঁরা দু'জন নামে এক হলেও কাজে বিভিন্ন। ইমাম মাহদী (আ) শেষ যামানায় দুনিয়ায় অরাজকতা চলাকালে আগমন করবেন ; পৃথিবীকে ন্যায় বিচারে ভরে দেবেন যেমন তা অন্যায় অবিচারে ভরে রয়েছে। কথিত আছে যে, তাঁর যামানায় ঈসা ইব্ন মারইয়াম দামেশকে অবতরণ করবেন।

বিপদ-আপদ ও অরাজকতা সম্পর্কীয় হাদীসগুলোর মধ্যে এ ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে। উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর মাধ্যমে হাদীস এসেছে যে, ইমাম মাহদী আসবেন বনূ আব্বাস থেকে। ইব্ন আব্বাস (রা) ও কা'ব আহবার থেকে বর্ণনা এসেছে যা শুদ্ধ নয়। যদি শুদ্ধ ধরে নেয়া হয় তাহলে এটাও নির্ধারিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। অন্য হাদীসে এসেছে যে, ইমাম মাহদী ফাতিমা (রা)-এর বংশধর থেকে আবির্ভূত হবেন। এ বর্ণনাটি পূর্বোক্ত বর্ণনার পরিপন্থী। আল-মাহদী ইব্ন মানসূরের মাতা হলেন উম্মু মূসা বিন্ত মানসূর ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-হিমইয়ারী। মাহদীর পিতা সূত্রে তাঁর দাদা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ প্রকাশ্যে পড়তেন। দামেশকের কাযী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হামযা আন-নাহশালী তাঁর থেকে বর্ণনা করেন এবং উল্লেখ করেন, যখন তিনি দামেশকে আগমন করেন আল-মাহদীর পেছনে তিনি সালাত আদায় করেন। তিনি দু'সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম প্রকাশ্যে পাঠ করতেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে এটার সনদ বর্ণনা করেন। একাধিক বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হামযা থেকে বর্ণনা করেন।

আল-মাহদী আল-মুবারক ইব্ন ফুযালা থেকে বর্ণনা করেন। জা'ফর ইব্ন সুলায়মান আল-যাব'ঈ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আর-রুকাশী এবং আবূ সুফিয়ান সাঈদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মাহদী ও তাঁর থেকে বর্ণনা করেন।

আল-মাহদীর জন্ম ছিল একশ ছাব্বিশ কিংবা সাতাশ অথবা একশ একুশ হিজরী সালে। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর একশ আটান্ন হিজরীর যুলহাজ্জ মাসে খলীফা নির্বাচিত হন। তখন তাঁর বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। বলকার[1] হামীমা নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। একশ উনসত্তর হিজরীর মুহাররম মাসে তিনি তেতাল্লিশ কিংবা আটচল্লিশ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁর খিলাফতের সময়কাল ছিল দশ বছর এক মাস কয়েক দিন। তিনি ছিলেন তামাটে রংয়ের, লম্বা চওড়া ও কোঁকড়া চুল বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর এক চোখে ছিল সাদা একটি চিহ্ন। কেউ কেউ বলেন, ডান চোখে আবার কেউ কেউ বলেন, বাম চোখে। দারোয়ান আর রাবী' বলেন, আমি একদিন

---

[1] বলকা পূর্ব জর্দানের দক্ষিণ অর্ধাংশ।

মাহদীকে চাঁদনী রাতে তাঁর একটি শামিয়ানায় সালাত আদায় করতে দেখলাম। তিনি ছিলেন সুন্দর পোশাক পরিহিত। আমি জানি না কোন্‌টি বেশী সুন্দর, তিনি, চাঁদ, শামিয়ানা না তাঁর পোশাক ? তিনি এরপর পাঠ করেন ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ ۔

"অর্থাৎ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে (সূরা মুহাম্মদ ঃ ২২)।" তারপর তিনি আমাকে হুকুম দিলেন আমি তাঁর আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজনকে হাযির করালাম। সে ছিল বন্দী। তখন তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। যখন মক্কায় তাঁর পিতার ইনতিকালের খবর তাঁর কাছে পৌঁছে, খবরটি তিনি দু'দিন গোপন রাখেন। এরপর বৃহস্পতিবার দিন ঘোষণা দেয়া হল- اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ লোকজন হাযির হলেন। তিনি তাদের মধ্যে খুতবা দিলেন এবং তাঁর পিতার মৃত্যু সম্পর্কে তাদের অবহিত করলেন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমীরুল মু'মিনীনকে ডাকা হয়েছে। সুতরাং তিনি এ ডাকে সাড়া দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ্‌র কাছে আমীরুল মু'মিনীনের পুণ্য ও প্রতিদানের আমি আশা পোষণ করছি এবং মুসলমানদের খিলাফতের জন্য আমি তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। এরপর সেদিন লোকজন তাঁর হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন। কবি আবূ দালামা তাঁর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন ও তাঁর জন্য একটি শোকগাথা রচনা করেন। তিনি বলেন ঃ

عَيْنَاىَ وَاحِدَةٌ تَرٰى مَسْرُوْرَةً + بِاَمِيْرِهَا جَذَلاً وَاُخْرٰى تَذْرِفُ
تَبْكِىْ وَتَضْحَكُ تَارَةً وَيَسُوْءُهَا + مَا اَنْكَرَتْ وَيَسُرُّهَا مَاتَعْرِفُ
فَيَسُوْءُهَا مَوْتُ الْخَلِيْفَةِ مُحْرِمًا + وَيَسُرُّهَا اِنْ قَامَ هٰذَا الاَرَافُ
مَا اِنْ رَاَيْتُ كَمَا رَاَيْتُ وَلاَ اَرٰى + شِعْرًا اُرَجِّلُهُ وَاُخَرَ يُنْتَفُ
هَلَكَ الْخَلِيْفَةُ بِالاُمَّةِ اَحْمَدَ + وَاَتَاكُمْ مِنْ بَعْدِهِ مَنْ يَخْلُفُ
اَهْدَى لِهَذَا اللّٰهُ فَضْلَ خِلاَفَةٍ + وَلِذَاكَ جَنَّاتُ النَّعِيْمُ تُزَخْرَفُ ۔

অর্থাৎ 'আমার দু'চোখের একটিকে তার আমীরের খুশীর কারণে তুমি আনন্দিত অবস্থায় দেখছ। আর দ্বিতীয়টি অশ্রুপাত করছে। চোখ একবার কাঁদে ও একবার হাসে। চোখ যেটাকে অপসন্দ করে সেটা তাকে দুঃখ দেয়। আর যেটাকে পসন্দ করে সেটা তাকে আনন্দ দেয়। খলীফার মৃত্যু তাকে নিরানন্দ করছে। অন্য দিন এ আনন্দময় আশ্রয়স্থল তাকে আনন্দ দিয়ে থাকে। তুমি যেমন দেখছ আমি সেরূপ দেখছি না। এমন চুল আমি দেখছি না যা আমি বিন্যাস করতে পারি। অন্যগুলোও দেখছি না যা মূলসহ উৎপাটন করা হয়। আহমদ (সা)-এর উম্মত নিয়ে খলীফা চলে গেছেন। আর তাঁর পরে তোমাদের কাছে তাঁর প্রতিনিধি এসে গেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে খিলাফতের মান-মর্যাদা দান করেছেন। আর তাঁর জন্য জান্নাতুন্নাঈম সাজানো হবে।'

আল-মাহদী একদিন খুতবায় বলেন, 'হে জনগণ ! তোমরা যেমন প্রকাশ্যভাবে আমাদের

প্রতি আনুগত্য দেখাচ্ছ, অপ্রকাশ্যেও যেন এরূপ কর। তাহলে তোমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা স্বাগত জানাবে এবং পরিণামে প্রশংসা অর্জন করতে পারবে। যে তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার ছড়িয়ে দেবে তার জন্য তোমরা আনুগত্যের ডানা অবনত রাখবে। ওয়াদা অঙ্গীকারের পোশাক তোমাদেরকে জড়িয়ে ধরবে। তোমাদের জন্য নিরাপত্তা তোমাদের আত্মীয়ে পরিণত হবে। আল্লাহ্র প্রদর্শিত পথে সহজ উপজীবিকা তোমাদের জন্য অর্জিত হবে। যাঁরা তোমাদের অগ্রে চলে গিয়েছেন তাঁদের কর্মধারা অনুযায়ী তোমরা এগিয়ে যাবে সম্মুখ পানে। আল্লাহ্র শপথ! আমি আমার জীবনে তোমাদেরকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেব এবং তোমাদের প্রতি ইহ্সান করার জন্য নিজেকে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করব। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর এসব উত্তম কথাবার্তায় জনগণের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এরপর তিনি তাঁর পিতার জমাকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদির মাধ্যমে যে মূলধন জমা হয়েছিল যার কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না এবং যার আধিক্যের বর্ণনা করা যায় না তা তিনি জনগণের মধ্যে বন্টন করে দেন। তাঁর পরিবারবর্গ ও দাসদেরকে তার মধ্য থেকে কিছুই দিলেন না বরং তাদের জন্য তাদের প্রয়োজন মিটানোর পরিমাণ খাদ্য বায়তুল মাল থেকে বরাদ্দ করেন। অন্যান্য দান ব্যতীত প্রতি মাসে জন প্রতি পাঁচশ দিরহাম নির্ধারণ করেন। তাঁর পিতা বায়তুল মাল পরিপূর্ণ রাখাকে পসন্দ করতেন। তিনি প্রতি বছর উত্তম সম্পদ থেকে এক হাজার দিরহাম ব্যয় করতেন। আল-মাহ্দী মসজিদে আর-রুসাফা, দুর্গের চারপাশে গর্ত খনন ও শহরের চারপাশে প্রাচীর নির্মাণ করেন এবং উল্লিখিত বিভিন্ন শহর নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন।

কাযী শুরায়ক ইব্ন আবদুল্লাহ্ সম্বন্ধে খলীফার কাছে উল্লেখ করা হল যে, তিনি খলীফার পেছনে সালাত আদায় করেন না। তাই তাঁকে খলীফা উপস্থিত হবার জন্য নির্দেশ দেন এবং তাঁর সাথে কথা বলেন। এরপর আল-মাহ্দী তাঁকে অন্যান্য কথার মধ্যে বললেন, হে ব্যভিচারিণীর পুত্র! তখন শুরায়ক খলীফাকে বললেন, থামুন, থামুন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! তিনি ছিলেন সিয়াম পালনকারিণী ও ইবাদতগুযার। তখন খলীফা তাঁকে বললেন, 'হে যিনদীক (কাফির) ! আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। শুরায়ক হাসি দিয়ে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! যারা যিনদীক তাদের কতগুলো চিহ্ন রয়েছে যার দ্বারা তাদেরকে চেনা যায় ; তারা মদ পান করে এবং তারা মদ পরিবেশনকারিণীদেরকে নিজের কাছে রাখে। আল-মাহ্দী তখন চুপ হয়ে গেলেন এবং শুরায়ক তাঁর সম্মুখ থেকে বের হয়ে চলে গেলেন।

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন, একদিন বাতাস প্রচণ্ড গতিতে বইতে লাগল। মাহ্দী তখন তাঁর বাড়ির একটি ঘরে প্রবেশ করেন এবং মাটির সাথে তার গাল লাগিয়ে বলতে লাগলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ اَنَا الْمَطْلُوْبَ بِهٰذِهِ الْعُقُوْبَةِ دُوْنَ النَّاسِ فَهَا اَنَاذَا بَيْنَ يَدَيْكَ
اَللّٰهُمَّ لاَ تَشْمِتْ بِىْ الاَعْدَاءَ مِنْ اَهْلِ الاَدْيَانِ *

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্ ! এ শাস্তির যদি লক্ষ্যবস্তু আমিই হয়ে থাকি জনগণ নয় তাহলে আমি তোমার সামনে একেবারে হাযির, তুমি যা ইচ্ছা কর। হে আল্লাহ্ ! তুমি আমার সাথে এমন আচরণ কর না যাতে ..... বিভিন্ন ধর্মালম্বী আমাদের শত্রুরা আনন্দিত হয়। এরূপ অবস্থা বহুক্ষণ বিরাজ করে ও পরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়।

একদিন এক ব্যক্তি আল-মাহ্দীর কাছে প্রবেশ করে। তার সাথে ছিল এক জোড়া পাদুকা।

সে বলল, এগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাদুকা। আমি এগুলো আপনাকে হাদিয়া দিলাম। খলীফা বললেন, এগুলো আমাকে দাও। সে তাঁকে এগুলো দিল। এগুলোতে তিনি চুমু খেলেন এবং তাঁর দু'চোখের উপর রাখলেন। তাকে দশ হাজার দিরহাম প্রদান করার জন্য হুকুম দিলেন। যখন লোকটি চলে গেল আল-মাহদী বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই জানি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এসব পাদুকা পরিধান করাতো দূরের কথা তিনি এগুলোর ইচ্ছা করেন নি। কিন্তু যদি আমি এগুলো ফেরত দিতাম তাহলে সে লোকজনকে বলত, আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাদুকা মুবারক হাদিয়া দিয়েছিলাম কিন্তু তিনি তা আমাকে ফেরত দিয়েছেন। আর লোকজনও তাকে বিশ্বাস করত। কেননা সাধারণ জনগণ এ ধরনের বিষয়াদির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে থাকে। তাদের অভ্যাস হল শক্তিশালীর বিরুদ্ধে দুর্বলকে সাহায্য করা যদিও দুর্বল লোকটি যালিম হয়ে থাকে। তাই আমি তার মুখের ভাষা এ দশ হাজার দিরহাম দিয়ে খরিদ করে নিলাম। আর এটাই আমি আমার জন্য অধিক গ্রহণীয় ও সঠিক বলে মনে করলাম।

এ কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি কবুতরের খেলা ও প্রতিযোগিতা পসন্দ করতেন। একদিন তাঁর কাছে মুহাদ্দিসগণের একটি দল প্রবেশ করলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইতাব ইবরাহীম। তিনি তখন তাঁর কাছে আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীসটি হল ঃ لاَ سَبَقَ اِلاَّ فِى خُفٍّ اَوْ نَعْلٍ اَوْ حَافِرٍ وَفِى رِوَايَةٍ اَوْ جَنَاحٍ অর্থাৎ প্রতিযোগিতা বৈধ হচ্ছে উট কিংবা নাল পরিধান করানো হয় এরূপ খুরযুক্ত চতুষ্পদ জন্তু কিংব ডানাযুক্ত পাখির। তিনি তখন তাঁকে দশ হাজার দিরহহাম প্রদান করার নির্দেশ যেন। যখন ব্যক্তিটি চলে যান তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ, আমি অবশ্যই জানি যে, ইতাব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছেন। এরপর কবুতরটিকে যবাহ করার হুকুম দেন। পরে ইত্তাবের আর কোন কথা উল্লেখ করেননি।

'আল্লামা ওয়াকিদী বলেন, একদিন আমি আল-মাহদীর কাছে প্রবেশ করলাম। তাঁর কাছে আমি কিছু হাদীস বর্ণনা করলাম। তিনি এগুলো আমার নিকট থেকে লিখে নেয়ার ব্যবস্থা করেন। এরপর তিনি দাঁড়ান এবং মহিলাদের ঘরে প্রবেশ করেন। তারপর বের হয়ে আসেন। তখন তিনি ছিলেন অত্যন্ত রাগান্বিত। আমি বললাম, আপনার কী হয়েছে হে আমীরুল মু'মিনীন ? তিনি বললেন, আমি খাইযুরানের ঘরে প্রবেশ করেছিলাম সে আমার কাছে দাঁড়াল এবং আমার জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলল। আর সে বলছিল, আমি তোমার মধ্যে কোন কল্যাণ খুঁজে পাইনি। হে ওয়াকিদী ! আল্লাহ্র শপথ ! আমি দাস-দাসী বিক্রেতা থেকে তাকে খরিদ করেছিলাম এবং ঘরে উঠিয়ে নিয়েছিলাম। আর সে আমার কাছে যা মর্যাদা লাভ করার তা করেছে। আমার পরে তার দুই সন্তানের জন্য আমীরুল মু'মিনীনের বায়আত গ্রহণ করেছি। হে আমীরুল মু'মিনীন ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তারা অনুগ্রহপরায়ণদের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে আর ইতররা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তিনি আরো বলেছেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি তাঁর পরিবারের জন্য উত্তম। আর আমি নিজের পরিবারের জন্য তোমাদের মধ্যে উত্তম। মহিলাকে বাঁকা পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি তুমি তাকে পরিপূর্ণভাবে সোজা করতে চাও তাহলে তাকে তুমি ভেঙ্গে ফেলবে। আর এ সম্পর্কে তার নিকট আমার বর্তমান মজুদ থেকে আমি হাদীস বর্ণনা করলাম। খলীফা আমাকে দু'হাজার দীনার প্রদান করার

নির্দেশ দেন। যখন আমি ঘরে পৌঁছলাম, দেখতে পেলাম খাইযুরানের দূত দশ দিরহাম কম দু'হাজার দিরহাম নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। আর তার সাথে ছিল অন্যান্য জামা-কাপড়। সে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য ও আমার প্রশংসা করার জন্য লোক প্রেরণ করেছে।

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন, আল-মাহদী একবার কূফার এক বাসিন্দার রক্ত হালাল ঘোষণা করেন। আর যে ব্যক্তি তাকে ধরিয়ে দেবে তার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন এক লাখ দিরহাম। লোকটি বাগদাদে গোপনে প্রবেশ করল তখন তার সাথে এক লোকের সাক্ষাৎ হয়। সে তখন তার সমস্ত কাপড়-চোপড় জড়িয়ে ধরে ও ঘোষণা করে— এটি আমীরুল মু'মিনীনের আসামী। অন্য দিকে লোকটি তার থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু সে সক্ষম হচ্ছিল না। এ দু'জন যখন একজন আরেকজনকে টানাটানি করছিল। তাদের কাছে জনতা জমায়েত হয়েছিল। শহরের আমীর একটি আরোহীতে আরোহণ করে ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন ; আমীরের নাম ছিল মা'আন ইব্ন যায়িদা। তখন লোকটি বলল, হে আবুল ওয়ালীদ ! আমি ভীত-সন্ত্রস্ত, আশ্রয়প্রার্থী। মা'আন বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য ! তোমার ও তার মধ্যে কী ঘটনা ঘটেছে ? লোকটি বলল, এটা আমীরুল মু'মিনীনের আসামী। যে তাকে হাযির করতে পারবে তার জন্য আমীরুল মু'মিনীন এক লাখ দিরহাম পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। মা'আন বললেন, তুমি কি জান না ? আমি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। তাকে তুমি ছেড়ে দাও। এরপর তিনি তার এক গোলামকে হুকুম দিলেন, সে তাকে নামিয়ে নিল এবং অন্য একটি সওয়ারীতে আরোহণ করাল। আর তাকে নিয়ে তার বাড়িতে চলে গেল। ঐ লোকটি খলীফার দরবারে গমন করল এবং সভাসদবর্গের কাছে এ খবরটি পৌছাল। আল-মাহদীর কাছে যখন এ খবর পৌছল তিনি মা'আনের কাছে এক লোককে প্রেরণ করে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। মা'আন খলীফার কাছে প্রবেশ করলেন ও তাঁকে সালাম করলেন। কিন্তু খলীফা তাঁর সালামের উত্তর দিলেন না এবং বললেন, হে মা'আন ! আমার কাছে খবর পৌছেছে যে, তুমি আমার বিরুদ্ধে কাউকে নিরাপত্তা দিয়েছ ? তিনি বললেন, "হ্যাঁ"। খলীফা বললেন, আবারও হ্যাঁ ? তিনি বললেন, "হ্যাঁ" ; আপনার রাজত্বে আমি চার হাজার মুসল্লীকে হত্যা করেছি, তার মধ্যে আমি কি একজনকে নিরাপত্তা দিতে পারি না ? আল-মাহদী চুপ করে রইলেন। তারপর তিনি তাঁর দিকে মাথা উঠায়ে নযর করলেন এবং বললেন, হে মা'আন! তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছে আমিও তাকে নিরাপত্তা দিলাম। তিনি তখন বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! লোকটি দুর্বল, তাকে ৩০ হাজার দিরহাম দেয়ার হুকুম দিন। তিনি বললেন, তার জরিমানাটা হবে বড় আকারের। আর খলীফাদের পুরস্কার প্রজাদের অপরাধের মাত্রার উপর নির্ভর করে। কাজেই আমি তার জন্য এক লাখ দিরহামের হুকুম দিচ্ছি। মা'আনের সামনেই আমি এ লোকটির প্রতি হামলা করলাম তখন তাকে মা'আন বললেন, সম্পদ নিয়ে যাও, আমীরুল মু'মিনীনের জন্য দু'আ কর এবং ভবিষ্যতের জন্য তোমার নিয়ত সংশোধন করে নিও।

একবার আল-মাহদী বসরায় আগমন করলেন। এরপর তিনি লোকজনকে নিয়ে সালাত আদায় করার জন্য বের হলেন। এমন সময় এক মরুবাসী আসেন এবং বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! মুসল্লীরা চলে এসেছেন, আমির ওযূ করা পর্যন্ত তারা যেন আমার জন্য অপেক্ষা করেন। খলীফা তখন তাদেরকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। আল-মাহদী মিহরাবে

দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না বলা হলো যে মরুবাসী এসেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আল-মাহদী তাকবীরে তাহরীমা বলেননি। এরপর তিনি তাকবীর বললেন। লোকজন খলীফার চরিত্র মাধুর্যে অবাক হলেন। মরুবাসী এগিয়ে আসলেন ; তার সাথে ছিল সীল মোহরকৃত একটি পত্র। আর তিনি বলছিলেন, 'এটা আমার কাছে আমীরুল মু'মিনীনের একটি পত্র। দারোয়ান আর-রাবী যাকে বলা হয় তিনি কোথায় আছেন ?' আর-রাবী পত্রটি হাতে নিলেন এবং এটা খলীফার কাছে নিয়ে আসলেন। মরুবাসীও পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি পত্রটি খুললেন, দেখা গেল চামড়ার একটি টুকরা। তার মধ্যে দুর্বল হাতের লেখা। মরুবাসী বলছিলেন, এটা খলীফার হাতের লেখা। আল-মাহদী মুচকি হাসেন এবং বলেন, মরুবাসীটি সত্য বলেছেন; এটা আমারই হাতের লেখা। আমি একদিন শিকারে বের হয়েছিলাম। আমি আমার লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পড়লাম। রাত ঘনিয়ে আসল। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শেখানো তা'বীযের শরণাপন্ন হলাম। দূরে আগুন জ্বলতে দেখলাম। এগিয়ে গেলাম; দেখি এ বৃদ্ধ লোকটি তাঁর স্ত্রীর সাথে একটি তাঁবুতে অবস্থান করছেন। তাঁরা দু'জনে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছেন। আমি তাদেরকে সালাম দিলাম। তাঁরা আমার সালামের উত্তর দিলেন। আমাকে বসার জন্য একটি চাদর বিছিয়ে দিলেন এবং পানি মিশ্রিত দুধ পান করালেন। আমি যা পান করলাম তা ছিল আমার কাছে অত্যন্ত সুস্বাদু। ঐ জামা-কাপড়ে আমি সেখানে ঘুমালাম, এর থেকে উত্তম ঘুম আমি কোন দিন ঘুমাইনি কিংবা ঘুমিয়েছিলাম বলে স্মরণ হচ্ছিল না। তিনি একটি ছোট বকরীর কাছে গেলেন এবং এটাকে যবাহ্ করলেন। তার স্ত্রীকে বলতে শুনছিলাম ঃ তোমার অর্জিত ধন ও তোমার ছেলেমেয়ের উপজীবিকা, আর তুমি এটাকে যবাহ্ করলে ? তুমি তোমাকে ধ্বংস করলে এবং তোমার পরিবার-পরিজনকেও ধ্বংস করলে? কিন্তু তিনি তার দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না। মহিলাটি ঘুম থেকে জেগে উঠল এবং বকরীর গোশত ভুনা করল। আমি তাঁকে বললাম, আপনার কাছে কি কোন বস্তু আছে আপনার জন্য আমি তার মাধ্যমে কিছু লিখে দেব ? তিনি আমার কাছে এ চামড়ার টুকরাটি নিয়ে এসেছিলেন। তার মধ্যে লোকটির জন্য ছাইয়ের কাঠি দিয়ে লিখেছিলাম ঃ পাঁচ লাখ দিরহাম। আমি অবশ্য ইচ্ছা করেছিলাম পঞ্চাশ হাজারের। আল্লাহ্র শপথ ! আমি তাঁকে সম্পূর্ণ পরিমাণ সম্পদই দান করব যদিও এ পরিমাণ ব্যতীত বায়তুল মালে অন্য কোন সম্পদ না থাকে। এরপর খলীফা তাঁকে পাঁচ লাখ দিরহাম দেওয়ার হুকুম দিলেন। মরুবাসী এ পরিমাণ সম্পদ হস্তগত করলেন এবং আম্বার অঞ্চলের হজ্জের রাস্তায় ঐখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। ঐদিক দিয়ে যে কেউ যাতায়াত করত তাকে তিনি মেহমানদারী করতেন। এভাবে তার ঘরটি আমীরুল মু'মিনীন আল-মাহদীর মেহমানখানা হিসেবে পরিচিত হতে থাকে।

সিওয়ার-সিরওয়ারের সাথী রাহ্বাত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি আল-মাহদীর কাছ থেকে বিদায় হয়ে আসলাম। আমার ঘরে পৌঁছলাম। আমার সামনে খাবার রাখ হল কিন্তু খাবার খেতে আমার মন চাইল না। এরপর একা ঘরে প্রবেশ করলাম যাতে দুপুরে খাওয়ার পর একটু ঘুমাতে পারি কিন্তু ঘুম আসল না। এরপর আমার দাসীদের কোন একজনকে ডাকলাম যাতে তার সাথে চিত্ত বিনোদন করা যায় কিন্তু তার দিকেও মন আকৃষ্ট হল না। তাই উঠে দাঁড়ালাম, ঘর থেকে বের হলাম। আমার খচ্চরে সাওয়ার হলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হয় তার সাথে ছিল দু'হাজার দিরহাম। আমি বললাম, এগুলো কার কাছ

থেকে এসেছে ? তখন তিনি বললেন, এটা তোমার নতুন আমীরের নিকট থেকে। আমি তাকে আমার সাথে নিয়ে নিলাম এবং বাগদাদের অলি-গলিতে চলতে লাগলাম যাতে আমি যে চিন্তাযুক্ত ছিলাম তার থেকে কিছুটা মুক্তি পাওয়া যায়। আসর নামাযের সময় ঘনিয়ে আসল। প্রস্তরময় জায়গায় একটি মসজিদে আমরা পৌঁছলাম। আমি নামায আদায় করার জন্য অবতরণ করলাম। আমি যখন নামায শেষ করলাম একটি অন্ধ লোককে দেখতে পেলাম। তিনি আমার কাপড় টেনে ধরলেন এবং বললেন, আপনার কাছে আমার প্রয়োজন রয়েছে। আমি বললাম, আপনার প্রয়োজনটা কী ? তিনি বললেন, আমি একজন অন্ধ লোক কিন্তু আমি যখন আপনার কাছ থেকে সুগন্ধি পেলাম বুঝতে পারলাম আপনি একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। তাই আমি আপনার কাছে আমার প্রয়োজনটি উপস্থাপন করতে চাই। আমি বললাম, সেটা কী ? তিনি বললেন, মসজিদের বরাবর যে প্রাসাদটি রয়েছে এটা ছিল আমার পিতার। তিনি এখান থেকে খুরাসানে চলে যান। আর এটাকে বিক্রি করে দেন এবং আমাকে তাঁর সাথে নিয়ে নেন। তখন আমি ছিলাম খুব ছোট। সেখানে আমরা পরে পৃথক হয়ে যাই। আর আমি অন্ধও হয়ে যাই। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি বাগদাদে ফিরে আসি। তখন আমি এ প্রাসাদের মালিকের কাছে আগমন করি। তার থেকে আমি কিছু অর্থ চাই যাতে তার দ্বারা চলাফেরা করতে পারি এবং সিওয়ার নামক ব্যক্তিটির সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি। কেননা তিনি ছিলেন আমার পিতার বন্ধু। তাঁর কাছে হয়ত সম্পদ থাকতে পারে এবং তিনি আমাকে তার থেকে কিছু দান করতে পারেন। আমি বললাম, তোমার পিতা কে? তখন সে এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে যিনি ছিলেন আমার কাছে অধিক প্রিয়। তখন আমি বললাম, আমিই সিওয়ার তোমার পিতার বন্ধু। এ দিনে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ঘুম, প্রশান্তি, খাওয়া-দাওয়া ও আরাম-আয়েশ থেকে বিরত রেখেছেন এমনকি আমাকে আমার ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন যাতে আমি তোমার সাথে একত্র হতে পারি। আর আল্লাহ্ আমাকে তোমার সামনে উপবিষ্ট করে দিয়েছেন। আমি আমার প্রতিনিধিকে হুকুম দিলাম তার সাথে যে দু'হাজার দিরহাম রয়েছে তা যেন তাকে প্রদান করে। আমি তাকে আরো বললাম, যখন আগামীকাল আসবে তখন তুমি অমুক জায়গায় আমার ঘরে আসবে। এরপর আমি সওয়ার হলাম এবং রাজধানীতে চলে এলাম ও বলতে লাগলাম, আজ রাতে আল-মাহদীর কাছে রাতের গল্পের ক্ষেত্রে এর থেকে অদ্ভুত কোন গল্প আছে বলে আমি মনে করি না। আমি যখন তাঁর কাছে এ ঘটনাটি বর্ণনা করলাম তিনি তা অত্যন্ত পসন্দ করলেন এবং এ অন্ধটিকে তিনি দু'হাজার দীনার প্রদান করার নির্দেশ দিলেন। আর আমাকে বললেন, তোমার কি কোন ঋণ আছে ? আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি বললেন, কত ? আমি বললাম, পঞ্চাশ হাজার দীনার। তখন তিনি চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ আমার সাথে কথাবার্তা বললেন। তারপর যখন আমি তাঁর সম্মুখ থেকে উঠে দাঁড়ালাম এবং আমার ঘরে পৌঁছে দেখলাম, মুটেরা আমার জন্য পঞ্চাশ হাজার দীনার এবং অন্ধের জন্য দু'হাজার দীনার নিয়ে আমি ঘরে পৌঁছার পূর্বেই তারা আমার ঘরে পৌঁছে গেছে। অন্ধ লোকটির ঐদিন আমার ওখানে আসার জন্য আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। সে পৌঁছতে একটু দেরী করল। তখন সন্ধ্যা হয় এবং আমি আবার আল-মাহদীর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমার ব্যাপারে আমি চিন্তা করে দেখলাম, যদি তুমি তোমার ঋণ আদায় কর তাহলে তোমার কাছে আর কোন সম্পদই থাকে না। তাই আমি তোমার জন্য আরো পঞ্চাশ হাজার দীনার প্রদান

করার হুকুম দিলাম। তৃতীয় দিনে অন্ধ লোকটি পুনরায় আগমন করল। তখন আমি তাকে বললাম, তোমার ওসীলায় আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বহু কল্যাণ দান করেছেন। খলীফা যে দু'হাজার দীনার তাকে দিয়েছিলেন তা আমি তাকে প্রদান করলাম। আবার আমার নিজের কাছ থেকে আরো দু'হাজার দীনারও তাকে প্রদান করলাম।

আল-মাহদীর স্ত্রী দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আত্মীয় ! আমার প্রয়োজনও পূর্ণ কর। আল-মাহদী তখন বললেন, এ কথাটি অন্য কারো কাছে শুনিনি। তাই তার প্রয়োজন পূরণ কর এবং তাকে দশ হাজার দিরহাম প্রদান কর।

একদিন ইব্‌ন খাইয়াত আল-মাহদীর কাছে প্রবেশ করেন এবং তার প্রশংসা করেন। তিনি তাকে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম প্রদান করার জন্য হুকুম দেন। ইব্‌ন খাইয়াত তা বিতরণ করে দেন এবং নিম্নে উল্লিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

اَخَذْتُ بِكَفِّى كَفَّهُ اَبْتَغِى الْغِنٰى + وَلَمْ اَدْرِ اِنَّ الْجُوْدَ مِنْ كَفِّهِ يُعْدِىْ

فَلاَ اَنَا مِنْهُ مَا اَفَادَ ذُوو الْغِنَى + اَفَدْتُ ، وَاَعْدَانِىْ فَبَدَّدْتُ مَا عِنْدِىْ -

অর্থাৎ 'আমি বিত্ত চেয়ে আমার হাত দিয়ে তার হাত ধরলাম আমি জানতাম না তার থেকে দান এভাবে সীমা পেরিয়ে আসে। আমি তার থেকে অতটুকু পাইনি যতটুকু বিত্তবানরা পেয়ে থাকে। আমাকে যা কিছু দান করা হয়েছে এবং আমার কাছে পূর্ব থেকে যা কিছু ছিল আমি সবই বণ্টন করে দিলাম।'

বর্ণনাকারী বলেন, যখন এ কবিতাটি আল-মাহদীর কাছে পৌছল তখন তিনি তাকে প্রতিটি দিরহামের পরিবর্তে দীনার প্রদান করলেন। সামগ্রিকভাবে বিচার করতে গেলে দেখা যায় যে, আল-মাহদীর কীর্তি ও অবদান অত্যন্ত প্রশংসনীয়। মাসবাযানের তাঁর মৃত্যু ঘটে। তিনি মাসবাযানের দিকে রওনা হয়েছিলেন তাঁর পুত্র আল-হাদীর কাছে লোক প্রেরণ করে তাকে জুরজান থেকে ডেকে পাঠানোর জন্য। যাতে তাঁর পুত্র তাঁর কাছে হাযির হন এবং তাঁর থেকে খিলাফতের নিযুক্তি পত্র বাতিল করে তাঁর পরে হারূনুর রশীদকে তিনি যুবরাজ নিযুক্ত করতে পারেন। কিন্তু আল-হাদী তা থেকে বিরত থাকেন ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তাই আল-মাহদী তাকে হাযির করাবার জন্য তার দিকে রওয়ানা হয়ে যান। যখন তিনি মাসবাযানে পৌছেন তখন তিনি সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। যখন তিনি বাগদাদে কাসরে সালামাতে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন–একজন বৃদ্ধ লোক প্রসাদের দরজায় দণ্ডায়মান। তিনি বলছিলেন কেউ কেউ বলেন, একজন ঘোষককে তিনি ঘোষণা করতে শুনেছিলেন। ঘোষক বলছিলেন ঃ

كَأَنِّى بِهَذَا الْقَصْرِ قَدْ بَادَ اَهْلُهُ + وَاَوْحَشَ مِنْهُ رَبْعُهُ وَمَنَازِلُهُ

وَصَارَ عَمِيْدُ الْقَوْمِ مِنْ بَعْدِ بَهْجَةٍ + وَمَلِكٍ اِلَى قَبْرٍ عَلَيْهِ جَنَادِلُهُ

وَلَمْ يَبْقَ اِلاَّ ذِكْرُهُ وَحَدِيْثُهُ + تُنَادِىَ عَلَيْهِ مِعْوَلاَتُ حَلاَئِلِهِ -

অর্থাৎ "আমি এ প্রাসাদে যেন দেখছি তার বাসিন্দা স্তিমিত হয়ে পড়েছে, প্রাসাদের এক-চতুর্থাংশ ও তার ঘরগুলো জন্যশূন্য হয়ে পড়েছে। সম্প্রদায়ের প্রধান আড়ম্বরতা উপভোগ করার ও

রাজ্য শাসনের পর কবর পানে চলে যাচ্ছে যার উপর বড় বড় পাথর রাখা হবে। তার স্মৃতি ও সুনাম ব্যতীত আর কিছুই বাকী থাকছে না। তার প্রতিবেশীর ঘোষকেরা তার মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে।"

এ ঘটনার পর তিনি মাত্র দশ দিন বেঁচে ছিলেন।

এরপর তিনি মারা যান। বর্ণিত রয়েছে যখন অদৃশ্য আহ্বানকারী তাঁকে বললেন ঃ

كَأَنِّى بِهَذَا الْقَصْرِ قَدْ بَادَ اَهْلُهُ + وَقَدْ دَرَسَتْ اَعْلَامُهُ وَمَنَازِلُهُ

অর্থাৎ 'আমি এ প্রাসাদে যেন দেখছি তার বাসিন্দা ধ্বংস হয়ে গেছে যার চিহ্নগুলোও গৃহগুলো যেন মিটে গেছে।'

আল-মাহ্দী তার উত্তরে বললেন ঃ

كَذَاكَ اُمُوْرُ النَّاسِ يَبْلٰى جَدِيْدُهَا + وَكَلُّ فَتًى يَّوْمًا سَتَبْلٰى فَعَائِلُهُ

অর্থাৎ "এরূপে মানবজাতির নতুন কাজগুলো পুরাতন হয়ে যায়। আর প্রতিটি যুবকের কার্যকলাপ কোন একদিন পুরাতন হয়ে যাবেই।"

অদৃশ্য আহ্বানকারী বলেন ঃ

تَزَوَّدَ مِنَ الدُّنْيَا فَاِنَّكَ مَيِّتٌ + وَاِنَّكَ مَسْئُوْلٌ فَمَا اَنْتَ قَائِلُهُ -

অর্থাৎ "দুনিয়া থেকে পাথেয় সংগ্রহ কর কেননা তোমাকে মরতে হবে। আর নিশ্চয়ই তোমাকে প্রশ্ন করা হবে তখন তুমি এ প্রশ্নের-উত্তরে কী বলবে ?"

আল-মাহ্দী উত্তরে বললেন ঃ

اَقُوْلُ بِاَنَّ اللّٰهَ حَقٌّ شَهَدْتُهُ + وَذَالِكَ قَوْلٌ لَيْسَ تُحْصٰى فَضَائِلُهُ -

অর্থাৎ "আমি বলব আল্লাহ্ সত্য প্রকাশে করে দিয়েছেন আর আমি তার সাক্ষ্য দিচ্ছি। এটা এমন এক কথা যার সুন্দর বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করে শেষ করা যায় না।"

অদৃশ্য আহ্বানকারী বললেন ঃ

تَزَوَّدْ مِنَ الدُّنْيَا فَاِنَّكَ رَاحِلٌ + وَقَدْ اَزَفَّ الاَمْرُ الَّذِىْ بِكَ نَازِلٌ -

অর্থাৎ "দুনিয়া থেকে পাথেয় সংগ্রহ কর। কেননা তুমি রওনাকারী। তোমার উপর যা অবতীর্ণ হবে তার সময় নিকটবর্তী হয়েছে।"

আল-মাহ্দী তার উত্তরে বললেন ঃ

مَتَى ذَاكَ خَبِّرْنِىْ هُدِيْتُ فَاِنَّنِىْ + سَاَفْعَلُ مَا قَدْ قُلْتَ لِى وَاُعَاجِلُهُ -

অর্থাৎ "কখন হবে এ সময়টি, তুমি আমাকে সংবাদ দেবে তাহলে আমি হিদায়াতপ্রাপ্ত হব ; তুমি আমাকে যা বলেছ আমি অবশ্যই তা আঞ্জাম দেব এবং অতিসত্বর তা আঞ্জাম দেব।"

অদৃশ্য আহ্বানকারী বললেন ঃ

تَلَبَّثُ ثَلَاثًا بَعْدَ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً + اِلَى مُنْتَهَى شَهْرٍ وَمَا اَنْتَ كَامِلُهُ ۔

অর্থাৎ "এ মাসের শেষ পর্যন্ত বিশ রাত পরে আরো তিন রাত তুমি এ দুনিয়ায় অবস্থান করবে তবে তুমি তা পরিপূর্ণ করতে পারবে না।"

ঐতিহাসিকগণ বলেন, এরপর তিনি ঊনত্রিশ দিন জীবিত ছিলেন। এরপর মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

ইব্ন জারীর (র) তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে মতবিরোধ উল্লেখ করেন। কেউ কেউ বলেন, "তিনি একটি হরিণের পিছু নিয়েছিলেন, কুকুরগুলো ছিল তাঁর সামনে। তখন হরিণটি একটি ধ্বংসাবশেষে প্রবেশ করল। কুকুরগুলো তার পিছনে প্রবেশ করল। আল-মাহদীর ঘোড়াটি এগিয়ে আসল এবং তাঁকে ধ্বংসাবশেষের অভ্যন্তরে বহন করে নিল। তিনি ধ্বংসাবশেষে প্রবেশ করলেন তাতে তাঁর পিঠের হাড় ভেঙ্গে যায়। আর এ কারণে পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যু এসে যায়। কেউ কেউ বলেন, তাঁর কোন একটি দাসী অন্য একটি দাসীর কাছে বিষমিশ্রিত দুধ প্রেরণ করে। দুধ মাহদীর কাছ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর এ দুধ পান করার পর তাঁর মৃত্যু সংঘটিত হয়। কেউ কেউ বলেন, একটি দাসী অন্য একটি দাসীর কাছে একটি খাবার থালা প্রেরণ করে। তাতে ছিল নাশপাতি। সবগুলোর উপরে ছিল বড় একটি নাশপাতি যা ছিল বিষমিশ্রিত। আর আল-মাহদী নাশপাতি খুব পসন্দ করতেন। তরুণীটি তাঁর কাছে আগমন করল, তার হাতে ছিল খাবারের থালাটি। আল-মাহদী উপরের নাশপাতিটি তুলে নিলেন এবং তা ভক্ষণ করেন ও তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। দাসীটি তখন চীৎকার করে বলতে লাগল, হায় ! হায় ! আমীরুল মু'মিনীনের কী হয়ে গেল! তিনি যেন এককভাবে বেঁচে থাকেন এটা আমি চাই। আমি কি নিজ হাতে তাকে হত্যা করলাম ? তাঁর মৃত্যু ছিল একশ ঊনসত্তর হিজরীর মুহাররম মাসে। আর প্রসিদ্ধ মতে, তাঁর বয়স ছিল তেতাল্লিশ বছর। তাঁর খিলাফতের সময়কাল ছিল দশ বছর এক মাস কয়েক দিন।

কবিরা তাঁর মৃত্যুতে শোকগাথা প্রণয়ন করেন যা ইব্ন জারীর ও ইব্ন আসাকির উল্লেখ করেছেন। এ বছর যারা মারা যান তারা হলেন ঃ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ, নাফি' ইব্ন উমর আল-জামহী এবং আল-কারী নাফি' আবূ নুআয়ম।

মূসা আল-হাদী ইব্ন মাহদীর খিলাফতকাল

একশ ঊনসত্তর হিজরীর প্রথম দিকে মুহাররম মাসে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তাঁর পিতার পর তিনি ছিলেন যুবরাজ। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পিতা, তাঁর ভাই হারূনুর রশীদকে যুবরাজ হিসেবে অগ্রাধিকার দিতে ইচ্ছা করেছিলেন কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠেনি বরং তাঁর পিতা আল-মাহদী মাসবাযান নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। আর আল-হাদী তখন ছিলেন জুরজানে। কিছু সংখ্যক সরকারী কর্মচারী যেমন দারোয়ান আর-রাবী এবং একদল সেনাপতি হারূনুর রশীদকে খিলাফতের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া ও তাঁর জন্যে বায়আত গ্রহণ করার পক্ষে ছিলেন। আর আর-রশীদও বাগদাদে হাযির ছিলেন। তাঁরা আল-মাহদীর মতামত বাস্তবায়নের জন্য সেনা নিয়োগ করার লক্ষ্যে ব্যয়ের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। এদিকে আল-মাহদীর মৃত্যুর সংবাদ শোনার সাথে সাথে আল-হাদী জুরজান থেকে দ্রুত বাগদাদ রওনা হয়ে আসেন। তিনি একুশ দিনের মধ্যে পৌঁছে যান। তিনি বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং জনগণের মাঝে খুতবা দেয়ার জন্য

দাঁড়ান, তাদের থেকে বায়আত নেন, তারা তার বায়আত গ্রহণ করেন। দারোয়ান আর-রাবী আত্মগোপন করেন। আল-হাদী তাকে খোঁজ করে বের করেন এবং তিনি তাঁর সামনে হাযির হলেন। তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দেন, তাঁর প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন এবং দারোয়ানের পদে বহাল রাখেন। তাঁকে ওযীরের পদ মর্যাদা দান করেন ও অন্যান্য দায়িত্ব প্রদান করেন। আল-হাদী দেশের বিভিন্ন এলাকায় যিনদীকদের খোঁজে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাদের অনেককে হত্যা করেন। আর এ ব্যাপারে তিনি তাঁর পিতার অনুকরণ করেন। মূসা আল-হাদী তাঁর সাথীদের কাছে একান্তে খুব খোলা মেলা ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি খিলাফতের আসনে উপবেশন করতেন সভাসদবর্গ তখন তাঁর দিকে নযর করতে সাহস করতেন না। কেননা ভয়-ভীতি ও খিলাফতের দায়িত্ববোধ যেন তাঁর থেকে উদ্ভাসিত হতে থাকত। তিনি ছিলেন একজন সুন্দর যুবক ও একটি ভীতিপ্রদ পর্বতশৃংগ।

এ বছর মদীনায় আল-হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। একদিন সকালে তিনি সাদা পোশাক পরেন এবং মসজিদে নববীতে উপবিষ্ট হন। লোকজন সালাত আদায় করতে আসেন, যখন তাঁকে দেখেন তখন তারা তাঁর থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেন। তবে কিছু সংখ্যক লোক তাঁর সাথে মিলিত হয় এবং তাঁর প্রতি কিতাব, সুন্নাত ও আহলে বায়আতের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে বায়আত করে। তাঁর বিদ্রোহের কারণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

মদীনার মুতাওয়াল্লী মদীনা থেকে বাগদাদে রওনা হন যাতে খলীফাকে খিলাফতের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন ও তাঁর পিতার মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপন করতে পারেন। এরপর এমন ঘটনা ঘটল যার কারণে তিনি বিদ্রোহ করলেন এবং একদল লোক তাঁর সাথে যুক্ত হল। তারা তাদের কেন্দ্রস্থল করল মসজিদে নববী। তারা লোকজনকে মসজিদে সালাত আদায় করতে নিষেধ করে। কিন্তু মদীনার বাসিন্দাগণ বিদ্রোহীকে সমর্থন করলেন না বরং মসজিদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করায় মদীনার বাসিন্দাগণ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলেন এমনকি এরূপ বর্ণিত আছে যে, তাঁর সমর্থকরা মসজিদের আশেপাশে ময়লা-আবর্জনা ফেলত। কৃষ্ণকায় সৈন্যদের সাথে তারা কয়েকবার যুদ্ধ করে এবং বারবার তাদের দলের লোকেরা নিহত হয়। তারপর তিনি মক্কায় গমন করেন এবং হজ্জের মৌসুম পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। এরপর আল-হাদী তাঁর বিরুদ্ধে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। লোকজনের হজ্জের আহকাম আদায় হবার পর তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আর বাকীগুলো পলায়ন করে এবং এদিক-সেদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাঁর বিদ্রোহ ঘোষণার পর থেকে নিহত হওয়া পর্যন্ত সময়টি ছিল নয় মাস আঠার দিন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে জনগণের মধ্যে ভদ্র ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। একদিন তিনি আল-মাহদীর কাছে প্রবেশ করেন। খলীফা তাঁকে চল্লিশ হাজার দীনার দান করেন। তিনি তাঁর পরিবার এবং বাগদাদ ও কূফার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে তা বণ্টন করে দেন। তারপর তিনি কূফা শহর থেকে বের হয়ে আসেন। তাঁর গায়ে ভাল একটি জামাও ছিল না। তাঁর গায়ে ছিল মাত্র একটি চাদর যার নীচে কোন জামা ছিল না।

এ বছরই খলীফার চাচা সুলায়মান ইব্ন আবূ জা'ফর লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। মা'তূক ইব্ন ইয়াহ্ইয়া একটি বিরাট সৈন্য দলসহ সন্ন্যাসীর দ্বার নামক রাস্তা দিয়ে গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধ পরিচালনা করেন। রোমকরা তাদের সেনাপতিসহ মুকাবিলার জন্য এগিয়ে আসে এবং তারা

আল-হাদাছ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের কয়েকজন হলেন ঃ আল হুসায়ন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব– তাশরীকের দিনগুলোতে তিনি নিহত হন ; আল-মানসূরের আযাদকৃত গোলাম ও দারোয়ান আর-রাবী ইব্‌ন ইউনুস। তিনি খলীফার ওযীরও ছিলেন আবার দারোয়ানও ছিলেন। তিনি আল-মাহদী ও আল-হাদী উভয়ের দপ্তরে কাজ করেন। কেউ কেউ তাঁর বংশধারায় অপবাদ দেয়। আল-খাতীব তাঁর জীবনীতে তাঁর বর্ণিত একটি হাদীস উপস্থাপন করেন। তবে এটা মুনকার হাদীস হিসেবে গণ্য। যার শুদ্ধতায় সন্দেহ পোষণ করা হয়ে থাকে। তারপরে দারোয়ানের দায়িত্ব পায় তাঁর সন্তান আল-ফযল ইব্‌ন রাবী। আল-হাদী তাঁকে এ পদে নিযুক্ত করেন।

১৭০ হিজরীর আগমন

এ বছর আল-হাদী তাঁর ভাই হারূনুর রশীদকে খিলাফত থেকে বাদ দিয়ে তার পুত্র জা'ফর ইব্‌ন আল-হাদীকে যুবরাজ নিয়োগ করার জন্য সংকল্প করেন। হারূন এ ব্যাপারে আনুগত্য স্বীকার করেন। তিনি কোন প্রকার বিরোধিতা প্রকাশ করেননি বরং তিনি হ্যাঁবাচক উত্তর দেন। আল-হাদী আমীরদের একটি দলকে এ ব্যাপারে আহ্বান করেন। তাঁরা এ ব্যাপারে তাঁর ডাকে সাড়া দেন কিন্তু তাঁদের মাতা আল-খায়যুরান তা মানতে অস্বীকার করেন। তিনি তাঁর পুত্র হারূনুর রশীদের প্রতি স্বীয় পুত্র মূসা থেকে অধিক আকৃষ্ট ছিলেন। কিন্তু আল-হাদী খিলাফতের প্রাথমিক অবস্থায় নিজ পক্ষ সুদৃঢ় করার পর তাঁকে রাজ্য শাসনের ব্যাপারে কোন প্রকার মধ্যস্থতা করতে নিষেধ করেছিলেন। রাজ্যগুলো ও আমীরগণের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এরপর আল-হাদী শপথ করেন যদি কোন আমীর তাঁর পদ ছেড়ে দিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। আর তার ব্যাপারে কোন প্রকার সুপারিশ কবূল করা হবে না। আল-খায়যুরান এ ব্যাপারে কোন কথা বলা থেকে বিরত রইলেন আর শপথ করলেন, আল-হাদীর সাথে কখনও কথা বলবেন না। তিনি তাঁর নিকট থেকে অন্য এক বাসস্থানে চলে গেলেন। আর এদিকে আল-হাদী তাঁর ভাই হারূনের পদচ্যুতির ব্যাপারে জেদ ধরলেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন বারমাকের কাছে লোক প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন ঐ প্রবীণ আমীরদের অন্যতম যাঁরা ছিলেন আর রশীদের কাতারের লোক। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, হারূনের পদচ্যুতি ও আমার পুত্র জা'ফরের নিযুক্তির ব্যাপারে তোমার অভিমত কী ? খালিদ তাঁকে বললেন, আমার আশংকা হচ্ছে আপনি জনগণের উপর নিরাপত্তাকে সহজ করতে পারবেন তবে কল্যাণকর মনে হচ্ছে যে আপনি জা'ফরকে হারূনের পর যুবরাজ করেন। আর এটাও আমি আশংকা করছি যে অধিকাংশ লোকই জা'ফরের বায়আতে সাড়া দেবে না। কেননা তিনি এখন বালেগ হননি। ব্যাপারটি জটিল আকার ধারণ করবে এবং জনগণ মতবিরোধের আশ্রয় নেবে। এরপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আর এটা ছিল রাতের বেলা। এরপর তিনি তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করার হুকুম দেন। পরে তাঁকে ছেড়ে দেন।

একদিন আল-হাদীর কাছে তাঁর ভাই হারূন আগমন করলেন এবং তাঁর ডান পাশে দূরে বসলেন। আল-হাদী তার পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। এরপর বললেন, হে হারূন ! তুমি কি প্রকৃতপক্ষে যুবরাজ হওয়ার আশা পোষণ করছ ? তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ ! যদি এটা আমার জন্য বাস্তবায়িত হয় তাহলে আপনি যার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন আমি তার সাথে অবশ্যই ঘনিষ্টতা রক্ষা করব। আপনি যদি কারো উপর যুলুম করে থাকেন তাহলে আমি তার

সাথে ন্যায্য আচরণ করব। আমার মেয়েদের সাথে আপনার পুত্রের বিয়ের অনুমতি দেব। আল-হাদী বললেন, এটা তোমার খেয়াল মাত্র। তখন হারুন তাঁর হাতে চুম্বন করার জন্য তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। তখন আল-হাদী শপথ করেন যেন হারুন তাঁর সাথে সিংহাসনে বসেন। তখন তিনি তাঁর সাথে বসেন। এরপর তাঁকে দশ লক্ষ দীনার প্রদানের নির্দেশ দেন। আর তাঁকে অনুমতি দেন তিনি যেন বায়তুল মালে প্রবেশ করে সেখান থেকে যা ইচ্ছা সংগ্রহ করেন। আর এ নির্দেশও জারি করা হয় যে, যখন সরকারের আদায়কৃত শুল্ক ও কর রাজধানীতে পৌছবে তখন অর্ধেক পরিমাণ যেন তাঁকে প্রদান করা হয়। এসব হুকুমের সবটাই পালন করা হল এবং আল-হাদী ও আর রশীদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন বলে প্রকাশ করলেন। মীমাংসার পর আধুনিক মাওসিলে আল-হাদী ভ্রমণ করেন। এরপর সেখান থেকে ফেরত আসেন এবং রবীউল আউয়াল মাসের ১৫ তারিখ জুমুআর রাত ঈসাবাদে তিনি ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, একশ সত্তর হিজরীর শেষাংশে তিনি ইনতিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৩ বছর। খিলাফতের সময়কাল ছিল ছয় মাস তেইশ দিন। তিনি ছিলেন লম্বা, সুন্দর ও সাদা। তাঁর উপরের ঠোঁট ছিল পাতলা। এ রাতে একজন খলীফা (আল-হাদী) ইনতিকাল করেন ; একজন খলীফা (আর-রশীদ) নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং একজন খলীফা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হলেন আল-মামুন ইব্‌ন আর-রশীদ। তাঁদের মাতা আল-খায়যুরান রাতের প্রথম ভাগে বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে যে একজন খলীফা জন্ম নেবে, একজন খলীফা মৃত্যুমুখে পতিত হবে এবং একজন খলীফা নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। কথিত আছে যে, তা তিনি বহু পূর্বে আল-আওযাঈ (র) থেকে শুনেন। আর তিনি তা অত্যন্ত গোপন রাখেন। বর্ণনাকারী বলেন, নিশ্চয়ই তিনি তাঁর যে সন্তানের নাম রেখেছিলেন আল-হাদী তাকে তার অন্য পুত্রের জন্য ভয় করতেন। আর তিনিও তাকে দূরে রাখতেন এবং তার থেকে দূরে থাকতেন। তাঁর বাঁদী খালিসাকে নৈকট্য দান করতেন ও তার নিকটে থাকতেন।

আল-হাদীর জীবনীর কিছু অংশ

তিনি ছিলেন আবূ মুহাম্মদ মূসা ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মাহদী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-মানসূর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস আল-হাদী। একশ ঊনসত্তর হিজরীর মুহাররম মাসে তিনি খিলাফতের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন এবং একশ সত্তর হিজরীর রবীউল আউয়াল কিংবা রবীউছ ছানী মাসের ১৫ তারিখ ইনতিকাল করেন। তাঁর বয়স ছিল তেইশ বছর। কেউ কেউ বলেন, চব্বিশ বছর। আবার কেউ কেউ বলেন, ছাব্বিশ বছর। প্রথম মতটি বিশুদ্ধ। কথিত আছে যে, তাঁর মতো এত কম বয়সে তাঁর পূর্বে কেউ খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারেনি। তিনি ছিলেন লম্বা চওড়া, খুব সুন্দর ও সাদা। তিনি ছিলেন প্রচুর শক্তির অধিকারী। যখন তিনি কোন জানোয়ারের উপর সওয়ার হতেন তাঁর গায়ে দু'টো বর্ম থাকত। তাঁর পিতা তাঁর নাম রেখেছিলেন রায়হানাতী।

ঈসা ইব্‌ন দাব উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি আল-হাদীর কাছে ছিলাম। তাঁর সামনে একটি চিলমচি আনা হল, তার মধ্যে ছিল দুটি তরুণীর মাথা। তাদেরকে যবাহ করা হয়েছে এবং মাথাগুলো কেটে আনা হয়েছে। এর থেকে অধিক সুন্দর ছবি আর দেখিনি। তাদের চুলের মত এত সুন্দর চুলও আর দেখিনি। তাদের দু'জনের চুলে ছিল মুক্তা ও মূল্যবান পাথর

স্তরে স্তরে সাজানো। আর এ দু'জনের সুগন্ধির ন্যায়ও সুগন্ধি আমি আর কোন দিন দেখিনি। আমাকে খলীফা বললেন, তুমি কি এ দু'জনের অবস্থা সম্পর্কে জান ? আমি বললাম, 'না'। তিনি বললেন, উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের একজন অন্যজনের উপরে চড়েছিল। তারা দু'জনে অশ্লীল কাজ করছিল। আমি আমার খাদিমকে হুকুম দিলাম, সে যেন তাদের ওঁৎ পেতে দেখে। খাদিম বলল, তারা দু'জনে মিলিত হয়ে রয়েছে। আমি এগিয়ে গেলাম ; তাদেরকে একই লেপের ভিতর দেখতে পেলাম তারা অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল। তাই আমি তাদের দু'জনের গর্দান কর্তনের হুকুম দিলাম। এরপর তাদের মাথাগুলো তাঁর সামনে থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য হুকুম দিলেন। তিনি তাঁর পূর্বের কথায় ফিরে আসলেন। মনে হল যেন ইত্যবসরে কিছুই ঘটেনি। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, দেশ সম্পর্কে পারদর্শী ও দানশীল। তিনি বলতেন, অপরাধীর শাস্তি ত্বরান্বিত করা ও পদস্খলনকে ক্ষমার চোখে দেখা একজন শাসকের জন্য কতই না উত্তম ! এতে করে রাষ্ট্র পরিচালনার লোভ কমে যায়।

একদিন তিনি এক ব্যক্তির উপর রাগান্বিত হন। তখন লোকটি খলীফাকে রাযী করার প্রাণপণ চেষ্টা করল। অবশেষে খলীফা রাযী হলেন। লোকটি অজুহাত পেশ করতে লাগল তখন আল-হাদী বললেন, রাযী হয়ে যাওয়াই অজুহাতের গ্রহণযোগ্যতা হিসেবে তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনি একদিন এক ব্যক্তিকে তাঁর পুত্র সম্পর্কে সান্ত্বনা প্রদানকালে বললেন, যে বস্তুটি তোমাকে সন্তুষ্ট করে সেটা তোমার দুশমন ও ফিতনা। আর যে বস্তুটি তোমার কাছে খারাপ লাগে তা হল সালাত ও আল্লাহ্র রহমত।

আয-যুবায়র ইব্ন বাক্কার বর্ণনা করেন ঃ মারওয়ান ইব্ন আবূ হাফসা আল-হাদীর জন্য একটি কাসীদা প্রণয়ন করেন। তার মধ্যে থেকে একটি পঙক্তি এরূপ ঃ

تَشَابَهَ يَوْمًا بَاسُهُ وَنَوَالُهُ + فَمَا اَحَدٌ يُدْرِىْ لاَيِّهِمَا الْفَضْلُ -

অর্থাৎ 'একদিন তাঁর প্রদত্ত শাস্তি ও বখশিশ তুলনা করা হল। এরপর কোন ব্যক্তিই জানে না এ দু'টোর মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ।'

আল-হাদী তাঁকে বললেন, কোনটা তোমার কাছে অধিক প্রিয় ? ত্রিশ হাজার যা হবে নগদ কিংবা এক লাখ যা দপ্তর ঘুরে আসবে ? তিনি বললেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন ! এর থেকেও কি উত্তম হয় না ? তিনি বললেন, সেটা কী? তিনি বললেন, এক হাজার হবে নগদ আর এক লাখ দপ্তর ঘুরে আসবে। আল-হাদী বললেন, এর থেকেও কি উত্তম হয় না ? আর তা হল সম্পূর্ণটাই তোমার জন্য নগদ। এরপর তিনি তাঁর জন্য এক লাখ ত্রিশ হাজার নগদ অনুদান ঘোষণা করলেন।

আল-খাতীব বাগদাদী বলেন, আল-আযহারী (র) সাহল ইব্ন আহমদ দীবাজী সূত্রে আল-মুত্তালিব ইব্ন উকাশা আল-মুযালী (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা একদিন আমাদের এক লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আবূ মুহাম্মদ আল-হাদীর কাছে আগমন করলাম। লোকটি কুরায়শ বংশকে গালি-গালাজ করেছে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত কাঁধ ডিঙ্গিয়ে গেছে। আল-হাদী আমাদের জন্য একটি মজলিস ডাকলেন। যুগের ফকীহ্দেরকে ঐ মজলিসে হাযির করানো হল। খলীফার দরবারের আশপাশের সকলে হাযির হল। লোকটি হাযির হল এবং আমরাও হাযির হলাম। আমরা তার থেকে যা শুনেছি তা সাক্ষ্য দিলাম। আল-হাদীর চেহারা বিবর্ণ

হয়ে গেল। এরপর তিনি মাথা নীচু করলেন। কিছুক্ষণ পর মাথা উঠালেন। আর বললেন, আমি আমার পিতা আল-মাহদীকে তাঁর পিতা আল-মানসূর থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি তাঁর পিতা আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে কুরায়শকে অপমান করবে তাকে আল্লাহ্ অপমান করবেন। আর তুমি হে আল্লাহ্‌র দুশমন ! কেন কুরায়শকে কষ্ট দিতে সম্মত হলে এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত কাঁধ ডিঙ্গিয়ে গেলে ? তার গর্দান কর্তন করো। এরপর কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে হত্যা করা হল।

এ বছর রবীউল আউয়াল মাসে আল-হাদী ইনতিকাল করেন। তাঁর ভাই হারূন তাঁর সালাতে জানাযা পড়ান। যে প্রাসাদ তিনি বাগদাদের পূর্ব দিকে ঈসাবাদে নির্মাণ করেছিলেন এবং তার নাম রেখেছিলেন আল-আবইয়াদ, সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর ছেলে মেয়ের সংখ্যা ছিল নয়জন, সাতজন পুত্র ও দু'জন কন্যা। জা'ফর, আব্বাস, আবদুল্লাহ্, ইসহাক, ইসমাঈল, সুলায়মান, মূসা (অন্ধ) যিনি পিতার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করেন। তাই পিতার নামে তার নাম রাখা হয়েছিল। কন্যা সন্তান দু'জন হলেন ঃ উম্মু ঈসা যাকে আল-মামূন বিয়ে করেন। উম্মু আব্বাস যার উপাধি ছিল তাওবা।

হারূনুর রশীদ ইব্ন আল-মাহদীর খিলাফতকাল

যে রাতে তার ভাই মারা যান সেই রাতেই তাঁর খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করা হয়। আর তা ছিল একশ সত্তর হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসের ১৫ তারিখ বৃহস্পতিবার রাত। তখন রশীদের বয়স ছিল বাইশ বছর। তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ ইব্ন বারমাকের কাছে লোক প্রেরণ করেন ও তাঁকে কারাগার থেকে বের করে আনেন। এ রাতেই আল-হাদী তাঁকে এবং হারূনুর রশীদকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প করেছিল। আর রশীদ ছিলেন তাঁর বিদায়ী (দুগ্ধ পোষ্য) পুত্র। তাঁকে ঐ সময় মন্ত্রীত্ব প্রদান করেন। ইউসুফ ইব্ন আল-কাসিম ইব্ন সাবহীকে রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ দপ্তরের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। তিনি খলীফার সামনে খতীব হিসেবে দণ্ডায়মান হন এবং ইসাবাদে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য বায়আত গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, যে রাতে আল-হাদী মারা যায় তখন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ ইব্ন বারমাক আর-রশীদের কাছে আগমন করেন। তিনি তাঁকে নিদ্রিত দেখতে পান তখন তিনি বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! উঠুন। আর-রশীদ তখন তাঁকে বললেন, তুমি আমাকে আর কতবার ভয় দেখাবে ? যদি তোমাকে এই ব্যক্তিটি একথা বলতে শুনে তাহলে এটা হবে তার কাছে আমার সবচেয়ে বড় গুনাহ। ইয়াহ্ইয়া বলেন, এই লোকটি ইতোমধ্যে মারা গেছে। হারূন তখন উঠে বসলেন এবং বললেন, বিভিন্ন প্রদেশে প্রশাসক নিযুক্তির ব্যাপারে তুমি আমাকে পরামর্শ প্রদান কর। তখন ইয়াহ্ইয়া বিভিন্ন প্রদেশের শাসকের নাম উল্লেখ করতে লাগলেন এবং রশীদও তাঁদেরকে নিয়োগ প্রদান করতে লাগলেন। তাঁরা দু'জন একাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় অন্য একজন হিতাকাঙ্ক্ষী আগমন করেন এবং বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি শুভ সংবাদ গ্রহণ করুন। এক্ষণি আপনার একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে। তখন তিনি বললেন, তার নাম হবে আবদুল্লাহ্ এবং তাকেই বলা হবে আল-মামূন। এরপর ভোর বেলায় তিনি তার ভাই আল-হাদীর সালাতে জানাযা আদায় করেন এবং তাকে ঈসাবাদে দাফন করেন। আর তিনি শপথ করেন যে, বাগদাদে গিয়ে তিনি সালাতে যুহর

আদায় করবেন। যখন তিনি সালাতে জানাযা থেকে অবসর গ্রহণ করেন তখন তিনি নেতা আবূ আসামাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। কেননা তিনি জা'ফর ইব্ন হাদীর পক্ষের লোক ছিলেন। কোন এস সময় বাগদাদের সেতুর কাছে রশীদ মানুষের ভিড়ে পতিত হন। তখন আবূ আসামা তাঁকে বলেন, তুমি ধৈর্য ধর এবং দাঁড়াও যতক্ষণ না যুবরাজ অতিক্রম করে যায়। রশীদ তখন বলেছিলেন, আমীরের হুকুম শিরোধার্য। জা'ফর ও আবূ আসামা সেতু পার হয়ে গেলেন কিন্তু রশীদ ভগ্ন হৃদয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। রশীদ যখন খলীফা হন তখন তিনি আবূ আসামাকে হত্যা করার হুকুম দেন। এরপর তিনি বাগদাদের দিকে ভ্রমণ শুরু করেন। যখন তিনি বাগদাদের সেতু পর্যন্ত পৌঁছেন তখন তিনি ডুবুরীদেরকে ডাকেন এবং বলেন, আমার থেকে একটি আংটি এখানে পড়ে গিয়েছে আমার পিতা আল-মাহ্দী এক লাখ দীনার দিয়ে এটা আমার জন্য খরিদ করেছিলেন। যখন কিছু দিন অতিবাহিত হল ঐ জিনিসটির খোঁজে আল-হাদী আমার কাছে লোক প্রেরণ করেন। তখন আমি এটা দূতের কাছে নিক্ষেপ করলাম এবং এটা এখানে পড়ে যায়। ডুবুরীরা সেখানে ডুব দিতে থাকে এবং বহু চেষ্টার পর তারা এটা পেয়ে যায়। তাতে রশীদ অত্যন্ত আনন্দিত হন। রশীদ যখন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদকে মন্ত্রী নিয়োগ করেন তখন তিনি তাঁকে বলেন, আমি তোমার কাছে প্রজাদের ব্যাপারটি ছেড়ে দিলাম, এটা আমার ঘাড় থেকে খুলে নিলাম এবং তোমার ঘাড়ে তা সোপর্দ করলাম। তুমি যাকে ইচ্ছা আমীর নিয়োগ কর এবং যাকে ইচ্ছা বরখাস্ত কর। এ সম্বন্ধে কবি ইবরাহীম ইব্ন আল-মাওসিলী বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الشَّمْسَ كَانَتْ سَقِيْمَةً + فَلَمَّا وَلِّى هَارُوْنُ اَشْرَقَ نُوْرُهَا
بِيُمْنِ اَمِيْنِ اللّٰهِ هَارُوْنَ ذِى النَّدٰى + فَهَارُوْنُ وَالِيْهَا وَيَحْيٰى وَزِيْرُهَا -

অর্থাৎ "তুমি কি দেখ না ? সূর্যটি ছিল রুগ্ন। আর যখন হারূন শাসনভার গ্রহণ করেন তখনই তার জ্যোতি উজ্জ্বল রূপ ধারণ করল। আর এটা হচ্ছে আল্লাহ্র বিশ্বস্ত দানশীল বান্দা হারূনের বরকতে। কেননা হারূনই এ সূর্যের অভিভাবক আর ইয়াহ্ইয়া হলেন তার ওযীর।"

এরপর হারূন ইয়াহ্ইয়াহ ইব্ন খালিদকে হুকুম দিলেন কোন কাজের সিদ্ধান্ত তাঁর জননী আল-খায়যুরানের পরামর্শ ব্যতীত যেন না নেয়া হয়। তিনি প্রতিটি কাজে পরামর্শ প্রদান করতেন। তিনি সিদ্ধান্ত দিতেন, মীমাংসা করতেন, পরিচালনা করতেন এবং হুকুম জারি করতেন।

এ বছর হারূনুর রশীদ আত্মীয়-স্বজনের জন্য নির্ধারিত অংশ বনূ হাশিমের সদস্যদের মধ্যে বরাবর বন্টন করার নীতি প্রবর্তন করেন। এ বছর হারূন যিনদীকদের অনেককে খুঁজে বের করেন এবং তাদের মধ্য থেকে একটি বিরাট দলকে হত্যা করেন। এ বছর আহলে বায়তের কিছু সদস্য তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। আর এ বছরই মুহাম্মদ ইব্ন রশীদ ইব্ন যুবায়দা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আল-আমীন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর জন্মের তারিখ হল এ বছরের শাওয়াল মসের ১৬ তারিখ জুমআর দিন। এ বছরই তুর্কী খাদিম ফারাজের হাতে তারসূস শহরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। আর লোকজন তা ব্যবহার করতে শুরু করে। এ বছরই আমীরুল মু'মিনীন আর-রশীদ লোকজনকে নিয়ে হজ্জ পালন করেন এবং হারামাইনবাসীদেরকে প্রচুর সম্পদ প্রদান করেন। কথিত আছে যে, এ বছর তিনি যুদ্ধও করেন। এ সম্পর্কে কবি দাঊদ ইব্ন রাযীন বলেনঃ

بِهَارُوْنَ لاَحَ النُّوْرُ فِىْ كُلِّ بُلْـدَةٍ + وَقَامَ بِـهِ فِىْ عَدْلِ سِيْرَتِـهِ النَّهْجُ
اِمَامٌ بِذَاتِ اللّٰهِ اَصْبَحَ شُغْلُـهُ + وَاَكْثَـرُ مَا يَعْنِى بِـهِ الْغَـزْوَ وَالْحَجُّ
تَضِيْقُ عُيُوْنُ النَّاسِ عَنْ نُوْرِ وَجْهِـهِ + اِذَا مَا بَدَا لِلنَّاسِ مَنْظَرُهُ الْبَلَجُ
وَاِنَّ اَمِيْنَ اللّٰهِ هَارُوْنَ ذَا النَّدٰى + يَنِيْلُ الَّذِىْ يَرْجُوْهُ اَضْعَافَ مَايَرْجُوْ ـ

অর্থাৎ "হারূনের মাধ্যমেই প্রতিটি শহরে আলো ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাঁর দ্বারাই ইনসাফের নিয়মনীতি প্রবর্তিত হয়েছে। তিনি একজন ইমাম যাঁর কর্মকাণ্ড আল্লাহ্র আদেশ নিষেধের সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর অধিকাংশ কাজই হল যুদ্ধ ও হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর চেহারার জ্যোতিতে অন্যদের চোখ ঝলসে গিয়েছে যখন মানুষের সামনে তাঁর জ্যোতির্ময় দৃশ্য উদ্ভাসিত হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র বিশ্বস্ত হারূন হচ্ছেন দানশীল যে তাঁর থেকে দান প্রত্যাশা করে তার কয়েকগুণ বেশী সে পেয়ে থাকে।" এ বছর সুরায়মান ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-বাককাঈ গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

এ বছর যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন তাঁর একটি খতিয়ান ঃ আবূ আবদুর রহমান আল-খলীল ইব্ন আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন তামীম আল-ফারহীদী। আবার কেউ কেউ বলেন, আল-ফারহুদী আল-ইযদী। তিনি ছিলেন নাহুবিদদের উস্তাদ। তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন সীবাওয়ায়হ, আন-নদর ইব্ন শুমায়ল ও একাধিক বুযুর্গ ব্যক্তি। তিনিই ইলমুল উরূদ আবিষ্কার করেন। এ বিদ্যাটিকে তিনি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেন এবং পরে ১৫টি শাখা প্রশাখা যুক্ত করেন। আল-আখফাশ তাঁর মধ্যে আরো একটি শাখা বৃদ্ধি করেন যার নাম দেয়া হয় আল-খাবায। কোন এক কবি বলেন ঃ

قَدْ كَانَ شِعْرُ الْوَرَى صَحِيْحًا + مِنْ قَبْلِ اَنْ يَخْلُقَ الْخَلِيْلِ ـ

অর্থাৎ "আল-খলীল কবিতার জগতে যা সৃষ্টি করেছেন তার পূর্বে এ সৃষ্ট জগতের কবিতা বিশুদ্ধই ছিল।"

সংগীত বিদ্যার সাথেও তাঁর কিছুটা পরিচিতি ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁর রচনাও পাওয়া যায়। অভিধান সম্পর্কে তাঁর একটি সংকলন পাওয়া যায়। যার নাম হল– كِتَابُ الْعَيْنِ فِى اللُّغَةِ তিনি তা শুরু করেছিলেন। পরে আন-নদর ইব্ন শুমায়ল ও আল-খলীলের অন্য সাথীরা তা পরিপূর্ণ করেন যেমন মুয়াররাজুস সাদূসী এবং নসর ইব্ন আলী আল- জাহদামী। তবে তাঁরা আল-খলীল যা লিখেছিলেন তার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেননি। ইব্ন দারসতুইয়া একটি কিতাব লিখেন এবং এটাতে যাবতীয় ত্রুটিগুলো উল্লেখ করেন ও তার সমাধান লিখে দেন। আল-খলীল ছিলেন একজন সৎ, বুদ্ধিমান ও রাশভারী লোক। তিনি একটি পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন। তিনি দুনিয়ার সম্পদ খুবই কম ব্যবহার করতেন। তিনি কঠিন ও সংকীর্ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলতেন, আমার সাধ্যের বাইরে আমার চিন্তাধারা অতিক্রম করে না। তিনি ছিলেন চতুর ও বিনম্র স্বভাবের অধিকারী। কথিত আছে যে, এক ব্যক্তি ইলমুল উরূদ এ আত্মনিয়োগ করেন কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি তত দক্ষ ছিলেন না। তিনি বলেন,

একদিন আমি তাঁকে বললাম, এ কবিতাটিকে তুমি কেমন করে উলমুল উরূদের বিভিন্ন ওযনে চিহ্নিত করবে ?

اِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ + وَجَاوِزْهُ اِلَى مَا تَسْتَطِيْعُ -

অর্থাৎ "যখন তুমি কোন একটি বস্তু বা কাজ সম্পাদন করতে না পার তখন তা ছেড়ে দাও। আর যেটা তুমি সম্পাদন করতে পারবে সেটার দিকে ধাবিত হও।"

তখন তিনি তার জ্ঞান অনুযায়ী এটাকে চিহ্নিত করার জন্য আমার সাথে বসে গেলেন। এরপর আমার কাছ থেকে উঠে গেলেন আর ফিরে আসলেন না। মনে হয় যেন আমি যেটার দিকে ইঙ্গিত করেছি সেটা তিনি বুঝতে পেরেছেন। আরো কথিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর আজ পর্যন্ত তাঁর পিতা ব্যতীত অন্য কারো নাম আহমদ রাখা হয়নি। এ তথ্যটি আহমদ ইব্ন আবূ খায়ছামা থেকে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

আল-খলীল ১০০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রসিদ্ধ মতে ১৭০ হিজরীতে বসরায় ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, ১৬০ হিজরীতে। ইবনুল জাওযী শুযূরুল উকূদ নামক তাঁর কিতাবে লিখেন যে, তিনি ১৩০ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। এ মতটি অত্যন্ত অভিনব। আর প্রথমটি প্রসিদ্ধ।

এ বছরই আর-রাবী ইব্ন সুলায়মান ইব্ন আবদুল জব্বার ইব্ন কামিল আল-মুরাদী আল-মিসরী ইনতিকাল করেন। তিনি একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। ইমাম শাফিঈ (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনিই ছিলেন শেষ ব্যক্তি যিনি ইমাম শাফিঈ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। আল-বুওয়ায়তী, আল-মুযানী এবং ইব্ন আবদুল হাকাম সম্বন্ধেও ইমাম শাফিঈ (র) উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। আর বাস্তবেও তারা জ্ঞানের আঁধার ছিলেন। আর-রাবীর কবিতা থেকে নিম্নের উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

صَبْرًا جَمِيْلاً مَا اَسْرَعَ الْفَرَجَا + مَنْ صَدَقَ اللّٰهَ فِى الْاُمُوْرِ نَجَا
مَنْ خَشِىَ اللّٰهَ لَمْ يَنَلْهُ اَذًى + وَمَنْ رَجَا اللّٰهُ كَانَ حَيْثُ رَجَا -

অর্থাৎ "পরম ধৈর্য কতই না দ্রুত মুসীবত হতে মুক্তি দান করে। যে ব্যক্তি তার যাবতীয় ব্যাপারে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখে সে পরিত্রাণ পায়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে তাকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করতে পারে না। যে আল্লাহ্র প্রতি আশা ভরসা করে সে তার আশা ভরসা পরিপূর্ণ পায়।"

আর-রাবী ইব্ন সুলায়মান ইব্ন দাঊদ আল-জীসী ইমাম শাফিঈ (র) থেকেও বর্ণনা করেন। তিনি দু'শত ছাপ্পান্ন হিজরীতে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

১৭১ হিজরীর আগমন

এ বছর আর-রশীদ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদকে ওযীর নিয়োগ করেন। আর এ বছর খলীফা

আর-রশীদ আল- জাযীরার[১] নায়িব আবূ হুরায়রা মুহাম্মদ ইব্ন ফাররূখকে আল-খুলদ প্রাসাদের ভেতরে তাঁর চোখের সামনে নৃশংস্যভাবে হত্যা করেন। আর এ বছরই আল-ফযল ইব্ন সাঈদ আল-হারূরী বিদ্রোহ করেন ও নিহত হন। এ বছরই আফ্রিকার নায়িব রাওহ্ ইব্ন হাতিম খলীফার কাছে আগমন করেন। আর এ বছরই হারূনুর রশীদের মাতা আল- খায়যুরান মক্কার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হন। হজ্জের যাবতীয় রীতিনীতি পালন করা পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। আর এ বছর লোকজনকে নিয়ে যিনি হজ্জ করেন তিনি ছিলেন খলীফাদের চাচা আবদুস সামাদ ইব্ন আলী।

১৭২ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছরই খলীফা হারূনুর রশীদ ইরাকবাসীদের থেকে উশর ক্ষমা করে দেন যা তাদের থেকে অর্ধেকের পর নেয়া হত। এ বছরই খলীফা হারূনুর রশীদ বাগদাদ থেকে বের হয়ে এমন একটি জায়গার খোঁজ করেন যেখানে তিনি বাগদাদ ব্যতীত আরামে বসবাস করতে পারেন। তিনি এরূপ জায়গা পেতে ব্যর্থ হন। সুতরাং ফিরে আসেন। এ বছরই লোকজনকে নিয়ে ইয়াকূব ইব্ন আবূ জা'ফর আল-মনসূর হজ্জ আদায় করেন। তিনি ছিলেন হারূনুর রশীদের চাচা। এ বছরই ইসহাক ইব্ন সুলায়মান ইব্ন আলী গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধ করেন।

১৭৩ হিজরীর আগমন

এ বছর মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান বসরায় ইনতিকাল করেন। তখন হারূনুর রশীদ তাঁর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার হুকুম দেন। ঐসব সম্পদ খলীফাদের জন্য ছিল যথাপোযুক্ত ও পর্যাপ্ত। তাঁর কাছে সোনা, রূপা, আসবাবপত্র ও তৈজসপত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। সভাসদবর্গ সকলেই যুদ্ধের জন্য সাহায্য প্রদান এবং মুসলমানদের জনহিতকর কার্যে এসব সম্পদ খরচ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস। তাঁর মায়ের নাম ছিল উম্মু হাসান বিন্ত জাফর ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী। তিনি ছিলেন কুরায়শদের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সাহসী ও বীর পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত। মানসূর তাঁকে বসরা ও কূফার দায়িত্ব একত্রে অর্পণ করেন। আল-মাহদী স্বীয় কন্যা আল-আব্বাসাকে তাঁর কাছে বিয়ে দেন। আর তিনি ছিলেন প্রচুর সম্পদের অধিকারী। তাঁর দৈনিক আয় ছিল এক লাখ দিরহাম। তাঁর একটি চুনি পাথরের আংটি ছিল যা সচরাচর পাওয়া যায় না।

তিনি তাঁর পিতা সূত্রে বড় দাদা থেকে একটি মারফূ' হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীসটি হল, "ইয়াতীমের মাথার সামনের দিক দিয়ে মাসেহ্ করা আর যার পিতা রয়েছে তার মাথার পিছনের দিক দিয়ে মাসেহ্ করা।" তিনি একবার আর-রশীদের দরবারে প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করেছিলেন। তিনি তাঁকে খলীফা নির্বাচিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আর অন্যদিকে খলীফাও তাঁকে সম্মান করেন, তাঁর তাযীম করেন এবং তাঁর কর্তব্য কাজের পরিধি বৃদ্ধি করে দেন। যখন তিনি বিদায় হয়ে যাবার মনস্থ করলেন তিনি বের হয়ে পড়লেন আর-রশীদ ও কালোযা নামক জায়গা পর্যন্ত তাঁর পেছনে পেছনে গেলেন। তিনি এ বছর জমাদিউছ ছানী মাসে ৫১ বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁর জমাকৃত সম্পদ জব্দ করার জন্য আর রশীদ তাঁর লোকজনকে প্রেরণ

---

[১] আল-জাযীরা দাজ্‌লা ও ফুরাত নদীর মধ্যবর্তী এলাকার উত্তরাংশ।

করেন। তারা তাঁর সহায়-সম্পদ থেকে অতিরিক্ত মওজুদ তাঁর কাছে স্বর্ণ বাবদ তিন কোটি দীনার এবং ছয় কোটি দিরহাম বাজেয়াপ্ত করেন।

ইব্‌ন জারীর উল্লেখ করেন যে, তাঁর মৃত্যু ও খায়যুরানের মৃত্যু একই দিন সংঘটিত হয়। তাঁর দাসীদের মধ্য থেকে একজন দাসী তাঁর কবরের উপর দাঁড়িয়ে থেকে কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

اَمْسَى التُّرَابُ لِمَنْ هَوَيْتَ مُبِيْتَا + اَلْقِ التُّرَابَ فَقُلْ لَهُ حُيِّيْتَا
اِنَّا نُحِبُّكَ يَاتُرَابُ وَمَا بِنَا + اِلاَّ كَرَامَةً مَنْ عَلَيْهِ حَثَيْتَا -

অর্থাৎ 'তুমি যাকে ভালবাস তার জন্য মৃত্তিকা হয়ে গেছে তার শয্যাস্থান। তাই তার উপর মাটি ঢেলে দাও এবং তাকে বল তুমি তো আমাদের অন্তরে জীবিতের ন্যায় বিরাজ করছ। তার জন্য হে মৃত্তিকা তোমাকেও আমরা ভালবাসি। যার উপর মাটি ঢেলে দিচ্ছ তার মাহাত্ম্য ব্যতীত আমাদের কাছে গর্ব করার আর কিছুই নেই।'

এ বছরই আমীরুল মু'মিনীন আল-হাদী ও আর-রশীদের মাতা এবং খলীফা আল-মাহদীর দাসী খায়যুরান মৃত্যু মুখে পতিত হন। আল-মাহদী তাঁকে খরিদ করেছিলেন আর তিনিও খলীফার কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এরপর তিনি তাঁক আযাদ করে দেন ও তাঁকে বিয়ে করেন। তিনি দু'জন খলীফা জন্ম দেন, তাঁরা হলেন মূসা ইল-হাদী ও আর-রশীদ। নিম্নে উল্লিখিত দু'জন মহিলা ব্যতীত অন্য কোন নারীর জন্য এরূপ সুবর্ণ সুযোগ অর্জিত হয়নি। তাঁরা হলেন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের স্ত্রী আল-ওয়ালাদা বিন্‌ত আল-আব্বাস আল-আবাসিয়া। তিনি খলীফা আল-ওয়ালীদ ও খলীফা সুলায়মানের মাতা ছিলেন। অন্য একজন মহিলা ছিলেন শাহ ফারান্দ বিন্‌ত ফিরোয ইব্‌ন ইয়াযদ গারদ। তিনি তার মনীব খলীফা আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের জন্য দু'জন যথা মারওয়ান ও ইবরাহীমকে জন্ম দেন। তাঁরা দু'জনই খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্বীয় মনিব আল-মাহদীর মাধ্যমে। আল-খায়যুরান থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি তাঁর পিতা এবং তাঁর দাদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে তাকে প্রতিটি বস্তু ভয় করে।" খায়যুরানকে যখন বিক্রির জন্য আল-মাহদীর কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল যাতে তিনি তাঁকে খরিদ করেন খায়যুরানের সব কিছুই আল-মাহদীর পসন্দ হয় শুধুমাত্র তাঁর দু'টি সংকীর্ণ পায়ের নালা ব্যতীত। খলীফা তাঁকে বললেন, হে দাসী ! তুমি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সুন্দরী ও পসন্দের মানুষ যদি না তোমার এ দু'টি সংকীর্ণ ও দাগযুক্ত পায়ের নলা না হত। দাসী বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন আপনি নিঃসন্দেহে যা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করেন তা এ দু'টির মাঝে হয়ে থাকে যা আপনার দেখা কোন প্রয়োজন নেই। খলীফা তাঁর এ উত্তরটি পসন্দ করলেন এবং তাঁকে খরিদ করলেন। তিনি খলীফার কাছে অত্যন্ত মর্যাদা অর্জন করেন। আল-মাহদীর জীবদ্দশায় আল-খায়যুরান একবার হজ্জ পালন করেন। তিনি যখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন তখন মাহদী তাঁর জন্য আশংকাবোধ করছিলেন এবং তাঁর প্রতি আসক্তি প্রকাশার্থে এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

نَحْنُ فِى غَايَةِ السُّرُوْرِ وَلَكِنَّ + لَيْسَ اِلاَّ بِكُمْ يَتِمُّ السُّرُوْرُ
عَيْبُ مَانَحْنُ فِيْهِ يَا اَهْلَ وُدِّى + اِنَّكُمْ غَيْبٌ وَنَحْنُ حُضُوْرُ

فَاَجِدُّوْا فِى السَّيْرِ بَلْ اِنْ قَدَرْتُمْ + اَنْ تَطِيْرُوْا مَعَ الرِّيَاحِ فَطِيْرُوْا ـ

অর্থাৎ "আমারা অত্যন্ত সুখে আছি তবে এ সুখটির পরিপূর্ণতা অর্জন হয় শুধুমাত্র তোমাকে দিয়েই। হে ভালবাসা পোষণকারিণী আমরা যে অবস্থায় রয়েছি তা দূষণীয়। তুমি অনুপস্থিত আর আমি উপস্থিত। তাই তুমি ভ্রমণে দ্রুততা অবলম্বন কর। যদি বাতাসের সাথে সাথে তোমার উড়ে আসা সম্ভব হয় তাহলে বাতাসের সাথে উড়ে এসে পৌঁছে যাও।" তখন তিনি উত্তর দিলেন কিংবা যিনি উত্তর লিখেছেন তাকে লেখার হুকুম দিলেন ঃ

قَدْ اَتَانَا الَّذِىْ وَصَّفْتَ مِنَ الشَّوْقِ + فَكِدْنَا وَمَا قَدَرْنَا نَطِيْرُ
لَيْتَ اَنَّ الرِّيَاحَ كُنَّ يُؤَدِّيْنَ + اِلَيْكُمْ مَا قَدْ يَكِنُّ الضَّمِيْرُ
لَمْ اَزَلْ صَبَّةً فَاِنْ كُنْتَ بَعْدِىْ + فِىْ سُرُوْرٍ فَدَامَ ذَاكَ السُّرُوْرُ ـ

অর্থাৎ "তোমার যে আসক্তির কথা তুমি বর্ণনা করেছ তা আমার কাছে পৌঁছেছে। তাই আমি তোমার নিকটে পৌঁছে গেছি কিন্তু আমিতো উড়তে পারছি না নচেৎ আমি উড়ে যেতাম। আফসোস ! যদি বাতাস তোমার কাছে ঐ জিনিসটি পৌঁছে দিত যা অন্তর সুরক্ষিত রেখে থাকে। আমিতো দস্তরখানে রাখা সুসজ্জিত খাদ্যের ন্যায় প্রস্তুত রয়েছি। তুমি যদি আমার পরে আমাকে স্মরণ করে সুখ পাও তাহলে সে সুখই হবে স্থায়ী সুখ।"

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন, খলীফা আল-মাহ্দী বসরার নায়িব মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মানকে হাদিয়াসহ তাঁর কাছে প্রেরণ করেন। তিনি যেদিন মারা যান সেদিন একশ চাকরানী মারা যায় প্রত্যেকের হাতে ছিল মিশকে পরিপূর্ণ রূপার পেয়ালা।

এরপর খায়যুরান আল-মাহদীর কাছে লিখেন, তুমি যা কিছু প্রেরণ করেছ তা যদি তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণার মূল্য হিসেবে প্রেরণ করে থাক তাহলে তোমার জেনে রাখা উচিত তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা, তোমার প্রেরিত বস্তু থেকে অনেক বেশী। তাতে করে তুমি মূল্যায়নে আমাদেরকে খাটো করেছ। আর তোমার প্রেরিত বস্তু দ্বারা যদি তুমি তোমার ভালবাসার আধিক্য বোঝাবার ইচ্ছা করে থাক তাহলে তুমি আমাকে ভালবাসায় অপবাদ প্রদান করেছ। এ কথা বলে তিনি এগুলো তাঁর কাছে ফেরৎ পাঠানোর ইচ্ছা করলেন। এরপর এগুলো দিয়ে তিনি মক্কায় পরে দারুল খায়যুরান নামে খ্যাত বাড়িটি খরিদ করেন এবং এর দ্বারা মাসজিদুল হারামের পরিধি বৃদ্ধি করেন।

প্রতি বছর খায়যুরানের দান-খয়রাতসহ যাবতীয় খরচের পরিমাণ ছিল এক কোটি ষাট হাজার দিরহাম। এ বছর জমাদিউছ ছানী মাসের ২৭ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন বাগদাদে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর পুত্র আর-রশীদ তাঁর জানাযা কাঁধে বহন করেন ও ধুলা-বালিতে একাকার হয়ে যান। তিনি যখন কবরস্থানে পৌঁছেন তখন পানি আনা হল এবং তিনি তাঁর পাগুলো ধুয়ে নিলেন ও মোজা পরিধান করলেন। তাঁর সালাতে জানাযা আদায় করলেন। এরপর তিনি তাঁর মায়ের কবরে অবতরণ করেন। কবর থেকে বের হয়ে আসার পর তাঁর কাছে খাটিয়া আনা হল তিনি তাতে বসলেন। আল-ফযল ইব্ন আর-রাবীকে ডাকলেন এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তাঁকে একটি

আংটিসহ যাবতীয় খরচাদির অর্থ দান করলেন। মাতা খায়যুরানকে দাফন করার পর আর-রশীদ কবি ইব্‌ন নাবীরার কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

وَكُنَّا كَنَدْ مَانِى جَذِيْمَةَ بُرْهَةٍ + مِنَ الدُّهْرِ حَتَّى قِيْلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا
فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّىْ وَمَالِكًا + لِطَوْلِ اِجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا ـ

অর্থাৎ “আমরা তাওবাকারীদের ন্যায় এত দীর্ঘ দিন যাবৎ পড়ে থাকা কর্তিত অবশিষ্ট ফসলের রূপ ধারণ করলাম যাতে বলা হয়েছে যে, সময়টি অবিচ্ছিন্ন রয়ে যাবে। আবার যখন আমরা পৃথক হলাম তখন মনে হয়েছে যে, আমিও মালিক দীর্ঘকাল বসবাস করার জন্য একটি রাতও এক সাথে থাকিনি।”

এ বছরই ইনতিকাল করেছে গাদির (প্রতারক)। সে ছিল খলীফা মূসা আল-হাদীর দাসী। খলীফা তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। সে ভাল গান গাইতে পারত। সে একদিন গান গাচ্ছিল তখন খলীফার মধ্যে একটি চিন্তা জাগ্রত হল যা খলীফাকে দাসী থেকে অন্যমনস্ক করে দিল। তার রং বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কেউ খলীফাকে প্রশ্ন করলেন ঃ এটা কী হে আমীরুল মু'মিনীন ? তিনি বললেন, আমার মধ্যে একটি চিন্তা জাগ্রত হল যে, আমি মরে যাব। আমার পরে আমার ভাই হারূনুর রশীদ খলীফা হবে। তখন সে আমার এ দাসীটিকে বিয়ে করবে। উপস্থিত সদস্যগণ চীৎকার দিয়ে উঠলেন এবং খলীফার দীর্ঘ আয়ুর জন্য দু'আ করলেন। এরপর খলীফা তাঁর ভাই হারূনকে ডাকলেন এবং এ ঘটনা সম্পর্কে তাকে অবগত করলেন। হারূন এরূপ কাজ থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। আল-হাদী তার থেকে তালাক দেয়া, আযাদ করা, খালি পায়ে হেঁটে হজ্জ পালন করা এবং তাকে বিয়ে না করার ন্যায় কঠিন কঠিন শপথ নিলেন। তিনি শপথ করলেন। অনুরূপভাবে দাসী থেকেও শপথ নিলেন। দাসীও শপথ করল। এরপর দু'মাসের কম সময়ের মধ্যে তিনি ইনতিকাল করেন। এরপর আর-রশীদ দাসীর কাছে প্রস্তাব পেশ করেন। দাসীটি বলল, আপনি আমি যে সব শপথ করেছি তারপরে আমার ও তোমার মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলা কেমন করে সম্ভব হবে ? হারূন বললেন, আমি তোমার ও আমার শপথ ভঙ্গের জন্য কাফ্‌ফারা আদায় করে দেব। এরপর তিনি তাকে বিয়ে করলেন এবং সেও তাঁর কাছে বেশ মর্যাদা লাভ করল। এমনকি যখন দাসীটি তাঁর কোলে ঘুমাত তখন তিনি তার কষ্ট হবে এ ভয়ে একটুও নড়াচড়া করতেন না। এমন অবস্থায় এক রাত দাসীটি ঘুম থেকে ভয় পেয়ে জেগে উঠে এবং ভয়ে কাঁদতে থাকে। খলীফা তাকে বললেন, তোমার কী হয়েছে ? দাসীটি বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আজ আমি আল-হাদীকে স্বপ্নে দেখলাম ; তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন ঃ

اَخْلَفْتِ عَهْدِىْ بَعْدَ مَا + جَاوَرْتُ سُكَّانَ الْمَقَابِرِ
وَنَسِيْتَنِىْ وَحَنَثْتِ فِى + اَيْمَانِكَ الْكَذِبِ الْفَوَاجِرِ
وَنَكَحْتِ غَادِرَةً اَخِىْ + صِدْقَ الَّذِىْ سَمَّاكِ غَادِرً
اَمْسَيْتُ فِىْ اَهْلِ الْبَلَى + وَعُدِدْتُ فِى الْمَوْتَى الْغَوَابِرُ

لَايُهَنِّكِ الاَلِفُ الْجَدِيْدُ + وَلاَ تَدَرُ عَنْكِ الدَّوَائِرُ
وَلَحِقْتِ بِىْ قَبْلَ الصَّبَاحِ + وَصِرْتُ حَيْثُ غَدَوْتَ صَائِرً ـ

অর্থাৎ "আমি কবরের বাসিন্দাদের সাথে মিলিত হওয়ার পর তুমি আমার সাথে কৃত শপথ ভঙ্গ করেছ। তুমি আমাকে ভুলে গেছ। তোমার মিথ্যা ও পাপে পূর্ণ শপথ ভঙ্গ করেছ। তুমি প্রতারণা করে আমার সত্যবাদী ভাইকে বিয়ে করেছ। সে তোমাকে প্রতারক বলে আখ্যায়িত করেছে। আমিও মুসীবতগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি। আমিতো অবশিষ্ট মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হয়ে পড়েছি। নতুন কোন নিঃস্ব পুরুষ যেন তোমাকে আনন্দ দান না করে। পরিবেষ্টন-কারী মুসীবতসমূহ যেন তোমা থেকে দূরীভূত না হয়। ভোর হওয়ার পূর্বে তুমি আমার সাথে মিলিত হবে এবং তুমি যেখানে ভোর বেলা অবস্থান করবে আমিও সেখানে উপস্থিত থাকব।"

আর-রশীদ তখন বললেন, এটা একটি অর্থহীন স্বপ্ন। দাসীটি বলল না, না, হে আমীরুল মু'মিনীন আল্লাহ্‌র শপথ! এ কবিতাগুলো যেন আমার অন্তরে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এরপর সে কাঁপতে লাগল ও ছটফট করতে লাগল, এমনকি শেষ পর্যন্ত ভোর হওয়ার পূর্বেই সে মৃত্যু মুখে পতিত হল।

এ বছরই হারূনের হিয়ালিয়ান্নাহ নামক একটি দাসী ইনতিকাল করে। সে প্রায়শ বলত হিয়ালিয়ান্নাহ তাই তার নাম দেয়া হয়েছিল হিয়ালিয়ান্না। আল-আসমাঈ বলেন, দাসীটির পূর্বে একজন প্রেমিক ছিল। আর সে পূর্বে খালিদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বারমাকের দাসী ছিল। খলীফা হওয়ার পূর্বে আর-রশীদ একদিন খালিদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বারমাকের ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, তখন দাসীটি রাস্তায় তাঁর সামনে পড়েছিল এবং সে তখন বলছিল, আমাদেরকেও কি আপনাকে পাওয়ার ভাগ্য হবে ? তিনি বললেন, কেমন করে এটা সম্ভব ? দাসীটি বলল, আপনি আমাকে এ বৃদ্ধ থেকে হেবা হিসেবে চেয়ে নিন। এরপর আর-রশীদ তাকে খালিদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বারমাক থেকে হেবা হিসেবে ইচ্ছে করেন। তিনি তাঁকে তা দান করেন আর দাসীও তাঁর কাছে মর্যাদা লাভ করে এবং তিন বছর তাঁর কাছে অবস্থান করে ও পরে মারা যায়। আর-রশীদ তার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং তার জন্য শোকগাথা রচনা করেন। তার অংশ বিশেষ হল নিম্নরূপঃ

قَدْ قُلْتُ لَمَّا ضَمَّنُوْكِ الثَّرَى + وَجَالَتِ الْحَسْرَةُ فِىْ صَدْرِىْ
اِذْهَبْ فَلاَقِ اللّٰهَ لاَ سَرَّنِىْ + بَعْدَكَ شَىْءٌ اٰخِرَ الدَّهْرِ ـ

অর্থাৎ "যখন তোমাকে মাটি বুকে নিয়ে নিল এবং আমার বুকে অনুশোচনা দোল খাচ্ছিল তখন আমি বললাম, তুমি যাও আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ কর। তবে তুমি জেনে রেখো তোমার তিরোধানের পর অন্য কোন বস্তুই কিয়ামত পর্যন্ত আমাকে খুশী করতে পারবে না।"

তার মৃত্যু সম্পর্কে আল-আব্বাস ইব্‌ন আহনাফ বলেন ঃ

يَا مَنْ تَبَاشَرَتِ الْقُبُوْرُ بِمَوْتِهَا + قَصَدَ الزَّمَانُ مَسَاءَتِىْ فَرَمَاكِ
اَلْبَغِى الاَنِيْسَ فَمَا اَرٰى لِىْ مُوْنِسًا + اِلاَّ التَّرَدُّدَ حَيْثُ كُنْتُ اَرَاكَ ـ

অর্থাৎ “হে মহিয়সী ! যার মৃত্যুতে সমাধিসমূহ সংসংবাদ গ্রহণ করছে। তবে যুগ আমার প্রতি বৈরীভাব পোষণ করছে, তাই তোমাকে মৃত্যুর কোলে নিক্ষেপ করেছে। আমি বন্ধু হারা কিন্তু তোমাকে আমি যেখানে দেখতাম সেখানে বার বার গমন ব্যতীত অন্য কাউকে আমার বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করতে পারছি না।”

বর্ণনাকারী বলেন, আর-রশীদ তাকে চল্লিশ হাজার দিরহাম প্রদান করার হুকুম দিলেন। প্রতি পঙক্তির জন্য দশ হাজার। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

১৭৪ হিজরীর আগমন

এ বছর সিরিয়া দলাদলি শুরু হয় ও বাসিন্দাদের মাঝে বিশৃংখলা দেখা দেয়। এ বছর আর-রশীদ ইউসুফ ইব্ন কাযী আবূ ইউসুফকে কাযী নিযুক্ত করেন যখন তাঁর পিতা ছিলেন জীবিত। এ বছর আবদুল মালিক ইব্ন সালিহ গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি রোমকদের শহরে ঢুকে পড়েন। এ বছর আর-রশীদ লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। তিনি যখন মক্কার নিকটবর্তী হন তখন তাঁর কাছে সংবাদ পৌছে যে, মক্কায় মহামারী দেখা দিয়েছে। তিনি তাই মক্কায় প্রবেশ করেননি যতক্ষণ না তিনি আরাফাতের অবস্থানের সময় আরাফাতে অবস্থান করেন। এরপর তিনি মুযদালিফা আগমন করেন। এরপর মিনা গমন করেন। তারপর মক্কা প্রবেশ করেন বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করেন, সায়ী করেন এবং বিদায় হয়ে চলে আসেন কিন্তু সেখানে অবস্থান করেননি।

১৭৫ হিজরীর আগমন

এ বছর আর-রশীদ তাঁর পরে তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ইব্ন যুবায়দার বায়আত গ্রহণ করেন এবং তাঁর নাম রাখেন আল-আমীন। তখন তাঁর বয়স ছিল পাঁচ বছর। এ সম্পর্কে কবি সালিম আল-খাসির বলেন ঃ

قَدْ وَفَّقَ اللّٰهُ الْخَلِيْفَةَ اِذْ بَنَى + بَيْتَ الْخِلَافَةِ لِلْهِجَانِ الْاَزْهَرِ
فَهُوَ الْخَلِيْفَةُ عَنْ اَبِيْهِ وَجَدِّهِ + شَهِدَا عَلَيْهِ بِمَنْظَرٍ وَبِمَخْبَرٍ
قَدْ بَايَعَ الثَّقَلَانِ فِىْ مَهْدِ الْهُدٰى + لِمُحَمَّدِ بْنِ زُبَيْدَةَ ابْنَةِ جَعْفَرٍ -

অর্থাৎ “খলীফা যখন রাজধানীর শহর নির্মাণ করেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে উত্তম ও উজ্জ্বল কর্ম সম্পাদন করার তাওফীক দেন। তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর দাদা থেকেই খলীফা নির্বাচিত হয়ে আসছেন। তাঁরা দু'জনেই তাঁর চমৎকার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দেন। জা'ফরের কন্যা যুবায়দার পুত্র মুহাম্মদের জন্য জিন ও ইনসান হিদায়াতের দোলনায় বায়আত গ্রহণ করেন।”

আর-রশীদ আবদুল্লাহ্ আল-মামূনের মধ্যে মান-মর্যাদা ও অগ্রবর্তিতা লক্ষ্য করছিলেন। আর বলতেন, নিঃসন্দেহে মামূনের মধ্যে রয়েছে আল-মানসূরের বুদ্ধিমত্তা, আল-মাহদীর ইবাদত ও আল-হাদীর আত্মসম্মানবোধ। আর আমি যদি ইচ্ছা করি তাহলে তার মধ্যে চতুর্থ গুণটি যা আমার সংযুক্ত করতে পারি। আমি মুহাম্মদ ইব্ন যুবায়দাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। আর আমি অবশ্যই জানি যে সে প্রবৃত্তির পূজারী কিন্তু আমার জন্য এটা ব্যতীত অন্য কিছু সম্ভব নয়। এরপর তিনি কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

لَقَدْ بَانَ وَجْهُ الرَّاىِ لِىْ غَيْرَ اَنَّنِىْ + غَلَبْتُ عَلَى الْاَمْرِ الَّذِىْ كَانَ اَحْزَمَا
وَكَيْفَ يُرَدُّ الدَّرُّ فِى الضَّرْعِ بَعْــدَ مَا + نُوَزِّعُ حَتَّى صَارَ نَهْبًا مِقْسَمًا
اَخَافُ الْتِوَاءَ الْاَمْرِ بَعْدَ اِسْتِوَائِهِ + وَاَنْ يَنْقَضَ الْاَمْرُ الَّذِىْ كَانَ اَبْرَمَا ـ

অর্থাৎ “আমার কাছে আমার অভিমতের কারণ প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তবে যে কাজটি ছিল অধিক শ্রেয় তার কাছে আমি পরাজয়বরণ করেছি। দুধ বণ্টন করে দেয়ার পর ওলানে পুনরায় কোন করে ফেরত নেয়া যায় ? তা হবে বিভিন্ন প্রকারের যুলুম ও জবরদস্তি। খিলাফতের কাজটি সুসংহত হওয়ার পর উল্টা পাক খেয়ে যাওয়ার আমি আশংকা করছি, আর কাজটি মযবূত হওয়ার পর তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আমি ভয় করছি।”

আল্লামা ওয়াকিদীর মতানুসারে আবদুল মালিক ইব্‌ন সালিহ্ এবার গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধ পরিচালনা করেন। আর আর-রশীদ লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। এ বছর ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান দায়লামে বিদ্রোহ করেন ও সেখানে সংগ্রাম করেন। এ বছর যারা ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ঃ পরহেযগার ও ইবাদতগুযার শাওয়ানা।

তিনি ছিলেন একজন কৃষ্ণকায় দাসী। তিনি খুব বেশী বেশী ইবাদত করতেন। তাঁর থেকে কবি হাস্‌সানের কিছু কথা বর্ণিত রয়েছে। একদিন আল-ফুযায়ল ইব্‌ন ইয়ায তাঁর কাছে দু'আর দরখাস্ত পেশ করেন। তখন তিনি বলেন, তুমি কি চাও তোমার ও তার মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে তার সম্বন্ধে আমি দু'আ করব এবং তা তোমার পক্ষে মনযূর করা হবে ? তখন আল-ফুযায়ল একটি চীৎকার দেন এবং বেহুঁশ হয়ে যান। এ বছরই ইনতিকাল করেন ঃ আল-লায়স ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবদুর রহমান আল-ফাহমী। যিনি ছিলেন আযাদকৃত গোলাম। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, তিনি ছিলেন কায়স ইব্‌ন রিফাআ-এর আযাদকৃত গোলাম। তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন মুসাফির আল-ফাহমীরও আযাদকৃত দাস ছিলেন। আল-লায়ছ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মিসরীয় শহরগুলোর ইমাম ছিলেন। চুরানব্বই হিজরীতে মিসরীয় শহর কারা কাসান্দা নামক জায়গায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আর তাঁর মৃত্যু ছিল এ বছরের শাবান মাসে। কিন্তু তিনি মিসরের বিভিন্ন শহরে লালিত পালিত হন। ইব্‌ন খাল্লিকান আরো বলেন, তিনি ছিলেন মূলত কালা কাসান্দা-এর অধিবাসী। কেউ কেউ বর্ণনা করেন যে, তিনি ছিলেন উত্তম-বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। তিনি মিসরের কাযী নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁরা তাঁর বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে পারেননি। তিনি একশ চব্বিশ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আর এটা একটি অভিনব অভিমত। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন, তিনি প্রতি বছর সরকারের তহবিল থেকে পাঁচ হাজার দীনার খরচ বাবদ পেতেন। অন্যরা বলেন, তিনি ফসলের খরচ হিসেবে প্রতি বছর আশি হাজার দীনার পেতেন। তার উপর যাকাত ওয়াজিব হত না। তিনি ছিলেন ফিকাহ্ হাদীস ও অভিধান শাস্ত্রের একজন বিশেষজ্ঞ। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, আল-লায়ছ মালিক (র) থেকে বড় ফকীহ্ ছিলেন কিন্তু তাঁর সাথীরা তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন। ইমাম মালিক তাঁর কাছে লোক প্রেরণ করেন এবং তাঁর কন্যাকে উপহার দেয়ার জন্য কিছু বস্তু চান। তখন তিনি ত্রিশ উটের বোঝা প্রেরণ করেন। মালিক এর দ্বারা তাঁর প্রয়োজন পূরণ করেন এবং তাঁর থেকে পাঁচশ দীনার মূল্যমানের বস্তু বিক্রি করেন। এরপরেও তাঁর কাছে

কিছু বাকী থাকে। একবার তিনি হজ্জ পালন করেন। মালিক তাঁর কাছে হাদিয়া প্রেরণ করেন। তিনি একটি পাত্র প্রেরণ করেন যার মধ্যে ছিল পাকা তাজা খেজুর। তখন তিনি এক হাজার দীনারসহ পাত্রটি ফেরত দেন। তিনি তাঁর সাথী আলিমদের প্রত্যেককে এক হাজার দীনার এবং কোন কোন সময় প্রায় এক হাজার দীনার দান করতেন। তিনি নৌপথে আলেকজান্দ্রিয়ায় ভ্রমণ করতেন। তিনি ও তাঁর সাথিগণ এক নৌযানে ভ্রমণ করতেন এবং অন্য নৌযানে থাকত তাদের রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ কার্যকলাপ ছিল অত্যন্ত বিশাল। ইব্ন খাল্লিকান বর্ণনা করেন যে, যেদিন আল-লায়ছ ইনতিকাল করেন তখন তিনি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন ঃ

ذَهَبَ اللَّيْثُ فَلاَ لَيْثَ لَكُمْ + وَمَضَى الْعِلْمُ غَرِيْبًا وَّقَبْرًا ـ

অর্থাৎ "আল-লায়ছ চলে গেছেন তোমাদের জন্য আর আল-লায়ছ সৃষ্টি হবে না। নিঃস্ব অবস্থায় আল-লায়ছের ইল্ম কবরে চলে গেছে।"

ঘোষককে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এদিক সেদিক খোঁজ করেন কিন্তু তাঁরা কাউকে দেখতে পেলেন না।

এ বছর আরো একজন ইনতিকাল করেন। তিনি হলেন আল-মুনযার ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আল-মুনযার। তিনি ছিলেন কুরায়শ বংশের একজন সদস্য। আল-মাহদী যখন তাঁকে কাযীর পদ প্রদান করেন এবং বায়তুল মাল থেকে এক লাখ দিরহাম প্রদান করেন তখন তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র কাছে শপথ করেছি যে, আমি কোন পদ গ্রহণ করব না। আমি আমীরুল মু'মিনীন থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় হারু যেন আমি আমার শপথের খিয়ানত না করি। মাহদী বলেন, তুমি কি আল্লাহ্র শপথ করে বলছ? তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ করে বলছি। মাহদী বললেন, চলে যাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

১৭৬ হিজরীর আগমন

এ বছর দায়লাম শহরে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব আবির্ভূত হন। জনগণের একটি বিরাট দলও তাঁর অনুসারী হলেন। তাঁর শক্তি বৃদ্ধি পেতে লাগল। বিভিন্ন পরগনা ও শহর থেকে লোকজন তাঁর দিকে ধাবিত হতে লাগল। আর-রশীদ এজন্য অস্বস্তিতে নিপতিত হলেন এবং তাঁর ব্যাপারে পেরেশান হয়ে পড়লেন। পঞ্চাশ হাজার সৈন্যসহ আল-ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ ইব্ন বারমাককে তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং তাঁকে কুরুল জাবাল, রায়, জুরজান, তাবারিস্তান, কুমাস ও অন্যান্য জায়গায় শাসক নিযুক্ত করেন। আল-ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বড় শান-শওকতে ঐসব এলাকায় গমন করেন। প্রতিটি মনযিলে ডাকহরকরা মারফত আর-রশীদের উৎসাহ ব্যঞ্জক পত্রগুলো ও বিভিন্ন রকমের উপঢৌকন পৌছতে থাকে। দায়লামের শাসক ও আর-রশীদের লেখক, সেনাপতিকে এক কোটি দিরহাম প্রদান করার অঙ্গীকার করেন যদি সে তাদের উপর ইয়াহ্ইয়ার বিদ্রোহ নিরাময় করতে পারে। আল-ফযল ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্র কাছে পত্র লিখে তাঁকে নিরাপত্তার ওয়াদা করে, উচ্চ আশা দান করে, লোভ-লালসা দেখায় এবং যদি সে তার কাছে বের হয়ে আসে তাহলে আর-রশীদের কাছে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে বলে অংগীকার করে। তবে ইয়াহ্ইয়া তাদের কাছে বের হয়ে আসতে অস্বীকার করেন যতক্ষণ না আর-রশীদ নিজ হাতে তাঁর জন্য নিরাপত্তানামা

লিখে দেন। আল-ফযল আর-রশীদের কাছে এ ব্যাপারে পত্র লিখেন। তাতে আর-রশীদ খুশী হন এবং এটাকে একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করেন। তাই তিনি নিজ হাতে নিরাপত্তানামা লিখে দেন এবং তার মধ্যে বনূ হাশিমের মুরব্বী, কাযী ও ফকীহ্দের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। বনূ হাশিমের মুরব্বীদের মধ্যে আবদুস সামাদ ইব্ন আলীও ছিলেন। হারূন লোক মারফত নিরাপত্তানামা প্রেরণ করেন, তার সাথে বহু পুরস্কার ও উপঢৌকন প্রেরণ করেন যাতে এসবগুলো তাঁরা তাঁকে প্রদান করেন। তাঁরা তাঁকে এগুলো প্রদান করলেন। তখন তিনি নিজে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁরা তাঁকে নিয়ে বাগদাদ প্রবেশ করলেন। তিনি আর-রশীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আর-রশীদ তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান করেন এবং প্রচুর সম্পদ দান করেন। বারমাকীরা আর-রশীদের বহু খিদমত করেন এজন্য ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ বলতেন, আমার সন্তানরা এবং আমি নিজে তাঁর বহু খিদমত করেছি। তাদের এরূপ খিদমতের কারণে আর-রশীদের কাছে ফযলের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তিনি আব্বাসী এবং ফাতিমীদের মধ্যে মীমাংসা করার চেষ্টা করেন। এ সম্পর্কে আল-ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া এর প্রশংসা এবং তাঁর কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে মারওয়ান ইব্ন আবূ হাফসা বলেন ঃ

ظَفَرْتَ فَلاَ شَلَّتْ يَدُ بَرْمَكِيَّةً + رَتَقْتَ بِهَا الْفَتْقَ الَّذِىْ بُيْنَ هَاشِمٍ
عَلٰى حِيْنٍ اَعْيَا الرَّاتِقِيْنَ الْتِئَامُهُ + فَكُفُّوْا وَقَالُوْا لَيْسَ بِالْمُتَلاَئِمٍ
فَاصْبَحْتَ قَدْ فَازَتْ يَدَاكَ بِخَطَّةٍ + مِنَ الْمَجْدِ بَاقٍ ذِكْرُهَا فِى الْمَوَاسِمِ
وَمَا زَالَ قِدْحُ الْمُلْكِ يَخْرُجُ فَائِزًا + لَكُمْ كُلَّمَا ضَمَّتْ قِدَاحُ الْمُسَاهِمٍ -

অর্থাৎ "তুমি সফলতা লাভ করেছ। তারপর বারমাকীদের হাত অচল হয়ে থাকবে না। হাশিমীদের মাঝে যে বিদীর্ণতা দেখা দিয়েছিল তা তুমি তোমার প্রাণপণ চেষ্টায় এমন সময় মেরামত করেছিলে ও ছিদ্র বন্ধ করে দিয়েছিলে যখন তার সংস্কারের বিষয়টি সংস্কারকদেরকে অক্ষম করে দিয়েছিল এবং তারা পরে এ কাজ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং তারা বলছিল এখন আর এটা সম্ভব ও সমীচীন নয়। তারপর তোমার সদিচ্ছার দু'হাত বিশেষ মর্যাদা সহকারে সাফল্য মণ্ডিত হল যার স্মৃতিচারণ হজ্জের মওসুমেও লোকের মুখে মুখে জারি থাকবে। প্রতিযোগীদের তীরগুলো যখন প্রতিযোগিতার জন্য মিলিত হয় তখন সম্রাটের তীরটিই তোমাদের জন্য সফলতার সংবাদ বহন করে নিয়ে আসে।"

ঐতিহাসিকগণ বলেন, এরপর আর-রশীদ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানের প্রতি অসন্তুষ্ট হন ও তাঁর প্রতি রাগান্বিত হন। কেউ কেউ বলেন, তিনি তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। পরে তাঁকে নিজের কাছে তলব করেন এবং তাঁর কাছে তখন ছিল হাশিমীদের বিভিন্ন লোকজন। আর-রশীদ যে নিরাপত্তানামাটি লোক মারফত প্রেরণ করেছিলেন তা চেয়ে পাঠান। এ নিরাপত্তানামা সম্বন্ধে তিনি মুহাম্মদ ইব্ন হাসানকে জিজ্ঞাসা করেন এটা কি বিশুদ্ধ ? জবাবে তিনি বলেন, হ্যাঁ। আর-রশীদ এতে তার উপর রাগান্বিত হন। আবুল বুখতারী বলেন, এ নিরাপত্তানামাটির কোন মূল্য নেই আপনি এটা সম্পর্কে যা ইচ্ছা হুকুম দিতে পারেন। তিনি নিরাপত্তানামাটি ছিঁড়ে ফেলেন। আর আবুল বুখতারী তার মধ্যে থুথু নিক্ষেপ করেন। আর-রশীদ

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্র পানে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, আস ! আস ! এ কথা বলে তিনি ক্রোধের হাসি হাসছিলেন। তিনি আরো বললেন, কোন কোন লোক ধারণা করছেন যে, আমরা তোমাকে বিষ পান করতে বাধ্য করেছি। ইয়াহ্ইয়া তখন বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার সাথে আমাদের রয়েছে ঘনিষ্ঠতা, আত্মীয়তা, সহমর্মিতা ও অধিকার। তাহলে আপনি আমাকে কোন কথার উপর শাস্তি দেবেন এবং কয়েদ করবেন ? এতে তাঁর প্রতি আর-রশীদের অনুগ্রহ দেখা দিল কিন্তু এতে বাক্কার ইব্ন মুসআব ইব্ন ছাবিত ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র প্রতিবাদ করলেন এবং বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! এ ব্যক্তির এরূপ ভাষ্যে আপনি যেন প্রতারিত না হন। কেননা এ ব্যক্তি অবাধ্য ও অপরাধী। আর এটা হলো তার থেকে প্রবঞ্চনা ও অনাচার। আমাদের শহরে সে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে ও তার দরুন আইন ভঙ্গের প্রবণতা সাধারণের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইয়াহ্ইয়া তাকে বললেন, তোমরা আবার কে ? আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন। নিঃসন্দেহে তোমার পিতা, আমাদের পিতা ও তাঁর পিতার সাথে মদীনায় হিজরত করেন। তারপর ইয়াহ্ইয়া বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! এ আমার কাছে এসেছে যখন আমার ভাই মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ নিহত হয়। তিনি বললেন, তার হত্যাকারীর উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত বর্ষিত হোক। তারপর তিনি আমার কাছে বিশ পঙক্তি কবিতা আবৃত্তি করেন এবং আমাকে বলেন, যদি তুমি এ ব্যাপারে আন্দোলন কর তাহলে তুমি আমাকে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে পাবে যে তোমার হাতে বায়আত করবে এবং আমাদের সাহায্য তোমার সাথে থাকা অবস্থায় কে এমন আছে যে বসরায় তোমার সাথে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে নিষেধ করতে পারে ? বর্ণনাকারী বলেন, এতে আর-রশীদ ও আয-যুবায়রীর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। আয-যুবায়রী দুঃখ পেলেন এবং কঠিন শপথ সহকারে শপথ করতে লাগলেন যে, সে এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী। আর-রশীদ হয়রান ও পেরেশান হয়ে পড়েন। এরপর তিনি ইয়াহ্ইয়াকে বললেন, তুমি কি শোক গাথার কিছু অংশ সংরক্ষণ করে রেখেছ ? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং কিছুটা আবৃত্তি করলেন। আয-যুবায়রী তখন আরো প্রচণ্ডভাবে অস্বীকার করতে লাগলেন। তখন তাকে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ বললেন, তাহলে তুমি বল ঃ যদি আমি মিথ্যাবাদী হই তাহলে আল্লাহ্র শক্তি সামর্থ্য থেকে আমি পৃথক হয়ে গেলাম। আর আল্লাহ্ যেন আমাকে আমার শক্তি সামর্থ্যের উপর সোপর্দ করেন। কিন্তু সে এরূপ শপথ করতে অস্বীকার করল। তাই আর-রশীদ তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার সংকল্প নিলেন এবং তার উপর রাগান্বিত হলেন। তারপর সে শপথ করল কিন্তু আর-রশীদের দরবার থেকে বের হবার সাথে সাথে আল্লাহ্ তার উপর পক্ষাঘাত রোগ নিক্ষেপ করে দিলেন। আর তৎক্ষণাৎ সে মৃত্যুমুখে পতিত হল। কেউ কেউ বলেন, তার স্ত্রী বালিশ দ্বারা তার চেহারায় মেরেছিল। এভাবে তাকে আল্লাহ্ মেরে ফেলেন।

তারপর আর-রশীদ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্কে ছেড়ে দেন এবং তাঁকে এক লাখ দীনার প্রদান করেন। কেউ কেউ বলেন, দিনের কিছু অংশের জন্য তাঁকে বন্দী করা হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, তিন দিনের জন্য বন্দী করেছিলেন। আর-রশীদ থেকে যে সম্পদ তিনি পেয়েছিলেন তার পরিমাণ হল চার লাখ দীনার। এসব ঘটনার পর তিনি মাত্র এক মাস জীবিত ছিলেন। এরপর তিনি মারা যান। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

এ বছরই সিরিয়ায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাট বিভ্রান্তি ও মতভেদ দেখা দেয় তারা হল

নাযারিয়া ও ইয়ামানিয়া। নাযারিয়া হল কায়স সম্প্রদায়ের লোক আর ইয়ামানিয়া হল ইয়ামানের। হুরান নামক স্থানে দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম বিরোধ প্রকাশ পায়। জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যে অশান্তি ও বিশৃংখলা বিরাজ করছিল তা আবার তারা ফিরিয়ে আনে। তাই এ বছর এভাবে তাদের বহু লোক মারা যায়। খলীফা আর-রশীদের পক্ষ থেকে তাঁর চাচা মূসা ইব্‌ন ঈসা সিরিয়ায় নায়িব ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন আবদুস সামাদ ইব্‌ন আলী। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

জা'ফর আল-মানসূরের আযাদকৃত গোলামদের একজন সানাদী ইব্‌ন সাহল ছিলেন শুধু দামেশকের নায়িব। যখন শহরে বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলা দেখা দেয় তখন কায়সিয়াদের সর্দার আবুল হায়যাম আল-মযীর আধিপত্যের ভয়ে দামেশকের শহর প্রাচীর ধ্বংস করে দেয়া হয়। আর এ আল-মযী ছিলেন একজন কুৎসিত ও কুদর্শন ব্যক্তি। জাহিয বলেন ঃ তিনি ভাড়াটিয়া, মাঝি ও তাঁতী থেকে শপথ নিতেন না এবং বলতেন, তাদের কথা কোন শপথ ব্যতীতই গ্রহণীয়। তিনি মুটেরা ও শিক্ষকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ প্রদত্ত কল্যাণের ধারণা করতেন। তিনি দু'শ চার হিজরীতে ইনতিকাল করেন। ব্যাপারটি যখন প্রকট আকার ধারণ করে আর-রশীদ নিজের পক্ষ থেকে সেনাপতি ও নেতৃস্থানীয় একটি দলসহ মূসা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালিদকে প্রেরণ করেন। তাঁরা জনগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেন ; তাদের চেষ্টায় বিভ্রান্তি প্রশমিত হয় এবং প্রজাদের যাবতীয় বিষয় স্থিতিশীল হয়। আর-রশীদ তাদের বিষয়টি ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালিদের কাছে সোপর্দ করেন। তিনি তাদের ক্ষমা করেন ও তাদের মুক্ত করে দেন। এ সম্পর্কে কোন কবি বলেন ঃ

قَدْ هَاجَتِ الشَّامُ هَيْجًا + يَشِيْبُ رَأْسُ وَلِيْدِهِ
فَصَبَّ مُوْسٰى عَلَيْهَا + بِخَيْلِهِ وَجُنُوْدِهِ
فَدَانَتِ الشَّامُ لَمَّا + اُتِيَ بِسَنَحٍ وَحِيْدِهِ
هَذَا الْجَوَادُ الَّذِيْ + بَذَّ كُلُّ جُوْدٍ بِجُوْدِهِ
اَعَدَّاهُ جُوْدُ اَبِيْهِ + يَحْيَ وَجُوْدُ جُدُوْدِهِ
فَجَاَدْ مُوْسَى بْنُ يَحْيٰى + بِطَارِفٍ وَتَلِيْدِهِ
وَنَالَ مُوْسٰى ذُرَى الْمَجْدِ + وَهُوَ حَشْوُ مُهُوْدِهِ
خَصَّصْتَهُ بِمَدِيْحِيْ + مَنْشُوْرِهِ وَقَصِيْدِهِ
مِنَ الْبَرَامِكِ عُوْدًا + لَهُ فَاكْرَمُ بِعَوْدِهِ
حَوُّوْا عَلَى الشَّعْرِ طُرًا + خُفَيْفَهِ وَمَدِيْدِهِ -

অর্থাৎ "সিরিয়ায় এমন যুদ্ধ বিগ্রহের আগুন জ্বলে উঠেছে। যার কারণে বালকের মাথার চুল পেকে যায়। সেনাপতি মূসা তাঁর সৈন্য সামন্ত নিয়ে তা প্রশমিত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। যখন তিনি তাঁর অনন্য কল্যাণ ও বরকত নিয়ে আগমন করেন তখন সিরিয়া তাঁর সামনে

মস্তকাবনত হয়ে পড়ে। তিনি এমন একজন দানশীল ব্যক্তি ছিলেন যাঁর দানের ফলে সকল দানের পূর্ণতা এসেছিল। তাঁর পিতা ইয়াহ্ইয়ার দান ও তাঁর দাদার দান তাঁকে দান করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এরপর মূসা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তাঁর নিজ অর্জিত ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ দান করেন। আর এভাবে মূসা মান-মর্যাদার পাকা ফল অর্জন করেন যা তাঁর দোলনা বা বিছানার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত। কবি বলেন, আমার কাসীদা (কবিতা) ও গদ্যের মাধ্যমে কৃত প্রশংসাকে তার জন্যই নির্দিষ্ট করে নিয়েছি। এমনি মর্যাদা বারমাকীদের থেকেই বারবার এসে থাকে। আর উচ্চতর রূপ নিয়ে এসে থাকে। সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ উভয় প্রকারের প্রশংসা কবিতাই নিজেদের জন্যই তারা সংগ্রহ করে নিয়েছে।

এ বছরই আর-রশীদ আল-গাতরীফ ইব্‌ন আতাকে খুরাসান থেকে বরখাস্ত করেন এবং আল-আরূস উপাধি প্রাপ্ত হামযা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আল-হায়ছাম আল-খুযাঈকে তথায় নিযুক্ত করেন। এ বছরই আর-রশীদ জা'ফর ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালিদকে মিসরের নায়িব নিযুক্ত করেন। এরপর জা'ফর, উমর ইব্‌ন মিহরানকে সেখানকার নায়িব নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন ত্রুটিপূর্ণ অবয়ব, ত্রুটিপূর্ণ আকৃতি, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও টেরা চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তি। তার নায়িব হিসেবে নিযুক্তি পাওয়ার কারণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

মিসরের নায়িব মূসা ইব্‌ন ঈসা আর-রশীদের পদচ্যুতির দৃঢ় সংকল্প করেছিল। তখন আর-রশীদ বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তাকে অবশ্যই বরখাস্ত করব এবং একজন উত্তম লোককে মিসরের নায়িব নিযুক্ত করব। তখন তিনি এ উমর ইব্‌ন মিহরানকে ডাকলেন এবং জা'ফর ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আল-বারমাকী এর স্থলে তাকে মিসরের শাসক নিযুক্ত করলেন। তখন তিনি একটি খচ্চরে সওয়ার হয়ে রওনা হলেন এবং তার গোলাম আবূ দাররা অন্য একটি খচ্চরে সওয়ার ছিল। এইভাবে তিনি মিসরে প্রবেশ করেন এবং মিসরের নায়িব মূসা ইব্‌ন ঈসার মজলিসে পৌঁছেন ও মানুষের পেছনে বসে পড়েন। লোকজন যখন বিদায় নিলেন তখন তাঁর দিকে মূসা ইব্‌ন ঈসা মুখ ঘুরালেন কিন্তু তিনি তাঁকে চিনতে পারেননি যে তিনি কে ? সুতরাং নায়িব তাঁকে বললেন, হে শায়খ ! আপনার কি কোন প্রয়োজন আছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমীরকে আল্লাহ্ সৎ ও সদাচারী করুন। এরপর তিনি তাঁকে পত্রটি দিলেন। যখন তিনি তা পাঠ করলেন বললেন, তুমিই কি উমর ইব্‌ন মিহরান ? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। আমীর বললেন, আল্লাহ্ ফিরআওনের উপর অভিশম্পাত অবতীর্ণ করুন যখন সে বলেছিল মিসরের সাম্রাজ্য কি আমার নয় ? এরপর তিনি তার কাছে দায়িত্বভার সমর্পণ করলেন এবং অন্যত্র চলে গেলেন। উমর ইব্‌ন মিহরান তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ও কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি স্বর্ণ, রৌপ্য কিংবা কাপড় ব্যতীত অন্য কোন বস্তু হাদিয়া গ্রহণ করতেন না। এরপর প্রত্যেকটি হাদিয়ার উপর হাদিয়াদাতার নাম লিখে রাখতেন। এরপর তিনি প্রজাদের থেকে রাজস্ব আদায় করতেন এবং রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তাদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করতেন। তাদের কেউ কেউ এ ব্যাপারে টালবাহানা করত। তখন তিনি শপথ করে বলতেন, কেউ যদি এ ব্যাপারে টালবাহানা করে তাহলে তাকে এরূপ শাস্তি দেয়া হবে এবং তা দেয়াও হত। এভাবে তিনি বহু সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন। আর যা সংগ্রহ করা হত তা তিনি বাগদাদে প্রেরণ করতেন এবং যে ব্যক্তি তা আদায়ে টালবাহানা করত তাকেও বাগদাদে প্রেরণ করতেন। এরপর লোকজন তাঁর সাথে শিষ্টাচার শিক্ষা করলেন। পরে দ্বিতীয় কিস্তির আদায়ের

সময় ঘনিয়ে আসল কিন্তু এবার তাদের বহু লোক এটা আদায়ে অক্ষম হয়ে পড়লেন। তখন তারা যা কিছু হাদিয়া আদায় করতে পারতেন তা তিনি হাযির করাতেন যদি তা নগদ হত তা তিনি তাদের থেকে আদায় করতেন আর যদি তা গমের আকারে হত তখন তিনি তা বিক্রি করে দিতেন এবং এভাবে রাজস্ব আদায় করতেন তিনি। তিনি তাদেরকে বলতেন, আমি এগুলো তোমাদের জন্য সংগ্রহ করছি তোমাদের প্রয়োজনে কাজে লাগবে। এরপর মিসরের শহরগুলোর সমস্ত রাজস্ব তিনি পরিপূর্ণভাবে আদায় করে নিলেন। তাঁর পূর্বে আর কেউ এরূপ করেননি। এরপর তিনি মিসর থেকে বিদায় নিলেন। কেননা তিনি আর-রশীদের সাথে শর্ত করে ছিলেন যে যখন দেশে শান্তি ফিরে আসবে তখন তিনি রাজস্ব আদায় করে দেবেন। আর এটাই তাঁর বিদায়ের অনুমতি হিসেবে গণ্য। মিসরের শহরগুলোতে তাঁর সাথে কোন সৈন্য সামন্ত ছিল না। তাঁর সাথে শুধু ছিলেন তার গোলাম আবূ দাররা ও দারোয়ান। দারোয়ানই তাঁর যাবতীয় কাজ পরিচালনা করত। এ বছর আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল মালিক গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধ পরিচালনা করেন ও একটি দুর্গ জয় করেন। এ বছর আর-রশীদের স্ত্রী যুবায়দা হজ্জ পালন করেন। তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর ভাই। আমীরে হজ্জ ছিলেন রশীদের চাচা, সুলায়মান ইব্ন আবূ জা'ফর আল-মানসূর। এ বছর যারা ইনতিকাল করেন তাঁরা হলেন ঃ

ইবরাহীম ইব্ন সালিহ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস। তিনি মিসরের আমীর ছিলেন। শাবান মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

ইবরাহীম ইব্ন হারমা ; তিনি ছিলেন একজন কবি। তিনি হলেন ঃ আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন আলী ইব্ন সালামা ইব্ন আমির ইব্ন হারমা আল-ফিহ্রী আল-মাদানী। মদীনার বাসিন্দাদের প্রতিনিধি দল যখন আল-মানসূরের কাছে গমন করেছিলেন তখন তিনি প্রতিনিধিদলের প্রধান হিসেবে মানসূরের কাছে গমন করেন। মানসূরকে আড়াল করে একটি পর্দার পাশে এমনভাবে তাদেরকে বসানো হল যাতে মানসূর লোকজনকে পেছন থেকে দেখতে পান কিন্তু তারা তাকে দেখতে না পায়। আবুল খাসীব দারোয়ান দাঁড়িয়ে বলছিল– হে আমীরুল মু'মিনীন ! ইনি অমুক কবি, এরপর তাঁকে হুকুম দেয়া হয় এবং তিনি কবিতা আবৃত্তি করেন। এভাবে আবার সে বলে– ইনি অমুক খতীব। এরপর তাঁকে হুকুম দেয়া হয় এবং তিনি খুতবা দান করেন। এভাবে করার পর ইব্ন হারমা এর পালা আসল। বর্ণনাকারী বলেন, তাকে আমি বলতে শুলনালম ঃ لَامَرْحَبًا وَلَا اَهْلًا وَلَا اَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا ۔ অর্থাৎ "কোন মারহাবা নেই, কোন আহলান নেই আর আল্লাহ্ যেন তোমাকে কোন সতর্ক প্রহারা দান না করেন।" বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম– তুই ধ্বংস হয়ে গেছ। এরপর আমাকে কবিতা আবৃত্তি করতে বলা হল। আমি আমার কাসীদা পাঠ করলাম। তার মধ্যে আমি বলতে লাগলাম ঃ

سُرَّى ثَوْبُهُ عِنْدَ الصَّبَا الْمُتَجَابِلِ + وَقَرَّبَ لِلْبَيْنِ الْخَلِيْطِ الْمُزَايِلِ ۔

অর্থাৎ "তার কোমরে ছিল কাপড় বাঁধা, মৃদুমন্দ সমীরণে দুলায়িত সকাল বেলায় এমন এক শরীকের সান্নিধ্য লাভ করেন যিনি একদিন পৃথক হয়ে যাবেন।"

এরপর আমি আমার এ কথায় পৌছলাম ঃ

فَاَمَّا الَّذِىْ اَمَنْتُهُ يَاْمَنُ الرَّدِىُّ + وَاَمَّا الَّذِىْ حَاوَلْتُ بِالثُّكْلِ ثَاكُلُ -

অর্থাৎ "আমি যাকে নিরাপত্তা দিলাম সে নগণ্য ব্যক্তিকেও নিরাপত্তা দিতে লাগল। আর আমি যাকে নিখোঁজ সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য নিযুক্ত করেছি সে নিজেই হারিয়ে যাচ্ছে।"

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর পর্দা অপসারণের নির্দেশ দেয়া হল, দেখা গেল তাঁর চেহারা যেন চন্দ্রের একটি টুকরা। এরপর আমাকে কাসীদা এর বাকী অংশটুকু আবৃত্তি করতে বলা হল এবং তার সামনের দিক্ দিয়ে নিকটবর্তী হওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। আবার তাঁর কাছে বসার জন্য বলা হল। এরপর তিনি বললেন ঃ হে ইবরাহীম ! তোমার দুর্ভাগ্য, যদি তোমার অপরাধের কথা আমার কাছে না পৌঁছত তাহলে আমি তোমাকে তোমার সাথীদের চেয়ে বেশী মর্যাদা প্রদান করতাম। তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার কাছে আমার যত অপরাধের সংবাদ পৌঁছেছে আপনি তার কিছুই ক্ষমা করেননি। আমি এখনও আমার অপরাধ স্বীকার করছি। বর্ণনাকারী বলেন, মানসূর তখন তাঁর হাতের ছড়িটি উত্তোলন করলেন ও তা দ্বারা আমাকে দু'টি আঘাত করলেন এবং আমাকে দশ হাজার দীনার ও পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত পোশাক অর্পণ করার জন্য নির্দেশ দিলেন, আমাকে ক্ষমা করলেন এবং আমার সঙ্গিনীদের সাথে মিলিত হবার অনুমতি প্রদান করলেন। মানসূর তার উপর যে রাগান্বিত হয়েছিলেন তার একটি নমুনা হল তাঁর মন্তব্য ঃ

وَمَهْمَا الْاُمُّ عَلَى حُبِّهِمْ + فَاِنِّىْ اُحِبُّ بَنِى فَاطِمَةَ
بَنِىْ بِنْتِ مَنْ جَاءَ بِالْمُحْكَمَاتِ + وَبِالدِّيْنِ وَبِالنِّسْبَةِ الْقَائِمَةِ
فَلَسْتُ اُبَالِىْ بِحُبِّىْ لَهُمْ + سِوَاهُمْ مِنَ النَّعْمِ السَّائِمَةِ -

অর্থাৎ "যতদিন যাবৎ মা তাদের মহব্বতে নিয়োজিত থাকবেন ততদিন আমি অবশ্যই ফাতিমার বংশধরকে মহব্বত করব। তারা এমন লোকের কন্যার বংশধর যিনি আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, আল্লাহ্‌র দ্বীন ও সুদৃঢ় বন্ধন নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। সুতরাং তাঁদের প্রতি আমার মহব্বত থাকার কারণে তাঁদের ব্যতীত অন্যসব বিচরণকারী পশুদের মহব্বতের কোন চিন্তাই আমি করি না।"

আল-আখফাশ বলেন, আমাদের ছা'লাব বলেছেন যে, আল-আসমাঈ বলেছেন ঃ আমি ইব্‌ন হারমর মাধ্যমে কবিদের বর্ণনার পরিসমাপ্তি ঘটালাম। আবুল ফারাজ ইব্‌ন আল-জাওযী এ বছর তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। এ বছরই ওয়াকী ইব্‌ন জাররা-এর পিতা আল-জাররা ইব্‌ন মালীহ্ ইনতিকাল করেন। আবার এ বছর আবূ আবদুল্লাহ্ সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জামীল আল-মাদীনী ইনতিকাল করেন। আল-মাহদীর সেনাবাহিনীর জন্য সতের বছর তিনি বাগদাদের কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। ইব্‌ন মুঈন ও অন্যরা তাঁকে ছিকা বা নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন সালিহ্ ইব্‌ন বাশীর আল-মারী।

তিনি ছিলেন পরহেযগার বান্দাদের অন্যতম। তিনি অত্যন্ত ক্রন্দন করতেন। তিনি ওয়ায-

নসীহত করতেন। সুফিয়ান আস-সাওরী ও অন্য আলিমগণ তাঁর মজলিসে উপস্থিত হতেন। তিনি বলতেন, এ সুফিয়ান হলেন সম্প্রদায়ের ভীতি প্রদর্শনকারী। একদিন খলীফা আল-মাহদী তাঁকে নিজের কাছে ডেকেছিলেন। তিনি গাধায় সওয়ার হয়ে তাঁর কাছে আগমন করলেন। সওয়ার অবস্থায় তিনি খলীফার বিছানার অতি নিকটে পৌছে যান তখন খলীফা তাঁর দু'পুত্রকে– একজন তাঁর পরে যুবরাজ মূসা আল-হাদী ও অন্যজন হারূনুর রশীদ– তাঁকে সাওয়ারী থেকে নামিয়ে আনার জন্য এগিয়ে যাবার হুকুম দিলেন। তাঁরা এগিয়ে গেলেন ও তাঁকে নামিয়ে নিয়ে আসলেন। তখন সালিহ নিজেকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, তুমি ধ্বংস হয়ে গেছ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যদি আজকে আমি তোষামোদের আশ্রয় নেই এবং আজকের দিনে এ জায়গায় সত্য প্রকাশ না করি। তারপর তিনি আল-মাহদীর কাছে উপবিষ্ট হন এবং তাঁকে উচ্চস্তরের নসীহত করেন এমনকি তাঁকে ক্রন্দন করতে বাধ্য করলেন। এরপর তাঁকে বললেন, "তুমি জেনে রেখো, উম্মতের মধ্যে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরোধিতা করে তাকে তিনি শত্রু মনে করেন। যাকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) শত্রু মনে করেন তাকে আল্লাহ্ তা'আলা শত্রু মনে করেন। সুতরাং আল্লাহ্র শত্রুতা ও রাসূলের শত্রুতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কয়েক বছর ধরে প্রস্তুতি নাও যা তোমার নাজাতের জামিন হবে অন্যথায় ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। জেনে রেখো, যদি শাস্তি বিলম্ব হয় যেমন বিদআতে লিপ্ত শাস্তির যোগ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তাহলে আরো জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর প্রতাপান্বিত। মানব জাতির মধ্যে সুদৃঢ় পদ ব্যক্তি হলেন তাঁরা যাঁরা আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূল (সা)-এর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরেছেন। এভাবে দীর্ঘ বক্তৃতা করলেন। তারপর আল-মাহদী ক্রন্দন করেন এবং এ বক্তব্য তাঁর রেজিস্টার বইতে লিখে রাখার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন।

এ বছরই আবদুল মালিক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর আমর ইব্ন হাযম ইনতিকাল করেন। তিনি ইরাকে কাযী হিসেবে আগমন করেন। এ বছর ফারজ ইব্ন ফুযালা আত-তানোখী আল-হিমসী ইনতিকাল করেন। তিনি আর-রশীদের খিলাফতের আমলে বাগদাদে বায়তুল মালে কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর জন্ম ছিল ৮৮ সালে। আর তিনি ৮৮ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ কার্যকলাপের অন্যতম হল ঃ একদিন আল-মানসূর তাঁর সোনালী প্রাসাদে প্রবেশ করেন। উপস্থিত সকলে দাঁড়ালেন কিন্তু ফারজ ইব্ন ফুযালা দাঁড়ালেন না। খলীফা রাগান্বিত হলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন দাঁড়ালে না ? তিনি বললেন, আমি ভয় করছি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন এবং আপনাকেও জিজ্ঞাসা করবেন যে তুমি এটাতে কেন রাযী ছিলে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) কারো জন্য জনগণের দাঁড়ানোকে পসন্দ করতেন না। বর্ণনাকারী বলেন, মানসূর তখন কাঁদলেন, তাঁকে নিকটে ডেকে নিলেন ও তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করলেন। আবূ সালামা আল-মুসায়্যাব ইব্ন যুহায়র ইব্ন আমর আদ-দাব্বী এ বছর ইনতিকাল করেন। তিনি তিনি আল-মানসূর, আল-মাহদী ও আর-রশীদের খিলাফত আমলে বাগদাদের পুলিশসুপার ছিলেন। তিনি একবার আল-মাহদীর যুগে খুরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ৯৬ বছর জীবিত ছিলেন। আবূ আওয়ানা আল-ওয়াদ্দাই ইব্ন আবদুল্লাহ্ আস-সারী ছিলেন বর্ণনাকারী শায়খদের অন্যতম ইমাম। তিনি এ বছরই ইনতিকাল করেন। তিনি ৮০ বছর অতিক্রম করেছিলেন।

১৭৭ হিজরীর আগমন

এ বছর আর-রশীদ জা'ফর আল-বারমাকীকে মিসর থেকে বরখাস্ত করেন এবং ইসহাক ইব্‌ন সুলায়মানকে তাঁর স্থলে আমীর নিযুক্ত করেন। তিনি হামযা ইব্‌ন মালিককে খুরাসান থেকে বরখাস্ত করেন এবং রায়, সিজিস্তান ও অন্যান্য প্রদেশের শাসনভারসহ অতিরিক্ত এ প্রদেশের শাসনভারও আল-ফযল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আল-বারমাকীকে অর্পণ করেন। আল-ওয়াকিদী উল্লেখ করেন– এ বছরের মুহাররম মাসের শেষের দিকে প্রচণ্ড বাসাত ও অন্ধকারাচ্ছন্নতার শিকার হয়েছিলেন জনগণ। অনুরূপভাবে জনসাধারণ সফর মাসের শেষের দিকেও আরো একবার শিকার হয়েছিলেন। এ বছর আর-রশীদ লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। এ বছর কাযী শুরায়ক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-কূফী আন-নাখঈ ইনতিকাল করেন। তিনি আবূ ইসহাক ও অন্য অনেকের কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন। তিনি মুকাদ্দমার রায় প্রদানে ও কার্যকারীকরণে ছিলেন কৃতজ্ঞতাভাজন। রায় প্রদান করার জন্য বসার পূর্বে তিনি নাস্তা করতেন। এরপর মোজা থেকে একটি কাগজ বের করতেন ও এটার মধ্যে নযর করতেন। এরপর তার কাছে মুকাদ্দমা পেশ করার জন্য পেশকারকে হুকুম দিতেন। এ কাগজটির মধ্যে কী আছে তা পড়ার জন্য তাঁর কোন এক সঙ্গী উদগ্রীব হয়ে পড়লেন দেখা গেল এটার মধ্যে লেখা ছিল ঃ

يَا شُرَيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اُذْكُرِ الصُّرَاطَ وَحِدَّتَهُ يَا شُرَيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اُذْكُرِ
الْمَوْقِفَ بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

অর্থাৎ "হে শুরায়ক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ! দীঘ তারবারি ও তীক্ষ্ণতাকে স্মরণ কর। হে শুরায়ক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ! মহাসম্মানের অধিকারী আল্লাহ্‌র সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে স্মরণ কর।" তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল যুলকাদা মাসের এক তারিখ শনিবার দিন। এ বছর ইনতিকাল করেন ঃ আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যায়দ, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ও মূসা ইব্‌ন আয়্যুন।

১৭৮ হিজরীর আগমন

এ বছর কায়সের হুফিয়া ও কাযাআর একটি দল মিসরের শাসক ইসহাক ইব্‌ন সুলায়মান এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও তারা তার সাথে যুদ্ধ করে। এভাবে এক বিরাট বিপর্যয় দেখা দেয়। তখন আর-রশীদ ফিলিস্তিনের নায়িব হারছামা ইব্‌ন আয়্যুনকে একদল আমীরসহ ইসহাকের সাহার্যার্থে প্রেরণ করেন। তাঁরা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। আনুগত্যের নিশ্চয়তা লাভ করেন ও তাদের যিম্মায় যেসব রাজস্ব ও অন্যান্য পাওনাদি বকেয়া ছিল তা পুরোপুরি আদায় করেন। ইসহাক ইব্‌ন সুলায়মানের স্থলে হারছামা প্রায় এক মাস মিসরের নায়িব ছিলেন। এরপর আর-রশীদ তাঁকে মিসর থেকে বরখাস্ত করেন এবং আবদুল মালিক ইব্‌ন সালিহকে তথাকার শাসক নিযুক্ত করেন। এ বছরই আফ্রিকাবাসীদের একটি দল বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও তারা আল-ফযল ইব্‌ন রাওহ ইব্‌ন হাতিমকে হত্যা করে এবং সেখানে আল-মুহাল্লাবের বংশধরদের যারা ছিল তাদেরকে বের করে দেয়। আর-রশীদ তাঁর কাছে হারছামাকে প্রেরণ করেন। তার হাতে তারা আনুগত্য স্বীকার করায় তিনি ফিরে আসেন। এ বছর আর-রশীদ খিলাফতের যাবতীয় কাজ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন বারমাকের কাছে অর্পণ করেন। এ বছরই আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন

তারিফ আল-জাযীরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও শাসন কার্য পরিচালনা করতে শুরু করে এবং বাসিন্দাদের মধ্য থেকে বহু লোককে হত্যা করে। এরপর সে সেখান থেকে আরমেনিয়া গমন করে। পরে তার সম্বন্ধে যথাস্থানে বর্ণনা করা হবে। এ বছর আল-ফযল ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া খুরাসানে গমন করেন ও সেখানের পরিস্থিতি তিনি সুবিন্যস্ত করেন। সেখানে তিনি দুর্গ ও মসজিদ তৈরি করেন। মাওয়ারান্নাহারে[১] যুদ্ধ করেন। সেখানে তিনি অনারবদের নিয়ে সৈন্যদল গঠন করেন। তাদের আল-আব্বাসীয়া নাম দেন। তাদের ওয়ালা (মৃত্যুর পর ত্যাজ্য সম্পদ) তাঁর জন্য নির্ধারণ করেন। তারা সংখ্যায় ছিল প্রায় পাঁচ লাখ। তাদের থেকে প্রায় বিশ হাজারকে বাগদাদে প্রেরণ করেন। তারা সেখানে কারমীনিয়া নামে পরিচিত ছিল। এ সম্পর্কে কবি মারওয়ান ইব্‌ন আবূ হাফসা বলেন ঃ

مَا الْفَضْلُ اِلاَّ شِهَابٌ لاَ اَفُوْلَ لَهُ + عِنْدَ الْحُرُوْبِ اِذَا مَا تَافَلَ الشُّهُبُ
حَامٍ عَلَى مُلْكِ قَوْمٍ غُرٌّ سِهْمُهُمْ + مِنَ الْوَرَاثَةِ فِى اَيْدِيْهِمْ سَبَبُ
اَمْسَتْ يَدُ لِبَنِى سَاقِى الْحَجِيْجِ بِهَا + كَتَائِبُ مَالَهَا فِىْ غَيْرِهِمْ اَرَبُ
كَتَائِبُ لِبَنِى الْعَبَّاسِ قَدْ عُرِفَتْ + مَا اَلَّفَ الْفَضْلُ مِنْهَا الْعَجَمَ وَالْعَرَبَ
اَثْبَتَ خَمْسٌ مِئِيْنَ فِى عِدَادِهِمْ + مِنَ الْاُلُوْفِ اَلَّتِىْ اَحْصَتْ لَهَا الْكُتُبُ
يُقَارِعُوْنَ عَنِ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ هُمْ + اَوْلٰى بِاَحْمَدَ فِى الْفُرْقَانِ اِنْ نُسِبُوْا
اِنَّ الْجَوَادَ ابْنَ يَحْيَى الْفَضْلُ لاَوَرَقُ + يَبْقٰى عَلَى جُوْدِ كَفَّيْهِ وَلاَ ذَهَبُ
مَامَّرَ يَوْمٌ لَهُ مُذْ شَدَّ مِئْزَرَهُ + اِلاَّ تَمُوْلَ اَقْوَامٌ بِمَا يَهِبُ
كَمْ غَايَةٍ فِى النَّدٰى وَالْبَأْسِ اَحْرَزُهَا + لِلطَّالِبِيْنَ مَدَاهَا دُوْضَا تَعِبُ
يُعْطِى النُّهٰى حِيْنَ لاَيُعْطِى الْجَوَادُ وَلاَ + يَنْبُو اِذَا سُلَّتِ الْهِنْدِيَةُ الْقَضَبُ
وَلاَ الرِّضَى وَالرِّضَى لِلّٰهِ غَايَتُهُ + اِلَى سُوْىِ الْحَقِّ يَدْعُوْهُ وَلاَ الْغَضَبُ
قَدْ فَاضَ عَرْفُكَ حَتّٰى مَايُعَادِلُهُ + غَيْثٌ مُغِيْثٌ وَلاَ بَحْرٌ لَهُ حَدَبُ ـ

অর্থাৎ "আল-ফযল এমন একটি তারকা সদৃশ যুদ্ধে অন্য তারকাগুলো স্তিমিত হয়ে গেলেও এটা স্তিমিত হয় না। দেশও জাতির হিফাযতকারী তাদের তীর সুউজ্জ্বল, এ উজ্জ্বলতা ওয়ারিস সূত্রে প্রাপ্ত। তাদের হাতে রয়েছে যাবতীয় উপকরণ। হাজীদের পানীয় পরিবেশনকারীদের বংশধারা বিভিন্ন সেনাদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের ব্যতীত অন্যদের মধ্যে তাদের ন্যায় আকর্ষণ নেই। আব্বাসের বংশধররা বিভিন্ন সেনা দলে পরিচিত হয়ে পড়েছে আল-ফযল আরব ও অনারবদের নিয়ে সেনাদল পুনর্গঠন করেছেন। তাদের সংখ্যা পাঁচ লাখে উন্নীত হয়েছে, তাদের নাম

---

[১] মাওয়ারান্নাহার ঃ আমুদরিয়ার উত্তরে অবস্থিত রুশীয় তুর্কিস্তানের সভ্যতা সংস্কৃতি সমৃদ্ধ অঞ্চল, যা উত্তর ও পূর্ব দিকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।

রেজিস্টারভুক্ত হয়েছে। এমন সম্প্রদায়ের কাছে তারা পরামর্শ গ্রহণ করে আসছে যারা কুরআনে উল্লেখিত আহমদ অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাদের নেতা আল-ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া দানশীল ব্যক্তি যার দুই হাতের দানের কাছে বিতরণ ব্যতীত সোনা-রূপা কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাঁর প্রস্তুতির পর থেকে প্রতিদিনেই তাঁর দান-দাক্ষিণ্যে দেশের লোকেরা সম্পদের অধিকারী হচ্ছে। কত দীন-দরিদ্র দারিদ্র্যের শেষ সীমায় পৌছেও তিনি অন্বেষণকারীদের জন্য সম্পদ জমা রেখেছেন যা অর্জনের সাথে দুঃখ-কষ্ট জড়িত। তিনি জ্ঞানের আলো দান করেন যখন দানশীল ব্যক্তি তত দান করে না (অভাবের কারণে)৭ আর যখন হিন্দুস্তানী তরবারি কোষমুক্ত হয় তখন তাঁর ভয়ে তা কাটে না। অন্য কারোর জন্য সন্তুষ্টি কিংবা ক্রোধ নেই চূড়ান্ত সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্রই জন্য। আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই তাঁকে সত্যের পানে আহ্বান করতে থাকে। তোমার সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়েছে যার কোন তুলনা নেই সাধারণ বৃষ্টি কিংবা নাব্যতা সম্পন্ন নদী হোক তাতে কিছু আসে যায় না।

তাঁর খুরাসান যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর সম্বন্ধে তিনি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْجُوْدَ مِنْ يَدِ اٰدَمَ + تَحْدِرُ حَتَّى صَارَ فِى رَاحَةِ الْفَضْلِ
اِذَا مَا اَبُو الْعَبَّاسَ سَحَّتْ سَمَاوُهُ + فَيَالَكَ مِنْ هَطْلٍ وَيَالَكَ مِنْ وَبْلٍ -

অর্থাৎ 'তুমি কি দেখ না দানশীলতা হযরত আদম (আ) হতে শুরু হয়ে আল-ফযলের হাতের তালু পর্যন্ত পৌছেছে। যখন তারা আব্বাসকে অস্বীকার করল আকাশ কৃপণতা অবলম্বন করল এখন কোথায় তোমার জন্য ক্রমাগত গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এবং কোথায় তোমার জন্য বড় বড় ফোঁটাওয়ালা বৃষ্টি'।

তাঁর সম্বন্ধে আরো বলেন ঃ

اِذَا اُمُّ طِفْلٍ رَاعَهَا جُوْعُ طِفْلِهَا + دَعَتْهُ بِاِسْمِ الْفَضْلِ فَاعْتَصَمَ الطِّفْلُ
لِيُحْيَى بِكَ الْاِسْلَامُ اِنَّكَ عِزُّهُ + وَاِنَّكَ مِنْ قَوْمٍ صَغِيْرُهُمْ كَهْلٌ -

অর্থাৎ 'কোন একটি শিশুর ক্ষুধা তার মাতাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তার মাতা তখন তাকে আল-ফযলের নামে ডাকে এভাবে শিশুটি রক্ষা পেয়ে যায়। হে ফযল! আল্লাহ্ আপনাকে মান-মর্যাদা দান করেছেন যাতে আপনার দ্বারা ইসলাম জীবিত থাকে। কেননা আপনিই ইসলামের মান-সম্মান। আর আপনি এমন এক সম্প্রদায়ের লোক যাদের ছোটরা (বুদ্ধির ক্ষেত্রে) প্রৌঢ় ও বয়স্কদের ন্যায়'।

বর্ণনাকারী বলেন, কবিকে একলাখ দিরহাম প্রদান করার হুকুম দেওয়া হল। ইব্ন জারীর এরূপ উল্লেখ করেছেন। কবি সালিম আল-খাসির তাঁদের সম্পর্কে বলেন ঃ

وَكَيْفَ تَخَافُ مِنْ بُؤْسٍ بِدَارٍ + يُجَاوِرُهَا الْبَرَامِكَةُ الْبُحُوْرُ
وَقَوْمٌ مِنْهُمْ الْفَضَلُ بْنُ يَحْيَى + نَفِيْرٌ مَا يُوَازِنُهُ نَفِيْرٌ
لَهُ يَوْمَانِ يَوْمُ نَدَى وَبَاسٍ + كَأَنَّ الدَّهْرُ بَيْنَهُمَا اَسِيْرٌ

اِذَا مَا الْبَرْمِكِيُ غَدَا رِبْنَ عَشْرٍ + فَهِمَتُهُ اَمِيْرٌ اَوْ وَزِيْرٌ -

অর্থাৎ "কেমন করে তুমি এমন এক ঘরের দরিদ্রতার ভয় করছ যার বাসিন্দা হলেন সাগরতুল্য বারমাকীরা। তারা এমন একটি সম্প্রদায় যাদের মধ্যে রয়েছেন ফযল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া। তিনি এমন এক অভিযানকারী বাহিনীর সদস্য কোন অভিযানকারী বাহিনী যাদের সমতুল্য নয়। তাঁর আছে দু'টো দিন। আনন্দের দিন ও দুঃখ কষ্টের দিন। আর এ দু'টোর মাঝে সময়টি যেন একটি কয়েদীর ন্যায়। যখনই বারামাকীদের কোন সন্তান দশ বছর বয়সে পৌছে। তাকে তখন আমি বুঝতে পারি আমীর কিংবা ওযীর বলে"।

আল-ফযলের খুরাসানের এ সফরে বিভিন্ন রকমের ঘটনা সংঘটিত হয়। তিনি বহু শহর জয় করেন ; তার মধ্যে কাবুল ও মাওয়ারান্‌নাহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তুর্কী রাজার উপর আধিপত্য অর্জিত হয় তিনি ছিলেন প্রতিবাদী। আল-ফযল এ সফরে বহু সম্পদ অর্জন করেন। তারপর বাগদাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। যখন তিনি বাগদাদের নিকটবর্তী হলেন তাঁর জন্য আর-রশীদ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ঘর থেকে বের হয়ে আসেন যাতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে পারেন। কবি, বক্তা ও মুরব্বী শ্রেণীর লোকজন তাঁর কাছে আগমন করেন। তিনি তাঁদেরকে হাজার হাজার লাখ লাখ দীনার ও দিরহাম দান করতে লাগলেন। এ ব্যাপারে এত সম্পদ তিনি দান করেন যার হিসাব করা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর বস্তু। একদিন একজন কবি আল ফযলের কাছে প্রবেশ করেন এবং দেখেন অর্থের থলি তাঁর সামনে রাখা হয়েছে। আর তিনি তা জনগণের মধ্যে বণ্টন করছেন। তখন তিনি বলেন ঃ

كَفَى اللّٰهُ بِالْفَضْلِ بْنِ يَحْيَى بْنَ خَالِدٍ + وَجُوْدُ يَدَيْهِ بُخْلٌ كُلَّ بَخِيْلٍ -

অর্থাৎ "আল-ফযল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। তাঁর দুই হাতের দানশীলতা সকল কৃপণকে কৃপণতার সাথে চিহ্নিত করেছে।" তখন তাঁকে বহু সম্পদ প্রদানের হুকুম দিলেন।

এ বছর মুআবিয়া ইব্‌ন যুফর ইব্‌ন আসিম গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধ পরিচালনা করেন। আর সুলায়মান ইব্‌ন রাশীদ শীতকালীন যুদ্ধ পরিচালনা করেন। মক্কার নায়িব মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস এ বছর লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন।

এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁরা হলেন ঃ জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মান ; আনতার ইব্‌ন আল-কাসিম ; আবদুল মালিক ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন উমার ; বাগদাদের কাযী ইব্‌ন হামাম, আর-রশীদ তাঁর সালাতে জানাযা পড়ান এবং বাগদাদে তাঁকে দাফন করা হয়। কেউ কেউ বলেন, তিনি এর আগের বছর ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

১৭৯ হিজরীর আগমন

এ বছর আল-ফযল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া খুরাসান থেকে আগমন করেন এবং সেখানে তিনি উমর ইব্‌ন জামীলকে তাঁর প্রতিনিধি রেখে আসেন। এরপর আর-রশীদ মানসূর ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মানসূর আল-হিম্‌ইয়ারীকে সেখানকার আমীর নিযুক্ত করেন। এ বছর আর-রশীদ খালিদ ইব্‌ন বারমাককে দারোয়ানী পেশা থেকে বরখাস্ত করেন এবং আল- ফযল ইব্‌ন আর-রাবীর কাছে এ

পেশাটি ফেরত দেন। এ বছরই খুরাসানে হামযা ইব্‌ন আতরক সিজিস্তানী বিদ্রোহ করে। যথাস্থানে তার সম্বন্ধে বর্ণনা করা হবে। এ বছরই আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন তারীফ আশ্‌-শারী জাযীরায় ফিরে আসেন। তার শান-শওকত বৃদ্ধি পেল এবং তার অনুসারীদের সংখ্যাও বেড়ে গেল। তখন আর-রশীদ তার প্রতি ইয়াযীদ ইব্‌ন মাযীদ আশ-শায়বানীকে প্রেরণ করেন। তিনি তার সাথে কুস্তি লড়লেন ও তাকে পরে হত্যা করেন। তার সঙ্গিগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তখন কবি আল-কারিয়া তার ভাই আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন তারীফের শোকগাথায় বলেনঃ

اَيَا شَجَرُ الْخَابُوْرِ مَالَكَ مُوَرِّقًا + كَاَنَّكَ لَمْ تُجْزِعْ عَلَى اِبْنِ طَرِيْفٍ
فَتَى لاَيُحِبُّ الزَّادَ اِلاَّ مِنَ التُّقَى + وَلاَ الْمَالَ اِلاَّ مِنْ قَنَا وَسُيُوْفٍ -

অর্থাৎ "হে খাবূর বৃক্ষ ! তোমার কোন পাতা দেখছি না মনে হয় যেন তুমি ইব্‌ন তারীফের প্রতি শোক প্রদর্শন করছ না। তিনি এমন একজন যুবক ছিলেন যার পরহেযগারীই ছিল একমাত্র পাথেয়। আর তীর ও তরবারি ব্যতীত তার অন্য কোন সম্পদ ছিল না"। এ বছরই আল্লাহ্‌র দরবারে শোকর জ্ঞাপনের লক্ষ্যে আর-রশীদ উমরা পালন করার জন্য বাগদাদ থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লেন। যখন তিনি উমরা সমাপ্ত করলেন তখন মদীনায় অবস্থান করেন এবং লোকজনকে নিয়ে এ বছর হজ্জ আদায় করেন। হজ্জ পালনের সময় তিনি পায়ে হেঁটে মক্কা থেকে মিনায় গমন করেন। এরপর মিনা থেকে আরাফাত ও মুযদালিফা পর্যন্ত গমন করেন। এভাবে তিনি সব কয়টি দর্শনীয় ও ইবাদতের স্থানগুলোতে পায়ে হেঁটে উপস্থিত হন। এরপর তিনি বসরার পথে বাগদাদ ফিরে আসেন। এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ঃ ইসমাঈল ইব্‌ন মুহাম্মদ। তিনি হলেন আবূ হাশিম ইসমাঈল ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন রাবীআ আল-হিমইয়ারী। তাঁর উপাধি ছিল আস-সাইয়িদ। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ কবিদের অন্যতম। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন অপবিত্র রাফিযী এবং দুর্বল শীআ। তিনি মদ পান করতেন এবং পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করতেন। তিনি একদিন এক ব্যক্তিকে বললেন, আমাকে একটি দীনার ঋণ দাও তাহলে আমি তোমাকে যখন এ পৃথিবীতে ফিরে আসব তখন একশত দীনার প্রদান করব। লোকটি তখন তাকে বললেন, আমি আশংকা করছি যে, তুমি কুকুর কিংবা শুকর হয়ে এ পৃথিবীতে ফিরে আসবে তখন আমার এই একটি দীনারও বিফলে যাবে। আল্লাহ্ তাকে কুৎসিত করুন। সে তার কবিতা সাহাবীদেরকে গালি দিত। আল-আসমাঈ বলেন, যদি এরকম না হত তাহলে আমি তার স্তরে অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দিতাম না। বিশেষ করে দুই শায়খ ও তাদের ছেলেদেরকে অগ্রাধিকার দিতাম না। ইবনুল জাওযী এ সম্পর্কে তার কিছু কবিতা উপস্থাপন করেছেন কিন্তু আমি তার বিস্বাদ ও দুর্গন্ধময় আচরণের জন্য এগুলোকে উল্লেখ করা পসন্দ করিনি। মৃত্যুর সময় তার চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছিল এবং তার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল। যখন সে মারা যায় তখন উপস্থিত জনগণ সাহাবায়ে কিরামকে গালি দেয়ার কারণে তাকে মাটিতে দাফন করেননি।

এ বছর আরো যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন হাম্মাদ ইব্‌ন যায়িদ। তিনি হাদীসের একজন ইমাম ছিলেন। আরো একজন হলেন খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্। তিনি একজন নেক্‌কার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুসলিম সর্দারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি চারবার আল্লাহ্ থেকে

নিজেকে খরিদ করেছিলেন। অন্য একজন হলেন, ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রা)। অন্য একজন হলেন আল-আওযাঈর সাথী আল-হাকাল ইব্ন যিয়াদ। আবার অন্য একজন হলেন আবুল আহওয়ায। সকলের জীবনী আত-তাকমীল (التكميل।) নামক কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ইমাম মালিক (র)

তিনি ছিলেন আবূ আবদুল্লাহ্ মালিক ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক ইব্ন আমির ইব্ন আবূ আমির ইব্ন আমর ইব্ন আল-হারিছ ইব্ন গায়লান ইব্ন হাশাদ ইব্ন আমর ইব্ন আল-হারিছ আল-মাদানী। তিনি যূ-আসবা আল-হিমইয়ারী নামেও খ্যাত। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের দারুল হিজরতের ইমাম। তিনি অনুসরণীয় চার মাযহারের ইমামদের ছিলেন অন্যতম। তিনি একাধিক তাবিঈ থেকে হাদীস শুনেছেন। তাঁর থেকে বহু ইমাম হাদীস শুনেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন ঃ দুই সুফিয়ান, শু'বা, ইবনুল মুবারক, আল-আওযাঈ, ইব্ন মাহদী, ইব্ন জুরায়জ, আল-লায়ছ, আশ-শাফিঈ, আয-যুহরী যিনি তাঁর শিক্ষকও ছিলেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-আনসারী তিনিও তাঁর শিক্ষক ছিলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-আন্দুলুসী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আন-নিশাপুরী। ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ اَصَحُّ الْاَسَانِيْدِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ অর্থাৎ বিশুদ্ধতম সনদ হল ঃ ইব্ন উমর (রা) থেকে নাফি' এবং নাফি' থেকে মালিক (র)। ইমাম মালিক সম্বন্ধে সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা বলেন, তিনি বর্ণনাকারীদের সম্বন্ধে কট্টর সমালোচক ছিলেন না। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন বলেন, ইমাম মালিক যাঁদের থেকে বর্ণনা করেছেন আবূ উমাইয়া ব্যতীত সকলে বিশ্বস্ত। একাধিক ব্যক্তি বলেন ঃ ইমাম মালিক (র) ছিলেন নাফি' ও যুহরীর সুদৃঢ়তম শিষ্য। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, যখন হাদীসের আলোচনা আসে তখন সে ক্ষেত্রে ইমাম মালিক হলেন নক্ষত্র তুল্য। তিনি আরো বলেন, যাঁরা হাদীস অধ্যয়নের ইচ্ছা পোষণ করেন তাঁরা ইমাম মালিকের বংশধর। তিনি ছিলেন অনেক কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের অধিকারী। তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন ইমামের প্রশংসিত বর্ণনা এত অধিক যে, এখানে বর্ণনা করা তা সম্ভব নয়। নিম্নে যৎ সামান্য বর্ণনা করা হল ঃ

আবূ মুসআব বলেন, আমি ইমাম মালিককে বলতে শুনেছি ঃ যতক্ষণ না ৭০ জন মুফতী সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আমি ফাতওয়া দেয়ার যোগ্য ততক্ষণ আমি কোন ফাতওয়া প্রদান করিনি। যখন তিনি হাদীস বর্ণনা করার ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতেন, ওযূ করতেন, খুশবূ লাগাতেন, দাড়ি আঁচড়াতেন ও উত্তম পোশাক পরিধান করতেন। আর এভাবেও তিনি সর্বদা ভাল পোশাক পরিধান করতেন। তাঁর আংটির নকশা ছিল حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ। অর্থাৎ আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম অভিভাবক। তিনি যখন তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন ঃ مَاشَاءَاللّٰهُ لَاقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্ যা চেয়েছেন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো প্রকৃত শক্তি নেই। তাঁর ঘরটিতে বিভিন্ন রকমের ফরশ-কার্পেট বিছানো থাকত। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তখন থেকে ইমাম মালিক ঘরে বসে যান। তিনি কারো কাছে সুখে-দুঃখে গমন করতেন না। জুমুআর নামায কিংবা জামাআতের জন্যও বের হতেন না এবং বলতেন, যা কিছু জানা আছে তার সবটুকু বলতে হয়না। সকলেই অজুহাত পেশ করার ক্ষমতা রাখেনা। যখন তাঁর মৃত্যু সন্নিকট হয় তখন তিনি

বলেন, اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلَـهَ اِلاَّ اللّٰهُ অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। এরপর তিনি বলতে লাগলেন ঃ لِلّٰه الاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ অর্থাৎ আগে ও পরে সর্বক্ষণই আল্লাহ্‌র অধিকার স্বীকৃত। এরপর তিনি সফর মাসের ১৪ তারিখ রাত মতান্তরে এ বছরের রবীউল আউয়াল মাসের ১৪ তারিখ ইনতিকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। আল-ওয়াকিদী বলেন, তিনি সত্তর বছরে পৌঁছেছিলেন এবং জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়েছিল তাঁকে। ইমাম তিরমিযী (র) সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না থেকে তিনি ইব্‌ন জুরায়জ থেকে, তিনি আবূ যুবায়র থেকে, তিনি আবূ সালিহ্ থেকে এবং তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ঐ যুগটি অতি নিকটে যখন জনগণ ইলম অন্বেষণ করার লক্ষ্যে উটে সওয়ার হয়ে ভ্রমণ করতে থাকবে তারা মদীনার আলিম থেকে বেশী জ্ঞানী আর কাউকে পাবে না। এরপর তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান বা উত্তম। ইব্‌ন উয়ায়না থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তিনি বলেন, ঐ আলিম হলেন মালিক ইব্‌ন আনাস (র)। আবদুর রায্‌যাকও অনুরূপ বলেছেন। ইব্‌ন উয়ায়না থেকে অন্য একটি বর্ণনা রয়েছে তাতে বলা হয়েছে তিনি হলেন আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-উমুরী। ইব্‌ন খাল্লিকান اَلْوَفَيَاتُ নামক কিতাবে তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছেন ও বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং অন্যান্য উপকারী বর্ণনাও পেশ করেছেন।

১৮০ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছর সিরিয়ায় নাযারিয়া ও ইয়ামানিয়ার মধ্যে দাঙ্গা-বিশৃঙ্খলা পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। এজন্য আর-রশীদ অস্বস্তিতে নিপতিত হন। এরপর তিনি একদল আমীর ও সৈন্যসহ জা'ফর আল-বারমাকীকে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। তিনি সিরিয়ায় প্রবেশ করেন। জনগণ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। জা'ফর সিরিয়ার প্রত্যেকটি ঘোড়া, তরবারি ও তীরকে জনগণ থেকে ছিনিয়ে নিলেন। তখন আল্লাহ্ এভাবে এ হাঙ্গামার আগুন নিভিয়ে দিলেন। এ সম্পর্কে কোন এক কবি বলেন ঃ

لَقَدْ اُوْقِدَتْ بِالشَّامِ نِيْرَانُ فِتْنَةٍ + فَهَذَا اَوَانُ الشَّامِ مُخْمَدُنَارُهَا
اِذَا جَاشَ مَوْجُ الْبَحْرِ مِنْ اَلِ بَرْمَكٍ + عَلَيْهَا خَبَتْ شُهْبَانُهَا وَشَرَارُهَا
رَمَاهَا اَمِيْرُ الْمُوْمِنِيْنَ بِجَعْفَرٍ + وَفِيْهِ تَلاَنِى صَدْعِهَا وَاِنْكِسَارِهَا
رَمَاهَا بِمَيْمُوْنِ النَّقِيْبَةِ مَاجِدٍ + قَرَاضَى بِهِ قَحْطَانُهَا وَنَزَارُهَا ـ

অর্থাৎ "বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার অগ্নিশিখা সিরিয়ায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। এখন এমন সময় এসেছে যখন তার অগ্নি স্তিমিত হয়ে পড়েছে। যখন এ অগ্নির উপর বারমাক বংশ থেকে সাগরের ঢেউ ফুলে উঠল ও অগ্নির উপর পতিত হল তখন অগ্নিশিখা ও স্ফুলিঙ্গ স্তিমিত হয়ে পড়ল। এটাকে আমীরুল মু'মিনীন জা'ফরের মাধ্যমে নিক্ষেপ করেন। আর তাঁর মধ্যেই রয়েছে এটাতে ফাটল ধরা ও ভেঙ্গে যাওয়ার ক্ষতিপূরণ। মর্যাদাবান দলনেতার কল্যাণের মাধ্যমে এটার প্রতি শান্তি নিক্ষেপ করা হয়েছে। নায্‌যার ও কাহতানের উভয় দলই তাঁর মীমাংসার প্রতি সন্তুষ্ট প্রকাশ করেছে।"

এরপর জা'ফর সিরিয়ায় ঈসা আল-আকীকে প্রতিনিধি রেখে বাগদাদে ফিরে আসেন। যখন তিনি আর-রশীদের কাছে আসেন, তিনি তাঁকে সম্মান করেন, নৈকট্য দান করেন ও কাছে নিয়ে বসান। আর জা'ফর সিরিয়ার ভীতি উদ্রেককারী তাঁর অবস্থার বর্ণনা দিতে শুরু করেন এবং ঐ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে লাগলেন যিনি তাঁকে আমীরুল মু'মিনীনের কাছে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর উপর দয়া প্রদর্শন করেছেন এবং তাঁর চেহারা দেখার তাওফীক দিয়েছেন। এ বছরই আর-রশীদ জা'ফরকে সিজিস্তান ও খুরাসানের শাসক নিযুক্ত করেন। এরপর সেখানে মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন কাহ্‌তাবাকে শাসক নিযুক্ত করেন। বিশ রাত পর আর-রশীদ জা'ফরকে খুরাসান থেকে বরখাস্ত করেন। আর এ বছরই খারিজীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আর-রশীদ আল-মাওসিলের প্রাচীর ধ্বংস করে ফেলেন। আর-রশীদ জা'ফরকে পাহারাদার নিযুক্ত করেন। আর-রশীদ আর-রাক্কা নামক স্থানে অবতরণ করেন এবং এটাকে নিজের থাকার উপযোগী শান্তি নীড় হিসেবে গণ্য করতে ইচ্ছা করেন। বাগদাদে তাঁর পুত্র আল-আমীনকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে কূফা ও বসরার প্রশাসক নিযুক্ত করেন। তিনি হারছামাকে আফ্রিকা থেকে বরখাস্ত করেন এবং তাঁকে বাগদাদে ডেকে পাঠান। এরপর পাহারার জন্য তাঁকে জা'ফরের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এ বছরই মিসরে প্রচণ্ড ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। যার ফলে আলেকজান্দ্রিয়ার মিনারার গম্বুজটি নীচে পড়ে যায়। এ বছরই আল-জাযীরায় খারানা আশ-শায়বানী নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মুসলিম ইব্‌ন বাক্কার ইব্‌ন মুসলিম আল-আকীলী তাকে হত্যা করেন। এ বছরই জুরজানে একটি দলের আবির্ভাব হয় তাদেরকে বলা হত আল-মুহাম্মারা। কেননা তারা রক্তবর্ণের কাপড় পরিধান করতো। তারা একজন লোকের আনুগত্য করতো যাকে বলা হতো আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-আমরাকী তাকে যিনদীকদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হতো। আর-রশীদ একদল সৈন্য পাঠান যাতে তাকে হত্যা করা হয়। পরে তাকে হত্যা করা হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সময় বিদ্রোহের আগুন স্তিমিত করে দেন। এ বছরই জা'ফর ইব্‌ন আসিম গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং মূসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের একটি দল হল নিম্নরূপ ঃ

ইসমাঈল ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন আবূ কাছীর আল-আনসারী ; তিনি ছিলেন মদীনাবাসীদের কারী এবং বাগদাদের খলীফা আল-মাহদীর পুত্র আলীর শিক্ষক। এ বছর আলী ইব্‌ন মাহদীও ইনতিকাল করেন। তিনি একাধিকবার হজ্জের আমীর নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি আর-রশীদ থেকে বয়সে কয়েক মাসের বড় ছিলেন।

হাসান ইব্‌ন আবূ সিনানও এ বছর ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন হাসান ইব্‌ন আবূ সিনান আবূ আওফা ইব্‌ন আওফ আত-তানুখী আল-আম্বারী। তিনি ষাট হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে দেখেছেন। আনাস ইব্‌ন মালিক তার জন্য দু'আ করেছেন। ফলে তাঁর বংশ থেকে কাযী, ওযীর ও নেক্‌কার বান্দাদের জন্ম হয়। তিনি দু'টি খিলাফতের যুগই পেয়েছেন– বনূ উমাইয়া ও বনূ আব্বাসীয়া। তিনি ছিলেন খৃস্টান। এরপর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি উত্তম ইসলামের অধিকারী হন। তিনি আরবী, ফার্সী ও সুরিয়ানী ভাষায় ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদি লিখতেন। তিনি আল্লামা রাবীআর সামনেই কিতাবে ই'রাব (যের, যবর পেশ) লাগাতেন বা প্রদান করতেন। কেননা আস-সাফ্‌ফাহ তাঁকে আল-আনবারের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন।

এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলঃ ১. আবদুল ওয়ারিস ইব্‌ন সাঈদ আল-বায়রূতী। তিনি বিশ্বস্তদের অন্যতম। ২. আফিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন কায়স। তিনি আল-মাহদীর আমলে পূর্ব বাগদাদের কাযী ছিলেন। তিনি এবং ইব্‌ন আলাছা আর-রুসাফার জামি' মসজিদে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। আফিয়া ছিলেন একজন ইবাদতগুযার, সংসার ত্যাগী ও পরহেযগার ব্যক্তি। একদিন দুপুর বেলা তিনি আল-মাহদীর কাছে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমাকে ক্ষমা করে দিন। আল-মাহদী তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে কেন ক্ষমা করব ? কোন আমীর কি তোমার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করেছে ? তিনি বললেন, 'না' বরং দু'জনের মধ্যে ছিল ঝগড়া। মুকাদ্দমাটি আমার কাছে পেশ করা হয়। তাদের একজন উত্তম তাজা খেজুর সংগ্রহ করল। মনে হয় যেন সে শুনেছে যে আমি এগুলো পসন্দ করি। তাই সেখান থেকে সে আমাকে এক রিকাবী খেজুর হাদিয়া পাঠাল যা শুধুমাত্র আমীরুল মু'মিনীনের জন্য প্রযোজ্য। আমি তাকে এগুলো ফেরত দিলাম। পরদিন সকাল বেলা যখন আমরা বিচারকার্যে বসলাম, তারা দু'জন আমার অন্তরেও রায়ে সমান বলে বিবেচিত হচ্ছিল না বরং তাদের মধ্য থেকে হাদিয়া দাতার প্রতি আমার অন্তর ঝুঁকে পড়েছিল। তার থেকে এ হাদিয়া কবূল না করা অবস্থায় আমার এরূপ দশা হয়েছিল যদি কবূল করতাম তাহলে কিরূপ অবস্থা হত ? সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্ আপনাকেও ক্ষমা করুন। এরপর তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।

আল-আসমাঈ বলেন ঃ একদিন আমি আর-রশীদের কাছে ছিলাম। তাঁর কাছে আফিয়াকে দেখতে পেলাম। আর-রশীদ তাঁকে উপস্থিত হতে বলেছিলেন। কেননা একটি সম্প্রদায় তার বিরুদ্ধে আর-রশীদের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে আর-রশীদ তাঁকে অবগত করছিলেন। আর তিনি তাঁর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। মজলিসটি বিলম্বিত হল। এরপর খলীফা হাঁচি দিলেন তখন লোকজন তার হাঁচির উত্তর দিলেন কিন্তু আফিয়া উত্তর দিলেন না। আর-রশীদ তাঁকে বললেন, লোকজনের সাথে তুমি কেন আমার হাঁচির উত্তর দিলে না ? তিনি বললেন, কেননা তুমি হাঁচির পর আলহামদু লিল্লাহ্ বলনি। আর এ ব্যাপারে তিনি হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। আর-রশীদ তাঁকে বললেন, তুমি তোমার রাষ্ট্রীয় কাজে চলে যাও। আল্লাহ্‌র শপথ ! তোমার সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে সে অনুযায়ী তোমার বিরুদ্ধে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না। হাঁচির পর আমি আলহামদু লিল্লাহ্ বলিনি সেজন্য তুমি আমার প্রতি উদারতা দেখাওনি। এরপর তিনি তাঁকে তাঁর প্রশাসনিক কাজে সম্মান সহকারে ফেরত পাঠান। এ বছরই ইনতিকাল করেন ঃ

সীবুওয়ায়হ

তিনি হলেন আবূ বশর আমর ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন কুম্বর, সীবুওয়ায়হ্ বলে প্রসিদ্ধ। বনূ আল-হারিছ ইব্‌ন কা'বের আযাদকৃত গোলাম। কেউ কেউ বলেন, আলে-আর রাবী ইব্‌ন যিয়াদের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তাঁকে সীবুওয়ায়হ কেন বলা হয় তাঁর কারণ হলো তার মাতা তাঁকে পুতুলের ন্যায় নাচাতেন আর তাঁকে এ কথাটি বার বার বলতেন। সীবুওয়ায়হ শব্দটির অর্থ হল আপেলের সুগন্ধি। প্রথম জীবনে তিনি হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের সংস্পর্শে ছিলেন। একদিন

তিনি হাম্মাদ ইব্‌ন সালামার কাছে অধ্যয়ন করছিলেন। এরপর একদিন উস্তাদ ভুল করলেন। তিনি আবার নিজের কথাকে দ্বিতীয়বার বলেন। তাতে সীবুওয়ায়হ অসন্তুষ্ট হলেন। এরপর আল-খলীল ইব্‌ন আহমদের সাহচর্যে সম্পৃক্ত হন এবং নাহু শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং আল-কিসাঈ এর সাথে মুনাযারা করেন। সীবুওয়ায়হ ছিলেন একজন পাক-পবিত্র সুন্দর ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী উত্তম যুবক। প্রত্যেক প্রকারের বিদ্যার সাথে তিনি সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং অতি অল্প বয়সী হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রতিটি সাহিত্যিকের সাথে নিজের অংশ জুড়ে নিয়েছিলেন। নাহু সম্পর্কে তিনি একটি কিতাব লিখেছিলেন যার তুলনা হয় না। তাঁর মৃত্যুর পর নাহুবিদদের ইমামগণ তার শরাহ্ বা ব্যাখ্যা লিখেন। তাঁরা নদীর স্রোতের মধ্যে ডুব দেন এবং তার মণিমুক্তা বের করার প্রচেষ্টা চালান কিন্তু তাঁরা তার গভীরে পৌঁছতে পারেননি।

আল্লামা ছা'লাব বলেন, তিনি একা গ্রন্থটি প্রণয়ন করেননি। বরং তাঁকে প্রায় ৪০জন নাহুবিদ কিতাবটি লিখার সময় সাহায্য করেছিলেন। আর এটা ছিল নাহুবিদ আল-খালীলের মূল নীতিমালা। এরপর সীবুওয়ায়হ এটাকে নিজের বলে দাবী করেন। নাহুবিদদের বিভিন্ন স্তরে এ ধরনের আচরণ বিরল বলে গণ্য। বর্ণনাকারী বলেন, সীবুওয়ায়হ আবুল খাত্তাব এবং আল আখফাশ ও অন্যদের থেকে ভাষা শিখেছিলেন। সীবুওয়ায়হ বলতেন, "সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবা" জুমুআর দিনকে আরূবা বলা হয়। তিনি বলতেন, যদি কেউ বলেন, "আরূবা তাহলে এটা হবে ভুল। এ তথ্যটি আল্লামা ইউনুসের কাছে উত্থাপন করা হলে তিনি বলেন, তিনি ঠিক বলেছেন, আল্লাহ্‌র জন্য তাঁর প্রশংসা। তালহা ইব্‌ন তাহিরের কাছে লাভবান হওয়ার জন্য তিনি খুরাসান প্রত্যাগমন করেন। কেননা তিনি নাহু শাস্ত্র পসন্দ করতেন। সেখানে তিনি অসুস্থ হন। আর এ অসুস্থতায় তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর সময় তিনি কিছু কথা পেশ করেন যা নিম্নরূপ ঃ

يُوْمِلُ دُنْيَا لِتَبْقَى لَهُ + فَمَاتَ الْمُؤْمِلُ قَبْلَ الاَمِلِ
يُرَبِّى فَسِيْلا لِيَبْقَى لَهُ + فَعَاشَ الْفَسِيْلُ وَمَاتَ الرَّجُلُ ۔

অর্থাৎ 'মানুষ দুনিয়ার আশা করে যাতে দুনিয়া তার জন্য চিরস্থায়ী হয়। অথচ আশা পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই অনেক সময় আশা পোষণকারী ইনতিকাল করে যায়। মানুষ ছোট ছোট খেজুর গাছ লালন-পালন করে যাতে এগুলো তার জন্য বেঁচে থাকে। তারপর ছোট ছোট খেজুর গাছ বেঁচে থাকে কিন্তু মানুষ তো মরে যায়।'

কথিত আছে যে, যখন তাঁর মৃত্যু সন্নিকট হয় তখন তিনি তাঁর মাথা নিজের ভাইয়ের কোলে রাখেন। ভাইয়ের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। তিনি চৈতন্যবোধ ফিরে পান এবং ভাইকে দেখতে পান যে তিনি কাঁদছেন, তখন তিনি বলেন ঃ

وَكُنَّا جَمِيْعًا فَرَّقَ الدَّهْرُ بَيْنَنَا + اِلَى الاَمَدِ الاَقْصَى فَمَنْ يَامَنُ الدَّهْرَا ۔

অর্থাৎ 'আমরা ছিলাম একান্নভুক্ত। যুগ আমাদের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের বিরক্তি সৃষ্টি করে। বাধ্য হয়ে আমরা বলি এমন কে আছে যে যুগের আবর্তন থেকে রক্ষা পেতে পারে?' আল-খতীব আল-বাগদাদী বলেন ঃ কথিত আছে যে, তিনি যখন ইনতিকাল করেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩২ বছর।

এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন আফীরা আল-আবিদা। তিনি দীর্ঘকাল চিন্তাগ্রস্ত থাকতেন এবং খুব বেশী করে কাঁদতেন। তাঁর একজন নিকট আত্মীয় সফর থেকে প্রত্যাগমন করেন। তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। এ সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ যুবকের আগমন আমাকে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হওয়ার দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আগন্তুকটি তুষ্ট অথচ তার ধ্বংস আসন্ন। এ বছর ইমাম শাফিঈর উস্তাদ মুসলিম ইব্‌ন খালিদ আল-যিন্‌জি ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন মক্কার বাসিন্দা। উলামায়ে কিরাম তাঁর স্মৃতিশক্তি বিলুপ্তির সমালোচনা করেন।

১৮১ হিজরীর আগমন

এ বছর আর-রশীদ রোমকদের শহরে যুদ্ধ করেন এবং একটি দুর্গ জয় করেন তার নাম ছিল আস-সাফ। কবি মারওয়ান ইব্‌ন আবূ হাফসা এ সম্পর্কে বলেন ঃ

اِنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُنْصَفَا + قَدْ تَرَكَ الصَّفْصَفَ قَاعًا صَفْصَفًا -

অর্থাৎ 'নিঃসন্দেহে আমীরুল মু'মিনীন ছিলেন ন্যায় পরায়ণ। তিনি সাফসাফ দুর্গটি জনমানব শূন্য সমতল ভূমিতে পরিণত করে রেখে এসেছেন।' এ বছর আবদুল মালিক ইব্‌ন সালিহ রোমকদের শহরে যুদ্ধ করেন। তিনি আনকারা পর্যন্ত পৌছে যান এবং মাতমূরা জয় করেন। এ বছর আল-মুহাম্মারা সম্প্রদায় জুরজানে আধিপত্য বিস্তার করে। এ বছর দীনি শিক্ষার কিতাবগুলোতে আল্লাহ্‌র প্রতি ছানা পড়ার পর রাসূল (সা)-এর প্রতি দুরূদ পাঠ করার হুকুম লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। এ বছর লোকজনকে নিয়ে আর-রশীদ হজ্জ আদায় করেন। মিনা ত্যাগ করার ক্ষেত্রে ত্বরা করেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদ শাসনভার গ্রহণের দায়িত্ব থেকে আর-রশীদের কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করেন। ইয়াহ্‌ইয়া মক্কা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁরা হলেন ঃ আল-হাসান ইব্‌ন কাহতাবা। তিনি ছিলেন নেতৃস্থানী আমীরদের অন্যতম ; হামযা ইব্‌ন মালিক, তিনি আর-রশীদের আমলে খুরাসানের আমীর ছিলেন ; খাল্‌ফ ইব্‌ন খলীফা, তিনি আল-হাসান ইব্‌ন আরাফার উস্তাদ ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল একশ বছর। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আল-মুবারক, তিনি ছিলেন আবূ আবদুর রহ্‌মান আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আল মুবারক আল-মারুযী। তাঁর পিতা ছিলেন তুর্কী এবং হামাদানবাসী বনূ হানযালার এক ব্যবসায়ী ব্যক্তির আযাদকৃত গোলাম। ইব্‌ন মুবারক যখন হামাদান আগমন করতেন তখন হামাদানবাসীরা তাদের আযাদকৃত গোলামের সন্তানের প্রতি খুব ভাল আচরণ করতেন। তাঁর মাতা ছিলেন খাওয়ারিযমী মহিলা। তিনি ১১৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাবিঈ ইমাম ইসমাঈল ইব্‌ন খালিদ, আ'মাশ, হিশাম ইব্‌ন উরওয়া, হুমায়দুত তাবীল প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে বহু লোক হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি কণ্ঠস্থকরণ, ফিকাহ্, আরবী ভাষা, পরহেযগারী, দানশীলতা, সাহসিকতা ও কবিতা রচনার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর প্রণীত বহু ভাল পুস্তক ও প্রজ্ঞা সম্বলিত বহু শ্রেষ্ঠ কবিতার সম্ভার। তিনি বহুবার হজ্জ পালন করেন ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর ছিল প্রায় চার লক্ষ দীনারের একটি ব্যবসায়ী মূলধন। তিনি তা দিয়ে বিভিন্ন শহরে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। তিনি যখন কোন আলিমের সাথে মিলিত হতেন তাঁর প্রতি

তিনি ভাল ব্যবহার করতেন। প্রতি বছর তাঁর প্রায় এক লাখ দীনার মুনাফা হত। তিনি তার মুনাফার সবটুকু ইবাদতগুযার, পরহেযগার ও বিদ্বান ব্যক্তিদের জন্য খরচ করে ফেলতেন। কোন কোন সময় মূলধন থেকেও খরচ করতেন।

সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না বলেন, আমি তাঁর কাজ ও সাহাবায়ে কিরামের কাজের ব্যাপারে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করলাম, অনুধাবন করতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্য ব্যতীত অন্য কোন ব্যাপারে তাঁরা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না।

ইসমাঈল ইব্‌ন আইয়াশ বলেন, "পৃথিবীর বুকে তাঁর ন্যায় তাঁর সময়ে অন্য কেউ মর্যাদাবান ছিলেন না। আমি এমন কোন ভাল অভ্যাস সম্বন্ধে জানি না যা আল্লাহ্ তা'আলা ইব্‌ন মুবারকের মধ্যে সন্নিবেশিত করে দেননি। তিনি বলেন, আমার কয়েকজন সাথী একদিন বর্ণনা করেন। তাঁরা মিসর থেকে মক্কা সফরকালে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। তিনি তাদেরকে খেজুর ও ময়দা দিয়ে তৈরি হালুয়া খাওয়াতেন কিন্তু তিনি নিজে একাধারে রোযাদার ছিলেন। একবার তিনি আর-রাক্কায় আগমন করেন সেখানে হারূনুর রশীদ অবস্থান করছিলেন। যখন তিনি সেখানে প্রবেশ করেন লোকজন তাঁর কাছে জমায়েত হন। তাঁর চতুর্দিকে লোকজনের ভীড় লেগে গেল। তখন আর-রশীদের একজন উম্মু ওয়ালাদ প্রাসাদ থেকে উঁকি দিয়ে দেখলেন। লোকজনের ভীড় দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, লোকজনের কী হয়েছে ? তখন তাঁকে বলা হল, খুরাসানের উলামায়ে কিরামের এক ব্যক্তি আগমন করেছেন তাঁকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক বলা হয়। তাঁর অভ্যর্থনার জন্য লোকজন তাঁর কাছে এসেছেন। মহিলাটি বললেন, ইনিইতো বাদশা, হারূনুর রশীদ বাদশাহ নন যাঁর জন্য বেত, লাঠি, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ভয়-ভীতির মাধ্যমে জনগণকে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে জমায়েত করা হয়।

একবার তিনি হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হন। কোন এক শহর অতিক্রম করছিলেন। তাঁর সাথী- সঙ্গীদের একটি পাখি মারা গেল। সেখানকার কোন একটি আবর্জনা রাখার জায়গায় তা নিক্ষেপ করার জন্য তিনি হুকুম দিলেন। তাঁর সাথীরা তাঁর সম্মুখভাগে চলে গেলেন। তিনি তাঁদের একটু পিছনে পড়ে গেলেন। যখন তিনি ময়লা ফেলার জায়গায় গমন করেন তখন দেখলেন একটি যুবতী মহিলা তার নিকটবর্তী একটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আসল এবং ঐ মৃত পাখিটি কুড়িয়ে নিল। এরপর সে তা গুটিয়ে নিল এবং ঘরের দিকে দ্রুত প্রত্যাগমন করল। তিনি এগিয়ে আসলেন এবং তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। আর মৃত পাখিটি নিয়ে নেয়ার ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করলেন। যুবতী মহিলাটি উত্তরে বলল, এখানে আমার ভাই ও আমার জন্য এ পায়জামাটি ব্যতীত আর কিছু নেই। আর আমাদের জন্য এ ময়লা ফেলার জায়গায় যা ফেলা হয় তা ব্যতীত অন্য কোন খাবার নেই। আর কিছু দিন থেকেই আমাদের জন্য অভাবের দরুন মৃত জন্তু খাওয়া হালাল হয়েছে। আমাদের পিতার ছিল বহু সম্পদ। এরপর তাঁর উপর যুলুম করা হয় এবং যাবতীয় সম্পদ নিয়ে নেয়া হয় ও তাঁকে হত্যা করা হয়। ইব্‌ন মুবারক বোঝা বহনকারী জানোয়ারদের ফেরত ডেকে পাঠালেন এবং তার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বললেন, তোমার কাছে খরচের অর্থ কত রয়েছে ? তিনি বললেন, এক হাজার দীনার। তিনি বললেন, তার থেকে বিশ দীনার গণনা করে আলাদা কর যার দ্বারা আমাদের জন্য মারভ পর্যন্ত যাওয়া যথেষ্ট হবে। আর বাকীগুলো তাকে দিয়ে দাও। এ বছর হজ্জ পালন থেকে এ কাজটি উত্তম। এরপর তিনি তাঁর সাথীদের নিয়ে ফেরত আসলেন।

তিনি যখন হজ্জে গমন করার সংকল্প করতেন তাঁর সাথীদের বলতেন, তোমাদের মধ্য থেকে যারা এ বছর হজ্জের সংকল্প করেছ তারা যেন আমার কাছে তাদের খরচ নিয়ে আসে, আমাকে যেন তাদের জন্য খরচ করতে না হয়। এভাবে তিনি তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে তার প্রয়োজনীয় খরচ নিয়ে নিতেন এবং প্রতিটি লোকের থলির উপর মালিকের নাম লিখে দিতেন। আর সবগুলো থলিকে একটি সিন্দুকে পুরে নিতেন। এরপর তাদেরকে নিয়ে বের হতেন। প্রচুর পরিমাণ খরচ করতেন ও সাওয়ারীতে আরোহণ করতেন। তাঁদের সাথে ভাল ব্যবহার করতেন ও নম্রতার আশ্রয় নিতেন। যখন তাঁরা হজ্জ সম্পন্ন করতেন তখন তিনি তাঁদেরকে বলতেন, তোমাদেরকে কি তোমাদের পরিবারবর্গ কোন হাদিয়া নিতে বলেছে ? এরপর তিনি তাদের প্রত্যেকের জন্য তার পরিবারের ফরমাইশ মুতাবিক মক্কী হাদিয়া, ইয়ামানী হাদিয়া ও অন্যান্য হাদিয়া খরিদ করে দিতেন। যখন তাঁরা মদীনায় পৌঁছতেন তখনও তাঁদের জন্য মাদানী হাদিয়া খরিদ করতেন। আর যখন তাঁরা তাদের শহরের দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন তিনি রাস্তার মাঝখান থেকে তাঁদের ঘরের লোকদের কাছে সংবাদ পাঠাতেন যাতে তারা তাদের ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে পারে, দরজা জানালায় প্রচলিত রং দিতে পারে ও বাড়ির ফাটল ইত্যাদি মেরামত করতে এবং সুসজ্জিত করতে পারে। যখন তাঁরা নিজ নিজ শহরে পৌঁছতেন তাঁদের আগমনের পর তিনি তাঁদের জন্য ভোজের ব্যবস্থা করতেন ও তাদেরকে ডাকতেন। এরপর তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করতেন ও তাঁদেরকে তিনি বস্ত্র দান করতেন। এরপর ঐ সিন্দুকটি চেয়ে পাঠাতেন, সিন্দুকটি খুলতেন এবং থলেগুলো বের করতেন। তাঁদের মধ্যে থলেগুলো বণ্টন করে দিতেন যাতে তাঁদের প্রত্যেকে নাম লিখা খরচের অর্থ বুঝে নিতে পারে। তাঁরা তাদের থলে বুঝে নিতেন, তাঁর তাঁদের ঘরে ফিরে যেতেন। তাঁরা আল্লাহ্র শোকর করতেন, প্রশংসার ঝাণ্ডা বহন করতেন তাঁদের সফরের সামগ্রী এক উটের বোঝা হয়ে যেত। আর এ সামগ্রীর মধ্যে থাকত খাবারের বিভিন্ন উপকরণ যেমন গোশত, মুরগী, হালুয়া ইত্যাদি। এরপর তিনি লোকজনকে খাওয়াতেন আর তীব্র গরমের মধ্যে তিনি ছিলেন একাধারে রোযাদার।

একদিন এক ভিক্ষুক তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করল। তখন তিনি তাকে এক দিরহাম দান করলেন। তার এক সাথী তাঁকে বললেন, তারা ভুনা গোশত ও ফালুদা ভক্ষণ করে থাকে। তাই তার জন্য এক টুকরাই যথেষ্ট। তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ ! আমি ধারণা করেছিলাম যে, সে শুধু তরকারী ও রুটি খেয়ে থাকে। যদি সে ফালুদা ও ভুনা গোশত খেয়ে থাকে তাহলে তার জন্য এক দিরহাম যথেষ্ট হবে না। এরপর তিনি তার এক গোলামকে হুকুম দিলেন এবং বললেন ঐ এক দিরহাম ফেরত নিয়ে এস এবং তাকে দশ দিরহাম প্রদান কর। এভাবে তাঁর পদ মর্যাদা ও কৃতিত্বপূর্ণ কার্যকলাপ অনেক বেশী।

আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার বলেন, "আলিমগণ তাঁর গ্রহণযোগ্যতা , পদমর্যাদা, ইমামত ও ইনসাফের উপর একমত রয়েছেন।" আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক এ বছরের রমযান মাসে ৬৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

মুফায্যল ইব্ন ফুযালা এ বছর ইনতিকাল করেন। তিনি দু'বার মিসরের কাযী নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন দীনদার ও বিশ্বস্ত। তিনি একবার আল্লাহ্র কাছে তাঁর থেকে আশা আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত করার দরখাস্ত করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তা তাঁর থেকে দূর করে দিলেন। তখন

তাঁর কাছে এরপর জীবন যাপন করা ভাল লাগছিল না। এরপর তিনি আল্লাহ্র কাছে তা ফেরত দেয়ার জন্য দরখাস্ত করেন। তিনি ফেরত দেন ও পূর্বের অবস্থায় তিনি ফিরে আসেন।

এ বছর ইয়াকূব আত-তায়িব ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন একজন আবিদ ও কূফার অধিবাসী। আলী ইব্ন মুওয়াফ্ফাক, মানসূর ইব্ন আম্মার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একরাতে আমি ঘর থেকে বের হলাম। আমি ধারণা করেছিলাম যে, প্রভাত হয়ে গিয়েছে কিন্তু আসলে রাতের কিছু অংশ বাকী ছিল। তখন আমি ছোট একটি দরজার কাছে বসে পড়লাম। দেখতে পেলাম– একজন যুবক কাঁদছেন এবং বলছেন, "তোমার ইয্যত ও সম্মানের কসম, আমি তোমার অবাধ্যতা দ্বারা তোমার বিরোধিতার ইচ্ছা করেনি বরং আমার নফ্স এটার শিকার হয়েছে এবং দুর্ভাগ্য আমার উপর জয়লাভ করেছে। আমার উপর তোমার বিলম্বিত পর্দা আমাকে প্রতারণা করেছে। কেননা কে আছে যে, আমাকে তোমার আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে ! যদি তুমি আমা থেকে তোমার সম্পর্কের রশি কেটে দাও তাহলে কে আছে যে তোমার সাথে সম্পর্কের রশি বহাল রাখতে পারে ? আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতার মধ্যে আমার বয়সের যে দিনগুলো চলে গেছে তা কতইনা খারাপ ! হে আমার দুর্ভাগ্য ! কতবার আমি তাওবা করব এবং আবার গুনাহে ফিরে আসব। এখন সময় হয়েছে আমি যেন আমার মহান প্রতিপালক থেকে লজ্জাবোধ করি। মানসূর বলেন, তখন আমি বললাম ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔
يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُم نَارًا وَّقُوْدُ هَاالنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّايَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ *

অর্থাৎ 'বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে। "হে মু'মিনগণ ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ যারা অমান্য করে না আল্লাহ্ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে (সূরা তাহরীম ঃ ৬)।"

মানসূর বলেন, আমি একটি আওয়ায শুনলাম ও একটি কঠিন দোদুল্যমান অবস্থা অনুভব করলাম। এরপর আমি আমার কাজে চলে গেলাম। যখন আমি ফেরত আসলাম তখন ঐ দরজাটির কাছ দিয়েই অতিক্রম করছিলাম। দেখলাম সেখানে একটি জানাযা রাখা হয়েছে। এ সম্পর্কে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম এবং দেখলাম যে, ঐ যুবকটি এ আয়াতটি পাঠের কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

১৮২ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছরই আর-রশীদ তাঁর ভাই মুহাম্মদ আল-আমীন ইব্ন যুবায়দা এরপর যুবরাজ হিসেবে স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ্ আল-মামূনের পক্ষে বায়আত গ্রহণ করেন। তখন তিনি হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর আর-রাক্কা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁর পুত্র আল-মামূনকে জা'ফর ইব্ন

ইয়াহ্ইয়া আল-বারমাকীর সাথে সম্পৃক্ত করেন এবং তাঁকে বাগদাদে প্রেরণ করেন। তাঁর সাথে ছিল তাঁর খিদমত করার জন্য আর-রশীদ পরিবারের একদল লোক। তিনি তাঁকে খুরাসান ও আশপাশের এলাকায় প্রশাসক নিযুক্ত করেন এবং তাঁর নাম দেন আল-মামূন।

এ বছর ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ আল-বারমাকী মক্কার আশপাশ থেকে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। এ বছর আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন সালিহ্ গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং আসহাবে কাহফের শহর পর্যন্ত পৌছে যান। এ বছরই রোমানরা তাদের বাদশা কুস্তানতিন ইব্ন আল ইউন এর দু'চোখ উপড়ে দেন এবং তার মাতা রিন্নিয়াকে তাদের সম্রাজ্ঞী হিসেবে নিযুক্ত করেন ও তাঁর উপাদি দেয়া হয় আগাস্তাহ। মূসা ইব্ন ঈসা ইব্ন আল-আব্বাস লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন।

এ বছর যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের মধ্য হতে একজন হলেন ঃ ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ আল-হিমসী। তিনি সিরিয়ার প্রসিদ্ধ নেতাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে সমালোচনা রয়েছে।

অন্য একজন হলেন ঃ মারওয়ান ইব্ন আবূ হাফসা। তিনি একজন প্রসিদ্ধ শ্রদ্ধাভাজন কবি ছিলেন। তিনি খলীফাদের এবং বারমাকী সম্প্রদায়ের প্রশংসা করতেন।

অন্য একজন হলেন ঃ মা'আন ইব্ন যায়িদা। তিনি প্রচুর সম্পদ অর্জন করেছিলেন তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন কৃপণদের অন্যতম। তিনি কৃপণতার কারণে প্রায় সময় গোশত ভক্ষণ করতেন না, ঘরে বাতি জ্বালাতেন না এবং সূতী, পশম ও মোটা কাপড় ব্যতীত পোশাক পরিধান করতেন না। তাঁর বন্ধু সালিম আল-খাসির যখন রাজধানীতে গমন করতেন তখন তিনি টাট্টু ঘোড়ায় আরোহণ করতেন আর তাঁর গায়ে শোভা পেত এক হাজার দীনারের মূল্যমান চাদর। তাঁর কাপড় থেকে খুশবূ বের হতো অন্যদিকে মা'আন খুব খারাপ ও নিকৃষ্টতম অবস্থায় দরবারে পৌছতেন। তিনি একদিন খলীফা আল-মাহ্দীর দরবারে যান। তখন তাঁর পরিবারের এক মহিলা বললেন, যদি খলীফা তোমাকে কোন কিছু দান করেন তাহলে তার থেকে আমাকে কিছু দান করবে। তিনি বললেন, যদি খলীফা আমাকে এক লাখ দিরহাম দান করেন তাহলে তোমার জন্য থাকবে এক দিরহাম। এরপর খলীফা তাঁকে ষাট হাজার দিরহাম দান করেন, তখন তিনি মহিলাটিকে চারটি এক-ষষ্টমাংশ দিরহাম দান করেন। তিনি এ বছর বাগদাদে ইনতিকাল করেন এবং নসর ইব্ন মালিকের কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

অন্য একজন হলেন কাযী আবূ ইউসুফ। তাঁর পূর্ণ নাম হল ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হাবীব ইব্ন সা'দ ইব্ন হাসানা। হাসানা ছিলেন তাঁর মা। তাঁর পিতা হলেন বুজায়র ইব্ন মুআাবিয়া। উহুদ যুদ্ধের দিন তাঁকে শিশু বলে গণ্য করা হয়। এজন্য তিনি উক্ত যুদ্ধে অংশ নিতে পারেন নি। আবূ ইউসুফ ছিলেন আবূ হানীফা (র)-এর প্রবীণ সাথীদের অন্যতম। তিনি আল-আ'মাশ, হুমামা ইব্ন উরওয়া, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ ও অন্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে যাঁরা বর্ণনা করেন তাঁরা হলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন হাসান, আহমদ ইব্ন হাম্বল এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন। আলী ইব্ন জা'দ বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ আমার পিতা ইনতিকাল করেন তখন আমি ছিলাম ছোট। আমার মা আমাকে একজন ধোপার কাছে নিয়ে যান তখন আমি আবূ হানীফা (র)-এর মজলিসে গমন করতাম এবং সেখানে

বসতাম। আমার মাতা আমার পিছনে পিছনে যেতেন এবং আমার হাত ধরতেন ও আবূ হানীফা (র)-এর মজলিস থেকে ধরে নিয়ে আমাকে সেই ধোপার কাছে পৌঁছাতেন কিন্তু আমি এ ব্যাপারে তাঁর বিরোধিতা করতাম এবং আবূ হানীফা (র)-এর কাছে আমি গমন করতাম। যখন এ ব্যাপারটি দীর্ঘকাল চলতে লাগল আবূ ইউসুফ (র)-এর মাতা আবূ হানীফা (র)-কে বললেন, এটাতো একটি ইয়াতীম বাচ্চা, তার কোন সম্পদ নেই। আমি তাকে আমার চরকার আয় দ্বারা লালন-পালন করছি আর তুমি তাকে আমার থেকে নিয়ে পথভ্রষ্ট করছো। আবূ হানীফা (র) তাঁকে বললেন, চুপ থাক হে আহমক ! সে তো বিদ্যা অর্জন করছে এবং অচিরেই ফীরোযা পাথরের ট্রেতে রাখা ভাজা ফালুদা ভক্ষণ করবে। আমার মাতা তাঁকে বললেন, তুমি একজন বৃদ্ধ, আশ্চর্যজনক কিস্‌সা কাহিনী বর্ণনা করছো। আবূ ইউসুফ (র) বলেন, পরবর্তীতে আমি কাযী নিযুক্ত হলাম। আর তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যাঁকে আল-হাদী কাযী নিযুক্ত করেছিলেন এবং কাযীউল কুযাত উপাধি দিয়েছিলেন। আবূ ইউসুফ (র)-কে বলা হতো কাযীউ কুযাতিদ দুনিয়া অর্থাৎ দুনিয়ার কাযীদের কাযী। কেননা তিনি সবগুলো প্রদেশে যেখানে সেখানে খলীফা হুকুম জারি করতেন সেখানে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতেন। আবূ ইউসুফ (র) বলেন, আমি একদিন আর-রশীদের কাছে উপবিষ্ট ছিলাম ; ফীরোযা পাথরে নির্মিত ট্রে এর মধ্যে ফালুদা উপস্থাপন করা হল। তখন তিনি আমাকে বললেন, এটা থেকে খেয়ে নাও। কেননা এটাতো সব সময় বানানো হয় না। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন ! এটা কী ? তিনি বললেন, "এটা ফালুদা।" আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এরপর আমি মুচকি হাসি দিলাম, তিনি বললেন, তোমার কী হয়েছে, তুমি মুচকি হাসছ ? আমি বললাম, 'না, কিছুই না, আমীরুল মু'মিনীনকে আল্লাহ্ বাঁচিয়ে রাখুন। খলীফা বললেন, তুমি অবশ্যই আমাকে এ ব্যাপারে সংবাদ পরিবেশন করবে। এরপর আমি তাঁর কাছে সব ঘটনা খুলে বললাম। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই জ্ঞান উপকারে আসে, এটা দুনিয়া ও আখিরাতে পদমর্যাদা অর্জন করতে সাহায্য করে। এরপর বললেন, আবূ হানীফা (র)-কে আল্লাহ্ রহম করুন। তিনি তাঁর আকলের চোখ দ্বারা যা দেখতেন তা মাথার চোখ দ্বারা দেখতেন না। আবূ হানীফা (র) আবূ ইউসুফ (র) সম্বন্ধে বলতেন ঃ তিনি ছিলেন তাঁর সাথীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী। আল-মুযানী বলেন, আবূ ইউসুফ (র) তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হাদীসের অনুসারী ছিলেন। ইব্‌ন মাদীনী বলেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী। ইব্‌ন মুঈন বলেন, তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত। আবূ যুর'আ বলেন, তিনি কালো মুখ হওয়া থেকে মুক্ত ছিলেন। বাশ্‌শার আল-খাফ্‌ফাফ বলেন, আমি আবূ ইউসুফ (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ যিনি কুরআনকে মাখলুক বলেন ঃ তার সাথে কথা বলা হারাম। তার থেকে দূরে থাকা ফরয। তাকে সালাম দেয়া ও তার সালাম নেয়া কোনটাই বৈধ নয়। স্বর্ণাক্ষরে যা লিখে রাখা প্রয়োজন তা হলো তাঁর নিম্নে বর্ণিত বাণীসমূহ ঃ "যে পরশ পাথর দ্বারা সম্পদ অন্বেষণ করে সে ফকীরে পরিণত হয়। যে হেঁয়ালিপূর্ণ কাহিনীসমূহের চর্চা করে সে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। যে ইলমে কালাম কিংবা বিতর্কের সাহায্যে ইলম অন্বেষণ করে সে যিনদীকে পরিণত হয়।" একবার যখন তিনি ও ইমাম মালিক মদীনায় আর-রশীদের সামনে صاع এর মাসআলা ও শাক-সবজির যাকাত সম্পর্কে মুনাযারায় লিপ্ত হন ইমাম মালিক এ সম্পর্কে বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষদের থেকে আগত দলীলগুলো পেশ করেন। আর তিনি এরূপও যুক্তি দেখান যে খুলাফায়ে রাশিদীনের সময় শাক-সবজি থেকে কর আদায় করা হত না তখন আবূ

ইউসুফ (র) বলেন, আমি যা দেখেছি আমার সাথী যদি তা দেখতেন তাহলে মাসআলাটি তিনি পুনর্বিবেচনা করতেন যেমন আমি করেছি। এটা তাঁর থেকে ন্যায্য মন্তব্য।

তাঁর নির্দেশ জারির বৈঠকে উলামায়ে কিরাম তাঁদের স্তর অনুযায়ী উপস্থিত হতেন যেমন আহমদ ইব্‌ন হাম্বল। তিনি ছিলেন একজন যুবক। লোকজনের মাঝে তিনিও মজলিসে হাযির হতেন, মুনাযারা ও মুবাহাছা করতেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি ন্যায্য হুকুম জারি করতেন। তিনি বলতেন, আমি আশা করি যেন এ হুকুমটির ব্যাপারে আল্লাহ্ আমার কোন যুলুম কিংবা কারো প্রতি দুর্বলতাবোধ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা না করেন। তবে একদিনের ঘটনা বারবার মনে পড়ে। আমার কাছে একটি লোক আগমন করেন এবং বলেন যে, তার একটি বাগান আছে। আর এখন এটি আমীরুল মু'মিনীনের দখলে চলে গেছে। তখন আমীরুল মু'মিনীনের কাছে আমি প্রবেশ করলাম এবং এ ব্যাপারে তাঁকে অবগত করলাম। তিনি বললেন, বাগানটি আমার। আল-মাহদী এটা আমার জন্য খরিদ করেছেন। এরপর আমি বললাম, যদি আমীরুল মু'মিনীন চান তাহলে তাকে হাযির করে তার অভিযোগ আমি শুনতে পারি। লোকটিকে হাযির করানো হয়। সে বাগানটি দাবী করে। তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি কী বলেন ? তখন তিনি বললেন, এটা আমার বাগান। আমি লোকটিকে বললাম, তুমি তো শুনলে আমীরুল মু'মিনীন কী উত্তর দিলেন ? লোকটি তখন বলল, তাহলে শপথ করানো হোক। তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি কি শপথ করবেন ? তিনি বললেন, 'না'। তখন আমি বললাম, আমি আপনার সামনে তিনবার শপথ পেশ করব। যদি আপনি শপথ করেন তাহলে তো ভাল কথা অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে আমি হুকুম দেবো হে আমীরুল মু'মিনীন ! এরপর আমি তাঁর কাছে তিনবার শপথ উত্থাপন করলাম কিন্তু তিনি শপথ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। তখন আমি অভিযোগকারীর পক্ষে বাগানটির হুকুম দিলাম। আবূ ইউসুফ (র) বলেন, মুকাদ্দমা চলাকালীন সময়ে লোকটিকে খলীফার সপক্ষে মতামত পেশ করার জন্য চেষ্টা করলাম কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। এরপর কাযী আবূ ইউসুফ বাগানটি লোকটির কাছে সোপর্দ করার ব্যবস্থা করলেন।

আল-মু'আফী যাকারিয়া আল-হারীরী ; মুহাম্মদ ইব্‌ন আবুল আযহার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি হাম্মাদ ইব্‌ন আবূ ইসহাক থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বশর ইব্‌ন আল-ওয়ালীদ থেকে এবং তিনি আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক রাতে আমি নিজের বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলাম। গভীর রাতে খলীফার দূত আমার ঘরের দরজায় আঘাত করতে লাগলেন, আমি বিরক্তি সহকারে বের হয়ে আসলাম। দূতটি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন আপনাকে ডাকছেন। এরপর আমি গেলাম ; দেখলাম তিনি বসে আছেন, তাঁর সাথে রয়েছেন ঈসা ইব্‌ন জা'ফর। তখন আমাকে আর-রশীদ বললেন, 'এই ব্যক্তি যার কাছে আমি চেয়েছিলাম যেন সে আমাকে একটি দাসী হেবা করে কিংবা আমার কাছে বিক্রি করে কিন্তু তা সে করল না। আমি তোমাকে সাক্ষী রেখে বলছি যদি সে আমার এ কথা মান্য না করে আমি তাকে হত্যা করব।' আমি তখন 'ঈসা ইব্‌ন জা'ফরকে বললাম, আপনি এরূপ করছেন না কেন ? তিনি বললেন, আমি তালাক, আযাদ করা এবং সম্পদ সাদাকা করা এসবের শপথ করেছি যদি আমি দাসীটি বিক্রি করি কিংবা কাউকে হেবা করি (মূল কথা এ শপথের জন্য আমি তাকে দাসীটি প্রদান করতে পারছি না) আমাকে আর-রশীদ বললেন, এটা থেকে পরিত্রাণ পাবার কী কোন ব্যবস্থা

আছে? আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সে আপনার কাছে দাসীর অর্ধেক বিক্রি করবে আর অর্ধেক আপনার কাছে হেবা করবে। তখন ঈসা ইব্ন জা'ফর অর্ধেকটি হেবা করলেন এবং অর্ধেকটি এক লাখ দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করলেন। খলীফা তার থেকে এটা গ্রহণ করলেন। এরপর দাসীটিকে উপস্থিত করা হল। হারূনুর রশীদ যখন তাকে দেখলেন তখন বললেন আজ রাত আমি তার সাথে মিলিত হতে পারি এরূপ কোন ব্যবস্থা করা যায় কি ? আমি বললাম, সে তো খরিদকৃত দাসী, তার ইসতিবরা দরকার (প্রয়োজনীয় ইদ্দত পালন করা)। তবে আপনি যদি তাকে আযাদ করে দেন এবং তাকে বিয়ে করেন তাহলে আপনি তার সাথে মিলিত হতে পারেন। কেননা আযাদ মহিলার ইসতিবরা প্রয়োজন নেই। বর্ণনাকারী বলেন, হারূনুর রশীদ তাকে আযাদ করে দিলেন এবং তাকে বিশ হাজার দীনারের বিনিময়ে বিয়ে করলেন। আমার জন্য দু'লাখ দিরহাম ও বিশটি কাপড়ের হুকুম দিলেন এবং দাসীটির কাছে দশ হাজার দীনার প্রেরণ করা হল।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন বলেন, একদিন আমি আবূ ইউসুফ (র)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম তখন তাঁর কাছে বিভিন্ন ধরনের কাপড় ও খুশবূ হাদিয়া স্বরূপ আসল তখন এক ব্যক্তি একটি হাদীসের সনদ সম্পর্কে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন হাদীসটি হলো নিম্নরূপ ঃ যদি কারো কাছে কোন হাদিয়া আসে এবং তার কাছে কিছু সংখ্যক লোক বসা থাকে তাহলে তারা ঐ হাদিয়ায় শরীক হবে। আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এ ধরনের হুকুম পনির, খেজুর, কিসমিস ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর এখন যে হাদিয়া এসেছে তা সে পর্যায়ের নয়। হে যুবক ! এটা বায়তুল মালে নিয়ে যাও এটা বলে কাযী এ হাদিয়া থেকে কোন কিছু কাউকে দিলেন না। বিশর ইব্ন গিয়াছ আল-মুরায়সী বলেন, আমি আবূ ইউসুফ (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি সতের বছর যাবৎ আবূ হানীফা (র)-এর সংস্পর্শে ছিলাম। এরপর আমাকে সতের বছর দুনিয়াটাকে ভোগ করার সুযোগ দেয়া হলো। এখন আমি আমার মৃত্যু সন্নিকট বলে ধারণা করছি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি মাত্র কয়েক মাস জীবিত থাকার পর ইনতিকাল করেন।

এ বছর রবীউল আউয়াল মাসে ৬৭ বছর বয়সে আবূ ইউসুফ (র) ইনতিকাল করেন। তাঁর পরে তাঁর সন্তান ইউসুফ কাযী নিযুক্ত হন। তিনি পূর্বে বাগদাদের পূর্বাংশের নায়িব ছিলেন। বর্ণনাকারীদের মধ্যে যাঁরা মনে করেন যে, ইমাম শাফিঈ (র) আবূ ইউসুফ (র)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আল-বালভী আল-কায্যাব اَلرِّحْلَةُ الَّتِىْ سَاقَهَا الشَّافِعِىُّ। নামক কিতাবে এ কথা উল্লেখ করেছেন তাঁরা অবশ্যই ভুল করেছেন। কেননা ইমাম শাফিঈ (র) সর্ব প্রথম ১৮৪ হিজরীতে বাগদাদে প্রথম আগমন করেন। শাফিঈ (র) ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন হাসান আশ–শায়বানীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁর সাথে ভাল আচরণ করেন এবং খোলা মেলা আলোচনা করেন। তাঁর মধ্যে কোন প্রকার বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়নি। যেমন এ ব্যাপারে যাঁদের কোন জ্ঞান নেই তাঁরা উল্লেখ করে থাকেন। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ঃ ইয়াকূব ইব্ন দাঊদ ইব্ন তাহমান। তিনি হলেন আবূ আবদুল্লাহ্ ইয়াকূব ইব্ন দাঊদ ইব্ন তাহমান। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাযিম আস-সালামীর আযাদকৃত গোলাম। খলীফা আল-মাহদী তাঁকে উযীর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর কাছে অথ্যন্ত মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। খলীফা তাঁর কাছে যাবতীয় কাজের ভার অর্পণ করেছিলেন। এরপর যখন তাঁকে এক আলাবী ব্যক্তিকে হত্যা করার হুকুম দিলেন যেমন পূর্বে

উল্লেখ করা হয়েছে তনি তাকে ছেড়ে দেন এবং ঐ দাসীটি তাঁর বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কাজ করে। আল-মাহদী তাঁকে মাটির নীচে অবস্থিত কূপের ন্যায় কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তাঁর জন্য একটি গোলাকৃতির কক্ষ তৈরি করা হয়। তাঁর চুল বড় হয়ে যায় এমনকি জীব-জন্তুর চুলের ন্যায় লম্বা ও অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তিনি অন্ধ হয়ে যান। কেউ কেউ বলেন, তাঁর দৃষ্টি শক্তি লোপ পেয়ে যায়। তিনি প্রায় ১৫ বছর ঐ কূপটিতে অবস্থান করেন যেখানে তিনি কোন আলো দেখতে পেতেন না এবং কোন শব্দও শোনতে পেতেন না শুধুমাত্র সালাতের সময় তাঁকে সালাতের কথা তারা জানিয়ে দেওয়া হত। প্রতিদিন তাঁর কাছে রুটি ও এক কলসী পানি রাখা হত। এরূপভাবে সে অবস্থান করতে লাগলেন। এভাবে খলীফা আল-মাহদী ও আল-হাদীর যুগ অতিক্রান্ত হল এবং আর-রশীদের যুগের প্রথমাংশও অতিবাহিত হল। ইয়াকূব বলেন, আমার ঘুমের মধ্যে আমার কাছে এক ব্যক্তি আগমন করে বললেন ঃ

عَسَى الْكَرْبُ الَّذِىْ اَمْسَيْتَ فِيْهِ + يَكُوْنُ وَرَاءَهُ فَرَجٌ قَرِيْبٌ
فَيَامَنُ خَائِفٌ وَيُفَكُّكَ عَانٍ + وَيَأْتِى اَهْلَهُ النَّائِى الْغَرِيْبٌ۔

অর্থাৎ "তুমি যে দুঃখ কষ্টে আছ তার পিছনে রয়েছে অতি সন্নিকট নিষ্কৃতি। ফলে আশংকাগ্রস্ত ব্যক্তি ভীতি মুক্ত হবে। দাস তার দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে এবং অপরিচিত দূরের পরিবার নিকটে আসবে।"

একদিন যখন ভোর হল আমাকে ডাকা হল। তখন আমি ধারণা করলাম যে, আমাকে সালাতের সময় সম্পর্কে অবগত করানো হচ্ছে। নীচে আমার দিকে একটি রশি ঝুলিয়ে দেয়া হল এবং আমাকে বলা হল, "এ রশিটি তোমার কোমরে বাঁধ।" এরপর সেখানে উপস্থিত লোকজন আমাকে টেনে উপরে উঠাল। উঠানোর পর আমি যখন আলোর দিকে নযর করলাম তখন কিছুই দেখতে পেলাম না। আমাকে খলীফার সামনে দাঁড় করানো হল এবং আমাকে বলা হল, আমীরুল মু'মিনীনকে সালাম করো। আমি তাঁকে খলীফা আল-মাহদী মনে করলাম এবং আমি তাঁকে তাঁর নাম ধরে সালাম করলাম তিনি বললেন, আমি ওই লোক নই। এরপর আমি বললাম, আপনি কি খলীফা আল-হাদী ? তিনি বললেন, আমি ঐ লোক নই। পরে আমি বললাম, আস-সালামু আলায়কুম হে আমীরুল মু'মিনীন আর রশীদ ! তখন তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি খলীফা আর-রশীদ। এরপর খলীফা বললেন, আল্লাহ্র শপথ! তোমার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কেউ আমার কাছে সুপারিশ করেনি। তবে গতরাতে আমার একটি ছোট মেয়ে আমার গর্দানের উপর চড়ে বসল তখন আমার স্মরণ হল আমিও তোমার গর্দানে এরূপ চড়তাম আর তুমিও আমাকে এরূপ বহন করতে। এরপর তুমি যেই দুঃখ-কষ্টে আছ তার প্রতি আমার অন্তরে দয়ার উদ্রেক হল। তাই আমি তোমাকে বের করে নিয়ে আসলাম। এরপর খলীফ তাঁর প্রতি আরো দয়া করলেন এবং ভাল আচরণ করলেন। কিন্তু ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ ইব্ন বারমাক তাঁর প্রতি হিংসা করতে লাগলেন এবং আশংকা করতে লাগলেন যে, তাঁকে ঐরূপ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হবে যেরূপ মর্যাদায় তিনি আল-মাহদীর যুগে মর্যাদাবান ছিলেন। ইয়াকূব ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ ইব্ন বারমাকের এরূপ আশংকার কথা আঁচ করতে পারলেন। তাই তিনি আর রশীদ থেকে মক্কায় চলে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই

বসবাস করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন। তিনি বলেন, ইয়াহ্ইয়া আশংকা করছিল যে, আমি আবার শাসন কার্যে ফিরে আসব, না, আল্লাহ্র শপথ ! যদি আমাকে পূর্বের জায়গায় প্রত্যাবর্তন করানো হত তাহলে আমি কোন দিন তা করতাম না।

এ বছর ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর হাদীসের উস্তাদ আবূ মুআবিয়া ইয়াযীদ ইব্ন যুরা'য় ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত আলিম, আবিদ ও পরহেযগার। তাঁর পিতা ইনতিকাল করেন আর তিনি ছিলেন বসরার শাসক। তিনি পাঁচশত দিরহামের ন্যায় সম্পদ রেখে যান। কিন্তু ইয়াযীদ ঐ দিরহাম থেকে এক দিরহামও গ্রহণ করেননি। তিনি খেজুর পাতা দিয়ে নিজ হাতে কাজ করতে এবং তার আয় দিয়ে নিজের ও পরিবারের জীবিকার খরচ চালাতেন। এ বছরই তিনি বসরায় ইনতিকাল করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, এর পূর্বে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

১৮৩ হিজরীর আগমন

এ বছরই আরমানিয়াদের ঘাঁটি থেকে জনগণের প্রতিকূলে আল-খাযার সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। তারা আরমানিয়াদের শহরগুলোতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তারা মুসলিম জনতা ও যিম্মিদের মধ্য থেকে প্রায় এক লাখ লোককে বন্দী করে এবং বহু লোককে হত্যা করে। আরমানিয়ার নায়িব সাঈদ ইব্ন মুসলিম পরাজয়বরণ করেন। আর-রশীদ তখন তাদেরকে দমন করার জন্য খাযিম ইব্ন খুযায়মা ও ইয়াযীদ ইব্ন মাযীদকে এক বিরাট সৈন্যদলসহ প্রেরণ করেন। তাঁরা ঐসব শহরে বিরাজমান বিশৃঙ্খলা দমন করেন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এ বছর আল-আব্বাস ইব্ন মূসা আল-হাদী লোকজনকে নিয়ে হজ্জ পালন করেন।

এ বছর যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ঃ আলী ইব্ন আল-ফুযায়ল ইব্ন ইয়ায। তিনি তাঁর পিতার জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন অধিক ইবাদতগুযার, পরহেযগার, আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ও বিনয়ী। অন্য একজন হলেন ঃ আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইব্ন সাবীহ, বনূ আজাল আল-মুযাক্কারের আযাদকৃত দাস। তিনি ইব্ন সাম্মাক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তিনি ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ, আল-আ'মাশ, আস-সাওরী, হিশাম ইব্ন উরওয়া ও অন্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন। একদিন তিনি আর-রশীদের কাছে প্রবেশ করেন এবং রশীদকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমার জন্য রয়েছে আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান হবার স্থান। এখন চিন্তা করে দেখ কোন ঠিকানায় তোমাকে যেতে হবে জান্নাতে না জাহান্নামে ? আর-রশীদ তখন কাঁদতে থাকেন এমনকি তিনি মারা যাওয়ার উপক্রম হন।

এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের অন্য একজন হলেন ঃ মূসা ইব্ন জা'ফর। তিনি হলেন আবুল হাসান মূসা ইব্ন জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আল-হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব আল-হাশিমী। তাঁকে আল-কাযিমও বলা হয়ে থাকে। তিনি ১২৮ কিংবা ১২৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যধিক ইবাদতগুযার ও মান-সম্মানের অধিকারী। যদি কারো সম্বন্ধে তাঁর কাছে খবর পৌছত যে, সে তাকে কষ্ট দিচ্ছে তখন তিনি তার কাছে স্বর্ণ ও উপঢৌকন প্রেরণ করতেন। তার সন্তান-সন্ততি জন্ম নিয়েছিল চল্লিশজন। একবার তাঁকে একটি পরিজ তৈরিকারক গোলাম হাদিয়া দেওয়া হয় তিনি তাকে খরিদ করে নেন এবং তার শস্য

ক্ষেত্রটিও এক হাজার দীনার দিয়ে খরিদ করে নেন যার মধ্যে সে ছিল। তাকে আযাদ করে দেন আর শস্য ক্ষেত্রটি তাকে দান করেন। একবার খলীফা আল-মাহ্দী তাঁকে বাগদাদে ডাকেন ও তাঁকে বন্দী করেন। রাতের বেলায় স্বপ্নে আল-মাহ্দী আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে দেখলেন। তিনি তাঁকে বলছিলেন ঃ "হে মুহাম্মাদ !

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ -

অর্থাৎ "ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে (সূরা মুহাম্মদ ঃ ২২)।" ভীত হয়ে আল-মাহ্দী জেগে উঠেন এবং তাঁর সম্বন্ধে হুকুম জারি করেন ও তাঁকে রাতের মধ্যে কারাগার থেকে বের করে আনেন। তাঁকে নিজের সাথে বসান, তাঁর সাথে মুআনাকা করেন ও তাঁর প্রতি প্রীত হন। আর তাঁর থেকে অঙ্গীকার নেন যে, তিনি তাঁর ও তাঁর বংশধরদের কারো বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন না। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! এটা আমার কাজ নয়। আর এরূপ আমি কোন দিন চিন্তাও করিনি। তখন খলীফা বলেন, আপনি সত্য বলেছেন এবং তিন হাজার দীনার তাঁকে দেয়ার জন্য হুকুম দেন। আর তাঁকে মদীনা প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেন। ভোর না হতেই তাঁকে রাস্তায় পাওয়া গেল। আর-রশীদের খিলাফত পর্যন্ত তিনি মদীনায় অবস্থান করতে থাকেন। এরপর খলীফা আর-রশীদ হজ্জ আদায় করেন। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কবরে সালাম দেয়ার জন্য প্রবেশ করেন তখন তাঁর সাথে ছিলেন মূসা ইব্‌ন জা'ফর আল-কাযিম। খলীফা আর-রশীদ বলেন, আস-সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ইয়া ইবনা আম্ম অর্থাৎ আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! হে চাচাতো ভাই। তখন মূসা বললেন, আসসালামু আলায়কা ইয়া আবাতি অর্থাৎ হে পিতা ! আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক। আর-রশীদ তখন বলে উঠেন হে আবুল হুসায়ন ! এটাতো অহংকার ও গর্বের কথা। এরপর এটা সব সময় তাঁর অন্তরে বিরাজ করে। ৬৯ হিজরী সনে তিনি তাঁকে ডেকে পাঠান ও কারাগারে নিক্ষেপ করেন। আর তাঁর কারাবরণ যখন দীর্ঘায়িত হল তখন মূসা খলীফার কাছে একটি পত্র লিখেন। পত্রে তিনি লিখেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমার একটি দুঃখের দিনের সাথে সাথে তোমারও একটি সুখের দিন অতিবাহিত হচ্ছে। এভাবে আমরা এমন একদিনে উপনীত হব যেদিন বাতিলের আশ্রয় গ্রহণকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ বছর রজবের ২৫ তারিখ বাগদাদে তিনি ইনতিকাল করেন। আর তাঁর কবরও বাগদাদে রয়েছে বলে প্রসিদ্ধ।

এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে অন্য একজন হলেন ঃ হাশিম ইব্‌ন বাশীর ইব্‌ন আবূ হাযিম। তিনি হলেন আবূ মুআবিয়া হাশিম ইব্‌ন বশীর ইব্‌ন আবূ হাযিম আল-কাসিম ইব্‌ন দীনার আস-সালামী আল-ওয়াসিতী। তাঁর পিতা ছিলেন হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ আছ-ছাকাফীর বাবুর্চি। পরে তিনি আচার বিক্রি করতেন কিন্তু তাঁর পুত্রকে ইল্‌ম হাসিল করতে নিষেধ করতেন যাতে তাঁর পুত্র তাঁর পেশার কাজে সহায়তা করতে পারে। তিনি কিন্তু হাদীস শ্রবণ করা থেকে বিরত রইলেন না। ঘটনাক্রমে হাশিম একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন ওয়াসিতের কাযী আবূ শায়বা তাঁকে দেখতে আসেন। আর তাঁর সাথে ছিল অনেক লোক। বশীর যখন তাঁকে দেখলেন এতে তিনি খুশী হলেন এবং বললেন, হে বৎস ! তোমার বিষয়টি এতদূর পৌঁছেছে যে কাযী সাহেব আমার ঘরে এসেছেন। আজকের দিন থেকে তোমাকে আমি হাদীস অন্বেষণ হতে বারণ

করব না। হাশিম নেতৃস্থানী আলিমদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন ঃ ইমাম মালিক, শু'বা, আস-সাওরী, আহমদ ইব্ন হাম্বল ও তাঁদের ব্যতীত অন্য বহু লোক। তিনি ছিলেন পুণ্যবান ও ইবাদতগুযার বান্দাদের অন্যতম। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দশ বছর যাবৎ ইশার সালাতের ওযূ দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেন।

এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে অন্য একজন হলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়া ইব্ন আবূ যায়িদা। তিনি ছিলেন মাদায়িনের কাযী। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ইমামদের অন্যতম। অন্য একজন হলেন ইউনুস ইব্ন হাবীব। তিনি ছিলেন অভিজাত নাহুবিদদের অন্যতম। তিনি আবূ আমর ইব্ন আলা ও অন্যদের থেকে নাহু শাস্ত্র শিক্ষা করেন। আর তাঁর থেকে নাহু শাস্ত্র শিক্ষা করেন আল-কিসাঈ ও আল-ফাররা। বসরায় তাঁরা একটি দল ছিল তাদের কাছে থেকে দেশী-বিদেশী আলিম, সাহিত্যিক ও বাগ্মী জ্ঞানীরা পালাক্রমে জ্ঞান অর্জন করতেন। এ বছরই তিনি ৭৮ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

একশ চৌরাশি হিজরীর আগমন

এ বছর আর-রশীদ রাক্কা থেকে বাগদাদ ফিরে আসেন। জনগণ তাদের উপর ধার্যকৃত করের বাকী অংশ আদায় করতে শুরু করেন। তিনি এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন যে জনগণকে এ ব্যাপারে প্রহার করত এবং তাদেরকে বন্দী করত। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশাসক নিযুক্ত করেন। একবার একজন প্রশাসক বরখাস্ত করেন আবার একবার তাকে নিযুক্ত করেন। একবার এক অঞ্চলকে অন্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করেন আবার সংযুক্ত করেন। আল-জাযীরায় আবূ আমর আশ-শারী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তখন আর-রশীদ তাকে দমন করার জন্য নিজ পক্ষ থেকে সেনাপতি শাহরযূরকে প্রেরণ করেন। এ বছর ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ আল-আব্বাসী লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন।

এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ঃ আহমদ ইব্ন রশীদ। তিনি ছিলেন সংসার ত্যাগী ইবাদতগুযার। তিনি দরবেশী জীবন যাপন করতেন। তিনি মাটির কাজ দ্বারা নিজের হাতের অর্জন থেকে জীবন যাপন করতেন। তিনি একজন কর্মী হিসেবে মাটির কাজ করতেন। তাঁর ছিল মাত্র একটি বেলচা ও খেজুর পাতা দ্বারা নির্মিত একটি টুকরী। তিনি প্রতি জুমুআ এক দিরহাম ও এক-ষষ্ঠমাংশ দিরহামের বিনিময়ে কাজ করতেন। এ পরিমাণ অর্থ দ্বারা এক জুমুআ থেকে অন্য জুমুআ পর্যন্ত দিনাতিপাত করতেন। সপ্তাহে তিনি শুধু শনিবার কাজ করতেন। আর সপ্তাহের বাকী দিনগুলো ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতেন। কারো কারো মতে তিনি যুবায়দার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। শুদ্ধ মত হল, তিনি এমন এক মহিলার গর্ভে জন্ম নেন যাকে আর-রশীদ ভালবাসতেন। এরপর তাকে বিয়ে করেন এবং মহিলাটি এ যুবকটিকে নিয়ে গর্ভবতী হন। এরপর আর-রশীদ মহিলাটিকে বসরায় প্রেরণ করেন এবং তাকে একটি চুনি পাথরের আংটি ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য দান করেন। আর তাকে বলেন, যখন তিনি খলীফা হবেন তখন যেন মহিলাটি তার কাছে আগমন করেন। কিন্তু যখন তিনি খলীফা হন তখন মহিলাটি তাঁর কাছে আসলেন না এবং তার সন্তানটিও আনলেন না বরং তারা দু'জনেই আত্মগোপন করলেন। অন্য দিকে আর-রশীদের কাছে সংবাদ পৌছে যে, তারা ইনতিকাল করেছেন। অথচ প্রকৃত ঘটনা তা ছিল না। তিনি তাদের দু'জনকেই বহু খোঁজাখুঁজি করেছেন কিন্তু তাদের কোন সংবাদ পাননি। এ

যুবকটি নিজ হাতে কাজ করতেন এবং নিজের শ্রমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এরপর তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন এবং মাটির কাজ করতেন ও দীর্ঘকাল যাবৎ এভাবে চলতে লাগলেন। তিনিই আমীরুল মু'মিনীনের সন্তান। তিনি কারো কাছে তা উল্লেখ করতেন না যে তিনি কে। তবে তিনি যার ঘরে মাটির কাজ করতেন একবার তার ঘরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। যখন মৃত্যু সন্নিকট হয় তিনি আংটিটি বের করে দিলেন এবং ঘরের মালিককে বললেন, এটা নিয়ে খলীফা আর-রশীদের কাছে গমন করবে এবং তাকে বলবে এ আংটির মালিক আপনাকে বলছেন আপনি আপনার এ মৃত্যু যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করুন। অন্যথায় আপনি এমন সময় অনুতপ্ত হবেন যখন কোন অনুতাপকারীকে তার অনুতাপ কোন উপকার করতে পারবে না। আল্লাহ্র সম্মুখ থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের দিকে প্রত্যাবর্তনকে ভয় করুন। কেননা এটাই হয়ত আপনার শেষ সময় হতে পারে। আপনি যে অবস্থায় আছেন যদি অন্য ব্যক্তিও এ অবস্থায় থাকত তাহলে সে আপনার কাছে পৌঁছত না, আপনি ব্যতীত অন্যের কাছে সে গমন করত। যারা এ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে চলে গেছেন তাদের সংবাদ আপনার কাছে পৌঁছেছে।

বর্ণনাকারী ব্যক্তিটি বলেন, যখন যুবকটি মারা যায় তাকে আমি দাফন করলাম এবং খলীফার কাছে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। যখন আমি তার সামনে দাঁড়ালাম তিনি বললেন, তোমার প্রয়োজনটা কী ? আমি বললাম, এ আংটিটি এক ব্যক্তি আমাকে প্রদান করেছেন এবং আপনাকে দিতে বলেছেন। আর আপনাকে যে সব কথা বলার জন্য ওসিয়ত করেছেন তাও আমি আপনার সামনে উপস্থাপন করেছি। যখন তিনি আংটির দিকে নযর করলেন তিনি তা চিনতে পারলেন। এরপর তিনি বললেন, হায়, দুর্ভাগ্য ! এ আংটির মালিক এখন কোথায় ? তিনি বলেন, আমি বললাম, মরে গেছে হে আমীরুল মু'মিনীন। এরপর আমি তার কাছে এসব কথা উপস্থাপন করলাম যা তিনি আমাকে ওসিয়ত করে গেছেন। আমি তাঁর কাছে এটাও উল্লেখ করলাম যে, তিনি খেটে খেতেন। প্রতি জুমুআয় এক দিরহাম ও চার-ষষ্ঠমাংশের বিনিময়ে কিংবা এক দিরহাম ও এক-ষষ্ঠমাংশের বিনিময়ে একদিন কাজ করতেন ও তা দ্বারা জুমুআর সবগুলো দিনের খাদ্য গ্রহণ করতেন। এরপর ইবাদতে মশগুল হতেন। বর্ণনাকারী বলেন, যখন তিনি এ কথাটি শুনলেন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন, গড়াগড়ি খেতে লাগলেন, উলট-পালট হতে লাগলেন ও বললেন, আল্লাহ্র শপথ ! হে আমার পুত্র ! তুমি আমাকে নসীহত করেছ। এরপর তিনি ক্রন্দন করলেন এবং লোকটির দিকে মাথা উত্তোলন করে বললেন, তুমি কি তার কবরটি চিন ? লোকটি বললেন, হ্যাঁ, আমি নিজে তাকে দাফন করেছি। খলীফা বললেন, যখন সন্ধ্যা হবে তখন তুমি আমার কাছে আসবে। বর্ণনাকারী ব্যক্তিটি বলেন, এরপর আমি তাঁর কাছে আসলাম। তিনি আমার সাথে তার কবরটির দিকে গমন করলেন এবং সেখানে ভোররাত পর্যন্ত কান্নাকাটি করেন। এরপর খলীফা লোকটিকে দশ হাজার দিরহাম প্রদানের হুকুম দেন এবং তার ও তার পরিবারের নিয়মিত রেশন সরবরাহের জন্য লিখে দিলেন।

এ বছর আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসআব ইব্ন ছাবিত ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আয-যুবায়র ইব্ন আওয়াম আল-কারাশী আল-আসাদী ইনতিকাল করেন। তিনি বাক্কারের পিতা ছিলেন। আর-রশীদ তাঁকে মদীনার শাসন ক্ষমতা প্রদান করেন। তিনি কতগুলো ন্যায়সংগত শর্ত সহকারে তা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁকে ইয়ামানের প্রশাসনের অতিরিক্ত দায়িত্বও প্রদান করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত

ন্যায়পরায়ণ শাসকদের অন্যতম। যেদিন তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন সেদিন তার বয়স ছিল প্রায় সত্তর বছর।

এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল আযীয আল-উমুরী। তিনি আবূ তাওয়ালাকে পেয়েছেন। তিনি তাঁর পিতা এবং ইবরাহীম ইব্ন সাদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন ইবাদতগুযার ও সংসার ত্যাগী। একদিন তিনি আর-রশীদকে নসীহত করেন। অনেক্ষণ যাবৎ নসীহত করেন এবং উত্তম কথাবার্তা তাঁর কাছে উপস্থাপন করেন। তিনি একটি মসৃণ পাথরের কিংবা সাফা পর্বতের উপর দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি কি কা'বার পাশে লোকজনকে দেখতে পাচ্ছো ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি বহু লোককে দেখতে পাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন তাদের প্রত্যেকটি লোককে তার নিজ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে। আর তোমাকে প্রশ্ন করা হবে তাদের সকলের সম্পর্কে। তখন আর-রশীদ খুব কাঁদলেন। উপস্থিত জনতা তাঁকে রুমালের পর রুমাল এনে দিলেন যাতে তিনি চোখের পানি মুছতে পারেন। এরপর তিনি তাঁকে বললেন, হে হারূন ! মানুষ নিজ সম্পদে অতিরিক্ত ব্যয় করলে তার জন্য সে তিরস্কারের পাত্র হয় আর যে ব্যক্তি সমগ্র মুসলিম জনতার সম্পদে অতিরিক্ত ব্যয় করে তার জন্য কিরূপ তিরস্কার হবে ? এরপর তিনি উপস্থিত লোকদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে চলে গেলেন এবং আর-রশীদ ক্রন্দন করছিলেন। এ ঘটনা ছাড়াও তাঁর সাথে বহু প্রশংসনীয় ঘটনার অবতারণা হয়েছিল। তিনি ৬৬ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে অন্য একজন হলেন ঃ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ইব্ন মা'দান আল-ইস্পাহানী। তিনি তাবিঈদেরকে পেয়েছেন। এরপর তিনি ইবাদত ও পরহেযগারীতে মশগুল হন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক তাঁকে বলতেন, আরূসুয যুহ্হাদ অর্থাৎ সংসার ত্যাগীদের বর। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী আমি আর কাউকে দেখিনি। তিনি যেন সবকিছুকে স্বচক্ষে দেখেছেন। ইব্ন মাহদী বলেন, আমি তাঁর মতো আর কাউকে দেখিনি। তিনি একই রুটিওয়ালা থেকে প্রতিদিন তাঁর রুটি খরিদ করতেন না। একই তরকারীওয়ালা থেকে প্রতিদিন তরকারী খরিদ করতেন না। তিনি যাকে চিনতেন না তার থেকেই জিনিসপত্র খরিদ করতেন। আর বলতেন, আমি আশংকা করছি যে তারা আমাকে গুনাহ্তে লিপ্ত করবে তাতে আমি এমন লোকের মধ্যে গণ্য হব যে ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে জীবন যাপন করে থাকে। তিনি নিদ্রা যাপনের জন্য শয়ন করতেন না গরমকালে হোক কিংবা শীতকালে হোক। তিনি যখন ইনতিকাল করেন তখন চল্লিশ বছর অতিক্রম করেছিলেন না। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

১৮৫ হিজরীর আগমন

এ বছর তিবিরিস্তানবাসীরা তাদের প্রশাসক মাহরাবিয়া আর-রাযীকে হত্যা করে। তখন আর-রশীদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ আল-হারশীকে তাদের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। এ বছরই আবদুর রহমান আল-আম্বারী, আবান ইব্ন কাহতাবা আল-খারিজীকে মারজুল আলাকা নামক স্থানে হত্যা করে। এ বছর খুরাসানের বায্গীসের শহরগুলোতে হামযা আশ-শারী বিপর্যয় সৃষ্টি করে। ঈসা ইব্ন আলী ইব্ন ঈসা, হামযা এর দশ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান ও তাদের হত্যা

করেন। আর হামযার পিছনে ধাওয়া করতে করতে কাবুল ও যাবিলিস্তান পর্যন্ত চলে যান। এ বছর আবুল খাসীব বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং তিনি আবূ ওয়ারদ, তূস ও নিশাপুর দখল করে নেন। মারবকে ঘেরাও করেন এবং নিজের বিষয়টিকে শক্তিশালী করে নেন। এ বছর ইয়াযীদ ইব্‌ন মাযীদ বারযাআ নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। আর-রশীদ তাঁর স্থানে তাঁর পুত্র আসাদ ইব্‌ন ইয়াযীদকে নিযুক্ত করেন। উযীর ইয়াহ্ইয়াহ্ ইব্‌ন খালিদ এ বছর আর-রশীদ থেকে রমাযান মাসে উমরা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দেন। এরপর তিনি হজ্জের সময় পর্যন্ত তাঁর সৈন্যদের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। এ বছর আমীরে হজ্জ ছিলেন মানসূর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস।

এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ঃ আবদুস সামাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস। তিনি ছিলেন আস-সাফ্ফাহ ও আল-মানসূরের চাচা। তিনি ১০৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুঠাম দেহের অধিকারী। তাঁর দুধের দাঁত পড়েনি। আর দাঁতের মূল ছিল এক পাটিতে। তিনি একদিন আর-রশীদকে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আজকের এ মজলিসে মিলিত হয়েছেন আমীরুল মু'মিনীনের চাচা, তাঁর চাচার চাচা এবং তার চাচার চাচার চাচা। আর এটা হল এরূপ যে, সুলায়মান ইব্‌ন আবূ জা'ফর হলেন আর-রশীদের চাচা ও আল-আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী হলেন সুলায়মানের চাচা। আর আবদুস সামাদ ইব্‌ন আলী হলেন আস-সাফ্ফাহের চাচা। এটার সংক্ষিপ্ত সার হল যে, আবদুস সামাদ হলেন, আর-রশীদের চাচার চাচার চাচা। কেননা তিনি তাঁর দাদার চাচা। আবদুস সামাদ তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, নিশ্চয়ই আনুগত্য ও দানশীলতা হায়াত দীর্ঘায়িত করে, শহরসমূহ আবাদ করে, সম্পদকে পর্যাপ্ত করে যদিও সম্প্রদায়টি পাপী ও ব্যভিচারী হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন, নিশ্চয়ই আনুগত্য ও দানশীলতা কিয়ামতের দিন হিসাবকে সহজ করে দেবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিলাওয়াত করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ -

অর্থাৎ 'এবং আল্লাহ্ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাদের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে (সূরা রা'দ ঃ ২১)।'

এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস। ইমাম হিসেবে পরিচিত। তিনি মানসূরের খিলাফত আমলে কয়েক বছর যাবৎ হাজীদের প্রশাসন ও আপ্যায়নের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বাগদাদে ইনতিকাল করেন এ বছরের সাওয়াল মাসে। আমীন তাঁর সালাতে জানাযা পড়ান এবং তাঁকে আল-আব্বাসীয়াতে দাফন করা হয়। এ বছর হাদীসের যে সব উস্তাদ ইনতিকাল করেন তাঁরা হলেন ঃ তামাম ইব্‌ন ইসমাঈল, আমর ইব্‌ন উবায়দ, আল-মুত্তালিব ইব্‌ন যিয়াদ, এক অভিমত অনুযায়ী আল-মুআফী ইব্‌ন ইমরান, ইউসুফ ইব্‌ন আল-মাজিসূন এবং আল-আওযায়ীর পরে মাগাযী, ইলম ও ইবাদতে সিরিয়াবাসীদের ইমাম আবূ ইসহাক আল-ফাযারী। এ বছর যাঁরা

ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে অন্য একজন হলেন ঃ রাবিআ আল-আদবিয়া। তিনি হলেন রাবিআ বিন্ত ইসমাঈল, আল-আতীকের আযাদকৃত দাসী। তিনি হলেন আল-আদাবিয়া অর্থাৎ আদাবী গোত্রের একজন সদস্যা, বসরার বাসিন্দা এবং বিখ্যাত ইবাদতকারিণী। তাঁর সম্বন্ধে আবূ নুআয়ম 'আল-হুলিয়া আর রাসায়িল' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। ইবনুল জাওযী 'সাফওয়াতুস সাফওয়া' নামক কিতাবে এবং শায়খ শিহাবুদ্দীন আস-সুহরাওয়ার্দী 'আল-মা'আরিফ' নামক কিতাবে এবং আল-কুশায়রী ও তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। বহু লোক তাঁর প্রশংসা করেছেন তবে তাঁর সমালোচনাও করেছেন আবূ দাউদ আস-সিজিস্তানী এবং তাঁকে যিনদীক বলে অপবাদ দিয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে এরূপ কোন তথ্য হয়ত তাঁর কাছে পৌঁছেছে। 'আল-মাআরিফ' নামক কিতাবে السهروردى। তাঁর জন্য কিছু কবিতা রচনা করেছেন ঃ

اِنِّىْ جَعَلْتُكِ فِى اَلْفُؤَادِ مُحْدَثِىْ + وَاَبَحْتُ جِسْمِىَ مَنْ اَرَادَ جُلُوْسِىْ
فَالْجِسْمُ مِنِّى لِلْجَلِيْسِ مُؤَانِسٌ + وَحَبِيْبُ قَلْبِىْ فِى الْفُؤَادِ اَنِيْسِىْ -

অর্থাৎ 'আমি তোমার সম্বন্ধে আমার অন্তরে আমার কিছু কথার স্থান দিয়েছি। যে আমার কাছে বসতে চায় তার জন্য আমি আমার শরীরকে মুবাহ করে দিয়েছি অর্থাৎ সে আমার সাথে কথা বলতে পারে কিংবা আমা থেকে ভাল আচরণ পেতে পারে। সুতরাং আমার দেহটি আমার সাথীর বন্ধু হিসেবে পরিগণিত। আর আমার অন্তরে আমার আন্তরিক বন্ধু হলেন আমার সাথী।'

ঐতিহাসিকগণ তাঁর বিভিন্ন ঘটনা ও তাঁর নেক আমলের তথ্যাদি পেশ করেছেন। তিনি দিনে সিয়াম পালন ও রাতে কিয়াম পালন করতেন। তাঁর বিভিন্ন সময়ের ভাল ভাল স্বপ্নের কথা বর্ণিত রয়েছে। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত। আল-কুদস শরীফে তার মৃত্যু হয়। তাঁর কবর তুরের পূর্বাংশে অবস্থিত। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

১৮৬ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছর আলী ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন মাহান, আবুল খাসীবের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মারব থেকে নাসার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হন। তথায় তাঁর সাথে তিনি যুদ্ধ করেন। আবুল খাসীব তার মহিলাদের ও সন্তান-সন্ততিদের বন্দী করেন। খুরাসানে শান্তি ফিরে আসে। এ বছর আর-রশীদ লোকজন নিয়ে হজ্জ পালন করেন। তাঁর সংগী ছিলেন তাঁর দু'পুত্র মুহাম্মদ আল আমীন ও আবদুল্লাহ্ আল মামূন। তিনি দুই হারামের বাসিন্দাদের জন্য যা দান করেন তার পরিমাণ দাঁড়ায় দশ লাখ পঞ্চাশ হাজার দীনার। তিনি প্রথম লোকজনকে দান বণ্টন করতেন। এরপর তারা আমীনের কাছে গমন করতেন। তিনি তাদেরকে দান করতেন। এরপর তাঁরা মামূনের কাছে গমন করতেন। তিনিও তাদেরকে দান করতেন। আমীনের কাছে ছিল সিরিয়া ও ইরাকের শাসন ক্ষমতা। আর মামূনের কাছে ছিল হামাদান থেকে পূর্বাঞ্চলের শহরসমূহ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার শাসন ক্ষমতা। তার এ দু'সন্তানের পর তার তৃতীয় সন্তান আল-কাসিমের জন্য তিনি বায়আত গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। তাঁকে উপাধি দেন আল-মুতামান এবং তাঁকে আল-জাযীরা, সীমান্তবর্তী দুর্গ ও ঘাঁটিসমূহের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করেন। এটার কারণ হল তাঁর এ পুত্র আল-কাসিম, আবদুল মালিক ইব্‌ন সালিহের কোলে মানুষ হন। আর-রশীদ যখন তাঁর দু'সন্তানের জন্য বায়আত গ্রহণ করেন আবদুল মালিক ইব্‌ন সালিহ্ তখন তাঁর কাছে লিখেন ঃ

يَا اَيُّهَا الْمَلِكُ الَّذِىْ + لَوْ كَانَ نَجْمًا كَانَ سَعْدًا
اِعْقَدْ لِقَاسِمٍ بَيْعَةً + وَاقْدِحْ لَهُ فِى الْمُلْكِ زَنْدًا
فَاللّٰهُ فَرْدٌ وَاحِدٌ + فَاجْعَلْ وُلَاةَ الْعَهْدِ فَرْدًا ـ

অর্থাৎ 'হে বাদশা ! যিনি তারকা হলে তা হত সৌভাগ্য। কাসিমের জন্য বায়আত গ্রহণ করুন। তার জন্য দেশে চকমকি পাথর দ্বারা আগুন জ্বালান। আল্লাহ্ তা'আলা একক সত্তা। সুতরাং যুবরাজদেরকে একই পর্যায়ের গণ্য করুন।'

আর-রশীদ এরূপই করলেন। আর রশীদের একাজে কেউ কেউ তাঁর প্রশংসা করলেন। আবার কেউ কেউ দোষ হিসেবে বর্ণনা করেন। তবে কাসিমের জন্য এ কাজটি পাকাপোক্ত হয়নি। বরং মৃত্যু এটাকে নিয়ে নেয় এবং তাকদীর ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়। আর-রশীদের যখন হজ্জ আদায় সমাপ্ত করেন তাঁর সাথে যে সব আমীর ও উযীর ছিলেন তাঁদেরকে হাযির করলেন, আর দুই যুবরাজ মুহাম্মদ আল-আমীন এবং আবদুল্লাহ্ আল-মামূনকেও উপস্থিত করলেন। এমর্মে একটি কাগজ লিখলেন এবং তার মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আমীর ও উযীরদের স্বাক্ষর নিলেন। আর রশীদ এ লেখাটি কা'বা শরীফে ঝুলিয়ে দেবার ইচ্ছা করলেন কিন্তু তা নীচে পড়ে যায়। তখন বলা হয় যে, এ কাজটি অতি শীঘ্রই বিনষ্ট হয়ে গেল। এ বিষয়ে পরে বর্ণনা আসবে। এ বায়আত নামাটি কা'বায়ে ঝুলিয়ে দেয়া সম্পর্কে (কবি) ইবরাহীম আল-মাওসিলী বলেন ঃ

خَيْرُ الْاُمُوْرِ مُغَبَّةً + وَاَحَقُّ اَمْرٍ بِالتَّمَامِ
اَمْرٌ قَضَى اَحْكَامَهُ + الرَّحْمٰنُ فِى الْبَلَدِ الْحَرَامِ ـ

অর্থাৎ 'পরিণাম হিসেবে উত্তম কাজ ও পরিপূর্ণতা লাভের কারণে বেশী যোগ্য কাজ হল এটা যার ফায়সালা আল্লাহ্ তা'আলা. পবিত্র শহরে সুসম্পন্ন করে দিয়েছেন।'

আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর এ ক্ষেত্রে দীর্ঘ আলোচনা রেখেছেন এবং ইবনুল জাওযী 'আল-মুন্তাযাম' (المنتظم) নামক গ্রন্থে এ বর্ণনা রেখেছেন ও তাঁর অনুকরণ করেছেন।

এ বছর যে সব ব্যক্তিত্ব ইনতিকাল করেন তাঁরা হলেন ঃ আবূ রাইয়ান আসবাগ ইব্ন আবদুল আযীয ইব্ন মারওয়ান ইবনুল হাকাম। তিনি এ বছরের রমাযান মাসে ইনতিকাল করেন। হাস্সান ইব্ন ইবরাহীম এ বছর ইনতিকাল করেন। তিনি কিরমানের কাযী ছিলেন। তিনি একশ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

কবি সালিম আল-খাসিব

তিনি ছিলেন সালিম ইব্ন আমর ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন আতা। তাঁকে আল-খাসিব বলা হত। কেননা তিনি কুরআনুল করীমের জিলদ বিক্রি করে ইমরুল কায়সের কাব্য গ্রন্থ খরিদ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, কেননা তিনি সাহিত্য চর্চায় দু'লাখ দিরহাম খরচ করেছিলেন। তিনি একজন আঞ্চলিক কবি ছিলেন। তিনি একই রকম অর্থের শব্দে কবিতা রচনা করতে পারতেন যেমন তিনি মূসা আল-হাদী সম্বন্ধে বলেন ঃ

مُوْسَى الْمَطَرُ غَيْثٌ بِكْرٍ ثُمَّ انْهَمَرَ كَمْ اعْتَبِرُ ثُمَّ + فَتَرٌ وَكَمْ قَدْرٍ ثُمَّ غَفَرٌ عَدَا السَّيْرِ
بَاقِي الْأَثَرِ
خَيْرُ الْبَشَرِ فَرْعٌ مُضَرٍ بَدْرُ بَدْرٍ لِمَنْ نَظَرَ + هُوَ الْوَزَرُ لِمَنْ حَضَرَ وَالْمُفْتَخِرُ
لِمَنْ غَبَرَ -

অর্থাৎ 'মূসা মুষল ধারার বৃষ্টি তুল্য, কখনও সাধারণ বৃষ্টি কখনও বসন্তকালের প্রথম বৃষ্টি এরপর কখনও প্রবাহিত পানি, কত হিসাব করব ? এরপর দুই যুগের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদ্বয়ের মাঝখানে একজন। কতইনা মর্যাদা। এরপর ক্ষমা, পরিমিত গতি, অমোচনীয় পদ চিহ্ন, উত্তম মানুষ মুদার গোত্রের শাখা, যে তাকায় তার জন্য চন্দ্রের চন্দ্র, বর্তমান প্রজন্মের জন্য সুউচ্চ পর্বত তুল্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গর্ব।'

আল-খতীব উল্লেখ করেছেন যে, তিনি অনভিপ্রেত বেহায়াপনা ও ঘৃণ্য পাপাচারের জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। আর তিনি ছিলেন বাশ্‌শার ইব্‌ন বুরদের ছাত্রদের অন্যতম। আর তাঁর কবিতা বাশশারের কবিতা থেকে ছিল উত্তম। যে সব কবিতায় বাশশারের উপর তিনি জয়ী ছিলেন তার একটি হল নিম্নরূপ ঃ

বাশ্‌শার বলেন ঃ

مَنْ رَاقَبَ النَّاسَ لَمْ يَظْفَرْ بِحَاجَتِهِ + وَفَازَ بِالطَّيِّبَاتِ الْفَاتِكُ اللَّهِجُ -

অর্থাৎ "যিনি জনগণকে পর্যবেক্ষণ করেন তিনি তাঁর প্রয়োজন পূরণে সফলকাম হন না। অনড় বীর পুরুষই পাক- পবিত্র কার্যকলাপে সফলকাম হন।"

সালিম বলেন ঃ

مَنْ رَاقَبَ النَّاسَ مَاتَ غَمًّا + وَفَازَ بِاللَّذَّةِ الْجَسُوْرُ -

অর্থাৎ "যিনি জনগণকে পর্যবেক্ষণ করেন তিনি দুশ্চিন্তায় মারা যান। আর সাহসী লোকই উত্তম স্বাদযুক্ত বস্তু ভোগ করে সফলকাম হন।"

এটা শুনে বাশ্‌শার রাগ করলেন এবং বললেন, সে আমার কথার অর্থসমূহ নিয়ে নিয়েছে এবং এগুলোকে এমন শব্দ পরানো হয়েছে যেগুলো আমারগুলো থেকে অধিক হাল্‌কা। বারমাকী ও খলীফাদের থেকে তিনি প্রায় চল্লিশ হাজার দীনার অর্জন করেন। কেউ কেউ বলেন, তার চেয়েও বেশী। যখন তিনি ইনতিকাল করেন তখন আবূ শামার আল-গাসসানীর কাছে ত্রিশ হাজার দীনার আমানত রেখে যান। ইবরাহীম আল-মাওসিলী একদিন আর-রশীদের কাছে গান গাইলেন ও তাঁকে অত্যন্ত তুষ্ট করলেন। তখন খলীফা তাঁকে বললেন, চেয়ে নাও। তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি আপনার কাছে এমন জিনিস চাই যেখানে মালিকের কোন কিছু দাবী নেই। আর এটা ব্যতীত অন্য কোন জিনিসই আমি আপনার কাছে চাই না। তিনি বলেন, এটা আবার কী ? তখন তিনি সালিম আল-খাসিরের আমানতের কথা উল্লেখ করেন। তিনি কোন ওয়ারিছ রেখে যাননি। তাই তিনি তার জন্য এটার আদেশ জারি করেন। কেউ কেউ বলেন, এ আমানতের পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ লাখ দীনার।

এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ঃ আল-আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ। তিনি ছিলেন আর-রশীদের চাচা– আল-আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস। তিনি ছিলেন কুরায়শদের সর্দারদের অন্যতম। আর-রশীদের যুগে তিনি আল-জাযীরার আমীর ছিলেন। একদিনে আর-রশীদ তাঁকে ৫০ লক্ষ দিরহাম দান করেন। তাঁর নামের সাথে সম্পর্কিত আল-আব্বাসিয়া নামক জায়গায় তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর বয়স ছিল ৬৫ বছর। আল-আমীন তাঁর জানাযার নামায পড়ান। এ বছর ইনতিকালকারীদের অন্য একজন ছিলেন ইয়াকতীন ইব্ন মূসা। তিনি ছিলেন আব্বাসী খিলাফতের আহবায়কদের অন্যতম। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ ধী-সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী। একবার তিনি একটি খুব বড় কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। যখন মারওয়ানুল হিমার ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদকে হাররানে বন্দী করেছিলেন। আব্বাসী খিলাফতের আন্দোলনকারীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল যে তার পরে তারা কাকে নেতা নির্ধারণ করবে? যদি ইবরাহীমকে হত্যা করা হয় তাহলে তার পরে আন্দোলন পরিচালনা কে করবে? তখন ইয়াকতীন মারওয়ানের কাছে গমন করেন। তিনি তার সামনে একজন ব্যবসায়ী বেশে দণ্ডায়মান হলেন এবং বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! নিঃসন্দেহে আমি ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদের কাছে কিছু সামগ্রী বিক্রি করেছি কিন্তু তার থেকে এখনও মূল্য হস্তগত করতে পারিনি। কেননা, আপনার দূতেরা তাকে পাকড়াও করেছে। যদি আমীরুল মু'মিনীন চান তাহলে তিনি আমার ও তার মধ্যে একত্র হবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন যাতে তার থেকে আমার দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য আমি আদায় করতে পারি। খলীফা মারওয়ান বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি একজন গোলামসহ তাকে তার কাছে প্রেরণ করেন। যখন ইয়াকতীন তাকে দেখে ভান করে বলেন, হে আল্লাহ্র দুশমন! তুমি কাকে ওসিয়ত করছ তোমার পরে যার থেকে আমি আমার সম্পদ গ্রহণ করব? তিনি তখন বললেন, ইবনুল হারিছিয়া অর্থাৎ তার ভাই আবদুল্লাহ্ আল-সাফ্ফাহ। তখন ইয়াকতীন আব্বাসী খিলাফতের আহ্বানকারীদের কাছে ফিরে গেলেন এবং তাদেরকে তার অভিমতের কথা জানালেন। তখন তারা আস-সাফ্ফাহ এর হাতে বায়আত করেন। এর পরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

১৮৭ হিজরীর আগমন

এ বছর ছিল আর-রশীদের হাতে বারমাকীদের পতন। তিনি জা'ফর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ আল- বারমাকীকে হত্যা করেন। তাদের ঘরগুলো ধ্বংস কর দেন এবং এভাবে তাদের নাম ও নিশানা মিটে যায়। তাদের ছোট ও বড় নিঃশেষ হয়ে যায়। এর কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত দেখা যায় যা ইব্ন জারীর ও অন্যরা উল্লেখ করেছেন। কথিত আছে যে, আর-রশীদ একবার ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানকে জা'ফর আল-বারমাকীর কাছে সোপর্দ করেন যাতে তিনি তাঁকে তার কাছে বন্দী করে রাখেন। ইয়াহ্ইয়া তাঁর সাথে সর্বদা মমতাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করতে থাকেন। এরপর তিনি তাঁকে ছেড়ে দেন। আল-ফযল ইব্ন রাবী, আর-রশীদের কাছে এটা সম্বন্ধে পরোক্ষ নিন্দা করেন। আর-রশীদ তখন তাকে বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য, আমার ও জা'ফরের মধ্যে তুমি হস্তক্ষেপ করবে না। এরপর তিনি মনে মনে বলেন, সে হয়ত আমার কথা অমান্য করে তাকে ছেড়ে দিয়েছে। আর এ সম্পর্কে আমি জানি না। এরপর আর-রশীদ জা'ফরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তার কাছে সত্য কথা বললেন। আর-রশীদ তার উপর রাগান্বিত হলেন এবং শপথ করেন যে তিনি তাকে হত্যা করবেন।

অন্যদিকে তিনি বারমাকীদের ঘৃণা করতে লাগলেন। এরপর তিনি তাদেরকে হত্যা করলেন। আর জনগণের মধ্যে তারাই অধিক সম্পদ অর্জন ও অধিক প্রিয় পাত্র হওয়ার পর তিনি তাদেরকে অপসন্দ করতে লাগলেন। জা'ফর ও ফযলের মাতা আর-রশীদের রিদাঈ (দুধ মাতা) মাতা ছিলেন। তাই আর-রশীদ বারমাকীদেরকে দুনিয়াবী মর্যাদা দান করেন ও এ কারণে তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে সম্পদ দান করেন। তাদের পূর্বে কোন মন্ত্রী কিংবা তাঁদের পরে কোন সর্দার ও মুরব্বী এত পরিমাণ সম্পদ তাঁর থেকে অর্জন করতে পারেননি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, জা'ফর একটি ঘর নির্মাণ করেছিলেন যার জন্য খরচ হয়েছিল দুই কোটি দিরহাম। আর-রশীদ তাদের প্রতি যে শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন তার কিঞ্চিৎ বর্ণনা পেশ করা হল। কেউ কেউ বলেন, আর-রশীদ তাদেরকে হত্যা করেছেন। কারণ তিনি যখন কোন শহরে কিংবা প্রদেশে যেতেন, কিংবা গ্রামে বা কোন ক্ষেত-খামারের কাছে যেতেন কিংবা কোন বাগানে যেতেন জিজ্ঞাসা করলে বলা হত এটা জা'ফরের। আবার কেউ কেউ বলেন, বারমাকীরা আর-রশীদের খিলাফত বিনষ্ট করতে ও যিনদীকী আকীদা প্রকাশ করতে চেয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, তিনি তাদেরকে আল-আব্বাসা এর কারণে হত্যা করেছেন। আলিমদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আলিম রয়েছেন যাঁরা এটা অস্বীকার করেন যদিও ইব্ন জারীর এটা উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেন, আর-রশীদকে বারমাকীদের হত্যা করার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে আর-রশীদ বলেন, যদি আমি জানতে পারি যে, আমার জামাটি এর কারণ জানে তাহলে আমি অবশ্যই এটাকে পুড়িয়ে দেব। অনুমতি ব্যতীত জা'ফর খলীফা আর-রশীদের ঘরে প্রবেশ করতেন। এমনকি যখন তিনি বিছানায় কারো সাথে বিশ্রাম করতেন তখনও তিনি প্রবেশ করতে পারতেন। এটা অত্যন্ত ইয্যত-আবরু ও উচ্চ মর্যাদার ব্যাপার ছিল।

মাদকতাপূর্ণ শরাব পানে যারা তাঁর সঙ্গ দিত তারা জা'ফরের মাধ্যমে সংগৃহীত হত। হারূনুর রশীদ তাঁর খিলাফতের শেষের দিকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর পরিবারের মধ্যে তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল তাঁর বোন আল-আব্বাসা বিন্ত আল-মাহদী। তিনি তাকে নিজের কাছে উপস্থিত রাখতেন এবং জা'ফর বারমাকীও তার সাথে উপস্থিত থাকতেন। তিনি তাকে বিয়ে করলেন যাতে তার দিকে নযর করাটা বৈধ হয়। কিন্তু তার সাথে শর্ত করা হয়েছিল যে, আর-রশীদ আব্বাসার সাথে সঙ্গম করবে না। কোন কোন সময় রশীদ উঠে দাঁড়াতেন এবং দু'জনকে রেখে চলে যেতেন। তারা দু'জনে শরাব পানের দরুন মাতাল হয়ে যেত। প্রায় সময় জা'ফর তার সাথে সঙ্গম করত। একবার সে তার গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং সে একটি সন্তান জন্ম দেয়। আব্বাসা তার সন্তানটিকে তার একজন দাসীর সাথে মক্কায় প্রেরণ করে। আর বাচ্চাটি সেখানে বড় হতে থাকে।

ইব্ন খাল্লিকান উল্লেখ করেন, রশীদ যখন তাঁর বোন আব্বাসাকে জা'ফর থেকে এনে বিয়ে করেন জা'ফর তাকে অত্যন্ত ভালবাসত। একদিন আব্বাসা জা'ফরের সাথে সঙ্গম করতে ইচ্ছা করল কিন্তু জা'ফর আর-রশীদের ভয়ে এ কাজ থেকে বিরত রইল। তখন আব্বাসা একটি কৌশলের আশ্রয় নিল। জা'ফরের মাতা প্রতি শুক্রবার রাতে একটি সুন্দরী কুমারী তরুণীকে জা'ফরের কাছে হাদিয়াস্বরূপ প্রেরণ করত। আব্বাসা তার মাতাকে বলল, আমাকে একটি দাসীর বেশে তার কাছে প্রবেশ করতে দাও। এ কাজ করার জন্য সে তাকে বার বার অনুরোধ করল, সে

ভয় পেলে আব্বাসা তাকে হুমকি প্রদান করে। অগত্যা সে তা করল। যখন সে জা'ফরের কাছে প্রবেশ করল তখন সে তার চেহারার প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হতে পারল না। এরপর জা'ফর তার সাথে সঙ্গম করল। তখন সে বলল, রাজ কন্যাদের চালাকি কি টের পেয়েছ ? আর ঐ রাতে সে গর্ভবতী হয়। এরপর জা'ফর তার মায়ের কাছে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি আজ আমাকে সস্তা দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দিলেন। এরপর জা'ফরের পিতা ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালিদ আর-রশীদের পরিবারের দৈনন্দিন খরচ হ্রাস করে দিতে লাগলেন। ফলে রাজ পরিবারের সদস্যদের আর্থিক অনটনে পড়তে হয় যার ফলে এমনকি যুবায়দা কয়েকবার আর- রশীদের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করেন। এরপর যুবায়দা আর-রশীদের কাছে আল-আব্বাসার গোপন তথ্য ফাঁস করে দেন। ফলে আর-রশীদ রাগে উন্মাদ হয়ে পড়েন। আবার যখন সংবাদ পেলেন যে, আব্বাসা তার সন্তানকে মক্কায় প্রেরণ করে দিয়েছে তিনি পরবর্তী বছর হজ্জে গমন করেন এবং বিষয়টি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হন। কেউ কেউ বলেন, কোন দাসী তার বিরুদ্ধে আর-রশীদের কাছে গোপনে অভিযোগ করেছিল। আর যা ঘটেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা আর-রশীদের কাছে পেশ করেছিল। সন্তানটি ছিল মক্কায়, তার কাছে ছিল খিদমতে নিয়োজিত দাসী এবং প্রচুর ধন-সম্পদ ও অনেক অলংকারাদি। আর-রশীদ পরবর্তী বছর হজ্জ করার পূর্বে তা বিশ্বাস করেননি। এরপর বিষয়টি তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আর এর বর্ণনা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর-রশীদ যে বছর হজ্জ করেন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালিদও ঐ বছর হজ্জ করেন। তিনি কা'বার ভিতরে দাঁড়িয়ে দু'আ করছিলেন, "হে আল্লাহ্ ! যদি আমার সমস্ত মাল, সন্তান ও পরিবার-পরিজন বিনষ্ট হয়ে যাওয়াটা তুমি পসন্দ কর তাহলে তুমি তাই কর। আর তাদের মধ্য থেকে ফযলকে তুমি আমার জন্য অবশিষ্ট রাখ।" এরপর বের হয়ে আসলেন যখন মসজিদের দরজা পর্যন্ত আগমন করলেন তখন আবার ফিরে গেলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ্ ! তাদের সাথে তুমি ফযলকেও বিনষ্ট কর। আমি তোমার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট। তুমি তাদের মধ্য থেকে কাউকে বাদ দিও না।"

আর-রশীদ যখন হজ্জ থেকে ফিরে আসেন হীরায় গমন করেন । তারপর আল-আম্বর ভূখণ্ডের প্রত্যন্ত এলাকায় নৌযান যোগে গমন করেন। যখন শনিবার রাত আসে এ বছরের মুহাররম মাস চলে যায়, তিনি তাঁর খাদিম মাসরূর ও তার সাথে আবূ ইসমা হাম্মাদ ইব্‌ন সালিমকে একদল সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। তারা রাতের বেলায় জা'ফর ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়াকে ঘেরাও করে ফেলে। তখন খাদিম মাসরূর তার কাছে গমন করেন। তার কাছে ছিল বখতীশূ' আল-মুতাব্বিব ; আবূ রুকানা আল আ'মা আল-মুগান্নী আল-কালূযানী, সে ছিল তার কাজে এবং সে ছিল আনন্দে ; আবূ রুকানা গান গাচ্ছিল ঃ

فَلَا تَبْعَدْ فَكُلُّ فَتًى سَيَاتِىْ + عَلَيْهِ اَلْمَوْتُ يَطْرُقُ اَوْ يُغَادِىَ -

অর্থাৎ 'নিজেকে মৃত্যু থেকে দূরে মনে করো না। কেননা প্রতিটি যুবকের কাছে মৃত্যু আগমন করবে, কারো কাছে রাতে এবং কারো কাছে সকালে।'

আল-খাদিম তাকে বলল, হে আবুল ফযল ! মৃত্যু তোমার কাছে রাতের বেলায় উপস্থিত।

তুমি আমীরুল মু'মিনীনের ডাকে সাড়া দাও। জা'ফর খলীফার দিকে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। দু'পায়ে এগিয়ে গেল মন্থর গতিতে যাতে সে তার পরিবারের কাছে প্রথম প্রবেশ করতে পারে ও তাদেরকে ওসীয়ত করতে পারে। কিন্তু আল-খাদিম বলল, প্রবেশের অনুমতি নেই তবে ওসীয়ত করতে পার। তখন সে ওসীয়ত করে। তার সবগুলো গোলাম আযাদ করে দেয় কিংবা কিছু সংখ্যক গোলাম আযাদ করে দেয়। আর-রশীদের দূতগণ তাকে খোঁজ করার জন্য আগমন করল। এরপর তাকে জোর করে বের করা হল এবং তারা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। যে ঘরে আর-রশীদ অবস্থান করছিলেন সেখানে তারা তাকে নিয়ে আসল। আর-রশীদ তাকে বন্দী করেন এবং গাধার ন্যায় বেঁধে নেন। দূতগণ আর-রশীদের কাছে জানতে চাইল, এরপর তার সাথে কী করা হবে ? তখন তার শিরশ্ছেদ করার নির্দেশ দিলেন। জল্লাদ জা'ফরের কাছে আগমন করল এবং বলল, নিঃসন্দেহে আমীরুল মু'মিনীন আমাকে হুকুম দিয়েছেন যেন আমি তোমার মাথা নিয়ে তার কাছে গমন করি। জা'ফর বলল, হে আবূ হাশিম ! সম্ভবত আমীরুল মু'মিনীন মাতাল। যখন তিনি সচেতনতা ফিরে পাবেন তখন আমার সম্পর্কে তিনি তোমাকে তিরস্কার করবেন। এরপর জা'ফর কথাটি আবারও বলল। জল্লাদ আর-রশীদের কাছে ফিরে গেল এবং বলল, সে বলছে সম্ভবত আপনি ব্যস্ত। আর-রশীদ বললেন, হে মায়ের ভগাঙ্কুর চোষণকারী ! তার মাথা আমার কাছে নিয়ে আস। সে জা'ফরের কথাটি পুনরাবৃত্তি করল। তৃতীয় বারের সময় আর-রশীদ বললেন, এখন আর আমি খলীফা আল-মাহ্দীর কাছে দায়বদ্ধ নই, যদি তুমি আমার আদেশ অমান্য কর ও তার মাথা আমার কাছে নিয়ে না আস আমি এমন ব্যক্তিকে প্রেরণ করব যে তোমার ও তার উভয়ের মাথা আমার কাছে নিয়ে আসবে। এরপর জল্লাদ জা'ফরের কাছে ফিরে গেল এবং তার মাথা কেটে নিল। মাথা নিয়ে সে আর-রশীদের কাছে আগমন করল এবং এটা তার সামনে রেখে দিল। বাগদাদ ও অন্যান্য জায়গায় যে সব বারমাকী সদস্য বিদ্যমান ছিল তাদের সকলকে একেবারে খতম করার জন্য লোক প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে যাদের পাওয়া যায় একেবারে তাদের সকলকে পাকড়াও করার জন্য হুকুম দেয়া হল। তাদের একজনও বাকী রইল না। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদকে তার ঘরে বন্দী করা হল এবং আল-ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়াকে অন্য একটি ঘরে বন্দী করা হল। বারমাকীরা যেসব পার্থিব সম্পদ হস্তগত ও কুক্ষিগত করেছিল তার সব কিছুই বাজেয়াপ্ত করা হল। আর-রশীদের কাছে জা'ফরের মাথা ও শরীরটা প্রেরণ করা হল। মাথাটিকে উপরের সেতুর কাছে স্থাপন করা হল তার শরীরটাকে দু'খণ্ডে বিভক্ত করা হল এক খণ্ড নিচের সেতুর কাছে স্থাপন করা হল এবং অন্য খণ্ডটি অন্য সেতুর কাছে স্থাপন করা হল। এরপর এগুলোকে পুড়িয়ে দেয়া হল। বাগদাদে ঘোষণা করা হল, বারমাকীদের জন্য কোন নিরাপত্তা নেই এবং যারা তাদের আশ্রয় দেবে তাদের নিরাপত্তা নেই। তবে মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদের জন্য ব্যতিক্রম হুকুম রয়েছে। কেননা সে খলীফাকে সৎ উপদেশ দিয়েছিল। আর-রশীদের সামনে আনাস ইব্ন আবূ শায়খকে আনা হল। কেননা সে যিনদীক বলে অভিযোগ আনা হয়েছিল। সে ছিল জা'ফরের বন্ধু। আর-রশীদ ও তার মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হয়। এরপর আর-রশীদ তার বিছানার নীচে থেকে একটি তলোয়ার বের করেন এবং ঐ তরবারি দ্বারা তাকে হত্যা করার হুকুম দেন। তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করেন যা আনাসের হত্যা সম্পর্কে পূর্বে রচিত হয়েছিল ঃ

تَلَمَّظَ السَّيْفُ مِنْ شَوْقٍ اِلَى اَنَسٍ + فَالسَّيْفُ يَلْحَظُ وَالاَقْدَارُ تَنْتَظِرُ -

অর্থাৎ ‘আনাসের প্রতি আকুল আকাঙ্ক্ষায় তলোয়ারটি যেন স্বাদ গ্রহণ করতে চায়। তাই তলোয়ার চূড়ান্ত নির্দেশের প্রতি তাকিয়ে রয়েছে আর ভাগ্যও অপেক্ষায় রয়েছে।’

এরপর আনাসের গর্দান উড়িয়ে দেয়া হল। তলোয়ার রক্তের অগ্রে চলে গেল। আর-রশীদ বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুসআবকে আল্লাহ্ রহম করুন। লোকজনেরা বলে উঠল আসলে তলোয়ারের রক্ষণাবেক্ষণ ছিল যুবায়র ইবনুল আওয়ামের জন্য। এরপর কায়েদখানাগুলো বারমাকীদের দ্বারা ভর্তি হয়ে গেল এবং তাদের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। আর তাদের থেকে আশির্বাদ ও দানগুলো বিদায় হয়ে গেল। যে দিনের শেষে জা'ফরকে হত্যা করা হয়েছিল সে দিনের প্রথম অংশেও জা'ফর এবং আর-রশীদ দু'জনই শিকারের খোঁজে সওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিলেন। যুবরাজদের বাদ দিয়ে তাঁরা দু'জন আনন্দে বিভোর ছিলেন। আর-রশীদ হাত প্রসারিত করে তাকে স্বাগত জানান। যখন মাগরিবের সময় হয় আর-রশীদ তাকে বিদায় জানান ও তার সাথে কোলাকুলি করেন এবং বলেন, রাতের বেলা যদি আমি নারীদের সাথে একান্তে মিলিত না হতাম তাহলে আমি তোমা থেকে পৃথক হতাম না। তুমি তোমার ঘরে যাও, মদ পান কর, আনন্দ কর এবং এমনভাবে সুখের জীবন যাপন কর যেমন আমি সুখের জীবন যাপন করে থাকি। এ ব্যাপারে তুমি যেন আমার ন্যায় মহা-আনন্দে মেতে থাকতে পার এটাই আমার কামনা। জা'ফর বললেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি তোমাকে ছাড়া এসব আনন্দ করতে চাই না। আর-রশীদ বললেন, ‘না, এরূপ করো না নিজের ঘরে বিদায় নিয়ে ফিরে যাও। এরপর জা'ফর তাঁর থেকে বিদায় নিলেন। তবে রাতের একাংশ পার হওয়ার পর বিপর্যয় সংঘটিত হল যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ সময়টা ছিল মুহাররমের শেষ রাত শনিবারের রাত। কেউ কেউ বলেন, এটা ছিল এ বছরের সফর মাসের পহেলা তারিখের রাত। তখন জা'ফরের বয়স ছিল ৩৭ বছর। যখন তার পিতা ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালিদের কাছে জা'ফরের নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্ যেন তার পুত্রকে হত্যা করেন। যখন তাঁকে বলা হল আপনার ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে তিনি বললেন, আল্লাহ্ যেন তার ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দেন। কথিত আছে ইয়াহ্ইয়া যখন তার ঘর-বাড়িগুলোর দিকে নযর করেন যেগুলোর পর্দা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল এবং ভবনগুলো ধূলিসাৎ করে দেয়া হয়েছিল আর ভিতরে যা ছিল তা লুটপাট হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন, এভাবেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। তাঁর কোন এক সাবী তাঁর উপর যে মুসীবত আপতিত হয়েছিল তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে একটি পত্র লিখেছিলেন। এ সমবেদনা পত্রের উত্তর প্রদানকালে তিনি লিখেন, আমি আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে রাযী এবং তার শক্তি সম্বন্ধেও জ্ঞাত। আল্লাহ্ পাপের কারণে বান্দাদের শাস্তি দেন। আল্লাহ্ তাঁর কোন বান্দার উপর যুলুম করেন না। আল্লাহ্ যা ক্ষমা করেন তা প্রচুর এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। বারমাকীদের সম্বন্ধে বহু কবি শোকগাথা লিখেছেন। আর-রাক্কাশী এ সম্বন্ধে বলেন ঃ কেউ কেউ বলেন ঃ

আবূ নাওয়াস বলেন ঃ

اَلانَ اِسْتَرَحْنَا وَاَسْتَرَاحَتْ رِكَابُنَا + وَاَمْسَكَ مَنْ يُحَدِّىْ وَمَنْ كَانَ يَحْتَدِىْ
فَقُلْ لِلْمَطَايَا قَدْ اَمِنْتِ مِنَ السُّرَى + وَطَىِّ الْفَيَافِىْ فَدْفَدًا بَعْدَ فَدْفَدٍ

وَقُلْ لِلْمَنَايَا قَدْ ظَفَرْتِ بِجَعْفَرٍ + وَلَنْ تَظْفِرِىْ مِنْ بَعْدِهِ بِمِسْوَدً
وَقُلْ لِلْعَطَايَا بَعْدَ فَضْلٍ تَعَطَّلِىْ + وَقُلْ لِلْرَزَايَا كَلَّ يَوْمٍ تُحَدِّىْ
وَدُوْنَكَ سَيْفًا بَرْمَكِيًّا مُهَنَّدًا + اُصِيْبَ بِسَيْفٍ هَاشِمِىٍ مُهَنَّدٍ ۔

অর্থাৎ ‘এখন আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি আমাদের সওয়ারীগুলোও বিশ্রাম করছে, থেমে গেছে উট চালকের গান, থেমে গেছেন যিনি উট চালনায় প্রতিযোগিতার হুকুম দিবেন। সুতরাং তুমি সওয়ারীদেরকে বলে দাও তোমরা রাতের বেলায় ভ্রমণ থেকে নিরাপদ হয়ে গেলে এবং কর্কশ আওয়ায তুলে বিস্তীর্ণ প্রান্তর অতিক্রম করা থেকে তোমরা নিরাপদ হয়ে গেলে। মৃত্যুকে বলে দাও তুমি জা'ফরের উপর আধিপাত্য বিস্তার করলে, আর কখনও তার পরে কোন কৃষ্ণকায়ের উপর আধিপাত্য বিস্তার করতে পারবে না। উপহার ও উপঢৌকনগুলোকে বলে দাও ফযলের পরে যেন এগুলো বন্ধ হয়ে যায় ; বিপদ-আপদকে বলে দাও প্রতিদিনই যেন নতুন নতুন এলাকাকে গ্রাস করে, তোমার সামনেই পড়ে রয়েছে বারমাকীদের ধারালো তলোয়ার অথচ এগুলো হাশিমী তলোয়ারের সামনে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করছে। জা'ফর যখন তার দেহের মধ্যবর্তী অংশে পতিত হয়ে রয়েছে তখন আর-রাক্কাশী জা'ফরের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছেন ঃ

اَمَا وَاللّٰهِ لَوْلاَ خَوْفُ وَاشٍ + وَعَيْنٌ لِلْخَلِيْفَةِ لاَ تَنَامُ
لَطُفْنَا حَوْلَ جَذْعِكَ وَاسْتَلَمْنَا + كَمَا لِلنَّاسِ بِالْحَجَرَ اِسْتِلاَمُ
فَمَا اَبْصَرْتُ قَبْلَكَ يَا اِبْنَ يَحْيَى + حُسَامًا فَلَّهُ السَّيْفُ الْحُسَامُ
عَلَى اللُّذَاتِ وَالدُّنْيَا جَمِيْعًا + وَدَوْلَةَ آلِ بَرْمَكِ السَّلاَمُ ۔

অর্থাৎ “আল্লাহ্‌র শপথ, চুগলখোরের ভয় যদি বিদ্যমান না থাকত, খলীফার পক্ষে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় গুপ্তচর যদি না থাকত তাহলে তোমার দেহের অংশের চতুর্দিকে আমরা তাওয়াফ করতাম এবং সম্মানার্থে তার মধ্যে চুমু খেতাম যেমন হজ্জব্রত পালনকারী লোকজন কালা পাথরে চুম্বন করে থাকে। হে ইব্‌ন ইয়াহইয়া ! তোমার পূর্বে এমন তলোয়ার আমি আর দেখিনি যাকে অন্য একটি ধারালো তলোয়ার ভোতা করে দিয়েছে, দুনিয়া ও দুনিয়ার উপভোগ্য দ্রব্যাদি এবং বারমাকীদের নিরাপদ সাম্রাজ্যকে গ্রাস করে ফেলেছে।”

বর্ণনাকারী বলেন, আর-রশীদ কবিকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন, জা'ফর তোমাকে প্রতি বছর কী পরিমাণ সম্পদ প্রদান করত ? কবি বললেন, এক হাজার দীনার। বর্ণনাকারী বলেন, আর-রশীদ তখন কবিকে দু'হাজার দীনার প্রদান করার নির্দেশ দিলেন। আয-যুবায়র ইব্‌ন বাক্কার তার চাচা মুসআব আয-যুবায়রী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আর-রশীদ যখন জা'ফরকে হত্যা করেন একটি মহিলা একটি দ্রুতগামী গাধার উপর দাঁড়ালেন এবং বিশুদ্ধ ভাষায় বলতে লাগলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ, হে জা'ফর ! আজকের দিনে তুমি একটি অমূল্য নিদর্শনে পরিণত হলে; তুমি তোমার পূর্ণ চরিত্র মাধুর্য প্রকাশ করলে। তারপর কবি কবিতা আবৃত্তি করলেন ঃ

وَلَمَّا رَاَيْتُ السَّيْفَ خَالَطَ جَعْفَرًا + وَنَادَى مُنَادٍ لِلْخَلِيْفَةِ فِىْ يَحْيٰى

بَكِيْتُ عَلَى الدُّنْيَا وَاَيْقَنْتُ اِنَّمَا + قُصَارَى الْفَنَى يَوْمًا مُفَارَقَةُ الدُّنْيَا
وَمَا هِيَ اِلاَّ دَوْلَـــةٌ بَعْدَ دَوْلَـــةٍ + تَخُوْلُ ذَا نِعْمَى وَتَعَقَّـــبَ ذَا بَلْـوى
اِذَا اُنْزِلَتْ هٰذَا مَنَازِلَ رَفْعَةٍ + مِنَ الْمُلْكِ حَطَّتْ ذَا دالَى الْغَايَةِ الْقُصْوى -

অর্থাৎ "যখন আমি তলোয়ারটিকে জা'ফরের সাথে প্রাণ সংহারের জন্য মিশতে দেখলাম তখন খলীফার একজন ঘোষক ইয়াহ্ইয়া সম্পর্কে ঘোষণা করল। তখন আমি দুনিয়ার জন্য ক্রন্দন করলাম এবং দৃঢ়ভাবে বুঝতে পারলাম যে যুবকের পার্শ্বদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাড়গুলো একদিন দুনিয়াকে ছেড়ে যাবে। দুনিয়াটার নীতি হল একটি সাম্রাজ্যের পর অন্য একটি সাম্রাজ্যের উত্থান। যখন সাম্রাজ্যটির আবির্ভাব হয় তখন তা বিভিন্ন ধরনের নিআমত নিয়ে আসে আর যখন তা পিছু টান মারে তখন তা বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদ পিছনে সাক্ষী রেখে যায়। যখন রাজ্যশাসন ক্ষমতা তার সুউচ্চ মর্যাদার চূড়ায় উন্নীত হয় তখন তা পরে আবার দূরতম প্রান্তে পতিত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, মহিলাটি তার গাধাটি নিয়ে এত দ্রুত চলে গেল মনে হল একটি ঝটিকা এসেছিল যার কোন চিহ্ন বাকী রইল না এবং কোথায় চলে গেল তাও আর জানা গেল না।

ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেন ঃ জা'ফরের একটি দাসী ছিল। তার নাম ছিল ফাতীনা মুগান্নিয়া। দুনিয়ায় তার কোন সমকক্ষ ছিল না। তার সাথে খরিদকৃত অন্য দাসীগুলোসহ তার বাবদ মোট খরচ ছিল একলাখ দীনার। জা'ফর থেকে আর-রশীদ তাকে পেতে ইচ্ছা করলেন। জা'ফর অস্বীকৃতি জানালেন। আর-রশীদ যখন তাকে হত্যা করলেন তখন এ দাসীটিকে তিনি নিজের জন্য নির্বাচন করেন। একরাত মদ্যপানের মজলিসে তাকে হাযির করানো হল। খলীফার কাছে ছিল তার একদল সাথী ও রাতের বেলার গল্প বর্ণনাকারী। দাসীটির সাথে অন্য যে সব দাসী গান গেত তাদেরকে গান গাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হল। তারা প্রত্যেকে গাইতে লাগল। ফাতীনা মুগান্নিয়ার পালা যখন আসল তখন আর-রশীদ তাকে গাইতে আদেশ করেন কিন্তু সে অশ্রু ফেলতে লাগল এবং বলল, তারপর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ! ....তবে না .....আর রশীদ খুব রাগান্বিত হলেন এবং উপস্থিত সদস্যদের একজনকে আদেশ করলেন যেন সে তাকে আর-রশীদের কাছে ধরে নিয়ে আসে। আর তিনি তাকে ঐ দাসীকে দিয়ে দেবেন। তারপর যখন ঐ ব্যক্তি চলে যাওয়ার ইচ্ছা করল আর-রশীদ তাকে বললেন, তার মধ্যে এবং আর-রশীদের মধ্যে চুক্তি হল যে, তুমি তার সাথে সংগম করবে না। তারপর লোকটি বুঝতে পারল আর-রশীদ এটার দ্বারা তাকে দমাতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিছুক্ষণ পর লোকটি তাকে হাযির করল এবং প্রকাশ করল যে, আর-রশীদ তার প্রতি রাযী এবং তাকে গান গাইতে নির্দেশ দিয়েছেন। দাসীটি গান গাইতে অস্বীকৃতি জানাল এবং অশ্রু ফেলতে লাগল, বলতে লাগল . . . তারপর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ . . . . তবে না. . . . আর-রশীদ পূর্বের চেয়ে অধিক রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, যে বিছানায় রেখে মানুষ যবাহ্ করা হয় তাও তলোয়ার হাযির করা হোক। জল্লাদ আগমন করল এবং দাসীর মাথার কাছে দাঁড়াল। আর-রশীদ তাকে বললেন, যখন আমি তোমাকে তিনবার নির্দেশ দিব ও তিনবার আমার আঙ্গুলগুলো বন্ধ করব তখন তুমি তাকে আঘাত করবে। তারপর তিনি তাকে বললেন ঃ গান গাও। সে ক্রন্দন করতে লাগল এবং বলল, তারপর নেতৃস্থানীয় লোক . . . তবে না . . . .তিনি তার কনিষ্ঠা অঙ্গুলি বন্ধ করেন এরপর তাকে দ্বিতীয়বার হুকুম দিলেন। কিন্তু সে গান গাওয়া

থেকে বিরত রইল। তখন তিনি দু'টি অঙ্গুলি বন্ধ করেন। উপস্থিত সদস্যগণ কেঁপে উঠলেন এবং চরমভাবে শংকিত হলেন। তার দিকে অনুরোধ মালা নিয়ে প্রায় সকলে এগিয়ে আসলেন যাতে সে গান গায় ও নিহত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং আমীরুল মুমিনীন যা ইচ্ছা করেন তার প্রতি যেন যথাযোগ্য সাড়া প্রদান করে। তারপর তাকে তৃতীয়বারের মত নির্দেশ দিলেন তখন সে ঘৃণাভরে গাইতে লাগল ঃ

لَمَّا رَأَيْتُ الدُّنْيَا قَدْ دَرَسَتْ + أَيْقَنْتُ أَنَّ النَّعِيْمَ لَمْ يَعُدْ -

অর্থাৎ 'যখন আমি দুনিয়াটাকে দেখলাম যে তা ধ্বংস হয়ে গেছে তখন আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে লাগলাম যে নিঃসন্দেহে নিআমত আর ফিরে আসবে না।' বর্ণনাকারী বলেন, আর-রশীদ লম্ফ দিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন ও গান গাওয়ার বাদ্য যন্ত্রের কাঠটি তার হাত থেকে কেড়ে নিলেন এবং তার দ্বারা দাসীর চোখে, মুখে ও মাথায় আঘাত করতে লাগলেন যতক্ষণ না কাঠটি ভেঙ্গে গেল আঘাতই করতে ছিলেন। রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। অন্য দাসীরা তার কাছে থেকে দ্রুত পলায়ন করল। আর রশীদের সম্মুখ থেকে দাসীটিকে উঠিয়ে নেওয়া হল। তিনদিন পর সে মারা গেল।

বর্ণিত রয়েছে যে আর-রশীদ বলতেন, বারমাকীদের সম্পর্কে যে আমার সাথে প্রতারণা করেছে তার প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ পতিত হোক। তাদের পর আমি আর কোন স্বাদ, শান্তি ও আশা ভরসা পাচ্ছি না। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি চেয়েছিলাম আমার আয়ুর অর্ধেক ও রাজত্বের অর্ধেক তাদেরকে দান করে তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেব।

ইব্‌ন খাল্লিকান বর্ণনা করেন, একদিন জা'ফর এক ব্যক্তি থেকে চল্লিশ হাজার দীনারের বিনিময়ে একটি দাসী ক্রয় করলেন। দাসীটি তার বিক্রেতার দিকে তাকাল এবং বলল, তোমার ও আমার মধ্যে যে চুক্তিটি আছে তা একটু স্মরণ কর। তুমি আমার মূল্য থেকে কিছু ভক্ষণ করো না। তখন তার মনীব ক্রন্দন করলেন এবং বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক, নিশ্চয়ই এ দাসীটি মুক্ত। আর আমি তাকে বিয়ে করলাম। তখন জা'ফর বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক, মূল্যটাও তারই জন্য।

তিনি একদিন তার নায়িবের নিকট পত্র লিখলেন ঃ এরপর তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর সংখ্যা বেড়ে গেছে, তোমার প্রশংসাকারীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এখন তুমি ইনসাফ কর কিংবা সরে পড়। আর-রশীদের দুশ্চিন্তা দূরীকরণে যে আচরণ তিনি প্রদর্শন করেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

একদিন আর-রশীদের দরবারে একজন ইয়াহূদী জ্যোতির্বিদ প্রবেশ করে এবং তাকে সংবাদ পরিবেশন করে যে এ বছর তিনি ইনতিকাল করবেন। এতে আর-রশীদ অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তারপর জা'ফর তার কাছে প্রবেশ করেন এবং প্রশ্ন করেন কী সংবাদ ? ইয়াহূদী যা বলেছিল তিনি তা জা'ফরের কাছে পেশ করলেন। জা'ফর ইয়াহূদীকে ডাকলেন এবং বললেন, তোমার হায়াত আর কত বাকী রয়েছে ? সে উল্লেখ করল একটি দীর্ঘ সময়। তখন জা'ফর বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! তাকে আপনি হত্যা করুন যাতে আপনি তার মিথ্যাটি সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন। সে আপনাকে আপনার হায়াত সম্বন্ধে মিথ্যা খবর পরিবেশন করেছে। আর রশীদ ইয়াহূদীকে হত্যা করার হুকুম দিলেন আর আর-রশীদ থেকে দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়ে গেল।

বারমাকীদের হত্যাকাণ্ডের পর আর-রশীদ ইবরাহীম ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন নুহায়ককে হত্যা করেন। আর এটার কারণ হল যে, তিনি বারমাকীদের জন্য দুঃখিত হয়েছিলেন। বিশেষকরে জা'ফরের জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি তাদের জন্য অত্যন্ত কান্নাকাটি করতেন। তারপর তিনি কান্নাকাটির পর্যায় থেকে প্রতিশোধ নেয়ার পর্যায়ে উপনীত হন। তিনি যখন ঘরে মদ্যপান করতেন তার দাসীকে বললেন, আমার তলোয়ারটি আমাকে দাও। তারপর তিনি এটাকে কোষমুক্ত করতেন এবং বলতেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি নিশ্চয়ই তার হত্যাকারীকে হত্যা করব। তিনি এরূপ অধিকাংশ সময়ই বলতেন। তখন তার পুত্র উছমান আশংকা করলেন যে যদি খলীফা একথা জানতে পারেন তাহলে তাদের সকলকে তিনি ধ্বংস করে দেবেন। আর তিনি চিন্তা করে দেখলেন তার পিতা একাজ থেকে বিরত থাকছেন না। উছমান তখন আল-ফযল ইব্‌ন আর-রাবীর কাছে গমন করেন এবং এ বিষয়ে তাঁকে অবগত করেন। আল-ফযল খলীফাকে বিষয়টি জানান। খলীফা তাকে ডেকে পাঠান এবং তার কাছে এ খবর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাকে যথাযথ সংবাদ দেন। এরপর তিনি বলেন, ইবরাহীমের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার মতো তোমার সাথে আর কে আছেন ? তিনি বলেন অমুক খাদিম। তাকে ডাকা হল এবং সে সাক্ষ্য দিল। আর-রশীদ তখন বললেন, একজন গোলাম ও একজন অণ্ডকোষহীন ব্যক্তির কথা একজন বড় আমীরকে হত্যা করা হালাল নয়। সম্ভবত তারা দু'জনই এ কথার উপর ষড়যন্ত্র করেছে। তারপর আর-রশীদ তাঁকে শরাব পান করার সময় হাযির করান। আর তার সাথে একান্তে কথা বলেন ও মন্তব্য করে বলেন, তোমার দুর্ভাগ্য হে ইবরাহীম ! আমার কাছে একটি গোপনীয় তথ্য রয়েছে আমি শুধু তোমাকেই এ সম্বন্ধে অবগত করতে পসন্দ করছি। রাত ও দিনে আমার দুশ্চিন্তা অনেক হ্রাস পাবে। তিনি বললেন, এটা কী ? আর-রশীদ বললেন, আমি বারমাকীদের হত্যার ব্যাপারে লজ্জিত রয়েছি, আমি চেয়েছিলাম আমার আয়ু থেকে ও রাজত্ব থেকে অর্ধেক বের করে দেই তবুও আমি তাদের সাথে যেন যে কাজটি করেছি সে কাজটি না করতাম। কেননা আমি তাদের পরে আর কোন স্বাদ কিংবা শান্তি পাচ্ছি না। ইবরাহীম বললেন, আবুল ফযল জা'ফরের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! হে আমার মনীব ! তাকে হত্যা করে আপনি ভুল করেছেন। তখন আর-রশীদ বললেন, তোমার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হোক। তুমি দাঁড়াও। এরপর তিনি তাকে বন্দী করেন ও তিন দিন পরে তাঁকে হত্যা করেন। এভাবে তার পরিবার ও তার সন্তানরা বেঁচে গেলেন।

এ বছরই আর-রশীদ আবদুল মালিক ইব্‌ন সালিহের উপর রাগান্বিত হন। তার কারণ ছিল এই যে, আর-রশীদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছিল যে, তিনি খিলাফতের ইচ্ছা রাখেন। তাঁর কারণেই বারমাকীদের উপর তিনি খুব রাগান্বিত হয়েছিলেন। আর তারা সে সময় বন্দী অবস্থায় ছিল। এরপর আর-রশীদ তাঁকে বন্দী করেন। আর-রশীদের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কারাভোগ করেন। তারপর আল-আমীন তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন ও তাঁকে সিরিয়ার নায়িব নিযুক্ত করেন। এ বছরই সিরিয়ায় আল-মুদারিয়া ও আল-নাযারিয়া সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে দলাদলি দেখা দেয়। আর-রশীদ মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন যিয়াদকে তাদের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করেন।

এ বছরই মাসীসা নামক স্থানে বিরাট ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। শহরের কিছু প্রাচীর ধ্বংস হয়ে

যায় এবং রাতের এক সময় শহরের পানি শুকিয়ে যায়। এ বছরই আর-রশীদ তাঁর পুত্র আল-কাসিমকে গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধ পরিচালনার জন্য রোমের শহরগুলোতে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে কুরবানী ও ওসীলা হিসাবে উপস্থাপন করেন। তিনি তাকে সীমান্তের দুর্গসমূহের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। এরপর তিনি রোমের শহরগুলোর উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেন। তারা বহু বন্দী রেখে যান। যাতে তারা ভবিষ্যতে এদেরকে মুক্ত করাতে পারেন এবং আল-কাসিমও তাদের থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর তিনি তা করলেন।

এ বছরই রোমকরা সন্ধি ভঙ্গ করে। এ সন্ধিটি তাদের মধ্যে ও মুসলমানদের মধ্যে আর-রশীদ দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল। আর-রশীদ রোমের রাণী রীনিইয়া যার উপাধি ছিল আগাসতা ও তার মধ্যে সন্ধি স্থাপন করেন। কিন্তু রোমকরা তাকে বরখাস্ত করে এবং আন-নাকফোরকে তাদের সম্রাট নিযুক্ত করে। আন-নাকফোর ছিলেন খুব সাহসী। কথিত আছে যে, তিনি ছিলেন আলে জুফনার বংশধর। তারা সম্রাজ্ঞী রীনীয়াকে পদচ্যুত করে এবং তার চোখ উপড়ে ফেলে। আন-নাকফোর তখন আর-রশীদের কাছে লিখেন ঃ রোমের সম্রাট আন-নাকফোর থেকে আরবের সম্রাট হারূনুর রশীদের প্রতি তারপর সংবাদ এই যে, আমার পূর্বে যে সম্রাজ্ঞী ছিলেন তিনি আপনাকে আর- রুখ নামক বিরাট আকৃতির পাখি হিসেবে গণ্য করেছেন আর নিজেকে আল-বায়দাক নামক ক্ষুদ্র পদাতিক সৈন্য মনে করেছেন। তাই তিনি আপনার কাছে এমন সব সম্পদ উঠিয়ে দিয়েছেন যে পরিমাণ সম্পদ উঠাবার উপযুক্ত আপনি ছিলেন না। আর এটা ছিল নারীদের দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতার ফসল স্বরূপ। আপনি আমার এ পত্র পড়ার পর আপনাকে সম্রাজ্ঞী যেসব সম্পদ দিয়েছিলেন তা আমার কাছে ফেরত পাঠাবেন এবং এটাকে নিজের মুক্তিপণ হিসেবে মনে করবেন। অন্যথায় আমাদের ও আপনার মধ্যে তলোয়ার সিদ্ধান্ত নিবে। হারূনুর রশীদ যখন তার এ পত্র পড়লেন তখন তিনি এত অধিক রাগান্বিত হলেন যে, কেউ তার দিকে তাকাতে পারল না এবং কেউ তার সাথে কথা বলতে পারল না। তাঁর সভাসদবর্গ তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এরপর তিনি কালি কলম চেয়ে নিলেন এবং পত্রের অপর পৃষ্ঠায় লিখলেন ঃ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আমীরুল মু'মিনীন হারূনুর রশীদ হতে রোমের কুকুর আন-নাকফোরের প্রতি ঃ হে কাফির মহিলার পুত্র ! আমি তোমার পত্র পড়েছি উত্তর তুমি নিজ চোখে দেখবে, শুনবে না। বিদায়। তারপর তিনি তৎক্ষণাৎ নিজেকে সেনাপতি নির্ধারণ করেন এবং তিনি রওনা হয়ে যান। হিরাক্লিয়াসের দরজা পর্যন্ত তিনি পৌঁছে যান। এরপর তা জয় করেন এবং সম্রাটের কন্যাকে নিজের জন্য মনোনীত করেন। গনীমত হিসেবে প্রচুর সম্পদ লাভ করেন। বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস করেন ও পুড়িয়ে দেন। তারপর আন-নাকফোর প্রতি বছর জিযিয়া কর আদায়ের শর্তে তাঁর কাছে সন্ধির প্রস্তাব দেন। আর-রশীদ তা গ্রহণ করেন। যখন তিনি যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আর-রিক্কায় পৌঁছেন তখন কাফিরটি চুক্তি ভঙ্গ করে ও খিয়ানতের আশ্রয় নেয়। তখন খুব ঠাণ্ডা পড়ছিল। কেউই ঠাণ্ডার দরুন জানের ভয়ে সেখান থেকে আসতে সক্ষম হল না এবং হারূনুর রশীদকে এ ব্যাপারে সংবাদ পৌঁছতে পারল না যতক্ষণ না শীতের মৌসুম শেষ হল।

এ বছর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন।

এই সনে যাঁদের ইনতিকাল হয় তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

জা'ফর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বারমাকী

এ তালিকায় রয়েছেন (বাগদাদের খিলাফতের) উযীরের পুত্র উযীর আবুল ফযল জা'ফর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ ইব্ন বারমাক আল-বারমাকী। খলীফা হারূনুর রশীদ তাঁকে শাম (বৃহত্তর সিরিয়া) ও অন্যান্য প্রদেশের শাসনকর্তা (গভর্নর) নিয়োগ করেছিলেন। হূরানে কায়স ও ইয়ামানের মধ্যে উত্থিত দাংগা– যা আশীরান ফিতনা নামে অভিহিত– উত্থিত হলে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য খলীফা বারমাকীকে দামেশকে পাঠিয়েছিলেন। এটি ছিল ইসলামী বিশ্বে কায়স ও ইয়ামানের মধ্যে প্রজ্বলিত প্রথম দাংগার আগুন। জাহিলিয়াতের সময়কাল হতে তাদের মধ্যকার সংঘাতের আগুন স্তিমিত ছিল, যা এ সময় তারা পুনরায় উজ্জীবিত করেছিল।

জা'ফর বারমাকী তার বাহিনীসহ দামেশকে উপনীত হলে সব সন্ত্রাসের আগুন নির্বাপিত হয়ে সমাজ জীবনে সম্প্রীতি ও আনন্দের বায়ু প্রবাহিত হল। এ প্রসংগে সুন্দর সুন্দর কাব্য রচিত হয়েছিল। ইব্ন আসাকির তাঁর তারীখ (ইতিহাস) গ্রন্থে জা'ফর বারমাকীর জীবন বৃত্তান্ত অংশে সে সব কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। সেগুলোর কয়েক পংক্তি ঃ

لَقَدْ اُوْقِدَتْ فِى الشَّامِ نِيْرَانُ فِتْنَةٍ + فَهٰذَا اٰدَانُ الشَّامِ تُخْهدُنا رُهَا
اِذَا جَاشَ مُوجُ البحرِ مِنِ اٰلِ بَرْمَكٍ + عَلَيْهَا خَبَتْ شُهْبَانُهَا وَشِرَارُهَا
رماها امير المؤمِنيـن بِجَعفر + وفيها تلا فِى صَدعِها وانْجِبَارُهَا
هُو الْملِكُ المَـأمُولُ للبِرّو التُّقى + وَصَولاَتُـه لاَيُستطَاعُ خِطَارُهَا ـ

অর্থাৎ "শামে দাংগার আগুন প্রজ্বলিত করা হল। এখন শামের জন্য আগুন নির্বাপিত হওয়ার সময় সমাগত। যখন বারমাকী সাগরের তরংগ সে আগুনের উপর উছলে পড়ল তখনই তার শিখা ও স্ফুলিঙ্গগুলো নিভে গেল।

আমীরুল মু'মিনীন (খলীফা হারূনুর রশীদ) জা'ফরকে দিয়ে তার উপর আঘাত শাণিত করলেন, যাতে ছিল তার মাথা বেদনার প্রতিষেধক ও প্রলেপ। পুণ্য ও তাকওয়ার জন্য তিনিই কাঙ্ক্ষিত আশার পাত্র। তাঁর শাণিত আঘাতে প্রত্যাঘাত করার সাধ্য নেই কারো।" এ কবিতাটি বেশ দীর্ঘ।

জা'ফর ছিলেন বাগ্মিতা, অলংকারপূর্ণ ভাষণ প্রতিভা, প্রবল মেধা ও দান-বদান্যতার অধিকারী। পিতা তাকে কাযী (ইমাম) আবূ ইউসুফ (র)-এরা সান্নিধ্যে অবস্থান করিয়ে তাঁর নিকট হতে ফিক্‌হে বুৎপত্তি অর্জনের ব্যবস্থা করেছিলেন। হারূন রশীদের সংগে ও তাঁর বিশেষ ঘনিষ্টতা গড়ে উঠেছিল। একরাতে তিনি হারূনুর রশীদের দরবারে এক হাজার দস্তাবেযে স্বাক্ষর করেন এবং সেগুলোর একটিতেও তিনি ফিক্‌হের বিধান হতে বিচ্যুতির শিকার হননি। জা'ফর তাঁর পিতা থেকে কাতিব হামীদ থেকে উছমান (রা)-এর কাতিব আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান থেকে কাতিবুল ওয়াহী (ওয়াহী লিখক) যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, যায়দ

(রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, اِذَا كَتَبْتَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَبَيِّنِ السِّيْنَ فِيْهِ। তুমি যখন বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম লিখবে তখন তার 'সীন (س) হরফটি স্পষ্ট করে লিখবে। খতীব ও ইব্ন আসাকির এটি আবুল কাসিম কা'বী মুতাকাল্লিম (যার নাম ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ বালখী। যিনি মুহাম্মদ ইব্ন যায়দ-এর কাতিব ছিলেন) তার পিতা আবদুল্লাহ্। ইব্ন তাহির হতে তাহির ইবনুল হুসায়ন ইব্ন যুরায়ন হতে ফাযল ইব্ন সাহ্ল যুর-রিসাতায়ন হতে জাফর হতে ইয়াহ্ইয়া হতে পূর্বোক্ত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

আম্র ইব্ন বাহ্র আল-জাহিয বলেছেন, জা'ফর হারুনুর রশীদকে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমার পিতা ইয়াহ্ইয়া আমাকে বলেছেন, যখন দুনিয়া (-র সম্পদ) তোমার কাছে এগিয়ে আসবে তখন তুমি দান করবে এবং যখন দুনিয়া পিছিয়ে যাবে (সম্পদহীন হবে) তখনও তুমি দান করবে। কেননা, দুনিয়া স্থায়ী হবে না। পিতা আমাকে এ কবিতা শুনিয়েছেন ঃ

لَاتَبْخَلَنَّ بِدُنْيَا وَهِيَ مُقْبِلَةٌ + فَلَيْسَ يَنْقُصُهَا التَّبْذِيْرُ وَالسَّرَفُ
فَاِنْ تَوَلَّتْ فَاَحْرٰى اَنْ مَجْفُوْدَ بِهَا + فَالْحَمْدُ مِنْهَا اِذَا مَا اَدْبَرَتْ خَلَفُ -

"দুনিয়া যখন তোমার প্রতি প্রসন্ন হবে তখন তুমি কৃপণতা করবে না। কেননা, অপব্যয় ও অপচয় সম্পদের ঘাটতি করে না। আবার দুনিয়া অপ্রসন্ন হলে দান-বদান্যতা তখনও তোমার জন্য অধিক সংগত। কেননা, দুনিয়া যখন বিমুখ থাকে তখনকার দান-দক্ষিণা সুনাম-সুখ্যাতি রেখে যায়।"

খতীব বলেছেন, সমুচ্চ মর্যাদা, দৃঢ়চিত্ততা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের বিচারে জা'ফর হারুনুর রশীদের কাছে বিশিষ্ট ও একক আসনের অধিকারী ছিলেন। যাতে কেউ তার সংগে তুলনীয় ছিল না। তিনি ছিলেন চারিত্রিক উদারতা, অমায়িকতা ও সদা প্রসন্ন হাসিমুখের অধিকারী। তাঁর বদান্যতা, দানের আধিক্য ও অপব্যয়তুল্য দানের খ্যাতি আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। বাগ্মিতা ও অলংকারপূর্ণ বক্তব্য-ভাষণেও তাঁর খ্যাতি ছিল। ইব্ন 'আসাকির' কাতী 'আতুল আব্বাস ওয়াল আব্বাসিয়া'-এর তত্ত্বাবধায়ক আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ-এর হাজিব (সচিব) মুহায্যাব হতে বর্ণনা করেছেন যে একবার অর্থ ও খাদ্যসংকটে নিপতিত হয়েছিলেন এবং অতিশয় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। পাওনাদাররা তাঁকে ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ দিতে লাগল। তাঁর কাছে একটি মুক্তাখচিত সুগন্ধিপাত্র ছিল, যার ক্রয়মূল্য ছিল দশ লাখ। মুহায্যাব পাত্রটি বিক্রির উদ্দেশ্যে জা'ফরের কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে নিজের অর্থনৈতিক দৈন্যদশা ও পাওনাদারদের চাপ সৃষ্টির কথা অবহিত করে বললেন, এ পাত্রটি এখন তার শেষ সম্বল। জা'ফর বললেন, আমি দশ লাখেই এ পাত্রটি কিনলাম। পরে তিনি তার হাতে সম্পূর্ণ মূল্য তুলে দিলেন এবং পাত্রটি নিয়ে গেলেন। এ ঘটনা ছিল রাতের বেলা। জা'ফর তাঁর একজন লোক দিয়ে পণ্যমূল্য বিক্রেতার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন এবং বিক্রেতাকে রাতের গল্প-আসরে আপ্যায়ন করলেন। বিক্রেতা (মুহায্যাব) বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখলেন যে, পাত্রটিও তার আগে বাড়িতে পৌছে গিয়েছে। মুহায্যাব বলেন, সকাল হলে আমি কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য পুনরায় জা'ফারের বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমি তাঁকে তাঁর ভাই ফযলের সংগে খলীফার বাসভবনের সামনে প্রবেশ অনুমতির

অপেক্ষারত দেখতে পেলাম। তখন জা'ফর তাকে বললেন, আমি ভাই ফযলের কাছে তোমার অবস্থার কথা বলেছি। তিনিও তোমাকে দশ লাখ প্রেরণের আদেশ দিয়েছেন। আর আমার বিশ্বাস পাত্রটি তোমার আগেই তোমার বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছে। এ ছাড়া আমি আমীরুল মু'মিনীনের কাছে ও তোমার প্রসংগে আলাপ করব। ভবনে প্রবেশ করার পর খলীফার কাছে তার অবস্থা ও ঋণগ্রস্ত হওয়ার কথা বর্ণনা করলে খলীফা তাকে তিন লাখ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদানের আদেশ দিলেন।

জা'ফর এক রাতে তাঁর কোন বন্ধুর সংগে গল্পের আসরে বিনোদন করছিলেন। তখন একটি গুবরে পোকা (خنفساء) উড়ে এসে তার কাপড়ের উপরে বসলে জা'ফর সেটি ধরে দূরে ফেলে দিলেন এবং বললেন, লোকে বলে, গুবরে পোকা যার প্রতি আগ্রহী হয় তার জন্য তা সম্পদ প্রাপ্তির সুসংবাদ। তখন জা'ফর তাকে এক হাজার দীনার প্রদানের আদেশ দিলেন। পোকাটি আবার ফিরে এসে লোকটির গায়ে বসল। জা'ফার তাকে আরও এক হাজার দীনার দেয়ার আদেশ দিলেন।

একবার তিনি খলীফা রশীদের সংগে হজ্জে গেলেন। মদীনায় অবস্থানকালে জা'ফর তার সংগীদের একজনকে বললেন, সেরা সুন্দরী, সেরা গায়িকা ও কৌতুকপ্রিয়া এক বাঁদী খুঁজে দেখ, আমি সেটি ক্রয় করব। লোকটি বর্ণিত গুণের একটি বাঁদী খুজে পেল এবং মালিকের কাছে সেটি বিক্রয়ের প্রস্তাব করলে সে অনেক বেশী মূল্য দাবী করল এবং (মূল ক্রেতা) জা'ফরকে দেখিয়ে নেয়ার কথা বলল। জা'ফর বাঁদীর মালিকের বাড়িতে গিয়ে বাঁদীকে দেখে অভিভূত হলেন এবং তাঁর গান শুনে আরও অধিক অভিভূত হলেন। মালিক তার দাম-দস্তর শুরু করলে জা'ফর বললেন আমরা কিছু মূল্য নিয়ে এসেছি। তাতে তুমি সম্মত হলে উত্তম, অন্যথায় আরও বাড়িয়ে দেব। তখন মালিক বাঁদীকে বলল, আমি এক সময় সচ্ছল ছিলাম এবং তুমি ও আমার কাছে বেশ সুখে-আনন্দে ছিলে। এখন আমি অভাব-অনটনে বিপর্যস্ত। এ কারণে আমি তোমাকে এ রাজার কাছে বিক্রি করে দিতে চাচ্ছি। যাতে তুমি আমার কাছে যেমন ছিলে তাঁর কাছেও তেমন সুখ-আনন্দে থাকতে পার। বাঁদী তাকে বলল, আল্লাহ্র কসম ! হে আমার মালিক ! আমার উপরে আপনার যে রূপ মালিকানা অধিকার রয়েছে আপনার উপরে আমার সেরূপ অধিকার থাকলে আমি আপনাকে দুনিয়া ও তার সমগ্র সম্পদের বিনিময়েও বিক্রি করতাম না। আর আপনি যে আমাকে বিক্রি করে আমার মূল্য ভক্ষণ না করার ব্যাপারে আমার সংগে অংগীকার করেছিলেন তা গেল কোথায় ? তখন বাঁদীর মালিক জা'ফর ও তাঁর সংগীদের বললেন, আপনার সাক্ষী থাকুন যে, আমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাকে আযাদ (মুক্ত) করে দিলাম এবং তাঁকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলাম। মালিক একথা বললে জা'ফর চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সংগীরাও উঠে পড়ল ও বহনকারীকে সংগে নিয়ে আসা মুদ্রা তুলে নিতে বলল। জা'ফর বললেন, আল্লাহ্র কসম ! এ মাল আর আমার সংগে যাবে না। বাঁদীর মালিককে বললেন, আমি তোমাকে ও সম্পদের মালিক বানিয়ে দিয়েছি। এগুলো তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় করবে। এ কথা বলে মাল রেখেই তিনি চলে গেলেন। এমনই ছিল তার বদান্যতা। তবুও ভাই ফযলের তুলনায় তিনি দানে পিছনে ছিলেন। তবে ফযল তাঁর চেয়ে অধিক সম্পদের মালিক ছিলেন।

ইব্ন আসাকির দারা কুতনী সূত্রে তাঁর সনদে বর্ণনা করেছেন, জা'ফরের মৃত্যুর পর লোকেরা

তার একটি কলসে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছিল। যেগুলোর প্রতিটির ওজন ছিল একশত দীনারের সমান। মুদ্রাগুলোর উপরিভাগে জা'ফরের নাম অংকিত ছিল। কবি বলেছেন-

وَاصْفَرُ بْنُ ضَرْبِ دَارِ الْمُلُوْكِ + يَلُوْحُ عَلَى وَجْهِهِ جَعْفَرُ
يَزِيْدُ عَلَى مِائَةٍ وَاحِدًا + مَتٰى تُعْطِهِ مُعْسِرًا يُوْسِرُ ـ

'হলদে বরণ (সোনালী), রাজ ভবনের ছাপযুক্ত (কত মুদ্রা) ! যার মুখাবয়বে 'জা'ফর' (শব্দটি) জ্বলজ্বল করছিল। যার একটির মূল্য এক শতটির অধিক। কোন অসচ্ছলকে তুমি তা দিয়ে দিলে সে সচ্ছল হয়ে যায়।'

আহমদ ইবনুল মুআল্লা আর-রাবিআহ্ বলেছেন, আন-নাতিফীর বাঁদী আনান জা'ফরের কাছে একটি কাব্যপত্র লিখল এ মর্মে যে, জা'ফর তাঁর পিতা ইয়াহ্ইয়াকে বলবেন, তিনি যেন খলীফা হারূনুর রশীদকে আনান-কে ক্রয় করার পরামর্শ দেন। এ পত্রে আনান জা'ফর সম্পর্কে তার এ কবিতা লিখে পাঠাল-

يَا لاَئِمِى جهلا (؟ مَهْلاً) اَلاَ تَعْصُرَ + مَنْ ذَا عَلَى حَرِّ الْهَوٰى يَصْبِرُ
لاَتلحنى(؟ لاَتَلُمْنِى) اِذَا شَرِبْتُ الْهَوٰى + صَرْفًا فَمَمْزُوْجُ الْهَوٰى سُكَّرُ
اَحَاطَ بِى الْحَبُّ فَخَلفِى لَهُ + بَحْرٌ وَقُدَّامِى لَهُ اَبْحَرُ ـ

'হে প্রেমে ভর্ৎসনা তিরস্কারকারী ! একটু বিরতি দাও, তুমি থামছ না কেন ? কে আছে এমন (বাহাদুর) যে প্রেমের অনল দাহে সবর করতে পারে ? আমার প্রেম মদিরাপান করার পর আমাকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য ভর্ৎসনা কর না ; কেননা প্রেম মিশ্রণের শরবত অতি মধুর। প্রেম-ভালবাসা আমাকে বেষ্টন করে ফেলেছে ; আমার পিছনে প্রেমের এক সাগর। সামনে সাগর আর সাগর।'

تَخْفِقُ رَايَاتُ الْهَوٰى بِالرَّدِى + فَوْقِى وَحَوْلِى لِلْهَوٰى عَسْكَرُ
سِيَّانُ عِنْدِى فِى الْهَوٰى لاَئِمٌ + اَقَلَّ فِيْهِ وَالَّذِىْ يَكْثُرُ ـ

'প্রেমের পতাকাগুলো অস্ত্র উঁচিয়ে (আমার ধ্বংসের বার্তা নিয়ে) আমার মাথার উপরে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে, আর আমার চারপাশে অবস্থান নিয়েছে অনুরাগ-আকর্ষণের সেনাবাহিনী। প্রেমে ভর্ৎসনাকারী লঘু ভর্ৎসনা করুক কিংবা ভারী। এ দু'টোই আমার কাছে সমান।'

اَنْتَ الْمُصَفُّى مِنْ بَنِى بَرْمَكٍ + يَاجَعْفَرَ الْخَيْرَاتِ يَا جَعْفَرُ
لاَيَبْلُغُ الْوَاصِفُ فِى وَصْفِهِ + مَافِيْكَ مِنْ فَضْلٍ وَلاَ يَعْسِرُ ـ

'তুমি বারমাক গোষ্ঠীর সুনির্বাচিত পরিচ্ছন্ন হে কল্যাণ (ও দান-দক্ষিণার) সাগর। হে জা'ফর! কোন গুণ কীর্তনকারী তার গুণ বর্ণনায় তোমার মাহাত্ম্য-শ্রেষ্ঠত্বের মাত্র পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। তার দশমাংশও বর্ণনা করতে পারে না।'

مَنْ وَفَّرَ الْمَالَ لاَغْرَاخِهِ + فَجَعْفَرُ اَغْرَاضَهُ اَوْفَرُ
دِيْبَاجَةُ الْمُلْكِ عَلٰى وَجْهِهِ + وَفِى يَدَيْهِ الْعَارِضُ الْمُمْطِرُ
سَحَّتْ عَلَيْنَا مِنْهُمَا دِيْمَةٌ + يَنْهَلُّ مِنْهَا الذَّاهَبُ الْاَحْمَرُ -

'যে কেউ তাঁর উদ্দেশ্যে সামনে রেখে সম্পদ সঞ্চয় করে (তা করুক)। কিন্তু জা'ফরের উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণাংগ সমুন্নত। রাজার মুখ সৌন্দর্য তাঁর মুখাবয়বে। আর তাঁর দু'হাতে রয়েছে বর্ষণশীল মেঘমালা। সে দু'হাতে আযাদের উপর বর্ষণ করে মুষলধারে বৃষ্টি। যা হতে ঢল প্রবাহিত হয় লাল স্বর্ণের।'

لَوْمَسَحَتْ كَفَّاه جُلْحُوْدَة + نَضَّرَ فِيْهَا الْوَرَقُ الاَخْفَرُ -

'তাঁর হস্তদ্বয় কোন নিরেট পাথরকে ছুঁয়ে দিলে ও তাতে সবুজ পত্র-পল্লব লক্‌লক্ করতে শুরু করে।'

لاَيَسْتَتِمُّ الْمَجدَ اِلاَّ فَتًى + يَصْبِرُ للبذل كَمَا يَصْبِرُ -

'কেউ আভিজাত্যের চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হতে পারে না। কিন্তু সে তরুণ যে তার সহনশীলতার ন্যায় 'অপব্যয়' সহনশীল হয়।'

يَهْتَزتَاجُ الْمَلِكِ مِنْ فَدْقَهُ + فَخَرًا وَيُزْهِى تَحْتَهُ الْمِنْبَرُ
اَشْبَهَهُ الْبَدْرُ اِذَا مَابَدَا + اَوْ غُرَّةٌ فِى وَجْهِهِ يَزْهَرُ
وَاللّٰهِ لاَ اَدْرِىْ اَبَدَرُ الدُّجٰى + فِىْ وَجْهِهِ اَمْ وَجْهُهُ اَنْوَارُ -

'রাজমুকুট তাঁর মাথায় গর্বে আন্দোলিত হয় ; আর মিম্বর তাঁর আসন হয়ে গর্ব অনুভব করে। পূর্ণিমার চাঁদ উদয়কালে তাঁর সংগে সাদৃশ্য সৃষ্টি করে। কিংবা উজ্জ্বল আভা তাঁর মুখমণ্ডলে জ্বলজ্বল করে। আল্লাহ্‌র কসম ! আমি বুঝতে পারি না- আঁধার রাতের চাঁদ রয়েছে তাঁর মুখমণ্ডলে নাকি তাঁর চেহারা আরো উজ্জ্বলতর।'

يَسْتَمْطِرُ الزُّوَّارُ مِنْكَ النَّدٰى + وَاَنْتَ بِالزُّوَارِ تَسْتَبْسِرُ -

"আগন্তুক সাক্ষাতপ্রার্থীরা তোমার কাছে কামনা করে দান-দক্ষিণার বর্ষণ। আর তোমার চেহারা আনন্দে উদ্ভাসিত হয় সাক্ষাতপ্রাথীদের আগমনে।"

কবিতার নিচে সে তার কাম্য বিষয়টি উল্লেখ করল। জা'ফর তখনই বাহনোরাহী হয়ে পিতার কাছে চলে গেলেন এবং তাঁকে নিয়ে খলীফার দরবারে পৌছলেন। ইয়াহ্‌য়া বাঁদীটিকে খরিদ করার জন্য খলীফাকে পরামর্শ দিলে খলীফা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি তাকে খরিদ করব না। কেননা, কবিগণ তার সম্পর্কে ব্যাঙ্গ কবিতা লিখেছেন এবং তার (স্বভাব আচরণের) বিষয়টি সুবিদিত। এমন কি (সভা কবি) আবূ নাওয়াস তো তার সম্পর্কেই বলেছেন ঃ

لاَ يَشْرَرِيْهَا اِلاَّ ابْنُ زَانِيَةٍ + اَوْ قلطبانُ يَكُوْنُ مَا كَانَ -

বেশ্যার সন্তান কিংবা চরম ইতর খবীশ ব্যতীত কেউ তাকে খরিদ করবে না।

ছুমামা ইব্‌ন আশরাস বর্ণনা করেন। আমি এক রাতের জা'ফর ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালিদের সংগে অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন ও কাঁদতে লাগলেন। আমি বললাম, আপনার কী হল ? তিনি বললেন আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক বৃদ্ধ ব্যক্তি এসে এ দরজার চৌকাঠ দু'টি ধরে বলতে লাগল-

كَاَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْيَجُوْنِ اِلاَّ الصَّفَا + اَنِيْسٌ وَلَمْ يَسْمُرُ بِمَكَّةِ شَامِرُ ۔

'মনে হয় যেন, হাজূন হতে সাদা (পাহাড়) পর্যন্ত কোন সুহৃদ ছিল না এবং যেন মক্কায় কোন গল্পকথক রাতের আসর জমায়নি।'

ছুমামা বলেন, আমি জবাবে তাকে বললাম-

بَلٰى نَحْنُ كُنَّا اَهْلَهَا فَاَبَادُنَا + صُرُوْفُ اللياليِ وَالْجُدُوْدُ الْفَوَائِرُ ۔

'না, না (কেন নয় ?) আমরাই ছিলাম তার বাসিন্দা। পরে কালের চক্র ও অস্থির অপ্রসন্ন ভাগ্য আমাদের বিনাশ করে দিয়েছে।' ছুমামা বলেন, পরবর্তী রাতে খলীফা হারূন তাঁকে হত্যা করে তাঁর মাথাটি পুলের উপরে লটকিয়ে রাখলেন। খলীফা সেখান হতে বের হয়ে গভীর দৃষ্টিতে তাকে দেখলেন এবং আবৃত্তি করলেন-

تَقَاضَاكَ دَهْرُكَ مَا اَسْلَفَا + وَكَدَّرُ عَيْشَكَ بَعْدَ الصَّفَا

فَلاَ تَعْجَبَنَّ فَاِنَ الزَّمَانَ + رَهِيْنٌ بِتَفْرِيْقِ مَا اَلَّفَا ۔

'যুগ ও কাল চক্র তোমাকে যা আগাম সরবরাহ করেছিল তার তাগাদা ছিল এবং পরিচ্ছন্নতার পরে তোমার জীবনকে তিক্ত করে দিল।' বিস্মিত হয়ো না, কেননা, সময় তার জুড়ে দেয়া সুহৃদদের বিচ্ছিন্নকরণে দায়বদ্ধ।

ছুমামা বলেন, আমি জা'ফরের দিকে তাকিয়ে বললাম, ওহো ! আজ তুমি (রোষানলের) প্রতীক হয়েছে। তুমি তো ছিলে দান-বদান্যতার চূড়ান্ত প্রতীক।

ছুমামা বলেন, খলীফা আক্রমণোদ্দত ক্রুদ্ধ উটের ন্যায় আমার দিকে চোখ পাকিয়ে আবৃত্তি করতে লাগলেন-

مَايُعْجِبُ الْعَالِمَ مِنْ جَعْفَرٍ + مَا عَايَنَوْهُ فَبِنَا كَانَا ۔

مَنْ جَعْفَرٌ اَوْ مَنْ اَبُوْهُ وَمَنْ + كَانَتْ بَنُوْ بَرْمَكٍ لَوْلاَنَا ۔

'জা'ফরকে নিয়ে মানুষের এত বিস্ময়-মাতামাতি কেন ? তারা যা কিছু (তার যোগ্যতা-বদান্যতা) প্রত্যক্ষ করেছে তা তো আমাদের (আব্বাসী খলীফাদের) কারণেই ছিল জা'ফর কে ? তার পিতাই বা কে এবং বনূ বারমাক গোত্রই বা কি ?- যদি না আমরা (তোদের সুযোগ দিয়ে) থাকতাম !'

একথা বলে খলীফা তাঁর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

জা'ফরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল একশত সাতাশি হিজরী সনের সফর মাসের সূচনায় শনিবার রাতে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল সাইত্রিশ বছর এবং এর মধ্যে সতের বছর তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

(জা'ফর পরিবারের করুণ পরিণতি এমন হয়েছিল যে,) এক ঈদুল আযহার দিনে জা'ফরের মা আব্বাসা শীত নিবারণের জন্য মানুষের কাছে একটি দুম্বার চামড়ার সাহায্য প্রার্থনা করছিল। লোকেরা তাকে তাদের পূর্বেকার প্রাচুর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, এমনি এক দিনে আমার অবস্থা এমন ছিল যে, আমার শিয়রে চারশ বাঁদী আমার সেবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকত। আর আমি বলতাম, আমার ছেলে জা'ফর মাতৃভক্ত পুত্র নয়।

খতীব বাগদাদী তাঁর সনদে বর্ণনা করেছেন, হারূনুর রশীদ কর্তৃক জা'ফরকে হত্যা করা এবং বারমাকীদের উপর নেমে আসা ভাগ্য বিপর্যয়ের সংবাদ সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র)-এর কাছে পৌছলে তিনি কিবলামুখী হয়ে বললেন, ইয়া আল্লাহ্ ! জা'ফর আমার দুনিয়ার ঝামেলা মুক্তির জন্য যথেষ্ট হয়েছিলেন। আপনি তার আখিরাতের ঝামেলা মুক্তির জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

একটি আশ্চর্য ঘটনা

আল-মুনতাজাম কিতাবে ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেছেন, খলীফা মামূনের কাছে এ মর্মে সংবাদ পৌছল যে, জনৈক ব্যক্তি বারমাকীদের কবরস্থানে গিয়ে কান্নাকাটি করে ও তাদের জন্য বিলাপ-মাতম করে। খলীফা তাকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠালেন। সে জীবনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে খলীফার দরবারে প্রবেশ করল। খলীফা তাকে বললেন, দুর্ভাগা ! তুমি এসব করছ কেন ? লোকটি বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন ! তারা আমাকে বিশাল অনুগ্রহ করেছিল এবং অনেক দান-দক্ষিণা দিয়েছিল। খলীফা বললেন, তারা তোমাকে কী দান করেছিল ? সে বলল, আমার নাম আল-মুনযির ইবনুল মুগীরা। আমার নিবাস দামেশকে। এক সময় আমি দামেশ্‌কে বিশাল সম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী ছিলাম। পরে আমার সে প্রাচুর্য নিঃশেষ হয়ে গেল এবং আমার অবস্থা এমন হল যে, আমি আমার বসত বাড়িটি বেচে ফেলতে বাধ্য হলাম এবং আমি কপর্দকশূন্য হয়ে গেলাম। তখন আমার বন্ধুদের কেউ কেউ আমাকে বাগদাদে বারমাকীদের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দিল।

আমি বাড়িতে গেলাম এবং আমার পরিবার-পরিজনকে সংগে নিয়ে বাগদাদে পৌছলাম। তখন আমার সংগে ছিল বিশের অধিক নারী। আমি তাদের একটি অনাবাদ মসজিদে রেখে সালাত আদায়ের জন্য একটি আবাদ মসজিদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমি একটি মসজিদে পৌছলাম যেখানে এমন একদল লোক ছিল যাদের চেয়ে সুন্দর চেহারার মানুষ আমি দেখিনি। আমি তাদের সংগে বসলাম এবং আমার পরিজনের ক্ষুধা মেটাবার জন্য সামান্য খাদ্য প্রার্থনা করার কথাটি মনে মনে আওড়াতে লাগলাম। কিন্তু লজ্জা আমাকে তা মুখ হতে উচ্চারণে বাধা দিল।

আমার এ অবস্থায় একজন খাদিম এসে লোকদের আহ্বান জানালে তারা সকলে উঠে পড়ল। আমি তাদের সংগে চললাম। তারা এক বিরাট ভবনে প্রবেশ করল। দেখলাম উযীর ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালিদ সেখানে উপবিষ্ট রয়েছেন। লোকেরা তাঁর চারপাশে আসন নিল। তখন তার এক

ভাতিজার সংগে তাঁর কন্যা আইশা-র আক্‌দ সম্পন্ন করা হল। মজলিসে মিশকের টুকরা ও আম্বরের পাত্র ছিটানো হল। এরপর খাদিমরা মেহমানদের প্রত্যেকের কাছে রূপার তৈরি এক একটি উপহার পাত্র নিয়ে গেল। যাতে ছিল এক হাজার করে স্বর্ণমুদ্রা ও সেই সংগে মিশক চূর্ণ। লোকেরা তা নিয়ে উঠে চলে গেল। আমি একাকী বসে রইলাম। আমাকে দেয়া উপহার পাত্রটি আমার সামনেই ছিল। সেটি অতি মূল্যবান হওয়ার কারণে সেটি নিয়ে যেতে আমি অন্তরে শংকা বোধ করছিলাম।

উপস্থিত কেউ আমাকে বলল, তুমি এটি নিয়ে চলে যাচ্ছ না কেন ? তখন আমি হাত বাড়িয়ে পাত্রটি তুলে নিলাম এবং স্বর্ণমুদ্রাগুলো আমার পকেটে রাখলাম ও পাত্রটি বগলদাবা করে উঠে পড়লাম। আমার ভয় হচ্ছিল যে, সেটি হয়তো আমার কাছ হতে নিয়ে নেয়া হবে। আমি এদিক-সেদিক তাকাতে লাগলাম। উযীর আমার অজ্ঞাতে আমাকে দেখে চলছিলেন। আমি দরজার পর্দার কাছে পৌঁছলে লোকেরা তাঁর আদেশে আমাকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। তখন আমি মালের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলাম।

উযীর আমাকে বললেন, তুমি ভয় পাচ্ছ কেন ? তখন আমি আমার সব কথা তাকে বর্ণনা করলে তিনি কেঁদে ফেললেন ও তাঁর সন্তানদের বললেন, একে নিয়ে গিয়ে তোমাদের সংগে মিলিয়ে লও। তখন একজন খাদিম এসে আমার কাছ হতে স্বর্ণমুদ্রা ও পাত্রটি নিয়ে গেল। আমি তাঁর সন্তানদের কাছে একের পর এক দশ দিন অবস্থান করলাম। আমার মন পড়েছিল আমার পরিজনের কাছে। কিন্তু আমি তাদের কাছে ফিরে যেতে পারছিলাম না। দশদিন অতিক্রান্ত হলে খাদিম এসে আমাকে বলল, তুমি তোমার পরিবারের কাছে যাবে না ? আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম ! অবশ্যই যাব । তখন খাদিম আমার সামনে হাঁটতে লাগল, কিন্তু পাত্র ও স্বর্ণমুদ্রা আমাকে ফিরিয়ে দিল না। আমি (মনে মনে) বললাম, হায় ! এ ঘটনা যদি আমার কাছ হতে পাত্র ও স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে নেয়ার আগে ঘটত ! হায় আমার পরিবার-পরিজন যদি তা দেখতে পেত !

খাদিম আমার সামনে চলতে চলতে এমন একটি বাড়িতে পৌঁছল যার চেয়ে সুন্দর বাড়ি আমি দেখিনি। বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে আমি দেখলাম যে, আমার পরিবারের লোকেরা সেখানে স্বর্ণ (অলংকার) ও রেশমী বস্ত্রে লুটোপুটি খাচ্ছে। তারা বাড়িতে এক লাখ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) ও দশ হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পাঠিয়ে দিয়েছে। সেই সংগে সমুদয় আসবাবপত্রসহ বাড়ির মালিকানার দলীল ও দুইটি বিরাট গ্রামের লাখেরাজ বরাদ্দপত্রও পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

এরপর হতে আমি বারমাকীদের সংগে প্রাচুর্যময় জীবন যাপন করছিলাম। তারা দুর্ভাগ্যের শিকার হলে আমর ইব্‌ন মাসআদা আমার নামে প্রদত্ত গ্রাম দুইটির বরাদ্দ বাতিল করে আমার উপর তার খারাজ (রাজস্ব) ধার্য করে দিল। এরপর হতে যখনই আমি অনটনের শিকার হই তখন তাদের (পরিত্যক্ত) বাড়ি-ঘর ও কবরের কাছে পৌঁছে তাদের স্মরণে কান্নাকাটি করি।

এসব শুনে খলীফা মামূন গ্রাম দু'টি ফিরিয়ে দেয়ার ফরমান জারী করলেন। এতে বৃদ্ধ লোকটি ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলে মামূন বললেন, কী ব্যাপার ? আমি কী তোমার সংগে নতুন করে সদাচরণ করলাম না ? সে বলল, তা অবশ্যই। তবে তা-ও তো বারমাকীদের বরকতে। মামূন বললেন, আচ্ছা সাহচর্য অব্যাহত রাখ। কেননা অংগীকার প্রতিপালন রবকতময় এবং উত্তম সাহচর্য ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ঈমানের অংগ।

হযরত ফুযায়ল ইব্ন ইয়ায (র)

এ সনে যাদের ইনতিকাল হয় উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফুযায়ল ইব্ন ইয়ায আবূ আলী আত্-তামীমী। তিনি শীর্ষ স্থানীয় অধিক আবিদজুলের অন্যতম, প্রখ্যাত আলিম ও ওলীগণের অন্যতম। খুরাসানের দীন্দর অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন এবং বয়স্ক অবস্থায় কূফায় আগমন করেন। তিনি আ'মাশ, মানসূর ইবনুল মু'তামির, আতা ইবনুস সাইব, হুসায়ন ইব্ন আবদুর রহমান প্রমুখের কাছে থেকে হাদীস আহরণ করেন। পরে মক্কায় চলে যান এবং সেখানে ইবাদতে নিমগ্ন থাকেন। তিনি ছিলেন শ্রুতিমধুর তিলাওয়াতের অধিকারী এবং অধিক পরিমাণে সালাত-সিয়াম পালনকারী। তিনি ছিলেন হাদীসের আস্থাভাজন (ছিকা) ইমামরূপে মহান নেতৃত্বের আসনে বরিত। (আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন ও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)।

খলীফা হারূনুর রশীদ ও তাঁর মধ্যে একটি দীর্ঘ ঘটনা রয়েছে যা আমরা তাঁর ঘরে খলীফার আগমনের অবস্থা প্রসংগে বিশদরূপে বর্ণনা করেছি। খলীফাকে ফুযায়ল ইব্ন ইয়ায যা বলেছিলেন এবং হারূনুর রশীদ তাঁকে সম্পদ গ্রহণের অনুরোধ করলে তা গ্রহণে তাঁর অস্বীকৃতি ইত্যাদি বিষয় সেখানে আমরা উল্লেখ করে এসেছি।

এ বছরের মুহাররাম মাসে তিনি মক্কায় ইনতিকাল করেন।

বিভিন্ন বর্ণনায় আছে। এক সময় ফুযায়ল বিপথগামী দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল এবং রাহাজানি করে বেড়াত। সে এক তরুণীকে প্রেম নিবেদন করত। এক রাতে সে প্রেমিকার কাছে যাওয়ার জন্য একটি দেয়াল টপকাবার সময় সে কোন কুরআন তিলাওয়াতকারীকে এ আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনতে পেল-

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ -------

"যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য কি আল্লাহ্র স্মরণে তাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার সময় এসে পৌছেনি . . . . . ? (সূরা হাদীদ ঃ ১৬)।"

তিলাওয়াতের আওয়ায কর্ণকুহরে আঘাত করলে সে আচমকা বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ এবং সে তওবা করে তার পেশা ও অপকর্ম সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করল এবং একটি অনাবাদ স্থানে চলে গিয়ে সেখানে রাত অতিবাহিত করল। সেখানে সে একটি কাফেলার লোকদের বলতে শুনল, সাবধান! সামনেই ফুযায়ল ডাকাতের আস্তানা! ফুযায়ল বের হয়ে পথিকদের নিরাপত্তা দিল এবং নিজের তওবায় অবিচল রইল। এরপর হতে তিনি ইবাদাত ও দরবেশীর শীর্ষ স্তরে উপনীত হতে লাগলেন এবং এক সময় এমন বরেণ্য বুযুর্গে পরিণত হলেন যে মানুষ তাঁর মাধ্যমে হিদায়াত পেতে লাগল এবং তাঁর বাণী ও কর্মের অনুসরণ করতে লাগল।

ফুযায়ল (র)-এর অমূল্য বাণী

১. সমগ্র দুনিয়া যদি এমন হালাল হত যে, তার জন্য আমাকে কোন হিসাব দিতে হবে না তবুও আমি তা থেকে এমনভাবে আত্মরক্ষা করে চলতাম যেরূপ তোমরা মৃত দেহের পাশ দিয়ে পথ চলার সময় তা তোমাদের কাপড়ে লেগে যাওয়ার ভয়ে সতর্কতা অবলম্বন কর।

২. মানুষের জন্য আমল করা শিরক। মানুষের উদ্দেশ্যে আমল বর্জন করা রিয়া। আল্লাহ্ তোমাকে এ দুই অবস্থা হতে রক্ষা করলে তাই হল ইখলাস।

৩. খলীফা হারূনুর রশীদ একদিন তাঁকে বললেন, আপনি কত বড় ত্যাগী সাধক ! ফুযায়ল (র) বললেন, খলীফা আমার চেয়ে বড় ত্যাগী সাধক ! কেননা, আমার ত্যাগ নগণ্য দুনিয়ার ব্যাপারে যা মশার পাখা হতেও নগণ্যতর। আর আপনার ত্যাগ অমূল্য আখিরাতের ব্যাপারে। সুতরাং আমার ত্যাগ হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু বিষয়ের ব্যাপারে। আর আপনার ত্যাগ স্থায়ী বিষয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় একটি মুক্তার মায়া ত্যাগকারী উটের একটি লাদের মায়াত্যাগকারীর চেয়ে অধিক ত্যাগী পুরুষ। (আবূ হাযিম সম্পর্কেও বর্ণিত আছে যে, তিনি খলীফা সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিককে অনুরূপ কথা বলেছিলেন)।

৪. ফুযায়ল (র) বলেছেন, আমাকে কবুল হওয়ার নিশ্চয়তাযুক্ত একটি দু'আর সুযোগ দেওয়া হলে সেটি আমি ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান)-এর জন্য প্রয়োগ করতাম। কেননা, তাকে দিয়ে সমগ্র দেশবাসীর কল্যাণ সাধিত হয়। রাষ্ট্র প্রধান (প্রশাসক) ভাল হয়ে গেলে দেশ ও দেশবাসী আল্লাহ্র বান্দারা নিরাপত্তা লাভ করে।

৫. আমি কখনও আল্লাহ্র না-ফরমানী করলে তার প্রতিক্রিয়া আমার গাধা, আমার খাদিম, আমার স্ত্রী ও আমার ঘরের ইঁদুরের আচরণে প্রত্যক্ষ করি।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً (আল্লাহ্ জীবন মৃত্যু সৃষ্টি করেছে. . . . . . তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমলকারী তা যাচাই করার জন্য . . . . (সূরা মুলক ঃ ২)।" সম্পর্কে তিনি বলেছেন, অর্থাৎ কে অধিক ইখলাস সম্পন্ন এবং কে অধিক সুষ্ঠু কর্ম সম্পাদনকারী . . . . . . আমল অবশ্যই ঐকান্তিকরূপে আল্লাহ্র জন্য হতে হবে এবং নবী (সা)-এর অনুসরণে যথার্থ হতে হবে।

এ বছরে যাঁদের ইনতিকাল হয় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের তালিকায় আরও রয়েছেন বিশ্র ইবনুল মুফায্যাল, আবদুস সালাম ইব্ন হারব, আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মদ আদ্-দারওয়ারদী, আবদুল আযীয আল-আম্মী, আলী ইব্ন ঈসা যিনি আস্সাইফায় কাসিম ইবনুর রশীদের সংগে রোম অঞ্চলের আমীর (গভর্নর) ছিলেন, মু'তামিসর ইব্ন সুলায়মান। যাহিদ আবূ শুআয়ব আল-বাররানী (আল বারবাঈ)। আবূ শুআয়ব বার্রায় (বাররানে) অবস্থানকারী প্রথম ব্যক্তি। তিনি সেখানে একটি ঝুপড়ীঘরে ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। এক আমীর কন্যা তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে তার পারিবারিক জীবনে বিদ্যমান দুনিয়ার সুখ প্রাচুর্য ও জাঁকজমক পরিত্যাগ করে এবং আবূ শুআয়রের সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাঁর সে ঝুপড়ি ঘরে ইবাদতে নিমগ্ন হয়। স্বামী-স্ত্রী দু'জন সেখানে ইনতিকাল করেন। এ মহিলার নাম জাওহারা বলা হয়েছে।

১৮৮ হিজরীর আগমন

এ বছর ইবরাহীম ইব্ন ইসরাঈল সাইফা অভিযান পরিচালনা করেন এবং সাফসাফের গিরিপথে রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেন। রোম (বায়যান্টাইন) সম্রাট আন-নাকফোর তাঁর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলে যুদ্ধে সে তিনটি আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে পরাজয়বরণ করে। যুদ্ধে তার

সহযোদ্ধাদের চল্লিশ হাজারের অধিক সৈনিক নিহত হয়। বিজয়ী দল চার হাজার অধিক পশু গনীমতরূপে লাভ করে।

এ বছরে কাসিম ইবনুর রশীদ মারজ-দাবিক অবরোধ করেন। এ বছরে খলীফা হারূনুর রশীদ হজ্জে গমন করেন। এটি ছিল তাঁর শেষ হজ্জ। তাঁর হজ্জ সম্পাদন করে বাগদাদে ফেরার পথে কূফা অতিক্রম করলে আবূ বকর খলীফাকে দেখে বলেছিলেন, হারূনুর রশীদ এরপর আর হজ্জ করবেন না এবং তাঁর পরে (বাগদাদের) কোন খলীফাই হজ্জ করবে না। বাহ্‌লুল মাজনূনের সংগে হারূনুর রশীদের সাক্ষাত হলে বাহ্‌লুল খলীফাকে অনেক উত্তম উপদেশ দিলেন। এ প্রসংগে হাজিব ফাযল ইবনুর রাবী-এর সনদে আমাদের বর্ণনা-ফাযল বলেন, আমি হারূন রশীদের সংগে হজ্জে গেলাম। (ফেরার পথে) আমরা যখন কূফা অতিক্রম করছিলাম তখন দেখলাম বাহ্‌লুল পাগলা 'প্রলাপ' বকছে। আমি বললাম, চুপ ! আমীরুল মু'মিনীন আসছেন। সে তখন নিরব হয়ে গেল। খলীফার হাওদা তার বরাবরে এসে পড়লে সে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন ! (শুনুন !) আয়মান ইব্‌ন নাইল কুদামা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আমিরী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কুদামা বলেন, আমি নবী (সা)-কে (হজ্জের সময়ে) মিনায় উঠের পিঠে আরোহী দেখেছি। তাঁর বাহনের গদী (হাওদা) ছিল জীর্ণ (সাধারণ মানের)। সেখানে কোন প্রকার হাঁকডাক হৈ হুল্লোড় এবং সরে যাও, সরে যাও' ধ্বনি ছিল না। ইব্‌ন রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন ! সে তো বাহ্‌লুল (পাগল) ! তিনি বললেন, আমি তাকে চিনেছি। (বাহ্‌লুলকে বললেন) বলে যাও হে বাহ্‌লুল ! তখন বাহ্‌লুল বললেন ঃ

هَبْ اَنْ قَدْ مَلَكْتَ الاَرْضُ طُرًا + وَدَانَ لَكَ الْعِبَادُ فَكَانَ مَاذَا
اَلَيْسَ غَدًا مَصِيْرُكَ جَوْفُ قَبْرٍ + وَيَحْثُوْ عَلَيْكَ التُّرَابُ هٰذَا ثُمَّ هٰذَا ـ

"মনে কর সমগ্র পৃথিবীর তুমি মালিক হয়েছে এবং সব মানুষ তোমার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। তাতে হল কী ! আগামীকাল তোমার গন্তব্য কী কবরের গহ্বর নয় ! যেখানে মানুষ একের পর এক তোমার উপর মাটি দিতে থাকবে।"

খলীফা বললেন, বাহ্‌লুল ! অতি উত্তম বলেছ। আরও কিছু ? বাহ্‌লুল বললেন, হ্যাঁ, হে আমীরুল মু'মিনীন ! 'আল্লাহ্ যাকে সম্পদ ও সৌন্দর্য দিয়েছেন সে তার সৌন্দর্যের পবিত্রতা রক্ষা করলে এবং সম্পদ দিয়ে দুঃখীজনের প্রতি সহমর্মিতা করলে তান নাম আল্লাহ্‌র দফতরে পুণ্যবানদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে'। বর্ণনাকারী বলেন, এতে খলীফা মনে করলেন, বাহ্‌লুল তাঁর কাছে কিছু পেতে চান। তাই খলীফা বললেন, আমি তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করার আদেশ দিচ্ছি। বাহ্‌লুল বললেন, এমন করবেন না, হে আমীরুল মু'মিনীন ! কেননা, ঋণ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা যায় না। বরং হকদারদের হক ফিরিয়ে দিন এবং আপনার নিজের ঋণ নিজে পরিশোধ করুন ! খলীফা বললেন, আমি তোমার জন্য ভাতা জারী করার আদেশ দিচ্ছি, যা দিয়ে তুমি তোমার খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে পারবে। বাহ্‌লুল বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! তার প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহ্ সুবহানাহু আপনাকে দিবেন আর আমাকে ভুলে থাকবেন এমন হবেই না। দেখুন ! আমার এত দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে এলাম যখন আপনি ভাতা জারী করেননি। আপনি চলে যান ! আপনার ভাতা জারীতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। খলীফা

বললেন, এ এক হাজার দীনার নিয়ে যাও। বাহলুল বললেন, এগুলো এর যথাযথ মালিকদের ফিরিয়ে দিন। সেটাই হবে আপনার জন্য উত্তম। আমি ওগুলো দিয়ে কী করব ? যাও, এখান থেকে চলে যাও, তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। বর্ণনাকারী বলেন, খলীফা তখন চলে গেলেন। দুনিয়া তার কাছে নিকৃষ্ট অনুভূত হল।

আবূ ইসহাক আল-ফাযারী

এ বছরে যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম ছিলেন ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবনুল হারিছ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন খারিজা, যিনি আবূ ইসহাক নামে খ্যাত। প্রখ্যাত মাগাযীবিদ ও গ্রন্থকার। মাগাযী ও অন্যান্য বিষয়ে সিরিয়ার ইমাম। তিনি ছাওরী ও আওযাঈ প্রমুখ হতে হাদীস আহরণ করেছেন। তিনি একশ আটাশি হিজরী সনে (মতান্তরে এর পূর্বে) ইনতিকাল করেন।

ইবরাহীম আল-মাওসিলী

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে এ বছরে যাঁদের ইনতিকাল হয় তাদের অন্যতম ব্যক্তি খলীফার সভাসদ- সাহিত্য সংস্কৃতি আসরের সদস্য ইবরাহীম ইব্‌ন মাহান ইব্‌ন রহমান। তার উপনামও আবূ ইসহাক। খলীফা হারূনুর রশীদের অন্যতম সভা কবি। শ্রেষ্ঠ গায়ক এবং হারূনুর রশীদ ও অন্যান্য খলীফাগণের আসরের বন্ধু। তার পূর্ব পুরুষ ছিল পারস্য দেশীয়। কূফায় জন্মগ্রহণকারী ইবরাহীম সেখানকার যুবা-তরুণদের সংগ লাভ করে তাদের কাছে গানের তা'লীম গ্রহণ করেন। পরে তিনি মাওসিলে (মসূল) চলে যান এবং পুনরায় কূফায় ফিরে আসেন। এ কারণে তাঁকে মাওসিলী বলা হত। পরে তিনি খলীফাদের দরবারী হয়ে যান। প্রথমে তিনি খলীফা মাহদীর দরবারে স্থান লাভ করেন এবং হারূনুর রশীদের বিশেষ সুনজর লাভ করেন। তিনি ছিলেন হারূনুর রশীদের রাতের আসরের মোসাহেব, সভাসদ ও অন্যতম গায়ক। ইবরাহীম মাওসিলী অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। কথিত আছে যে, তার পরিত্যক্ত সম্পদের পরিমাণ ছিল দুই কোটি চল্লিশ লাখ দিরহাম। তিনি ছিলেন কৌতুক রসিক ও অভিনব কথকতার অধিকারী। একশ পনের হিজরীতে তিনি কূফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বনূ তামীম গোত্রের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হওয়ার কারণে তাদের নিকট হতে বিদ্যা আহরণ করেন ও তামীমী নামে অভিহিত হন। গীতিমালায় তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ পারদর্শী। যুলযুল (زلزل) উপাধিধারী আল-মানসূরের বোন ছিল তার স্ত্রী। (যুলযুল অর্থ দক্ষ তবলাবাদক।) গায়ক ইবরাহীমের সুর মুর্ছনা ও তবলা বাদক মানসূরের বাদ্যতাল আসরকে আন্দোলিত করত।

প্রামাণ্য বর্ণনামতে এ বছরেই ইবরাহীম মাওসিলীর মৃত্যু হয়। প্রয়াতদের তালিকাগ্রন্থ আল-ওয়াফায়াতের গ্রন্থকার ইব্‌ন খাল্লিকান বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম (কবি-গায়ক) আবুল আতাহিয়া ও আবূ আমর আশ-শায়বানী দুইশ তের হিজরীতে একই দিনে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। তবে প্রথম বর্ণনাটি প্রামাণ্য।

মৃত্যু সন্নিকটকালে তার আবৃত্ত কবিতায় আছে-

مَلَّ وَاللهِ طَبِيْبِيْ مِنْ مُقَاسَاةِ الَّذِيْ دِبِيْ

سَوْفَ الْى عَنْ قَرِيْبٍ لِعَدُوٍ وَحَبِيْبٍ-

"আল্লাহ্র কসম ! আমার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপত্র প্রদানে আমার চিকিৎসক ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে। অচিরেই মৃত্যুর 'শোক সংবাদ' শোনা যাবে। যা ঘোষিত হবে বন্ধু ও শত্রুর উদ্দেশ্যে।"

এ বছরে আরও ইনতিকাল করেন জাবীর ইব্ন আবদুল হামীদ, রুশ্দ ইব্ন সা'দ, আবদা ইব্ন সুলায়মান উকবা ইব্ন খালিদ আবিদ উমর ইব্ন আইউব। যিনি ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর মাশাইখদের অন্যতম এবং একটি বর্ণনা মতে ঈসা ইব্ন ইউনুসও এ বছরেই ইনতিকাল করেন।

১৮৯ হিজরীর আগমন

এ সনের প্রারম্ভকালে হারূনুর রশীদ হজ্জ থেকে ফিরে এসে রায় অভিমুখে সফর করেন এবং প্রশাসনে রদবদলের জন্য নিয়োগ ও বরখাস্ত করেন। এ ধারায় আলী ইব্ন ঈসাকে খুরাসানের প্রশাসক পদে পুনঃনিয়োগ প্রদান করেন। এসব অঞ্চলের শাসকগণ 'ফসল' হরেক রকমের জন্য ও সম্পদের হাদিয়া-তোহফা নিয়ে তাঁর নিকট সমবেত হয়। পরে খলীফা বাগদাদ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে কামরুল লুসুস-এ ঈদুল আযহা সমাগত হলে সেখানেই কুরবানীর অনুষ্ঠান উদযাপন করেন এবং যিলহজ্জের তিন দিন অবশিষ্ট থাকাকালে বাগদাদে প্রবেশ করেন। পুল অতিক্রম করার সময় তিনি জা'ফর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বারকামীর মৃতদেহ নামিয়ে ফেলার আদেশ দেন। সেটি নামিয়ে পোড়ানো হয় ও পরে দাফন করা হয়। লাশটি নিহত হওয়ার সময় হতে এদিন পর্যন্ত শূলীবিদ্ধ অবস্থায় ছিল।

তারপর হারূনুর রশীদ আর রাক্কায় (আর-রশীদ নগরী) বসবাস করার উদ্দেশ্যে বাগদাদ ত্যাগ করেন। রাক্কায় অবস্থানে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার সন্ত্রাসীদের দমন করা। অন্যথায় বাগদাদ ও তার মনোরম আবহাওয়া -পরিবেশের জন্য তাঁর মনে দুঃখবোধ ছিল। বিষয়টি আব্বাস ইবনুল আহনাফের কবিতায় ফুটে উঠেছে। খলীফার সংগে বাগদাদ ত্যাগ প্রসংগে আব্বাসের কবিতায় আছে-

مَا اَنْخَنَاحنى ارْتَحَلْنَا فَمَانَ يُفْرِقُ بَيْنَ الْمُيَاخِ وَالاِرْكَالِ
سَأَلُوْنَا عَنْ حَالِنَ اِذْ قَدِمْنَا فَقَرَنَّا وَدَاعَهم بِالسُّوْالِ-

'আমরা (হজ্জ থেকে ফিরে এসে) উট বসাতে না বসাতেই (অবিলম্বে) পুনরায়য় চলতে শুরু করলাম। এমন যে, আমাদের উট বসানো ও প্রস্থানের মধ্যে ব্যবধান রেখা ছিল না।'

আমরা আগমন করলে লোকেরা আমাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করল। আমরা বিদায়কে তাদের জিজ্ঞাসার (জবাবের) সংগে সংযুক্ত করে দিলাম।

এ বছরই হারূনুর রশীদ রোমানদের হাতে বন্দী মুসলমানদের বন্দী বিনিময় করে মুক্ত করে আনলেন। এমনকি লোকেরা বলতে লাগল যে, সেখানে একজন মুসলিম বন্দীও অবশিষ্ট রাখলেন না। এ প্রসংগে কোন কবি বলেছেন-

وَفُكَّتْ بِكَ الاَسْرٰى الَّتِى شُيِّدَتْ لَهَا مَحَالِسُ مَافِيْهَا حَمِيْمٍ بَزُوْرِهَا
عَلَى حَيْنِ اَعْيَا الْمُسْلِمِيْنَ فِكَاكُهَا وَقَالُوْا سُجُوْنُ الْمُشْرِكِيْنَ قُبُوْرُهَا -

‘তোমাকে দিয়ে মুক্তি লাভ করল সে বন্দী দল যাদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল কঠিন কারাগার। যেখানে কোন বন্ধুর সাক্ষাত লাভ করা যেত না। এমন এক কঠিন সময়ে যখন তাদের মুক্ত করার বিষয়টি মুসলমানদের অপারগ করে দিয়েছিল এবং লোকেরা বলাবলি করছিল, মুশরিকদের কারাগারগুলোই হবে বন্দীদের কবর।’

এ বছর রোমানদের অবরোধ করার উদ্দেশ্যে আল কাসিম ইবনুর রশীদ মারজ দাবিক সীমান্তে সেনা সমাবেশ করেন। এ বছর আব্বাস ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর পরিচালনায় মুসলমানরা হজ্জ সম্পাদান করে।

এ বছরে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ইনতিকাল হয় তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা

এঁদের মধ্যে রয়েছেন বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ আবুল হাসান আলী ইব্‌ন হামযা. ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ফীরোয মাওলা (মিত্রতা) সূত্রে আসাদী এবং কিসাঈ নামে সমধিক পরিচিত। এ পরিচিতির কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি মাত্র এক চাদরে (কিসা’ অর্থ চাদর) ইহরাম বাঁধার কারণে এবং মতান্তরে তাঁর শায়খ হামযা আয্-যায়্যাতের দরবারে এক কাপড়ে অবস্থানের কারণে তিনি এ নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে অভিধান (লুগাত ও ভাষা)-বিদ। ব্যাকরণবিদ ও প্রখ্যাত কিরাআত বিশেষজ্ঞ সাত ইমামের অন্যতম। তাঁর মূল নিবাস ছিল কূফায়। পরে তিনি বাগদাদের নিবাসী হন। তিনি হারূনুর রশীদ ও তাঁর পুত্র আল-আমীনের গৃহ শিক্ষক ছিলেন।

তিনি ইলমুল কিরাআত শিক্ষা করেছিলেন হামযা ইব্‌ন হাবীব আয্-যায়্যাতের নিকটে। প্রথম দিকে তিনি উস্তাদের কিরাআত অনুসরণে পাঠদান করতেন। পরে তিনি নিজস্ব কিরাআত পদ্ধতি গ্রহণ করে তদনুসারে পাঠদান করেন। আবূ বক্‌র ইব্‌ন আইয়াশ, সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না প্রমুখ হতে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তাঁর নিকট হতে রিওয়ায়াত করেছেন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যিয়াদ আল-ফাররা, আবূ উবায়দ প্রমুখ।

ইমাম শাফিঈ বলেছেন, ‘কেউ নাহ্ আহরণ করতে চাইলে তাকে কিসাঈর ঋণ গ্রহণ করতে হবে।’ কিসাঈ নাহ্ শাস্ত্র নাহুবিদ ইমাম খলীলের নিকট শিক্ষা করেছেন। একদিন তিনি উসতাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এ ইলম কার কাছে শিখেছেন? খলীল বললেন, হিজাজের বেদুঈনদের কাছে। তখন কিসাঈ হিজাজের পল্লী অঞ্চলে চলে গেলেন এবং মূল আরবী বেদুঈনদের নিকট হতে অনেক কিছু লিপিবদ্ধ করলেন। পরে তিনি উসতাদ খলীলের কাছে ফিরে এলে দেখতে পেলেন যে তিনি ইনতিকাল করেছেন তাঁর স্থানে ইউনুস শীর্ষ আসন দখল করে নিয়েছেন। এতে তাদের দু’জনের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক একাধিক তর্কবিবাদ অনুষ্ঠিত হল এবং অবশেষে ইউনুস তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাকে তাঁর আসনে অধিষ্ঠিত করলেন।

কিসাঈ বলেছেন, একদিন আমি হারূনুর রশীদকে নিয়ে সালাত আদায় করছিলাম। তখন আমার কিরাআত আমাকে মোহিত করল এবং আমি এমন একটি ভুল করলাম যে ভুল শিশুরাও করে না। আমি لَعَلَّهُمْ تَرْجِعُوْنَ পড়তে গিয়ে لَعَلَّهُمْ يَرْجِعِيْنَ পড়ে ফেললাম। হারূনুর রশীদ

তাতে লুকমা দিতে দুঃসাহসী হলেন না। আমি সালাত ফেরাবার পর তিনি বললেন, এটি আবার কোন লুগাত (কোন গোত্রের ভাষা) ? আমি বললাম চৌকস ঘোড় সওয়ারও কখনও পিছলে পড়ে। হারূন বলল, তা হলে তো কিছু বলার নেই।

কেউ কেউ বলেছেন, আমি একবার কিসাঈর সংগে সাক্ষাত করলাম। তাঁকে চিন্তিত দেখতে পেয়ে আমি বললাম, আপনার কী হয়েছে ? তিনি বললেন, উযীর ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ আমাকে সংবাদ পাঠিয়েছেন। তিনি আমার কাছে কোন কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। আমার ভুল করে ফেলার ভয় হচ্ছে। আমি বললাম, আপনার যা ইচ্ছা জবাব দিবেন। আপনি তো কিসাঈ। তিনি বললেন, আল্লাহ্ যেন সেটিকে – অর্থাৎ তার জিহ্বাকে কেটে দেন। যদি আমি এমন কিছু বলি যা আমি জানি না। একদিন কিসাঈ এক কাঠ মিস্ত্রীকে বললেন, এ দরজা দু'টির দাম কত ? بِكَمْ) (هٰذَانِ الْبَابَانْ মিস্ত্রী তখনই বলল بسالجبان يا مصفعان হে চড় খেকো (অধিক ভুল করার কারণে যে সাধারণত অধিক পরিমাণে চড়-থাপ্পর খেয়ে থাকে। দুই সালিজ-এর বদলে। (অর্থাৎ কিসাঈ তাঁর প্রশ্নে ব্যাকারণগত ভুল করার কারণে মিস্ত্রী ও ইচ্ছা করে ব্যাকরণে ভুল করে উত্তর দিল এবং কিসাঈ চড়-থাপ্পড় খেতে অভ্যস্ত হওয়ার ইংগিত করে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করল)।

প্রসিদ্ধ মতে কিসাঈ এ বছর (১৭৯ হি.) ইনতিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল সত্তুর বছর। এ সময় তিনি রায় অঞ্চলে হারূনুর রশীদের সংগে ছিলেন। রায় অঞ্চলে একই দিনে কিসাঈ ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র)-এর মৃত্যু হয়। এ সম্পর্কে হারূনুর রশীদ বলতেন, ফিকাহ্ ও আরবী ভাষাকে আমি রায় -এ দাফন করেছি। ইব্ন খাল্লিকান বলেছেন, কারো কারো মতে কিসাঈ দুইশ বিরাশি হিজরীতে তূস শহরে ইনতিকাল করেন। কিসাঈর মৃত্যুর পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখল, তাঁর চেহারা ছিল পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায়। সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার মালিক আপনার সংগে কি আচরণ করেছেন ? কিসাঈ বললেন কুরআনের ওসীলায় আমাকে মাগফিরাত দান করেছেন। আমি বললাম, হামযা-র অবস্থা কি ? কিসাঈ বললেন, তাঁর অবস্থান তো ইল্লিয়্যীনে (সুউচ্চ মাকামে) আমরা তাকে দূরে অবস্থানকারী তারকার (গ্রহের) ন্যায় দেখতে পাই।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইব্ন যুফার (র)

এ বছরে যাঁদের ইনতিকাল হয় তাঁদের মধ্য উল্লেখযোগ্যদের তালিকায় অন্যতম– ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বিশিষ্ট ছাত্র আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (ইমাম মুহাম্মদ) আশ-শায়বানী– মাওলা সূত্রে শায়বান গোত্রের। তাঁর মূল নিবাস ছিল দামেশকের কোন জনপদে। তাঁর পিতা ইরাকে আগমন করেন এবং একশ বত্রিশ হিজরীতে ওয়াসিতে ইমাম মুহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কূফায় লালিত হন। আবূ হানীফা, মিসআর,সাওরী, উমর ইব্ন যার্র ও মালিক ইব্ন মিসওয়াল (র) প্রমুখের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস, আওযাঈ ও আবূ ইউসুফ (র) প্রমুখ হতে হাদীস ও ফিকাহ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বাগদাদে বসবাস করেন এবং সেখানে হাদীসের দরস দান করেন। ইমাম শাফিঈ (র) বাগদাদ আগমন করলে একশ চৌরাশি হিজরীতে ইমাম মুহাম্মদের নিকট হতে ইল্ম লিপিবদ্ধ করেন।

হারূনুর রশীদ তাঁকে রাক্কা-র কাযী নিয়োগ করেন ও পরে অব্যাহতি প্রদান করেন। ইমাম মুহাম্মদ তাঁর পরিবারের লোকদের বলতেন, তোমরা দুনিয়ার কোন প্রয়োজনের বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমার মনকে তাতে নিমগ্ন করবে না। বরং তোমরা আমার সম্পদ হতে তোমাদের চাহিদা অনুসারে নিয়ে নিবে (এবং প্রয়োজন সমাধা করবে)। কেননা, তা আমার দুশ্চিন্তা লাঘব করবে এবং আমার মনকে একাগ্র রাখবে।

ঈমাম শাফিঈ (র) বলেছেন, তাঁর মত বিশাল পরিধির আলিম, তাঁর চেয়ে অধিক বাগ্মী ও সাবলীল জীবন ও সরল প্রাণের অধিকারী আর কাউকে আমি দেখিনি। আমি যখন তাকে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনতাম তখন মনে হত যেন, তাঁর ভাষায়ই কুরআন নাযিল হচ্ছে। তিনি আরও বলেছেন, আমি তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানবান কাউকে দেখিনি। তাঁর প্রভাব ও বুদ্ধিমত্তা দর্শকের চোখ ও অন্তর পূর্ণ করে রাখত। ইমাম তাহাবী (র) বলেছেন, ইমাম শাফিঈ (র) ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের কাছে তার কিতাবুস সিয়ার গ্রন্থটি দেয়ার জন্য আবদার করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ তা ধারে প্রদানে সম্মত না হলে শাফিঈ (র) তাঁকে লিখে পাঠালেন-

قُلْ لِلَّذِىْ لَمْ تَرَ عَيْنَاىَ مِثْلَهُ + حَتّٰى كَأَنَّ مَنْ رَآهُ قَدْ رَأٰى مَنْ قَبْلَهُ
اَلْعِلْمُ يَنْهٰى اَهْلَهُ اَنْ يَمْنَعُوْهُ اَهْلَهُ + لَعَلَّهُ بِبَذْلِهِ لاَهْلِهِ لَعَلَّهُ -

"বল সে মহান ব্যক্তিকে যার তুলনা আমার দু'চোখ দেখেনি ; এমনকি তিনি এমন যে, যে তাঁকে দেখল সে যেন তাঁর পূর্বসূরী (বরণীয়)-দের দেখল। ইলমের বিষয় (কিতাব) তার যোগ্য ব্যক্তিকে দেয়া হতে বিরত থাকতে ইল্ম-ই তার অধিকারীকে নিষেধ করে। কেননা, তা তো তার যোগ্যতাসম্পন্নকে দেয়ার জন্যই হয় তো" . . . .

বর্ণনাকারী বলেন, এ কাব্যপত্র পাওয়া মাত্র ইমাম মুহাম্মদ (র) তাঁর কিতাবটি হাদিয়ারূপেই (ধাররূপে নয়) শাফিঈ (র)-এর জন্য পাঠিয়ে দিলেন। ইবরাহীম আল-হারবী বলেছেন, কেউ ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-কে বলল, এ সব সূক্ষ্ম মাসআলা আপনি কিরূপে হাসিল করেছেন? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র)-এর কিতাব হতে।

আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম মুহাম্মদ ও কিসাঈ একই দিনে ইনতিকাল করলে খলীফা হারূনুর রশীদ বলেছিলেন, আজ ভাষা ও ফিকাহ্কে একত্রে সমাহিত করলাম। মৃত্যুকালে ইমাম মুহাম্মদের বয়স হয়েছিল আটান্ন বছর।

১৯০ হিজরীর আগমন

এ বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে একটি ছিল সমরকান্দ অঞ্চলের শাসনকর্তা (গভর্নর) রাফি' ইব্ন লায়ছ ইব্ন নাসর ইব্ন সায়্যার কেন্দ্রীয় খিলাফতের আনুগত্য পরিত্যাগ করে বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা দাবী করেন। এতে তার রাজধানী ও সন্নিহিত অঞ্চলের তার অনুগামী হয় এবং বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করে। খুরাসানের নায়েব আলী ইব্ন ঈসা তাকে দমন করার জন্য অভিযান পরিচালনা করলে রাফি' তাকে পরাজিত করে। এতে বিষয়টি আরও সংগীন আকার ধারণ করে।

এ বছর রজব মাসের বিশ তারিখে খলীফা নিজেই রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হন। এ সময় তিনি মাথায় বিশেষ ধরনের টুপী (কালানমুওয়া) পরিধান করেছিলেন। এ প্রসংগে আবুল মুআল্লা আল কিকাবীর কবিতা-

فَمَنْ يَطْلُبُ لِقَاءِكَ اَوْيُرِدْهُ + فَبِا الْحَرَمَيْنِ اَوْ اَقْصَى الثُّغُوْرِ
فَقِى اَرْضِ الْعَدُوِّ عَلٰى طِهْرٍ + وَفِى الشَّرِفَةِ خَدَقَ لُوْرِ
وَمَا حَازَ الثُّغُوْرَ سِوَاكَ خَلْقٌ + مِنَ الْمُتَخَلِّفِيْنَ عَلَى الْاُمُوْرِ -

"কেউ তোমার দর্শন লাভের প্রার্থী হলে তা সে লাভ করতে পারে দুই হারাম (মক্কা-মদীনায়) অথবা দূর সীমান্তে। কেননা, শত্রুর দেশে তোমার অবস্থান তাজী ঘোড়ার পিঠে এবং সুখ-বিনোদনের দেশে (হজ্জের সফরে) তোমার অবস্থান উটের পিঠের হাওদায়। ব্যস্ততার অজুহাতে পশ্চাতে অবস্থানকারী লোকেরা তোমার সংগ ব্যতীত সীমান্ত দখল ও সংরক্ষণ করেনি।"

হারূনুর রশীদ সীমান্তে পৌঁছে তিওয়ালা দুর্গে সেনা ঘাঁটি স্থাপন করলেন। এ সংবাদ পেয়ে খৃস্টান রাজা আন-নাকফো আনুগত্যের পত্র পাঠাল এবং খারাজ ও জিয্য়া পাঠিয়ে দিল। এমনকি সমগ্র দেশবাসীর সংগে তার সন্তান ও নিজের জিযয়াও পাঠিয়ে দিল। যার পরিমাণ ছিল বার্ষিক পনের হাজার দীনার। আন-নাকফো খলীফার কাছে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী এক তরুণীকে ফিরিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানাল। এ বন্দিনী ছিল রোম সম্রাটের রাজকন্যা এবং সে তার পুত্রের বাগদত্তা ছিল। হারূনুর রশীদ বহু হাদিয়া তোহফা ও উপহার সামগ্রীসহ এবং আন-নাকফো কাঙ্ক্ষিত মূল্যবান সুগন্ধিসহ বন্দিনীকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন এবং বার্ষিক তিন লাখ দীনার কর পাঠিয়ে দেয়ার ও হিরাক্লা পুনরায় আবাদ না করার শর্ত আরোপ করলেন।

পরে হারূনুর রশীদ যুদ্ধাভিযানের জন্য উকবা ইব্ন জা'ফরকে তাঁর নায়েব নিয়োগ করে রাজধানীতে ফিরে এলেন।

এ বছর সাইপ্রাস (কুবরুস) দ্বীপের বাসিন্দারা চুক্তি ভংগ করলে মা'যূদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তাদের দমনে যুদ্ধ করলেন এবং বিদ্রোহীদের হত্যা করলেন এবং বহু লোককে বন্দী করলেন। আবদুল কায়স গোত্রের এক ব্যক্তি বিদ্রোহ উসকানী দিলে তাকে হত্যা করার জন্য হারূনুর রশীদ লোক পাঠিয়ে দিলেন। এ বছর ঈসা ইব্ন মূসা আল-হাদী আমীরুল হজ্জরূপে মুসলিম জনতাকে নিয়ে হজ্জ পালন করেন।

এ বছর যাঁদের মৃত্যু হয় সে সব বিশিষ্ট ও খ্যাতিমান শীর্ষস্থানীয়দের তালিকা ঃ এ তালিকার মধ্যে রয়েছেন- আবুল মুনযির আসাদ ইব্ন আম্র ইব্ন আমির আল-বাজালী। কূফা নিবাসী ও আবূ হানীফা (র)-এর ছাত্র। তিনি বাগদাদ ও ওয়াসিতে বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। পরে দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হলে নিজেই কাযীর পদ হতে অব্যাহতি গ্রহণ করেন।

আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেছেন, আবুল মুনযির সত্যভাষী ছিলেন। ইব্ন মঈন তাঁকে আস্থাভাজন (ছিকা) বলেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও বুখারী তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তাঁকে 'পাগল' আখ্যায়িত করা হয়েছে। ষাট বছর যাবত সিয়াম পালনের কারণে তাঁর মস্তিষ্ক (শুকিয়ে) লঘু হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে লোকেরা মাজনূন বলতে লাগল। একদিন আবুল মুনযির যুন্নুন মিসরীর হালক্বার কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর বয়ান শুনছিলেন। তখন হঠাৎ চিৎকার করে উঠে তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করলেন-

وَلاَ خَيْرَ فِى شَكْوٰى اِلاَ غَيْرُ مُشْتَكِيْ + وَلاَ بُدَّ مِنْ شَكْوٰى اِذَا لَمْ يَكُنْ صَبْرًا -

‘যে অভিযোগের সমাধান দিতে পারে না তার কাছে অভিযোগ উত্থাপনে কোন লাভ নেই ; আর সবর করার হিম্মত না থাকলে অভিযোগ না করেও কোন উপায় নেই’।

আসমাঈ বলেছেন, একদিন চলার পথে আমি দেখলাম, আবুল মুনযির এক মাতাল বৃদ্ধের মাথার কাছে বসে বসে তার শরীর হতে মশা-মাছি তাড়াচ্ছেন। আমি বললাম, এ বুড়োর মাথার কাছে বসে কী করছেন ? তিনি বললেন, লোকটি উন্মাদ। আমি বললাম, আপনি উন্মাদ না সে উন্মাদ ? আবুল মুনযির বললেন, আমি নই, সে-ই উন্মাদ। কেননা, আমি তো যুহর ও আসর জামাআতের সংগে আদায় করে এসেছি। সে জামাআতেও সালাত আদায় করেনি, একাকীও নয়। তাছাড়া সে মদ খেয়েছে। আমি তা খাইনি। আমি বললাম এ প্রসংগে আপনার কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটাননি ? তিনি হ্যাঁ বলে, কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন-

تَرَكْتُ النَّبِيْذَ لاَهْلِ النَّبِيْذِ + وَاَصْبَحْتُ اَشْرَابُ مَاءُ قُرَاحًا
لاَنَّ النَّبِيْذَ يُذِلُّ الْعَزِيْزَ + وَيَكْسُوْ السوادَ لَوُجوهَ الصَّبَاحَا
فَاِنْ كَانَ ذَا جَائِزًا لِلشَّبَابِ + فَمَا الْعَذْرُ مِنْهُ اِذَا الشَّيْبُ لاَحَا -

‘আমি ‘নাবীয’ (খেজুর ভেজানো রস) পরিত্যাগ করেছি মাদকসেবীদের জন্য এবং খাঁটি পানি পানে অভ্যস্ত হয়েছি’। কেননা, নাবীয তো ‘আযীয’ (সম্মানিত ব্যক্তি)-কে নীচ বানিয়ে দেয় এবং সুন্দর মুখগুলোকে করে কালিমালিপ্ত। যৌবনে তা বৈধ হওয়ার অবকাশ মেনে নিলেও- বার্ধ্যক্য(-এর শুভ্রতা) উদিত হওয়ার পরেও তার জন্য কী অজুহাত থাকতে পারে ?’

আসমাঈ বলেন, আমি বললাম, তুমি ঠিকই বলেছ, তুমি জ্ঞানবান। সে-ই পাগল। এই সালে মৃত্যুবরণকারী উল্লেখযোগ্যদের অন্যতম উবায়দা ইব্‌ন হুমায়দ ইব্‌ন সুহায়ব হতে আবূ আবদুর রহমান তামীমী কূফী, (হারূনপুত্র) আল-আমীনের গৃহশিক্ষক। তিনি আ‘মাশ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)। তিনি তাঁর সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করতেন।

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন বারমাক

এ বছরে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্টদের অন্যতম ছিলেন উযীর জা‘ফর বারমাকীর পিতা উযীর আবূ আলী ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদ। খলীফা মাহদী তাঁর পুত্র হারূনুর রশীদকে এ ইয়াহ্‌ইয়া-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং ইয়াহ্‌ইয়া তাকে পুত্রের ন্যায় লালন-পালন করেন। তাঁর স্ত্রী তাকে নিজপুত্র ফাযল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়ার সংগে স্তন্য দান করেন।

হারূনুর রশীদ খিলাফতের মসনদে আসীন হলে তাঁর এ পালক পিতাকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করেন। তিনি প্রকাশ্যে বলতেন, ‘আমার পিতা’ বলেছেন, ‘আমার পিতা ...... খিলাফাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তাঁর নিয়ন্ত্রণে সমর্পিত করলে এবং বারমাকীদের উপর দুর্যোগ নেমে আসার পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। তাদের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হলে জা‘ফরকে হত্যা

করা হয় এবং তার পিতা ইয়াহ্ইয়াকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কারাগারে থাকা অবস্থায় এ বছরই তাঁর মৃত্যু হয়।

ইয়াহ্ইয়া ছিলেন অভিজাত মানসের অধিকারী ও বাগ্মী, সুষ্ঠু বুদ্ধি ও নিপুণ মতামতের অধিকারী প্রাজ্ঞ। তাঁর সিদ্ধান্ত ও কর্ম ছিল কল্যাণবহ। একদিন তিনি পুত্রদের বললেন, সব বিষয় সম্পর্কেই কিছু না কিছু জ্ঞান আহরণ করবে। কেননা, কেউ কোন বিষয়ে অজ্ঞ হলে তার বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়। তিনি আরও বলতেন ঃ

اَكْتَبُوْ اَحْسَنَ مَا تَسْمَعُوْنَ - وَاحْفَظُوْا اَحْسَنَ مَا تَكْتُبُوْنَ وَتَحَدَّلُوْا بِاَحْسَنِ مَا تَحْفَظُوْنَ -

"যা কিছু শুনবে তার উত্তমগুলো লিখে রাখবে, যা লিখবে তার উত্তমগুলো মুখস্থ্ করবে এবং যা মুখস্থ্ করবে তার উত্তমগুলো (শুধু) ব্যক্ত করবে।"

তিনি পুত্রদের আরও বলতেন, যখন দুনিয়া (পার্থিব সম্পদ) এগিয়ে আসে তখনও ব্যয় করবে। কেননা তা স্থায়ী হবে না এবং যখন দুনিয়া পিছিয়ে যাবে তখনও ব্যয় করবে কেননা, সে অবস্থাও স্থায়ী হবে না।

কেউ চলার পথে তাঁর আরোহী থাকা অবস্থায় ও সাহায্য প্রার্থনা করলে তখনও তাঁর সর্বনিম্ন দানের পরিমাণ হত দুইশ দিরহাম। এ বিষয়ে জনৈক ব্যক্তি একদিন বলল-

يَاسَمِيَّ الْحَصُوْرِ يَحْيٰى + اُتِيْحَتْ لَكَ مِنْ فَضْلِ رَبِّنَا جَنَّتَانِ
كُلُّ مَنْ مَرَّنِىْ اَلطَّرِيْقِ عَلَيْكُمْ + فَلَهُ مِنْ نَوَالِكُمْ مِائَتَانِ
مِائَتَا دِرْهَمٍ لِمِثْلِىْ قَلِيْلٌ + هِىَ لِلْفَارِسِ الْعَجَلاَنِ -

"হে 'হাসূর' (নারী আকর্ষণমুক্ত পূত পবিত্র নবী) ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর 'মিতা'! আপনার জন্য আমাদের পালনকর্তার দু'টি জান্নাত তৈরি করে রাখা হয়েছে। (কেননা,) যে কেউ পথ চলতে আপনাদের পাশ দিয়ে যায় তার জন্য আপনাদের দান বরাদ্দ রয়েছে দুইশ। (কিন্তু) আমার মত লোকের জন্য দুইশ দিরহাম স্বল্প ; তা তো ব্যস্ত অশ্বারোহী পথচারীর জন্য।'

এ কবিতা শুনে ইয়াহ্ইয়া বললেন, তুমি সত্য বলেছ। একথা বলে তাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। বাড়িতে পৌঁছে তার খবরাখবর জিজ্ঞাসা করলে সে বলল যে, সে ইদানিং বিয়ে করেছে এবং সে তার স্ত্রীকে তুলে আনতে চায়। তখন ইয়াহ্ইয়া তাকে তার মহরানা বাবদ চার হাজার, তার বাড়ি বাবদ চার হাজার আসবাবপত্র বাবদ চার হাজার। বউ তুলে আনার খরচ বাবদ চার হাজার এবং আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান খরচ বাবদ চার হজার দিরহাম দিয়ে দিলেন।

আর একদিন এক ব্যক্তি এসে তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি বললেন, পোঁড়া কপাল কোথাকার ! এমন সময় তুমি আমার কাছে এসেছ যে, আমার কাছে বিশেষ কোন সম্পদ নেই। তবে (এক কাজ কর) আমার এক বন্ধু আমাকে আমার পসন্দনীয় কিছু হাদিয়া দেয়ার জন্য অনুমতি চেয়ে পাঠিয়েছে। আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি তোমার একটি বাঁদী বিক্রি করতে

চাও। সে বাঁদীর মূল্য তোমাকে তিন হাজার দীনার প্রস্তাব করা হয়েছে। আমি বন্ধুর কাছে হাদিয়া রূপে সে বাঁদীটী চাইবো। তুমি কিন্তু সেটি তার কাছে ত্রিশ হাজার দীনারের কমে বেচবে না।

তখন সে লোকেরা এসে আমার সংগে বাঁদীর দরদাম করে তা বিশ হাজার দীনার পর্যন্ত পৌছল। এত বেশী মূল্য শুনে তা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে আমার মন দুর্বল হয়ে গেলে আমি তা বিক্রয়ে সম্মতি দিয়ে দিলাম। তাঁরা বাঁদী নিয়ে গেল এবং আমি বিশ হাজার দীনার বুঝে নিলাম। তাঁরা বাঁদীটি ইয়াহ্ইয়াকে হাদিয়া দিল। পরে আমি ইয়াহ্ইয়ার সংগে সাক্ষাত করলে তিনি বললেন, কত মূল্যে বিক্রি করেছিলে ? আমি বললাম, বিশ হাজার দীনার। ইয়াহ্ইয়া বললেন, তুমি ছোট মনের লোক ! যাও তোমার বাঁদী তোমার কাছে নিয়ে যাও। আর ইতোমধ্যে আমার আর ঘোড়সওয়ার / পারসিক (فارسی) বন্ধু অনুরোধ করেছে। আমি যেন তার কাছে হতে পসন্দনীয় কোন হাদিয়া চেয়ে নেই। আমি তার কাছে এ বাঁদীটিই চাইব। তুমি কিন্তু এটি পঞ্চাশ হাজার দীনারের কমে তার কাছে বিক্রি কর না। পরে সে লোকেরা আমার কাছে এল এবং বাঁদীর মূল্য ত্রিশ হাজার দীনার পর্যন্ত বাড়িয়ে দিল। আমি সেটি তাদের কাছে বেঁচে দিলাম। পরে আমি ইয়াহ্ইয়ার কাছে গেলে এবারও তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং বাঁদী আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। তখন আমি বললাম, আমি আপনাকে সাক্ষী করছি যে সে মুক্ত (আযাদ) এবং আমি তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলাম। আমি বললাম, যে বাঁদী আমাকে পঞ্চাশ হাজার দীনার পাইয়ে দিল আমি কোন দিন তার অবমূল্যায়ন করব না।

খতীব বর্ণনা করেছেন, হারূনুর রশীদ মানসূর ইব্ন যিয়াদের কাছে এক কোটি দিরহাম দাবী করলেন। তখন তার কাছে দশ লাখের অধিক ছিল না। ওদিকে খলীফা তাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এ অর্থ প্রদান না করলে তাকে হত্যা করা ও তার বাড়ি-ঘর মিসমার করে দেয়ার হুমকি দিলেন। সুতরাং মানসূর অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদের কাছে গিয়ে তাঁকে তার সংকটের বিষয়টি অবহিত করলে তিনি নিজে তাকে পঞ্চাশ লাখ দিলেন এবং পুত্র ফযলের নিকট হতে বিশ লাখ এনে দিলেন। পুত্রকে তিনি বললেন, বাবা ! আমি শুনেছি যে, তুমি এ অর্থ দিয়ে একটি জমি খরিদ করার ইচ্ছা করেছিলে। এটি (সাহায্য প্রদানে) এমন এক সম্পদ যা কৃতজ্ঞতার ফসল ফলাবে এবং যা যুগ যুগ ধরে বিদ্যমান থাকবে। তিনি তাঁর অপর পুত্র জা'ফরের নিকট হতে দশ লাখ এনে দিলেন এবং তাঁর বাঁদী দানানীরের নিকট হতে একটি হার নিয়ে নিলেন যেটি একলাখ বিশ হাজার দীনারে (তখনকার বারলাখ দিরহামের সমমূল্য) খরিদ করা হয়েছিল এবং তাতে কারুকাজকারী (المترسم। ট্যাক্স আদায়কারী/ প্রার্থী)-কে বলেছিলেন, এটি বিশ লাখ হিসাবে ধরলাম।

এসব অর্থ সম্পদ হারূনুর রশীদ সমীপে উপস্থিত করা হলে তিনি হারটি ফিরিয়ে দিলেন। কেননা, তিনিই এটি ইয়াহ্ইয়ার বাঁদীকে হিবা করে দিলেন। সুতরাং একবার হিবা প্রদত্ত বস্তু ফিরিয়ে নেয়া পসন্দ করলেন না।

কারাগারে আবদ্ধ থাকার সময় তাঁর কোন সন্তান তাকে বলল, আব্বা, ক্ষমতার প্রতিপত্তি ও অঢেল প্রাচুর্যের পরে আমরা আজ এ অবস্থায় পৌছেছি। ইয়াহ্ইয়া বললেন, বাবা ! মজলুমের বদ দু'আ আমরা রাতের আঁধারে চলছিলাম এবং সে বদ দু'আর ব্যাপারে উদাসীন ছিলাম। আল্লাহ্ তাতে 'উদাসীন' থাকেননি। এরপর তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করলেন-

رُبَّ قَوْمٍ قَدْ غَدَاوَا فِى نِعْمَةٍ + زَمَنًا وَالدَّهْرُ رَيَّانُ غَدَقُ
مَكَتَ الدَّهْرُ زَمَانًا عَنْهُمْ + ثُمَّ اَبْكَاهُمْ دَمًا حِيْنَ نَطَقَ -

“বহু সম্প্রদায় দীর্ঘকাল প্রাচুর্যে কালাতিপাত করে। সময় তখন প্রবল বর্ষণে পরিতৃপ্ত (বিধায় কোন সংকট দেখা দেয় না)। সময় দীর্ঘদিন তাদের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে থাকে, পরে যখন সে মুখ খুলে তখন তাদের রক্ত কান্না কাঁদিয়ে দেয়।”

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ ই সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র)-এর জন্য মাসিক এক হাজার দিরহামের অনুদান বরাদ্দ করে রেখেছিলেন। এ কারণে সুফিয়ান সিজদায় পড়ে তার জন্য দু'আ করতেন ও বলতেন, ‘ইয়া আল্লাহ্ ! সে আমার দুনিয়ার ঝামেলা মিটিয়ে দিয়েছে এবং আমাকে ইবাদাতের জন্য অবসরযুক্ত করে দিয়েছে। সুতরাং আপনি তার আখিরাতের সমস্যা মিটিয়ে দিন। ইয়াহ্ইয়ার মৃত্যু হলে তার কোন বন্ধু তাকে স্বপ্নে দেখে বলল, তোমার পালনকর্তা তোমার সংগে কী আচরণ করেছেন ? ইয়াহ্ইয়া বললেন, সুফিয়ানের দু'আর বরকতে আমাকে মাফ করে দিয়েছেন।

ইয়াহ্ইয়া রাফিকা কারাগারে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় এ বছরের মুহাররম মাসের তিন তারিখে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সত্তর বছর। পুত্রে ফযল তাঁর জানাযার সালাতে ইমামতী করেন এবং ফোরাত তীরে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর পকেটে একটি চিরকুট পাওয়া গিয়েছিল যাতে তার নিজ হস্তাক্ষরে লেখা ছিল ঃ

قَدْ تَقَدَّ الْخَصْمُ وَالْمُدَّعَا عَلَيْهِ بِالاَثَرِ - وَالْحَاكِمِ الْحَكَمَ الْعَوْلُ الَّذِىْ - لاَيَجُوْرُ وَلاَ يَتَاجُ اِلَى بَيِّنَةٍ -

‘প্রতিপক্ষ (বাদী) আগে চলে গিয়েছে। বিবাদী পিছনে পিছনে চলছে। বিচারপতি হবেন সে ন্যায় বিচারক যিনি যুলুম করেন না এবং যার সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। চিরকুটটি হারূনুর রশীদের কাছে পৌঁছানো হল। তিনি সেটি পাঠ করলেন এবং সেদিন দিনভর কাঁদলেন। পরে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁর মুখাবয়বে মর্মবেদনা প্রস্ফুটিত ছিল।

ইয়াহ্ইয়ার স্তুতিতে জনৈক কবি বলেছেন ঃ

سَأَلْتُ النَّدَا هَلْ اَنْتَ حَرٌّ + فَقَالَ لاَ وَلٰكِنِّي عَبْدٌ لِيَحْيَى بْنِ خَالِدٍ
فَقُلْتُ شِرَاءً قَالَ لاَ بَلْ وِرَاثَةٌ + تَوَارَتَ رِقِّىْ وَالِدً بَعْدَ وَالِدٍ -

“আমি দান-বদান্যতাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তুমি কি স্বাধীন ? সে বলল, না, আমি তো ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিফের গোলাম। আমি বললাম, ক্রয়সূত্রে ? সে বলল, না বরং সে মীরাছ সূত্রে। প্রজন্ম পরম্পরায় পুরুষানুক্রমে আমার গোলাম সত্তার মীরাছ লাভ করেছে।”

১৯১ হিজরীর আগমন

এ বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ ঃ ছারাওয়ান ইব্ন সায়ফ নামের এক ব্যক্তি ইরাকের শ্যামল সমভূমি অঞ্চলে বিদ্রোহ করে এবং নগর হতে নগরে ঘুরে ঘুরে বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেয়।

তাকে দমন করার জন্য হারূনুর রশীদ তাওক ইব্‌ন মালিককে অভিযানে প্রেরণ করেন। তাওক তাকে পরাস্ত করে। ছারাওয়ান আহত হয় এবং তার অনুসারীরা ব্যাপকহারে নিহত হয়। তাওক খলীফার কাছে বিজয়বার্তা প্রেরণ করেন।

শামে আবুল নিদা বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করলে খলীফা তাকে দমন করার জন্য ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুআযকে প্রেরণ করেন এবং তাকে শামের নায়েব নিযুক্ত করেন। এবছর বাগদাদে প্রচণ্ড বরফপাত হয়।

এ বছর ইয়াযীদ ইব্‌ন মাখলাদ হুবায়রী দশ হাজার যোদ্ধাসহ রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। রোমানরা তাকে সংকীর্ণ পরিসরে কোণঠাসা করে তুরসূস হতে দুই মনযিল দূরবর্তী স্থানে পঞ্চাশজন সহযোদ্ধাসহ তাকে হত্যা করে। অবশিষ্টরা পরাজিত হয়। হারূনুর রশীদ সাইকা (গ্রীষ্মকালীন) অভিযানের দায়িত্ব প্রদান করণ হারছামা ইব্‌ন আয়্যানকে। তার সহযোদ্ধা তালিকাভুক্ত করা হয় ত্রিশ হাজার। এদের অন্যতম ছিলেন ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব প্রাপ্ত মানসূর আল-খাদিম।

হারূনুর রশীদ নিজেও কাছাকাছি অবস্থানের উদ্দেশ্যে হাদাছের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। তিনি সব গির্জা ও যাজকদের ঝুপড়ি নিবাস ধ্বংস করার আদেশ দেন এবং বাগদাদ ও অন্য সব নগরের যিম্মীদের পোশাক ও বেশভূষায় পার্থক্য রক্ষার আদেশ জারী করেন। এ বছরেই খলীফা আলী ইব্‌ন মূসাকে খুরাসানের শানসকর্তার পদ হতে বরখাস্ত করে তার স্থলে হারছামা ইব্‌ন আয়্যানকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এ বছরের শাওয়াল মাসে হারূনুর রশীদ হিরাকাল জয় করে তা ধ্বংস করে দেন এবং সেখানকার বাসিন্দাদের বন্দী করেন। রোমের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আয়ান যারাবা ও আল কানীসাতুস সাওয়া (কৃষ্ণ গীর্জা) অভিমুখে ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেন এবং সমগ্র অঞ্চলে বাহিনী ছড়িয়ে দেন। এ সময় হিরাকালায় প্রতিদিন এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার ভাতাভোগী লোকের (ভারাটে সৈনিকের) প্রবেশ ঘটেছিল।

খলীফা হুমায়দ ইব্‌ন মা'যূফকে শামের উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহ হতে মিসর পর্যন্ত এলাকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং কুবরুস (সাইপ্রাস) দ্বীপে প্রবেশ করে সেখানকার বাসিন্দাদের বন্দী করে তাদের রাশিয়ায় নিয়ে আসেন এবং সেখানে দাস-দাসীরূপে তাদের বিক্রয় করা হয়। এমনকি আজকের মূল্য দুই হাজার দীনারে উঠেছিল। তাদের বিক্রয় সম্পাদন করেন কাযী আবুল বুখতারী।

এ বছরে ফাযল ইব্‌ন সাহ্‌ল মামূনের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ বছর হজ্জের আমীর ছিলেন ফাযল ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আব্বাসী। তিনি ছিলেন মক্কার প্রশাসক। এ বছর হতে দুইশ পনের হিজরী সন পর্যন্ত লোকেরা গ্রীষ্মকালীন ভাতা পায়নি।

এ বছরে যাঁদের ইনতিকাল হয় তাদের শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে রয়েছেন – সালামা ইবনুল ফাযল আল-আবরাশ, আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম ফাকীহ। যিনি মালিক ইব্‌ন ইউনুস ইব্‌ন আবূ ইসহাক হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হারূনুর রশীদের কাছে আগমন করলে খলীফা তাঁকে বিপুল অর্থ প্রায় পঞ্চাশ হাজার প্রদানের আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে সম্মত হননি। (উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে আরও ছিলেন) ফাযল ইব্‌ন মূসা শায়বানী, মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা।

মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন আল মিসসীসী। আস্থাভাজন দুনিয়া ত্যাগী সাধকদের অন্যতম। যিনি বলতেন, বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে আমি এমন কোন কথা বলিনি যার জন্য আমার ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন হবে। এ বছরে মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মা'মার আর-রাক্কী।

১৯২ হিজরীর আগমন

এ বছরে হারছামা ইব্ন আ'য়্যান খুরাসানের শাসনকর্তারূপে সেখানে গমন করে পূর্ববর্তী শাসনকর্তা আলী ইব্ন ঈসাকে গ্রেফতার করেন এবং তার সব সম্পদ ও মূল্যবান সংগ্রহ বাজেয়াপ্ত করেন। পরে তাকে উটের পিঠে উল্টোমুখো বসিয়ে সমগ্র খুরাসান অঞ্চলে তার 'কুকীর্তি'র বিবরণ প্রচার করা হয়। হারছামা এসব বিষয়ে পত্র লিখে খলীফাকে অবহিত করলে খলীফা এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। পরে হারছামা আলীকে খলীফার দরবারে পাঠিয়ে দিলে তিনি তাকে তার বাগদাদের বাড়িতে অন্তরীণ করে রাখেন। এ বছর হারূনুর রশীদ ছাবিত ইব্ন নাস্‌র ইব্ন মালিককে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ছাবিত রোম অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করে মাতমূরা জয় করেন নেন। এ বছর ছাবিতের মাধ্যমে মুসলমান ও রোমানদের মধ্যে সন্ধি সম্পাদিত হয়।

এ বছর যুররাসিয়া (ভ্রান্ত ধর্মদ্রোহী) সম্প্রদায় জুব্বাল ও আযারবায়জান অঞ্চলে বিদ্রোহ করলে হারূনুর রশীদ তাদের দমন করার জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক ইবনুল হায়ছাম খুযাঈকে দশ হাজার অশ্বারোহী সেনাসহ প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ্ বিদ্রোহীদের বিপুল সংখ্যককে হত্যা ও বন্দী করেন এবং তাদের নারী ও সন্তানদের বন্দী করে সকল বন্দী বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। খলীফা তাদের পুরুষদের হত্যা করার এবং নারী ও সন্তানদের বাগদাদে বিক্রয়ের আদেশ প্রদান করেন। খুযায়মা ইব্ন খাযিমও ইতোপূর্বে এ ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

এ বছরের রবীউল আউয়ালে হারূনুর রশীদ রাক্কা হতে নৌপথে বাগদাদ আগমন করেন। রাক্কায় তিনি পুত্র কাসিম ইবনুর রশীদকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। তিনি খুযায়মা ইব্ন খাযিমকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মনের ইচ্ছা ছিল খুরাসানে রাফি' ইব্ন লায়ছের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা। কেননা, রাফি' বিদ্রোহ করে সমরকন্দ ও পার্শ্ববর্তী বিশাল অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। শা'বান মাসে হারূনুর রশীদ খুরাসান অভিমুখে রওনা করেন। বাগদাদে তিনি পুত্র মুহাম্মদ আল-আমীনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন। অপর পুত্র মামূন তার ভাই আমীনের বিশ্বাসঘাতকতার ভয়ে পিতার সংগে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করেন এবং মামূন খলীফার সফর সঙ্গী হন।

পথিমধ্যে হারূন তাঁর জনৈক আমীরের কাছে তাঁর তিন পুত্রের দুর্মতি ও অসদাচরণের অভিযোগ করেন। অথচ তিনি তাদের 'যুবরাজ' ঘোষণা করে রেখেছিলেন। তিনি আমীরকে তার দেহের একটি ব্যধির অবস্থা দেখিয়ে বলেন, আমীন, মামূন ও কাসিম– এ তিনজনের প্রত্যেকেই আমার কাছে গোয়েন্দা নিয়োগ করে রেখেছে। তারা আমার শ্বাস-প্রশ্বাস গণনা করছে এবং আমার সময় ফুরিয়ে যাওয়ার বাসনা পোষণ করছে। এ অবস্থা তাদের জন্য অকল্যাণকর। হায় যদি তারা বুঝত। ! তখন আমীর তাঁর জন্য দু'আ করলেন এবং খলীফা তাকে তার কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার আদেশ প্রদান করে তাকে বিদায় জানালেন। এটাই ছিল তাদের শেষ দেখা।

এ বছর হারূরীরো (খারিজী) বসরার প্রান্ত বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেয় এবং খলীফার আমিলকে হত্যা করে। হারূনুর রশীদ এ বছর হায়সাম ইয়ামানীকে হত্যা করেন। ঈসা ইব্ন জা'ফর হারূনুর রশীদের সংগে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলে পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়। এ বছর হজ্জের আমীর ছিলেন আব্বাস ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আবূ জা'ফর আল-মানসূর।

এ বছরে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিল আবুল কাসিম ইসমাঈল ইব্ন জামি' ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুত্তালিব ইব্ন আবূ ওয়াদাআ। সে ছিল বিখ্যাত গীতি শিল্পী। তার গীতি প্রতিভা ছিল প্রবাদতুল্য। প্রথম দিকে সে কুরআন হিফ্জ করতে শুরু করেছিল। পরে গীতি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কুরআন বর্জন করে।

আল মাগানী-র গ্রন্থকার আবুল ফারজ ইব্ন আলী ইবনুল হুসায়ন তার সম্পর্কে বিস্ময়কর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। আবুল কাসিম বলেছেন, আমি একদিন হাররানে একটি কুঠরীর উপর থেকে নিচে রাস্তার দৃশ্য দেখছিলাম। তখন সেখানে একটি কাল দাসী এল। তার সংগে ছিল পানি বহনের জন্য একটি মশক। সে মশকটি রেখে বসে পড়ল এবং উচ্ছ্বাসের সংগে গাইলে লাগল–

اِلَى اللّٰهِ اَشْكُوْ بُخْلَهَا وَسَمَا حَنِىْ + لَهَا عَسَلٌ مِّنِّى وَتَبْذُلُ عَلَقَمَا
فَرُدِّىْ مُصَابَ الْقَلْبِ اَنْتِ قَتَلْتِهِ + وَلاَ تَتْرُكَيْهِ هَائِمَ الْقَلْبِ مُغْرَمًا -

'আল্লাহ্র কাছেই অভিযোগ করি তার কৃপণতা ও আমার দান-বদান্যতার। আমি তাকে দিয়ে যাচ্ছি মধু, সে আমাকে 'দান' করছে তিক্ত মাকাল। প্রেমের আহতকে ফিরিয়ে দাও ...... তুমিই তাকে করেছ খুন ; তাকে করে রেখ না দিশাহারা চিত্ত, আসক্তিতে নিমজ্জমান।

আবুল কাসিম বলেন, আমার কান এমন কিছু শুনল যা আমাকে ধৈর্যহারা করে দিল। আমি তা দাসীর মুখে আর একবার শোনার প্রতীক্ষায় রইলাম। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করল। আমি দ্রুত উপর হতে নেমে তার পিছনে ছুটলাম এবং তাকে কলি দু'টি আবার শোনাতে বললাম। সে বলল, আমাকে প্রতিদিন আমার উপরে মালিকের বরাদ্দকৃত 'খারাজ' দুই দিরহাম উপার্জন করে দিতে হয়। তখন আমি তাকে দুই দিরহাম দিয়ে দিলে কলি দু'টি আবার শোনাল। আমি তা মুখস্ত করে নিলাম এবং সেদিন সারা দিন আমি তা আবৃত্তি করতে লাগলাম। কিন্তু সকাল হলে তা আমি ভুলে গেলাম। সে দিনও কাল দাসী এলে আমি তাকে তা পুনরায় শোনাতে বললাম। আজও সে দুই দিরহাম নিয়েই তা আমাকে শোনাল। পরে বলল, তোমার কাছে চার দিরহাম ভারী মনে হচ্ছে মনে হয়। কিন্তু, আমার তো মনে হয়, এ দিয়ে তুমি চার হাজার দীনার উপার্জন করবে।

আবুল কাসিম বলেন, পরে এক রাতে আমি কলি দু'টি হারূনুর রশীদকে গেয়ে শুনালাম। তিনি আমাকে এক হাজার দীনার দান করলেন এবং পরপর তিনবার তিনি আমাকে তা পুনরায় শোনাতে বললেন ও আমাকে তিন হাজার দীনার দিলেন। তখন আমার মুখে মৃদু হাসি দেখে খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি হাসলে কেন ? তখন আমি বাঁদীর ঘটনাটি শোনালাম। তিনি হাসি দিয়ে এক হাজারের দীনারের একটি থলে আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন এবং বললেন, কাল বাঁদীকে মিথ্যাবাদী বানাতে চাই না। তার অপর একটি ঘটনা এই– আবুল কাসিম বলেন, একদিন সকালে আমার কাছে মাত্র তিনটি দিরহাম ছিল। আমি দেখলাম, এক বাঁদী ঘাড়ে কলসী নিয়ে কূপের দিকে যাচ্ছে এবং ছুটতে ছুটতে বেদনা ভরা কণ্ঠে সুর করে গাইছে–

شَكَوْنَا اِلٰى اَحْبَابِنَا طُوْلَ لَيْلِنَا + فَقَالُوْا لَنَا مَا اَقْصَرَ اللَّيْلُ عِنْدَنَا
وَذَاكَ لاَنَّ النَّوْمَ يَغْشٰى عُيُوْنَهُمْ + سَرِيْعًا وَلاَ يَغْشٰى لَنَا النَّوْمُ اَعْيَنًا
اِذَا مَا دَنَا اللَّيْلُ الْمُضِرُّ بِذِى الْهَوٰى + جزعنا وهم يَسْتَبْشِرُوْنَ اِذَا دَنَا
فَلَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُلاَقُوْنَ مِثْلَمَا + نُلاَقِىْ لَكَانُوْا فِى الْمَضَاجِعِ مِثْلَنَا ۔

"বন্ধুদের কাছে আমাদের রাত সুদীর্ঘ হওয়ার দুঃখের কথা বললাম। তারা বলল, আমাদের রাত যে কত ছোট ! (দ্রুত ফুরিয়ে যায়।) এ অবস্থা এ কারণে যে, সুখ নিদ্রা দ্রুত তাদের চোখগুলোকে আচ্ছাদিত করে। কিন্তু সে নিদ্রা আমাদের চোখ আচ্ছাদিত করে না। জ্বালাতনকারী রাত যখন প্রেমিকের নিকটবর্তী হয় তখন তার অস্থিরতা বাড়তে থাকে। আর রাতের নিকট আগমনে ওরা হয় (সুখ নিদ্রার খেয়ালে) আনন্দিত। আমাদের যে দুরবস্থায় রাত কাটে তারাও যদি সে অবস্থার সম্মুখীন হত, তবে অবশ্যই শয্যায় তাদের অবস্থা আমাদের মতই হত।"

আবুল কাসিম বলেন, আমার দিরহাম তিনটি তাকে দিয়ে দিলাম এবং গানটি আর একবার শোনাতে বললাম। সে বলল, তুমি তো এর বিনিময়ে এক হাজার দীনার, এক হাজার দীনার, এক হাজার দীনার উসুল করবে। পরে এক রাতে হারূনুর রশীদ এ গানটির জন্য আমাকে তিন হাজার দীনার দান করলেন।

বক্‌র ইবনুন নাত্‌তাহ্‌

এ বছরে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্টদের অন্যতম আবূ ওয়াইল বকর ইবনুন নাত্‌তাহ্‌ আল-হানাফী আল-বসরী। খ্যাতিমান কবি, হারূনুর রশীদের যুগে বাগদাদে বসবাস করেন। কবি আবুল আতাহিয়্যার সংগে উঠা-বসা ছিল। আবূ আফ্‌ফান বলেছেন, মুহাদ্দিসদের মধ্যে সুরুচিপূর্ণ কাব্য প্রতিভায় খ্যাতিমান ছিলেন চারজন। তাঁদের প্রথমজন বক্‌র ইবনুন নাত্‌তাহ্‌। মুবাররাদ বলেছেন, আমি হাসান ইব্‌ন রাজাকে বলতে শুনেছি, একদল কবি কাব্যচর্চার আসরে সমবেত হল। তাদের অন্যতম ছিলেন বক্‌র ইবনুস নাত্‌তাহ্‌। কবিরা তাদের দীর্ঘ কবিতা শুনিয়ে শেষ করলে বক্‌র ইবনুন নাত্‌তাহ্‌ তাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন ঃ

مَا ضَرَّهَا لَوْ كَتَبَتْ بِالرِّضٰى + فَجَقَّ جَفُفُ الْعَيْنِ اَوْ اُغْمِضَا
شَفَاعَةً مَرْدُوْدَةً عِنْدِهَا + فِى عَاشِقٍ يَوَدُّ لَوْ قَدْ قَضٰى
يَانَفْسُ صَبْرًا وَاعْلَمِىْ اِنَّمَا + يَأمِلُ مِنْهَا مِثْلُهَا قَدْ مَضٰى
لَمْ تَمْرَضِ الاَجْفَانُ مِنْ قَاتِلٍ + بِلَحْظِهِ اِلاَّ لاَنَّ اَمْرَضَا ۔

"যদি সে তার সম্মতিটুকু লিখে দিত এবং তাতে চোখের পাতা (চলমান ক্রন্দন হতে) শুকিয়ে যেত কিংবা চোখের পাতা নির্মিলিত হত (নিদ্রা এসে যেত), তাতে তার কোন ক্ষতি হয়ে যেত না– অর্থাৎ এমন এক প্রেমিকের ব্যাপারে সুপারিশ যার বাসনা, আর যদি নিঃশেষ হয়ে যেত। যে সুপারিশ তার কাছে প্রত্যাখ্যাত-ই হত। হে মন ! ধৈর্যধারণ করে রাখ, আর জেনে রাখ, তার কাছে তেমনই আলা রাখা যায় যেমন বিগত দিনে হয়েছে। দৃষ্টিবানে হত্যাকারীর কারণে চোখের পাতাগুলো ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছে শুধু এ কারণে যেন আমি ব্যাধিগ্রস্ত হই।"

বর্ণনাকারী বলেন, উপস্থিত কবিগণ তাঁর এ কবিতা লুফে নিল এবং সকলে ছুটে এসে তার মাথায় চুমু খেতে লাগল।

ইবনুন নাত্‌তাহের মৃত্যুতে আবুল আতাহিয়া তার শোকগাথায় বললেন ঃ

امَاتَ ابْنِ نطَاحْ اَبُوْ وَائِلٍ + بَكر فَامِسِيْ الشّعْر قدْ بَانَا (رباتا) -

আবূ ওয়াইল বক্‌র ইবনুন নাত্‌তাহ্ ইনতিকাল করল, কবিতাও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল (ঘুমিয়ে পড়ল)।

বাহ্‌লুল পাগল

এ বছরে মৃত্যুবরণকারীদের অন্যতম ছিলেন (আল্লাহ্‌র, পাগল বাহ্‌লুল মজনূন। বাহ্‌লুল সাধারণত কূফার কবরস্থানে অবস্থান করতেন। তাঁর বাণী-বক্তব্য ছিল অতি মূল্যবান। হারূনুর রশীদ ও অন্যান্যদের তাঁর উপদেশ দেয়ার বিষয়টি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইদরীস

এ বছর যাঁদের ইনতিকাল হয় তাঁদের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইদরীস আল-আওফী আল-কূফী। তিনি আ'মাশ, ইব্‌ন জুরায়জ, শু'বা, মালিক ও আরও অনেকের নিকট হতে হাদীস আহরণ করেছেন। তাঁর নিকট হতে হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের একদল হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

হারূনুর রশীদ তাঁকে কাযী নিয়োগ করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। তিনি 'আমি এর উপযোগী নই' বলে কঠোর রূপে আত্মরক্ষা করলেন। তাঁর পূর্বে ওয়াকী' (র)-কে এ পদের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল এবং তিনিও তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। পরে হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াছকে প্রস্তাব দেয়া হলে তিনি তা গ্রহণ করলেন। খলীফা তাঁদের প্রত্যেককে সফর করে আসার কষ্ট স্বীকারের সূত্রে পাঁচ হাজার করে 'যাতায়াত ভাতা' প্রদানের আদেশ দিলে ওয়াকী' ও ইব্‌ন ইদরীস তাও গ্রহণ করলেন না। হাফ্‌স তা গ্রহণ করলেন। এ কারণে ইব্‌ন ইদরীস আজীবন তাঁর সংগে কথা না বলার কসম করলেন। কোন এক হজ্জের সফরে হারূনুর রশীদের সংগে তাঁর দুই পুত্র আমীন ও মামূন এবং কাযী (ইমাম) আবূ ইউসুফ তাঁর সংগে ছিলেন। কূফায় পৌঁছে খলীফা সেখানকার মুহাদ্দিসগণকে সমবেত হওয়ার আদেশ দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর পুত্রদ্বয়ের জন্য হাদীস আহরণের ব্যবস্থা করা। মুহাদ্দিসগণ সকলে উপস্থিত হলেন। কিন্তু ইব্‌ন ইদরীস ও ঈসা ইব্‌ন ইউনুস উপস্থিত হলেন না। সমবেত মাশায়খগণের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ সম্পন্ন করার পর আমীন ও মামূন ইব্‌ন ইদরীসের কাছে গেলেন। তিনি তাদের একশ হাদীস শোনালেন। তখন মামূন বললেন, চাচা, আপনি চাইলে আমি হাদীসগুলো এখনই মুখস্থ শুনিয়ে দিতে পারি। শায়খ অনুমতি দিলে মামূন তা হুবহু শুনিয়ে দিলেন। শায়খ তার মেধা ও মুখস্থ শক্তিতে অভিভূত হলেন। পরে মামূন তাঁকে কিছু সম্পদ দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি তার কিছুই গ্রহণ করলেন না।

পরে দুই ভাই ঈসা ইব্‌ন ইউনুসের কাছে গিয়ে তাঁর কাছেও হাদীস শুনলেন। মামূন শায়খকে দশ হাজার মুদ্রা দেয়ার ইচ্ছা করলে তিনি তা গ্রহণে সম্মতি দিলেন না। শায়খ পরিমাণটি কম মনে করেছেন এ ধারণায় মামূন পরিমাণ দ্বিগুণ করার কথা বললে শায়খ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! ছাদ পর্যন্ত এ মসজিদ পূর্ণ করে মাল দেয়া হলেও আমি তার কিছুই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের বিনিময়ে গ্রহণ করব না।

ইব্ন ইদরীসের মৃত্যুর সন্নিকট হলে তার মেয়ে কাঁদতে লাগল। তিনি বললেন, তুমি কাঁদছ কেন ? মেয়ে বলল, আপনি এ ঘরে পাঁচ হাজারবার কুরআন শরীফ খতম করেছেন (আপনার মৃত্যুতে আমরা এর বরকত হতে মাহরূম হয়ে যাব)।

সা'সা'আ ইব্ন সাল্লাম

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অন্যতম ছিলেন আবূ আবদুল্লাহ্ সা'সা'আ ইব্ন সাল্লাম- মতান্তরে ইব্ন আবদুল্লাহ্- আদ-দামেশকী। পরে তিনি আন্দালুসিয়া (স্পেনে) বসবাস করেন। সেটি ছিল আবদুল মালিক ও তার পুত্র হিশামের শাসনকাল। সা'সা'আ-ই প্রথম ব্যক্তি যার মাধ্যমে ইলমে হাদীস ও আওযাঈর মাযহাব স্পেনে পৌঁছে। তিনি কর্ডোভা জামি' মসজিদের ইমামের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সময়েই জামি' মসজিদের (কর্ডোভা) চত্বরে গাছ লাগানো হয়। যা আওযাঈ শামী ফকীহদের মাযহাবের অনুকূল এবং ইমাম মালিক ও তাঁর অনুসারীদের মতে মাকরূহ।

সা'সা'আ ইমাম মালিক, আওযাঈ ও সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয প্রমুখ হতে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং আবদুল মালিক ইব্ন হাবীব আল ফাকীহ্-এর ন্যায় একদল তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবদুল মালিক তাকে ফকীহ্ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইব্ন ইউনুস তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ তারীখু মিসর-এ তাঁর আলোচনা করেছেন এবং হুমায়দী তারীখুল উন্দুলুসে তার আলোচনা সন্নিবেশিত করেছেন। ইউনুসের বর্ণনায় এ বছরে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি তাঁর শায়খ ইব্ন হায্মের বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, সা'সা'আই স্পেনে আওযাঈর মাযহাব প্রচারকারী প্রথম ব্যক্তি। ইব্ন ইউনুস বলেছেন, সা'সা'আ প্রথম ব্যক্তি যিনি স্পেনে ইলমুল হাদীসের বিস্তার ঘটান। তার বর্ণনামতে সা'সা'আর মৃত্যু হয়েছিল একশ আশি হিজরীর কাছাকাছি সময়ে। হুমায়দীর বর্ণনায় একশ বিরানব্বই হিজরীতে সা'সা'আ ইনতিকাল করেন এবং এটি অধিক প্রামাণ্য।

আলী ইব্ন জুবয়ান

এ বছর মৃত্যুবরণকারী উল্লেখযোগ্যদের অন্যতম আবুল হাসান আলী ইব্ন জুবয়ান আল-আবসী। বাগদাদের পূর্বাঞ্চলের জন্য হারূনুর রশীদের নিযুক্ত কাযী ছিলেন। তিনি ছিলেন আবূ হানীফা (র)-এর অন্যতম ছাত্র এবং আস্থাভাজন আলিম। খলীফা পরে তাঁকে 'কাযিউল কুযাত' (প্রধান বিচারপতি) নিয়োগ করেন। তিনি হারূনুর রশীদের দরবার হতে বের হওয়ার সময় খলীফাও তাঁর সংগে বের হতেন। তিনি এ বছর কাওমীসীন নামক স্থানে ইনতিকাল করেন।

আব্বাস ইবনুল আহমাদ

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্টদের অন্যতম ছিলেন বিখ্যাত কবি আল-আব্বাস ইবনুল আহমদ ইবনুল আসওয়াদ। তাঁর জন্ম হয়েছিল খুরাসানের আরব অধ্যুসিত অঞ্চলে এবং তিনি প্রতিপালিত হন বাগদাদে। তিনি ছিলেন সুভাষী, অমায়িক ও পাঠক নন্দিত সরস কাব্য রচনাকারী। আবুল আব্বাস বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনুল মু'তায বলেছেন, আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনার জানা মতে কাব্য বিচারে সর্বোত্তম ব্যক্তি ও শ্রেষ্ঠ কবি কে ? আমি অবশ্যই বলব, আল-আব্বাস। তিনি বলেছেন ঃ

قَدْ سَحَبَ النَّاسَ اَذْيَالَ الظُّنُوْنِ بْنِ + وَفَرَّقَ النَّاسُ فِيْهَا قَوْلَهُمْ فِرَقً

فَكَاذِبٌ قَدْ رَسَى بِالظَّنِّ غَيْرَكُمْ + وَصَادِقٌ لَيْسَ يَدْرِىْ اَنَّهُ صَدَقًا ـ

“লোকেরা আমাদের সম্পর্কে ধারণার জাল বিস্তার করে চলেছে এবং তারা আমাদের সম্পর্কে বিভিন্নমুখী কথা ছড়িয়েছে। তাদের কেউ মিথ্যাবাদী, যে কুধারণার জন্য অন্যকে দোষারোপ করেছে ; কেউ সত্যবাদী, কিন্তু সে জানে না যে, সে সত্যবাদী।”

হারূনুর রশীদ একবার গভীর রাতের সময়ে তাকে তলব করে পাঠালে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং ঘরের নারীরা অমংগল আশংকায় ভীত হল। দরবারে উপস্থিত হয়ে খলীফার সামনে দাঁড়ালে তিনি বললেন, দুর্ভাগা ? আমার মনে এক বাঁদী সম্পর্কে একটি পংক্তির উদয় হয়েছে, আমি চাইলাম যে, তুমি ভাব ও মর্ম রক্ষা করে সেটির মোড় তৈরি করে দিবে। কবি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন ! আজ রাতের মত এত অধিক ভয় আমি আর কোন দিন পাইনি। খলীফা বললেন, কেন? কবি তখন গভীর রাতে তার বাড়িতে পুলিশের হানা দেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করলেন।

পরে তিনি আসন গ্রহণ করলেন এবং বুকের কম্পন দূর হয়ে শান্ত হওয়ার পরে বললেন, আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার পংক্তিটি বলুন। খলীফা বললেন ঃ

حَنَانٌ رَأَيْنَاهَا فَلَمْ نَرَ مِثْلَهَا بَشَرًا + يَزِيْدُكَ وَجْهُهَا حُيْنًا اِذَا مَازِدْتَهُ نَظَرًا ـ

“মমতাময়ী ! তাকে দেখলাম, তার মত কোন মানুষ দেখিনি ; তার মুখের দিকে যতবার তুমি দেখবে, তার সৌন্দর্য তোমার চোখে বৃদ্ধি পেতেই থাকবে।”

হারূনুর রশীদ বললেন, এখন এর জোড় মিলিয়ে দাও। আল-আব্বাস বললেন ঃ

اِذَامَا اللَّيْلُ مَالَ عَلَيْكَ بِالاَ ظَلَامِ وَاعْتَكَرَا + وَدَجٌ فَلَمْ تَرَ فَجْرًا فَاَبْرِزْهَا تَرَفَمَرَ

“রাত যখন তার আঁধার নিয়ে তোমার দিকে এগিয়ে আসে এবং ক্রমান্বয়ে সে আঁধার গভীর হয় ও জমাট বেঁধে যায় এবং তুমি ভোরের ক্ষীণ আলোও দেখতে পাওনা ; তখন তাকে উন্মুক্ত কর। তুমি (আঁধারের মাঝে) চাঁদ দেখতে পাবে।”

হারূনুর রশীদ বললেন, আমি তা-ই দেখেছি ; এখন তোমার জন্য দশ হাজার দিরহামের আদেশ দিচ্ছি।

তার যে কবিতার জন্য বাশশার ইব্‌ন বুর্‌দ তার কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদান করেছিল এবং যে কবিতার কারণে তাকে স্বীকৃত কবিদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল তাতে আছে–

اَبْكِى الذُّيْنَ اِذَا اَقُوْ مَوَدَّتَهَمُ + حَتَّى اِذَا اَيْقَظُوْنَ لِلْهَوٰى رَقَدُوْا
وَاسْتَنْهَضُوْنِىْ فَلَمَّا قَمْتُ مُنْتَصَبَا + بِثْقل مَاحَمَلُوْنِى مِنْهُمْ قَعَدُوا ـ

‘আমার কান্না তাদের কারণে যারা আমাকে তাদের ভালবাসার স্বাদ আস্বাদন করিয়েছিল এবং যখন তারা আমাকে প্রেমানুরাগের জন্য ‘জাগ্রত’ করে দিল তখন তারা ঘুমিয়ে পড়ল (আমাকে উষ্ণ করে দিয়ে শীতল হয়ে গেল)।

আমাকে তারা উঠে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করল এবং যখন আমি সটান দাঁড়িয়ে গেলাম তাদের তুলে দেয়া বোঝার ভার বহন করে (প্রেম সাগরে ঝাঁপ দিলাম) তখন তারা বসে গেল (নিথর হয়ে গেল)।

অন্য এক কবিতায় আছে –

وَحَدَّثْتَنِى يَا سَعِدُ عَنْهَا فَزِدْتَّنِى + جُنُوْنَا فَزِدْنِى مِنْ حَدِيْثِكَ يَا سَعْدُ
هَوَاهَا هَوَى لَمْ يَعْرِفُ الْقَلْبُ غَيْرَهُ + فَلَيْسَ لَهُ قَبْلُ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدُ -

"হে সা'দ ! তুমি আমার কাছে তার কথা বলেছ এবং বলে বলে পাগলামী বাড়িয়ে দিয়েছ ; হে সা'দ তোমার কথা আরও বেশী করে বল। তার প্রেমই আমার জন্য প্রেমের অংকুরোদগম, হৃদয় তাকে ব্যতীত আর কাউকে চিনেনি ; সুতরাং তার নেই পূর্ববর্তী, নেই তার পরবর্তীও।"

আসমাঈ বলেছেন, আমি বসরায় আব্বাস ইবনুল আহমাদের কাছে গেলাম। তখন তিনি মৃত্যু শয্যায় মরণাপন্ন ; তখন তিনি বলছিলেন–

يَا بَعِيْدَ الدَّارِ عَنْ وَطْنِهِ + مُفْرِدًا يَبْكِى عَلَى شَجْنِهِ
كُلَّمَا جَدَّ النَّحِيْبُ بِهِ + زَادَتْ الْاِسْقَامُ فِى بَدْنِهِ -

'নিজের দেশ হতে দূর দেশে অবস্থানকারী হে নিঃসংগ ; যে তার যখমের জন্য ক্রন্দন করছে; যখনই দুঃখ ভরা কান্নার চিৎকার তীব্র হয় তখন তার দেহের রোগ ব্যাধি বৃদ্ধি পেতে থাকে।'

এরপর কবি অচেতন হয়ে গেলেন এবং গাছের উপরে বসা এক পাখির ডাকে চেতনা ফিরে পেয়ে বললেন ঃ

وَلَقَدْ زَادَ الْفُؤَادُ شَجًا + هَاتِفٌ يَبْكِى عَلَى فَنَنِهِ
شَاقَهُ مَا شَاقَنِى فَبَلَى + كُلُّنَا يَبْكِى عَلَى سَكَنِهِ -

'অন্তরের ক্ষত বেড়েই চলছে ; শাখায় বসছে করুণ সুরে কাঁদছে অদৃশ্য ধ্বনিদাতা। যা আমাকে উদ্বেলিত করেছে তা-ই তাকেও উদ্বেলিত করেছে, তাই সে কেঁদেছে। আমাদের প্রত্যেকেই কাঁদছে তাঁর নিবাসের আকর্ষণে।'

আসমাঈ বলেন, এখন সে আর একবার চেতনা হারিয়ে ফেলল। আমি তার দেহে নাড়া দিলাম। দেখলাম প্রাণ পাখি উড়ে গিয়েছে।

আসসূলী বলেছেন ঃ আল আব্বাস এ বছর (১৯৩ হি.) ইনতিকাল করেন। কারো মতে এর পরে এবং অন্য কারো এর আগে একশ অটাশি হিজরীতে তাঁর ইনতিকাল হয়। আল্লাহ্ সমধিক অবগত। কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, আল-আব্বাস হারূনুর রশীদের ইনতিকালের পরেও জীবিত ছিলেন।

ঈসা ইব্ন জা'ফর

এ বছরে মৃত্যুবরণকারীদের অন্যতম মহীয়ষী যুবায়দার ভাই ঈসা ইব্ন জা'ফর ইব্ন আবূ জা'ফর আল মানসূর। হারূনুর রশীদের শাসনামলে তিনি বসরার নায়িব ছিলেন। এ বছরের মধ্যবর্তী কোন সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

ফাযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্টদের তালিকায় অন্যতম ছিলেন উযীর জা'ফর প্রমুখের ভাই ফাযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ ইব্ন বারমাক– আল-বারমাকী। ফাযল ও হারূনুর রশীদ ছিলেন

পরস্পর দুধ ভাই। (হারূনুর রশীদের মাতা) খায়যুরান ফাযলকে স্তন্য পান করিয়েছেন। আবার ফাযলের মাতা যুবায়দা বিন্‌ত ইব্‌ন বুরায়হ হারূন আর-রশীদকে স্তন্য পান করিয়েছেন। এ যুবায়দা ছিল বাতবীন মরু অঞ্চলের শংকর বংশজাত।

এ প্রসংগে কবি বলেছেন ঃ

كَفٰى لَكَ فَضْلاً اَنَّ اَفْضَلَ حُرَّةٍ + غَذَتْكَ بِثَدْى وَالْخَلِيْفَةَ وَاحِدٍ
لَقَدْ زِنْتُ يَحْيٰى فِى الْمَشَاهِدِ كُلِّهَا + كَمَا زَانَ يَحْيٰى خَالِدًا فِى الشَّاهِدِ -

'তোমার জন্য (হে ফাযল !) এ ফযীলাত ও মাহাত্ম্য যথেষ্ট যে, শ্রেষ্ঠ মহীয়ষী নারী তোমাকে ও খলীফা (হারূন)-কে একই স্তনের দুধ পান করিয়েছে। সব কীর্তি অবদানেই তুমি (পিতা) ইয়াহ্‌ইয়ার সমতুল্য। যেমন কীর্তি অবদানে ইয়াহ্‌ইয়াও ছিলেন (তাঁর পিতা) খালিদের সমতুল্য (ও সুযোগ্য উত্তরসূরী)।'

ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, ফাযল ছিলেন তাঁর ভাই জা'ফরের তুলনায় বড় দানবীর। তবে তার মধ্যে প্রচণ্ড আত্মম্ভরিতা ছিল এবং স্বভাব আচরণে ছিলেন রূঢ় প্রকৃতির ও গোমড়া মুখো। তার তুলনায় জা'ফর ছিলেন অমায়িক সদাচারী ও হাসিমুখ এবং দান-দক্ষিণায় ফাযলের চেয়ে পিছনে। মানুষের আকর্ষণ ছিল তার প্রতি অধিক। কিন্তু দানের স্বভাব এমন একটি গুণ যা সব দোষ ও অসুন্দরকে ঢেকে দেয়। ফাযলের ক্ষেত্রে তার দান তার মন্দ স্বভাবকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। ফাযল একবার তার বাবুর্চিকে এক লাখ দিরহাম দান করলে পিতা এ ব্যাপারে তাকে ভর্ৎসনা করলেন। তিনি বললেন, আব্বা, এ লোকটা তো সুখে-দুঃখে। সচ্ছলতায় ও সংকটে এবং অভাব-অনটনের জীবনের সময়ও আমাকে সংগ দিয়েছে। সর্বাবস্থায় সে আমার সংগে রয়েছে এবং উত্তম সংগ দিয়েছে। কোন কবি বলেছেন ঃ

اِنَّ الْكِرَامَ اِذَا مَا اَيْسَرُوْا ذَكَرُوْا + مَنْ كَانَ يَعْتَادُهُمْ فِى الْمَنْزِلِ الْخَشِفِ -

'শরীফ লোকেরা জীবনে সচ্ছলতা লাভ করলে তাদের স্মরণে রাখে যারা জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতে তাদের সুসংগ দিয়েছিল।'

একদিন তিনি কোন সাহিত্যসেবীকে দশ হাজার দীনার দান করলে সে লোকটি কেঁদে ফেলল। ফাযল তাকে বললেন, কাঁদছ কেন ? পরিমাণটা কি কম হয়েছে ? সে বলল, না। আল্লাহ্‌র কসম ! আমি কাঁদছি এ জন্য যে, পৃথিবী আপনার মত লোকদের খেয়ে ফেলে কিংবা গুম করে দেয়।

আলী ইবনুল জাহাম তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। একদিন আমার অবস্থা এমন হল যে, আমি একটি কপর্দকেরও মালিক ছিলাম না। এমনকি আমার বাহনের জন্য পশুখাদ্য ক্রয়ের ব্যবস্থাও ছিল না। এ অবস্থায় আমি ফাযল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়ার উদ্দেশ্যে বের হলাম। পথে দেখলাম তিনি খিলাফত ভবন থেকে দলবল পরিবৃত্ত হয়ে বেরিয়ে আসছেন। আমাকে দেখে মারহাবা (স্বাগতম) জানিয়ে বললেন, এসো আমার সংগে। আমি তাঁর সংগে চলতে লাগলাম। পথিমধ্যে একস্থানে তিনি শুনতে পেলেন যে, এক গোলাম একটি বাড়ির সামনে এক বাঁদীকে ডাকছে। গোলাম-বাঁদীকে যে নামে ডাকছিল ফাযলেরও সে নামের এক বাঁদী ছিল যাকে তিনি

ভালবাসতেন। এতে তিনি অস্থির হয়ে গেলেন এবং তার মনের অবস্থা আমাকে অবহিত করলেন। আমি বললাম, আপনার দুরবস্থা তো বনূ আমিকের সে ব্যক্তির দুরবস্থার ন্যায় যে বলছিলঃ

وَدَاعٍ دَعَا اِذْ نَحْنُ بِالْخَيْفِ مِن مِنًى + فَهَيَّجَ اَحْزَانَ الْفُؤَادِ وَلَايَدْرِىْ
دَعَا بِاسْمِ لَيْلٰى غَيْرَهَا وَكَاَنَّمَا + اَطَارَ بِكَيْلَى طَائِرًا كَانَ فِى صَدْرِىْ -

"আমরা যখন মিনার পর্বত পাদদেশে ছিলাম তখন এক আহ্বানকারী ডাকল ...... সে তার অজ্ঞতাসারে হৃদয়ের দুঃখগুলোকে উস্‌কে দিল। সে ডাকল লায়লা ! এ আমার লায়লা ব্যতীত অন্য কোন লায়লাই হবে। কিন্তু লায়লা ডাক দিয়ে আমার বুকে অবস্থানকারী পাখিকে উড়িয়ে নিয়ে গেল।"

ফাযল বললেন, কবিতার লাইন দু'টি আমাকে লিখে দাও। বর্ণনাকারী (জাহ্‌ম) বলেন, আমি এক দোকানদারের কাছে গিয়ে এক পাতা কাগজের মূল্যের বিনিময়ে আমার আংটিটি তার কাছে বন্ধক রাখলাম এবং লাইন দু'টি তাঁকে লিখে দিলাম। ফাযল তা নিয়ে নিলেন এবং সুখে থাক ! বলে আমাকে বিদায় করে দিলেন। আমি বাড়িতে ফিরে এলে আমার গোলাম আমাকে বলল, আপনার আংটিটি দিন, সেটি বন্ধক রেখে আমাদের খাবার ও ঘোড়ার দানা- পানির ব্যবস্থা করি। আমি বললাম, আমিই সেটি বন্ধক রেখে এসেছি।

সেদিন সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই ফাযল ত্রিশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ও দশ হাজার রৌপ্যমুদ্রা পাঠিয়ে দিলেন। এ পরিমাণ অর্থ আমার জন্য মাসিক বরাদ্দ করলেন এবং এক মাসের বরাদ্দ অগ্রিম পাঠিয়ে দিলেন।

কোন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি একদিন ফাযলের কাছে আগমন করলে ফাযল তাকে নিজের সংগে পালংকে বসালেন এবং যথাযগোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলেন। সে ব্যক্তি তার ঋণগ্রস্ত হওয়ার কথা জানিয়ে এ বিষয়ে আমীরুল মু'মিনীনের সংগে আলাপ করার অনুরোধ জানালেন। ফাযল বললেন, ঠিক আছে, তা তোমার ঋণ কত ? তিনি বললেন, তিন লাখ দিরহাম। তার এ দায়সারা ও দুর্বল জবাবে আহত ও মনঃক্ষুণ্ন হয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং মনের দুঃখে বাড়িতে না গিয়ে কোন বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে সেখানে বিশ্রাম করলেন। পরে বাড়িতে গিয়ে দেখলেন তার পৌছার আগেই ফাযলের পাঠানো অর্থ তার বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছে।

ফাযলের স্তুতিতে কোন কবি অতি সুন্দর বলেছেন –

لَكَ الْغَفْلُ يَا فَضْلُ بْنِ يَحْيٰى بْنِ خَالِدٍ + وَمَا كُلٌّ مَنْ يُدْعٰى بِفَضْلٍ لَهُ فَضْلٌ
رَأَى اللّٰهُ فَضْلاً مِنْكَ فِى النَّاسِ وَاسِعًا + فَسَمَّاكَ فَضْلاً فَالْتَقٰى الْاِسْمُ وَالْفِعْلُ -

'হে ফাযল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদ ! তোমার জন্যই সাব্যস্ত রয়েছে 'ফাযল' (ফযীলত-মাহাত্ম্য) ; কারো নাম ফায্‌ল হলেই সে ফাযল ও মাহাত্ম্যের অধিকারী হয়ে যায় না। আল্লাহ্ মানবকুলের মধ্যে তোমার ভিতরে ফাযল মাহাত্ম্য দেখতে পেয়ে তোমাকে নাম দিলেন 'ফাযল'। ফলে (নাম ও কায-বিশেষ্য ও ক্রিয়া) সম্মিলিত হয়ে গেল।

তিনি খলীফা হারূনুর রশীদের দৃষ্টিতে জা'ফরের তুলনায় অধিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তবে জা'ফর খলীফার সুনজর ও বিশেষ অনুগ্রহ ভাইয়ের চেয়ে অধিক লাভ করেছিলেন। তিনি ফাযলকে ও বড় বড় দায়িত্বের পদে নিয়োজিত করতেন। যেমন খুরাসান ও অন্যান্য অঞ্চলের প্রশাসকের পদ।

হারূনুর রশীদ যখন বারমাকীদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের হত্যা করছিলেন তখন ফাযলকে একশ বেত্রাঘাতের দণ্ড দিলেন এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেন। রাক্কায় হারূনুর রশীদের মৃত্যুর কয়েক মাস আগে কারাগারেই এ বছর (১৯২ হি.) তার মৃত্যু হল। যে ভবনে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল তার সেখানকার সংগী-সাথীরা তাঁর জানাযা আদায় করল। পরে লাশ কারাগারের বাইরে নিয়ে আসা হলে জনতা তাঁর জানাযা পড়ল এবং সেখানে দাফন করা হল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পঁয়তাল্লিশ বছর। তাঁর মৃত্যুর কারণ ছিল জিহ্বার ব্যাধি যা বৃহস্পতি ও শুক্রবার অত্যন্ত কঠিন রূপ ধারণ করেছিল। শনিবার ফজরের আযানের পূর্বক্ষণে তাঁর মৃত্যু হয়। ইব্ন জাবীরের বর্ণনায় তার মৃত্যু হয়েছিল একশ তিরানব্বই হিজরীর মুহাররাম মাসে এবং ইবনুল জাওযীর মতে একশ বিরানব্বই হিজরীতে। আল্লাহ্ই সম্যক অবহিত।

ইব্ন খাল্লিকান বিশদ পরিসরে তাঁর জীবন বৃত্তান্ত লিখেছেন এবং তাঁর কীর্তি অবদানের দীর্ঘ ফিরিস্তি উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন খুরাসানের গভর্নর থাকা অবস্থায় তিনি একবার বলখ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে অগ্নিপূজারীদের একটি মন্দির ছিল এবং তাঁর পূর্বপুরুষ বারমাক এ মন্দিরের অন্যতম সেবায়েত ছিল। ফাযল সেটি আংশিক ধসিয়ে সেখানে আল্লাহ্র নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন। মন্দিরের গাঁথুনি অত্যন্ত মজবুত হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ মন্দির ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি।

ইব্ন খাল্লিকান বর্ণনা করেছেন। ফাযল কারাগারে নিম্নের পংক্তিগুলো আবৃত্তি করতেন ও কাঁদতে থাকতেন –

اِلَى اللّٰهِ فِيْمَانَا لَنَا نَرْفَعُ الشَّكْوٰى + فَفِىْ يَدِهٖ كَشْفُ الْمَضَرَّةِ وَالْبَلْوٰى
خَرَجْنَا مِنَ الدُّنْيَا وَنَحْنُ مِنْ اَهْلِهَا + فَلاَ نَحْنُ فِى الاَمْوَاتِ فِيْهَا وَلاَ الاَحْيَاءِ
اِذَا جَاءَنَا السَّجَّانُ يَوْمًا لِحَاجَةٍ + عَجِبْنَا وَقُلْنَا جَاءَ هٰذَا مِنَ الدُّنْيَا ـ

"আমাদের উপরে নেমে আসা দুর্যোগে ফরিয়াদ শুধু আল্লাহ্র কাছেই ; কেননা, তাঁর ক্ষমতায়ই রয়েছে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ বিদূরীত করা। আমরা দুনিয়ার বাসিন্দা হয়েও সেখান হতে বহিষ্কৃত ; এখন মৃতদের অন্তর্ভুক্তও নই আবার জীবতদেরও নয়।"

কোন দিন কোন প্রয়োজনে জেল দারোগা আমাদের কাছে এলে আমরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলি, এ লোকটি দুনিয়ার জগত হতে এসেছে।

কবি মুহাম্মদ ইব্ন উমায়্যা

এ বছর মৃত্যুবরণকারীদের অন্যতম ছিলেন। কবি ও সাহিত্যিক মুহাম্মা ইব্ন উমায়্যা। তিনি এমন এক পরিবারের সদস্য যাদের সকলেই কবি ছিলেন। তবে তাদের একজনের কবিতা অপরজনের সংগে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে।

মানসূর ইবনুয যাবরিকান

এ বছরে মৃত্যুবরণকারী খ্যাতিমানদের তালিকায় রয়েছেন কবি আবুল ফাযল মানসূর ইব্নুয যাবরিকান ইব্ন সালামা। হারূনুর রশীদের স্তুতিকাব্য রচনাকারী। তার মূল বংশধারা ছিল আল-জাযীরা নিবাসী। পরে তিনি বাগদাদে বসবাস করেন। তাঁর দাদাকে বলা হত 'দুম্বা দ্বারা শকুনের আপ্যায়নকারী'। এ নামকরণের কারণ ছিল এই যে, একদিন তিনি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলে শকুন দল মেহমানদের চারদিকে চক্কর দিতে লাগল। তিনি শকুনদের জন্য একটি দুম্বা জবাই করার আদেশ দিলেন। যাতে মেহমানরা তাদের কারণে কষ্ট ভোগ না করেন। এ আদেশ পালিত হল। এ প্রসংগে কবি বললেন-

اَبُوْكَ زَعَيْمُ بَنِىْ قَاسِطٍ + وَخَالُكَ (جَدك ؟) ذُوْ الْكَبَش يُغْذِىْ الرُّخَمَ -

'আপনার পিতা বনূ কাসিতের নেতা ; আপনার মামা বা নানা শকুনদের দুম্বা জবাই করে আপ্যায়নকারী।'

তার রয়েছে অনেক সরস কবিতা। কুলছুম ইব্ন আমর হতে তিনি বর্ণনা করতেন। যিনি তাঁর সূরের উসতাদ ছিলেন।

ইউসুফ ইব্ন কাযী আবূ ইউসুফ

এ বছর মৃত্যুবরণকারী উল্লেখযোগ্যদের অন্যতম ছিলেন ইমাম ও কাযী আবূ ইউসুফের পুত্র ইউসুফ। তাঁর হাদীসের শায়খ ছিলেন আস-সারিয়্যু ইব্ন ইয়াহ্য়া ও ইউনুস ইব্ন আবূ ইসহাক প্রমুখ। তিনি রায় চর্চাকারী (মুজতাহিদ) ফকীহ ছিলেন। পিতা আবূ ইউসুফের জীবনকালেই বাগদাদের পূর্বাঞ্চলের কাযী নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং জামি' আল-মানসূরে খলীফার হুকুমে জুমুআর খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। বাগদাদের কাযীপদে থাকা অবস্থায় এ বছর রজব মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

১৯৩ হিজরীর আগমন

ইব্ন জারীরের মতে এ বছরের মুহাররম মাসে ফাযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইনতিকাল করেন। ইবনুল জাওযীর বর্ণনায় একশ বিরানব্বই হিজরীতে ফাযলের মৃত্যু হয় (যেমন পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে)। ইব্ন জারীরের বর্ণনাই অধিক সংগতিপূর্ণ। তাঁর বর্ণনায় আরও আছে, এ বছর সাঈদ আল-জাওহারী ইনতিকাল করেন।

ইব্ন জারীরের বর্ণনায়- এ বছর হারূনুর রশীদ মুরজান গমন করেন। সেখানে তাঁর কাছে এক হাজার পাঁচশ উট বোঝাই হয়ে আলী ইব্ন মূসার সম্পদ ভাণ্ডার নীত হয়। এটি ছিল সফর মাসের ঘটনা। পরে হারূনুর রশীদ সেখান হতে তুস শহরে গমন করেন। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। এখানে অবস্থান কালেই তাঁর ইনতিকাল হয়। এ বছরেই ইরাকের নায়িব হারছামা ও রাফি' ইবনুল লায়ছ-এর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে এবং হারছামা রাফি'কে পরাস্ত করে বুখারা দখল করেন ও রাফি'-এর ভাই বুশায়র ইবনুল লায়ছকে বন্দী করে খলীফার কাছে পাঠিয়ে দেন। খলীফা তখন তূসে অবস্থান করছিলেন এবং অধিক অসুস্থতার কারণে সফরে অপারগ ছিলেন।

বন্দীকে খলীফার সামনে উপস্থিত করা হলে সে অনুনয়-বিনয় করে খলীফার করুণা উদ্রোকের চেষ্টা করল। খলীফা বিগলিত হলেন না বরং কঠোর ভাষায় বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমার জীবনের যদি শুধু এতটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে যে, তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার আদেশ প্রদানের

জন্য আমার ঠোঁট নাড়াতে পারি তবুও আমি তোমার মৃত্যুদণ্ডের আদেশজারী করব। তারপর তিনি জল্লাদকে ডেকে পাঠালেন। জল্লাদ খলীফার সামনেই তাকে কেটে চৌদ্দ টুকরা করল। এরপর হারূনুর রশীদ আকাশের দিকে তাঁর দুই হাত তুলে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করলেন, যেন তিনি বুশায়রকে তাঁর আয়ত্তে এনে দিয়েছেন তদ্রূপ তার ভাই রাফি'কে তার আয়ত্তে এনে দেন।

খলীফা হারূনুর রশীদের ইনতিকাল

কূফায় অবস্থানকালে হারূনুর রশীদ একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যা তাকে ঘাবড়ে দিয়েছিল এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছিল। এ সময় জিবরীল ইব্ন বুখ্তইয়াশ (بختيشوع) তার কাছে আগমন করল (এবং তাকে চিন্তিত দেখতে পেয়ে) বলল, আমীরুল মু'মিনীন ! কী ব্যাপার ? হারূন বললেন, "আমি স্বপ্নে দেখলাম একটি হাত। যাতে রয়েছে লাল মাটি যা আমার খাটের তলা হতে বের হয়ে এসেছে এবং একজন বক্তা বলছে, এটি হারূনের মাটি (কবর)। তখন জিবরীল তার কাছে স্বপ্নের বিষয়টি লঘু করার উদ্দেশ্যে বললেন, এটা মনে কল্পনা প্রসূত বাজে স্বপ্ন, সুতরাং আপনি হে আমীরুল মু'মিনীন ! এটির কথা ভুলে যান। পরবর্তীকালে যখন হারূনুর রশীদ খুরাসানের উদ্দেশ্যে সফরে বের হলেন তখন তূস অতিক্রম করার সময় ব্যাধি তাকে আক্রান্ত করল। স্বপ্নের কথা তার স্মরণ এল এবং তা তাকে ভয়ার্ত করে দিল। তিনি জিবরীলকে বললেন, কপালপোড়া ! আমি তোমাকে যে স্বপ্নের কথা শুনিয়েছিলাম তা কি তোমার মনে পড়ে ? জিবরীল বললেন, জী হ্যাঁ ! তখন হারূন খাদিম মাসরূরকে ডেকে বললেন, এ স্থানের কিছু মাটি আমার কাছে নিয়ে এস। খাদিম তার হাতে করে কিছু লাল মাটি নিয়ে এল। হারূন তা দেখে বললেন, আল্লাহ্র কসম ! এ-ই সে হাত যা আমি দেখেছিলাম এবং এ-ই সে হাতের মাটি।

জিবরীল বলেন, আল্লাহ্র কসম ! এরপর তিনদিন যেতে না যেতেই তাঁর মৃত্যু হয়ে গেল। তিনি যে বাড়িতে অবস্থান করছিলেন মৃত্যুর আগেই সেখানে তার কবর খনন করার হুকুম দিয়েছিলেন। সেটি ছিল হুমায়দ ইব্ন গানিম তাঈ-র বাড়ি। তিনি কবরের দিকে দেখতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আদম সন্তান ! তুমি এখানেই যাবে ! পরে তিনি তার কবরে কুরআন তিলাওয়াত করার হুকুম করলেন। তারা তিলাওয়াত করে যবে খতম সম্পন্ন করল। এ সময় হারূন কবরের পাড়ে একটি 'খাটিয়ায়' ছিলেন। মৃত্যু সময় সন্নিকট হলে তিনি একটি চাদর দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে নিলেন এবং বসে বসে মৃত্যু যাতনা 'ভোগ' করতে লাগলেন। উপস্থিতদের কেউ তাকে বলল, আপনি শুয়ে পড়লে তা আপনার জন্য অধিক সহজ হত। এতে তিনি সুস্থ ব্যক্তির হাসি হাসলেন। পরে বললেন, তুমি কি কবির কবিতা শোননি -

وَاِنِّى مِنْ قَوْمٍ كِرَامٍ يَزِيْدُهُمْ + شِمَاسًا وَصَبْرًا شِدَّةُ الْحَدَثَانِ -

"আমি তো সে অভিজাত সম্প্রদায়ের সদস্য, দুর্যোগের প্রচণ্ডতা যাদের ধৈর্য ও প্রতিরোধ স্পৃহা বাড়িয়ে দেয়"।

শনিবার (পূর্ব) রাতে, মতান্তরে রবিবার রাতে একশ তিরানব্বই হিজরী সনের জুমাদাল উখ্রার চন্দ্রোদয়ের দিনে তিনি ইনতিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল পঁয়তাল্লিশ অথবা সাতচল্লিশ বছর। তার খিলাফতকাল ছিল তেইশ বছর।

জীবন বৃত্তান্ত

নাম ঃ আমীরুল মু'মিনীন হারূনুর রশীদ ইব্‌ন আল-মাহ্‌দী মুহাম্মদ ইবনুল মানসূর আবূ জা'ফর আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব আল-কুরাশী আল-হাশিমী। কুনিয়াত ঃ আবূ মুহাম্মদ ও মতান্তরে আবূ জা'ফর। তার মাতা ছিলেন খায়যুরান তিনি ছিলেন পিতার উম্মু ওয়ালাদ (দাসী-মাতা)[১]। তার জন্ম সন ছিল একশ ছেচল্লিশ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে। মতান্তরে একশ সাতচল্লিশ বা আটচল্লিশ সনে এবং কারো কারো মতে একশ পঞ্চাশ হিজরী সনে। তার ভাই মূসা আল-হাদীর মৃত্যুর পরে একশ সত্তর হিজরীর রবীউল আউয়ালে তার খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করা হয়। এটি ছিল তাঁর পিতার তাকে 'পরবর্তী যুবরাজ' ঘোষণা অনুসারে। তিনি তাঁর পিতা ও দাদা হ তে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর মুবারক ইব্‌ন ফুযালা হতে হাসান হতে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (স) বলেছেন, اِتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ -আগুন (জাহান্নাম) হতে আত্মরক্ষা কর- এটি খুরমার টুকরো দিয়ে হলেও '। মিম্বরে জনতার সামনে ভাষণ দেয়ার সময় তিনি এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ হতে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন তার ছেলে, ইসহাকের পিতা সুলায়মান আল-হাশিমী ও নাকাতা ইব্‌ন আমর প্রমুখ। রশীদ ছিলেন শ্বেতবর্ণের দীর্ঘকায় এবং সুন্দর স্বাস্থ্যবান মানুষ। তাঁর পিতার জীবনকালেই কয়েকবার সাইফা অভিযান পরিচালনা করেন। কনস্টান্টিনোপল অবরোধের পর মুসলিম ও রোমানদের মধ্যে সন্ধি সম্পাদিত করেন। এ অভিযানে মুসলমানরা অবর্ণনীয় ক্লেশ ও প্রচণ্ডভীতির সম্মুখীন হয়েছিল। এ সন্ধি হয়েছিল লায়ূন (ليون)-এর স্ত্রী 'আগস্টা' উপাধিকারিণী রানীর সংগে মুসলমানদেরকে প্রতি বছর বিশাল পরিমাণের 'পণ্যবোঝা' প্রদানের শর্তে। এতে মুসলমানরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল। এ ঘটনা ছিল একশ ষাট হিজরীর এবং এ ঘটনাই তার পিতাকে তার ভাইয়ের পরে তার জন্য খিলাফতের বায়আত গ্রহণের (যুবরাজ) ঘোষণা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পরে একশ সত্তর হিজরীতে খিলাফতে মসনদে অভিষিক্ত হওয়ার পর তিনি নিজেকে স্বভাব-চরিত্রে উত্তম মানুষরূপে প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি ছিলেন অধিক যুদ্ধাভিজান ও অধিক হজ্জ সম্পাদনকারী। এ কারণেই কবি আবুস সু'লা (ابو السعلى) তার সম্পর্কে বলেছেন-

فَمَنْ يَطْلُبُ لِقَائِكَ اَوْ يُرِدْهُ + فَبَا الْحَرَمَيْنِ اَوْ اَقْصَى الثُّغُوْرُ
فَفِى اَرْضِ الْعَدُوِّ عَلٰى طَمْرٍ + وَفِى اَرْضِ التَّرَفُّهِ عَلَى كُوْرٍ
وَمَا حَازَ الثُّغُوْرَ سِوَاكَ خَلْقٌ + مِنَ الْمُتَخَلِّفِيْنَ عَلَى الْاُمُوْرِ -

"যে কেউ আপনার সাক্ষাতপ্রার্থী কিংবা তার ইচ্ছা পোষণকারী হবে সে তা লাভ করতে পারে দুই পবিত্র নগরে (মক্কা-মদীনার হারাম শরীফে) অথবা ইসলামী রাজ্যের সীমান্তে। কেননা, আপনার অবস্থান হয় শত্রুর দেশে ত্যাজী ঘোড়ার পিঠে অথবা 'সুখ-শান্তির' দেশে (উটের পিঠে) হাওদার উপরে। সীমান্ত সংরক্ষণে আপনি ব্যতীত অন্য মানুষেরা কঠোর কর্তব্য পালনের পরিচয় দিতে পারেনি।"

---

[১] যে দাসীর গর্ভে মালিকের সন্তান জন্ম নেয় তাকে উম্মু ওয়ালাদ বলা হয়। মনে রাখতে হবে যে, তখনকার রাজপরিবারের দাসীরা সাধারণত বিজিত রাজপরিবারের কন্যা হত। -অনুবাদক

তিনি প্রতিদিন তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ হতে এক হাজার দিরহাম সাদাকা করতেন। তিনি হজ্জে গমন করলে তাঁর সংগে একশজন ফকীহ্ ও তাদের সন্তানদের হজ্জ করাতেন। আর নিজে হজ্জে না গেলে তিনশজনকে হজ্জ করাতেন এবং তাদের জন্য উন্নতমানের পোশাক ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। দান ব্যতীত অন্যসব বিষয়ে দাদা আবূ জা'ফর মানসূরের সাদৃশ্য গ্রহণ করা পসন্দ করতেন। দানে তিনি ছিলেন দ্রুতগামী ও বিশাল পরিমাণে দানকারী। ফকীহ্ ও কবিদের ভালবাসতেন এবং তাদেরকে দান-দক্ষিণা দিতেন। তাঁর কাছে কারো সৎকর্ম ও সদাচরণ বিনষ্ট ও অনাদৃত হত না। তার আংটিতে অংকিত বাণী ছিল– (কালিমা) لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَللّٰهُ -তিনি দৈনিক একশ রাকাআত নফল সালাত আদায় করতেন। বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত তার এ নিয়মে কোন ব্যতিক্রম হতো না।

ইব্ন আবূ মারয়াম ছিলেন হারূনকে আনন্দদানকারী বিনোদন সংগী। হিজায ও অন্যান্য অঞ্চলের বিশেষ তথ্য প্রবাহের অবগতিতে তার বৈশিষ্ট্য ছিল। হারূনুর রশীদও তাকে তার রাজকীয় ভবনে স্থান দিয়েছিলেন এবং তাকে নিজ পরিবারের সদস্য করে নিয়েছিলেন। একদিনের ঘটনা ঃ হারূনুর রশীদ ইব্ন আবূ মারায়ামকে ফজরের সালাতের উদ্দেশ্যে জাগিয়ে দিলে তিনি উঠে উযূ করলেন। পরে হারূনুর রশীদকে সালাতে وَمَالِىَ لاَ اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ (আমার কী যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমি তার ইবাদত করব না -) পাঠ করতে শুনতে পেয়ে ইব্ন আবূ মারয়াম (রসিকতার উদ্দেশ্যে) বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম ! আমি তা জানি না . . . .। এ রসিকতায় হারূনুর রশীদ হেসে দিয়ে সালাত ছেড়ে দিলেন। পরে তাকে লক্ষ্য করে বললেন, কপাল পোড়া ! সালাত ও কুরআন (রসিকতার ক্ষেত্র করা) হতে দূরে থেকে অন্য সব বিষয়ে বলতে পার।

একদিন আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ হারূনুর রশীদের কাছে আগমন করলেন। তার সংগে ছিল রূপার তৈরি একটি পোড়ামাটির বৈয়াম, যাতে অতি মূল্যবান উত্তম সুগন্ধি ছিল। আব্বাস এ সুগন্ধির অত্যধিক প্রশংসা ও গুণগান করতে লাগলেন এবং খলীফাকে তা গ্রহণ করার আবেদন জানালে তিনি তা গ্রহণ করলেন। তখন ইব্ন আবূ মারয়াম তা দানরূপে প্রার্থনা করলে খলীফা তাকে দান করে দিলেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আব্বাস তাকে বললেন, 'দুর্ভাগা কোথাকার ! আমি এমন কিছু নিয়ে এলাম যা হতে আমি নিজেকেও পরিবারের লোকদের বঞ্চিত রেখে আমার মনীব আমীরুল মু'মিনীনকে অগ্রাধিকার প্রদান করলাম। আর তুমি তা নিয়ে নিলে ? তখন ইব্ন আবূ মারয়াম সে সুগন্ধি তার পাছায় মাখবার কসম করলেন এবং তখনই তা হাতে লাগিয়ে পাছায় ঘষতে লাগলেন এবং সমস্ত অংগ-প্রতঙ্গে মালিশ করলেন। হারূনুর রশীদ এ অবস্থায় তাঁর হাসি সংবরণ করতে পারছিলেন না। পরে ইব্ন আবূ মারয়াম সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা 'খাকান' নামের এক খাদিমকে বললেন, আমার গোলামকে খুঁজে নিয়ে এসো। খলীফা তাকে বললেন, 'যাও, তার গোলামকে ডেকে নিয়ে এসো। গোলাম উপস্থিত হলে তাকে বললেন, যাও এ সুগন্ধি (বাঁদী) 'সাতাক'-এর কাছে নিয়ে যাও। তাকে বলবে, "সে যেন তা তার নিতম্বে মালিশ করে। আমি এসে তার সংগে সংগম সুখ ভোগ করব।" এতে হারূনুর রশীদের হাসি সর্বমাত্রা ছাড়িয়ে গেল।

পরে ইব্ন আবূ মারয়াম আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমীরুল

মু'মিনীনের কাছে এ সুগন্ধি নিয়ে এসে তার প্রশংসা করতে শুরু করেছ যার রাজত্ব এত বিশাল যে, আকাশ যা কিছু বর্ষণ করে এবং পৃথিবী যা কিছু উৎপন্ন করে তা তার কর্তৃত্ব ও দখলদারিত্বেই হয়ে থাকে। বরং এর চেয়ে বড় বিস্ময়ের ব্যাপারে এই যে, মালাকুল মাওতকে বলা হল, 'এ লোক তোমাকে যা আদেশ করবে তা তুমি বাস্তবায়িত করবে।" আর তুমি কি না তাঁরই সামনে এ দামী সুগন্ধির প্রশংসা করছ এমনভাবে যেন তিনি তরকারী বিক্রেতা। কিংবা রুটি তৈরিকারী বা বাবুর্চি অথবা খেজুর বিক্রেতা। এ কথা শুনে হাসির দমকে হারূনুর রশীদ প্রায় মারা যাচ্ছিলেন। পরে তিনি ইব্ন আবূ মারয়ামকে এক লাখ দিরহাম দেয়ার আদেশ দিলেন।

একদিন হারূনুর রশীদ ঔষধ পান করলেন। ইব্ন আবূ মারয়াম সে দিন তার প্রহরীর ('সচিবের') দায়িত্ব পালনের আবেদন জানালেন এবং যা কিছু (হাদিয়া-নজরানা রূপে) অর্জিত হবে তা তার ও আমীরুল মু'মিনীনের মধ্যে বণ্টিত হওয়ার শর্ত করলেন। হারূন তাকে প্রহরীর দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। চারদিক হতে দূতেরা হাদিয়া নিয়ে আসতে লাগল। মহিয়ষী যুবায়দার কাছ হতে এবং বারমাকীদের ও বড় বড় আমীরদের কাছ হতে। এ দিনের মোট হাদিয়ার পরিমাণ ছিল ষাট হাজার দীনার। পরের দিন হারূনুর রশীদ তাকে প্রাপ্তির পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তা অবহিত করলে হারূন বললেন, 'আমার হিস্সা কোথায় ?' ইব্ন আবূ মারয়াম বললেন, 'আমি তার বিনিময়ে দশ হাজার আপেল দিয়ে আপনার সংগে আপোষ করলাম।

একবার তিনি আবূ মুআবিয়া আয্-যারীর (অন্ধ) মুহাম্মদ ইব্ন হাযিমের কাছ হতে হাদীস শোনার উদ্দেশ্যে তাঁকে নিজের কাছে আহ্বান করে আনলেন। এ প্রসংগে আবূ মু'আবিয়া বলেন, আমি তার কাছে যে কোন হাদীস উল্লেখ করলেই তিনি বলে উঠতেন ঃ صَلَّ اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِىْ (আল্লাহ্ আমার মনিবের প্রতি সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।) এতে তিনি কোন ওয়াজ-উপদেশের বিষয় শুনতে পেলে কেঁদে কেঁদে মাটি ভিজিয়ে ফেলতেন। একদিন আমি তার কাঁছে আহার করেছিলাম। আমি হাত ধোয়ার জন্য উঠলে তিনি আমার হাতে পানি ঢেলে দিতে লাগলেন। আমি তো তাকে দেখছিলাম না। তিনি বললেন, আবূ মুআবিয়া ! আপনি কি জানেন যে, কে আপনার হাতে পানি ঢেলে দিচ্ছে ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন' আপনাকে পানি ঢেলে দিচ্ছেন। আবূ মুআবিয়া বলেন, তখন আমি তাঁর জন্য দু'আ করলে তিনি বললেন, 'আমি তো ইলমের তা'জীম করার উদ্দেশ্যে এ কাজ করেছি।'

একদিন আবূ মুআবিয়া তাঁকে আ'মাশ হতে আবূ সালিহ্ আবূ হুরায়রা (রা) সনদে (বর্ণিত) আদম ও মূসা (আ)-এর বিতর্ক সংক্রান্ত হাদীস তাঁকে শোনাচ্ছিলেন। তখন হারূনুর রশীদের চাচা বললেন, হে আবূ মুআবিয়া ! এরা দু'জন কোথায় একত্রিত হয়েছিলেন ? এতে হারূন প্রচণ্ডরূপে রাগান্বিত হয়ে বললেন, "হাদীসের প্রতি কটাক্ষ করা হচ্ছে ? তরবারী ও চামড়ার ফরাশ (মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় বন্দীকে বসাবার জন্য ব্যবহারের চামড়া) নিয়ে এসো।" তা নিয়ে আসা হলে লোকেরা তার জন্য সুপারিশ করতে লাগল। হারূনুর রশীদ বললেন, 'এ তো ধর্মদ্রোহ।' পরে তাকে কারারুদ্ধ করার আদেশ দিলেন এবং কসম করে বললেন, 'তার মাথায় কে এসব ঢুকিয়েছে তা আমাকে অবহিত না করা পর্যন্ত সে বের হতে পারবে না।" তখন চাচা শক্ত-কঠিন কসম করে বললেন, 'কেউ তাকে তা বলে দেয়নি, বরং কথাটি হঠাৎ আমার মুখ ফস্কে বেরিয়ে

গিয়েছে। আমি এজন্য আল্লাহ্র কাছে তওবা ও ইসতিগফার করছি। তখন খলীফা তাকে মুক্ত করে দিলেন।

কারো কারো বর্ণনায় আছে, আমি একদিন হারূনুর রশীদের দরবারে উপস্থিত হলাম। তখন তার সামনে গর্দান কর্তিত একটি লাশ পড়েছিল এবং জল্লাদ লাশের ঘাড়ে তার তরবারি মুছে নিচ্ছিল। তখন হারূনুর রশীদ বললেন, 'আমি তাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছি, কারণ সে কুরআনকে 'সৃষ্ট' (মাখলূক) বলেছে। এ কারণে তাকে হত্যা করা মহিয়ান-গরিয়ান আল্লাহ্র নৈকট্য পাওয়ার উপায়। কোন আলিম মনীষী তাঁকে বললেন, আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি এঁদের প্রতি সুদৃষ্টি দিবেন যারা আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-কে ভালবাসে এবং তাদের অন্যদের চেয়ে অগ্রবর্তী সাব্যস্ত করে। আপনি আপনার প্রতিপত্তির মাহাত্ম্যে তাদের মর্যাদামণ্ডিত করবেন। হারূনুর রশীদ বললেন, "আমি কি তা-ই করছি না ? আল্লাহ্র কসম ! অনুরূপই আমি তাঁদের ভালবাসি এবং যারা তাঁদের ভালবাসে তাদেরও আমি ভালবাসব এবং যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে আমি তাদের শাস্তি দিব।

ইবনুস সিমাক তাঁকে বললেন, "আল্লাহ্ কাউকে আপনার উপরে উন্নীত করেননি। সুতরাং আপনার সাধনা হবে যেন কেউ আপনার চেয়ে আল্লাহ্র অধিক অনুগত না হয়। এ কথা শুনে হারূন বললেন, 'আপনার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হলেও তার উপদেশ অত্যন্ত সারগর্ভ।' (বর্ণনান্তরে) ফুযায়ল ইব্ন ইয়ায অথবা অন্য কেউ তাঁকে বললেন, দুনিয়াতে এদের কাউকে আল্লাহ্ আপনার ঊর্ধ্বে উন্নীত করেননি। সুতরাং আখিরাতে তাদের কেউ আপনার ঊর্ধ্বে না যেতে পারে আপনাকে সে সাধনাই করতে হবে। কাজেই নিজেকে মেহনত শ্রমে নিমগ্ন করুন এবং আপনার পালনকর্তার আনুগত্যের কাজে প্রবৃত্তিকে লাগিয়ে রাখুন।

একদিন ইবনুস সিমাক তার কাছে প্রবেশ করলেন। তখন খলীফা পানি পান করতে চাইলে ঠাণ্ডা পানির একটি কলসী তাঁর কাছে নিয়ে আসা হল। তিনি ইবনুস সিমাক বললেন, 'আমাকে নসীহত করুন !' তিনি বললেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন ! এ পানি আপনাকে দেয়া না হলে (এবং ক্রয় করে নিতে বাধ্য হলে) আপনি কত দাম দিয়ে তা ক্রয় করতেন ? তিনি বললেন, "আমার রাজত্বের অর্ধেক দিয়ে।" ইব্ন সিমাক বললেন, স্বচ্ছন্দে পান করুন ! পান করার পরে তিনি বললেন, 'বলুন তো, যদি আপনার দেহ হতে এ পানি বেরিয়ে যেতে বাধাগ্রস্ত হয় তবে কি পরিমাণের বিনিময়ে আপনি তার সুরাহার ব্যবস্থা করবেন ?' তিনি বললেন, 'আমার রাজত্বের অবশিষ্ট অর্ধেক দিয়ে।' তখন ইব্ন সিমাক বললেন, যে রাজত্বের অর্ধেকের দাম একবারের পান করার সমান এবং অপর অর্ধেকের দাম একবারের পেশাবের সমান তা অবশ্য তাতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হওয়ার উপযোগী বিষয়। এতে হারূনুর রশীদ কাঁদতে লাগলেন।

ইব্ন কুতায়বা বলেন, আর-রিয়াশী আমাদের শুনিয়েছেন। তিনি আসমাঈকে বলতে শুনেছেন, 'আমি হারূনুর রশীদের কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি তখন তার নখ কাটছিলেন। দিনটি ছিল শুক্রবার। এ ব্যাপারে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, বৃহস্পতিবারে নখ কাটা সুন্নাতরূপে বিবেচিত ; তবে আমার কাছে এ তথ্য পৌঁছেছে যে, শুক্রবারে নখ কাটা দারিদ্র বিদূরীত করো।". আমি বললাম, 'আমীরুল মু'মিনীন ! আপনিও দারিদ্রের ভয় করেন? তিনি বললেন, হে আসমাঈ ! দারিদ্রকে আমার চেয়ে অধিক ভয়য় করে এমন কেউ কি আছে ? ইব্ন

আসাকির ইবরাহীম আল মাহদী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি হারূন রশীদের কাছে ছিলাম। তিনি তাঁর বাবুর্চিকে ডেকে বললেন, তোমার খাদ্যের মধ্যে কি উটের গোশ্‌ত আছে ? বাবুর্চি বলল, 'জী হ্যাঁ, বিভিন্ন ধরনের আছে। হারূন বললেন, খাবারের সংগে তা-ও পরিবেশন করবে। পরে তা সামনে পরিবেশন করা হলে তিনি তা হতে একটি গ্রাস তুলে নিলেন এবং তা মুখে দিলেন। এ সময় জা'ফর বারমাকী হেসে দিলে হারূনুর রশীদ তার গ্রাস চিবানো বন্ধ করে দিলেন এবং জা'ফরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার হাসির কারণ কি ? জা'ফর বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন ! সে কিছু নয়। বাঁদীর সংগে গত রাতের একটি কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। হারূন বললেন, তোমার উপরে আমার অধিকারের কসম ! যদি না তুমি আমাকে আসল কথা অবহিত কর ! জা'ফর বললেন, 'ঠিক আছে। আপনি এ লুকমাটি খেয়ে নিন ! তখন হারূন সেটি মুখ থেকে ফেলে দিয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! তুমি অবশ্যই আমাকে আসল ঘটনা অবহিত করবে। তখন জা'ফর বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার ধারণায় আপনার এ উটের গোশ্‌তের খাবারের দাম কত পড়ছে ? খলীফা বললেন, 'চার দিরহাম হবে।' জা'ফর বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম ! হে আমীরুল মু'মিনীন ! বরং চার লাখ দিরহাম। খলীফা বললেন, তা কী রূপে ? জা'ফর বললেন, অনেক দিন আগে আপনি একবার আপনার বাবুর্চির কাছে উটের গোশ্‌ত চেয়েছিলাম। কিন্তু সে দিন তার কাছে তা ছিল না। তখন বলা হয়েছিল, 'অবশ্যই রান্নাঘর উটের গোশ্‌ত শূন্য থাকবে না।' সুতরাং আমরা সেদিন হতে আমীরুল মু'মিনীনের রান্নাঘরের জন্য দৈনিক একটি উট যবাই করে চলেছি। কেননা, আমরা বাজার হতে উটের গোশ্‌ত খরিদ করি না। কাজেই সেদিন হতে আজ পর্যন্ত উটের গোশ্‌তের জন্য চার লাখ দিরহাম ব্যয় করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে আজকের দিন ব্যতীত আর কোন দিন আমীরুল মু'মিনীন উটের গোশ্‌তের চাহিদা প্রকাশ করেননি। জা'ফর বললেন, আমি হেসেছিলাম এ কারণে যে, আমীরুল মু'মিনীন আজই সে গোশত হতে এ লুকমাটি মুখে দিয়েছেন এবং বাস্তবে আমীরুল মু'মিনীনের জন্য তার দাম পড়েছে চার লাখ দিরহাম।

বর্ণনাকারী বলেন, এসব কথা শোনার পর হারূনুর রশীদ প্রচণ্ডরূপে কাঁদতে লাগলেন এবং তার সামনে হতে দস্তরখান তুলে নেয়ার আদেশ দিলেন। পরে তিনি নিজে নিজেকে এই বলে ধমকাতে লাগলেন। 'আল্লাহ্‌র কসম ! হারূন ! তুমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছ।' তিনি এভাবে তিনি মুআয্‌যিন তাঁকে যুহর সালাতের সময় হওয়ার অবগতি প্রদান পর্যন্ত তিনি কাঁদতে থাকলেন। মুআয্‌যিনের আহ্বানে তিনি বের হয়ে লোকদের সংগে সালাত আদায় করলেন। পরে ফিরে এসে মুআয়্‌যিনগণ তাঁকে আসর সালাতের আহ্বান জানানো পর্যন্ত কাঁদতে থাকলেন। এ সময় তিনি দুই হারমের (মক্কা-মদীনা) ফকীরদের জন্য বিশ লাখ দান করার আদেশ দিলেন। প্রতি হারামের জন্য দশ লাখ বরাদ্দ করলেন। অনুরূপ বাগদাদের পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তদ্বয়ে দশ লাখ করে বিশ লাখ এবং কূফা ও বসরার ফকীরদের জন্য দশ লাখ সাদাকা করার আদেশ দিলেন। পরে আসরের সালাতের জন্য বেরিয়ে গেলেন। পরে আবার ফিরে এসে মাগরিবের সালাত পর্যন্ত কাঁদতে থাকলেন এবং সালাতের পরে ফিরে এলেন। তখন কাযী আবূ ইউসুফ তাঁর কাছে এলেন। তিনি বললেন, কী ব্যাপার ! আমীরুল মু'মিনীন ! আজ দিনভর কেঁদে চলছেন ? হারূনুর রশীদ তার ঘটনা বললেন এবং তার বাসনা পূরণের জন্য বিশাল অর্থ ব্যায়ের কথা এবং তা হতে মাত্র এক লুকমা আহার

করার কথা অবহিত করলেন। তখন আবূ ইউসুফ জা'ফরকে বললেন, আপনারা যে উট যবাই করতেন তার গোশ্‌ত কি নষ্ট হয়ে যেত কিংবা লোকেরা তা আহার করত ? তিনি বললেন, না, বরং লোকেরা তা আহার করত। আবূ ইউসুফ বললেন, আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে সওয়াবের সুসংবাদ গ্রহণ করুন– আপনার সে অর্থ ব্যয়ের জন্য যা বিগত দিনগুলোতে মুসলমানগণ আহার করেছে এবং সে সাদাকার জন্য যা করার তাওফীক আল্লাহ্ আপনাকে দান করেছেন এবং আজকের এদিনে আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর যে ভয় ও ভীতির তাওফীক দান করেছেন সে জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা তো বলেছেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ "যে তার পালনকর্তার সামনে দাঁড়াবার (এবং জীবনের হিসাব নিকাশ দেয়ার) ভয়ে ভয়ার্ত, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত।" তখন হারূনুর রশীদ আবূ ইউসুফকে চার লাখ দেয়ার আদেশ দিলেন এবং সে সময় খাবার আনিয়ে তা আহার করলেন। ফলে এ দিনে তার সকালের খাবারই বিকালের খাবার হয়ে গিয়েছিল।

আমর ইব্‌ন বাহ্‌র আল-জাহিজ বলেন, হারূন রশীদের জন্য ভাবগাম্ভীর্য ও রসিকতার এমন সমন্বয় ঘটেছিল যা তার পরে আর কারো ক্ষেত্রে ঘটেনি। (যেমন) আবূ ইউসুফের ন্যায় ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাঁর কাযী (বিচারপতি), বারমাকী(দের ন্যায় বিদ্বান-গুণবান)-রা ছিল তার উযীর ও মন্ত্রী ; অত্যন্ত সুসতর্ক ও ধীমান ফায্‌ল ইবনুর রাবী' ছিলেন তার প্রধান সচিব (প্রধানমন্ত্রী) ; উমর ইবনুল আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদ তার একান্ত সহচর। মারওয়ান ইব্‌ন আবূ হাফসা তার সভাকবি, তার গায়ক ইবরাহীম মাওসিলী – যিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমকালে ছিলেন অতুলনীয়। ইব্‌ন আবূ মারয়াম তার রসিক বন্ধু এবং তার সুরশিল্পী বারসূমা। আর (সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য) তার জীবন সংগিনী উম্মু জা'ফর হতে যুবায়দা যিনি ছিলেন যে কোন ভাল কাজে সর্বাধিক আগ্রহী এবং যে কোন নেক ও পুণ্যের কাজে সকলের চেয়ে অগ্রগামী। হারূনুর রশীদের অস্বীকৃতির পরে যিনি হারামে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা (নহ্‌রে যুবায়দা) সম্পন্ন করেছিলেন এবং তার হাত দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের অনেক শুভকর্ম সম্পাদন করিয়েছিলেন।

খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন। হারূনুর রশীদ বলতেন, আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের সদস্য যাদের দর্শন প্রভাব বিস্তারকারী। যাদের উত্থান সুন্দর। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উত্তারাধিকার ধন্য এবং আল্লাহ্‌র খিলাফত আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। একবার হারূনুর রশীদ বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করার সময় এক ব্যক্তি তার সামনে এসে বলল, 'হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি আপনাকে একটি কথা বলতে চাই যাতে কিছু রূঢ়তা থাকবে।' তিনি বললেন, না এবং তা সুন্দর নয়। আল্লাহ্ তা'আলা তো তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তির কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁকে তার সংগে 'কোমল' কথা বলার আদেশ দিয়েছিলেন।

শু'আয়ব ইব্‌ন হারব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হারূনুর রশীদকে মক্কার রাস্তায় দেখতে পেলাম। আমি মনে মনে নিজেকে বললাম, "তোমার জন্য সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অন্যায় কাজে নিষেধাজ্ঞা প্রদান অপরিহার্য। তখন আমার প্রবৃত্তি আমাকে ভয় দেখাল যে, এখনই তিনি তোমার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে। আমি বললাম, তবুও তোমাকে তা করতেই হবে।" তখন আমি দূর থেকে তাঁকে ডাক দিলাম– 'হে হারূন ! আপনি উম্মতকে ও পশুপালকে শান্ত করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, 'লোকটিকে ধর।' তখন আমাকে তাঁর কাছে উপস্থিত করা হল।

তখন তার হাতে ছিল লোহার তৈরি একটি কুঠার। যা দিয়ে তিনি ক্রীড়া করছিলেন। তিনি তখন একটি কুরসীতে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন, কোন্ গোত্রের লোক হে ? আমি বললাম, একজন মুসলমান। তিনি বললেন, 'তোমার মা পুত্রহারা হোক ! তুমি কোন্ গোত্রের লোক ? আমি বললাম, আন্‌বার গোত্রের। তিনি বললেন, আমাকে আমার নাম ধরে ডাক দেয়ার হিম্মাত তোমাকে কে দিয়েছে ? শুআয়ব বলেন, 'তখনই আমার মনে এমন কথার উদয় হল যা ইতোপূর্বে কখনও উদয় হয়নি।' আমি বললাম, আমি আল্লাহ্‌কে তাঁর নাম ধরে ডাকি– ইয়া আল্লাহ্!" সুতরাং আপনাকে আপনার নাম ধরে ডাকব না কেন ? আল্লাহ্ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলাও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয়দের তাদের নাম নিয়ে ডেকেছেন– 'হে আদম !, হে নূহ !, হে হূদ !, হে সালিহ !, হে ইবরাহীম !, হে মূসা !, হে ঈসা !, ওহে মুহাম্মদ বলে। আর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাঁর সর্বাধিক অপসন্দনীয় ব্যক্তিকে উল্লেখ করেছেন তার উপনামে এবং এভাবে বলেছেন যে, تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ হারূনুর রশীদ এ কথা শুনে বললেন, তাকে বের করে দাও !

ইবনুস সিমাক একদিন তাঁকে বললেন, আপনি একাকী ইনতিকাল করবেন, একাকী কবরে প্রবেশ করবেন এবং সেখান হতে আপনাকে একাকী উঠানো হবে। সুতরাং মহিয়ান-গরিয়ান আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থানকে ভয় করুন ! যখন দুশ্চিন্তা আচ্ছাদিত করবে, পা পিছলে যাবে, অনুশোচনা আগত হবে। সে দিন কোন তওবা কবূল করা হবে না। কোন বিচ্যুতি ক্ষমা করা হবে না এবং মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না। এতে হারূনুর রশীদ কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁর কান্নার আওয়াজ চড়ে গেল। তখন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালিদ ইবনুস সিমাককে বললেন, হে ইবনুস সিমাক ! আপনি আমীরুল মু'মিনীনের জন্য আজকের রাতটি কঠিন করে দিলেন। তখন তিনি উঠে সেখান হতে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন। ফুযায়ল ইব্‌ন ইয়ায মক্কায় তাঁর ওয়াজের রাতে তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যের মধ্যে বলেছিলেন, "হে সুশ্রী চেহারার অধিকারী ! আপনাকে এদের সকলের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ (এর ব্যাখ্যায় লায়ছ মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন)। পৃথিবীর জীবনে সংযোগের সব সূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে। এতে হারূন কাঁদতে লাগলেন এবং পরে হেঁচকি দিতে লাগলেন।

ফুযায়ল বলেন, একদিন হারূনুর রশীদ আমাকে ডাকলেন। সেদিন তিনি তার ঘরগুলো সুসজ্জিত করেছিলেন এবং বহুল পরিমাণে খাদ্য পানীয়ের ও সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে তিনি (কবি) আবুল আতাহিয়্যাকে ডেকে বললেন, আমাদের এ সুখ ও প্রাচুর্যের বর্ণনা দিয়ে কবিতা রচনা কর। আবুল আতাহিয়্যা বললেন ঃ

عِشْ مَابَدَا لَكَ سَالِمًا + فِى ظِلِّ شَاهِقَةِ الْقُصُوْرِ
تَسْعٰى عَلَيْكَ بِمَا شْتَهَيْـ + تَ لَدَى الرَّوَاحِ اِلَى الْبُكُوْرِ
فَاِذَا النُّفُوْسِ تَفَعْقَعَتْ + عَنْ ضِيْقِ حَسْرَجَةَ الصُّدُوْرِ
فَهُنَاكَ تَعْلَمُ مَوْقِنًا + مَاكُنْتَ اِلاَّ فِى غُرُوْرِ-

"তোমাদের যতদিন মনে চায় সুউচ্চ অট্টালিকার ছায়ায় নিরাপদ জীবন কাটাও। সকাল হতে সন্ধ্যা অবধি তোমার চাহিদা পূরণের মেহনত চলতে থাকবে। যখন বুকের শ্বাস সংকটের কারণে প্রাণ অস্থির হয়ে তড়পাতে থাকবে। তখনই শুধু তুমি নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে যে, তুমি ছিলে প্রতারণার শিকার।"

বর্ণনাকারী বলেন, কবিতা শুনে হারূনুর রশীদ প্রচণ্ড ও প্রবল কান্নায় ভেংগে পড়লেন। তখন ফাযল ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া কবিকে বললেন, আমীরুল মু'মিনীন আপনাকে ডেকেছিলেন তাঁকে আনন্দ দেয়ার জন্য ; আপনি তাকে দুঃখ দিলেন ? হারূনুর রশীদ তাঁকে বল্‌লেন, তাকে ছেড়ে দাও, সে আমাদের অন্ধত্বের মধ্যে দেখতে পেয়েছিল এবং আমাদের অন্ধত্ব আরো বাড়িয়ে দেয়া সে পসন্দ করেনি। অপর এক সূত্রের বর্ণনায় আছে, হারূনুর রশীদ আবুল আতাহিয়্যাকে বললেন, সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত কবিতার কিছু লাইন বলে আমাকে উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন ঃ

لَاتَأْمَنِ الْمَوْتُ فِى طَرْفِ وَنَفَسٍ + وَلَوْ تَمَتَّعْتَ بِالْحِجَابِ وَالْحَرْسِ
وَاعْلَمُ اَنَّ سِهَامَ الْمَوْعِتِ صَائِبَةٌ + لِكُلِّ مُدْرِعٍ مِنْهَا وَمُتَرِّسِ
تَرْجُوْ النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا + اِنَّ السَّفِيْنَةَ لَاتَجْرِى عَلَى الْيَبَسِ -

"এক পলক ও এ নিঃশ্বাসের জন্যও তুমি মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হবে না। পর্দা-আবরণ ও পাহারাদার দিয়ে তুমি সুরক্ষার ব্যবস্থা করে থাকলেও। জেনে রাখবে, মৃত্যুর তীর হতে আত্মরক্ষায় বর্ম পরিধানকারী ও ঢাল ব্যবহারকারী যে কোন ব্যক্তিকে তা আঘাত করেই ছাড়বে। তুমি মুক্তির আশা করছ অথচ তার উপযোগী পথ ধরে চলছ না। শুক্‌নো জায়গায় নৌকা চলতে পারে না।"

বর্ণনাকারী বলেন, কবিতা শুনে হারূনুর রশীদ অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন।

একবার হারূনুর রশীদ আবুল আতাহিয়্যাকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। জেলখানায় সে কি বলে তা পৌঁছাবার জন্য খলীফা লোক লাগিয়ে রেখেছিলেন। এ সময় আবুল আতাহিয়্যা একদিন জেলখানার দেয়ালে লিখলেন ঃ

اَمَا وَاللّٰهِ اِنَّ الظُّلْمَ شُؤْمٌ + وَمَا زَالَ الْمُسِيْئُ هُوَ الظَّلُوْمُ
اِلَى دَيَّانِ يَوْمِ الدِّيْنِ تَمْضِى + وَعِنْدَ اللّٰهِ تَجْتَمِعُ الْخَصُوْمُ -

"শোন ! আল্লাহ্‌র কসম ! যুলুম অবশ্যই দুর্ভাগ্য। মন্দ লোকেরাই বড় যুলুমবাজ হয়ে থাকে। বিচার দিনের বিচারপতি সকাশে তোমাকে যেতেই হবে। আল্লাহ্‌র কাছেই সমবেত হবে বাদী ও বিবাদী।

বর্ণনাকারী বলেন, খলীফা তখন তাকে ডেকে আনলেন ও অভিযোগ মুক্ত করে ছেড়ে দিলেন এবং এক হাজার দীনার তাকে হিবা করলেন।

হাসান ইব্‌ন আবুল ফাহ্‌ম বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি হারূনুর রশীদের কাছে প্রবেশ করলে তিনি বললেন, "আপনার খবরা খবর কি ? আমি বললাম,

بِعَيْنِ اللّٰهِ مَا تُخْفِيَ الْبُيُوْتُ + فَقَدْ طَالَ التَّحَمُّلُ وَالسُّكُوْتُ -

"ঘরগুলো যা গোপন করে রাখে তা-ও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে রয়েছে ; ধৈর্যধারণ ও নিরবতা অবলম্বন দীর্ঘমেয়াদী হয়েছে।"

তখন হারূনুর রশীদ বললেন, 'হে অমুক . . . . ! ইব্‌ন উয়ায়নার জন্য এক লাখ, যা তাঁকে ও তাঁর উত্তরসূরীদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিবে। অথচ রশীদের মোটেই লোকসান করবে না।

আসমাঈ বলেন, আমি হজ্জের সফরে হারূনুর রশীদের সংগে ছিলাম। আমরা একটি উপত্যাকায় পথ চলছিলাম, দেখলাম তার পাড়ে এক সুন্দরী নারী বসে আছে। তার সামনে রয়েছে একটি পেয়ালা এবং সে এই কবিতা আবৃত্তি করে করে সাহায্য প্রার্থনা করছে-

طَحْطَحَتْنَا طَحَاطِحُ الْاَعْوَامِ + وَرَمَتْنَا حَوَادِثُ الْاَيَّامِ
فَاَتَيْنَاكُمْ نُمِدَ اَكُفًّا + نَائِلاَتَ لِزَادِكُمْ وَالطَّعَامِ
فَاطْلُبُوْا الاَجْرَ وَالْمَثُوْبَةَ فِيْنَا + اَيُّهَا الزَّائِرُوْنَ بَيْتَ الْجَرَامِ
مَنْ رَافِيْ فَقَدْ رَانِ وَرَحْلِيْ + فَارْحَمُوْا غَرْبَتِيْ وَذُلًّ مَكَانِيْ -

"দুর্ভিক্ষের নিষ্পেষণ আমাদের নিষ্পেষিত করে দিয়েছে এবং কালের চক্র আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তাই আমরা তোমাদের কাছে এসেছি এবং তোমাদের খাদ্য ও পাথেয় হাতে পাওয়ার আশায় হাত পেতেছি। সুতরাং তোমরা আমাদের কাছে প্রতিদান ও বিনিময় অন্বেষণ কর; হে বায়তুল হারামের যিয়ারাতে আগত যাত্রীরা। যে আমাকে দেখল- সে আমাকে ও আমার বাহনকে দেখল, তোমরা আমার দারিদ্র এবং আমার অবস্থানের হীনতার প্রতি দয়া কর।"

আসমাঈ বলেন, আমি হারূন রশীদের কাছে গিয়ে সে নারীর কথা অবহিত করলে তিনি নিজে তার কাছে এলেন এবং তার বক্তব্য শুনে তার প্রতি দয়াদ্র হলেন ও কেঁদে ফেললেন। পরে খাদিম মাসরূরকে তার পেয়ালাটি স্বর্ণ দিয়ে ভরে দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন। সে তা পূর্ণ করে দিল। এমনকি তা থেকে ডানে-বামে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

একবার হারূনুর রশীদ হজ্জের পথে এক পল্লীবাসী বেদুঈন উট চালাবার হুদী সংগীত গাইতে শুনলেন ঃ

اَيُّهَا الْمَجَمِعُ هَمًّا لاَتَهِمُ + اَنْتَ تَقْضِيْ وَلَكَ الْحُمُّى تَحِمُ
كَيْفَ تَرْقِيْكَ وَقَدْ جَفَّ الْقَلَمُ + حَطَّتِ الصَّحَةُ مِنْكَ وَالسُّقَمُ -

"হে চিন্তার বাহক চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না ; তুমি অতিবাহিত করছ আর তাপদাহ তোমার জন্য উত্তপ্ত হচ্ছে। সে কী রূপে তোমাকে মন্ত্র করবে ; অথচ বিধির লিখন শুকিয়ে গেছে ; আর তোমার সুস্বাস্থ্য ও ব্যাধি নেমে গিয়েছে।

তখন হারূনুর রশীদ তার কোন খাদিমকে বললেন, তোমার সংগে কী আছে ? সে বলল, চারশ দীনার। খলীফা বললেন, সেগুলো এ বেদুঈনকে দিয়ে দাও ! সে দীনারগুলো হাতে নেয়ার পর তার সংগীরা তার কাঁধে হাত দিয়ে আঘাত করল এবং কবিতা আবৃত্তি করে বলল,

وَكُنْتُ جَلِيْسَ قَعْقَاعِ بْنِ عَمْرِو + وَلاَ يَشْقَى بِقَعْقَكِ جَلِيْسٌ -

"আমি তো ছিলাম কা'কা' ইব্‌ন 'আম্‌রের পাশে উপবেশনকারী ; কা'কা'-এর পাশে বসা ব্যক্তি দুর্ভাগা হয় না।"

তখন হারূনুর রশীদ কোন খাদিমকে আদেশ করলেন, তার কাছে বিদ্যমান স্বর্ণ এ কবিতা আবৃত্তিকারীকে দেয়ার জন্য। দেখা গেল যে, তার কাছে আছে দুইশ দীনার।

আবূ উবায়দ বলেছেন, এ কবিতাটি একটি প্রবাদ বাক্য এবং এর মূল ঘটনা এই যে, মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা)-কে কিছু স্বর্ণের পেয়ালা হাদিয়া দেয়া হলে তিনি তা তার সভাসদদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। তখন তাঁর পাশে বসা ছিলেন কা'কা' ইব্‌ন আম্‌র এবং কা'কা'-এর পাশে ছিল জনৈক বেদুঈন। যার জন্য কোন পেয়ালা অবশিষ্ট ছিল না। বেদুঈন লজ্জায় মাথা নত করে বসে রইল। তখন কা'কা' তার ভাগের পেয়ালাটি তাকে দিয়ে দিলেন। তখন বেদুঈনটি উঠে দাঁড়াল এবং এ বলতে লাগল ..... وَكُنْتُ جَلِيْسَ قَعْقَاعٍ

একদিন হারূনুর রশীদ মহিয়ষী যুবায়দার কাছ থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তিনি হাসছিলেন। কেউ বলল, আমীরুল মু'মিনীনের হাসির কারণ ? তিনি বললেন, আজ আমি এ নারীর – অর্থাৎ যুবায়দার নিকট প্রবেশ করলাম এবং তার কাছে বিশ্রাম করলাম ও ঘুমিয়ে পড়লাম। পরে স্বর্ণ ঢেলে রাখার আওয়াজ আমার ঘুম ভেংগে দিলে লোকেরা বলল, এই তিনলাখ দীনার মিসর হতে এসেছে। তখন যুবায়দা বলল, 'এগুলো আমাকে হিবা করে দিন !' (হে চাচাত ভাই !) আমি বললাম, ঠিক আছে, তা তোমারই ! পরে আমি তার কাছ হতে বেরিয়ে আসার আগেই সে মুখ ভেংচিয়ে (কৃত্রিম ক্ষোভ দেখিয়ে) বলল, "তোমার কাছে কী সদাচরণ পেলাম এ জীবনে ?"

একদিন হারূনুর রশীদ মুফায্‌যল আয্‌যাবীকে বললেন, 'নেকড়ে সম্পর্কে সর্বাধিক সুন্দর কবিতা কি আছে বল। তা হলে তুমি এ আংটি পাবে। যা এক হাজার ছয়শ দীনারে কেনা হয়েছে।' তখন ফাযল কবির এ পংক্তি আবৃত্তি করলেন-

يَنَامُ بِإِحْدٰى مُقْلَتَيْهِ وَيَتَّقِىْ + بِأُخْرٰى الرَّزَايَا فَهُوَ يَقْظَانُ نَائِمُ -

"সে তার এক পুতলী (চোখ) দ্বারা ঘুমায় এবং অপরটি দ্বারা সকল হতে আত্মরক্ষা করে। সুতরাং (বলা যায় যে,) সে একই সংগে জাগ্রত ও নিদ্রিত।"

হারূনুর রশীদ বললেন, 'তুমি আমার কাছ হতে আংটিটি ছিনিয়ে নেয়ার জন্যই এমন করে বললে। পরে আংটিটি তার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। পরে যুবায়দা তার কাছে লোক পাঠালেন এবং এক হাজার ছয়শ দীনার দিয়ে আংটিটি মুফায্‌যলের নিকট হতে কিনে আনলেন এবং এ কথা বলে তা রশীদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন যে, আমি লক্ষ্য করেছি যে, এটি আপনার বেশ পসন্দনীয়। হারূনুর রশীদ দীনারসহ সেটি পুনরায় মুফায্‌যলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, "আমরা কোন কিছু হিবা করে তা পুনরায় ফিরিয়ে নেই না।"

হারূনুর রশীদ একদিন আব্বাস ইব্‌ন আহ্‌মাদকে বললেন, আরবীদের সর্বাধিক প্রেম রসাত্মক ও লালিত্যপূর্ণ কবিতা কোনটি ? আব্বাস বললেন, বুছায়না সম্পর্কে জামীলের উক্তি –

اَلاَ يَتَنِىْ اَعْمٰى اَصَمُّ تَقُوْدُنِىْ + بُثَيْنَةُ لاَيَخْفٰى عَلَىَّ كَلاَمُهَا -

"হায় আমি যদি (প্রেমের) অন্ধ ও (দুর্নামে) বধির হতাম, বুছায়না আমাকে নিয়ে চলত এবং তার কথা আমার কাছে গোপন না হত।"

রশীদ আব্বাসকে বললেন, এ ধরনের প্রসংগে তোমার কবিতা আরও লালিত্যপূর্ণ। তা এই–

طَافَ الْهَوٰى فِى عِبَادِ اللّٰهِ كُلِّهِمْ + حَتّٰى اِذَا مَرَّبِى مِنْ بَيْنِهِمْ وَقَفَا -

' প্রেম আল্লাহ্‌র সকল বান্দার কাছেই চক্কর দিল ; শেষে যখন তাদের মধ্য হতে আমার কাছে এল তখন (চক্কর দেয়া বন্ধ করে) থেমে গেল।'

তখন আব্বাস খলীফাকে বললেন, আমীরুল মু'মিনীন ! তা হলে আপনার বক্তব্য এ সবের চেয়ে সূক্ষ্ম রসাত্মক–

اَمَا يَكْفِيْكِ اَنَّكِ تَمْلِكِيْنِى + وَاَنَّ النَّاسَ كُلُّهُمْ عَبِيْدِىْ
وَاَنَّكِ لَوْ قَطَعْتِ يَدَى وَرِجْلِى + لَقُلْتُ مِنَ الْهَوٰى اَحْسَنْتِ زِيْدِى -

"তোমার জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তুমি আমার মালিকানা অর্জন করেছ। আর সকল মানুষই আমার গোলাম। আর তুমি আমার হাত-পা কেটে ফেললেও প্রেমাতিশয্যে আমি বলব, উত্তম করেছ, আরো কর।"

বর্ণনাকারী বলেন, হারূনুর রশীদ এত আনন্দিত হলেন এবং হেসে দিলেন।

হারূনুর রশীদের তিন স্তর বিশিষ্ট প্রেয়সী দাসী প্রসংগে তার কবিতায় রয়েছে -

مَلَكَ الثَّلاَثُ النَّاشِئَتُ عُنَانِىْ + وَحَلَلْنَ مِنْ قَلْبِى بِكُلِّ مَكَانِ
مَالِىْ تُطَاوِ عُنِى الْبَرِيَّةُ كَلُّهَا + وَاُطِيْعُهُنَّ وَهُنَّ فِى عِصَيَانِىْ
مَا ذَاكَ اِلاَّ سُلْطَانَ الْهَوٰى + وَبِهِ قَدِيْنَ اَعَزُّ مِنْ سُلْطَانِىْ -

"তিন উদ্ভিন্না আমার 'লাগামের' মালিকানা দখল করেছে এবং আমার হৃদয়ের সর্বত্র অনুপ্রবেশ করেছে। এ কী ব্যাপার– জগত তো আমার আনুগত্য করে আর আমি আনুগত্য করি তাদের– অথচ তারা লিপ্ত আমার অবাধ্যতায়। ব্যাপার এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, প্রেমের রাজত্ব কর্তৃত্ব যার বলে তারা বলীয়ান– আমার রাজত্বের চেয়ে অনেক প্রবল।"

এবং আল-ইকদের গ্রন্থকার তার কিতাবে যে কবিতা উল্লেখ করেছেন –

تُبْدِى الصُّدُوْدَ وَتُخْفِى الْحَبَّ عَاشِقَةٌ + فَالنَّفْسُ رَاضِيَةٌ وَالطَّرْفُ عَضْبَانُ -

"বাইরে দেখায় প্রত্যাখ্যান। অন্তরে লুকিয়ে রাখে প্রেম– সে প্রেমিকা মনে মনে রাযী, চোখে (কৃত্রিম) ক্রোধের প্রকাশ।"

ইব্‌ন জারীর প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, হারূনুর রশীদের ভরণে দাসী-সেবাদাসী, খাস বাঁদী এবং তাদের খাদিমা এবং তাঁর স্ত্রী ও বোনদের খাদিমা মিলিয়ে চার হাজার বাঁদী ছিল। একদিন এদের সকলেই তাঁর সামনে উপস্থিত হল এবং তাদের মধ্যের গায়িকারা তাঁকে গান গেয়ে শোনান। এতে তিনি অত্যন্ত মাতোয়ারা হয়ে তাদের মাঝে মুদ্রা ছিটিয়ে দেয়ার আদেশ দিলেন। এতে সে

দিন প্রত্যেকের প্রাপ্ত সম্পদের পরিমাণ ছিল তিন হাজার দিরহাম। ইব্ন আসাকিরও এটি বর্ণনা করেছেন।

একটি বর্ণনায় আছে, তিনি মদীনা হতে একটি বাঁদী খরিদ করেছিলেন। সে তাঁকে প্রচণ্ডরূপে মোহাবিষ্ট করে ফেলেছিল। একদিন তিনি তার সাবেক মালিকদের ও তাদের সংশ্লিষ্ট আশ্রিতদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের উপস্থিত করার আদেশ দিলেন। তখন তারা আশিজন লোক উপস্থিত করল। খলীফা তার প্রধানমন্ত্রীকে অর্থাৎ ফাযল ইবনুর রাবী'কে তাদের সংগে সাক্ষাত করে তাদের প্রয়োজনগুলো লিখে নেয়ার আদেশ দিলেন। তাদের মধ্যে একজন লোক এমন ছিল যে, সে ঐ বাঁদীর প্রেমে পড়ার কারণে মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছিল। বাঁদী তার কাছে লোক পাঠালে তাকেও নিয়ে আসা হল। ফাযল তাকে বললেন, তোমার প্রয়োজন বল। সে বলল, আমার বাসনা এই যে, আমীরুল মু'মিনীন আমাকে অমুক (বাঁদীর) পাশে বসাবেন, আমি তিন রিত্‌ল (প্রায় পাউন্ড) সুরা পান করব আর সে আমাকে তিনটি গান শোনাবে। ফাযল বললেন, তুমি কি উন্মাদ ? সে বলল, "না। তবে আমি (অনুমতি পেলে) আমার এ বাসনা সরাসরি আমীরুল মু'মিনীনের কাছে নিবেদন করতে পারি।" তখন খলীফার কাছে বিষয়টি উল্লেখ করা হলে তিনি প্রেমিককে উপস্থিত করে বাঁদীকে তার পাশে এমনভাবে বসাবার আদেশ দিলেন যাতে তিনি (খলীফা) তাদের দেখতে পান এবং তারা তাঁকে দেখতে না পায়। তখন বাঁদীকে একটি চেয়ারে বসান হল। খাদিমরা তার সামনে ছিল এবং প্রেমিক পুরুষকে উপস্থিত করে একটি চেয়ারে বসানো হল। সে এক রিত্‌ল (সুরা) পান করে বাঁদীকে বললো, আমাকে এ গান গেয়ে শুনাও–

خَلِيْلَيَّ عُوْجَا بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمَا + وَاِنْ لَمْ تَكُنْ هِنْدُ بَارْضِكُمَا قَصْدًا
وَقُوْلاَ لَهَا لَيْسَ الضَّلاَلُ اَجَازَنَا + وَلٰكِنَّنَا جُزْنَا لِنَلْقَاكُمْ عَمْدًا
غَدًا يَكْثُرُ الْبَادُوْنَ مِنَّا وَمِنْكُمْ + وَتَزْدَادُ دَارِىْ مِنْ دِيَارِكُمْ بُعْدًا ۔

'আমার বন্ধুদ্বয় ! থাম ! আল্লাহ্ তোমাদের বরকতময় করুন। যদিও হিন্দ (প্রেয়সী) স্বেচ্ছায় তোমাদের দেশে অবস্থান করেনি। তাকে বলবে পথের ভ্রান্তি আমাদের অতিক্রান্ত করায়নি, বরং আমরা ইচ্ছাকৃতরূপে তোমাদের সংগে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে অতিক্রম করেছি। আগামী কাল আমাদের ও তোমাদের মধ্য হতে প্রস্থানকারী অনেক হবে এবং তোমাদের নিবাসের সংগে আমার নিবাসের দূরত্ব বাড়তে থাকবে।'

বর্ণনাকারী বলেন, তখন বাঁদী তাকে গান গেয়ে শোনাল এবং খাদিমরা তাকে উদ্বুদ্ধ করলে সে আর এক রিতল পান করে বাঁদীকে বলল, আমাকে তোমার জন্য উৎসর্গীত করা হোক– আমাকে এ গানটি শোনাও–

تَكلم مِنا فى الوجوهِ عُيونُنَا + فَنحنُ سُكُوْتٌ وَالهوٰى يَتَكَلَّمُ
وَنَغضُبُ اَحيانًا ونَرْضٰى بِطَوفِنَا + وذٰلكَ فيما بيننَا لَيْسَ يُعْلَمُ ۔

"জনসমক্ষে আমাদের (চেহারার) চোখগুলো কথা বলে ; আমরা (আমাদের মুখগুলো) নীরবতা পালন করে। আর প্রেমাসক্তি কথা বলে। কখনো আমরা রাগ করি এবং আমার চোখে থাকে সন্তুষ্টির ঝিলিক ; তা আমাদের অভ্যন্তরে থাকে, অন্যরা তা জানে না"।

বর্ণনাকারী বলেন, বাঁদী তাকে গেয়ে শোনাল এবং সে তৃতীয় রিত্ল পান করে বলল, আল্লাহ্ আমাকে তোমার জন্য উৎসর্গীত করুন। এ গানটি আমাকে শোনাও-

اَحسنَ مَا كُنا نَفرّقنا + وخاتَنَا الدهرُ ومَا خُنَّا
فَلَيْتَ ذَا الدهرَ لَنَا مَرَّةً + عادَ لَنَا يَوْمًا كَمَا كُنَّا -

"উত্তমই ছিল আমাদের (মিলন ও) বিচ্ছেদ ; কাল আমাদের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমরা বিশ্বাস ভংগ করিনি। হায় যদি সে যুগ আমাদের জন্য তেমন একটি দিন ফিরিয়ে দিত যেমন আমরা এক সময় ছিলাম।"

বর্ণনাকারী বলেন, পরে সে তরুণ সেখানকার একটি সিঁড়ির উপরের ধাপে উঠল এবং সেখান হতে মাথা নিচের দিকে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। হারূনুর রশীদ বললেন, এ তরুণ অতি ব্যস্ততা দেখিয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম! সে তাড়াহুড়া না করলে আমি অবশ্যই বাঁদীটি তাকে হিবা করে দিতাম।

হারূনুর রশীদের মাহাত্ম্য ও বদান্যতার বিবরণ সুদীর্ঘ। মনীষিগণ এর অনেক কিছু উল্লেখ করেছেন। আমি তার একটি যথাযোগ্য 'নমুনা' উপস্থাপন করলাম। ফুযায়ল ইব্‌ন ইয়ায বলতেন, অন্য কারো মৃত্যু হারূনুর রশীদের মৃত্যুর চেয়ে আমাদের জন্য কঠিন নয়। কেননা, তার পরে আমি বহু কঠিন সংকটের আশংকা করছি এবং (এজন্য) আমি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করি। তিনি যেন আমার বয়স হতে নিয়ে তার বয়স বাড়িয়ে দেন। মনীষিগণ বলেন, যখন হারূনুর রশীদের মৃত্যু হল এবং সে সব সংকট মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং জাতীয় জীবনে কঠিন বিরোধ ও হাংগামা দেখা দিল। এমনকি কুরআন সৃষ্ট (মাখলূক) হওয়ার মতবাদ প্রকাশ পেল। তখন আমরা ফুযায়ল যে সবের আশংকা করেছিলেন তা স্পষ্টরূপে বুঝতে পারলাম।

হাত ও লাল মাটি এবং জনৈক (নেপথ্য) বক্তার 'এটি আমীরুল মু'মিনীরের কবর' সংক্রান্ত স্বপ্নের বিবরণ আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তূসে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। ইব্‌ন আসাকির বর্ণনা করেছেন, হারূনুর রশীদ স্বপ্নে দেখলেন যেন কোন বক্তা বলছে- (কবিতা)

كَاَنِّىْ بجهذ الْقَصْرِ قَدْ بَادَ اهلُهٗ + ---------

যেন আমি এ প্রাসাদে, যার বাসিন্দারা ধ্বংস হয়েছে . . . . . .(শেষ পর্যন্ত) আগে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, এ স্বপ্নে দেখেছিলেন তাঁর ভাই মূসা আল-হাদী এবং তাঁর পিতা মুহাম্মদ আল-মাহদী। (আল্লাহ্ই সমধিক অবগত)। আমরা আরো বর্ণনা করে এসেছি যে, হারূনুর রশীদ তাঁর জীবনকালে নিজেই তাঁর কবর খনন করার এবং তাতে একবার পূর্ণ কুরআন খতম করার আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁকে কবরের কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং তিনি তখন কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, 'হে আদম সন্তান ! এখানেই হবে তোমার ঠাঁই। তিনি বুক বরাবর স্থানটি প্রশস্ত ও পায়ের দিক লম্বা করার আদেশ দিয়েছিলেন। পরে তিনি বলতে লাগলেন। مَـا اَغْنٰى عَنِّىْ مَـالِيَـهْ هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطَانِيَـهْ -'আমার সম্পদ আমার প্রয়োজন মিটায়নি ; আমার প্রতিপত্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে'। এ সময়ও তিনি কেঁদে চলছিলেন। একটি বর্ণনায় আছে, তাঁর মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি বললেন, 'ইয়া আল্লাহ্ ! অনুগ্রহ দ্বারা আমাদের উপকৃত করুন ! আমাদের মন্দ কাজ

ক্ষমা করে দিন। হে সেই সত্তা যার মৃত্যু নেই। যারা মারা যায় তাদের প্রতি রহম করুন। তাঁর ব্যাধি ছিল রক্তের এবং মতান্তরে ফুসফুসের (শ্বাস কষ্টের)।

তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক জিবরীল তাঁর ব্যাধির কথা তার থেকে গোপন করেছিলেন। হারূনুর রশীদ এক ব্যক্তিকে বোতলে করে তার পেশাব নিয়ে যাওয়ার এবং তা কার পেশাব তা অবহিত না করে (হাকীম) জিবরীলকে তা দেখিয়ে আনার আদেশ দিলেন। তাকে বলে দিলেন যে, চিকিৎসক কার পেশাব জানতে চাইলে তাকে বলবে, 'এটা আমাদের এক রোগীর পেশাব'। জিবরীল পেশাব পরীক্ষা করে তার কাছের এক ব্যক্তিকে বললেন, 'এ পেশাব সে ব্যক্তির পেশাবের ন্যায়'। 'সে ব্যক্তি' দ্বারা কে উদ্দেশ্যে তা পেশাব নিয়ে আসা ব্যক্তি অনুধাবন করে ফেলল। সে চিকিৎসককে বলল, "আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, এ পেশাব যার তার সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। (তার রোগের অবস্থা কেমন ?) কেননা, তার কাছে আমার কিছু পাওনা রয়েছে। এখন তার ব্যাপারে আশা ভরসা থাকলে . . . . . অন্যথায় আমার পাওনা উসুল করে নিব। তিনি বললেন, যাও, তার কাছ হতে উসুল করে নাও, কেননা অল্প কয়দিনই তার জীবন আছে। লোকটি এসে হারূনুর রশীদকে সব কথা অবহিত করলে তিনি জিবরীলকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। জিবরীল হারূনুর রশীদের মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকলেন। হারূনুর রশীদ তার এ অবস্থায় কবিতা বলেছিলেন-

اِنِّىْ بِطُوس مُقِيمُ + مَالِى بِطُوس حَمِيْمٌ
اَرْجُو اِلهى لِمَا بِى + فَاِنَّه بِى رَحِيْمٌ + لَقَدْ اَتى بِىْ طُوسًا
قَضَادُهُ الْمَحتومُ + وَلَيْسَ اِلاَّ رِضَائِىْ + وَالصَّبْرُ وَالتَّسْلِيْمُ ۔

"আমি এখন তূস শহরে অবস্থান করছি ; তূসে আমার কোন অন্তরংগ বন্ধু নেই। আমার অবস্থার ব্যাপারে আমি আমার মা'বূদের কাছে আশাবাদী ; কেননা, তিনি আমার প্রতি অতি দয়াবান। আমাকে তূসে নিয়ে এসেছে তাঁরই অলজ্ঘনীয় ফায়সালা। এতে আমারও রয়েছে পূর্ণ তুষ্টি । সবর ও আত্মসমর্পণ।".

হিজরী একশ তিরানব্বই সনে ৩রা জুমাদাল উখ্‌রা শনিবার তিনি ইনতিকাল করেন। মতান্তরে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল জুমাদাল উলা মাসে এবং মতান্তরে রবীউল আউয়ালে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল পঁয়তাল্লিশ অথবা সাতচল্লিশ অথবা আটচল্লিশ বছর। তাঁর খিলাফতের সময়কাল ছিল তেইশ বছর এক মাস আঠার দিন- মতান্তরে তেইশ বছর তিন মাস। তাঁর পুত্র সালিহ তাঁর জানাযার সালাত আদায় করেন। তূসের অন্তর্গত সানাবায (سناباذ) নামের জনপদে তাঁকে সমাহিত করা হয়। কেউ কেউ বলেছেন, হারূনুর রশীদের মৃত্যুর পরে তূস হতে লোকদের প্রত্যাবর্তনকালে আমি সানাবাযে তাঁর আবাসস্থলে এ কবিতা পাঠ করলাম-

مَنَازِل الْعَسْكَرِ مَعْمُورَةٌ + وَالْمنزِلُ الا عظَمُ مَهْجُوْرٌ
خَلِيْفَةُ اللّٰهِ بِدَارِ الْبِلى + تَسعى على اَجْدَانِه الْمُوْرُ
اَقْبَلَتِ الْعيرُ تُبَاهِى به + وَانْصَرَفَتْ تَنْدُبه الْعيرُ ۔

"সেনাবাহিনীর নিবাসগুলো রয়েছে অবাদ, কিন্তু প্রধান নিবাসটি এখন পরিত্যক্ত। আল্লাহ্র খলীফা চলে গিয়েছেন জীর্ণতার জগতে ; তার কবরের উপরে ছুটাছুটি করছে ছাগল ছ'নারা। এক কাফিলা এগিয়ে এল তাকে নিয়ে গর্ব করতে করতে এবং কাফেলা চলে গেল এমন অবস্থায় যে তারা তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করছিল।

আবুশ শীস তার মৃত্যুতে শোকগাথা রচনা করেন। তাতে আছে-

غَرَبَتْ فِي الشرقِ شَمْسٌ + فَلها العينانِ تدمَعُ
مَا رَأينَا قَطُّ شَمسًا + غَرَبَتْ من حَيثُ تَطلُعُ -

"পূর্বদেশে একটি সূর্য অস্তমিত হল। তার জন্য দু'চোখ অশ্রু টলমল। এমন সূর্য আমরা কোন দিন দেখিনি যা যে দিকে উদিত হয় সেদিকেই অস্তমিত হয়।"

অন্যান্য কবিগণও তার শোকগাথা রচনা করেছেন। ইবনুল জাওযী বলেছেন, হারূনুর রশীদ এত পরিমাণ মীরাছ রেখে যান যে, অন্য কোন খলীফা তা রেখে যাননি। ভূ-সম্পদ ও বাড়ি-ঘর ব্যতীত তাঁর রেখে যাওয়া মণিমুক্তা ও মূল্যবান আসবাবপত্রের মূল্য ছিল দশকোটি পঁয়ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। ইব্ন জারীর বলেছেন, বায়তুল মালে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ সত্তর কোটিরও অধিক ছিল।

খলীফা হারূনুর রশীদের স্ত্রী, দাসী ও সন্তান-সন্ততি

হারূনুর রশীদ তাঁর চাচাত বোন অর্থাৎ চাচা জা'ফর ইব্ন আবূ জা'ফর আল-মানসূরের কন্যা যুবায়দা উম্মু জা'ফরকে বিয়ে করেন। এ বিয়ে হয়েছিল পিতা মাহ্দীর জীবনকালে একশ পঁয়ষট্টি হিজরী সনে। এ স্ত্রীর গর্ভে জন্ম হয় পুত্র মুহাম্মদ আল-আমীনের। যুবায়দার মৃত্যু হয়েছিল দুইশ ষোল হিজরীতে (বিবরণ সমাগত)। পরে তিনি তাঁর ভাই মূসা আল-হাদীর 'উম্মু ওয়ালাদ' (আমাতুল আযীয)-কে বিয়ে করেন এবং এ স্ত্রীর গর্ভে পুত্র আলী ইবনুর রশীদের জন্ম হয়। তিনি সালিহ্ আল-মিসকীনের কন্যা উম্মু মুহাম্মদকে এবং তাঁর চাচা সুলায়মান ইব্ন আবূ জা'ফরের কন্যা হলে আল-আব্বাসাকে বিয়ে করেন এবং আর-রাক্কায় একশ সাতাশি হিজরীতে একই রাতে এ দুই স্ত্রীর সংগে বাসর যাপন করেন। তিনি আযীযা বিনতুল গিতরীফ অর্থাৎ মামাত বোন-তাঁর মা খায়যুবানের ভাইয়ের কন্যাকে বিয়ে করেন এবং উছমানী বংশের আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর কন্যাকে বিয়ে করেন। একে আল-জুরাশিয়াও বলা হয়। কেননা, ইয়ামানের জুরুশে তার জন্ম হয়েছিল। হারূনুর রশীদ চার জন স্ত্রী রেখে মারা যান। এরা ছিলেন যুবায়দা, আব্বাসা, সালিহের কন্যা এবং এ শেষোক্ত উছমানিয়া। আর বিশিষ্ট ও একান্ত দাসী-বাঁদীর সংখ্যা ছিল অনেক। এমনকি কেউ কেউ বলেছেন যে, তার ভবনে চার হাজার সুন্দরী সেবাদাসী ছিল।

তাঁর পুত্র সন্তানদের মধ্যে রয়েছেন যুবায়দার সন্তান মুহাম্মদ আল-আমীন মারাজিল নাম্নী বাঁদীর ঘরে আবদুল্লাহ্ আল-মামূন। মারিদা নাম্নী উম্মু ওয়ালাদের ঘরে আবূ ইসহাক মুহাম্মদ আল-মু'তাসিম। কাসফ নাম্নী বাঁদীর গর্ভে কাসিম আল-মু'তামান। আমাতুল আযীযের গর্ভে আলী, রাঈম (رئم) নাম্নী বাঁদীর ঘরে সালিহ। এছাড়া আবূ ইয়াকূব মুহাম্মদ, আবূ ঈসা মুহাম্মদ, আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ও আবূ আলী মুহাম্মদ-এরা সকলেই উম্মু ওয়ালাদের সন্তান। আর কন্যা সন্তানদের

মধ্যে ছিল জাসমের কন্যা সাকীনা, মারিদার কন্যা উম্মু হাবীব। এছাড়া আরওয়া উম্মুল হাসান, উম্মু মুহাম্মদ হামদূনা ও ফাতিমা- যার মা ছিল গামাস এবং উম্মু সালামা, খাদীমা, উম্মুল কাসিম রামলা, উম্মু আলী, উম্মুল গালিয়া ও রায়তা-এরা সকলে উম্মু ওয়ালাদের সন্তান।

মুহাম্মদ আল-আমীনের খিলাফাত

এ বছর অর্থাৎ একশ তিরানব্বই হিজরী সনের জুমাদাল উখরা মাসে তূস নগরীতে হারূনুর রশীদের ইনতিকাল হয়ে গেলে সালিহ্ ইবনুর রশীদ তার ভাই এবং পিতার পরে 'যুবরাজ' রূপে বিঘোষিত মুহাম্মদ আল-আমীন ইব্‌ন যুবায়দার কাছে পত্র লিখে তাকে পিতার মৃত্যুর সংবাদ অবহিত করলেন এবং তাকে সান্ত্বনা দিলেন। আমীন তখন বাগদাদে অবস্থান করছিলেন। পত্রটি খাদিম রাজার মাধ্যমে পৌঁছল। পত্রের সংগে ছিল (রাজকীয়) আংটি, লাঠি ও চাদর (শাযলা)। এটি ছিল জুমাদাল উখরার চৌদ্দ তারিখ বৃহস্পতিবার। তখন আল-আমীন তার আল-খুল্‌দ প্রাসাদ হতে আবূ জা'ফরের ভবন কামরুয যাহাবে (সোনালী ভবনে) চলে গেলেন। এ ভবন ছিল বাগদাদের শহরতলীতে। আল-আমীন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং পরে মিম্বরে উঠে ভাষণ দিলেন। এতে তিনি হারূনুর রশীদের মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশ করলেন। লোকদের আশ্বাসবাণী শোনালেন এবং তাদের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এ সময় তার সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লোকেরা এবং বনূ হাশিমের শীর্ষস্থানীয়রা ও আমীররা তাঁর হাতে বায়আত করল। সেনাবাহিনীকে তিনি দুই বছরের অনুদান-ভাতা প্রদানের আদেশ জারী করলেন। পরে তিনি মিম্বর থেকে নেমে চাচা সুলায়মান ইব্‌ন জা'ফরকে অবশিষ্ট লোকদের বায়আত গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করলেন। এভাবে আল-আমীনের কর্তৃত্ব সুষ্ঠু ও স্থির হলে তার ভাই আল-মামূন তার প্রতি হিংসা করতে থাকেন এবং তাদের দু'জনের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল (ইনশাআল্লাহ্ আমরা একটু পরে তার বিবরণ উল্লেখ করব)।

আমীন ও মামূনের বিরোধ

এ বিরোধের মূল সূত্র ছিল এই যে, হারূনুর রশীদ খুরাসান অঞ্চলের (প্রদেশ) প্রারম্ভিক অংশে পৌঁছে সেখানকার সঞ্চিত ধনভাণ্ডার। পশুপাল ও অস্ত্রভাণ্ডার পুত্র মামূনকে হিবা করলেন এবং তার পক্ষে বায়আত নবায়ন করালেন। এদিকে আল-আমীন বকর ইবনুল মুআমিরকে গোপন পত্র দিয়ে তা হারূনুর রশীদের মৃত্যুর পর আমীর (আঞ্চলিক প্রশাসক ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ)-দের কাছে পৌঁছবার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। হারূনুর রশীদের মৃত্যু হলে এসব পত্র আমীরদের এবং সালিহ্ ইবনুর রশীদের কাছে অর্পণ করা হল। এসব পত্রের মধ্যে মামূনের প্রতিও একটি পত্র ছিল যাতে তাকে আনুগত্য করার আদেশ দেয়া হয়েছিল। সালিহ্ জনতার কাছ হতে আমীনের জন্য বায়আত গ্রহণ করলেন। ফাযল ইবনুর রাবী সেনাবাহিনী সহকারে বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা করলেন। সেখানকার অধিবাসীদের অন্তরে মামূনের জন্য গৃহীত বায়আতের কারণে কিছুটা সংকটবোধ ছিল। মামূনও তাদের কাছে তার পক্ষে বায়আতের আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু তারা তাতে সাড়া দেয়নি। এ পরিস্থিতি দুই ভাইয়ের মধ্যে অসম্প্রীতি সৃষ্টি করল। কিন্তু সেনাবাহিনীর বিপুল অংশ আমীনের প্রতি আনুগত্যশীল ছিল। এ অবস্থায় মামূন ও ভাই আমীনের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধাপূর্ণ পত্র লিখলেন এবং নিজেকে খুরাসানে তার নায়িবরূপে

প্রকাশ করে সেখানকার পশুপাল ও মিশকসহ বিভিন্ন উপহার-উপঢৌকন পাঠাল। শুক্রবারে বায়আত পর্ব সমাপ্তির পর শনিবার সকালে আল- আমীন শিকার প্রমোদের জন্য দুইটি ময়দান তৈরি করার আদেশ দিলেন। এ প্রসংগে কোন কোন কবি বলেছেন-

بَنَى اَمِيْنُ اللّٰهِ مَيدانًا + وَصَيَّرَ الساحَةَ بُستانًا
وكَانت الغِزلانُ فيه بانا + يَهدى اليه غِزلانا

"আল্লাহ্র আমীন' একটি ময়দান নির্মাণ করেছেন ; আংগিনাকে বাগানে পরিণত করেছেন। হরিণপাল ছিল সেখানে স্পষ্ট দৃশ্যমান ; তাতে তার জন্য দিক নির্দেশ করছিল মৃগয়ার।"

এ বছরের শা'বান মাসে যুবায়দা রাক্কা হতে ধনভাণ্ডার এবং (স্বামী) হারূনুর রশীদের কাছ হতে পাওয়া উপহার সামগ্রী ও মহামূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে বাগদাদে আগমন করলেন। পুত্র আমীন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে আম্বার পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে জননীকে স্বাগতম জানালেন। আমীন তার ভাই মামূনকে খুরাসান ও রায় এবং সন্নিহিত অঞ্চলের শাসনকর্তৃত্বে বহাল রাখলেন এবং অপর ভাই কাসিমকে আল-জাযিরা ও সীমান্ত অঞ্চলের কর্তৃত্বে বহাল রাখলেন এবং পিতার নিযুক্ত শাসনকর্তাদের মধ্যে হতে অল্পসংখ্যক ব্যতীত অন্যদের বহাল রাখলেন।

এ বছর রোম সম্রাট আন-নাকফোর (نقفور) মৃত্যুবরণ করে। বারজান তাকে হত্যা করে। তার রাজত্বকাল ছিল নয় বছর। তারপরে তার পুত্র ইস্তাবরাক দুইমাস রাজত্ব করে মারা যায় এবং আন-নাকফোরের ভগ্নীপতি মীখাঈল সিংহাসন দখল করে। (আল্লাহ্ তাদের লা'নত করুন !) এ বছর খুরাসান নায়িব (প্রশাসক) ও রাফি' ইবনুল লায়ছের মধ্যে সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। রাফি' তুর্কীদের সাহায্য প্রার্থনা করে। পরে তারা পালিয়ে গেলে রাফি' একাকী হয়ে পড়ে এবং তার প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে যায়। এ বছর হিজাযের নায়িব দাঊদ ইব্ন ঈসা ইব্ন মূসা ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন। এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন-

ইসমাঈল ইব্ন উলায়্যা

ইনি শীর্ষস্থানীয় আলিম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের অন্যতম। ইমাম শাফিঈ ও আহমদ ইব্ন হাম্বল তাঁর কাছে হাদীস শ্রবণ করেছেন। বাগদাদে 'মাযালিম' (যুলুম নিরসন ও বিচার) বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন এবং বসরায় সাদাকা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি ছিলেন অভিজাত, আস্থাভাজন এবং মর্যাদাবান প্রবীণ। তিনি কম হাসতেন। তিনি ছিলেন বায্য (রেশমী) বস্ত্র ব্যবসায়ী এবং এ ব্যবসায়ের আয় হতে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতেন। হজ্জ সম্পাদন করতে এবং সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না, সুফিয়ান ছাওরী প্রমুখের ন্যায় বন্ধুদের জন্য ব্যয় করতেন। হারূনুর রশীদ তাঁকে বিচারপতি পদে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর বিচারপতির পদ গ্রহণের সংবাদ ইবনুল মুবারকের কাছে পৌছলে তিনি তাঁকে গদ্যে ও পদ্যে ভর্ৎসনামূলক পত্র লিখলেন। এতে ইব্ন উলায়্যা বিচারপতির পদে ইস্তফা দিলে খলীফা তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করলেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল এ বছরের যিলকাদ মাসে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিকের কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর

আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফরের উপাধি ছিল 'গুনদার'। তিনি শু'বা, সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবা ও আরো অনেক মনীষী হতে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর কাছ হতে রিওয়ায়াতকারীদের সংখ্যাও অনেক। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল প্রমুখ। তিনি ছিলেন ছিকা (আস্থাভাজন) সুদৃঢ় স্মৃতি শক্তির অধিকারী। তাঁর সম্পর্কে এমন বহু কাহিনী বর্ণিত হয়েছে যা দুনিয়ার প্রতি তাঁর অনীহা ও উদাসীনতার প্রমাণ বহন করে। এ বছরে তিনি বসরায় ইনতিকাল করেন এবং মতান্তরে এর পূর্ববর্তী বছর এবং কারো কারো মতে এর পরবর্তী বছর তিনি ইনতিকাল করেন। পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী মনীষীদের মধ্যে অনেকেরই তাঁর অনুরূপ (গুনদার) উপাধি ছিল।

আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ

তিনি ছিলেন অন্যতম ইমাম। আবূ ইসহাক সাবীঈ। আ'মাশ, হিশাম, হাম্মাম ইব্ন উরওয়া প্রমুখ ছিলেন তার হাদীসের শায়খ। তাঁর অনেক ছাত্রের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল। ইয়াযীদ ইব্ন হারূন বলেছেন, তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ বিদ্বান। চল্লিশ বছর যাবত মাটিতে পাঁজর সংযুক্ত করেননি। ষাট বছর যাবত প্রতিদিন পূর্ণ এক খতম কুরআন পাঠ করেছেন। আশি রমযান সিয়াম পালন করেছেন। ছিয়ানব্বই বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। মৃত্যু সন্নিকট হলে তাঁর পুত্র তাঁর জন্য কাঁদতে লাগলে তিনি বললেন, 'প্রিয় পুত্র ! কাঁদছ কেন ? আল্লাহ্র কসম! তোমার পিতা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করেনি।

১৯৪ হিজরীর আগমন

এ বছর হিমসবাসীরা তাদের শাসনকর্তাকে বিতাড়িত করলে আল-আমীন তাকে বরখাস্ত করে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ হাবশীকে তাদের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। নতুন শাসনকর্তা সেখানকার শীর্ষস্থানীয় একদলকে হত্যা করেন এবং প্রান্তিক অঞ্চল পুড়িয়ে দেন। তখন তারা তার কাছে নিরাপত্তার আবেদন জনালে তিনি তাদের নিরাপত্তা দেন। পরে তারা আবার বিশৃংখলা সৃষ্টি করলে তিনি পুনরায় তাদের অনেককে হত্যা করেন। এ বছর আমীন তার ভাই কাসিমকে আল-জাযীরা ও সীমান্ত অঞ্চলের শাসনকর্তা পদ হতে বরখাস্ত করে খুযায়মা ইব্ন খাযিমকে তার স্থলে নিয়োগ করেন এবং ভাইকে তাঁর কাছে বাগদাদে অবস্থান করার আদেশ প্রদান করেন।

এ বছরই আমীন সকল নগরীর (মসজিদের) মিম্বরগুলোতে তাঁর পুত্র মূসা ইবনুল আমীনের জন্য দু'আ করার এবং তার পরবর্তী আমীর হওয়ার ফরমান জারী করেন এবং পুত্রকে 'আন-নাতিকু বিল হাক্কি' (সত্যভাষী) খিতাবে ভূষিত করেন। এ ফরমানে পুত্রের পরে ভাই মামূনের জন্য এবং তার পরে অপর ভাই কাসিমের জন্য দু'আ করার আদেশ দেয়া হয়। প্রথমদিকে আমীনের নিয়ত ছিল তার দুই ভাইকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা। কিন্তু উযীর ফাযল ইবনুর রাবী' তাকে পরামর্শ দিতে থাকেন এবং ক্রমান্বয়ে ভাইদের ব্যাপারে তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে থাকেন। উযীর মামূন ও কাসিমকে পদচ্যুত করতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং মামূনের বিষয়টি তার কাছে তুচ্ছ করে উপস্থাপন করেন। মামূন খলীফা হলে ফাযলকে উযীরের পদ হতে সরিয়ে দিবেন

এ আশংকাই উযীরকে এসব করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আমীনও শেষে এ ব্যাপারে উযীরের সংগে ঐকমত্য পোষণ করেন এবং পুত্র মূসার জন্য দু'আ করার ও তার পরে 'যুবরাজ' হওয়ার ফরমান জারী করেন। এটি ছিল এ বছরের রবীউল আওয়ালের ঘটনা। মামূনের কাছে এসব সংবাদ পৌঁছলে মামূন কেন্দ্রের সংগে ডাক যোগাযোগ বন্ধ করে দিলেন এবং মুদ্রা ও রাজকীয় বস্ত্রে খলীফার (আমীনের) নামের মোহরের ছাপ দেয়া বন্ধ করে দিলেন এবং তার সংগে সম্পর্কের অবনতি ঘটালেন। এ পরিস্থিতিতে (বিদ্রোহী) রাফি' ইবনুল লায়ছ নিরাপত্তা প্রার্থনা করে মামূনের কাছে পত্র লিখলে তিনি তাকে নিরাপত্তা দিলেন। রাফি' তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে মামূনের কাছে চলে এল। মামূন তাকে সম্মান ও মর্যাদার সংগে গ্রহণ করলেন। তার পরপরই হারছামাও আগমন করলে মামূন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে তাকে স্বাগতম জানালেন এবং তাকে বিশেষ গার্ড বাহিনীর অধিনায়ক করলেন। সেনাবাহিনী মামূনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সংবাদ অবগত হয়ে আমীন ক্ষুব্ধ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। তিনি মামূনের কাছে একাধিক পত্র লিখলেন এবং শীর্ষপর্যায়ের তিনজন আমীরকে দূতরূপে পাঠালেন। এতে তিনি তার পুত্রকে অগ্রবর্তী মেনে নেয়ার জন্য মামূনকে অনুরোধ করলেন এবং তাকে 'আন-নাতিকু বিল হাক্কি' খিতাবে ভূষিত করার বিষয়টি অবহিত করলেন। মামূন এতে তার অসম্মতি প্রকাশ করলে আমীরগণ তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সম্মত করার এবং আমীনের আহ্বানে সাড়া প্রদানে রাযী করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালালেন। এতে মামূন আরো কঠোররূপে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে আব্বাস ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন ঈসা বললেন, "আমার পিতাও নিজেকে বায়আত থেকে অবমুক্ত" করেছিলেন। তাতে কী ফায়দা হয়েছিল ? মামূন বললেন, 'তোমার পিতা ছিলেন একজন অপসন্দনীয় ব্যক্তি। পরে মামূন আব্বাসকে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি প্রদান ও প্রলোভন দিতে থাকলেন। অবশেষে আব্বাস তাঁর হাতে খিলাফতের বায়আত করলেন। পরে তিনি বাগদাদ প্রত্যাবর্তন করার পর বাগদাদে আমীনের কার্যক্রম সম্পর্কে তাকে অবহিত করতেন এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতেন।

দূতগণ আমীনের কাছে ফিরে এসে তার ভাইয়ের বক্তব্য তাঁকে অবহিত করলেন। এ সময় ফাযল ইবনুর রাবী' মামূনকে বরখাস্ত করার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমীনকে উদ্বুদ্ধ করলেন। সুতরাং আমীন মামূনকে বরখাস্ত করলেন এবং সমগ্র দেশে তাঁর পুত্রের জন্য দু'আ করার আদেশ জারী করলেন। মামূনের সমালোচনা ও তার দোষ চর্চার জন্য সারা দেশে লোক নিয়োগ করা হল। হারূনুর রশীদ যে লিপিটি লিখেছিলেন এবং কা'বা শরীফে গচ্ছিত রেখেছিলেন। মক্কায় লোক পাঠিয়ে সেটি নিয়ে আসা হল। আমীন সেটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেন এবং পুত্র আন-নাতিকু বিল হাক্কি-র মনোনয়নের ব্যাপারে চূড়ান্ত বায়আত গ্রহণ করলেন। এ সময় আমীন ও মামূনের মধ্যে পত্রের আদান-প্রদান ও দূতের গমনাগমন চলতে থাকে। যার বিশদ আলোচনা বেশ দীর্ঘ। ইব্‌ন জারীর তার তারীখ (ইতিহাস) গ্রন্থে সে সবের বিশদ বিবরণ উপস্থাপন করেছেন। পরবর্তী পরিস্থিতি এই দাঁড়াল যে, দু'জনের প্রত্যেকে নিজ নিজ দখলভুক্ত ও দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করলেন এবং সেনাবাহিনী প্রস্তুত করলেন ও জনগণের মনোরঞ্জনে সচেষ্ট হলেন।

এ বছরেই রোমানরা তাদের সম্রাট মীখাঈলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাকে উৎখাত ও হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মীখাঈল রাজ ক্ষমতা পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত (রাহ্‌বানিয়াত) গ্রহণ

করে। রোমানরা তার স্থলে ইলিয়ন (লিয়োন)-কে তাদের রাজা মনোনীত করে। এ বছরের হিজাযের শাসনকর্তা (নায়িব) দাউদ ইব্‌ন ঈসা মতান্তরে আলী ইবনুর রশীদ লোকদের নিয়ে হজ্জ সম্পাদন করেন। এ বছরে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্টদের তালিকায় রয়েছেন।

আবূ বাহ্‌র সালিম ইব্‌ন সালিম আল-বালখী

তিনি ছিলেন (বাল্‌খ হতে আগত) বাগদাদ প্রবাসী। এখানে ইবরাহীম ইব্‌ন তাহমান ও সুফিয়ান সাওরী হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর কাছ হতে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন হাসান ইব্‌ন আরাসা। তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমুখ আবিদ। চল্লিশ বছর তার জন্য শয্যা বিছানো হয়নি এবং দীর্ঘ কাল তিনি ঈদের দিন ব্যতীত প্রতিদিন রোযা রাখতেন এবং আকাশের দিকে মাথা তুলতেন না। তিনি মুরজিআ মতবাদের দাঈ ছিলেন এবং হাদীস বর্ণনায় দুর্বল বিবেচিত হতেন। তবে সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধে তিনি ছিলেন নেতৃত্বদানকারী। বাগদাদ আগমনের পর তিনি হারূনুর রশীদের বহু কাজে প্রতিবাদ করেন ও তার কঠোর সমালোচনা করেন। খলীফা তাকে বারটি বেড়ি পড়িয়ে অন্তরীণ করেন। আবূ মুআবিয়া তার জন্য সুপারিশ করতে থাকলে তাকে চারটি বেড়িতে আবদ্ধ রাখা হয়। পরে তিনি নিজ পরিবার-পরিজনের সংগে মিলিত হওয়ার জন্য দু'আ করতে থাকেন। হারূনুর রশীদের মৃত্যু হলে যুবায়দা তাকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। তিনি তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে যান। তারা তখন হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় অবস্থান করছিল। তিনি মক্কায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। একদিন তার শীলা খাওয়ার বাসনা হল। সে বাসনা হওয়ার দিনেই শীলা বর্ষিত হল এবং তিনি তা ভক্ষণ করলেন। এ বছরের জিলহাজ্জ মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইব্‌ন আবদুল মজীদ

ছাকীফ গোত্রের লোক। বার্ষিক প্রায় পঞ্চাশ হাজার আমদানীর মালিক ছিলেন যার সবই মুহাদ্দিসগণের খিদমতে ব্যয় করতেন। তিনি চুরাশি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

আবুন নাস্‌র আল-জুহানী আল-মুসাব

মদীনা শরীফে মসজিদে নববীর সুফ্‌ফার উত্তর দেয়ালের কাছে অবস্থান করতেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘ সময় নিরবতা পালনকারী। কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে অত্যন্ত সুন্দর জবাব দিতেন এবং অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলতেন যা অমূল্য বাণীরূপে উদ্ধৃত ও লিপিবদ্ধ করা হত। জুমুআর দিন তিনি সালাতের আগে বের হতেন এবং মুসল্লীদের বিভিন্ন দলের কাছে গিয়ে ওয়াজ করতেন। তিনি বলতেন (কুরআনের বাণী –)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَلَدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا ـ

(হে মানুষ ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সে দিনের, যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবে না। সন্তানও কোন উপকারে আসবে না তার পিতার (সূরা লুকমান ঃ ৩৩) এবং

يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ

(এবং তোমরা সে দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, কারো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। কারো কাছ হতে বিনিময় গ্রহণ করা হবে না- সূরা বাকারা ঃ ৪৮)। একদলকে ওয়াজ করার পর আর এক দলের কাছে গিয়ে অনুরূপ বলতেন এভাবে একের পর এক বিভিন্ন দলকে ওয়াজ করতে করতে মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং সেখানে জুমুআর সালাত আদায় করতেন। পরে ইশার সালাত আদায় না করা পর্যন্ত সেখান হতে বের হতেন না।

একবার তিনি খলীফা হারূনুর রশীদকে অত্যন্ত সারগর্ভ ওয়াজ করলেন। তিনি বললেন, "জেনে রাখবেন যে, আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর নবীর উম্মত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। আপনি এর জন্য জবাব তৈরি করে রাখুন।" উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছিলেন-

لَوْمَا تَتْ سَخْلَةٌ بِالْفِرَاقِ ضِيَاعًا لَخَشِيْتُ اَنْ يَسْأَلَنِى اللّٰهِ عَنْهَا -

"সুদূর ইরাকেও যদি একটি ছাগলছানা নষ্ট হয়ে মারা যায় আমার ভয় হয় যে, আল্লাহ্ আমাকে সেটি সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করবেন"। তখন হারূনুর রশীদ বললেন, আমিও উমর (রা)-এর মত নই এবং আমার যুগও তাঁর যুগের মত নয়"। আবূ নাসর বললেন, "এ যুক্তি আপনার কোন কাজে আসবে না"। হারূনুর রশীদ তাঁকে তিনশ দীনার দেয়ার আদেশ করলে তিনি বললেন, 'আমি সুফ্ফা নিবাসীদের একজন ; সুতরাং আমিও তাদের একজন হব এ হিসাবে এ মুদ্রা তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার আদেশ দিন।

১৯৫ হিজরীর আগমন

এ বছরের সফর মাসে আমীন যে মুদ্রায় তার ভাই মামূনের নাম অংকিত রয়েছে তা দিয়ে লেনদেন না করার আদেশ দিলেন। তার জন্য মিম্বরে দু'আ করতে নিষেধ করলেন এবং তার জন্য ও তার পরবর্তীতে তার পুত্রের জন্য দু'আ করার আদেশ দিলেন। এ বছরই মামূন নিজেকে 'ইমামুল মু'মিনীন' নামে ভূষিত করেন। এ বছরের রবীউল আখিরে আমীন আলী ইব্ন ঈসা ইব্ন মাহানকে জাবাল, হামাদান, ইস্পাহান, কুম ও সন্নিহিত অঞ্চলের শাসনকর্তৃত্বে নিয়োগ করেন এবং মামূনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আদেশ দিলেন। এ উদ্দেশ্যে বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে দিলেন এবং তাদের জন্য বিপুল পরিমাণ ব্যয় করলেন। আলীকে দুই লাখ দীনার এবং তার পুত্রকে পঞ্চাশ হাজার দীনার অনুদান দিলেন। এছাড়া খেলাত দেয়ার জন্য কারুকাজ খচিত দুই হাজার তরবারী ও ছয় হাজার জোড়া যন্ত্র প্রদান করলেন। আলী ইব্ন মূসা ইব্ন মাহান চল্লিশ হাজার ঘোড় সওয়ার যোদ্ধা নিয়ে বাগাদাদ হতে প্রস্থান করলেন। তার সংগে মামূনকে বন্দী করে আনার জন্য রূপার তৈরি একটি বিশেষ বেড়ি ছিল। আমীনও বিদায় দেয়ার জন্য তার সংগে বের হলেন এবং রায় পর্যন্ত পৌছে বিদায় নিলেন। এ সময় আমীর তাহির চার হাজার সৈন্য নিয়ে তার (আলীর) সংগে সাক্ষাত করলেন। এ সময় তাদের মধ্যে কিছু ব্যাপারে (তর্ক-বিতর্ক) সংঘটিত হল। যার পরিণতিতে তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে গেল। এতে আলী ইব্ন ঈসা নিহত হল এবং তার সহযোদ্ধারা পরাস্ত হল। আলীর মাথা ও ধড় আমীর তাহিরের কাছে পৌছানো হল। তাহির এ বিষয়ে অবহিত করে মামূনের উযীর যু-র রিয়াসিতালের কাছে পত্র লিখলেন। আলী ইব্ন ঈসা-র হত্যাকারী ছিল তাহির আস-সগীর (ছোট তাহির) নামের এক ব্যক্তি। পরে তার নাম রাখা হল 'যুল ইয়ামীনায়ন'। কেননা, তাঁর বাঁকা হয়ে যাওয়া দুই হাতে তরবারি ধরেছিল এবং তা দিয়ে

আলী ইব্ন ঈসা ইব্ন মাহানী কবযাই করেছিল। এতে মামূন ও তার দলের লোকেরা আনন্দিত হল। এ দুঃসংবাদ যখন বাগদাদে আমীনের কাছে পৌছল তখন তিনি দজলায় মাছ শিকার করছিলেন। তিনি (সংবাদ বাহককে) বললেন, রেখে দাও ওসব ! কাওছার দু'টি মাছ শিকার করেছে। আমি এখনও একটি শিকার করতে পারলাম না।

বাগদাদের বাসিন্দারা আতংকিত হল এবং এ ঘটনার বিভীষিকার আশংকায় ভীত হল ! মুহাম্মদ আল-আমীন তার কৃতকর্ম-অংগীকার ভংগ করা, ভাই মামূনকে বরখাস্ত করা এবং পরে সংঘটিত ভয়ংকর ঘটনার কারণে অনুতপ্ত হলেন। দুঃসংবাদ তার কাছে পৌছেছিল এ বছরের শাওয়াল মাসে। পরে তিনি বিশ হাজার যোদ্ধার বাহিনী দিয়ে আবদুর রহমান ইব্ন জাবালা আয্বারীকে হামদানে পাঠালেন তাহির ইবনুল হুসায়ন ইব্ন মুসআব ও তার অনুগামী খুরাসানবাসীদের সংগে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। এ বাহিনী প্রতিপক্ষের কাছাকাছি পৌছলে তারাও সামনের দিকে এগিয়ে এল এবং উভয় প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হল। যাতে উভয়পক্ষে বহু সংখ্যক সৈন্য নিহত হল। শেষ দিকে আবদুর রহমান ইব্ন জাবালার বাহিনী পরাস্ত হয়ে হামাদানে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হল। তাহির সেখানে তাদের অবরোধ করে রাখল এবং অবশেষে তাদের সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসতে বাধ্য করল। তখন তাহির তাদের সংগে সন্ধিবদ্ধ হয়ে তাদের নিরাপত্তা দিল এবং বিশ্বস্ততার আচরণ করল। আবদুর রহমান ইব্ন জাবালা ও বাগদাদ প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে ফিরে চলল। কিন্তু পরে তাহিরের বাহিনীর সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের অসতর্কতার সুযোগে তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করল এবং তাদের বিশাল সংখ্যায় হত্যা করল। তাহিরের বাহিনী দৃঢ় অবস্থানের পরিচয় দিল এবং পরে তারা নিজেদের প্রস্তুত করে পাল্টা আক্রমণ চালাল এবং প্রতিপক্ষকে পরাজিত করল। এতে আবদুর রহমান ইব্ন জাবালা নিহত হলেন এবং তার বাহিনী ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে গেল। পরাস্ত বাহিনী বাগদাদে পৌছলে সেখানে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল এবং বিভিন্ন ধরণের গুজবের বিস্তার ঘটল। এসব ছিল এ বছরের জিলহজ্জ মাসের ঘটনা। তাহির কায্বীন ও সংলগ্ন অঞ্চল হতে আমীনের শাসনকর্তাদের তাড়িয়ে দিলেন এবং এ সব অঞ্চলে মামূনের কর্তৃত্ব অত্যন্ত জোরদার হয়ে গেল।

এ বছরের যিলহাজ্জেই শামে আস্‌সুফিয়ানীর বিদ্রোহের ঘটনা সংঘটিত হয়। তার প্রকৃত নাম আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা) সে শামের শাসনকর্তাকে সেখান হতে বিতাড়িত করে তার কর্তৃত্বের প্রতি আহ্বান করে। আমীন তার বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু বাহিনী তার দিকে না গিয়ে রাক্কায় অবস্থান গ্রহণ করে। তার পরবর্তী অবস্থার বিবরণ পরে উপস্থাপন করছি। এ বছর লোকদের নিয়ে হজ্জ সম্পাদন করেন হিজাযের নায়িব দাঊদ ইব্ন ঈসা। এ বছর অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন-

ইসহাক ইব্ন ইউসুফ আল-আযরাক

হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম ইমাম, আহমদ প্রমুখ তার কাছ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

বাক্কার ইব্ন আবদুল্লাহ্

ইনি বাক্কার ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসআব ইব্ন ছাবিত ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়র (রা)।

বার বছর এক মাস যাবত মদীনায় হারূনুর রশীদের নায়িব (শাসনকর্তা) পদে নিয়োজিত ছিলেন। হারূনুর রশীদ তার মাধ্যমে মদীনাবাসীদের জন্য বার লাখ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) অনুদান বণ্টন করেন। তিনি নিজেও ছিলেন অভিজাত, দানবীর ও সম্মানের পাত্র।

কবি আবূ নুওয়াস

তার নাম ও বংশধারা- হাসান ইব্‌ন হানি ইব্‌ন সাব্বাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইবনুল জাররাহ ইব্‌ন হানাব ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন সুলায়ম। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ তাকে আল-জাররাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-হাকামীর সংগে সম্বন্ধিত করেছেন। তাকে আবূ নুওয়াস আল-বিসরীও বলা হয়েছে। তার পিতা ছিলেন দামিশক নিবাসী এবং মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদের অঞ্চলের লোক। পরে তিনি আহওয়াযে বসবাস শুরু করেন এবং খালবান নামের এক নারীকে বিয়ে করেন। এ স্ত্রীর ঘরে আবূ নুওয়াস ও আবূ মুআয নামে অপর এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। পরে নুওয়াস বসরায় চলে যান এবং সেখানে আবূ যায়দ ও আবূ উবায়দার কাছে আদব (সাহিত্য) অধ্যয়ন করেন, সীবাওয়াহ-র কিতাব অধ্যয়ন করেন এবং খালাফ আল-আহমারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থান করেন এবং ইউনুস ইব্‌ন হাবীব আল-জারামী আন্ নাহ্বীর সান্নিধ্য অর্জন করেন। কাযী ইব্‌ন খাল্লিকান বলেছেন, আবূ নুওয়াস আবূ উসামা ও ইবনুল হুবাব কূফীর সংসর্গ লাভ করেন। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন আযহার ইব্‌ন সা'দ, হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ, হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা, আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যিয়াদ। মুতামির ইব্‌ন সুলায়মান, ইয়াহ্ইয়া আল কাত্তান প্রমুখ হতে এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন কাছীর আস্-সূফী তার কাছ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার কাছ হতে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন শাফিঈ। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, গুনদার এবং অন্যান্য খ্যাতিমান আলিমগণ। তাঁর বরাতে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীসসমূহের মধ্যে রয়েছে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন কাছীর সূফী হতে হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা হতে ছাবিত আনাস (রা) সনদে বর্ণিত হাদীস। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

لَايَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ فَاِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللّٰهِ لِمَنُ الْجَنَّةِ *

'তোমাদের কেউ যেন আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা পোষণ করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ না করে। কেননা, আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা পোষণ করা জান্নাতের মূল্য।'

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম বলেন, আমরা আবূ নুওয়াসের মৃত্যু সন্নিকট অবস্থায় তার কাছে গেলাম। তখন সালিহ ইব্‌ন আলী হাশিমী তাকে বললেন, 'হে আবূ আলী ! এখন আপনি দুনিয়ার জীবনের শেষ দিন এবং আখিরাতের জীবনের প্রথম দিনটিতে রয়েছেন। আপনার ও আল্লাহ্র মাঝে কিছু ছোটখাট অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে। সুতরাং আপনার আমলের ব্যাপারে আল্লাহ্র কাছে তওবা করুন ! আবূ নুওয়াস বললেন, "আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? আল্লাহ্র কসম ! আমাকে হেলান দিয়ে বসিয়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তাকে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলে তিনি বললেন, হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা ইয়াযীদ আর-রুকাশী হতে আমাকে এ হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

لِكُلِّ نَبِىٍّ شَفَاعَةٌ وَاِنِّىْ اخْتَبَأْتُ شَفَاعَتِىْ لاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

“প্রত্যেক নবীর জন্য একটি শাফাআত (সুপারিশ বরাদ্ধ) রয়েছে, আমার শাফআতটি আমি কিয়ামতের দিনে আমার উম্মতের কবীরা গোনাহকারীদের জন্য লুকিয়ে রেখেছি।” পরে তিনি বললেন, “এখন তুমি কি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত দেখছ না ?”

আবূ নুওয়াস বলেছেন, ‘খানসা ও লায়লার ন্যায় বিশ্বখ্যাত ষাটজন মহিলা কবির কবিতা শেখার আগে আমি কবিতা বলিনি ; সুতরাং পুরুষ কবিদের সংখ্যা তুমি বুঝে নাও। ইয়াকূব ইবনুস সিক্‌কীত বলেছেন, জাহিলী কবি ইমরুল কায়স ও আ'শ হতে ইসলামী কবি জারীর ও ফারাযদাক হতে এবং নতুন প্রজন্মের কবি আবূ নুওয়াস হতে কবিতার প্রশিক্ষণ লাভ করলে তা তোমার জন্য যথেষ্ট। আসমা'ঈ, জাহিয ও নাজ্‌জাম প্রমুখের ন্যায় অনেক মনীষী তার সাহিত্য দক্ষতার প্রশংসা করেছেন। আবূ আম্‌র শায়বানী বলেছেন, আবূ নুওয়াস যদি তার কবিতাকে ময়লা-দুর্গন্ধ দেয় নষ্ট না করত তবে অবশ্যই আমরা তার কবিতা প্রমাণরূপে পেশ করতাম। এর দ্বারা উদ্দেশ্য তার মদের স্তুতি মূলক এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক সুন্দর বালক-কিশোরদের বিষয়ে তার কবিতা। এদের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয়, যা তার কবিতায় সুবিদিত এ সব তার অপকর্ম ও আপত্তিকর হওয়ার কারণ।

একবার একদল কবি মামূনের কাছে সমবেত হল। তাদের বলা হল– এ কবিতার রচনাকারী কে – ?

فلما تَحسَّاها وَقَفْنَا كَاَنَّنَا + نَرَى قَمْرًا فِى الاَرْضِ يَبْلَعُ كَوْكَبًا -

“যখন সে তাকে ‘ঢোক ঢোক’ করে গলধকরণ করছিল, আমরা তখন থেমে গেলাম, যেন আমরা দেখছিলাম, মাটিতে অবস্থানরত একটি চাঁদ তারকাকে গিলে ফেলেছে।”

লোকেরা বলল, (এর রচয়িতা) আবূ নুওয়াস, মামূন বললেন, তা হলে এ কবিতা কার– ?

اِذَا نَزَلَتْ دونَ اللهاةِ مِنْ الفتى + دَعِىْ هَمَّه عَن قَلْبِه بِرَحيل -

“যখন তরুণের কণ্ঠনালীর প্রান্তে (আল্ জিহ্বার) কাছে তা নেমে আসে, তখন তাকে ছাড় দাও– যার সংকল্প তার হৃদয় হতে প্রস্থানোদ্যত।” লোকেরা বলল, আবূ নুওয়াসের কবিতা। তিনি বললেন, তা হলে এ কবিতা কার ?

فَتَمسَّتْ فِى مَفاصِلِهِم + كَتَمْشَىَ البُرءِ فِى السَّقَمِ-

“তাদের অংগ সন্ধিসমূহে (রন্ধ্রে রন্ধ্রে) প্রবিষ্ট হল– রোগের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আরোগ্য নিরাময় প্রবিষ্ট হওয়ার ন্যায়।” লোকেরা বলল, এ-ও আবূ নুওয়াসের কবিতা। মামূন বললেন, সুতরাং আবূ নুওয়াসই তোমাদের সেরা কবি।

সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না ইব্‌ন মুনাযিরকে বললেন, তোমাদের আবূ নুওয়াসের এ কবিতা কত রসাত্মক !

يَا قَمَرًا اَبْصَرْتُ فِى مَاتَمٍ + يَنْدَبُ شَجْوًا بَيْنَ اَتْرَابٍ
اَبْرَزَه الماتمُ لِى كَارِهًا + بَرَغْمْ ذِى بَابٍ وَحُبَّابِ
يَبْكَى فَيَذْرِى الدُّرُّ مِن عَيْنِهِ + وَيَلْطِمُ الوَردَ بِعُنَابٍ
لاَزَالَ مَوْتًا دَأبُ اَحْبَابِهِ + وَلَمْ تَزَلْ رُؤْيتُهُ دَأبِىْ -

"আহরে ! সে চাঁদমুখ যা দেখে ছিলাম এক শোক অনুষ্ঠানে। যে এক পশলা বিলাপ করছিল সখাদের মাঝে বসে। মাতম অনুষ্ঠানই তাকে আমার সামনে প্রকাশমান করেছিল ; প্রহরী ও দ্বাররক্ষীদের নাকে ধুলো মাখিয়ে ; অসন্তুষ্টির সংগে। কাঁদছিল আর মুক্তা করছিল তার চোখ হতে; আর (শোকে সে) গোলাপ পাপড়িতে আঘাত করছিল 'উন্নাব' দিয়ে (লাল ফুলের ন্যায় হাত দিয়ে গাল চাপড়াচ্ছিল)। তার আপনজনের মধ্যে মৃত্যুধারা চলমান থাক! আর এভাবে আমার তাকে দর্শন লাভ করাও চলমান থাক!

ইবনুল আ'রাবী বলেছেন, আবূ নুওয়াস তার এ কবিতায় সেরা কবির আসনে অধিষ্ঠিত–

تَسَرْتُ مِن دَهْرِى بِكُلِّ جَنَاحِهِ + فَعَيْنِى تَرَى دَهْرِى وَلَيْسَ يَرَانِىْ
فَلَوْ تَسْأَلِ الاَيَّامُ عَنِّىْ مَادَرَتُ + وَاَيْنَ مَكَانِىْ مَا عَرَفْنَ مَكَانِىْ -

"আমার কালচক্র হতে আমি আত্মগোপন করেছি তার যাবতীয় আশ্রয়-আচ্ছাদন দিয়ে ; ফলে আমার চোখ দেখতে পায় আমার কালচক্রে, কিন্তু সে দেখে না আমাকে।"

সুতরাং তুমি যদি কালকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর তবে সে জানবে না (জবাব দিতে পারবে না) এবং আমার অবস্থান কোথায় তা জিজ্ঞাসা করলে আমার অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে না।

আবুল আতাহিয়্যা বলেছেন, 'যুহদ' (দুনিয়ার প্রতি অনীহা) প্রসংগে আমি বিশ হাজার কবিতা বলেছি ; তবুও আমার বাসনা হয় যে, যদি আমি তার বিনিময়ে আবূ নুওয়াসের তিন লাইন কবিতা পেয়ে যেতাম– যা তার কবরে লিখা রয়েছে– তা এই।

يَانُوَاسِىُّ تَوَقَّرْ + اَوْ تَغَيَّرْ اَوْ تَصَبَّرْ
اِنْ يَكُنْ سَاءَكَ دَهْرٌ + فَلَمَّا سَرَّكَ اَكْثَرُ
يَا كَثِيْرُ الذَّنْبِ + عَفْوُ اللّٰهِ مِنْ ذَنْبِكَ اَكْبَرُ -

'হে নুওয়াস (নওয়াস্যা) ! গাম্ভীর্য ধারণ কর, অথবা মেজায বিকৃত কর অথবা ধৈর্যের মহড়া দেখাও ! সময় যদি কখনো তোমার সংগে মন্দ আচরণ করে থাকে ; তবে অবশ্যই অনেক অধিক পরিমাণে সে তোমাকে আনন্দ দিয়েছে। হে অধিক পরিমাণের পাপের পাপী ! আল্লাহ্‌র ক্ষমা তোমার পাপের চেয়ে অনেক অধিক।

কোন আমীরের স্তুতিগাথায় আবূ নুওয়াসের কবিতায় আছে–

اَوْ جَدَهُ اللّٰهُ فَمَا مِثْلُهُ + بِطَالِبٍ ذَاكَ وَلاَ نَاشِدٍ

لَيْسَ عَلَى اللّٰهِ بِمُسْتَنْكَرٍ + اَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِى وَاحِدٍ-

"আল্লাহ্ তাকে 'নব উদ্ভাবন' করেছেন। সুতরাং তার অনুরূপ কে-উই তার সন্ধানী অনুসন্ধানী নয়। আল্লাহ্র জন্য কোন 'অভিনব' বিষয় নয় যে, সমগ্র বিশ্বকে একের মধ্যে সমন্বিত করে দিবেন।"

লোকেরা সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাকে আবূ নুওয়াসের এ কবিতা আবৃত্তি করে শোনাল– যাতে রয়েছে–

مَا هَوىً اِلاَّ وَلَهُ سَبَبٌ + يَبْتَدِى مِنْهُ وَيَنْشَعِبْ
فَتَنَتْ قَلْبِى مَحَجَّبَةٌ + وَجِهَهَا بالحسن مُنْتَقِبٌ
خِلتُه وَالحُسنَ تَأخُذه + تَنْتَقِى مِنه وَنَنْتَخِبُ
فَاكْتَسَتْ مِنه طَبرالُفُهُ + وَاستَرَدَّت بعض مَاتَهَبْ
فَهْىَ لَوْ صَيَّرْتُ فِيْهِ لَهَا + عَوْدَةً لَمْ يَثْنِهَا اَرَبٌ
صَارَجِذَا مَامَزَحتُ بِه + رُبَّ جِدٍّ جَرَّه اللَّعبُ-

"যে কোন 'আসক্তি'-র পিছনে রয়েছে কোন না কোন সূত্র ও কারণ ; যা থেকে হয় তার সূচনা ও ক্রমবিকাশ। আমার অন্তরকে আসক্তিগ্রস্ত করেছে এক 'পর্দানশীনা', যে তার চেহারাকে সৌন্দর্যে নিকাব দ্বারা আচ্ছাদিত করেছে। খেয়াল করে দেখলাম তাকে ও সৌন্দর্যকে ; যা সে চয়ন করে করে ও তুলে তুলে আহরণ করছিল। সে পরিধান করল যে সৌন্দর্যের বাছাইকৃত অংশগুলো এবং তা হতে যা অনুমান প্রদত্ত হয়েছিল তারও কিছু ফিরিয়ে নিল। এখন তার অবস্থা এই যে, যদি তার জন্য সৌন্দর্যের ব্যাপারে পুনঃ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা হয় তবে কোন চাহিদাই তাকে ফিরিয়ে আনবে না। কৌতুক ও তামাশার বিষয়টিই বাস্তবের রূপ ধারণ করল ; বহু বাস্তবই এমন রয়েছে যা ক্রীড়া ও 'তামাশা'-র উৎপাদিত সুফল।"

ইব্ন উয়ায়না এ কবিতা শুনে বললেন, 'আমি এ নারীর স্রষ্টার প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম।

ইব্ন দুরায়দ বলেন, আবূ হাতিম বলেছেন, জনতা কবিতার এ লাইন দু'টি বদলে দিলে আমি তা স্বর্ণের পানি দ্বারা লিখতাম–

ولَو اَنِّى اسْتَزَدتُك مَابِى + مِن البلوى لاَعْوَزَك الْمَزِيدُ
وَلَو عُرِضَتْ عَلى الْمَوْتَى حَيَاتِى بِعَيْشٍ مِثْلِ عَيْشِىْ لَمْ يُرِيْدُوْا -

আমি যে পরিমাণ বিপদ-মুসীবতে আক্রান্ত, তোমার কাছে তার চেয়ে বেশী চাইলে সে 'বেশী' (না থাকার কারণে) তোমাকে অনটনগ্রস্ত করে দিত। আমার জীবনের অনুরূপ (দুঃখময়) জীবন সহকারে আমার হায়াতের (প্রস্তাব) মৃতদের কাছে পেশ করা হলে তারা তা পেতে আগ্রহী হবে না।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে সুহায়ল হতে আবূ সালিহ্ সনদের এ হাদীস আবূ নুওয়াস শুনেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

اَلْقُلُوْبُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا + ائْتَلَفَ وَمَاتَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ ۔

কলবগুলো যূথবদ্ধ (সমবেত) বাহিনীর ন্যায় (ছিল) ; সুতরাং (রূহের জগতে) যাদের মধ্যে পরস্পর পরিচয় গড়ে উঠেছিল তারা (পৃথিবীতে) সম্প্রীতিসম্পন্ন হয় এবং যারা পরস্পর অপরিচিত ছিল তারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়। আবূ নুওয়াস তারপর এক কবিতায় হাদীসটি ছন্দোবদ্ধ করলেন এভাবে–

اِنَّ الْقُلُوْبَ لاَجْنَادٌ مُحَنَّدَةٌ + لِلّٰهِ فِى الاَرْضِ بِالاَهواءِ تَعْتَرِفُ
فَمَا تَناكَرَ مِنْهَا فَهُوَ مُخْتَلِفَ + وَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا فَهُوَ مُوْتَلِفُ ۔

“অন্তরগুলো অবশ্যই আল্লাহ্র যুথবদ্ধ বাহিনী, পৃথিবীতে প্রেম-প্রীতির সূত্রে তারা পরিচিত হয়। সুতরাং এগুলোর মধ্যে যারা পরস্পর অপরিচিত তারা মতবিরোধকারী এবং এগুলোর মধ্যে যারা পরস্পর পরিচিত তারা সম্প্রীতিবদ্ধ।”

একদিন আবূ নুওয়াস একদল মুহাদ্দিসের সংগে আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন যিয়াদের কাছে উপস্থিত হলেন। আবদুল ওয়াহিদ তাদের বললেন, আপনাদের প্রত্যেকে দশ দশটি হাদীস পসন্দ করুন, যা আমি তাকে শোনাব। তখন আবূ নুওয়াস ব্যতীত তাদের প্রত্যেকেই তা গ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করলেন। আবদুল ওয়াহিদ আবূ নুওয়াসকে বললেন, তারা যেরূপ সম্মতি প্রকাশ করেছে তুমি সেরূপ করছ না কেন ? তখন তিনি আবৃত্তি করতে লাগলেন–

وَلَقَدْ كُنَّا رَوَينا + عَنْ سَعِيْد عَن قَتَادَة
عَنْ سعيدِ بن المُسَيِّـ + ـب ثم سَعْدَ بن عُبَادة
وَعَن الشعبى وَالشَعـ + ـبِى شَيْخٌ خُوجَلاَدَة
وَعنِ الاَخيارِ نَحكِيْـ + ـهِ وعن اَهِلِ الافَادة
اَنَّ مَنْ مَاتَ مُحِبًّا + فَلَهُ اَجْرُ شَهَادةٍ ۔

“আমরা তো রিওয়ায়াত করতাম– সাঈদ হতে কাতাদা হতে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব তারপর সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) সনদে এবং শা'বী হতে, শা'বী তো দৃঢ়চেতা শায়খ এবং উত্তম ব্যক্তিদের হতে ও বিদ্বানবর্গ হতে– আমরা তা উদ্ধৃত করি যে, “যে প্রেমিকরূপে (বিরহে) মারা যাবে, তার জন্য শহীদের সওয়াব।”

তখন আবদুল ওয়াহিদ তাকে বললেন, ‘পাপাচারী ! আমার এখান হতে বেরিয়ে যাও ! তোমাকেও হাদীস শোনাব না এবং তোমার কারণে এদের কাউকেও হাদীস শোনাব না। এ সংবাদ মালিক ইব্ন আনাস ও ইবরাহীম ইব্ন আবূ ইয়াহ্ইয়ার কাছে পৌছলে তারা বললেন, তাকে হাদীস শোনানোই (আমাদের দৃষ্টিতে) সমীচীন ছিল, হয়তো আল্লাহ্ তার সংশোধনের ব্যবস্থা করতেন।

গ্রন্থকারের বক্তব্য ঃ আবূ নুওয়াস তার রচিত এ কবিতায় যা বলেছেন তা ইব্ন আদী তার আল-কামিলে ইব্ন আব্বাস (রা) হতে মাওকূফ ও মারফূ'রূপে রিওয়ায়াত করেছেন ঃ مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ فَكَتَمْ فَمَاتَ مَاتَ شَهِيْدًا (যে প্রেমে পড়ল এবং পবিত্র রইল ও গোপন করল এবং মারা গেল সে শহীদরূপে মারা গেল।) এর মর্ম এই যে, কেউ নিজের ইচ্ছার বাইরে প্রেমাক্রান্ত হলে এবং সবর ও ধৈর্যধারণের মাধ্যমে নিজের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষায় অশ্লীল কাজ হতে বেঁচে থাকলে এবং মানুষের কাছে ফাঁস না করলে এবং এ কারণে মৃত্যুবরণ করলে সে অনেক অনেক সওয়াবের অংশীদার হবে। এ হাদীস সহীহ্ হলে এটিও এক ধরনের শাহাদাত (শহীদী মৃত্যু) হবে। আল্লাহ্ই সমধিক অবহিত।

খতীবও বর্ণনা করেছেন, শু'বা আবূ নুওয়াসের সংগে সাক্ষাত করে বললেন, 'আপনার অভিনব সংগ্রহ হতে আমাদের হাদীস শোনান। আবূ নুওয়াস তাৎক্ষণিকরূপে বলতে লাগলেন– খাফ্ফাফ ওয়াইল ও খালিদ হায্যা হতে আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন, তারা জাবির (রা) হতে এবং মিসআর তার কোন সংগী থেকে শায়খ এটি আমির পর্যন্ত পৌছিয়েছেন, তারা সকলে বলেছেন, "যে কোন কালিমার প্রতি কোন পবিত্র স্বভাবধারী আসক্ত হল এবং সে তাকে মিলনে সৌভাগ্যবান করল ও স্মরণকারী সংরক্ষণকারীর মিলন স্থায়ী করল তার জন্য জান্নাত উন্মুক্ত হল এবং যার কুসুমাস্তীর্ণ চারণ ভূমিতে সে বিচরণ করবে। আর যে প্রেমাস্পদ তার প্রেমিককে পুর্ণাংগ স্থায়ী মিলনের পরে নিপীড়ন করবে সে তো দুর্ভাগারূপে আল্লাহ্র আযাবে– আর বিতাড়ন ও চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্য . . . . (মূল পাঠ অস্পষ্ট। অনুবাদক)। তখন শু'বা তাকে বললেন, আপনি সুন্দর চরিত্রের অধিকারী এবং সেই সুবাদে আমি আপনার ব্যাপারে আশাবাদী।

আবূ নুওয়াস আরও আবৃত্তি করলেন,

يَا سَاحِرِ المُقلتَين وَالجِيدِ + وَقَا تِلى مِنك بالمَوَاعِيدِ
تُوْعِدن الوَصْلَ ثُمَّ تَخْلِفُنِى + وَيلاىَ مَن خُلفِكَ مَوْعُوْدِى
حَدَّثَنِى الازرقُ المحدثُ عَن + شهرٍ وَعوفٍ عن ابنِ مَسعود
مَا يُخلِفُ الوعدَ غَيْرُ كَافِرةٍ + وَكَافِرٍ فِى الجحيم مَصْفُوْدِ ـ

"হে যাদুময়ী দুইপুতলী (নয়ন) ও গ্রীবার অধিকারী এবং ওয়াদা করে করে আমাকে হত্যাকারী। আমাকে মিলনের ওয়াদা দিয়ে পরে তা ভংগ কর ; হায় আমার দুর্ভাগ্য– আমার সংগে তোমার ওয়াদা ভংগের কারণে।

(এ প্রসংগে) মুহাদ্দিস আল-আযরাক শাহ্র ও আওফা সূত্রে ইব্ন মাসউদ (রা) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। "কাফির নারী ও জাহান্নামের বেড়িতে আবদ্ধ কাফির ব্যতীত কেউ ওয়াদা ভংগ করে না।"

আবূ নুওয়াসের এ কবিতা ইসহাক ইব্ন ইউসুফ আল-আযরাকের কাছে পৌছলে তিনি বললেন, আল্লাহ্র দুশমন আমার নামে, তাবিঈদের নামে এবং মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীদের নামে মিথ্যা বলেছে।

সালীম ইব্ন মানসূর ইব্ন আম্মার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ নুওয়াসকে আমার পিতার মজলিসে প্রচণ্ডরূপে কাঁদতে দেখলে আমি বললাম, আমি আশা করি, এ প্রচণ্ড কান্নার পর আল্লাহ্ আপনাকে আযাব দিবেন না। তখন সে এ কবিতা বলতে লাগল–

لمْ اَبْكِ فِي مَجلسِ مَنْصُوْرٍ + شَوقًا اِلى الجنةِ والحورِ
وَلاَ مِنَ القَبرِ وَاهوالِه + وَلاَ مِنَ النفخةِ فِي الصُّوْرِ
وَلاَ مِنَ النارِ واَغْلاَلِهَا + وَلاَ مِنَ الخَزلانِ والجورِ
لكنْ بُكَائِي لبُكا شَادنٍ + تَقيه نَفْسِي كَلَّ مَحْذُوْرٍ -

“মানসূরের মজলিসে আমার কান্না জান্নাত ও তার হূরের প্রতি আকর্ষণের কারণে ছিল না এবং কবর ও তার ভয়ংকর অবস্থার ভয়েও ছিল না এবং শিংগার ফুঁকে প্রলয়ের ভয়েও ছিল না। জাহান্নাম ও তার বেড়ি-শিকলের ভয়ও ছিল না ; কিংবা সহায়হীনতা ও নির্যাতিত হওয়ার কারণেও ছিল না। আমার কান্না ছিল সে ‘হরিণ শাবকের’ জন্য ; আমার সত্তা যাকে সব সংকট হতে সুরক্ষা করে। পরে সে বলল, আমি তো কেঁদেছি আপনার পিতার কাছে বসা ঐ সুন্দর বালকের কান্নার কারণে। সে ছিল একটি সুশ্রী বালক, যে ওয়াজ শুনে মহিয়ান-গরিয়ান আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদছিল।”

আবূ নুওয়াস নিজেই বর্ণনা করেছেন, একবার এক তাঁতী আমাকে দাওয়াত করল এবং তার বাড়িতে আমাকে আপ্যায়ন করার জন্য অত্যন্ত বিনীত আবদার করল এবং আমি তার আহ্বানে হ্যাঁ না বলা পর্যন্ত আমার পিছনে লেগে থাকল। আমি সম্মত হলে সে তার বাড়ির দিকে চলল এবং আমিও তার সংগে চললাম। দেখলাম, তার বাড়িটি ভালই। দেখলাম, তাঁতী মোটামুটিভাবে একটি আপ্যায়ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছে এবং অন্য তাঁতীদেরও সমবেত করেছে। আমরা পানাহার পর্ব শেষ করলে মেযবান আমাকে বলল, ‘জনাব ! আমার একান্ত কামনা, আপনি আমার দাসী সম্পর্কে কিছু কবিতা বলবেন। সে তার এক দাসীর প্রতি প্রবলরূপে আসক্ত ছিল। আমি তাকে বললাম, তাকে আমার সামনে নিয়ে এস, তবে আমি তাকে দেখে তার গঠনাকৃতি ও তার রূপ সৌন্দর্য নিয়ে কবিতা বলব। সে তাকে পর্দার বাইরে নিয়ে এলে আমি দেখলাম আল্লাহ্র এক কুশ্রী ও বিদঘুটে সৃষ্টি, কৃষ্ণ, চুলে সাদা-কালোর মিশ্রণ বদ-সূরত, যার মুখের লালা বুকে গড়িয়ে পড়ছিল। আমি তার মালিককে জিজ্ঞাসা করলাম, তার নাম কি ? সে বলল, তাসনীম (সুপের পানি)। তখন কবিতা রচনা করলাম–

اَسهَرَ لَيْلِي حُبُّ تَسْنِيْم + جَارِيَةٌ فِي الْحُسْن كَالبُوْمِ
كَاَنَّمَا نُكهَتُهَا كَامِخٌ + اَو حُزمَة مِن حُزم الثُومِ
ضَرَطَتْ من حُبِّى لها ضرَطةً + اَفْزَعَتُ مِنْهَا مَلِكِ الرومِ -

“তাসনীমের প্রেম আমার রাতকে বিনিদ্র করে রেখেছে, সে এক কিশোরী (বাঁদী) সৌন্দর্যে সে পেঁচার সেরা ; তার মুখের ঘ্রাণ যেন ঝাঁঝাল সিরকা কিংবা রসূনের এক গাঁট। তার প্রতি আমার প্রেমে সে এমন এক ‘বায়ু’ ছাড়ল যা দিয়ে সে রোম সম্রাটকে কাঁপিয়ে দিল।”

বর্ণনাকারী বলেন, কবিতা শুনে তাঁতী আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচতে লাগল এবং সারা দিন হৈ চৈ করে আনন্দ প্রকাশ করল। সে বলতে লাগল, আল্লাহ্র কসম ! কবি আমার প্রেয়সীকে রোম সম্রাটের সংগে তুলনা করেছেন।

আবূ নুওয়াসের আর একটি কবিতা –

اَبْرَمَنى الناسُ يقُولُون + بِزعِمهم كَثُرَتْ اَوْزَارِيَهْ
اِنْ كُنتُ فِى النارِ اَمْ فِى جَنَّةٍ + مَاذَا عَلَيْكُمْ يَا بَنِى الزَّانِيَةِ ۔

"লোকেরা আমাকে ত্যক্ত-বিরক্ত করে দিয়েছে তাদের ধারণা প্রসূত এ কথা বলে যে, আমার গোনাহের বোঝা অনেক হয়ে গিয়েছে। (আচ্ছা,) আমি জাহান্নামে যাই কিংবা জান্নাতে ; তাতে তোমাদের কী সমস্যা– হে জারজ সন্তানেরা !

মোটকথা, ঐতিহাসিক ও সমালোচকগণ তার সম্পর্কে এ ধরনের বহু আপত্তিকর বিষয় লজ্জাহীনতা অশ্লীলতা সম্পন্ন গর্হিত কবিতার কথা উল্লেখ করেছেন। মদের স্তুতি ও কুকর্ম সংক্রান্ত এবং শুশ্রুবিহীন সুশ্রী কিশোর ও তরুণীদের নিয়ে তার প্রেম-ক্রীড়া সংক্রান্ত বহু অশ্লীল ও দুর্গন্ধময় কবিতা রয়েছে। এ কারণে একদল তাকে ফাসিক বলেছেন এবং অশ্লীলতায় অভিযুক্ত করেছেন, একদল তাকে ধর্মদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করেছেন। কেউ কি মনে করেন, সে ছিল ভনিতাকারী। তবে তার কবিতার প্রতি লক্ষ্য করলে প্রথম মতটি অধিক স্পষ্ট সাব্যস্ত হবে। আর ধর্মদ্রোহী হওয়ার অভিযোগ অবশ্যই স্বীকৃত নয়। তবে তার মধ্যে চরম লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতা ছিল। তার শৈশব ও বার্ধক্যে তার সম্পর্কে এমন কিছু বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যার যথার্থতা আল্লাহ্ মা'লূম। জনসাধারণের মধ্যে তার সম্পর্কে এমন অনেক কথা প্রচলিত রয়েছে যার কোন ভিত্তি নেই। জামি' দামিশকের আংগিনায় একটি গম্বুজ আছে যা থেকে পানি উথলে বের হয়। দামিশকবাসীরা এটিকে আবূ নুওয়াসের গম্বুজ নামে অভিহিত করে থাকে। এটি তার মৃত্যুর দেড় শত বছরের চেয়ে বেশী সময় পরে নির্মিত হয়েছে। সুতরাং এটিকে তার নামে সম্পর্কিত করার প্রকৃত কারণ আমার জানা নেই। আল্লাহ্ই সমধিক অবহিত।

মুহাম্মদ ইব্ন আবূ উমর বলেন, আমি আবূ নুওয়াসকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্র কসম ! আমি হারাম কাজের উদ্দেশ্যে কখনো আমার পাজামা খুলিনি। একবার হারূনুর রশীদের পুত্র মুহাম্মদ আল-আমীন তাকে বলেছিলেন, তুমি তো যিনদীক– ধর্মদ্রোহী। তখন আবূ নুওয়াস বললেন, আমি কী করে যিনদীক হব– যেখানে আমি এ কবিতা বলেছি-

اُصَلِّى الصلاَةُ الخمس فِى حينِ وَقتِهَا + وَاَشْهَدُ بِالتوحيدِ للّهِ خَالِصًا
وَاُحسن غُسلِى اِن رَكِبتُ جَنَابَةً + وَاِن جَاءَ نى المسكينُ لم اَكُ مَانِعًا
وَاِنِّىْ وَاِنْ حَانَت مِن الكاسِ دَعوَةٍ + اِلى بِيْعِةِ الساقى اَجَبْتُ مُسَارِعًا
وَاَشربُها صِرْفًا على جنبِ مَاعزٍ + وَجَدِيٍ كَثِيْر الشَّحم اَصْبَحُ رَاضِعًا
وَجَوَاذبُ حُوَّارِى ولُوز وَسُكَّرٌ + وَمَا زَال لِلخِمَّار ذلك نَافعًا

وَاَجْعَلُ تخليطَ الروافِض كَلِّهِمْ + لِنَفخةٍ بَختيشوعَ فِى النار طائِعًا -

“আমি তো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি যথাসময়ে ; আর আল্লাহ্‌র জন্য অনুগত হয়ে তার তাওহীদ ও একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রমাণ করি। ‘জানাবাতে’ লিপ্ত হলে আমি সুন্দর করে গোসল করি; কোন মিসকীন আমার কাছে এলে তার জন্য বাধা হই না। আবার ‘সাকী’-র ডেরায় (ক্লাবে রেস্তোরায়) কোন ‘পেয়ালার’ আহ্বান পেলে আমি তাতে সাড়া দেই অতি দ্রুত। তা পান করি নিরেট রূপে, দুম্বার ভুনা পাজর সহকারে এবং চর্বিদার ছাগল ছানা– যা সকালে দুধ পানে অভ্যস্ত ছিল এবং চিত্তহরী ধবধবে সাদা ময়দা-র রুটি) তিতিরের রোষ্ট, বাদাম আর মিষ্টি ; সুরাসেবীর জন্য এ সব অত্যন্ত উপাদেয়। রাফিযীদের সংমিশ্রণকে তো আমি সানন্দচিত্তে (চিকিৎসক) বাখতীশূ‘-র ফুঁ-এর উদ্দেশ্যে আগুনে ফেলে দিব।”

কবিতা শুনে আমীন তাকে বললেন, অথর্ব কোথাকার ! বাখতীশূ‘-এর ফুঁকের আশ্রয় নিতে তোমাকে বাধ্য করল কে ? আবূ নুওয়াস বললেন, ‘তাকে দিয়ে ‘কাফিয়া’ (কবিতার ছন্দ মিল) পূর্ণাংগ হয়েছে। আমীন তাকে রাজকীয় পুরস্কার প্রদানের আদেশ দিলেন। (তার উল্লিখিত বাখতীশূ‘ ছিলেন খলীফাগণের ব্যক্তিগত চিকিৎসক)। জাহিয বলেন, আবূ নুওয়াসের উক্তির চেয়ে অধিক সূক্ষ্ম মর্ম সম্পন্ন ও সৌন্দর্যমণ্ডিত উক্তি কবিদের কবিতায় আমি দেখিনি। তার উক্তি –

ايّة نارٍ قَدَح القادحُ + واى جِدّ بلغ المازحُ
لِلّٰه درُّ الشيب مِن واعظٍ + وناصحٍ لو خطىُ الناصِحُ
.يَأبِى الفتى الا اتباع الهوى + ومنهج الحق له واضح
فاسمُ بِعَينيك اِلى نِسوةٍ + مُهورَ هُن العملُ الصالحُ
لايَجْتلى الحوراءَ فِى خدرها + الا امرءٌ ميزانُه راجحٌ -

‘আগুন প্রজ্বলনকারী যে কোন আগুন প্রজ্বলিত করুক ; কৌতুক-মশকরাকারী যে নিরেট বাস্তবেই উপনীত হোক– আল্লাহ্ রে ! বার্ধক্য কতই উত্তম উপদেশদাতা ও নসীহতকারী, সাধারণ উপদেশদাতা ভুল করলেও– উচ্ছল তরুণ শুধু তার প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে ; অথচ সত্যের পথ-পন্থা তার জন্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তোমার দু'চোখ তোল সে (জান্নাতী) নারীদের দিকে, যাদের মহরানা হচ্ছে নেক আমল।

সুন্দরী হূরীদের আচ্ছাদনমুক্ত করতে পারে শুধু সে ব্যক্তি যার মীযান (আমলের পাল্লা) ভারী হবে।

مَن اتَّقى اللّٰه فَذاكَ الذِى + سِيْقَ اليه الْمَتْجَرَ الرابِعُ
فَاغدُ فَمَا فِى الدين اغلوطة + وَرُح لِمَا اَنْتَ رَائحٌ -

“যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলল (তাকওয়া অবলম্বন করল) সে-ই সে ব্যক্তি যার কাছে লাভজনক ব্যবসাক্ষেত্র পৌছে দেয়া হল। দীনে কোন গলদ বিষয় ও ধাঁধাঁ নেই ; সুতরাং তুমি সকাল-বিকাল যাত্রা কর। যে জন্য তোমার যাত্রা করার ইচ্ছা হয়।”

আবূ আফ্‌ফান তাকে একবার সে কাসীদাটি আবৃত্তি করতে বললেন, যার শুরুতে আছে- لاَ تَنْسَ لَيْلٰى وَلاَ تَنْظُرْ اِلٰى هِنْدٍ (লায়লাকে ভুলে যেয়ো না, হিন্দার দিকে নজর দিও না ....) আবৃত্তি শেষ করলে আবূ আফ্‌ফান তার সামনে সিজদাবনত হল। তখন আবূ নুওয়াস তাকে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! দীর্ঘদিন (এক মুদ্দত) পর্যন্ত আমি তোমার সংগে কথা বলব না। আবূ আফ্‌ফান বলেন, তার এ কসম আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল। পরে যখন আমি চলে যেতে উদ্যত হলাম তখন তিনি বললেন, তোমাকে আবার কবে দেখব ? আমি বললাম, আপনি না কসম করলেন ? তিনি বললেন, الدهرُ اَقْصرُ من ان يكون معه هجرَ ('সম্পর্ক বর্জন'-এর চেয়ে 'দীর্ঘকাল' ও 'দাহার'-এর মেয়াদ অবশ্যই সংক্ষিপ্ত)।

আবূ নুওয়াসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতায় আছে –

اَلاَ رُبَّ وجهٍ فِى الترابِ عتيقٍ + وَرُبَّ حسن فى التراب رَفِيْقٍ
وَيَا رُبَّ حزمٍ فى الترابِ وَنجدةٍ + ويا رُبَّ رأىٍ فى التراب وَثيقٍ
فقُل لِقريبِ الدار انك ظاعِنٌ + الى سَفَرٍ نائى المحلّ سحيقٍ
اَرى كُلَّ حىّ ها لِكًا وابنَ هالِكٍ + وذا نسبٍ فى الهالكينَ عَريقٍ
اِذَا امتَحنَ الدنيا لبيبٌ تَكَشَّفَتْ + له عن عدوٍّ فى لباسِ صَديقٍ -

"শোন ! বহু স্বাধীন-মর্যাদাবান চেহারা মাটিতে মিশ গিয়েছে ; বহু আকর্ষণীয় সৌন্দর্যও মাটিতে মিশে বিলীন হয়েছে। কতই গাম্বীর্য স্থৈর্য ও অভিজাত্য মিশিছে মাটির সাথে ; কতই সুদৃঢ় অভিমত বিলীন হয়েছে মাটিতে। কাছে বসবাসকারীকে বল, তুমি অবশ্যই প্রস্থান করবে বহু দূর-দূরান্তের গন্তব্যাভিমুখী সফরে। সকল জীবন্তকেই আমি দেখতে মৃত্যুপথযাত্রী এবং মৃত্যুপথযাত্রীর পুত্র ; আর অভিজাত বংশধরও রয়েছে ধ্বংসবরণকারীদের তালিকায়। কোন বুদ্ধিমান যখন দুনিয়াকে পরীক্ষা করে দেখবে তখন দুনিয়া তাকে বন্ধুর বেশে শত্রুকে উন্মুক্ত করে দেখাবে।"

অনুরূপ তার উক্তি –

لاَ تَشْرَهَنَّ فان الذُّلَّ فِى الشرَهِ + والعِزُّ فى الحِلْمُ لاَفى الطَّيَشِ والسَفَهِ
وَقُل لمُغتبِطٍ فِى التيه مِن حُمقٍ + لو كنت لا مافى القيه لم تتهِ
التيهُ مُفسدة للدين مُنقصة + لِلعقل مَهلكة للعرضِ فانتبهِ -

"লোভাতুর হয়ো না। কেননা, লোভে রয়েছে যিল্লতী ; আর ইয্‌যত রয়েছে স্থৈর্যে ; হঠাৎ রাগে কিংবা নির্বুদ্ধিতায় নয়। আহম্মকীর কারণে অহংকারের নিমগ্নকে বল, তুমি অহংকারের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হলে কখনো অহংকার করতে না। অহংকারে দীনকে ধ্বংস করে। বুদ্ধিমত্তা হ্রাস করে দেয় এবং মর্যাদা ধ্বংস করে দেয়। সুতরাং সতর্ক- সচেতন হও।"

আবুল আতাহিয়্যা কাসিম ইব্‌ন ইসমাঈল এক কাগজ বিক্রেতার (লাইব্রেরীর) দোকানে বসে ছিলেন। তিনি সেখানে একটি খাতার মলাটে এ কবিতা লিখলেন–

اَيَا عَجَبا كَيْفَ يَعْصِ الا + ه اَمْ كَيف يَجْحَده الجاحِدُ
وفى كَلِّ شَيئٍ له ايةٌ + تَدُلّ على اَنَّه الواحدُ ـ

“ওহে বিস্ময় ! কী রূপে কেউ আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে অথবা অস্বীকারকারী তাঁকে অস্বীকার করে ? অথচ সব কিছুতে তাঁর জন্য এ কথার নিদর্শন বিদ্যমান যে তিনি এক একক।”

পরে আবূ নুওয়াস সেখানে আগমন করলেন এবং এ কবিতা পাঠ করে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! কবি অত্যন্ত সুন্দর কবিতা বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আমার মনে চায় যে, আমি যত কবিতা রচনা করেছি তার সবের বিনিময়ে এ কবিতা আমার হত ! এটা কার রচনা ? লোকেরা বলল, আবুল আতাহিয়্যার। তখন আবূ নুওয়াস সে খাতাটি হাতে নিয়ে তার পাশে লিখলেন–

سُبحان مَن خَلقَ الْخَلْـ + قَ مِن ضُعفٍ مَهينٍ
يَسُوقُه مِن قَرار + اِلى قرار مَكينٍ
يَخلق شَيْئًا فشيئا + فى الحَجبِ دونَ العيونِ
حَتّى بدَتْ حَرَكَاتٌ + مخلوقَة فى سكونٍ ـ

‘পবিত্র-নিষ্কলুষ সে সত্তা যিনি সৃষ্ট জগতকে সৃষ্টি করেছেন হীন-লাঞ্ছনাকর দুর্বলতা হতে। তাকে পরিচালিত করতে থেকেছেন এক স্থিরতার ক্ষেত্র হতে পরবর্তী স্থিরতার ক্ষেত্রের দিকে। একটু একটু করে ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি করেন দৃষ্টির অন্তরালে পর্দার অভ্যন্তরে। অবশেষে প্রকাশ পেল সৃজিতস্পন্দন স্থিরতার মাঝে।’

তার শ্রেষ্ঠ কবিতার তালিকায় রয়েছে–

اِنقطعَتْ شدتى فعفت الملاهى اذ + رى الشيب كَفرقى بِالدَّوَاهى
ونَهَتْنى النُّهى فَمِلتُ اِلى العدلِ + وَاَشْفَقْتُ مِن مَقالِه نَاهِى
ايُّهَا الغافِلُ المُقِرُّ على السهوِ + وَلا عُذرَ فِى المعادِ لِساهِى
لابِاعْيالِنا نُطيق خلاصا + يَومَ تَبدو السماء فَوْقَ الحياه
على اَنَّا عَلى الاساءة وَالتَّفْ + رِيْطِ نَرجُو مِن حُسن عفوِ الالهِ ـ

“আমার যৌবনের শক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং খেলাধুলায় ভাটা পড়ল– যখন বার্ধক্য আমার সিঁথিকে মহাপ্রলয়ের সংবাদ দিল এবং বুদ্ধি-বিবেক আমাকে নিষেধ করল। ফলে আমি ন্যায় পরায়ণতার দিকে আকৃষ্ট হলাম এবং আমাকে সতর্ককারীর বক্তব্য সন্ত্রস্ত হলাম। হে উদাসীন, ভুলের স্বীকারোক্তিকারী ! ভুলকারীর জন্য পুনরাবৃত্তির ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা আমাদের আমল দ্বারা মুক্তি লাভের ক্ষমতা রাখি না– সে দিন, যে দিন আকাশ কপালের কাছেই প্রকাশমান হবে। তবুও মন্দ কাজ ও ঘটতে-বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমরা আল্লাহ্‌র উত্তম ক্ষমার প্রতি আশাবাদী।”

এবং তার কালজয়ী এ কবিতা–

نَموتُ وَنَبلى غَيْرَ اَنَّ ذنوبنا + اذا نحن مِتْنا لاتُمُوتُ وَلا تَبلى
اَلاَ رُبَّ ذِى عَينَينِ لا تنفعانِه + وما تَنْفَع العَينانِ مَن قَلبُه اَعمى -

"আমরা মরে যাই এবং জীর্ণ হয়ে যাই ; কিন্তু আমাদের পাপগুলো আমরা মারা গেলেও- মরে যায় না ও জীর্ণ-বিলীন হয়ে যায় না। ওহে শোন ! বহু দুই চোখওয়ালা এমনও আছে যে, চোখ তাদের উপকারে আসে না এবং যার অন্তর অন্ধ চোখ তার উপকার করে না।"

অনুরূপ তার এ কবিতা -

لَوْ اَنَّ عينًا اَو هَمَتْها نفسُها + يَومَ الحسابِ مُمثلا لم تَطرفِ
سُبحانَ ذى الملكوت اية ليلة + محقت صَبِيْحَتِها بيوم الموقفِ
كتبَ الفناء عِلى البريَّةِ رَبُّهَا + فَالناسُ بين مَقدَمٍ وَمَخْلَفِ -

'কোন সত্তা তার চোখের কাছে হিসাব দিবসের দৃশ্য চিত্রিত করে উপস্থাপন করলে সে চোখ আর পলক ফেলবে না। পুত-পবিত্র মহা রাজত্বের অধিকারী আল্লাহ্ ! কোন সে রাত- যার সকালকে নিষ্প্রভ করা হয়েছে (হাশরে) অবস্থানের দিন দ্বারা। সৃষ্টির পালনকর্তা সৃষ্টির জন্য বিনাশ লিখে দিয়েছেন ; সুতরাং মানুষ রয়েছে আগমন ও প্রত্যাগমনের মাঝে।'

বর্ণিত আছে, আবূ নুওয়াস হজ্জের ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা করলে এ কবিতা রচনা করলেন-

يا مالكًا ما اَعدلك + مليكَ كُلِّ مَلَكَ
لَبَّيْك اِن الحندَ لَك + وَالملكَ لا شريك لَكَ
عَبدُكَ قَد اَهلَّ لَك + انت له حيثُ سَلَكَ
لولاكَ يارَبٍّ هَلكَ + لَبَّيْكَ اِن الحمدَ لَكَ
والملك لا شريك لك + والليل لَّما اَن حلَكَ
والسابحات فى الفلك + على مَجارى تَنسِلك
كَلٌّ بنى وملك وكل من اهلَّ لك + سبح اوصلّى فلك لبيك اِن الحمدَلَكَ
والملك لاشريك لك يا مُخطئا ما اَجْهَلَكَ + عَصيتَ رَبًّا عَدَلَكَ واَقْد رَكَ واَمُهَلَكَ
عَجّل وبادر املكَ وَاختِم بخيرٍ عملَكَ + لبيك ان الحمدَ لكَ وَالملكَ لا شريك لَك

"হে মালিক ! কতই ন্যায়পরায়ণ তুমি ? যারাই কোন কিছুর মালিক, তাদের হে মহা মালিক! লাব্বায়কা- হাযির বান্দা হাযির- নিশ্চয় সব প্রশংসা তোমার, আর রাজত্ব ; তোমার কোন শরীক নেই। তোমার বান্দার তোমার উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বেঁধেছে ; সে যেখানেই পথ চলুক। তুমিই তার জন্য, হে আমার পালনকর্তা তুমি না হলে তো সে ধ্বংস হয়েই যেত। লাব্বায়ক- হাযির, হাযির, সব প্রশংসা তোমার। এবং রাজত্ব ; তোমার কোন শরীক নেই। রাত- যখন তার আঁধার ঘনীভূত হয় এবং মহাকাশে সন্তরণকারীরা তাদের কক্ষপথে চলমান হয়। সকল নবী ও ফেরেশতা এবং

যারাই তোমার উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধে (ও তালবিয়া উচ্চারণ করে)– তাসবীহ্ পাঠ করে কিংবা সালাত আদায় করে তা তোমারই জন্য ; লাব্বায়ক– হাযির– সব প্রশংসা তোমার এবং রাজত্ব (তোমার), কোন শরীক নেই তোমার। হে পাপাচারী ! কতই মূর্খ তুই ! সে পালনকর্তার অবাধ্য হয়েছ যিনি তোমাকে সুপরিমিত করেছেন, তোমাকে 'ক্ষমতাবান' করেছেন এবং তোমাকে অবকাশ দিয়েছেন। তোমার আশা-বাসনা (দুরাশা)-কে অতিক্রম করে দাঁড়িয়ে যাও এবং তোমার আমলকে উত্তম কিছু দিয়ে সমাপ্ত কর ; লাব্বায়ক– হাযির বান্দা হাযির ! সব প্রশংসা তোমার এবং রাজত্ব, নেই কোন শরীক তোমার !"

মুআফী ইব্‌ন যাকারিয়া হারীরী বলেন, মুহাম্মদ ইবনুল আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আহমদ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ছা'লাবকে বলতে শুনেছি, আমি আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের নিকট প্রবেশ করলাম। আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখলাম যার সত্য তাকে চিন্তাগ্রস্ত করে রেখেছে এবং তিনি নিজের কাছে অনেক মানুষের উপস্থিতি পসন্দ করছেন না। যেন আগুন তার সামনে প্রজ্বলিত করে রাখা হয়েছে। আমি তার মনোরঞ্জন করতে লাগলাম এবং আমি শায়বান গোত্রের মাওলা– এ কথা বলে তার কাছে পৌঁছার উপায় খুঁজতে লাগলাম। অবশেষে তিনি আমার সংগে কথা বলতে সম্মত হলেন। তিনি বললেন, আপনি কোন প্রকারের ইল্‌ম নিয়ে চর্চা করেছেন ? আমি বললাম, অভিধান ও কাব্য নিয়ে। তিনি বললেন, আমি বসরায় এক দল লোককে দেখলাম, তারা এক ব্যক্তির কাছ হতে কবিতা লিখছে। আমাকে বলা হল, ইনি আবূ নুওয়াস। আমি লোকদের ডিংগিয়ে তার কাছে পৌঁছলাম। আমি তার কাছে বসলে তিনি আমাদের এ কবিতা লেখালেন–

اِذا مَا خلوتَ الدهرَ يومًا فلاَ تَقُل + خلوتُ ولكن فى الخلاءِ رَقِيبُ
ولاَ تَحُسبَن اللّهَ يَغفُل ساعةً + ولا اثِما يُخفى عليه يغيبُ
لَهَوْنا عن الاثامِ حتى تتابَعَتْ + ذنوبٌ على اثارهِن ذُنوبُ
فياليتَ اَنَّ اللّه يغفر مامضى + ويأذنُ فى توباتِنا فنَتوبُ ۔

'দীর্ঘ জীবনকালে কোন দিন তুমি নির্জনে অবস্থান করলেও এ কথা বলনা যে, আমি নির্জনে রয়েছি (সুতরাং যা ইচ্ছা তা করতে পারি) বরং নির্জনেও রয়েছে গোপন পর্যবেক্ষণকারী। কক্ষণো আল্লাহ্‌কে এক মুহূর্তের জন্য 'অমনোযোগী' ধারণা কর না এবং কোন গোপনে পাপকারীও তাঁর কাছে অদৃশ্য থাকে না। আমরা পাপের কাজে উদাসীনতা প্রদর্শন করেছি ; ফলে পাপের পরে পাপের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। হায় বাসনা ! যদি আল্লাহ্ বিগত বিষয়গুলো মাফ করে দেন এবং আমাদের তওবা করার অনুমতি দেন। তবে আমরা তওবা করব।'

কারো কারো বর্ণনায় এ কবিতার সংগে আবূ নুওয়াসের নিম্নের কবিতার উল্লেখ রয়েছে –

اَقولُ اِذا ضاقَتْ على مَذاهِبِى + وَحَلَّتْ بِقَلبِى للهُموم نُدوبٌ
لِطولِ جِنايَانى وعُظم خطيئَتِى + هَلكتُ ومالى فى المَتابِ نصيبُ
واغرِقُ فى بَحْرها لَمخافةِ ايسًا + وتَرجعُ نَفسى تارةً فتتوبُ

وَتُذَكَرنى عفوَ الكريم عن الورى + فاحيا واَرجو عفوَه فأنيبُ
واَفضَعُ فى قَولِى وارغَبُ سائلاً + عسى كاشِف البلوى على يتوبُ -

"আমার (জীবন) চলার পথ যখন আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং আমার হৃদয় জগতে দুশ্চিন্তার জন্য বিলাপ নেমে আসে তখন আমি বলি– আমার অপরাধের দীর্ঘ ফিরিস্ত ও আমার ভ্রান্তির বিশাল পরিধির কারণে আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি এবং তওবায় আমার কোন অংশ নেই। আমি নিরাশায় ভীতির সাগরে ডুবে যাই (হাবুডুবু খাই) --- এবং কখনো আমার সত্তা ফিরে এসে এবং তওবা করে। সে আমাকে সৃষ্টির প্রতি দয়াবানের ক্ষমা স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে আমি জীবন ফিরে পাই এবং তাঁর ক্ষমার প্রতি আশাবাদী হয়ে (তাঁর দিকে) ধাবিত হই। তখন আমি আমার কথায় বিনয়ী হই এবং আগ্রহ ভরে (ক্ষমা) প্রার্থনা করি; আশা করি, বিপদ অবমুক্তকারী আমার তওবা কবুল করবেন।"

ইব্‌ন তাররায আল-জারীরী বলেছেন। আমি এ কবিতাগুলো উদ্ধৃত করেছি--জবাবে বলা হল, আবূ নুওয়াসের। এগুলো তার 'যুহদ' (পৃথিবীর প্রতি অনীহা ও বিরাগ) বিষয়ক কবিতার অন্তর্ভুক্ত। নাহুবিদগণ বহু স্থানে এগুলো দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

হাসান ইবনুদ-দায়া বলেছেন, আবূ নুওয়াসের মরণ-ব্যাধির সময় আমি তার কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম, আমাকে উপদেশ দিন ! তখন তিনি আবৃত্তি করতে লাগলেন –

فَكَثِّر مَا استطعتَ من الخطاياه + فَانَّكَ لاقِيا (لاقٍ) ربا غفوراً
ستُبْصِرُ اِن وردَت عليه عفواً + وتَلقى سَيِّداً مَلِكا قَديراً
تَعَضُّ ندانةً كَفَّيْك محا + تركتَ مخافةَ النارِ الشروراً -

"কর, তোমার সাধ্যানুসারে বেশী বেশী গোনাহ কর ; কেননা তুমি তো এক মহা ক্ষমাশীল পালনকর্তার সাক্ষাত লাভ করবে। তুমি অচিরেই দেখতে পাবে– তাঁর কাছে গেলেই – ক্ষমা এবং সাক্ষাত লাভ করবে এক ক্ষমতাবান মহিয়ান মালিকের। তখন তুমিএই আক্ষেপে হাত কামড়াবে যে, আগুনের (জাহান্নামের) ভয়ে তুমি মন্দ কাজ বর্জন করেছিলে।"

আমি বললাম, হতভাগা ! এরকম নাযুক পরিস্থিতিতেও তুমি আমাকে এমন উপদেশ দিলে ? তিনি বললেন, চুপ থাক ! (হাদীস শোন–) হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা ছাবিত সূত্রে আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, اِدَّخرتُ شفاعَتى لاَهْلِ الكبائِر مِن اُمَّتِىْ আমি আমার শাফা'আত আমার উম্মতের কাবীরা গোনাহকারীদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছি। এ সনদেই তাঁর সূত্রে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, (হাদীস–) لاَيَمُوتُنَّ احدُكُم اِلاَّ وهُو يُحسن الظنَّ بِاللّٰه (তোমাদের কেউ যেন আল্লাহ্‌র প্রতি সুধারণা পোষণ না করে মৃত্যুবরণ না করে। রাবী' প্রমুখ শাফিঈ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবূ নুওয়াস যে দিন মৃত্যুবরণ করেন সেদিন আমরা তার কাছে প্রবেশ করলাম, তখন তার জীবন বায়ু নির্গত হচ্ছিল। আমরা বললাম, আজকের দিনের জন্য আপনি কী প্রস্তুত করে রেখেছেন ? তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করলেন–

تُعاظِمُنى ذَبنى فلما قَرنتُه + بعَفوِكَ رَبِّى كان عفوَكَ اعظَما
وما زِلتَ ذاعفوٍ عن الزنبِ لَمْ تَزَلْ + تَجُوْدِ وتعفُو مِنَّة وَتَكرُمًا
ولَوْ لاَكَ لَمْ يَقْدِرِ لاَبليسَ عابدٌ + وكَيفَ وقَد اَغوى صفيَّكَ ادَمَا ـ

‘আমার পাপরাশি আমার দৃষ্টিতে বিশাল প্রতিভাত হয় ; পরে আমি তাকে আপনার ক্ষমার পাশাপাশি রাখলে– হে আমার পালনকর্তা ! আপনার ক্ষমা বিশালতম দেখা যায়। আপনি তো সদা সর্বদা গোনাহ্ ক্ষমাকারী এবং অনুগ্রহ ও বদান্যতার কারণেই আপনার ক্ষমা ও দানের ধারা সদা চলমান। আপনি (ও আপনার অনুগ্রহ) না হলে কোন আবিদ ইবলীসের খপ্পর হতে রক্ষা পেত না। কেননা, সে তো আপনার বিশিষ্ট নির্বাচিত আদম (আ)-কে বিভ্রান্তি করে ফেলেছিল।

ইব্‌ন আসাকির এটি বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনায় আরো আছে যে, লোকেরা আবূ নুওয়াসের মাথার কাছে এক টুকরা কাগজ পেয়েছিল যাতে তার নিজ হস্তাক্ষরে লেখা ছিল–

يَا رب اِن عظمَتْ ذُنوبِى كثرةً + فلقَد عَلمتُ انَّ عفوَك اَعظَمُ
اَدعوك ربى كما امرتَ تضرُّعًا + فاذا رددتُ يَدى فَمن ذايَرحمُ
اِن كانَ لايَرجوك الا محسِنٌ + فَمن ذا الَّذى يَرجو المسى المُجرمُ
مَالى اِلَيْكَ وَسيلةٌ الا الرجا + وجَميلُ عفوِكَ ثُمَّ اَنَّ مُسلمُ

‘হে আমার পালনকর্তা ! পরিমাণে আমার পাপ যদি হয় বিশাল, তবে আমি তো জানি, তোমার ক্ষমা বিশালতম। হে আমার পালনকর্তা ! তোমার কাছে দু'আ করছি কান্নাকাটি সহকারে, যেমন তুমি আদেশ করেছ। তুমি যদি আমার হাত ফিরিয়ে দাও তবে কে আছে (আমাকে) দয়া করবে ? যদি এমন হয় যে, শুধু পুণ্যবানই তোমার কাছে আশাবাদী হবে, তবে অপরাধী পাপাচারী কার কাছে আশা পোষণ করবে ? আশা ও বাসনা এবং তোমার সুমহান ক্ষমা ব্যতীত এবং এই ভরসা ব্যতীত যে, আমি একজন মুসলিম– আত্মসমর্পণকারী– তোমার কাছে আমার (দাবী করার) আর কোন উসীলা ও সূত্র নেই।”

ইউসুফ ইবনুদ দায়া বলেন, আমি আবূ নুওয়াসের কাছে গেলাম, তখন তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। আমি বললাম, কী অবস্থান এখন আপনার? তিনি দীর্ঘ সময় মাথা নত করে রাখলেন এবং পরে মাথা তুলে বললেন, (কবিতা)

دَبَّ فِىَّ الفَنَاءُ سِفلا وعِلوا + واَرَانِى اموتُ عُضوا نعضواً
لَيسَ يَمضى من لَحظةٍ بِى اِلاَّ + نَقَصَتْنِى بمَرِّها فِىَّ جُزواً
ذهبَتْ جِدَّنِى بِلَذَّةِ عَيشى + وَتَزكَّرتُ طاعَةَ اللّهِ نضواً
قَد اَسَأنا كل اِلا ساءَة فَالاَّ + هُمَّ صعخا وغَفراً وَعَفواً ـ

“বিনাশ-বিলুপ্তি’ আমার দেহের উপর-নিচ সর্বত্র ‘চলাচল’ করছে আর আমি দেখতে পাচ্ছি

যে, এক এক অংগ করে আমার মৃত্যু হচ্ছে। এক একটি মুহূর্তে আমার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আর তার অতিক্রমণ আমার এক একটি অংগ ক্ষয় করে দিচ্ছে। আমার হিম্মত ও সুস্থতার সময় অতিবাহিত হয়েছে জীবন ভোগের আনন্দ বিলাসে ; এখন জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায় স্মরণ করছি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের কথা। আমরা মন্দ করেছি– পরিপূর্ণ মন্দ ; হে আল্লাহ্‌ ! মার্জনা ! মাগফিরাত !! ও ক্ষমা !!!"

এরপর অবিলম্বে তার মৃত্যু হল। আল্লাহ্‌ আমাদের ও তাকে মার্জনা করুন আমীন !

তার আংটিতে খোদাইকৃত বাণী ছিল ঃ لا اله الا اللّٰه مُخْلصًا তিনি সেটি গোসলের সময় তার মুখের মধ্যে দিয়ে দেয়ার ওসিয়ত করেছিলেন। লোকেরাও তা-ই করেছিল। মৃত্যুর পরে তার পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে তার কাপড়-চোপড়, তার আসবাবপত্র ও তিনশ দিরহামের অতিরিক্ত কিছু পাওয়া গেল না। এ বছরেই বাগদাদে তার মৃত্যু হয়েছিল এবং ইয়াহূদী অধিত্যকায় (টিলাভূমি) শাওনীযী গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তখন তার বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ বছর এবং মতান্তরে ষাট বছর অথবা ঊনষাট বছর। তার বন্ধুদের কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'আল্লাহ্‌ আপনার সংগে কেমন আচরণ করেছেন ? তিনি বললেন, আমাকে সে কবিতার জন্য মাফ করে দিয়েছেন যা আমি নার্গিস (ফুল) সম্পর্কে রচনা করেছিলাম–

تَفكَّر فى نباتِ الارضِ وانظُر + الى اثارِ مَا صنعَ المليكُ
عُيونٌ من لُجينٍ شاخصاتٌ + بابصار هى الذهبُ السبِكُ
على قَضبِ الزَّبر جَد شاهداتٌ + بِاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ لَه شريكٌ ـ

'ভূমিতে উৎপাদিত গাছপালা নিয় চিন্তা-ভাবনা কর এবং মহা মালিক কী বিনির্মাণ করেছেন তা লক্ষ্য কর। (তুমি দেখতে পাবে, নার্গিস যেন,) রূপার তৈরি চোখ (এর বহিরাবয়ব) যা বিগলিত সোনা দিয়ে (তৈরি) দৃষ্টিশক্তি (চোখের অভ্যন্তর ভাগ) দিয়ে দর্শন করছে ; পান্নার তৈরি ডালের উপরে (দোলায়মান) – সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌র কোন শরীক নেই।'

অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, আমাকে সে কয় লাইন কবিতার কারণে মাফ করে দেয়া হয়েছে। যা আমি রচনা করেছিলাম এবং তা আমার বালিশের নিচে রয়েছে। তখন তারা এসে এক টুকরা কাগজে তার হাতের লেখা দেখতে পেল–

يَا ربِّ اِن عظُمَتْ ذنُوبِى كثيرة + فلقَد علمتُ اَنَّ عفوَكَ اَعْظَمُ ـ

সহ অন্যান্য লাইনগুলি, যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ইব্‌ন আসাকিরের একটি বর্ণনায় আছে। কেউ বলেছেন, আমি স্বপ্নে আবূ নুওয়াসকে উত্তম বেশভূষা ও বিশাল প্রাচুর্যের মধ্যে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। আল্লাহ্‌ আপনার সংগে কী আচরণ করেছেন ? তিনি বললেন, আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। আমি বললাম, কিসের উসীলায়, আপনি তো নিজেকে ভাল-মন্দ কর্মে জড়িয়ে রেখেছিলেন ? তিনি বললেন, 'এক রাতে একজন পুণ্যবান ব্যক্তি কবরস্থানে এলেন এবং তাঁর চাদর (জায়নামায) বিছিয়ে দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন, যাতে তিনি দুই হাজার বার সূরা ইখলাস (قل هو اللّٰه احد) পাঠ করলেন। পরে তার সওয়াব এ কবরস্থানের বাসিন্দাদের জন্য

হাদিয়া করলেন। আমিও তাদের সমষ্টির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলাম এবং আল্লাহ্ আমাকেও মা'ফ করে দিলেন।

ইব্ন খাল্লিকান বলেছেন, আবূ উসামা ওয়ালিবা ইবনুল হুবাবের সংসর্গে অবস্থানকালে আবূ নুওয়াসের রচিত প্রথম কবিতা ছিল–

حاملُ الهوى تَعِب ۔ يَستخفُّه الطرَب + اِن بَكى يَحِقٌّ له ليس مابه لعِب
تَضْحَكِين لاهية ۔ والُمحبُّ يَنتحبُ + تعجَبينَ من سَقِهى صِحَّتى هى العجَبُ ۔

প্রেমাসক্তির বোঝা বহনকারী ক্লান্ত, মত্ততা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে। সে কাঁদলে তা তার জন্য যথার্থই ; তার অবস্থা অবাস্তব ক্রীড়া নয়। তুমি হাসছ ফূর্তিতে। আর প্রেমিক চিৎকার করছে (বেদনায়) ; আমার কোন ব্যাধিতে তোমার বিস্ময় জাগে, (অথচ) আমার সুস্থতাই হল পরম বিস্ময়।

মামূন বলেছেন, তার এ কবিতা কতই সুন্দর– (পূর্বে উল্লিখিত)

وَما الناسُ اِلاَّ هالكٌ وابنُ هالِكٍ + وَذُونَسبٍ فِى الها لكين عريقٍ
اذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت + له عن عدوٍّ فى لباس سديقٍ ۔

ইব্ন খাল্লিকান বলেছেন, পালনকর্তার প্রতি তার সীমাহীন আশার প্রমাণ পাওয়া যায় তার এ কবিতায়–

تَحَمَّل ما استَطَعْتَ مِن الخطايَا + فانك لاقِيًا ربٌّ غفوراً
ستُبْصِرُ اِن قَدمتَ عليه عفوَا + وتَلقى سَيِّدًا مَلِكا كبيراً
تَعَضُّ ندامةً كَفَّيْك بما + تركتَ مخافةَ النارِ الشروراً ۔

তোমার যত সমর্থ হয় পাপের বোঝা বহন কর,

১৯৬ হিজরীর আগমন

এ বছর হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত বরেণ্য মাশাইখের অন্যতম আবূ মুআবিয়া আয্যারীর এবং আওযাঈর শাগরিদ ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম দামিশকী ইনতিকাল করেন। এ বছর আমীন আসাদ ইব্ন ইয়াযীদকে বন্দী করেন। কারণ, তিনি সংকটপূর্ণ সময়ও আমীনের ক্রীড়ামত্ততা, জনসাধারণের ব্যাপারে অমনোযোগ এবং শিকার ইত্যাদিতে নিমগ্নতার ব্যাপারে তার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

এ বছরই খলীফা আমীন আহমদ ইব্ন ইয়াযীদ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুমায়দ ইব্ন কাহ্তাবাকে চল্লিশ হাজার সৈন্য সহকারে মামূনের পক্ষে নিযুক্ত তাহির ইবনুল হুসায়নের সংগে যুদ্ধ করার জন্য হুলওয়ান অভিমুখে প্রেরণ করেন। এ বাহিনী হুলওয়ানের কাছাকাছি পৌঁছলে তাহির তার বাহিনীর সুরক্ষার জন্য পরিখা খনন করেন এবং প্রতিপক্ষের দুই সেনাপতির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির কূট-কৌশল চালাতে থাকেন। এতে সফলতা দেখা দেয় এবং তারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে যুদ্ধ না

করেই ফিরে চলে যায়। এ সময় তাহির হুলওয়ানে প্রবেশ করেন। তখন তার কাছে মামূনের পত্র আসে এ মর্মে যে, তুমি তোমার কর্তৃত্বাধীন অঞ্চল হায়ছামা ইব্ন আয়ানকে সমর্পণ করে আহওয়াযে চলে এস। তাহির এ হুকুম প্রতিপালন করেন।

এ বছর মামূন তার উযীর ফাযল ইব্ন সাহ্লকে উন্নতি প্রদান করে তাকে বড় বড় কাজের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন এবং 'যুর-রিয়াসাতায়ন' (দুই রাজত্বের অধিকারী) খিতাবে ভূষিত করেন। এ বছর আমীন শামের শাসনকর্তৃত্বে আবদুল মালিক ইব্ন সালিহ্ ইব্ন আলীকে নিযুক্ত করেন, যাকে তিনি হারূনুর রশীদ প্রদত্ত কারাবাস হতে মুক্তি দিয়েছিলেন। তাকে তাহির ও হারছামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী সরবরাহ্ করার আদেশ দেন। আবদুল মালিক রাক্কায় পৌঁছে সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং শামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে মনোরঞ্জন ও সৌহার্দমূলক পত্র পাঠিয়ে তাদের আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করেন। এতে তাদের বিপুল সংখ্যক লোক তার কাছে সমবেত হয়। পরে জনতার মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। যার সূচনা হয়েছিল হিসমবাসীদের মধ্যে। সংকট ঘনীভূত হয় এবং যুদ্ধ দীর্ঘমেয়াদী রূপ ধারণ করে। এতে আবদুল মালিক ইব্ন সালিহ্ মৃত্যুবরণ করলে বাহিনী হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন মাহানের পরিচালনায় বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করে। বাগদাদবাসীরা তাকে সসম্মানে স্বাগতম জানায়। এ ছিল এ বছরের রজব মাসের ঘটনা। হুসায়ন বাগদাদে পৌঁছলে আমীন দূতের মাধ্যমে তাকে তলব করলে তিনি বললেন, "আল্লাহ্র কসম! আমি তো দরবারের গাল্পিকও নই, ভাঁড়ও নই ; আমি তার দ্বারা নিয়োজিতও নই এবং আমার হাতে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সংগৃহীত হয়নি। সুতরাং এ রাতে আমাকে তলব করার মতলব কী ?

আমীনের উৎখাত ও ভাই মামূনের খিলাফতের মসনদাসীন হওয়ার বিবরণ

আমীনের তলবী ফরমান সত্ত্বেও হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন মাহান সকালে খলীফার দরবারে হাযির হলেন না। এটি ছিল তার শাম হতে প্রত্যাবর্তনের পরের ঘটনা। বরং সকালে তিনি জনতার সামনে ভাষণ দিলেন এবং জনতাকে আমীনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করলেন। তিনি খলীফার খেলাধুলায় নিমগ্নতা ও ক্রীড়ামত্ততাসহ বিভিন্ন পাপাচারে নিমজ্জিত থাকার উল্লেখ করে বললেন, এই যার অবস্থা খিলাফত তার জন্য সংগত নয়। তিনি বললেন, সে তো জনতাকে সংঘাতের মুখে ঠেলে দিতে চায়। পরে তিনি জনতাকে তার বিরুদ্ধে করতে উদ্বুদ্ধ করলেন এবং তাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানালেন। এতে বিশাল জনতা তার আশপাশে সমবেত হল। অপরদিকে মুহাম্মদ আল-আমীন তাকে দমন করার জন্য অশ্বারোহী বাহিনী পাঠালে দিনের দীর্ঘক্ষণ দুইদল যুদ্ধে লিপ্ত রইল। পরে হুসায়ন তার বাহিনীকে পদাতিক অবস্থায় তরবারি-বল্লম দ্বারা যুদ্ধ করার আদেশ দিলেন। এতে আমীনের বাহিনী পরাস্ত হল। আমীনকে মসনদচ্যুত করে তার ভাই আবদুল্লাহ্ আল-মামূনের পক্ষে বায়আত গ্রহণ করা হল। এটি ছিল এ বছরের রজব মাসের এগার তারিখ রবিবারের ঘটনা। মংগলবার আমীনকে তার (খিলাফত) ভবন ত্যাগ করে মধ্য বাগদাদে আবূ জা'ফরের ভবনে স্থানান্তরে বাধ্য করা হল এবং সংকীর্ণ পরিসরে বন্দী করে রাখা হল এবং তার জীবনযাত্রা সংকটাপন্ন করা হল। আব্বাস ইব্ন ঈসা ইব্ন মূসা আমীনের মাতা যুবায়দাকেও সেখানে স্থানান্তরের আদেশ দিল। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলে তাকে চাবুক দ্বারা প্রহার করে জবরদস্তি স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করল। যুবায়দা তার সন্তানদের নিয়ে স্থানান্তরিত হলেন।

বুধবার সকালে লোকেরা হুসায়ন ইব্‌ন আলীর কাছে তাদের ভাতা দাবী করল এবং তার সংগে বিরোধে লিপ্ত হল। ফলে বাগদাদের বাসিন্দারা দুই দলে বিভক্ত হল। একদল খলীফা আমীনের পক্ষে এবং একদল তার বিপক্ষে। এ দুই দলে প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে গেল এবং তাতে খলীফার দল বিজয়ী হল। তারা হুসায়ন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন মাহানকে যুদ্ধবন্দীরূপে কারারুদ্ধ করল এবং তাকে খলীফার সামনে উপস্থিত করল। খলীফাকে কারামুক্ত করে তারা তাকে পুনরায় মসনদাসীন করল। এ সময় খলীফা সাধারণ মানুষের মধ্যে যাদের কাছে অস্ত্র ছিল না তাদের সরকারী অস্ত্রভাণ্ডার হতে অস্ত্র সরবরাহের আদেশ দিলেন। এ সুযোগে লোকেরা অস্ত্র গুদামের ভাণ্ডার লুট করে নিল। আমীনের হুকুমে হুসায়ন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ঈসাকে তাঁর সামনে হাজির করা হল। তিনি তার কৃতকর্মের জন্য তাকে তিরস্কার করলে হুসায়ন বললেন, খলীফার ক্ষমাপরায়ণতাই তাকে এরূপ করার দুঃসাহস যুগিয়েছে। খলীফা তাকে মাফ করে দিলেন এবং তাকে খিলাতে (বিশেষ রাজকীয় পুরস্কারে) ভূষিত করে উযীর পদে নিয়োগ করলেন এবং তাকে আংটির কর্তৃত্ব ও দরবার ফটকের বহিরাঞ্চলের কর্তৃত্ব প্রদান করলেন এবং যুদ্ধের কর্তৃত্বে নিয়োগ করে হুনওয়ান অভিমুখে অভিযানে বেরিয়ে পড়ার আদেশ দিলেন।

হুসায়ন মিসর (পুল) অতিক্রম করার সময় তার একান্ত অনুগত সহচর ও খাদিমদের নিয়ে পলায়ন করলেন। আমীন তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য লোক পাঠাল। অশ্বারোহী দল তার পিছনে ধাওয়া করল এবং তাকে নাগালে পেয়ে গেলে উভয় দল যুদ্ধে লিপ্ত হল। খলীফার বাহিনী তাকে রজবের মাঝামাঝিতে হত্যা করল এবং তার কর্তিত মাথা আমীনের কাছে নিয়ে এল। লোকেরা শুক্রবার আমীনের প্রতি তাদের বায়আত-আনুগত্য নবায়ন করল। হুসায়ন ইব্‌ন ঈসা নিহত হলে হাজিব (প্রধানমন্ত্রী) ফাযল ইবনুর রাবী' পালিয়ে গেলেন। অপরদিকে তাহির ইবনুল হুসায়ন অধিকাংশ অঞ্চলে মামূনের পক্ষে প্রাধান্য বিস্তার করে সেসব স্থানে প্রশাসক নিয়োগ করলে অধিকাংশ অঞ্চলের লোকেরা আমীনের বায়আত-আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করে মামূনের বায়আত গ্রহণ করল। তাহির মাদায়িনের কাছে পৌঁছে ওয়াসিত ও সন্নিহিত অঞ্চলসহ মাদায়িন করতলগত করল এবং হিজায, ইয়ামান, আল-জাযীরা ও মাওসিলে প্রভৃতি প্রদেশেও মামূনের পক্ষে নায়িব (প্রশাসক) নিয়োগ করল। তখন ইসলামী সাম্রাজ্যের অল্প পরিমাণ এলাকাই আমীনের দখলে অবশিষ্ট ছিল।

এ বছরের শা'বান মাসে আমীন চারশ যুদ্ধপতাকা তৈরি করে প্রতি পতাকার জন্য একজন সেনানায়ক নিযুক্ত করলেন এবং তাদের হারছামার সংগে যুদ্ধ করার জন্য পাঠালেন। এ দুইদল রমাযানে যুদ্ধে লিপ্ত হল। হারছামা তাদের শক্তিখর্ব করে তাদের অগ্রবাহিনীর অধিনায়ক আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন নাহীককে বন্দী করে মামূনের দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। অপরদিকে তাহিরের বাহিনীর একটি দল পালিয়ে আমীনের কাছে পৌঁছলে আমীন তাদের বিপুল সম্পদ দান করলেন এবং মর্যাদামণ্ডিত করলেন এবং সম্মানা স্বরূপ তাদের দাড়ি 'গালিয়া' (মূল্যবান সুগন্ধি) দ্বারা আবৃত করলেন। এ কারণে এ বাহিনী 'জায়শুল গালিয়া' (গালিয়া বাহিনী) নামে অভিহিত হয়েছিল। পরে আমীন তাদের যুদ্ধাভিযানে উদ্বুদ্ধ করলেন এবং বিশাল বাহিনী দিয়ে তাহিরের সংগে যুদ্ধ করার জন্য পাঠালেন। তাহির এ বাহিনীকে পরাস্ত করে বিক্ষিপ্ত করে দিলেন এবং তাদের সকল সম্পদ (অস্ত্র-শস্ত্র) হস্তগত করলেন। তাহির ক্রমান্বয়ে বাগদাদের নিকটবর্তী হয়ে তা

অবরোধ করলেন এবং আমীনের বাহিনীর মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গোয়েন্দা দল ও গোপন দূত পাঠালেন। এতে খলীফার বাহিনী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেল। পরে বাহিনীর মধ্যে বিরোধ দেখা দিল এবং নবীণ-প্রবীণের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়ে গেল। অবশেষে যিলহাজ্জের ছয় তারিখে আমীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হল। এ প্রসংগে জনৈক বাগদাদী কবি বললেন ঃ

قل لامينُ اللّهِ فِى نفسِه + مَا شَنَت الجندَ سِوى الغالية
وطاهرٌ نفسى فدا طاهرٍ + برُسله والعدَة الكافية
اَضحى زِمَامُ الملكِ فِى كفّه + مقاتلا للفئة الباغية
يانا كثًا اسكمه نكثُه + عيوبُه فى خبثه فاشية
قد جاءكَ الليثُ بشدَّاته + مُستكِلبا فى اسدٍ ضارية
فاهرَب ولا مَهربَ من مثله + اِلاَّ الى النارِ او الهَاوية۔

"(খলীফা) আমীনুল্লাহ্‌কে বলে দাও- তার সম্পর্কে, গালিয়া ব্যতীত সেনাবাহিনীর মাঝে তুমি কিছুই বণ্টন করনি। আর তাহির, আমার সত্তা তাহিরের জন্য উৎসর্গীত হোক ! তার দূত ও যথার্থ প্রতিশ্রুতি দ্বারা– বিদ্রোহী দলের সংগে যুদ্ধ করে রাজত্বের লাগাম তার হস্তগত হয়েছে। হে ওয়াদা ভংগকারী ! যার ওয়াদা ভংগ করা তাকে অসহায় করে দিয়েছে। যার অপকর্মজনিত দোষসমূহ স্বপ্রকাশ। সিংহ এসেছে তোমার দিকে তার সব শক্তিমত্তা নিয়ে ; হিংস্রতার সংগে আক্রমণকারী সিংহের ন্যায় হুংকার ছেড়ে। সুতরাং পালিয়ে যাও- কিন্তু তার মত দুর্ধর্ষের কাছ হতে পালাবার স্থান আছে শুধু জাহান্নামে কিংবা 'হাবিয়া' দোযখে।"

মোটকথা, আমীনের নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হয়ে গেল এবং তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। তাহির ইবনুল হুসায়ন তার বাহিনীসহ অগ্রগামী হল এবং যিলহাজ্জের বার তারিখে মংগলবার আল-আম্বারের তোরণে পৌঁছে গেল। নগরবাসীদের জীবনযাত্রা সংকটাপন্ন হয়ে গেল। সন্ত্রাসী ও দাংগাবাজ লোকেরা ভাল মানুষদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল। বাড়ি-ঘর ধ্বংস হল, জনতার মধ্যে দাংগা-হাংগামা ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি ভাই ভাইকে, পুত্র পিতাকে স্বার্থান্ধতার কারণে আঘাত করতে লাগল। চরম অরাজকতার বিস্তার ঘটল। সমগ্র জনতার মধ্যে স্বার্থ সংঘাত ছড়িয়ে পড়ল এবং নগর জুড়ে খুন-খারাবী ও হানাহানি চলতে লাগল।

এ বছর তাহিরের পক্ষ হতে নিয়োজিত আব্বাস ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন ঈসা হাশিমী মানুষের হজ্জের নেতৃত্ব দিলেন। তিনি মক্কা ও মদীনায় মামূনের খিলাফতের জন্য দু'আ করলেন। এটি ছিল প্রথম হজ্জের মওসুম যাতে মামূনের জন্য দু'আ করা হল।

এ বছর হিমসবাসীদের বরেণ্য ইমাম, ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস বাকিয়্যা ইবনুল ওয়ালীদ হিমসী ইনতিকাল করেন। এ বছরে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্টদের তালিকায় আরো রয়েছেন-

কাযী হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াছ

ইনি নব্বই বছরের অধিক জীবন লাভ করেন। তাঁর মৃত্যু সন্নিকট হলে তাঁর কোন সহচর

কাঁদতে শুরু করলে তিনি তাকে বললেন, ‘কেঁদ না, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি কখনও হারামের উদ্দেশ্যে আমার পাজামা খুলিনি ; আর এমন হয়নি যে, বাদী-বিবাদী আমার সামনে বসেছে এবং হুকুম ও রায় কার বিরুদ্ধে গেল আমি তার পরোয়া করেছি- আপনজন হোক কিংবা অনাত্মীয় এবং রাজা-বাদশা (ক্ষমতাধর) হোক কিংবা সাধারণ নিম্নশ্রেণীর হোক।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মারযূক

তিনি আবূ মুহাম্মদ আয্-যাহিদ নামে পরিচিত। এক সময় হারূনুর রশীদের উযীর ছিলেন। পরে এর সব কিছু পরিত্যাগ করে দরবেশী গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুর সময় ওসিয়ত করেন যে, তাকে যেন মৃত্যুর মুহূর্তে তাকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা হয় ; এ আশায় যে, আল্লাহ্ তাকে রহম করবেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন রাযীন ইব্‌ন সুলায়মান

কবি আবূ শীস ; কবিদের উস্‌তাদ। কবিতা রচনা করা ও ছন্দ তৈরি করা তার কাছে পানি জ্ঞান করার চেয়ে সহজতর ছিল। এ বক্তব্য ইব্‌ন খাল্লিকান প্রমুখের। কবি আবূ শীস, আবূ মুসলিম ইবনুল ওয়ালীদ, ‘সারীউল গাওয়ানী’- উপাধিধারী আবূ নুওয়াস ও দিবিল আসর জমিয়ে কবিতা চর্চা করতেন। আবূ শীস তার শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তার শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে আছে-

وَقفَ الهوى بى حيثُ اَنتِ فليس لى + مُتَاَخَّر عنه ولا مُتَقَدَّمُ
اَجِدُ الملامةَ فى هداكِ لذيذةً + حَيٌ لِذكركِ فَليَلُمْنِى اللَّومُ
اَشْبهتُ اَعْدائى فصرتُ اُحِبُّهم + اذْ كَانَ حَظِّىْ منكِ حَظى مِنْهُمْ
وَاَهَنْتِنى فَاهنتُ نَفْسِى صَاغراً + مامن يَهون عليك ممن تُكرِمُ۔

“প্রেম আমাকে সেখানেই দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যেখানে রয়েছ তুমি ; সুতরাং আমার জন্য সামনে চলার ও পিছনে ফেরার কোন স্থান নেই। তোমার প্রেমের কারণে কৃত তিরস্কার-দুর্নাম আমার কাছে সুস্বাদু অনুভূত হয় ; তোমার আলোচনার প্রতি আসক্তির কারণে ; সুতরাং তিরস্কার-কারীরা তিরস্কার করে যাক। আমি এখন আমার দুশমনদের সংগে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়েছি ; ফলে এখন তাদের ভালবাসতে শুরু করেছি- কেননা, তাদের কাছ হতে আমার উপভোগের বিষয়ই তোমার কাছ হতে ও উপভোগের বিষয়। তুমি আমাকে লাঞ্ছিত করেছ ; কাজেই আমিও নিজেকে লাঞ্ছিত অপদস্থ করেছি ; তোমার কাছে যে লাঞ্ছনার পাত্র সে মর্যাদার পাত্র হতেই পারে না।”

১৯৭ হিজরীর আগমন

নতুন বছরের সূচনা হল এ অবস্থায় যে, তাহির ইবনুল হুসায়ন হারছামা ইব্‌ন আয়ান ও তাদের সহযোগীরা বাগদাদ অবরোধ ও আমীনকে সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ করার ব্যাপারে অত্যন্ত অনমনীয়তার পন্থা গ্রহণ করল। কাসিম ইবনুর রশীদ ও তার চাচা মানসূর পালিয়ে মামূনের কাছে পৌঁছলে মামূন তাদের সম্মানের সংগে গ্রহণ করলেন এবং ভাই কাসিমকে জুরজানের শাসনকর্তা

নিয়োগ করলেন। বাগদাদে অবরোধ প্রচণ্ডরূপ ধারণ করল এবং কামান দাগানো হল ও পাথুরে গোলা বর্ষণ করা হল। আমীনের অবস্থা চরম সংকটাপন্ন হল। সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ অচল হয়ে পড়লে আমীন সোনা-রূপার পাত্র গলিয়ে দিরহাম-দীনার তৈরি করতে বাধ্য হলেন। তার বাহিনীর অনেকে পালিয়ে তাহিরের কাছে চলে গেল। শহরে অধিক হারে খুন-খারাবি চলতে লাগল। সাধারণ মানুষের বহু সম্পদ লুণ্ঠিত হল। আমীন তার স্বার্থ রক্ষায় নগরীর বহু ভবনে এবং সুসজ্জিত মূল্যবান ঘর-বাড়িতে ও দোকান-পাটে আগুন লাগিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিল। এসব তিনি করেছিলেন মৃত্যু হতে পলায়নের উদ্দেশ্যে এবং খিলাফত টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে। কিন্তু তাঁর সে বাসনা পূর্ণ হল না। তাঁকে হত্যা করা হল এবং তাঁর ভবনগুলো ধ্বংস করা হল (বিবরণ সমাগত)। তাহিরও আমীনের ন্যায় জ্বালাও পোড়াও-এর পন্থা অবলম্বন করল এবং সমগ্র বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হল। এ পরিস্থিতির বিবরণে কেউ কেউ বলেছেন ঃ (কবিতা)

مَن ذَا اصابكِ يابغـدادُ بالعيـــنِ + اَلَمْ تَكُوْنِي زَمَامًا قُرةَ العيـنِ
اَلَمْ يكُن فِيْكِ قـــومٌ كَانَ مسكنُهـــم + وكان قربهـم زينا من الزيـنِ
صاحَ الغرابُ بهم بالبينِ فافْتَرقُوا + ما ذا لغيتِ بهم من لوعة البينِ
اَستودعُ اللّٰه قومًا ما ذكَرْتُهُـــمْ + الا تحدَّر ماءُ العيـــنِ مِن عينى
كانوا ففرٌ فهـم دَهرٌ وصَدَّعهُـــم + والدَّهرُ يَصدع ما بيـن الفريقينِ -

"হে বাগদাদ ! কে তোমাকে বদ নজর দিয়ে আক্রান্ত করল ? যুগ যুগ ধরে কি তুমি চোখের শীতলতা ছিলে না ? তোমার এখানে কি একটি সম্প্রদায়ের অবস্থান ছিল না। যাদের নিবাস ও সান্নিধ্য ছিল সৌন্দর্য ও শোভা। (কুলক্ষণে) কাক তাদের মাঝে বিচ্ছেদের আওয়ায তুলল, ফলে তারা বিভক্ত হয়ে গেল। কেমন দেখলে তুমি তাদের বিভক্তির মর্মবেদনা। আমি আল্লাহ্র সোপর্দ করছি সে লোকদের, যাদের কথা মনে পড়লেই আমার দু'চোখ গড়িয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়। তারা ছিল সুখে আনন্দে কাল তাদের বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত করে দিল। কালচক্রের কাজই হচ্ছে দুই দলকে বিভক্ত-বিচ্ছিন্ন করা।"

কবিগণ এ বিষয়ে বহু কবিতা রচনা করলেন। ইব্ন জাবীর সে সব কবিতার নির্বাচিত অংশ সংকলিত করেছেন। এ প্রসংগে তিনি অতি দীর্ঘ একটি কবিতাও উদ্ধৃত করেছেন যাতে ঘটনাবলীর আনুপূর্বিক বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। বিষয়টি মূলত এক ভয়ংকর প্রলয়ের বিবরণ। আমি যা সম্পূর্ণই পরিহার করলাম।

এ সময় তাহির বাগদাদের আমীর-উমারা ও অন্যান্য ধনীদের যাবতীয় সম্পদ ও আমদানীর উপর দখলদারী প্রতিষ্ঠা করে তাদের নিরাপত্তা ও মামূনের হাতে বায়আতের আহ্বান জানাল। এতে তাদের সকলেই সাড়া দিল। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুমায়দ ইব্ন কাহ্তাবা, ইয়াহ্য়া ইব্ন আলী ইব্ন মাহান। মুহাম্মদ ইব্ন আবুল আব্বাস তূসী প্রমুখ। হাশিমী ও অন্যান্য আমীরদের অনেকে তার সংগে পত্র আদান-প্রদান করল এবং আন্তরিকভাবে তার পক্ষ অবলম্বন করল।

ঘটনাচক্রে একদিন আমীনের লোকেরা তাহিরের কিছু লোককে নাগালে পেয়ে কসরে সালিহ (সালিহ ভবন)-এর কাছে তাদের কিছু কিছু লোককে হত্যা করল। আমীন এ সংবাদ অবগত হয়ে আনন্দ ও গর্বে আত্মহারা হয়ে ক্রীড়া, স্ফূর্তি ও পানে মত্ত হলেন এবং সব কাজের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন নাহীকের কাছে ন্যস্ত করলেন। পরে ক্রমান্বয়ে তাহিরের সহচরদের প্রতিপত্তি সবল হতে থাকল এবং আমীনের পক্ষ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেল। মানুষ তাহিরের সেনাবাহিনীর দখলকৃত অঞ্চলে সমবেত হতে লাগল। তার দখলীকৃত এলাকা অত্যন্ত নিরাপদ ছিল। সেখানে কেউ চুরি, লুটতরাজ ও অরাজকতার ভয় করত না। তাহির বাগদাদের অধিকাংশ মহল্লা, আবাসিক অঞ্চল ও শহরতলী দখল করে নিল এবং শত্রুপক্ষের দিকে কোন খাদ্য বহন করে নিতে মাঝিদের নিষেধ করে দিল। ফলে শত্রুপক্ষের এলাকায় খাদ্য দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত চড়ে গেল এবং যারা ইতিপূর্বে বাগদাদ ত্যাগ করেছিল তারা আক্ষেপ করতে লাগল। বহিরাগত ব্যবসায়ীদের পণ্যদ্রব্য ও আটা নিয়ে বাগদাদে যেতে নিষেধ করে দেয়া হল। পণ্যবাহী সব নৌকা বসরা ও অন্যান্য শহর অভিমুখে ঘুরিয়ে দেয়া হল। দুই দলে মধ্যে অনেক যুদ্ধ হল। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ ছিল দারবুল হিজারার ঘটনা, আমীনের পক্ষের যোদ্ধারা যাতে অনুকূল অবস্থানে ছিল এবং এতে তাহিরের দলে অনেক লোক নিহত হয়েছিল। এটি ছিল একটি যুদ্ধের কৌশল। বাগদাদের বখাটে ভবঘুরেদের এক একজন উলংগ হয়ে এগিয়ে আসত। তার সংগে থাকত আলকাতরা পলিশ করা তীর চাঠেকানোর চাটাই (এক প্রকার ঢাল) এবং কাঁধের নিচে থাকত একটি ঝুড়ি যার মধ্যে থাকত একটি পাথর। কোল ঘোড় সওয়ার দূর হতে তাকে তীর নিক্ষেপ করলে সে তার তীর ঠেকানোর চাটাই (ঢাল) দিয়ে তা ঠেকিয়ে দিত ফলে তা তাকে আঘাত করতে পারত না। পরে প্রতিপক্ষ কাছাকাছি এলে (পাথর উৎক্ষেপক যন্ত্র দিয়ে) ঝুড়ির ভিতরের পাথরটি তার দিকে নিক্ষেপ করত। যা তাকে আক্রান্ত করত। এভাবে তারা প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করল।

অপর একটি ঘটনা ছিল শামসিয়ার ঘটনা। এ ঘটনায় হারছামা ইব্ন আয়ান বন্দী হল। এসব ঘটনা তাহিরের জন্য সংকট সৃষ্টি করলে সে শামাসিয়ার উপরিভাগে দজলা (টাইগ্রিস) নদীতে একটি পুল তৈরি করার আদেশ দিল। তাহির নিজেই কিছু সংগী নিয়ে অপর পাড়ে পার হয়ে গেল এবং নিজেই তাদের বিরুদ্ধে কঠিন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাদের ঘাঁটি হতে তাদের হটিয়ে দিল এবং হারছামাসহ তার বাহিনীর আরো অনেক বন্দীকে মুক্ত করে আনল।এ পরিস্থিতি মুহাম্মদ আল-আমীনের জন্য সংকট সৃষ্টি করল। এ প্রসংগে কবি বলেছেন-

مُنيتُ بِاجعِ الثقلين قلبًا + اذا مَا طالَ ليس كما يَطولُ

له مع كا ذِي بَدَرٍ رقيبٌ + يُشاهدُه وَيعلَم ما يَقولُ

فليس بمغفل امرًا عنادًا + اذا ما الامْر ضيعه الغفولُ -

"দুই প্রজাতির মধ্যে সর্বাধিক সাহসী হৃদপিণ্ডধারীর সংগে আমি শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছি ; যখন সে শক্তিমত্তার সংগে আত্মপ্রকাশ করেছে ; স্বাভাবিক মাত্রার শক্তি প্রকাশ নয়। যেকোন শক্তিধরের সংগে তার রয়েছে প্রতিরোধ-প্রতিযোগিতা ; তার সংগে সমানে সমান চালিয়ে যায়

এবং সে যা বলে তার মর্ম অনুধাবন করে। হঠকারিতা করে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সে উদাসীনতা প্রদর্শনকারী নয় ; যখন উদাসীনতা প্রবণ ব্যক্তি কোন কাজকে নষ্ট করে দেয়।"

এদিকে আমীনের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ তো দূরের কথা, তার নিজের জন্য ব্যয় করার অর্থও তখন তার কাছে ছিল না। অধিকাংশ সংগী-বন্ধু তখন তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। তখন তিনি এক ক্লিষ্ট ও লাঞ্ছিত ব্যক্তি। পূর্ণ বছরটি এরূপ অরাজকতা ও নৈরাজ্যের মধ্যে অতিবাহিত হল। চারদিকে চলছিল খুনাখুনি, জ্বালাও-পোড়াই, চুরি-ছিনতাই। বাগদাদ তখন এক অভিশপ্ত নগরী যেখানে কেউ কারো জন্য সাহায্য-সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসে না- যা ফিতনা ও দাংগা-হাংগামার স্বাভাবিক ধর্ম।

এ বছর হাজীদের হজ্জে নেতৃত্ব দিলেন মামূনের পক্ষে নিয়োজিত আব্বাস ইব্ন মূসা হাশিমী। এ বছরে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্টদের তালিকায় রয়েছেন অন্যতম বিশিষ্ট যাহিদ (দুনিয়াত্যাগী দরবেশ) শুআয়ব ইব্ন হারব ; মিসরবাসীদের ইমাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহ্ব। আলী ইব্ন মুসাহির (প্রখ্যাত হাদীসবিদ)-এর ভাই আবদুর রহমান ইব্ন মুসহির, ওয়ারশ উপাধিধারী প্রখ্যাত কারীদের অন্যতম, নাফি' ইব্ন আবূ নুআয়মের কিরাআত রিওয়ায়াতকারী উছমান ইব্ন সাঈদ এবং বিদ্বান মুহাদ্দিস তালিকার অন্যতম ব্যক্তিত্ব ওয়াকী ইবনুল জাররাহ আর-রুওয়াসী। যিনি ছিষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

১৯৮ হিজরীর আগমন

এ বছর খুযায়মা ইব্ন খাযিম তাহিরের নিকট হতে নিরাপত্তা গ্রহণ করার নামে খলীফা মুহাম্মদ আল-আমীনের সংগে প্রতারণামূলক আচরণ করল। হারছামা ইব্ন আয়ান নগরের পূর্বদিক হতে প্রবেশ করল। মুহাররমের আট তারিখ বুধবার খুযায়মা ইব্ন খাযিম ও মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন ঈসা অতর্কিতে বাগদাদ পুলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তা বিছিন্ন করে দিয়ে সেখানে তাদের পতাকা স্থাপন করল। তারা জনতাকে মুহাম্মদ আল-আমীনের বায়আত প্রত্যাহার করে আবদুল্লাহ্ আল-মামূনের বায়আত গ্রহণের আহ্বান জানাল। বৃহস্পতিবার তাহির নিজে নগরীর পূর্ব প্রান্তে ঢুকে পড়ল এবং নিজেই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে লাগল। নিজ বাড়িতে অবস্থানকারীদের জন্য নিরাপত্তার ঘোষণা প্রচার করা হল। দারুর-রাকীক ও আল-কারখ-এর সন্নিকটে অনেক হানাহানির ঘটনা সংঘটিত হল। তাহিরের বাহিনী আবূ জা'ফর উপশহর, আল-খুলদ ভবন ও কসরে যুবায়দা অবরোধ করল। তারা কসরে যুবায়দার দিকে লক্ষ্য স্থির করে প্রাচীরের চারদিক যানজানীক (কামান) স্থাপন করল এবং গোলাবর্ষণ করতে লাগল। তখন আমীন তার মা ও সন্তানকে নিয়ে আবূ জা'ফর উপশহরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলেন। পথে সাধারণ জনতা তার কাছ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কেউ কারো দিকে নজর দেয়ার ফুরসত ছিল না। এভাবে তারা খুলদ ভবন হতে আবূ জা'ফর উপশহরে প্রস্থান করল। কেননা, গোলা আধিক্যের কারণে সেখানে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। এসব ভবনে বিদ্যমান আসবাব পত্র, কাপড়-চোপড় ও মূল্যবান সামগ্রী জ্বালিয়ে দেয়ার আদেশ দেয়া হল। পরে অবরোধ আরো কঠোর ও সংকীর্ণ করা হল। এরূপ কঠিন পরিস্থিতি মহা সংকট ও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছার পরও এক চাঁদনী রাতে আমীন দজলার পাড়ে গেলেন এবং নাবীয ও গায়িকা দাসীকে নিয়ে আসার হুকুম দিলেন। কিন্তু গায়িকার কণ্ঠে তখন বিরহ- বিচ্ছেদ মূলক গান

ও মৃত্যুর আলোচনা বিষয়ক গান ব্যতীত অন্য কোন গন উচ্চারিত হচ্ছিল না। এ অবস্থায় আমীন অন্য গানের আদেশ দিচ্ছিলেন এবং বাঁদী একই ধরনের গান গেয়ে চলছিল। সর্বশেষ যে গান সে গাইল তা ছিল–

أَمَا وربّ السكون والحرك + ان المنايا د كثيرة الشرك
ما اختلفَ الليلُ والنهارُ ولا + دارتِ نُجومُ السماء فى الفلكِ
الا لنقل السلطان من ملك + قد انقضى ملكه الى ملكِ
وملك ذى العرش دائمٌ ابداً + ليسَ بفانٍ ولا مُشترَكِ ـ

"শোন ! সার্বিক স্পন্দন-দোল ও স্থিরতার মালিকের কসম ! মৃত্যুর রয়েছে বহু বহু দড়ি (ফিতা)। রাত ও দিনের বিবর্তন এবং আকাশের নক্ষত্র পঞ্জীর মহাকাশে পরিভ্রমণ শুধুই বাদশার ক্ষমতা প্রতিপত্তি স্থানান্তরের উদ্দেশ্যেই, যার রাজত্ব তামামী হয়ে অন্য রাজার প্রতি ধাবিত হয়েছে। আরশ অধিপতির রাজত্বই শুধু চিরন্তন স্থির ; যা কখনো বিলুপ্ত হবে না, যাতে নেই কোন অংশীদারিত্ব।"

বর্ণনাকারী বলেন, গান শুনে আমীন বাঁদীকে গালি দিলেন এবং তার সামনে হতে উঠিয়ে দিলেন। এ সময় বাঁদী আমীনের একটি (সূটীকের) পেয়ালায় আছাড় খেয়ে সেটি ভেংগে ফেললে আমীন এতে কুলক্ষণ দেখতে পেলেন। বাঁদী চলে গেলে আমীন এক চিৎকারকারীকে ধ্বনি দিতে শুনল– قُضِى الامرُ الذى فيه تَستَفْتيان (তোমরা দু'জন যে বিষয়ের সিদ্ধান্ত (সমাধান) প্রার্থনা করছ তার শেষ ফায়সালা দিয়ে দেয়া হল–) তখন আমীর তার পাশে উপবিষ্ট বন্ধুকে বলল, দুর্ভাগা ! শুনতে পাচ্ছ না ? তখন সে মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করেও কিছু শুনতে পেল না। পুনরায় ধ্বনিটির পুনরাবৃত্তি শোনা গেল। এর এক বা দুই রাত পরেই ৪ঠা সফর রবিবার আমীন নিহত হলেন। অবরুদ্ধ অবস্থায় আমীনের জীবন এতই কঠিন ও সংকটপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল যে, জীবন রক্ষার জন্য তাঁর ন্যূনতম খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থাও ছিল না। এমনকি এক রাতে তাঁর ক্ষুধার্ত হওয়ার পরেও অনেক সাধ্য সাধনার পর তার জন্য রুটি ও মুরগীর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু পরে পানি সন্ধান করা হলে তা পাওয়া গেল না। সুতরাং তাকে পিপাসার্ত অবস্থায়ই রাত কাটাতে হল এবং সকালে পানি পান করার সুযোগ পাওয়ার পূর্বেই তাকে হত্যা করা হল।

আমীনের নিহত হওয়ার বিবরণ

অবস্থা সংগিন হয়ে পড়লে অবশিষ্ট আমীর পরিচারক ও সৈন্যরা তার কাছে সমবেত হয়ে এ সংকট উত্তরণের ব্যাপারে পরামর্শ করল। একদল বলল, যারা এখনও আপনার সংগে আছে আপনি তাদের নিয়ে আল-জাযীরা অথবা শামে চলে যাবেন এবং সম্পদ সংগ্রহ করে শক্তি সঞ্চয় করবেন এবং জনতার সহায়তা গ্রহণ করবেন। অন্যরা বলল, আপনি তাহিরের কাছে আশ্রয় নিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন এবং ভাইয়ের বায়আত আনুগত্য গ্রহণ করবেন। এরূপ করলে নিশ্চয় আপনার ভাই আপনার জন্য এবং আপনার পরিবার-পরিজনের জন্য প্রয়োজন মিটানো পরিমাণ

সম্পদের আদেশ দিয়ে দিবেন। আপনার শেষ চাওয়া পাওয়া তো একটু শান্তি ও নিরাপত্তা, তা আপনি পরিপূর্ণরূপে পেয়ে যাবেন। কেউ কেউ বলল, ভাইয়ের কাছ হতে নিরাপত্তা লাভের কাজে হারছামাই উত্তম হবে। কেননা, সে আপনাদের মাওলা এবং আপনার প্রতি অধিক স্নেহ প্রবণ। অবশেষে খলীফা এ শেষ প্রস্তাবটির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। সফর মাসের চার তারিখ রবিবার রাতে ইশার পরে হারছামার কাছে যাওয়ার কথাবার্তা স্থির হল। খলীফা খিলাফতের পোশাক ও রাজকীয় মুকুট (তায়লামান) পরিধান করলেন। তিনি তার দুই সন্তানকে ডাকিয়ে এনে তাদের ঘ্রাণ নিলেন (নাকে মুখে লাগালেন) এবং বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমাদের দু'জনকে আমি আল্লাহ্র হাওয়ালা করছি ? এ সময় তিনি (আস্তিন) দিয়ে চোখের পানি মুছলেন। পরে একটি কাল ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলেন। তখন তার সামনে ছিল একটি মোমবাতি। হারছামার কাছে পৌছলে হারছামা মর্যাদা ও সম্মানের সংগে তাকে গ্রহণ করলেন। পরে তারা দু'জন দজলা নদীতে একটি হারারাকায় (যুদ্ধে আগুন লাগাবার জন্য ব্যবহার্য নৌযান) আরোহণ করলেন। তাহির এ সংবাদ অবহিত হয়ে ক্রোধান্বিত হল। সে বলল, 'আমিই এসব কিছু করলাম, আর এখন তা অন্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হচ্ছে এবং সব কিছু হারছামার নামে সম্পৃক্ত হবে ? কাজেই হাররাকায় থাকা অবস্থায় তাহির তাদের কাছে পৌছে গেল। এ সময় তাহিরের সংগের লোকেরা নৌযানটি কাত করে দিলে ভিতরের লোকেরা ডুবে গেল। তবে আমীন সাঁতরে অপর পাড়ে উঠলে কোন সৈনিক তাকে বন্দী করল এবং সে এসে বিষয়টি তাহিরকে অবহিত করলে তাহির একদল অনারব ফৌজ সেদিকে পাঠিয়ে দিল। এ বাহিনী সে বাড়িতে পৌছল যেখানে আমীন (বন্দী) ছিলেন। তখন আমীন তার কাছের অবস্থানরত সংগীকে বলতে লাগলেন, 'আমার নিকটে সরে এস, আমি অত্যন্ত ভীতি অনুভব করছি। তিনি অত্যন্ত শক্ত করে নিজের কাপড় চোপড় শরীরে জড়িয়ে নিচ্ছিলেন এবং তার হৃদপিণ্ড তীব্র গতিতে স্পন্দিত হচ্ছিল। যেন তার বুকের পাঁজর হতে বেরিয়ে পড়ার উপক্রম করছিল। শত্রু বাহিনী তার কাছে ঢুকে পড়লে তিনি বলেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন ! তখন তাদের একজন কাছে এগিয়ে গিয়ে তার মাথার সিঁথি বরাবরে তরবারি দিয়ে আঘাত করল। তখন আমীন বলতে লাগলেন ! হে দুর্ভাগারা ! আমি রাসূলের চাচার বংশধর। আমি খলীফা হারূনুর রশীদের ছেলে ! আমি তো মামূনের ভাই ! আমার খুনের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর ! আল্লাহ্কে ভয় কর !! আক্রমণকারী এ সবের কোন কিছুতে ভ্রূক্ষেপ করল না। বরং সকলে মিলে তাকে আঘাত করল এবং উপুত অবস্থায় ঘাড়ের পিছন হতে তাকে যবাই করল। আরা তার মাথা তাহিরের কাছে নিয়ে গেল এবং ধড় সেখানে ফেলে রাখল। পরে সকালে এসে ধরটি একটি ঘোড়ার গদীতে জড়িয়ে নিয়ে গেল। এটি ছিল এ বছরের সফর মাসের চার তারিখ রবিবার রাতের ঘটনা।

খলীফা মুহাম্মদ আল-আমীনের জীবনপঞ্জী

আবূ আবদুল্লাহ্ মতান্তরে আবূ মূসা মুহাম্মদ আল-আমীন ইব্ন হারূনুর রশীদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মাহদী ইবনুল মানসূর আল-হাশিমী আল-আব্বাসী। তার মাতা ছিলেন উম্মু জা'ফর যুবায়দা বিন্ত জা'ফর ইব্ন আবূ জা'ফর আল-মানসূর। আমীন একশত সত্তর হিজরীতে রুসাফায় জন্মগ্রহণ করেন। (আবূ বকর ইব্ন আবিদ দুনয়া বলেছেন, আইয়াশ ইব্ন হিশাম তার পিতা হতে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মুহাম্মদ আল-আমীন ইব্ন হারূনুর রশীদ একশ সত্তর

হিজরী শাওয়ালে জন্মগ্রহণ করেন। আর একশ তিরানব্বই হিজরী সনের জুমাদাল উখরা মাসের তের দিন বাকী থাকা অবস্থায় (সতের জুমাদাল উখরা) তিনি খিলাফতের মসনদাসীন হন। (মতান্তরে মুহাররাম মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকা অবস্থায়) এবং একশ আটানব্বই হিজরীতে তিনি নিহত হন। কুরায়শ আদ-দানদানী তাঁকে হত্যা করে এবং তাঁর মাথা তাহির ইবনুল হুসায়নের কাছে নিয়ে গেলে সে একটি বল্লমের মাথায় মাথাটি গেঁথে তা দাঁড় করিয়ে রাখে ও এ আয়াত তিলাওয়াত করে– ----قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ (বলুন! হে আল্লাহ্ আপনিই রাজত্বের মালিক ---- যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দেন। যার কাছ হতে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। ------- সূরা আলে ইমরান)। তার খিলাফতকাল ছিল মোট চার বছর সাত মাস আট দিন।

আমীন ছিলেন দীর্ঘ দেহী, মোটা, গৌর বর্ণের, উঁচু নাক, ছোট চোখ বিশিষ্ট। কাঁধের হাড় মোটা ছিল এবং কাঁধ বেশ প্রশস্ত ছিল। অনেকে তাকে অধিক ক্রীড়ামত্ততা, সুরামত্ততা ও সালাত কম আদায়ের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। ইব্‌ন জারীর ও তার জীবন চরিত আলোচনায় তার অধিক হারে সুদানী কাফ্রীদের ও খাসীকৃত (হিজড়া) -দের সংগ্রহ করা, সম্পদ ও মণিমুক্তা দান করা, দেশের সকল অঞ্চল হতে ক্রীড়া উপকরণ ও গায়কদের সমবেত করা প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করেছেন। এতে আরো আছে যে, আমীন হাতী, সিংহ, ঈগল, সাপ ও ঘোড়ার আকৃতি বিশিষ্ট যুদ্ধ নৌযান নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন এবং এ কাজে বিপুল অর্থ ব্যয় করেছিলেন। কবি আবূ নুওয়াস (এ প্রসংগে) এমন কবিতা রচনা করে তার প্রশংসা করেছেন যা প্রকৃত বিচারে আমীনের কর্মের চেয়েও নিকৃষ্টতর। এ কবিতার সূচনায় তিনি বলেছেন ঃ

سَخَّرَاللّٰهُ للامين مطايا + لَم تُسَخَّر لِصاحب المحرابِ

فاذا مَارِ كابه سِرن براً + سار فى الماء راكبا ليث غابِ -

'আল্লাহ্ আমীনের জন্য এমন সব যানবাহন বশীভূত করে দিয়েছেন যা কোন মিহরাব অধিপতির জন্য (বীর বাহাদুরের জন্য) বশীভূত করেননি। যখন তার বাহনসমূহ (অভিযাত্রীদের নিয়ে) স্থলে সফর করে তখন সে বনের সিংহের আরোহী হয়ে নৌ সফর করে।'

এরপর আবূ নুওয়াস প্রতিটি নৌযানের পৃথক পৃথক বিবরণ দিয়েছেন। এ ছাড়া আমীন বিনোদন ও স্ফূর্তির উদ্দেশ্যে বিশালাকার প্রাসাদ নির্মাণের জন্য অর্থ ব্যয় করেন। এ সব কারণে অধিক পরিমাণে তার বিরূপ সমালোচনা হতে থাকে।

ইব্‌ন জারীর আরো উল্লেখ করেছেন যে, একদিন খুল্‌দ ভবনে আয়োজিত এক আনন্দানুষ্ঠানে আমীন বিপুল অর্থ সম্পদ ব্যয় করেন। এতে বহুমূল্য রেশমী ফরাশ বিছানো হয় এবং সোনা-রূপার পাত্র দ্বারা সাজসজ্জা করা হয় এবং তার সভাসদ ও অন্তরংগ বন্ধুদের উপস্থিত করা হয়। আমীন দাসীদের তত্ত্বাবধায়িকাকে এ মর্মে আদেশ প্রদান করেন যে, সে তার জন্য একশ সুন্দরী বাঁদীকে তৈরি করবে। আদেশে তাকে এরূপ নির্দেশ দেয়া হল যে, সে এ বাঁদীদের দশ দশ জনকে একত্রে পাঠাবে, যারা তাকে গান গেয়ে শোনাবে।

আদেশ অনুসারে দশ বাঁদীর প্রথম দলটি উচ্ছৃঙ্খলতার সংগে আগমন করে সম্মিলিত সুরে (নৃত্যের তালে) এ গান গাইল-

هُمدا قتلوه لَى يكونوا مكانه + كما غَدَرَتْ يومًا بكسرى مَدَازِبُه -

“তারাই তাকে হত্যা করল- তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে ; যেমন একদিন (পারস্য সম্রাট) কিসরার প্রধানবর্গ (জমিদাররা) কিসরার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।’

গান শুনে আমীন চরম বিরক্ত ও রাগান্বিত হলেন এবং গায়িকার মাথায় পেয়ালা ছুঁড়ে মারলেন এবং তত্ত্বাবধায়িকাকে সিংহের সামনে ছুঁড়ে দেয়ার আদেশ দিলেন। সিংহ তাকে খেয়ে ফেলল।

পরে আর দশজনকে হাযির হওয়ার আদেশ দিলে তারা এই গান গাইতে গাইতে ছুটে এল-

مَن كان مَسرورًا بمقتل مالكٍ + فليأت نسوتنا بوجه هارٍ
يَجِد النساء حواسرًا يندُبْنه + يَلطُمْنَ قبل تبلج الاسحار -

‘মালিক’-এর হত্যাকাণ্ডে যারা আনন্দিত, তারা যেন দিনের আলোয় আমাদের নারীদের কাছে (তাদের বিলাপ দেখার জন্য) আসে ; তারা দেখবে নারীরা উলংগ মাথায় বিলাপ করছে ও গালে চড় মারছে ভোরের আলো ফোটার আগেই।

আমীন এদেরও তাড়িয়ে দিলেন এবং অপর দশজন উপস্থিত হওয়ার আদেশ দিলেন। তারা এসেও সম্মিলিত সুরে নাচের তালে তালে গাইতে লাগল-

كُلَيْبٌ لَعَمرى كان اكثرَ ناصرًا + واَيسر ذنْبًا منك ضرُج بالدمم -

কুলায়ব- আমার জীবনের কসম ! তোমার চেয়ে অধিক সাহায্যকারী ও কম অপরাধকারী ছিল। তাকে রক্তে মাখামাখি করা হয়েছে।

এ গান শুনে আমীন বাঁদীদের তাড়িয়ে দিলেন এবং তখনই আসর ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ও আসর ভাংচুর করে সেখানে যা আছে সব জ্বালিয়ে দেবার আদেশ দিলেন।

বর্ণিত মতে আমীন অধিক সাহিত্যানুরাগী ও বাগ্মী ছিলেন। নিজেও কবিতা রচনা করতেন এবং কবিতার জন্য বড় বড় পুরস্কার দিতেন। আবূ নুওয়াস ছিলেন তার সভাকবি। আবূ নুওয়াস তার সম্পর্কে অনেক স্তুতিকাব্য রচনা করেছেন। আমীন খলীফা হয়ে আবূ নুওয়াসকে হারূনুর রশীদের আটককৃত যিনদীক-ধর্মদ্রোহীদের সংগে কারারুদ্ধ পেয়েছিলেন এবং তাকে দরবারে উপস্থিত করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং তাকে সম্পদ প্রদান করে সভাসদদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। পরে আবার মদ পানের অভিযোগে তাকে কারারুদ্ধ করেন এবং দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ রাখেন। পরে আবার মদ না খাওয়া ও সুন্দর কিশোর-বালকদের সংগে কুকর্ম না করার শর্তে মুক্তি দেন। আবূ নুওয়াস তা প্রতিপালন করেন। আমীন তাকে তওবা করাবার পর হতে সে এ সব কাজ আর করত না। আমীন কাসাঈর কাছে সাহিত্য শিক্ষা করেন এবং কুরআন শিক্ষা করেন। খতীব তার সূত্রের একটি রিওয়ায়াত করেছেন, যা মক্কায় তার একজন গোলামের মৃত্যুতে তাকে সমবেদনা প্রকাশের সময় তিনিই বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছেন, আমার পিতা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন তার পিতা হতে। তিনি মানসূর হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ হতে, তিনি তার পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, مَن مَاتَ مُحرما حُشر مُلَبِّيًا যে ইহ্রাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় হাশর ময়দানে উঠানো হবে।

আমীন ও তার ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ সংক্রান্ত বিবরণ এবং তার পরিণতিতে তার গদীচ্যুত হওয়া, চরম সংকটাপন্ন হয়ে নিহত হওয়া ইত্যাদি বিষয় আগে বর্ণিত হয়েছে। তাতে আছে যে, শেষ মুহূর্তে অসহনীয় অবরুদ্ধ অবস্থায় আমীন হারছামার সংগে সমঝোতায় উপনীত হতে বাধ্য হন এবং নৌযানে আশ্রয় নেয়ার পর তা উল্টিয়ে দেয়া হলে তিনি সাঁতরে অপর তীরে উঠেন এবং একজন সাধারণ লোকের বাড়িতে প্রবেশ করেন। তখন তিনি ছিলেন প্রচণ্ড ভয়ার্ত, সন্ত্রস্ত, ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন। সে ব্যক্তি তাকে সবর ও ইসতিগফারের তালকীন করতে থাকল এবং আমীন রাতের কিছু অংশে তাতে নিমগ্ন রইলেন। ইতিমধ্যে তাহির ইবনুল হুসায়ন ইব্ন মুসআবের প্রেরিত অনুসন্ধানী দল সেখানে পৌছে গেল এবং তার কাছে ঢুকে পড়ল। দরজা সংকীর্ণ থাকার কারণে তারা ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে তার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আমীন তখন তাদের প্রতিরোধে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তার হাতে থাকা একটি বালিশ দিয়ে তাদের ঠেকাতে থাকলেন। তারা তাকে পায়ের গোড়ালীতে আঘাত না করা পর্যন্ত এবং তরবারি দিয়ে তার মাথায় অথবা কোমরে আঘাত না করা পর্যন্ত তার কাছে পৌছতে সক্ষম হল না। পরে তারা তাকে যবাই করল এবং তার মাথা ও ধড় তাহিরের কাছে নিয়ে গেল। তাহির এতে অত্যন্ত আনন্দিত হল এবং মাথাটি বল্লমের মাথায় গেঁথে সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখার আদেশ দিল। সকালে লোকেরা আন্‌বার গেইটের কাছে বল্লমের মাথায় কর্তিত মাথাটি দেখতে লাগল এবং ক্রমান্বয়ে দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল। পরে তাহির আমীনের মাথাটি চাচাত ভাই মুহাম্মদ ইব্ন মুসআবের হাতে পাঠিয়ে দিলেন। সেই সংগে রাজকীয় চাদর, লাঠি এবং জুতা- যা ছিল মণিমুক্তা যুক্ত ? পাঠিয়ে দিলেন এবং দূত সেগুলো (মামূনের প্রধানমন্ত্রী) যুর-রিয়াসাতায়নের সোপর্দ করল। সে এগুলি একটি ঢালের মধ্যে রেখে মামূনের কাছে প্রবেশ করল। মামূন তা দেখে সিজদায় পতিত হলেন এবং যে তা নিয়ে এসেছে তাকে এক লাখ দিরহাম দেয়ার আদেশ দিলেন। মাথাটি পৌছার সময় যুর-রিয়াসাতায়ন আবূ তাহিরকে দোষারোপ করে বললেন, আমরা তো তাকে বন্দী করে নিয়ে আসার আদেশ দিয়েছিলাম, সে তাকে খুন করে আনল ? মামূন বললেন, যা হওয়ার তা তো হয়ে গিয়েছে। তাহির মামূনের কাছে লেখা একটি পত্রে বিগত ঘটনাবলী এবং তার সর্বশেষ পরিণতির বিশদ বিবরণ অবহিত করেন।

আমীনের মৃত্যুতে দাংগা-হাংগামা স্তিমিত হল। অকল্যাণের আগুন নিভে গেল এবং লোকেরা নিরাপত্তা ও প্রশান্তি লাভ করল। তাহির জুমুআর দিন বাগদাদে প্রবেশ করে জনগণের সামনে অত্যন্ত সারগর্ভ ভাষণ দিলেন। যাতে তিনি পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত উদ্ধৃত করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা তা করেন এবং যেমন ইচ্ছা হুকুম করেন ও ফায়সালা দেন। ভাষণে তিনি ঐক্যবদ্ধ থাকার এবং পূর্ণ আনুগত্য করার নির্দেশ দেন। পরে তিনি সেনা ছাউনিতে চলে গেলেন এবং সেখানে অবস্থান করলেন। তিনি যুবায়দাকে আবূ জা'ফরের ভবন হতে খুলদ ভবনে স্থানান্তরিত করার আদেশ দিলে যুবায়দা এ বছরের রবীউল আওয়াল মাসের বার তারিখ শুক্রবার সেখান হতে বের হলেন। আমীনের দুই পুত্র মূসা ও আবদুল্লাহ্‌কে তার চাচা মামূনের কাছে খোরাসানে পাঠিয়ে দেয়া হল, যা একটি সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল।

আমীন নিহত হওয়ার পাঁচ দিনের ব্যবধানে একদল সৈনিক তাহিরকে ঘেরাও করে তার কাছে তাদের প্রাপ্য ভাতা দাবী করল। কিন্তু তখন তাহিরের কাছে কোন অর্থ ছিল না। বিশৃংখলাকারী

দলটি সমবেত ও দলবদ্ধ হয়ে তাহিরের কিছু আসবাব লুটে নিল এবং 'হে মূসা ! হে মানসূর ! বলে ধ্বনি তুলল। তাদের ধারণা ছিল যে, আমীনের পুত্র মূসা-যাকে আন-নাতিক উপাধি দেয়া হয়েছিল- সেখানে রয়েছে। অথচ তাহির আগেই তাকে তার চাচার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এ পরিস্থিতিতে তাহির ও তার সমর্থক সেনা নায়কদের নিয়ে একদিকে সমবেত হলেন এবং তার সমর্থকদের নিয়ে বিদ্রোহীদের সংগে যুদ্ধ করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। কিন্তু পরে তারা তার কাছে ফিরে এসে ভুল স্বীকার করে অনুতাপ প্রকাশ করলে তাহির কারো নিকট হতে বিশ হাজার দীনার ধার গ্রহণ করে সৈনিকদের চার মাসের ভাতা দিয়ে দিলেন। এতে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে গেল।

এছাড়া ইবরাহীম ইবনুল মাহদী যুবায়দার সন্তান মুহাম্মদ আল-আমীনের নিহত হওয়ায় আক্ষেপ প্রকাশ করে তার স্মরণে শোক কাব্য রচনা করলেন। মামূনের কাছে এ সংবাদ পৌছলে তিনি তাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলেন ও সতর্ক করে দিলেন। ইব্‌ন জারীর আমীনের মৃত্যুতে রচিত অনেক মানুষের শোককাব্য উদ্ধৃত করেছেন এবং তাকে ব্যাংগ করে রচিত কবিতারও কিছু কিছু উদ্ধৃত করেছেন। অনুরূপ আমীনকে হত্যা করার সময়ে তাহির ইব্‌ন হুসায়নের কবিতা হতে এ লাইন দু'টি উল্লেখ করেছেন-

مَلَكْتَ النّاس قَسراً واقتداراً + وَقتلت الجبابرة الكبارا
ووَجَّهْتُ الخلافةَ نَحوَ مروَ + الى المَامُونِ تَبْتَدِرِ ابتداراً -

"জোর জবরদস্তি ও ক্ষমতা বলে তুমি মানুষের মালিক হয়েছিলে এবং বড় বড় দুর্ধর্ষদের হত্যা করেছিলে। (অবশেষে) খিলাফতের মসনদ মার্ভ অভিমুখে মামূনের কাছে পাঠিয়ে দিলে অত্যন্ত ব্যস্ততার সংগে।

হারূনুর রশীদের পুত্র আবদুল্লাহ্ আল-মামূনের খিলাফত

মামূনের ভাই মুহাম্মদ (আমীন) একশ আটানব্বই হিজরী সনের ৪ঠা সফর (মতান্তরে) মুহাররমে নিহত হলে পূর্ব হতে পশ্চিমে সর্বত্র মামূনের জন্য নিরংকুশ বায়আত সম্পন্ন হল। মামূন হাসান ইব্‌ন সাহলকে ইরাক, ফারিস ইরান, আহওয়ায় কূফা, বসরা, হিজায ও ইয়ামানের শাসনকর্তা নিয়োগ করলেন এবং এসব অঞ্চলে নায়িব মনোনীত করে পাঠালেন। তাহির ইবনুল হুসায়নকে নাস্‌র ইব্‌ন শাবছের সংগে যুদ্ধ করার জন্য রাক্‌কায় ফিরে আসার ফরমান পাঠালেন এবং তাকে আল-জাযীরা, শাম, মাওসিল ও আল-মাগরিবের নায়িব নিযুক্ত করলেন। হারছামাকে খুরাসানের প্রশাসক হওয়ার ফরমান পাঠালেন। এ বছর হাজীদের হজ্জে নেতৃত্ব দিলেন আল-আব্বাস ইব্‌ন ঈসা হাশিমী। এ বছর সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী ও ইয়াহ্‌য়া আল কাত্তান- হাদীস, ফিক্‌হ ও রিজাল শাস্ত্রে এই দিকপাল ও সমকালীন সর্বজন বরেণ্য আলিম-ইমাম ইনতিকাল করেন।

১৯৯ হিজরীর আগমন

এ বছর মামূনের নিয়োজিত নায়িব- শাসনকর্তারূপে হাসান ইব্‌ন সাহল বাগদাদে আগমন

করলেন এবং তার অধিভুক্ত অঞ্চলসমূহে সহকারী প্রশাসকদের পাঠিয়ে দেন। তাহির ইবনুল হুসায়ন তার অধিভুক্ত আল-জাযীরা, শাম, মিসর ও পশ্চিমাঞ্চলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং হারছামা খুরাসানের শাসনকর্তারূপে সেখান গমন করেন। পূর্ববর্তী বছরের শেষ দিকে যিলহাজ্জ মাসে মুহাম্মদ (নফসে যাকিয়্যার) বংশধর রিযা-র ইমামতের আহ্বান জানিয়ে হাসান আল-হারশ বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছিল এবং রাজস্ব আদায় ও পশুপাল লুটতরাজ করে বিভিন্ন অঞ্চলে দাংগা ছড়িয়ে দিয়েছিল। মামূন তাকে শায়েস্তা করার জন্য বাহিনী পাঠালেন এবং এ বাহিনী চলমান বছরের মুহাররামে তাকে (হাসান আল-হারশকে) হত্যা করলে এ বিদ্রোহ প্রশমিত হল।

এ বছরের জুমাদাল উখরা মাসের দশ তারিখ বৃহস্পতিবার মুহাম্মদ (নফসে যাকিয়্যা)-এর বংশধর রিযা-র ইমামত এবং কিতাব ও সুন্নাহ্ অনুসারে আমলের আহ্বান জানিয়ে মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব কূফায় বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। এ মুহাম্মদই ইব্ন তাবাতাবা নামে সমধিক পরিচিত। তার প্রধান সহযোগী ও তার পক্ষে সমরাধিনায়কের দায়িত্ব পালনকারী ছিল আকুস সারায়া আস্-সারিয়্যু ইব্ন মানসূর শায়বানী। কুফাবাসীরা তাকে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদানে ঐকমত্য পোষণ করল এবং সমগ্র দূর-দূরান্তের অঞ্চল হতে তার পাশে সমবেত হল। কূফার প্রত্যন্ত অঞ্চলের পল্লীবাসীরা ও তার কাছে তাদের প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল। কূফায় তখন হাসান ইব্ন সাহলের নিযুক্ত শাসক ছিলেন সুলায়মান ইব্ন আবূ জা'ফর আল-মানসূর। হাসান ইব্ন সাহ্ল এ পরিস্থিতির জন্য তাকে দোষারোপ করে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলেন এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য যাহির ইব্ন যুহায়র ইবনুল্ মুয়ায়্যাবের পরিচালনায় দশ হাজার অশ্বারোহীর একটি বাহিনী পাঠালেন। দুই দল কূফার বহিরাঞ্চলে যুদ্ধে লিপ্ত হল এবং বিদ্রোহী যাহিরকে পরাজিত করে তার বাহিনীকে পাইকারী হারে হত্যা করল এবং বিদ্রোহী বাহিনীর সব সম্পদ লুট করে নিল। এটি ছিল জুমাদাল উখরা মাসের শেষ দিনের ঘটনা। এ ঘটনার পরের দিনই শীআ দলের আমীর ইব্ন তাবাতাবার (মুহাম্মদ) আকস্মিক মৃত্যু হয়ে গেল। কথিত মতে আবূস সারায়া-ই বিষ প্রয়োগে তাকে হত্যা করে মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আলী ইবনুল হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব নামের এক অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোরকে তার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করল। যাহির তার বেঁচে যাওয়া সৈনিকদের নিয়ে ইব্ন হুবায়রা ভবনে আশ্রয় নিল। হাসান ইব্ন সাহ্ল চার হাজার ঘোড় সওয়ার দিয়ে আবদুস ইব্ন মুহাম্মদকে পাঠালেন। যা বাহ্যত ছিল যাহিরের সাহায্যকারী বাহিনী। নবাগত বাহিনী ও আবুস সারায়ার মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হল এবং আকুস সারায়া এ বাহিনীকেও পরাস্ত করল। এমনকি আবদূসের বাহিনীর একজনও জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারল না।

এ পরিস্থিতিতে তালিবী (শীআ বিদ্রোহী)-রা এসব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। আকুস সারায়া কূফায় দিরহাম-দীনার (রৌপ্য মুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রা) ঢালাই করল এবং তাতে اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا (যারা আল্লাহ্র পথে সারিবদ্ধ হয়ে-সীসা ঢালাই প্রাচীরের ন্যায় হয়ে-যুদ্ধ করে আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন) আয়াতের ছাপ ব্যবহার করল। পরে আবুস সারায়া বসরা, ওয়াসিত, মাদায়িন ও অন্যান্য অঞ্চল অভিমুখে তার বাহিনী প্রেরণ করল এবং সেসব স্থানের (মামূনের নিয়োজিত) শাসকদের পরাস্ত করে জবর দখল প্রতিষ্ঠা করল। এভাবে বিদ্রোহীদের

প্রতিপত্তি সবল হল। পরিস্থিতির অবনতি হাসান ইব্ন সাহ্লকে ভাবিয়ে তুলল। হাসান আবুস সারিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানিয়ে হারছামার কাছে পত্র লিখলেন। হারছামা প্রথমে তাতে সাড়া দিলেন না। তবে পরে আগমন করে বারবার আবুস সারায়াকে পরাস্ত করে তাকে কূফা প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করলেন। তালিবী বিদ্রোহীরা কূফায় আব্বাসীদের বাড়ি-ঘরে আক্রমণ চালিয়ে লুটতরাজ করল। তাদের সহায় সম্পদ ধ্বংস করল এবং বহু নিকৃষ্ট কাজ করল। আবুস সারায়া মাদায়িনে তার দূত পাঠালে তারা তার আহ্বানে সাড়া দিল। অনুরূপ মওসুম অর্থাৎ হজ্জের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য হুসায়ন ইব্ন হাসান আফতাসকে মক্কাবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন। মক্কার নায়িব (শাসক) দাঊদ ইব্ন ঈসা ইব্ন মূসা ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) এ সংবাদ অবহিত হয়ে ইরাকের উদ্দেশ্যে মক্কা হতে পলায়ন করলেন। তখন মক্কার লোকেরা ইমামবিহীন অবস্থায় থেকে গেল। মক্কার বাসিন্দাদের পক্ষ হতে মক্কার মুআযযিন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল ওয়ালীদ আযরাকীকে (আরাফাত ময়দানের) সালাতে ইমামতির অনুরোধ করা হলে তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। পরে মক্কার কাযী মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান মাখযুমীকে বলা হলে তিনিও স্বীকৃত হলেন না। তিনি বললেন, আমি কার জন্য দু'আ করব ! যেখানে দেশের শাসনকর্তা পলাতক ! তখন লোকেরা বাধ্য হয়ে তাদের মধ্যকার একজনকে অগ্রবর্তী করে দিলে সে তাদের যুহর ও আসর সালাতে ইমামতি করল। হুসায়ন আফতাস এ সংবাদ অবগত হলে মাত্র দশজন লোক নিয়ে মাগরিবের পূর্ববর্তী সময়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করে রাতে মুযদালিফায় অবস্থান করলেন। পরে মুযদালিফায় ফজরে সালাতের ইমামতি করলেন এবং মিনার দিনগুলির অবশিষ্ট হজ্জের আমলের নেতৃত্ব দিলেন। মোটকথা, এ বছর হাজীগণ আরাফাত হতে ইমামবিহীন অবস্থায় মুযদালিফায় গমন করলেন। এ বছরে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ও বরেণ্যদের তালিকায় রয়েছেন ইসহাক ইব্ন সুলায়মান, ইব্ন নুমায়র, ইব্ন সাবূর, আম্র আল-আমবারী, মুতী বালখীর পিতা ও ইউনুস ইব্ন বুকায়র প্রমুখ।

২০০ হিজরীর আগমন

এ বছরের প্রথম দিনে হুসায়ন ইব্ন হাসান আফ্তাস একটি ত্রিকোণ চাটাই বিছিয়ে মাকামে (ইবরাহীমে)-র পিছনে উপবেশন করলেন এবং কা'বা গাত্র হতে আব্বাসীয়দের পরানো গিলাফ তুলে নেয়ার আদেশ দিলেন। সে বললো, আমরা এটাকে তাদের গিলাফ হতে পবিত্র করছি। সে নতুন করে দু'টি হলুদ বর্ণের লম্বা চাদর পরিয়ে দিলেন যাতে আবুস সারায়া-র নাম অংকিত ছিল। পরে সে কা'বার ভাণ্ডারে রক্ষিত ধনভাণ্ডার দখল করে নিলেন এবং আব্বাসীয়দের গচ্ছিত সম্পদ তল্লাশী করে দখল করলেন। এমনকি সে সকল ধনবানের মাল সম্পদ তা 'মুসওয়াদ্দা'র সম্পদ হওয়ার অভিযোগে দখল করে নিল। মানুষ তার ভয়ে পালিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিল। সে থামের মাথায় বিদ্যমান সোনাও গলিয়ে বের করল। তাতে অনেক মেহনতের পর সামান্য পরিমাণ পাওয়া যেত। সে মাসজিদুল হারামের জানালাগুলো তুলে ফেলে অতি সস্তায় বিক্রি করে দিল। এ ছাড়াও অত্যন্ত নিকৃষ্ট চরিত্রের পরিচয় দিল। পরে তার কাছে আবুস সারায়ার নিহত হওয়ার সংবাদদদ পৌঁছলে সে তা গোপন করল এবংঅতি বৃদ্ধ এক তালিবীকে আমীর মনোনীত করে নিজের কুকর্ম অব্যাহত রাখল। পরে মুহাররামের ষোল তারিখে মক্কা হতে পালিয়ে গেল।

এর মূল ঘটনা ছিল এই যে, হারছামা আবুস সারায়াকে পরাভূত করলে এবং তার বাহিনীকে পরাস্ত করলে এবং তার সহযোগী তালিবী শীআদের কূফা হতে বহিস্কার করে হারছামা ও মানসূর ইবনুল মাহদী সেখানে প্রবেশ করে সেখানকার সাধারণ বাসিন্দাদের নিরাপত্তা দিলেন এবং কাউকে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না। আবুস সারায়া তার সহযোগীদের নিয়ে কাদিসিয়ার দিকে চলে গেল এবং পরে সেখান হতে বের হলে মামূনের একটি বাহিনী তাদের পথ রোধ করল এবং তাদের পরাস্ত করল। এতে আবুস সারায়া অত্যন্ত মারাত্মকরূপে আহত হল। তারা রাসুল আয়নে অবস্থিত আবুস সারায়া-র বাড়ির উদ্দেশ্যে আল-জাযীরা অভিমুখে পলায়ন করল। কিন্তু এ পথেও মামূনের বাহিনী তাদের প্রতিরোধ করে তাকে বন্দী করে ফেলল এবং আল-হারবিয়ার আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে নাহরাওয়ানে অবস্থানকারী হাসান ইব্‌ন সাহলের কাছে উপস্থিত করল। হাসান আবুস সারায়া-র গর্দান উড়িয়ে দেয়ার আদেশ দিলে সে অত্যন্ত অস্থির ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তার কর্তিত মাথা জনসমক্ষে ঘুরানো হল। তার দেহ দুইখণ্ড করে বাগদাদের দুই পুলে লটকে রাখার আদেশ দেয়া হল। মোটকথা আবুস সারায়া-র বিদ্রোহের সূচনা ও তাকে হত্যার মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তির ঘটার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল দশ মাস। পরে হাসান ইব্‌ন সাহল (ইব্‌ন মুহাম্মদ) আবুস সারায়ার মাথা মামূনের দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। এ প্রসংগে কোন কবি বলেছেন ঃ

الم تر ضربة الحسنِ بن سهلٍ + بسيفك يا امير المؤمنينا -

'আপনি কি দেখেননি হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার তরবারি দিয়ে হাসান ইব্‌ন সাহলের আঘাত হানা ...

اَدارَتْ مروُ راْسَ ابى السرايا + واَبقَتْ عِبرَةً لِلعَالمينا -

'মার্ভ আবুস সারায়ার মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল এবং জগদ্বাসীর জন্য রেখে দিল শিক্ষার উপকরণ'।

এ সময় বসরায় তালিবীদের পক্ষে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল যায়দ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবনুল হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা)। তার সমধিক পরিচিতি ছিল 'যায়দ আন্‌নার' (আগুনে যায়দ) নামে। সে মুসাওয়াদ্দা কালো পতাকাধারীদের ঘর-বাড়ি অধিকহারে পুড়িয়ে দেয়ার কারণে এ নামে অভিহিত হয়েছিল। আলী ইব্‌ন সাঈদ তাকে বন্দী করে তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং তার অনুগামী সেনাকর্তাদেরসহ তাকে ইয়ামানের বিদ্রোহী তালিবী শীআদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়ে দেন।

এ বছরই ইয়ামানে বিদ্রোহ করেন ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা)। তার সমধিক পরিচিত ছিল জায্‌যার ('কসাই') নামে। ইয়ামানবাসী বহু লোককে হত্যা ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করার কারণে। এ লোকই মক্কায় অবস্থানকালে বহু অপকর্ম করেছিল যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আবুস সারয়া নিহত হওয়ার সংবাদ অবগত হয়ে সে ইয়ামানে পালিয়ে গেল। ইয়ামানের (মামূনের নিয়েজিত) নায়িব তার আগমন খবর পেয়ে ইয়ামান ত্যাগ করল এবং খুরাসান যাওয়ার পথে মক্কা হতে তার মাকে সংগে নিয়ে গেল। এদিকে ইবরাহীম ইয়ামানের অঞ্চলসমূহে তার প্রতিপত্তি বিস্তার করল। সেখানে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হল, যার বিবরণ অনেক দীর্ঘ।

অপরদিকে মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফার আলাবী তার দাবী হতে ফিরে গেল। সে মক্কায় খিলাফতের দাবী করেছিল, সে বলল, আমার ধারণা হয়েছিল যে, মামূনের মৃত্যু হয়েছে। এখন তার জীবিত থাকা নিশ্চিতরূপে সাব্যস্ত হওয়ায় আমি আমার কৃত দাবীর ব্যাপারে আল্লাহ্র কাছে ইসতিগফার ও তওবা করছি। আমি এখন একজন সাধারণ মুসলিম নাগরিকরূপে আনুগত্যে প্রত্যাবর্তন করলাম।

আর হারছামা যখন আবুস সারায়া ও তার পক্ষাবলম্বনকারী খিলাফতের নায়িব মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ প্রমুখকে পরাজিত করল তখন কেউ মামূনের কাছে এই বলে কূটনামী করল যে, হারছামা আবুস সারায়ার সংগে (গোপন) পত্র যোগাযোগ রাখত এবং সে-ই তাকে বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মামূন তাকে মার্ভে ডেকে পাঠালেন। তাকে উপস্থিত করে খলীফার সামনে তাকে প্রহার করা হল এবং তার পেট মাড়ানো হল। পরে জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়া হল এবং কয়েকদিন করে তাকে হত্যা করা হল এবং বিষয়টি সম্পূর্ণ চেপে যাওয়া হল। বাগদাদে তার নিহত হওয়ার সংবাদ পৌছলে জনসাধারণ ও যুদ্ধবাজরা ইরাকের নায়িব হাসান ইব্ন সাহ্লকে অস্থির পরিস্থিতির সম্মুখীন করল। তার বলল, আমাদের অঞ্চলে আমরা এ লোককে এবং এর নিয়োজিত শাসকদের সহ্য করব না। তারা ইসহাক ইব্ন মূসা আল- মাহ্দীকে নায়িব ঘোষণা করল। এ বিষয়টি নিয়ে উভয় পক্ষের সমর্থকরা সমবেত হতে লাগল। আমীর ও সৈনিকদের একটি দল হাসান ইব্ন সাহলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হল এবং আমীরদের মধ্যে এ বিষয়ে যারা জনসাধারণের পক্ষে ছিল তাদের কাছে পত্র পাঠিয়ে তাদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করল। এ বছর শা'বান মাসে তিন দিন ধরে এই দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকল। পরে এই মর্মে একটি সমঝোতা হল যে, তাদের প্রাপ্য ভাতার কিছু অংশ তাদের দেয়া হবে যা দিয়ে রমাযানে তারা তাদের ব্যয় নির্বাহ করবে। কিন্তু হাসান যিলকাদ মাসে ফসল পাকা পর্যন্ত তাদের সংগে টালবাহানা করতে থাকল। যিলকাদে যায়দ ইব্ন মূসা অর্থাৎ যায়দ আননার (অগ্নি যায়দ) নামে অভিহিত আবুস সারায়া-র ভাই বিদ্রোহ করল। তার এবারের বিদ্রোহ ছিল আমূবার অঞ্চলে। তাকে দমন করার জন্য বাগদাদে হাসান ইব্ন সাহলের নায়িব আলী ইব্ন হিশাম বাহিনী পাঠালেন। হাসান এ সময় মাদায়িনে অবস্থান করছিলেন। এ বাহিনী তাকে গ্রেফতার করে আলী ইব্ন হিশামের কাছে নিয়ে এল এবং এভাবে আল্লাহ্ তার বিদ্রোহ প্রশমিত করে দিলেন।

মামূন এ বছর অবশিষ্ট আব্বাসীয়দের সন্ধানে বিভিন্ন অঞ্চলে লোক পাঠালেন। আব্বাসীয়দের শুমারী ও সংখ্যা গণনা করা হল। দেখা গেল নারী-পুরুষ মিলিয়ে তাদের মোট সংখ্যা তেত্রিশ হাজার। এ বছর রোমানরা তাদের সম্রাট আলয়ূনকে হত্যা করে। সে সাত বছর তাদের সম্রাট ছিল। তারা সম্রাটের নায়িব মীখাঈলকে তার স্থলাভিষিক্ত সম্রাট ঘোষণা করল। এ বছর মামূন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আমির ইব্ন ইসমা'ঈলকে হত্যা করেন। কেননা, সে মামূনকে 'ইয়া আমীরুল কাফিরীন' (হে কাফিরদের নেতা ও শাসক !) বলে সম্বোধন করেছিল। তাকে বন্দী অবস্থায় তার সামনে হত্যা করা হল। এ বছর পবিত্র হজ্জের আমীর ছিলেন মুহাম্মদ ইবনুল মু'তাসিম ইব্ন হারূনুর রশীদ। এ বছর মৃত্যুবরণকারী শীর্ষ ব্যক্তিবর্গের তালিকায় রয়েছেন আসবাত ইব্ন মুহাম্মদ, আবূ যামরা আনাস ইব্ন ইয়ায, মুসলিম ইব্ন কুতায়বা, উমর ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ, ইব্ন আবূ ফুদায়ক, মুবাশ্শির ইব্ন ইসমাঈল, মুহাম্মদ ইব্ন যুবায়র এবং মুআয ইব্ন হিশাম প্রমুখ।

২০১ হিজরীর আগমন

এ বছর বাগদাদবাসীরা মানসূর ইবনুল মাহদীকে খিলাফতের মসনদাসীন হতে উদ্বুদ্ধ করলে মানসূর তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। তখন তারা মামূনের নায়িব হয়ে খুতবায় তার জন্য দু'আ করার প্রস্তাব করলে সে তাতে সম্মত হয়। এ সূত্র ধরে বহু সংঘাত-হানাহানির পর তারা হাসান ইব্ন সাহলের নিয়োজিত বাগদাদের নায়িব আলী ইব্ন হিশামকে তাদের মধ্য হতে বের করে দেয়। এ বছর বাগদাদ ও তার চারপাশের জনবসতিতে সন্ত্রাসী, প্রতারক, ধাপ্পাবাজ ও পাপাচারীদের অরাজকতা ব্যাপকরূপ পরিগ্রহ করে। সন্ত্রাসী চাঁদাবাজরা কোন ব্যক্তির কাছে গিয়ে বিশেষ পরিমাণ অর্থ ধার হিসাবে অথবা দান হিসাবে দেয়ার দাবী করত এবং সে তা প্রদানে অস্বীকৃত হলে তারা তার বাড়ির সমস্ত সম্পদ লুট করে নিয়ে যেত। অনেক সময় তারা শিশু ও নারীদের মারধর বা অপহরণ করত। কখনও তারা কোন গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের গৃহপালিত ও চতুষ্পদ পশু তাড়িয়ে নিয়ে আসত এবং যেমন ইচ্ছা নারী ও শিশুদের অপহরণ করে নিয়ে যেত। তারা কাতারবাসীদের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেল এবং আক্ষরিক অর্থেই তাদের জন্য কিছুই রেখে গেল না। এ পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে খালিদ আদ-দারয়ূশ নামের এক ব্যক্তি এবং আবূ হাতিম সাহ্ল ইব্ন সুলামা আনসারী নামের অপর এক খুরাসানী ব্যক্তি জনতাকে প্রতিরোধের আহ্বান জানান। এতে জনসাধারণের একটি দল সমবেত সম্মিলিতরূপে সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করল এবং তাদের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পৃথিবীতে তাদের অশান্তি সৃষ্টির পথ বন্ধ করে দিল। পরিস্থিতি পূর্বের ন্যায় শান্ত ও স্থির হয়ে গেল। এ সব ছিল শা'বান ও রমাযানের ঘটনা।

এ বছরের শাওয়াল মাসে হাসান ইব্ন সাহ্ল বাগদাদে ফিরে এল এবং সেনাবাহিনীর সংগে আপোষরফায় উপনীত হল। মানসূর ইবনুল মাহদী ও তার সহযোগী আমীররা সরে দাঁড়াল।

এ বছরই মামূন তাঁর পরবর্তী খলীফা (যুদ্ধবাজ ওয়ালী মাহ্দ) রূপে আলী রিযা ইব্ন মূসা আল-কাজিম ইব্ন জা'ফর আস-সাদিক ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন– শহীদে কারবালা – ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর নাম ঘোষণা করে তার অনুকূলে বায়আত গ্রহণ করলেন এবং তাকে মুহাম্মদ (ইবনুল হুসায়ন) পরিবারের 'আর-রাযীয়্যু' (রিযা) নামে অভিহিত করলেন। এ সময় হতে কালো পোশাক ফেলে দিয়ে সবুজ পোশাক পরিধানের আদেশ দিলে রিযা ও তার বাহিনী সবুজ পোশাক গ্রহণ করল। এ ঘোষণার ফরমান সকল প্রদেশ ও অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়া হল। এ বায়আতের ঘটনা ছিল দুইশ এক হিজরীর রমাযানের দুই দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে মংগলবারের ঘটনা। এর অন্তর্নিহিত কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মামূন লক্ষ্য করলেন যে, আহলে বায়ত (নবী বংশধর)-এর মধ্য আলী রিযা সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং দীনদারী ও আমলে আব্বাসীদের মধ্যে তার তুলনীয় কেউ নেই। এ কারণে মামূন তাকে তার পরবর্তী 'যুবরাজ' ঘোষণা করলেন।

বাগদাদবাসীদের ইবরাহীম ইবনুল মাহদীর হাতে বায়আত করার ঘটনা

মামূনের পরে আলী রিযার খিলাফতের অনুকূলে মামূনের বায়আত গ্রহণের সংবাদ (বাগদাদে) পৌঁছলে এ বিষয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। একদল এতে সাড়া দিয়ে বায়আত করল এবং অপর দল অস্বীকৃতি জানিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করল। আব্বাসীদের প্রায় সকলে

তা প্রত্যাখ্যান করল। আল-মাহদীর দুই পুত্র ইবরাহীম ও মানসূর এ বিষয়ে নেতৃত্ব দিল। জিলহাজ্জের পাঁচ দিন বাকী থাকার সময়ে মংগলবার আব্বাসীরা ইবরাহীম ইবনুল মাহদীর নামে প্রকাশ্যে বায়আত গ্রহণ করল এবং তাকে 'আল-মুবারাক' উপাধিতে ভূষিত করল। ইবরাহীম ছিল কিছুটা কাল বর্ণের। তারা তার পরে তার ভাইপো ইসহাক ইব্ন মূসা ইবনুল মাহদীর জন্যও বায়আতের ঘোষণা দিল এবং মামূনের বায়আত প্রত্যাখ্যান করল। যিলহাজ্জের দুই দিন বাকী থাকাকালে শুক্রবার তার মামূনের জন্য এবং তার পরে ইবরাহীমের জন্য দু'আ করার ইচ্ছা করলে জনতা বলল, তোমরা শুধু ইবরাহীমের জন্য দু'আ করবে। এতে তারা প্রচণ্ড বিরোধে লিপ্ত হল এবং তাদের মধ্যে হাতাহাতি সংঘটিত হল। এমনকি সেদিন তারা জুমুআর সালাত আদায় না করে তারা প্রত্যেকে একাকী চার রাকআত (যুহ্র) সালাত আদায় করল।

এ বছর তাবারিস্তানের নায়িব সেখানকার পার্বত্য অঞ্চল এবং লারয্ (লারিস্তান) ও সিরাজ অঞ্চলসমূহ জয় করেন। ইব্ন হায্ম উল্লেখ করেছেন যে, সাল্ম আল-খাসির এ প্রসংগে কবিতা রচনা করেছিলেন। তবে ইবনুল জাওযী প্রমুখ উল্লেখ করেছেন যে, সাল্ম এর কয়েক বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ই সমধিক অবহিত।

এ বছর খুরাসান, রায় ও ইস্পাহানের বাসিন্দারা প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ ও অকালে আক্রান্ত হয়। খাদ্যদ্রব্য অত্যন্ত দুর্মূল্য হয়ে যায়। এ বছর বাবাক খুররাযী তার ভ্রান্ত মতবাদের আন্দোলন শুরু করলে একদল নির্বোধ ও অজ্ঞ লোক তার অনুসারী হয় সে পুনর্জন্মের মতবাদ পোষণ করত। তার পরিণতির কথা পরে আলোচনা হবে। এ বছর হজ্জের আমীর ছিলেন ইসহাক ইব্ন মূসা ইব্ন ঈসা হাশিমী।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে রয়েছেন আবূ উসামা হাম্মাদ ইব্ন উসামা, হাম্মাদ ইব্ন মাসআদা, ইব্ন আম্মারা আলী ইব্ন আসিম এবং মুহাম্মদদ ইব্ন মুহাম্মদ– আবুস সারায়া যাকে নেতারূপে ঘোষণা করেছিল এবং কূফাবাসীরা ইব্ন তাবাতাবার পরে যার হাতে বায়আত করেছিল।

২০২ হিজরীর আগমন

এ বছরের প্রথম দিনটিতে বাগদাদে মামূনের বায়আত বাতিল করে ইবরাহীম ইবনুল মাহদীর খিলাফতের বায়আত অনুষ্ঠিত হয়। মুহাররামের পাঁচ তারিখ শুক্রবার ইবরাহীম ইবনুল মাহদী মিম্বরে আরোহণ করলে লোকেরা তার হাতে বায়আত গ্রহণ করে এবং তাকে 'আল-মুবারক' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ইবরাহীম কূফা ও সাওয়াদ অঞ্চলে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। সেনাবাহিনী তার কাছে তাদের ভাতা দাবী করলে তিনি তাদের সংগে সময় ক্ষেপণের পন্থা অবলম্বন করেন এবং পরে তাদের প্রত্যেককে দুইশ দিরহাম প্রদান করেন এবং তাদের জন্য সাওয়াদ অঞ্চলের ভূমি (ভাতার) বিনিময়রূপে দেয়ার ফরমান লিখে দেন। ফলে তারা যেদিকে গেল সেদিকেই লুটতরাজ করল এবং ফসল ও রাজকীয় রাজস্ব উসুল করে নিল। ইবরাহীম পূর্বাঞ্চলের জন্য আব্বাস ইব্ন মূসা আল-হাদীকে এবং পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ইস্হাক ইব্ন মূসা আল-হাদীকে তার সহকারী নিয়োগ করলেন।

এ বছরই মাহদী ইব্ন উলওয়ান নামের জনৈক খারিজী নেতা বিদ্রোহ করে। ইবরাহীম তাকে

দমন করার জন্য একদল উমারাসহ আবূ ইসহাক মু'তাসিম ইবনুর রশীদকে একটি বাহিনী দিয়ে প্রেরণ করেন। এ বাহিনী বিদ্রোহীদের শক্তি খর্ব করে দেয় এবং ষড়যন্ত্র নির্মূল করে। আবুস সারায়া-র ভাই এ বছর বিদ্রোহ করে এবং কূফায় তার সমর্থকদের সংঘটিত করে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। ইবরাহীম ইবনুল মাহদী তাকে শায়েস্তা করার জন্য লোক নিয়োগ করলে আবুস সারয়ার ভাই নিহত হয় এবং তার মাথা ইবরাহীমের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ বছরের রবীউছ ছানী মাসের চৌদ্দ তারিখের রাতে আকাশে লাল বর্ণ ছড়িয়ে পড়ে। পরে তা সংকুচিত হয়ে আকাশের বুকে দু'টি লাল থামের রূপ ধারণ করে, যা শেষ রাত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। কূফায় মামূনের পক্ষালম্বনকারী ও ইবরাহীমের পক্ষাবলম্বনকারীদের মধ্যে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তারা প্রচণ্ড খুনাখুনিতে লিপ্ত হয়। এ সময় ইবরাহীমের দলের লোকেরা কালো পোশাক এবং মামূনের লোকেরা সবুজ পোশাক ব্যবহার করত। এ দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ রজব মাস পর্যন্ত অব্যাহত রইল।

এ বছরই সাহ্ল ইব্ন সুলামা আল-মুত্তাওয়া (দরবেশ আবিদ) ইবরাহীম আবনুল মাহ্দীর আয়ত্তে চলে আসলে তাকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। এর কারণ ছিল এই যে, একদল অনুসারী তার কাছে সমবেত হয়। তারা সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায়ে নিষেধাজ্ঞার কাজে আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু তারা সীমালংঘন করে ফেলে এবং সরাসরি বাদশাহের ব্যাপারে প্রতিবাদ উচ্চারণ করে এবং কিতাব ও সুন্নাহ্ বাস্তবায়নের আহ্বান জানায়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, সাহলের বাড়ির ফটক রাজবাড়ির ফটকের রূপ ধারণ করে। সেখানে রাজকীয় জাঁকজমকের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্র ও বাহিনীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং সরকারী বাহিনী তাদের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তার অনুসারীদের বিক্ষিপ্ত করে দেয় এবং সে (সাহল) অস্ত্র সমর্পণ করে নারীদের মধ্যে ও ঝুল বারান্দায় (ঢিলে কোঠায়) আশ্রয় নিল। পরে কোন ঘরে কোণে আত্মগোপন করলে তাঁকে খুঁজে বের করে ইবরাহীমের কাছে উপস্থিত করা হলে ইবরাহীম পূর্ণ এক বছর তাকে জেলে আটকে রাখলেন। এ বছরই মামূন ইরাকের উদ্দেশ্যে খুরাসান হতে বের হলেন। এর বিবরণে বলা হয়েছে যে, আলী ইব্ন মূসা আর রিযা (অর্থাৎ আলী রিযা) মামূনকে ইরাকে চলমান বিশৃংখলা ও জনবিরোধ সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি বললেন, যে হাশিমীরা জনতাকে এ কথা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, মামূন যুদ্ধগ্রস্ত উন্মাদনাগ্রস্ত। আলী ইব্ন মূসার পক্ষে আপনার বায়আত গ্রহণের কারণে তারা আপনার প্রতি চরম ক্ষুব্ধ। এ ছাড়া আপনার নায়িব হাসান ইব্ন সাহল ও (ঘোষিত খলীফা) ইবরাহীম ইবনুল মাহদীর মধ্যে যুদ্ধ চলছে। এ সব কথা অবহিত হয়ে মামূন তার আমীর ও নিকটাত্মীয়দের একটি দলকে সমবেত করে এ বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারা মামূনের কাছ হতে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পর আলীর বক্তব্যকে সত্যায়ন করল। তারা মামূনকে আরো বলল, ফাযল ইব্ন হাসান আপনার কাছে হায়ছামাকে হত্যা করাকে উত্তম বলে প্রতিভাত করেছে। অথচ সে ছিল খলীফার কল্যাণকামী। ফাযল অবিলম্বে তাকে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। তাহির ইবনুল হুসায়ন আপনার জন্য খিলাফত প্রাপ্তির সূক্ষ্ম ও কুশলী ব্যবস্থাপনা সম্পাদন করে লাগামসহ খিলাফত আপনার হাতে তুলে দিয়েছে। অথচ আপনি তাকে দূর রাক্কায় ঠেলে দিয়েছেন। যেখানে তার কোন কাজ নেই এবং আপনি বিশেষ কোন কাজ করার সুযোগ তাকে দিচ্ছেন না। দেশের সর্বত্র এখন অশান্তি ও অরাজকতার ছড়াছড়ি। মামূন বিষয়টি নিশ্চিত

হয়ে বাহিনীকে বাগদাদের উদ্দেশ্যে প্রস্থানের আদেশ দিলেন। ওদিকে খলীফার শুভাকাঙ্ক্ষীরা ফাযল ইব্‌ন সাহল সম্পর্কে কী মন্তব্য করেছেন ফাযল তা বুঝে ফেলেলেন এবং এদের একদলকে তিনি প্রহার করলেন ও কয়েকজনের দাড়ি উপড়ে দিলেন। মামূন তার যাত্রা পথে সারাখসে উপনীত হলে একদল লোক মামূনের উযীর ফাযল ইব্‌ন সাহলকে আক্রমণ করল। তখন সে গোসলখানায় ছিল। আক্রমণকারীরা তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করে ফেলল। এটি ছিল শাওয়ালের দুই তারিখ শুক্রবারের ঘটনা তখন তার বয়স হয়েছিল ষাট বছর। মামূন আক্রমণকারীদের সন্ধানে লোক পাঠালে তাদের ধরে নিয়ে আসা হল। তারা ছিল চারজন দাস। তাদের হত্যা করা হল। মামূন ফাযলের ভাই হাসান ইব্‌ন সাহলের কাছে এ বিষয়ে সান্ত্বনামূলক পত্র লিখলেন এবং ভাইয়ের স্থানে তাকে উযীর পদে নিযুক্ত করলেন। মামূন ঈদুল ফিতরের দিন সারাখ্‌স হতে ইরাকের উদ্দেশ্যে রওনা করেছিলেন। ইবরাহীম ইবনুল মাহদী তখন মাদায়িনে ছিলেন এবং সেখানেও মামূনের পক্ষে একটি বাহিনী তার সংগে যুদ্ধ করে চলছিল।

এ বছরই মামূন হাসান ইব্‌ন সাহলের কন্যা বূরানকে বিয়ে করেন এবং নিজ কন্যা উম্মু হাবীবকে আলী ইব্‌ন মূসা রিযার সংগে বিয়ে দেন এবং আলী রিযার পুত্র মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মূসার সংগে অপর কন্যা উম্মুল ফাযলের বিয়ে দেন। এ বছর হজ্জের আমীর ছিলেন আলী রিযার ভাই ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন জা'ফর। তিনি মামূনের পরে তার ভাইয়ের জন্য দু'আ করলেন। পরে হজ্জ সম্পন্ন করে ইয়ামানে ফিরে গেলেন। ইয়ামানে তখন হামদাওয়াহ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন মাহান ক্ষমতা বিস্তার করে রেখেছিল। এ বছরে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্টদের মধ্যে রয়েছেন আইয়ুব ইব্‌ন সুওয়ায়দ যামরা, আমর ইব্‌ন হাবীব, উযীর ফাযল ইব্‌ন সাহল এবং আবূ ইয়াহ্‌ইয়া আল-হিম্মানী প্রমুখ।

২০৩ হিজরীর আগমন

এ বছর মামূন ইরাকে পদার্পণ করেন। পথে তিনি তূস অতিক্রম করার সময়ে সেখানে তাঁর পিতার কবরের কাছে সফর মাসের কয়েকদিন অবস্থান করেন। মাসের শেষ দিকে একদিন আলী রিযা ইব্‌ন মূসা আংগুর খাওয়ার পর হঠাৎ করে ইনতিকাল করেন। মামূন তার জানাযা আদায় করেন এবং তার পিতার পাশে দাফন করেন। আলী রিযার মৃত্যুতে মামূন বাহ্যত অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত হন এবং হাসান ইব্‌ন সাহলের কাছে সান্ত্বনা পত্র লিখেন এবং আলীর মৃত্যুতে তার অতিশয় মর্মাহত হওয়ার কথা অবহিত করেন। এ সময় মামূন আব্বাসী বংশীয়দের কাছে এ মর্মে পত্র লিখেন যে, তোমরা আমার প্রতি চরম ক্ষুব্ধ হয়েছিলে আমার পরে পরবর্তী খলীফারূপে আলী রিযার নাম ঘোষণা করার কারণে। এখন তো তিনি মারাই গেলেন। সুতরাং তোমরা এখন আনুগত্যে ফিরে এসো। তারা অবর্ণনীয় কঠোর ভাষায় এর জবাব দিল।

এ বছর বিদ্রোহীরা হাসান ইব্‌ন সাহলকে আক্রমণ করে। এমনকি তাকে লোহার বেড়ি পরিয়ে একটি ঘরে আটকে রাখে। আমীরগণ পত্র লিখে বিষয়টি মামূনকে অবহিত করলেন। জবাবে মামূন লিখলেন যে, আমি আমার এ পত্রের সংগে সংগেই আসছি। পরে ইবরাহীম ও বাগদাদবাসীদের মধ্যে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হল। তারা তাকে অপসন্দ করতে লাগল এবং তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে লাগল। বাগদাদে বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ল এবং সন্ত্রাসী ও অপকর্মকারীরা

মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। পরিস্থিতি মারাত্মক সংকটাপন্ন হয়ে গেল এবং জুমুআর দিন লোকেরা যুহরের সালাত আদায় করল। মুআযযিনরা খুতবা ব্যতীত তাদের ইমামতি করল এবং চার রাকাআত আদায় করল। অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ ইবরাহীম ও মামূনের পক্ষে বিপক্ষে বিরোধে লিপ্ত হল। পরে মামূন পক্ষীয়রা প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী হল।

বাগদাদবাসীরা ইবরাহীম ইবনুল মাহদীকে ক্ষমতাচ্যুত করে

পরবর্তী জুমুআর দিন জনতা মামূনের জন্য দু'আ করল এবং ইবরাহীমকে ক্ষমতাচ্যুত করল। হুমায়দ ইব্ন আবদুল হামীদ মামূনের পক্ষে একটি বাহিনী নিয়ে এসে বাগদাদ অবরোধ করল এবং সেখানকার বাহিনীকে অগ্রবর্তী হওয়ার শর্তে বিশেষ অনুদানের প্রলোভন দিল। এতে তারা মামূনের আনুগত্য প্রকাশ করে তার অনুগামী হল। ঈসা ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ খালিদ ইবরাহীম পক্ষের একটি দল নিয়ে যুদ্ধ করল। পরে ঈসা কৌশল করে মামূন বাহিনীর হাতে বন্দীত্ব বরণ করল। পরে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, বছরের শেষ পর্যন্ত ইবরাহীমকে আত্মগোপন করে থাকতে হল। তার ক্ষমতাকাল ছিল মোট এক বছর এগার মাস বার দিন। এসময় মামূন হামাদানে উপনীত হয়েছিলেন এবং তাঁর বাহিনী বাগদাদকে তাঁর আনুগত্যভুক্ত করেছিল। এ বছর লোকদের হজ্জে নেতৃত্ব দিলেন সুলায়মান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন আলী। এ বছরে মৃত্যুবরণকারীদের শীর্ষ তালিকায় রয়েছেন-

আলী ইব্ন মূসা রিযা

ইনি আলী ইব্ন মূসা (কাজিম) ইব্ন জা'ফর (আল-বাকির) ইব্ন মুহাম্মদ (আন্ নাফসুয যাকিয়্যা) ইব্ন আলী (যায়নুল আবিদীন) ইবনুল হুসায়ন ইব্ন আলী (রা) ইব্ন আবূ তালিব আল-কুরায়শী আল-হাশিমী আল-আলাবী-আর রিযা(الرضى) উপাধিতে ভূষিত (যার অর্থ 'পসন্দনীয়')। মামূন তার অনুকূলে খিলাফতের মসনদ পরিত্যাগ করার ইচ্ছা করেছিলেন। তিনি (আলী) তাতে অস্বীকৃতি হলে তাঁকে পরবর্তী 'ওলী আহ্দ' (যুবরাজ) ঘোষণা করলেন। (যার বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে)। এ বছরের সফর মাসে তিনি তূসে ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁর পিতা ও অন্যদের হতে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং একদল রাবী তাঁর কাছ হতে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন খলীফা মামূনুর রশীদ। আবুস সাল্‌ত আল-জারাবী। আবূ উছমান মাযিনী নাহ্‌বী প্রমুখ। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি ঃ

اللّٰهُ اَعْدَلُ مِنْ اَن يُكَلِّفَ الْعِبَادِ مَالاَيُطِيقُونَ + وَهُمْ اَعْجَزُ مِنْ ان يفْعَلُوْا مَايُرِيْدُوْنَ

বান্দাদের তাদের সামর্থ্যের অধিক আনুগত্যে বাধ্য করা হতে আল্লাহ্ অনেক বেশী ন্যায়পরায়ণ এবং বান্দারা যা ইচ্ছা করে তা করার ব্যাপারে অতি অক্ষম।

তাঁর রচিত অন্যতম কবিতা-

كلُّنا يأمَل مدا فِى الاجَل + والمنا ياهُن افات الاَمَلِ

لاتَغرنَّك اَبا طيل المُنى + وَالزَّم القَصد وَدَعْ عَنك العِلَلِ
اِنَّما الدنيا لَظلِّ زائلٍ + حِلّ فيه رَاكِبُ ثم ارْتَحَدَ -

"আমাদের প্রত্যেকে জীবনের একটি বড় মেয়াদের আশাবাদী ; কিন্তু মৃত্যুর উপাদান এগুলো সে আশার পথে কণ্টকস্বরূপ। বাতিল ও অলীক বাসনাগুলো যেন তোমাকে প্রতারিত না করে, মধ্যমপন্থা ও 'পরিমিতি'কে আঁকড়ে ধর ; অজুহাত প্রদর্শন ছেড়ে দাও। দুনিয়া তো এক অপসৃয়মান ছায়া ; কোন আরোহী যাতে (ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য) অবতরণ করল, পরে চলে গেল।"

২০৪ হিজরীর আগমন

এটি ছিল মামূনের ইরাক প্রত্যাগমনের বছর। পথিমধ্যে তিনি জুরজানে একমাস অবস্থান করেন এবং সেখান থেকে সফর শুরু করে প্রতি মনযিলে একদিন বা দুই দিন অবস্থান করেন। নাহ্রাওয়ানে পৌঁছে তিনি সেখানে আট দিন অবস্থান করেন। ইতিপূর্বে রাক্কায় অবস্থারত তাহির ইবনুল হুসায়নকে নাহরাওয়ানে এসে তার সংগে সাক্ষাতের ফরমান পাঠিয়েছিলেন। সে মতে তাহির সেখানে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর বংশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সেনা-পরিচালকবর্গ এবং সৈনিকরা তাঁর সাক্ষাতে উপস্থিত হল। পরবর্তী শনিবার সফর মাসের চৌদ্দ তারিখ প্রথম প্রহরের সময় মামূন বাগদাদে প্রবেশ করলেন- বিশাল বাহিনী ও অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে। তখন তাঁর পরিধানে এবং তাঁর সহযাত্রী বন্ধু-বান্ধব ও তাঁর কর্মীবাহিনীর পরিধানে ছিল সবুজ বর্ণের পোশাক। এ সময় বাগদাদবাসীরা ও বনূ হাশিমের সকলে সবুজ পোশাক পরিধান করল। মামূন প্রথমে আর রাসাফায় অবস্থান নিলেন এবং পরে স্থান পরিবর্তন করে দজলা তীরের একটি ভবনে অবস্থানরত হলেন। তখন প্রচলিত রীতি অনুসারে আমীর-উমারা ও রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ পালাক্রমে তাঁর ভবনে উপস্থিত হতে থাকল। ইতোমধ্যে বাগদাদবাসীদের পোশাক সবুজে রূপান্তরিত হয়ে গেল এবং তারা যেখানে যে কাল কাপড় দেখতে পেল তা পুড়িয়ে দিল। আটদিন এ অবস্থা অব্যাহত রইল।

তারপর সবার আগে তাহির ইবনুল হুসায়নের আবেদন-আবদার পোষণ করার আদেশ দেওয়া হল। সে তার প্রথম দরখাস্তরূপে কাল পোশাকে প্রত্যাবর্তনের আবেদন পেশ করল। কেননা, তা ছিল তার পূর্ব পুরুষের এবং নবীগণের মীরাছ সূত্রের সম্পদ। পরবর্তী শনিবার অর্থাৎ সফরের আঠাশ তারিখ শনিবার মামূন জনসাধারণের সাক্ষাতের জন্য দরবারে উপবেশন করলেন। তখন তার পরিধানে ছিল সবুজ পোশাক। তখন তিনি কালো বর্ণের একটি খেলাফতের (জোড়া পোশাক) আদেশ দিলেন এবং তা তাহিরকে পরিয়ে দিলেন। পরে একদল উমারাকেও কাল পোশাক পরিয়ে দিলেন। তখন লোকেরা পুনরায় কাল পোশাকে প্রত্যাবর্তন করল এবং এর দ্বারা তাদের আনুকুল্য ও আনুগত্যের বিষয়টি প্রকাশমান হল। একটি বর্ণনামতে মামূন প্রত্যাগমনের পর সাতাশ দিন পর্যন্ত সবুজ পোশাক পরিধান অব্যাহত রাখেন। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

তাঁর চাচা ইবরাহীম ইবনুল মাহদী ছয় বছর ও কয়েক মাস আত্মগোপন করে থাকার পর তাঁর কাছে উপস্থিত হলে মামূন তাকে বললেন, "আপনি 'কাল' খলীফা। ইবরাহীম তার অপরাধ স্বীকার

করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। পরে তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি তো সে ব্যক্তি যাকে আপনি ক্ষমা দ্বারা অনুগৃহীত করেছেন। এ সময় মামূনকে তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন-

لَيس يزرى السود بالرجل التسهِم + ولا بالفتى الاديب الاريبِ
ان يكن للسوادِ مِنْك نَصيب + فَبياض الاخلاق منك نصبى -

"অভিজাত দৃঢ়চেতা ব্যক্তির জন্য কাল পোশাক অবমাননাকর নয় ; তদ্রুপ সুসাহিত্যিক ভাগ্যবান পুরুষের জন্যও নয়। কালো পোশাক যদি তোমার হাতে সৌভাগ্যমণ্ডিত হয় তবে শুভ্র চরিত্র হচ্ছে আমার জন্য অনুদান।"

ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, উত্তরসূরীদের একজন নাসরুল্লাহ্ ইব্‌ন কালানিস ইসকান্দারী এ মর্মটি ছন্দোবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

رُبَّ سَوداءَ وهى بَيضاء فِعل + حَسَدَ المِسكَ عِنْدها الكافورُ
مثل حب العيون يحسبه الناس + سوادًا وانما هو نورُ -

"অনেক কৃষ্ণা, গুণগরিমায় শ্বেত শুভ্রা ; তার সকাশে কর্পূর হিংসা করে মিশ্‌ককে। যেমন চোখের মণি, মানুষ যাকে কাল মনে করে, অথচ তাই হচ্ছে আলো ও দ্যুতি।"

মামূন তাঁর চাচাকে হত্যা করার ব্যাপারে তাঁর কোন কোন সভাষদের সংগে পরামর্শ করেছিলেন। তখন উযীর আহমদ ইব্‌ন খালিদ আল-আহ্ওয়াল তাঁকে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি তাকে হত্যা করলে এ বিষয়ে আপনার অনেক নজির ও সমতুল পাবেন। আর আপনি তাকে মাফ করে দিলে আপনি হবে নজিরবিহীন অতুলনীয়।

পরবর্তী পর্যায়ে মামূন দজলা তীরে তাঁর ভবনের পাশে আরো অনেক ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করলেন। তখন দেশ থেকে অশান্তি ও অরাজকতার পরিস্থিতি শান্ত হয়ে গেল। খলীফা সাওয়াদবাসীদের সংগে পঞ্চাশ ভাগের শর্তে বণ্টনচুক্তি করার আদেশ দিলেন। ইতোপূর্বে তার অর্ধেকের ভিত্তিতে বণ্টন করতে। তিনি পরিমাপের জন্য বড় মাপের পাত্রের প্রচলন ঘটালেন যা ছিল আহওয়াযী মাক্‌কূকের দশ মাককূকের সমপরিমাণ। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের কর ও রাজস্ব রহিত করেন। বহু স্থানে জনতার সংগে দয়ার্দ্র আচরণ করেন। তিনি কূফায় তাঁর ভাই আবূ ঈসা ইবনুর রশীদকে এবং বসরায় অপর ভাই সালিহকে নিযুক্ত করেন। উবায়দুল্লাহ্ ইবনুল হুসায়ন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইবনুল আব্বাস ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিবকে তিনি দুই হারামের (মক্কা-মদীনা) নায়িব পদে নিযুক্ত করেন এবং এ বছর ইনিই হজ্জের আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। মামূন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুআয বাবাক আল-খুররামীর সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। কিন্তু তাকে কাঁবু করতে সক্ষম হননি। এ বছর অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির ইনতিকাল হয়। তাঁদের মধ্যে বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য-

আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস -ইমাম শাফিঈ (র) তাবাকুত শাফিঈয়্যীন নামক কিতাবে আমি তার দীর্ঘ স্বতন্ত্র জীবনী লিপিবদ্ধ করেছি। এখানে তার সার সংক্ষেপ উল্লেখের প্রয়াস পাওয়া হবে। –আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা !

বংশ পরিচিতি ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস ইবনুল আব্বাস ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন শাফি' ইবনুস সাইব ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আব্‌দ ইয়াযীদ ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন কুসাই আল-কুরাশী আল-মুত্তালিবী। সাইব ইব্ উবায়দ (রা) বদরের যুদ্ধের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র শাফি' ইবনুস সাইব কনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন। ইমাম শাফিঈর মায়ের নাম আযদিয়া। শাফিঈ (র) মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তাঁর মাতা স্বপ্নে দেখেন যেন, বৃহস্পতি গ্রহ তার পেট হতে বেরিয়ে মিসরে ভেংগে পড়ল এবং প্রতিটি শহরে তার এক একটি স্ফুলিংগ ছড়িয়ে পড়ল। শাফিঈ (র) গাজায় জন্মগ্রহণ করেন। মতান্তরে 'আসকালান অথবা ইয়ামানে। তখন হিজরী একশ পঞ্চাশ সন। শৈশবেই তাঁর পিতা ইনতিকাল করেন। দু'বছর বয়সেই তাঁর মাতা তাঁকে মক্কায় নিয়ে আসেন। যাতে তাঁর বংশীয় ধারা বিনষ্ট না হয়। মক্কায় তিনি বড় হতে থাকেন। সাত বছর বয়সে তিনি কুরআন শরীফ পড়ে ফেলেন এবং দশ বছর বয়সে মুআত্তা মুখস্থ করে ফেলেন। পনর বছর বয়সে মতান্তরে আঠার বছর বয়সে তিনি তাঁর শায়খ মুসলিম ইব্‌ন খালিদ জংগীর অনুমতিক্রমে ফাতওয়া প্রদান করেন (পাঠদান করেন)। প্রথমে তিনি অভিধান ও কাব্যশাস্ত্রে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। তিনি হুযায়ল গোত্রে দশ বছর ও বর্ণনান্তরে বিশ বছর অবস্থান করেন এবং সেখানে আরবী ভাষা-সাহিত্য ও তার অলংকার শিক্ষা করেন। মাশাইখ ও ইমামদের এক বড় সংখ্যকের কাছে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ইমাম মালিককে নিজ মুখস্থ করা মুআত্তা পাঠ করে শোনান। তার পাঠ ও হিম্মাত ইমামকে অভিভূত করে। মুসলিম ইব্‌ন খালিদ জংগী হতে হিজাযবাসী বিদ্বানদের ইল্‌ম আহরণ করার পর তিনি তা ইমাম মালিক হতে আহরণ করেন। বহু লোক তাঁর কাছে হাদীস অধ্যয়ন করেন। যাদের বর্ণক্রমিক নামের তালিকা আমি (পূর্বোক্ত কিতাবে) উল্লেখ করেছি। তাঁর কুরআন পাঠের (ইলমুল কিরাআতের) ধারাবাহিক সনদ হচ্ছে শাফিঈ ইসমাঈল হতে। তিনি কাসতানতীন হতে, তিনি শিব্‌ল হতে, তিনি ইব্‌ন কাসীর হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে তিনি উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) হতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে। তিনি জিবরীল (আ) হতে। তিনি মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা হতে।

ইমাম শাফিঈ (র) ফিকাহ হাসিল করেছেন (সনদ) মুসলিম ইব্‌ন খালিদ হতে, তিনি জুরায়জ হতে, তিনি আতা হতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস ও ইবনুস যুবায়র (রা) প্রমুখ হতে। তারা সাহাবীদের জামাআত হতে, যাদের মধ্যে আমর ইব্‌ন আলী[১], ইব্‌ন মাসঊদ, যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং তাঁরা সকলে রাসূলুল্লাহ্ হতে। তাঁর ফিকহের আর একটি সনদ মালিক হতে। তিনি তাঁর মাশাইখ হতে . . . .। একদল বিদ্বান তাঁর কাছে ফিক্‌হ অর্জন করেন (যাদের তালিকা যুগ পরম্পরায় আমাদের যুগ পর্যন্ত একটি পৃথক কিতাবে আমি উল্লেখ করেছি)।

ইব্‌ন আবূ হাতিম আবূ বিশর দাওলাবী সূত্রে, হুমায়দীর সা'ব (ওয়াররাকুল হুমায়দী) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস সূত্রে শাফিঈ হতে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়ামানের নাজরানে তিনি শাসন ক্ষমতায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরে লোকেরা তাঁর প্রতি গোত্রীয় বিদ্বেষে লিপ্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে রশীদের কাছে এ মর্মে কূটনামী করে যে, তিনি খিলাফতের আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী। তখন তাকে বেড়িতে আবদ্ধ করে খচ্চরের পিঠে বসিয়ে বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি একশ চুরাশী হিজরী সনে তাঁর ত্রিশ (চৌত্রিশ) বছর বয়সের সময় বাগদাদে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি খলীফার (হারূনুর

---

[১] সম্ভবত মুদ্রণবিভ্রাট। আসলে হবে উমর ইব্‌ন উমর (রা)।

রশীদের) সংগে মিলিত হন। খলীফার সামনে তিনি ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান বিতর্কে লিপ্ত হন এবং মুহাম্মদ ইবনুল হাসান তাঁর সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করেন। তার নামে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়টিও হারূনুর রশীদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং তার নির্দোষ হওয়া প্রমাণিত হয়। ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান তাঁকে নিজের মেহমানরূপে নিয়ে যান। আবূ ইউসুফ (র)-এর এক বছর বা দু' বছর আগে ইনতিকাল করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান তাঁকে অতিশয় কদর করলেন। শাফিঈ তাঁর নিকট হতে এক উটের বোঝা পরিমাণ ইল্‌ম লিপিবদ্ধ করেন। পরে হারূনুর রশীদ তাকে দুই হাজার দীনার, মতান্তরে পাঁচ হাজার দীনার অনুদান প্রদান করেন। শাফিঈ (র) মক্কায় ফিরে গিয়ে প্রাপ্ত অর্থের প্রায় সমুদয় অংশ তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর জ্ঞাতি ভাই ও আত্মীয়দের মাঝে বন্টন করে দেন। পরে একশ পঁচানব্বই হিজরী সনে শাফিঈ (রা) দ্বিতীয়বার ইরাক আগমন করেন। এবারে একদল আলীম মনীষী তাঁর কাছে সমবেত হলেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, আবূ ছাওর, হুসায়ন ইব্‌ন আলী কারাবীসী, হারিছ ইব্‌ন শুরায়হ আল-হাক্‌কাল, আবূ আবদুর রহমান শাফিঈ ও যাফরানী প্রমুখ। পরে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন এবং একশ আটানব্বই হিজরীতে আর একবার বাগদাদ গমন করেন। পরে সেখান হতে মিসরে চলে যান এবং মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ দুইশ চার হিজরী সন পর্যন্ত সেখানে বসবাস করেন। এখানেই তিনি তার কালজয়ী গ্রন্থ কিতাবুল উম্ম লিপিবদ্ধ করেন যা তার নতুন (পরিবর্তিত মতবাদের) কিতাবসমূহের অন্যতম। যা তার মিসরীয় ছাত্র রাবী' ইব্‌ন সুলায়মান সূত্রে প্রচারিত হয়েছে। ইমামুল হারামায়ন প্রমুখ বলেছেন যে, এ কিতাব তার পুরাতন মতবাদের। কিন্তু তাঁর মত বিজ্ঞ মনীষীরে জন্য এ ধরনের বক্তব্য বিস্ময়কর। আল্লাহ্ই সমধিক অবহিত।

প্রবীণ ও মহান ইমামদের অনেকেই ইমাম শাফিঈর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। এঁদের অন্যতম আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী। ইনি তাঁর কাছে উসূল (মূলনীতি) শাস্ত্রে একটি কিতাব লিখে দেয়ার আবেদন করলে তিনি তাঁর জন্য 'আর-রিসালা' লিখে দেন। তিনি সব সময় তাঁর জন্য সালাতে দু'আ করতেন। প্রশংসাকারীদের মধ্যে রয়েছেন তাঁর শায়খ মালিক ইব্‌ন আনাস ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ। কুতায়বা বলেছেন, তিনি ইমাম। আরো রয়েছেন সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান। ইনিও সালাতে তাঁর জন্য দু'আ করতেন। অনুরূপ আবূ উবায়দ। তিনি বলেছেন, শাফিঈর চেয়ে অধিক বাগ্মী (অলংকারবিদ) অধিক জ্ঞানবান ও অধিক আল্লাহ্ভীরু আর কাউকে আমি দেখিনি। অনুরূপ (প্রশংসাকারী) কাযী ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আকছাম। ইসহাক ইব্‌ন রাহ্ওয়ায়াহ্, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান প্রমুখ এবং আরো অনেকে। যাদের সকলের নামোল্লেখ করলে ও বক্তব্যের বিবরণ প্রদান দীর্ঘ হয়ে যাবে।

আহমদ ইব্‌ন হাম্বল তো তার জন্য সালাতে চল্লিশ বছর যাবত দু'আ করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াহ্ব সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন আবূ আইয়ুব হতে শারহীল ইব্‌ন ইয়াযীদ হতে আবূ আলকামা হতে আবূ হুরায়রা (রা) সনদে নবী (সা) হতে আবূ দাউদের বর্ণিত –

اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهذه الامة على رأسِ كُلِّ مائة سنَة مَن يجدِّد لها امرَ دينها ـ

আল্লাহ্ প্রতি শত বছরের মাথায় এ উম্মতের জন্য এমন ব্যক্তিকে পাঠাবেন যিনি উম্মতের জন্য দীনকে নবায়ন করে দিবেন। হাদীস প্রসংগে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল বলতেন, "উমর

ইব্‌ন আবদুল আযীয ছিলেন প্রথম শত বছরের মাথায় (মুজাদ্দিদ), শাফিঈ হচ্ছেন দ্বিতীয় শতকের মাথায়। আবূ দাঊদ তায়ালিসী বলেছেন, জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মান হতে নাসর ইব্‌ন মা'বাদ আল-কিন্দী অথবা আল আবদী হতে জারূদ হতে আবুল আহওয়াস হতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

لاتسبُّوا قُريشا فانِ علمَها يَمْلأ الارضَ علِمًا + اللّهم اِنّكَ اذ اَذَقْتَ اولِها عَذابًا
وَوَبالا فاذِق اَخِرُها نوالاً

-(তোমরা কুরায়শদের গালমন্দ করবে না। কেননা, কুরায়শের একজন আলিম বিশ্বকে ইলমে ভরে দিবে। ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি যেহেতু এদের প্রথম অংশকে আযাব ও বিপদ ভোগ করিয়েছেন, সুতরাং এদের শেষ অংশকে 'করুণা' ভোগ করান।) উল্লিখিত সনদে এটি গরীব-একক সূত্রীয়। হাশিম ও তার মুসতাদরাকে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) হতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ নুআয়ম আবদুল মালিক ইব্‌ন মুহাম্মদ ইসফারাঈনী বলেছেন। এ হাদীসের বিষয়বস্তু মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস শাফিঈ ব্যতীত অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য হয় না। খতীব এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মঈন শাফিঈ প্রসংগে বলেছেন, "অতি সত্যবাদী। কোন আপত্তি নেই।" একবার এভাবে বলেছেন, "মিথ্যা বলা তার জন্য উন্মুক্ত ও নিঃশর্তরূপে বৈধ হলেও তাঁর ভদ্রতাই তাঁকে মিথ্যা বলা হতে বিরত রাখত। ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেছেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, "শাফিঈ দেহে (আপাদমস্তক) ফকীহ্ এবং জিহ্বায় সত্যবাদী।" আবূ যুরআর বরাতে কেউ কেউ বলেছেন, "শাফিঈর এমন কোন হাদীস নেই যাতে তিনি ভুলের শিকার হয়েছেন। আবূ দাউদ হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

ইমামুল আইম্মা মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মাকে 'এমন কোন সুন্নাহ্ আছে কি যা শাফিঈর কাছে পৌঁছে নি ?" প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বললেন, না। তবে এর অর্থ এই যে, কোন হাদীস তার কাছে সংযুক্ত সনদে (মুসনাদরূপে) পৌঁছেছে, কোনটি মুরসালরূপে এবং কোনটি মুনকাতি'রূপে– যেরূপে তাঁর কিতাবসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। (আল্লাহ্ই অধিক অবহিত)। হারমালা বলেছেন, শাফিঈকে আমি বলতে শুনেছি, বাগদাদে আমাকে 'নাসিরুস সুন্নাহ' (ناصر السنة -সুন্নাহ-হাদীসের সাহায্যকারী) নামে ভূষিত করা হয়। আবূ ছাওর বলেছেন, আমরা শাফিঈর সমতুল্য কাউকে দেখিনি এবং তিনিও তাঁর সমতুল্য কাউকে দেখেননি। যাফরানী প্রমুখও অনুরূপ বলেছেন। শাফিঈ-র ফাযাইল ও গুণাবলী সংকলনের একটি কিতাবে দাঊদ ইব্‌ন আলী জাহিরী বলেছেন, "শাফিঈর মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল যা অন্যদের মধ্যে ঘটেনি। যেমন, তাঁর বংশধারার আভিজাত্য, তাঁর দীন ও আকীদা বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা, তাঁর বদান্যতা, হাদীস সহীহ্ ও দুর্বল হওয়ার এবং নাসিখ ও মানসূখের অভিজ্ঞতা তাঁর কিতাব, সুন্নাহ্ ও খুলাফাদের সীরাত স্মরণ ও সংরক্ষণ করা, তাঁর রচনাবলীর সৌন্দর্য এবং অনুসারী -বর্গ ও ছাত্রদের শ্রেষ্ঠত্ব- যেমন যুহ্দ-দুনিয়া বিমুখিতা, পরহেযগারী ও সুন্নাত কায়েম রাখার ব্যাপারে অতুলনীয় দৃঢ়চেতা আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের ন্যায় ছাত্র। এ প্রসংগে তিনি বাগদাদী ও মিসরী বিশিষ্ট ছাত্রদের পূর্ণাংগ তালিকা পেশ করেছেন। অনুরূপ আবূ দাঊদ ও তার ফিকহে ছাত্রদের তালিকায় আহমদ ইব্‌ন হাম্বলকে তালিকাভুক্ত করেছেন।

শাফিঈ (র) কুরআন-সুন্নাহ্ এর গূঢ় মর্ম সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন এবং কুরআন-হাদীস হতে দলীল আহরণে সবলতম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন নিয়্যত ও ইখলাসের ব্যাপারে সুন্দরতম ব্যক্তিদের অন্যতম। তিনি বলতেন, আমার বাসনা হয় যে, লোকেরা যেন আমার কাছে ইল্ম হাসিল করে তার কিছুই আমার প্রতি সম্বন্ধিত না করে। ফলে আমি তার সওয়াব পেতাম এবং লোকেরা আমার প্রশংসা করত না। একাধিক ব্যক্তি তার বরাতে বলেছেন, তোমাদের কাছে (কোন বিষয়ে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে কোন হাদীস প্রামাণ্য সাব্যস্ত হলে তোমরা তা-ই গ্রহণ করবে এবং আমার বক্তব্য বর্জন করবে। কেননা, আমি ও তা-ই (যা হাদীস আছে) বলব, যদিও তোমরা তা আমার কাছে শোননি। একটি বর্ণনায় আছে, "তখন তোমরা আমার অনুগমন (তাকলীদ) করবে না"। অপর বর্ণনায় "তোমরা আমার উক্তির দিকে ভ্রূক্ষেপণ করবে না।" আর এক বর্ণনায় আছে- "আমার বক্তব্য দেয়ালেও ওপাশে ছুঁড়ে দিবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমান্তরালে আমার কোন উক্তি-অভিমত নেই।" তিনি আরো বলেছেন, 'বান্দা আল্লাহ্র সংগে শরীক করা ব্যতীত সব গোনাহ্ নিয়ে সাক্ষাত করা ও কোন 'বিদআতী' ভ্রান্ত আকীদা নিয়ে সাক্ষাত করার চেয়ে উত্তম। একটি বর্ণনা মতে- ইলমুল কালাম অর্থাৎ ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে সাক্ষাত করার চেয়ে উত্তম। তিনি আরো বলেছেন, কালাম শাস্ত্রে কী প্রবৃত্তি পূজা রয়েছে মানুষ যদি জানত তবে তারা সিংহ হতে পলায়নের ন্যায় তা হতে পলায়ন করত। তিনি বলেছেন, (ভ্রান্ত) কালাম শাস্ত্রীদের ব্যাপারে আমার ফায়সালা হচ্ছে তাদের লাঠিপেটা করা এবং গোত্রসমূহের নিবাসে চক্কর দিয়ে এ ঘোষণা দিতে থাকা যে, এ হচ্ছে তাদের সাজা যারা কুরআন-সুন্নাহ্ বর্জন করে কালামে শাস্ত্রের প্রতি মনোযোগী হয়। বুওয়ায়তী বলেন, আমি শাফিঈ (র)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা হাদীস শাস্ত্রবিদদের (মুহাদ্দিসদের) আনুগত্য করে চলবে। কেননা, তারাই অধিক সঠিকপন্থী মানুষ। তিনি আরো বলেছেন, তুমি কোন হাদীসবিদ ব্যক্তিকে দেখলে যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন সাহাবীকে দেখলে। আল্লাহ্ তাঁদেরকে উত্তম জাযা দান করুন ! তাঁরা আমাদের জন্য 'আসল' (মূল) বিষয় হিফাজত করে রেখেছেন। সুতরাং আমাদের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব (ও অনুগ্রহ) রয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর কবিতায় আছে

كَلُّ الْعلوم سِوى القرآنِ شغلةٌ + اِلا الحديثُ واِلاَّ الفقهُ فِى الدينِ

"কুরআন ব্যতীত সব ইল্ম অর্থহীন ব্যস্ততা ; তবে হাদীস ব্যতীত এবং দীনের ফিকাহ ও সমঝ ব্যতীত। ইল্ম তো শুধু তা-ই যাতে আছে حَدَّثَنَا এছাড়া যা কিছু সবই শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা"।

তিনি বলতেন, "কুরআন আল্লাহ্র কালাম, অসৃষ্ট ; যে তাকে সৃষ্ট বলবে সে কাফির। রাবী সহ তাঁর অন্যান্য বিশিষ্ট ছাত্রের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার সিফাত ও গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীস আলোচনার সময় তিনি সে সবের কোন প্রকার ধরন-প্রকরণ, তুলনা-সাদৃশ্য বর্ণনা না করে এবং তাকে অর্থহীন বা বিকৃত ব্যাখ্যা না করে সাবলীলভাবে পূর্বসূরী-সালফের পদ্ধতি অনুসরণ করে এগিয়ে যেতেন। ইব্ন খুযায়মা বলেছেন, মুযানী আমাকে কবিতা শুনিয়ে বলেছেন, শাফিঈ (র) তার নিজেকে লক্ষ্য করে তাঁর রচিত এ কবিতা আমাদের শুনিয়েছেন-

مَا شئتَ كانَ وان لَمْ اَشَاْ + وما شئتُ اِنْ لَمْ تَشاْ لَمْ تَكُنْ

خلقتَ العبادَ علَى ماعلِمتُ + ففى العلم يَجرى الفتى والمُسِنُّ
فمِنهم شَقِىٌّ وَمنهم سعيد + ومنهم قِبيحٌ ومِنهم حسَنٌ
عَلى ذا مَنَنْتَ وهذا خَذَلْتَ + وهذا اَعَنْتَ وَذا لَمْ تعِنُ -

"আপনি যা চান তা-ই হয়। আমি না চাইলেও ; আর আমি যা চাই তা আপনি না চাইলে হয় না। বান্দাদের আপনি সৃষ্টি করেছেন আপনার ইলমের ভিত্তিতে ; সে ইলমের ধারায়ই চলমান থাকে তরুণ ও বয়স্ক। তাদের কেউ দুর্ভাগা, আর তাদের কেউ ভাগ্যবান ; তাদের মাঝে আছে নিকৃষ্ট-কুশ্রী। তাদের মাঝে আছে উৎকৃষ্ট সুশ্রী।" একে আপনি করেছেন অনুগ্রহ আর একে করেছেন সহায়হীন-অপদস্থ ; একে আপনি সাহায্য করেছেন, আর একে সাহায্য করেননি।

রাবী বলেন, আমি শাফিঈকে বলতে শুনেছি, "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে শ্রেষ্ঠ মানুষ আবূ বকর (রা.)। তারপর উমর (রা)। তারপর উছমান (রা)। তারপর আলী (রা)। রাবী' হতে আরো বর্ণিত আছে তিনি বলেন, শাফিঈ (র) আমাকে এ কবিতা শুনিয়েছেন-

قد عوِجَ الناسُ حتى اَحْدَثوابِدَعًا + فى الدين بالرأى لَمْ تَبْعَث بها الرُّسلُ
حتى استخفٌ بحق الله اَكْثَرُهُمْ + وفى الذى خملو من حقّه شغل -

'মানুষ বাঁকা পথে চলেছে, অবশেষে তারা বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা দীনের মধ্যে নতুন বিষয়ের বিদআতের উদ্ভব ঘটিয়েছে, যা দিয়ে রাসূলগণ প্রেরতি হননি।

এমনকি তাদের অধিকাংশ আল্লাহ্র হককে লঘু ও হেয় প্রতিপন্ন করেছে। আল্লাহ্র হক বর্জন করে তারা অলীক কর্মব্যস্ততার দায় বহন করেছে।'

তাবাকাতুশ শাফিইয়াহ কিতাবের প্রথমদিকে- তাঁর জীবনী আলোচনায়-আমি সুন্নাহ্ ও তার ব্যাখ্যায় তাঁর কবিতা এবং হিকমত ও উপদেশ-প্রজ্ঞা বিষয়ে তাঁর কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উদ্ধৃত করেছি। তাঁর ইনতিকাল হয়েছিল মিসরে দুইশ চার হিজরীর রজব মাসের শেষ দিকে বৃহস্পতিবার অথবা মতান্তরে শুক্রবার। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল চুয়ান্ন বছর। তিনি ছিলেন সুন্দর গৌর বর্ণের, দীর্ঘদেহী এবং প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। শীআদের বিরুদ্ধাচরণে মেহেদি দ্বারা খিজাব ব্যবহার করতেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন এবং তার নিবাসকে মর্যাদামণ্ডিত করুন।

এ বছরে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্টদের তালিকায় আরো রয়েছেন ইসহাক ইবনুল ফুরাত, আশহুব ইব্ন আবদুল আযীয মিসরী মালিকী, হাসান ইব্ন যিয়াদ আল-লু'লুঈ আল-কূফী আল-হানাফী, মুসনাদে তায়ালিসীর গ্রন্থকার অন্যতম হাফিজুল হাদীস আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন দাউদ তায়ালিসী, আবূ বাদ্র শুজা' ইবনুল ওয়ালীদ, আবূ বক্র আল-হানাফী, আবদুল কারীম, আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন আতা আল-খাফ্ফাফ। অভিধানবিদ ইমাম নায্র ইব্ন শুমায়ল এবং অন্যতম ইতিহাসবিদ বিদ্বান হিশাম ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুস সাইব কালবী প্রমুখ।

২০৫ হিজরীর আগমন

এ বছর মামূন তাহির ইবনুল হুসায়ন ইব্ন মুসআবকে বাগদাদ, ইরাক ও খুরাসানসহ সন্নিহিত

পূর্বাঞ্চলের নায়িব নিযুক্ত করেন। তার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং তার মর্যাদা অনেক উন্নীত করেন। এর কারণ ছিল উযীর হাসান ইব্ন সাহলের সুওয়াদ (দাঁতের বিশেষ ধরনের) রোগে আক্রান্ত হওয়া। রাক্কা ও আল-জাযীরায় তাহিরের স্থানে মামূন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুআযকে নিযুক্ত করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির ইবনুল হুসায়ন এ বছর বাগদাদে আগমন করেন। তার পিতা তাকে রাক্কায় স্থলাভিষিক্ত করে এসেছিলেন এবং নাস্র ইব্ন শাব্ছের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন। মামূন ঈসা ইব্ন ইয়াযীদ আল-জুলূদীকে যুত্তীদের (জাটদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধের দায়িত্ব প্রদান করেন এবং ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ খালিদকে আযারবাইজানের শাসক নিযুক্ত করেন। এ বছর মিসরের নায়িব আসসারী ইবনুল হাম্মাম সেখানে ইনতিকাল করেন। সিন্ধুর নায়িব দাউদ ইব্ন ইয়াযীদ ইনতিকাল করলে একলাখ দিরহাম (রাজস্ব) প্রদানের শর্তে বিশ্র ইব্ন দাউদকে সেখানকার নায়িব নিযুক্ত করা হয়। এ বছর হাজীদের হজ্জের আমীর ছিলেন হারামায়নের নায়িব উবায়দুল্লাহ্ ইবনুল হুসায়ন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্টদের তালিকায় রয়েছেন ইসহাক ইব্ন মানসূর সালূলী, বিশর ইব্ন বক্র দামিশকী, আবূ আমির আকদী, মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ তানাফিসী, ইয়াকূব আলহাযরামী, আবদুর রহমান ইব্ন আতিয়্যা- আবূ সুলায়মান দারানী- মতান্তরে আবদুর রহমান ইব্ন আহমদ ইব্ন আতিয়্যা অথবা আবদুর রহমান ইব্ন আসকার প্রমুখ।

আবূ সুলায়মান দারানী

ইনি নেক আমলকারী শীর্ষ আলিমদের অন্যতম (শ্রেষ্ঠবুযুর্গ) ; মূল নিবাস ওয়াসিতে। পরে দামিশকের পশ্চিমাঞ্চলীয় দারিয়া নামক গ্রামে বসবাস করেন। সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ হতে হাদীস আহরণ করেন। তাঁর কাছে হাদীস শ্রবণ করেছেন আহমদ ইব্ন আবুল হাওয়ারী (الحوارى) ও একদল মনীষী। হাফিয ইব্ন আসাকির তার সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আলী ইবনুল হাসান ইব্ন আবুর রাবী' যাহিদকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম ইব্ন আদহামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আজলানকে কা'কা' ইব্ন হাকীম সূত্রে আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে উদ্ধৃত করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ مَنْ صَلّٰى قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا غَفَرَ اللّٰهُ ذُنُوبَهُ يَوْمَهُ ذٰلِكَ- 'যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত আদায় করবে আল্লাহ্ তাকে তার ঐ দিনের গোনাহ মাফ করে দিবেন।' আবুল কাসিম কুশায়রী বলেছেন, আবূ সুলায়মান দারানী হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি এক (কিস্সা বর্ণনাকারী পেশাদার) ওয়ায়েজের মজলিসে আসা-যাওয়া করতাম। একদিন তার কথাবার্তা আমার কলবে ক্রিয়া করল। সেখান হতে উঠে আসার পর আমার কলবে তার কিছুই অবশিষ্ট রইল না। আমি দ্বিতীয়বার তার কাছে গেলে তার কথা তার মজলিস থেকে উঠার পরেও এবং রাস্তায় আমার অন্তরে ক্রিয়া করে রাখল। আমি তৃতীয়বার তাঁর কাছে গেলাম। এবার তাঁর কথা আমার বাড়িতে ফিরে আসা পর্যন্তও আমার অন্তরে ক্রিয়া বিস্তার করে রাখল। আমি তখন হতে তাসাওউফের তরীকার বিরুদ্ধাচরণের উপকরণসমূহ নষ্ট করে ফেললাম এবং তরীকার একান্ত অনুসারী হয়ে গেলাম। আমি এ ঘটনা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুআযকে শোনালে তিনি বললেন, 'চড়ুই কুরকী (বড় পা লম্বা ঘাড় বিশিষ্ট সারস জাতীয়) পাখি শিকার করেছে। চড়ুই দ্বারা

পেশাদার ওয়ায়েজকে এবং সারস দ্বারা আবূ সুলায়মানকে বুঝালেন। (অর্থাৎ ক্ষুদ্রে পাখি বড় পাখি শিকার করেছে।)

আহমদ ইব্ন আবুল হাওয়ারী বলেছেন, আমি আবূ সুলায়মানকে বলতে শুনেছি "কারো অন্তরে কোন ভাল বিষয়ের ইলহাম হলেও হাদীসে সে বিষয়টি না শোনা পর্যন্ত তা আমলে পরিণত করার অবকাশ নেই। হাদীসেও বিষয়টি অবগত হওয়ার পর তদনুসারে আমল করলে তা হবে 'নূরুন আলা নূর' (সোনায় সোহাগা)। জুনায়দ বলেন, আবূ সুলায়মান বলেছেন, (সূফী) সম্প্রদায়ের সূক্ষ্ম রহস্যসমূহের কোন রহস্য অনেক সময় আমার অন্তরে উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু আমি দুই বিশ্বস্ত সাক্ষী ব্যতীত তা গ্রহণ করি না। দুই সাক্ষী হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ্। জুনায়দ বলেন, আবূ সুলায়মান আরো বলেছেন, শ্রেষ্ঠ আমল হচ্ছে নফ্স ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার বিপরীত করা। তিনি বলেছেন, প্রতিটি জিনিসের একটি 'আলামত' (পূর্বাভাষ) রয়েছে। আল্লাহ্র ভয় কান্না বর্জন করা আল্লাহ্র মদদ হতে বঞ্চিত হওয়ার আলামত। তিনি বলেছেন, প্রতিটি বস্তুর জং আছে কলবের নূরের জন্য জং হচ্ছে পেট পুরে আহার করা। তিনি বলেছেন, স্ত্রী-পরিবার, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যা কিছু আল্লাহ্ হতে তোমাকে ব্যস্ত ও অমনোযোগী রাখে তাই দুর্ভাগ্য-অপয়া স্বরূপ। তিনি বলেছেন, এক রাতে আমি মিহরাবে দু'আ করছিলাম। আমার দুই হাত ছিল প্রসারিত। ঠাণ্ডা আমাকে কাবু করে ফেললে আমি একটি হাত গুটিয়ে নিলাম এবং অন্য হাত প্রসারিত রেখে দু'আ করতে থাকলাম। ইতিমধ্যে আমার চোখে নিদ্রার চাপ দেখা দিলে আমি ঘুমিয়ে গেলাম। তখন এক অদৃশ্য আওয়াযদাতা আমাকে আওয়ায দিয়ে বলল, হে আবূ সুলায়মান ! আমরা এ (প্রসারিত) হাতে তার যা প্রাপ্য তা দিয়ে দিলাম, অন্য হাতটি থাকলে আমরা তাতেও রেখে দিতাম। আবূ সুলায়মান বলেন, তখন আমি নিজের উপর এ কসম সাব্যস্ত করলাম যে, শীত হোক, গরম হোক আমি আমার দুই হাত উন্মুক্ত রেখেই দু'আ করব। তিনি বলেছেন, এক রাতে আমি আমার নির্ধারিত ওযীফা আদায় না করেই ঘুমিয়ে গেলাম। আমি (স্বপ্নে) দেখলাম যেন, এক সুন্দরী হূরী আমাকে বলছে আমাকে বিশেষ পর্দার অন্তরালে (হিফাজতে রেখে) পাঁচশ বছর ধরে তোমার জন্য লালন-পালন করা হচ্ছে, আর তুমি ঘুমিয়ে থাকছ ?

আহমদ ইব্ন আবুল হাওয়ারী বলেন, আমি আবূ সুলায়মানকে বলতে শুনেছি, জান্নাতে কিছু নহর আছে যার দুই তীরে অনেক তাঁবু আছে। যাতে হূরগণ অবস্থান করেন। আল্লাহ্ বিশেষ ব্যবস্থাপনায় হূরীদের সৃষ্টি করেন। তাদের সৃষ্টি পরিপূর্ণ হলে ফেরেশতারা তাদের জন্য তাঁবু স্থাপন করেন। তাদের এক একজন এক বর্গমাইল ব্যাপী প্রশস্ত একটি সোনার চেয়ারে উপবিষ্ট থাকেন, তাদের নিতম্ব চেয়ারের পাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়ার উপক্রম করে। জান্নাতীরা তাদের ভবনসমূহ হতে বেরিয়ে এসে সে সব নহরের তীরে বিনোদন করবে- যতক্ষণ মন চায়। পরে তারে প্রত্যেকে এক একজন হূর নিয়ে নির্জনে অবস্থান করবে। আবূ সুলায়মান বলেন, যারা জান্নাতের নহরসমূহের তীরে সে কুমারীদের সংগলাভের প্রত্যাশী তাদের অবস্থা দুনিয়ায় কীরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আহমদ আরো বলেন, আমি আবূ সুলায়মানকে বলতে শুনেছি অনেক সময় আমার পাঁচ রাত অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে এমন অবস্থায় যে, আমি সূরা ফাতিহার পরে একটি আয়াতও পাঠ করতাম না ; তার মর্ম নিয়ে ভাবতে থাকতাম। অনেক সময় কুরআনের এমন কোন আয়াত এসে

যেত যাতে বুদ্ধি উড়ে যেত। মহাপবিত্র সে সত্তা যিনি পরে তা ফিরিয়ে দিতেন। আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত কল্যাণের মূলে রয়েছে মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্কে ভয় করা। দুনিয়ার চাবিকাঠি পেটপুরে খাওয়া। আখিরাতের চাবি ক্ষুধা। একদিন তিনি আমাকে বললেন, হে আহমদ ! অল্প পরিমাণ ক্ষুধা, অল্প পরিমাণ বস্ত্রহীনতা, অল্প পরিমাণ দ্রারিদ্র্য ও অল্প পরিমাণ সবর- এতেই তোমার পৃথিবীর জীবন ফুরিয়ে যাবে। আহমদ বলেন, আবূ সুলায়মানের একদিন নুনসহ গরম রুটির চাহিদা হল। আমি তাঁর জন্য তা নিয়ে এলে তিনি তাতে এক কামড় দিয়ে তা ফেলে দিলেন এবং কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, হে পালনকর্তা ! আমার চাহিদা আমাকে নগদে দিয়ে দেয়া হল ! আমার মেহনত ও আমার দুর্ভাগ্য দীর্ঘ করে ফেললাম। অথচ আমি একজন নায়িব হওয়ার দাবীদার। এর পরে তিনি মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্র সংগে মিলিত হওয়া পর্যন্ত নুনের স্বাদ আস্বাদন করেননি। আহমদ বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, আমি আমার প্রবৃত্তির ব্যাপারে এক মুহূর্তের জন্যও তুষ্ট হইনি। এখন যদি আমার নিজের কাছে আমার অবনমিত হওয়ার ন্যায় আমাকে অবনমিত করার উদ্দেশ্যে সমস্ত পৃথিবীবাসী সমবেত হয় তারা তাতে সমর্থ হবে না। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যে নিজের সত্তার কোন মূল্য রয়েছে বলে মনে করবে সে খিদমতের (তরীকতের সাধনার) মধুর স্বাদ আস্বাদন করবে না। আমি তাকে বলতে শুনেছি, 'যে আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা পোষণ করল পরে তা গোপন করল না এবং তার আনুগত্য করল না সে আত্মপ্রতারিত। তিনি আরো বলেছেন, বান্দার উপর 'আশা'-র চেয়ে 'ভয়' প্রবলতর থাকা বাঞ্ছনীয় ; ভয়ের উপরে আশা প্রাধান্য বিস্তার করলে কলব নষ্ট হয়ে যাবে।

একদিন তিনি আমাকে বললেন, "সবরের উপরেও কোন স্তর আছে ?" আমি বললাম, জ্বী হ্যাঁ, অর্থাৎ রিযা (আল্লাহ্র ফায়সালায় নিরংকুশ তুষ্টি এবং বান্দার প্রতি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি)। এ কথা শুনে তিনি এত জোরে চিৎকার দিলেন যে তিনি অচেতন হয়ে গেলেন। পরে চেতনা ফিরে আসলে বললেন, যখন সবরকারীদের অবস্থাই এই যে, (কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী) "বিনা হিসাবে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণ করে দেয়া হবে।" তা হলে অপর দল অর্থাৎ "যাদের প্রতি সন্তুষ্টি বিঘোষিত" তাদের সম্পর্কে তুমি কী ধারণা করতে পার ? তিনি বলতেন, আমার কাছে এটা আনন্দদায়ক নয় যে, দুনিয়া ও তার শুরু হতে শেষ পর্যন্ত যা কিছু আছে তার আমার হবে এবং আমি তা সবধরনের ভাল কাজে ব্যয় করব আর তার বিপরীতে আমি এক পলকের জন্য আল্লাহ্ হতে অমনোযোগী হব। তিনি বলেছেন, এক যাহিদ (দুনিয়াত্যাগী) অপর এক যাহিদকে বললেন, 'আমাকে উপদেশ দিন !' তিনি বললেন, "আল্লাহ্ যেন তোমাকে সে স্থানে না দেখেন যেখানে তিনি তোমাকে নিষেধ করেছেন এবং যেখানে তোমাকে আদেশ করেছেন সেখানে যেন তোমাকে অনুপস্থিত না দেখেন।" অপরজন বললেন, আরও কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমার কাছে আর বেশী নেই।

তিনি বলেছেন, যে তার দিবসে উত্তম কাজ করবে, তার রজনীর জন্য যথেষ্ট হবে এবং যে রজনীতে উত্তম কাজ করবে তার দিবসের জন্য যথেষ্ট হবে। কোন কামনা-বাসনা বর্জনে যে সত্যাশ্রয়ী হবে আল্লাহ্ তার অন্তর হতে তা বিদূরিত করে দিবেন। আল্লাহ্র জন্য যে 'কামনা' বর্জন করা হল সে অন্তরকে সে কামনার কারণে আযাব দেয়া হতে আল্লাহ্ অনেক মহান। তিনি বলেছেন, যখন দুনিয়া কোন কলবে বসতি করে নেয় তখন আখিরাত সে কলব হতে প্রস্থান করে।

[illegible] কোন কলবে আখিরাত অবস্থানকারী হলে দুনিয়া এসে তার সংগে ঠেলাঠেলি করে। কিন্তু কোন কলবে দুনিয়া অবস্থান করলে আখিরাত তার সংগে ঠেলাঠেলি করে না। কেননা, দুনিয়া ইতর আর আখিরাত ভদ্র। কোন ভদ্রের জন্য কোন ইতরের সংগে ঠুকাঠুকি করা সমীচীন নয়।

আহমদ ইব্ন আবুল হাওয়ারী বলেন, একরাতে আমি আবূ সুলায়মানের কাছে অবস্থান করলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, (হে আল্লাহ্ !) তোমার ইয্যত ও মাহাত্ম্যের কসম ! যদি তুমি আমার গোনাহসমূহের জন্য আমাকে ধরপাকড় কর তবে আমি অবশ্যই তোমার ক্ষমার জন্য তোমাকে ধরাধরি করব। যদি তুমি আমাকে আমার কৃপণতার জন্য ধরপাকড় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে তোমার দান-বদান্যতার জন্য ধরাধরি করব। তুমি আমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলে আমি জাহান্নামবাসীকে অবহিত করব যে, আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি। তিনি বলতেন, সব মানুষও যদি সত্যের ব্যাপারে সন্দিহান হয় আমি একাকী তাতে সন্দিহান হতাম না। তিনি বলতেন, আল্লাহ্ তা'আলা যত কিছু থেকে পানাহ্ চাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন সেগুলোর মধ্যে ইবলীস আমার কাছে হীনতম। আল্লাহ্ যদি আমাকে শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনার আদেশ না দিতেন তবে আমি কখনও তার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতাম না। যদি সে আমার সামনে আত্মপ্রকাশ করে তবে আমি সরাসরি তার গালেই চড় কষে দিব। তিনি বলেছেন, বিরান ভাংগা ঘরের দেয়ালে সিঁদ কাটার জন্য চোর আসে না। যেহেতু সে যে কোন দিক থেকে তাতে প্রবেশ করতে পারে। চোর আসে সমৃদ্ধ-আবাদ ঘরে। অনুরূপ ইবলীসও শুধু (ইবাদতে) আবাদ কলবের কাছে আসে তাকে স্খলিত করার জন্য এবং তাকে চেয়ার (সম্মানের অবস্থান) হতে নামিয়ে তার সর্বাধিক প্রিয় ও দামী বস্তু ছিনিয়ে নেয়ার জন্য।

তিনি বলতেন, বান্দা যখন ইখলাস ও নিষ্ঠা সম্পন্ন হয় তখন তার সব ওয়াসওয়াসা (কুচিন্তা ও কুমন্ত্রণা) ও স্বপ্ন অর্থাৎ স্বপ্নদোষ বিদূরিত হয়। তিনি বলেছেন, বিশ বছর আমি এমন অতিবাহিত করেছি যে, আমার স্বপ্নদোষ হয়নি। পরে আমি মক্কায় গেলাম এবং একদিন আমার ইশার সালাতের জামাআত ছুটে গেল। সে রাতে আমার স্বপ্নদোষ হল। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে এমন একটি (বিশিষ্ট) সম্প্রদায়ও আছেন জান্নাত ও তাতে বিদ্যমান নিআমতরাজী আল্লাহ্ হতে তাদের অমনোযোগী করবে না। সুতরাং তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে দুনিয়ার প্রতি মনোযোগী হবে কী রূপে ? তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র কাছে দুনিয়ার মূল্য মশার পাখা হতেও নগণ্য। সুতরাং তাতে অনীহা ও বৈরাগ্যের কী মূল্য আছে ? অনীহা (যুহ্দ) তো হবে জান্নাত ও ডাগর চোখা হূরীদের ব্যাপারে। যাতে আল্লাহ্ তোমার অন্তরে তাঁকে ব্যতীত অন্য কিছু দেখতে না পান। জুনায়দ বলেন, একটি বিষয় আবূ সুলায়মানের নামে বর্ণিত রয়েছে, যা আমার কাছে অত্যন্ত সুন্দর মনে হয়। তা এই "যে নিজেকে নিয়ে নিমগ্ন হবে সে মানুষ থেকে নির্লিপ্ত হবে এবং যে তার রবকে (পালনকর্তাকে) নিয়ে নিমগ্ন হবে সে মানুষ ও নিজ সত্তা হতে নির্লিপ্ত হবে।" তিনি বলেছেন, উত্তম দান সে দান যা প্রয়োজনের অনুকূলে হয়। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি হালালরূপে এবং ভিক্ষা প্রার্থনা ও মানুষের কাছে হাত পাতা হতে আত্মরক্ষার জন্য দুনিয়া সন্ধান করবে সে আল্লাহ্র সংগে সাক্ষাতের (কিয়ামতের) দিন তাঁর সংগে এমনভাবে সাক্ষাত করবে যে, তার চেহারা হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের ন্যায়। আর যে গর্ব-গৌরব করার জন্য এবং ধন-সম্পদের প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে হালাল উপায়ে দুনিয়া সন্ধান করবে সে আল্লাহ্র সংগে সাক্ষাতের দিন তার উপরে তাঁর রাগান্বিত

অবস্থায় সাক্ষাত করবে। মারফ' হাদীসেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন, একদল লোক সম্পদ ও তা সঞ্চয়ে ধনাঢ্যতা সন্ধান করেছে তারা তাদের এ ধারণায় ভ্রান্তির শিকার হয়েছে। শুনে রাখ ! ধনাঢ্যতা নিহিত রয়েছে অল্পে তুষ্টিতে। তারা আরাম সন্ধান করেছে (সম্পদের) আধিক্যের মধ্যে, অথচ আরাম রয়েছে স্বল্পতায়। তারা সম্মান চায় সৃষ্টির কাছে, অথচ তা রয়েছে তাকওয়া ও আল্লাহ্ ভীতিতে। তারা আরাম-আয়েশ-বিলাসিতা খুঁজেছে কোমল মিহি পোশাক, সুস্বাদু খাবার, সুউচ্চ সুদৃশ্য বাসস্থানে, অথচ তা রয়েছে ইসলাম, ঈমান; নেক আমল, অপরের দোষ আবৃত রাখা ও ক্ষমা-মার্জনা এবং আল্লাহ্র যিকিরের মধ্যে। তিনি বলতেন, রাত জেগে ইবাদত করা না থাকলে দুনিয়াতে বেঁচে থাকা আমি পসন্দ করতাম না। আমি দুনিয়াকে গাছরোপণ করা এবং খাল খনন করার জন্য ভালবাসি না, আমি তাকে ভালবাসি (গরমের) দুপুরের সিয়াম পালন ও রাতের কিয়াম-ইবাদতের জন্য। তিনি বলেছেন, ইবাদতকারীরা তাদের রাতে ক্রীড়ামত্তদের ক্রীড়ার চেয়ে অধিক স্বাদ অনুভব করে। তিনি বলেছেন, অনেক সময় আনন্দ গভীর রাতে আমাকে স্বাগতম জানায় এবং অনেক সময় আমি কলবকে আনন্দে হাসতে দেখি। তিনি বলেছেন, কলবের উপর দিয়ে এমন অনেক সময় অতিবাহিত হয় যখন তা আনন্দ মত্ততায় নাচতে থাকে। তখন আমি বলি, জান্নাতীরা যদি এমন কিছুতে নিমগ্ন থাকে তবে অবশ্যই তারা সুখময় জীবনে রয়েছে।

আহমদ ইব্ন আবুল হাওয়ারী বলেন, আমি আবূ সুলায়মানকে বলতে শুনেছি, একবার আমি সিজদা অবস্থায় আমার ঘুম চেপে এল। হঠাৎ দেখলাম তাকে– অর্থাৎ হূরীকে, সে তার পায়ের গোড়ালী দিয়ে আমাকে নাড়া দিল। সে আমাকে বলল, হে আমার প্রিয় ! তোমার দু'চোখ ঘুমুচ্ছে, অথচ বাদশা জেগে জেগে তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের তাহাজ্জুদ আদায় দেখছেন। সংকট (দুর্ভাগ্য) সে চোখের জন্য যা নিদ্রার স্বাদকে প্রতাপশালীর সংগে মুনাজাতের চেয়ে প্রাধান্য দেয়। উঠ ! অবসর লাভের সময় নিকটবর্তী হয়েছে এবং প্রেমাস্পদরা এক অপরের সংগে সাক্ষাত করছে। এ সময় এ কোন্ নিদ্রা ? আমার প্রিয় ! আমার চোখের শীতলতা, তোমার দুই চোখ ঘুমুচ্ছে অথচ আমি লালিত আছি সংরক্ষিত স্থানে বিশেষ তত্ত্বাবধানে– এত এত কাল ধরে ? আবূ সুলায়মান বলেন, আমি অস্থির হয়ে লাফিয়ে উঠলাম এবং তার ভর্ৎসনার কারণে লজ্জায় ঘেমে গেলাম। তার কথার মধুর স্বাদ তখনও আমার কানে ও হৃদয়ে অনুভব করছিলাম।

আহমদ বলেন, একবার আমি আবূ সুলায়মানের কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি কাঁদছেন। আমি বললাম, আপনার কী হয়েছে ? তিনি বললেন, গত রাতে আমাকে হুমকি দেয়া হয়েছে। আমি বললাম, কে আবার আপনাকে হুমকি দিল? তিনি বললেন, আমি আমার মিহরাবে নিদ্রামগ্ন ছিলাম। হঠাৎ (স্বপ্নে) দুনিয়ার সেরা এক সুন্দরী তরুণীর কাছে দাঁড়ালাম, যার হাতে ছিল একটি পৃষ্ঠা এবং সে বলছিল, হে শায়খ ! ঘুমুচ্ছেন ? আমি বললাম, যার চোখে ঘুম চেপে আসে সে ঘুমাতে বাধ্য হয়। সে বলল, কক্ষণো নয়, জান্নাতের প্রার্থীরা ঘুমায় না। পরে সে বলল, আপনি কি পড়তে জানেন ? আমি বললাম, হ্যাঁ। পরে কাগজটি তার হাত হতে নিয়ে নিলাম। দেখলাম তাতে লিখা রয়েছে– (কবিতা)

لَهَتْ بكَ لذَّةٌ عَن حُسن عيشٍ + مع الخَيراتِ فى غُرَف الجنانِ

تَعيشُ مُخلَّد الا موتَ فيها + وتَنعَم مَع الجنانِ فى الحِسانِ
تَيَقَّظْ مِنْ منامِك اِنَّ خيرًا + مِن النومِ التهجُّدُ فِى الْقُرانِ -

("ক্ষণিকের) স্বাদ তোমাকে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষসমূহে কল্যাণবতীদের সংগে সুন্দর জীবনের ব্যাপারে অমনোযোগী করেছে। তুমি যেখানে জীবন যাপন করবে চিরস্থায়ী, সেখানে নেই মৃত্যু, তুমি সুন্দরীদের সংগে আয়েশী জীবন যাপন করবে। তুমি নিদ্রা ত্যাগ করে সজাগ হও ; কেননা ঘুম থেকে অনেক উত্তম হচ্ছে কুরআন নিয়ে 'তাহাজ্জুদ' – রাত জাগরণ করা।"

আবূ সুলায়মান বলেছেন, তোমাদের লজ্জা হয় না যে তিন দিরহামের 'আবা পরিধান করে এবং তার অন্তরে পাঁচ দিরহামের আবার প্রতি আকর্ষণ থাকে। তিনি আরো বলেছেন, যারা অন্তরে কামনা বাসনা রয়েছে এমন কারো জন্য যুহ্‌দ ও দুনিয়া বিমুখতা প্রদর্শন করা জাইয নয়। হ্যাঁ, যদি তার অন্তরে কামনা-বাসনার কিছুই না থাকে তখন তার জন্য 'আবা পরিধান করে মানুষের কাছে তার দুনিয়াত্যাগী হওয়া প্রকাশ করা জাইয হবে। কেননা, তা দুনিয়াত্যাগীদের আলামতসমূহের অন্যতম আলামত। তবে যদি সে মানুষের দৃষ্টি হতে এবং তার যুহ্‌দ ও দুনিয়া বিমুখিতা হতে আচ্ছাদন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দুইখানা সাদা কাপড় পরিধান করে তবে তা 'আবা পরিধানের চেয়ে তার যুহ্‌দ দরবেশী রক্ষায় অধিক নিরাপদ হবে।

তিনি বলেছেন, যদি কোন সূফীকে দেখ যে সূফ (সূফীদের পশমী পোশাক) পরিধানে সৌন্দর্য পিয়াসী হয় তবে সে সূফী নয়। এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ হচ্ছেন তুলা (সূতী পোশাক) ব্যবহারকারিগণ– আবূ বকর (রা) ও তাঁর অনুসারিগণ। অন্য কেউ বলেছেন, যদি তুমি কোন ফকীরের পোশাকে তুমি তার (ফকীরীর) দ্যুতি দেখতে পাও তবে তুমি তার সফলতার ব্যাপারে নিরাশ হতে পার। আবূ সুলায়মান বলেছেন, "ভাই' হচ্ছে সে ব্যক্তি যার দর্শনই তার কথা বলার আগে তোমাকে উপদেশ দিবে। ইরাকে আমি আমার বন্ধুদের মধ্যে এক 'ভাইকে দেখতাম এবং এক মাস যাবত তাকে দেখে উপকৃত হয়েছি। আবূ সুলায়মান বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দা ! তুমি যতদিন আমাকে লজ্জা করবে ততদিন আমি মানুষকে তোমার দোষ ভুলিয়ে দিব, পৃথিবীর মাটিকে তোমার পাপ বিস্মৃতি করে দিব, উম্মুল কিতাব আমলনামা হতে তোমার ক্রুটি-বিচ্যুতিগুলো মুছে দিব এবং কিয়ামতের দিন তোমার হিসাব নিয়ে কষাকষি করব না। আহমদ বলেন, আমি আবূ সুলয়ামানকে সবর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌র কসম ! তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে সবরে সমর্থ হচ্ছ না। সুতরাং তোমার অপসন্দনীয় বিষয়ে তুমি কি করে তাতে সমর্থ হবে।

আহমদ বলেন, আমি একদিন তার সামনে (দুঃখ ভারাক্রান্ত) দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন তোমাকে এ দীর্ঘশ্বাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। যদি তা তোমার বিগত কোন পাপের কারণে হয় তবে তো তা তোমার জন্য উত্তম ; আর যদি তা দুনিয়ার কোন কিছু কিংবা কোন কামনা-বাসনা হারিয়ে যাওয়ার কারণে হয় তবে তোমার জন্য দুর্ভাগ্য। তিনি বলেছেন, তরীকতের পথ হতে শুধু তারা ফিরে এসেছে। (বিমুখ হয়েছে) যারা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছার পূর্বে ফিরে এসেছে। আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছার পরে কেউ ফিরে আসে না। তিনি বলেছেন, যারা আল্লাহ্‌র না-ফরমানী করে তারা আল্লাহ্‌র কাছে হেয় হওয়ার কারণেই তাঁর না-ফরমানী করে।

তারা আল্লাহ্র কাছে সম্মানের পাত্র হলে এবং দামী হলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে তার বিরুদ্ধাচরণ করা হতে বাধাগ্রস্ত করতেন এবং তাদের ও গোনাহের মধ্যে অন্তরায় হয়ে যেতেন। তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন রহমানের সংগে উপবিষ্ট তাঁর সভাষদবর্গ তারা, যাদের মধ্যে তিনি এসব চরিত্র গুণ গচ্ছিত রেখেছেন– ভদ্রতা-বদান্যতা, স্থৈর্য, ইল্ম, হিকমত-প্রজ্ঞা, কোমলতা, দয়ার্দ্রতা, অনুগ্রহশীলতা, ক্ষমা-মার্জনা, দান-অনুদান ও করুণা।

মিহানুল মাশাইয কিতাবে আবূ আবদুর রহমান সুলামী উদ্ধৃত করেছেন, আবূ সুলায়মান দারানীকে দামিশ্ক হতে বহিষ্কার করা হয়েছিল। কেননা তারা বলাবলি করছিল, তিনি ফিরিশতাদের দেখতে পান এবং তারা তাঁর সংগে কথা বলে। আবূ সুলায়মান কোন সীমান্ত অঞ্চলের দিকে চলে গেলেন। এসময় জনৈক শাম (সিরিয়া) বাসী স্বপ্নে দেখল, "সে ফিরে না আসলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।" তখন তারা তার সন্ধানে বের হল এবং অনেক অনুনয়-বিনয় করে তাঁকে ফিরিয়ে আনল।

তাঁর মৃত্যুর সময় নিয়ে অনেক মতভেদ হয়েছে। কেউ বলেছেন, দুইশ চার হিজরী সনে তিনি ইনতিকাল করেন। কারো মতে দুইশ পাঁচ সনে এবং কারো মতে দুইশ পনের হিজরীতে এমনকি কারো মতে দুইশ পঁয়ত্রিশ হিজরীতে। আল্লাহ্ই সমধিক অবগত। আবূ সুলায়মানের মৃত্যুর দিন মারওয়ান তাতারী বললেন, তাঁর কারণে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ বিপদগ্রস্ত হল। আমার বক্তব্য, তাঁকে দারিয়া গ্রামের সম্মুখ প্রান্তে (ও কিবলা প্রান্তে) দাফন করা হয়। তাঁর কবর সেখানে (আজও) প্রসিদ্ধ এবং তার উপরে সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। তার সামনের (কিবলার) দিকে একটি মসজিদ আছে, যা আমীর নাহিযুদ্দীন উমর আন্-নাহরাওয়ালী নির্মাণ করেছেন। তিনি সেখানে অবস্থানকারীদের জন্য কিছু সম্পত্তিও ওয়াক্ফ করেছেন যার আয় দিয়ে তাদের ব্যয় নির্বাহ করা হত। আমাদের (গ্রন্থকার) যুগে মাযারটির সংস্কার করা হয়েছে। ইব্ন আসাকিরের বর্ণনায় আমি আবূ সুলায়মানের দাফনের স্থান প্রসংগে কোন আলোচনা দেখতে পাইনি। এটা তার পক্ষে অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়।

ইব্ন আসাকির আহমদ ইব্ন আবুল হাওয়ারী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে আবূ সুলায়মানকে দেখার বাসনা পোষণ করতাম। এক বছর পরে তাকে আমি দেখলাম। আমি বললাম, আল্লাহ্ আপনার সংগে কী আচরণ করেছেন– হে মু'আল্লিম (উস্তাদজী) ! তিনি বললেন, হে আহমদ, আমি একদিন বাবুস সাগীর হতে প্রবেশ করলাম, সেখানে সুগন্ধী ডালের একটি বোঝা দেখতে পেয়ে তা হতে একটি কাঠি নিয়েছিলাম। পরে তা ফেলে দিয়েছিলাম অথবা তা দিয়ে খিলাল করেছিলাম তা আমার মনে নেই। আমি এখন পর্যন্ত তার হিসাব প্রদানে ব্যস্ত রয়েছি। আবূ সুলায়মানের পুত্র সুলায়মান তাঁর প্রায় দুই বছর পরে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন।

২০৬ হিজরীর আগমন

এ বছর মামূন দাউদ ইব্ন মাসজূরকে বসরা, দজলা উপকূলের বসতী এবং ইয়ামামা ও বাহরায়নের শাসক নিয়োগ করেন এবং তাকে যুত্ত (জাঠ) উপজাতীয়দের দমন করার আদেশ প্রদান করেন। এ বছর প্রবল প্লাবণ (বন্যা) দেখা দেয় এবং সাওয়াদ অঞ্চল নিমজ্জিত হয়ে মানুষের

ধন-সম্পদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। এ বছরে মামূন রাক্কা অঞ্চলের জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং তাকে নাসর ইব্ন শাবছের সংগে যুদ্ধ করার আদেশ দেন। রাক্কার নায়িব ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুআয ইনতিকাল করলে সেখানকার নায়িবের পদ শূন্য হয়। ইয়াহ্ইয়া মৃত্যুকালে তার পুত্র আহমদকে তার স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু মামূন তাতে অনুমোদন প্রদান করেননি। আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের আভিজাত্য এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিতে তার দূরদর্শীতার কারণেই মামূন তাকে রাক্কার নায়িব নিয়োগ করেন এবং নাস্র ইব্ন শাবছের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর পিতা (তাহির ইবনুল হুসায়ন, যিনি ইতিপূর্বে রাক্কার শাসনকর্তা ছিলেন) খুরাসান হতে পুত্রের কাছে একটি পত্র লিখলেন যাতে ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ এবং কিতাব ও সুন্নাহের অনুসরণের সারগর্ভ উপদেশ ছিল। ইব্ন জারীর এটি বিশদরূপে উল্লেখ করেছেন। লোকেরা পত্রটির ব্যাপক লেনদেন করেছিল। তারা সেটিকে পসন্দ করে পরস্পরে তা হাদিয়ারূপে প্রদান করেছিল। এমনকি বিষয়টি খলীফা মামূনের কাছেও উত্থাপিত হলে তিনি তা তাঁর সামনে পাঠ করে শোনাবার আদেশ দিলেন। মামূনও সেটিকে অত্যন্ত পসন্দ করলেন এবং পরে সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রদেশের শাসকদের কাছে তার অনুলিপি পাঠাবার আদেশ দিলেন। এ বছর হাজীদের নিয়ে হজ্জ সম্পাদন করলেন দুই হারামের নায়িব উবায়দুল্লাহ্ ইবনুল হাসান। এ বছর মৃত্যুবরণকারী বরেণ্যদের মধ্যে রয়েছেন 'আল মুবতাদা' কিতাবের গ্রন্থকার, আবূ হুযায়ফা ইসহাক ইব্ন বিশ্র আল কাহিলী– হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মদ আল-আওয়ার কিতাবুল আকল রচয়িতা দাঊদ ইবনুল মুহাব্বার, সাবাবা ইব্ন সিওয়ার (শাবাবা), মুহাযির ইবনুল মাওরিদ (মুওয়াররাদ), অভিধান শাস্ত্রে আল- মুছান্না-এর সংকলক কুত্রুব ওয়াহব ইব্ন জারীর এবং ইমাম আহমদের শায়খ ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (র)।

২০৭ হিজরীর আগমন

এ বছর আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন উমর ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব (র) ইয়ামানের আক্কা অঞ্চলে সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি মুহাম্মদ (নেফসে যাকিয়্যা)-এর বংশধর রাযী (রিযা)-র ইমামতের আহ্বান জানাচ্ছিলেন। এর কারণ ছিল এ সব অঞ্চলের শাসক ও রাজ কর্মচারীদের চারিত্রিক অধঃপতন ও জনগণের উপর তাদের যুলুম-নিপীড়ন। তিনি আত্মপ্রকাশ করলে লোকেরা তার তাতে বায়আত করল। মামূন এক বিশাল বাহিনী সহকারে দীনার ইব্ন আবদুল্লাহ্কে তার বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালেন। তার সংগে আবদুর রহমানের জন্য একটি নিরাপত্তা পত্রও ছিল– তার আনুগত্য করার শর্তে। বাহিনী প্রথমে হজ্জ পালন করল, পরে ইয়ামান অভিমুখে রওনা করল। তারা পত্রটি আবদুর রহমানের কাছে পাঠিয়ে দিলে তিনি আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন এবং উপস্থিত হয়ে দীনারের হাতে তার হাত রাখলেন। পরে তারা তাঁকে নিয়ে বাগদাদের উদ্দেশ্যে সফর করলেন এবং আবদুর রহমান সেখানে কাল পোশাক পরিধান করলেন।

এ বছর ইরাক ও সমগ্র খুরাসানের নায়িব তাহির ইবনুল হুসায়ন ইব্ন মুসআব ইনতিকাল করেন। তিনি রাতে ইশার সালাত আদায় করেছিলেন। সকালে তাকে তার বিছানায় কাপড় জড়ানো অবস্থায় মৃত পাওয়া গেল। পরিবারের লোকেরা ফজরের জন্য তার বের হতে বিলম্ব হওয়া

লক্ষ্য করলেন। পরে তার ভাই ও চাচা তার ঘরে প্রবেশ করে তাকে মৃত দেখতে পেলেন। মামূনের কাছে তাঁর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন, “দুই হাত ও মুখের কারণে”। সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহ্‌র যিনি তাকে আগে নিয়ে গেলেন এবং আমাদের পিছনে রেখে দিলেন। এর রহস্য এই যে, মামূনের কাছে এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছিল যে, একদিন তাহির ভাষণ দিলেন এবং সে ভাষণে মিম্বরের উপরে মামূনের জন্য দু‘আ করলেন না। এত কিছুর পরও তার পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে তার স্থলে ওয়ালী (আঞ্চলিক শাসনকর্তা) নিয়োগ করলেন এবং পিতার শাসনভুক্ত এলাকার সংগে বর্ধিত করে আল-জাযীরা ও শামকেও তার শাসনভুক্ত করে দিলেন। আবদুল্লাহ্‌ তাঁর ভাই তালহা ইব্‌ন তাহিরকে সাত বছর খুরাসানে তার সহকর্মী নিযুক্ত করে রাখলেন। পরে তালহার মৃত্যু হলে আবদুল্লাহ্‌ এককরূপে এ বিশাল অঞ্চলে শাসন পরিচালনা করলেন। বাগদাদে তার সহকারী ছিলেন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম। তাহির ইবনুল হুসায়নই ছিলেন সে ব্যক্তি যিনি (মামূনের জন্য বাগদাদের মসনদাসীন হওয়ার পথ সুগম করেছিলেন এবং) আমীনের দখল হতে বাগদাদ ও ইরাক ছিনিয়ে এনেছিলেন ও তাকে হত্যা করেছিলেন। একদিন তাহির মামূনের দরবারে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে কোন প্রয়োজনের কথা বললে তিনি তার পূরণ করে দিলেন। পরে মামূন তার দিকে তাকালেন এবং তার চোখ অশ্রু টলমল হয়ে গেল। তাহির তখন তাকে বললেন, হে আমীরুল মু’মিনীন ! আপনার কান্নার কারণ কী ? মামূন তাকে তা অবহিত করলেন না। তখন তাহির (শাহী দরবারের) খাদিম হুসায়নকে এক লাখ দিরহাম দিয়ে আমীরুল মু’মিনীনের কান্নার রহস্য উদ্ঘাটনের দায়িত্ব দিলেন। এক সময় মামূন তাকে তা অবহিত করলেন এব তা অন্য কারো কাছে প্রকাশ না করার কথা বলে তার অন্যথার ক্ষেত্রে তাকে হত্যার হুমকি দিলেন। (মামূন বলেছিলেন) তার আমার ভাইকে হত্যা করার কথা এবং তাহিরের হাতে তার লাঞ্ছনা- অপমানের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্‌র কসম ! আমি কোনদিন তা ভুলব না। তাহির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর মামূনের সামনে থেকে সরে যাওয়ার উপায় খুঁজতে লাগলো। তার চেষ্টা অব্যাহত রইল এবং এক সময় মামূন তাকে খুরাসানের শাসক নিয়োগ করলেন এবং মামূন তার সংগে নিজের ব্যক্তিগত খাদিমদের একজনকে পাঠিয়ে দিলেন। মামূন খাদিমকে বলে দিলেন যে, তার পক্ষ হতে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেলে তাকে বিষ প্রয়োগ করবে। এ কথা বলে তার হাতে অব্যর্থ বিষ দিয়ে দিলেন। পরে যে দিন তাহির খুতবায় মামূনের জন্য দু‘আ করলেন না তখন খাদিম তার সিরকার (বা ঝোলের) মধ্যে বিষ দিয়ে দিল এবং সে রাতেই তিনি মারা গেলেন। এ তাহিরকে যুল-ইয়ামীনায়ন (দুই ডান হাতওয়ালা) নামে অভিহিত করা হত। তাহির এক চোখের ট্যারা ছিলেন। এ কারণে কবি আমর ইব্‌ন নাকতাহ তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ

يا ذا اليمينين والعينُ واحد + نقصان عين يمين زائده ۔

“হে দুই ডান হাতওয়ালা এবং এক চোখধারী ; এক চোখের ঘাটতি ! তবে একটি অতিরিক্ত ডান হাত !!

‘‘দুই ডান হাতওয়ালা’ নামের সূত্র নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তিনি তার বাম হাত দিয়ে কারো ডান হাতে আঘাত করে তা কেটে ফেলেছিলেন। আর কারো কারো মতে কারণ তিনি

একই সংগে ইরাক ও খুরাসানের ন্যায় দুই বিশালতম প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ছিলেন দানশীল অভিজাত ; প্রশংসা প্রিয়, কবিদের পসন্দ করতেন এবং তাদের বড় বড় অংকে পুরস্কার দিতেন। একদিন তিনি যুদ্ধ জাহাজে আরোহণ করলে কবি সে প্রসংগে কবিতা রচনা করে বললেন–

اعَجبت لحراقة ابن الحسين + لا غرقت كيف لاتفرق
وبجران من فوقها واحد + واخر من تحتها مُطبق
واَعجب من ذالك اعوادُها + وقَد مسها كيف لا تورقُ -

আমি ইবনুল হুসায়নের রনতরী দেখে বিস্ময় মেনেছি– তা যেন কোন দিন নিমজ্জিত না হয়। কিন্তু, তা ডুবে যাচ্ছে না কেন ? তা যে দুই সমুদ্রের মাঝে (দোলায়মান), একটি সাগর (ইবনুল হুসায়ন) তার উপরে, আর একটি তার নিচে বেষ্টনকারী।

আরও অধিক বিস্ময়ের ব্যাপার তরীর ডালপালা (খুঁটি)গুলো, যেগুলো তিনি ছুঁয়ে দিয়েছেন– তারা পত্র পল্লবিত হল না কেন ? তাহির কবিকে তিন হাজার দীনারের পুরস্কার দিয়ে বললেন, তুমি আরো বেশী বললে আমি আরো বেশী দিতাম।

ইব্ন খাল্লিকান (প্রসংগত) বলেন, কোন রঈসের সাগরারোহণ উপলক্ষে কোন কবির রচিত এ কবিতা কতই সুন্দর–

ولَمَّا امتَطى البحرُ ابْتَهَلْتُ تضرعًا + الى اللّٰه يامجرىَ الرياح بِلُطفه
جَعَلْتَ النَّدا منع كَفِّه مثل مَوْجِه + فسلّمه واجْعَل مَوجَه مثل كَفّه -

“যখন তিনি সাগরের আরোহী হলেন আমি আল্লাহ্‌র কাছে কাকুতি মিনতি করে তার করুণার প্রার্থী হলাম– এ বায়ু প্রবাহকারী ! তার হাতের দান-বর্ষণকে করেছেন তার তরংগের ন্যায় ; সুতরাং তাকে নিরাপদ সালামতে রাখুন এবং তার তরংগকে করুন তার হাতের তুল্য।”

তাহির ইবনুল হুসায়নের মৃত্যু হয়েছিল দুইশ সাত হিজরী সনের ২৫ জুমাদাল উখরা শনিবার। তার জন্ম হয়েছিল সাতান্ন হিজরীতে। রাক্কায় তার পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে পিতার মৃত্যুতে শোক-সমবেদনা প্রকাশ ও সে অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্তির মুবারকবাদদ দেয়ার জন্য মামূনের হুকুমে গিয়েছিলেন কাযী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আকছাম। এ বছর বাগদাদ, কূফা ও বসরায় দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত চড়ে যায়। এমনকি এক কাফীয গমের মূল্য চল্লিশ দিরহাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ বছর লোকদের হজ্জে নেতৃত্ব দেন মামূনের ভাই আবূ আলী ইবনুর রশীদ। এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্টগণ হলেন বিশ্‌র ইব্ন উমর আয্-যাহরানী, জা‘ফর ইব্ন আওন, আবদুস সামাদ ইব্ন আবদুল ওয়ারিছ, ফার্‌রাদ ইব্ন নূহ। কাসীর ইব্ন হিশাম, মুহাম্মদ ইব্ন কুনাসা। বাগদাদের কাযী এবং বিখ্যাত সীরাত ও মাগাযী বিশারদ মুহাম্মদ ইব্ন উমর আল ওয়াকিদী– আবুন নায্‌র হাশিম ইবনুল কাসিম এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা হায়ছাম ইব্ন আদী প্রমুখ এবং আরো বিশিষ্ট ব্যক্তি যারা ইনতিকাল করেন তাদের নিম্নরূপ–

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মানসূর আল-ফাররা

কুনিয়াত ঃ আবূ যাকারিয়া, কূফা নিবাসী, বাগদাদ প্রবাসী ; বনূ সা'দের মাওলা (আযাদকৃত দাস), ফাররা নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। নাহুবিদ, অভিধানবিদ ও কারীদের শায়খ, যিনি আমীরুল মু'মিনীন ফিন নাহু' (নাহু শাস্ত্রের প্রধান ইমাম) অভিধায় ভূষিত ছিলেন। হাযিম ইবনুল হাসান বসরী হতে মালিক ইব্ন দীনার হতে আনাস ইব্ন মালিক (রা) সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর (রা), উমর (রা) ও উছমান (রা) مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنَ। আয়াতের مَالِكِ শব্দে আলিফ সহযোগে পাঠ করেছেন। খতীব এটি রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেছেন, ফার্‌রা ছিকা (হাদীসে আস্থাভাজন) ইমাম ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, খলীফা মামূন তাকে নাহু শাস্ত্রের একটি কিতাব প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি বলতে থাকেন এবং লোকেরা তা শ্রুতি লিখনরূপে লিখে নেয়। মামূন সরকারী কোষাগারে তা সংরক্ষণের আদেশ দেন। ইমাম ফার্‌রা খলীফা মামূনের দুই পুত্র এবং তাঁর পরবর্তী যুবরাজদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করেন। একদিন তিনি দাঁড়ালে মামূনের দুই পুত্র উস্‌তাদের জুতা এগিয়ে দেয়ার জন্য ছুটে যায় এবং তা নিয়ে তারা কলহে লিপ্ত হয়। পরে তারা প্রত্যেকে এক একটি জুতা এগিয়ে দেয়ার আপোষে উপনীত হয়। এ অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে তাদের পিতা তাদের দু'জনকে বিশ হাজার দীনার এবং ফার্‌রাকে দশ হাজার দিরহাম প্রদান করেন। তখন মামূন বলেন, আপনার চেয়ে অধিক সম্মানী কেউ নেই। কেননা, আমীরুল মু'মিনীনের দুই পুত্র ও তাঁর পরবর্তী দুই যুবরাজ আপনার জুতা এগিয়ে দেয়। বর্ণিত আছে, বিশ্‌র আল মুরায়সী অথবা ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ফার্‌রাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেউ সিজদায় সাহুতে ভুল করলে তার হুকুম কি ? ফার্‌রা বললেন, তাকে কিছুই করতে হবে না। প্রশ্নকারী বললেন, কেন ? ফার্‌রা' বললেন, কারণ আমাদের মনীষিগণ বলেছেন, 'মুসাগ্‌গার' (অর্থাৎ ব্যাকরণ বিধি অনুসারে কোন কিছুর ক্ষুদ্রে রূপ বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত শব্দ পরিমাপ– যা তাসগীর নামে অভিহিত) এর পুনঃ তাসগীর (ক্ষুদে রূপ) করা যায় না। প্রশ্নকারী অভিভূত হয়ে বললেন, আমি মনে করি না যে, কোন নারী আপনার তুলনীয় কাউকে প্রসব করবে। প্রসিদ্ধি অনুসারে ইমাম মুহাম্মদই ছিলেন প্রশ্নকর্তা এবং তিনি ছিলেন ফার্‌রা'-র খালাত ভাই। আবূ বাকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আস্‌সূলী বলেছেন, ফার্‌রা' দুইশ সাত হিজরী সনে ইনতিকাল করেন। খতীব বলেছেন, ফার্‌রা' বাগদাদে ইনতিকাল করেন। মতান্তরে মক্কার পথে। লোকেরা তার প্রণীত গ্রন্থসমূহের ভূয়সী প্রশংসা করেছে।

২০৮ হিজরীর আগমন

এ বছর তাহির ইবনুল হুসায়নের ভাই হাসান ইবনুল হুসায়ন ইব্ন মুসআব খুরাসান হতে পালিয়ে কিরমানে চলে যায় এবং সেখানে বিদ্রোহ করে। আহমদ ইব্ন আবূ খালিদ তার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাকে অবরুদ্ধ করেন এবং সে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। তাকে মামূনের কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। খলীফার এ আচরণকে প্রশংসনীয় মনে করা হয়। এ বছর কাযী মুহাম্মদ ইব্ন সামাআ বিচারপতি পদে ইস্‌তফা দিলে মামূন তাকে অব্যাহতি দিয়ে তার স্থলে ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন আবূ হানীফাকে নিয়োগ করেন। এ বছরে মামূন মুহাররাম মাসে আল-মাহদী সেনানিবাসে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান মাখযূমীকে কাযী পদে নিয়োগ দান

করেন এবং অনতিবিলম্বে তাকে বরখাস্ত করে রবীউল আওয়াল মাসে তার স্থানে বিশর ইব্ন সাঈদ ইবনুল ওয়ালীদ আল-কিন্দীকে নিযুক্ত করেন। এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে মাখযূমী কবিতা রচনা করেন–

اَلا اَيُّهَا الملِكُ الـمُـدحَّد رَبَّهُ + قَاضيكَ بشر بنُ الوليد حِمارُ
يَنْفِى شهادة من يَدين بمابه + نَطق الكِتابُ وجَاءَتِ الاَخْبَارُ
وَيَعُدّ عَدلاً مَن يَقُوْلَ بانّه + شَيْخٌ تُحيطُ بِجسمه الاقْطارُ ـ

"শুনুন হে সম্রাট, নিজ প্রতিপালককে এক সাব্যস্তকারী ! আপনার কাযী বিশর ইবনুল ওয়ালীদ একটা গাধা। যারা কিতাব (কুরআন) যা বলেছে এবং হাদীস যা বিবৃত করতে তার প্রতি অনুগত সে তাদের সাক্ষ্য রদ করে দেয়। আর যারা বলে যে, সে একজন শায়খ দিগ-দিগন্ত যাকে বেষ্টন করে রয়েছে সে তাদের বিশ্বস্ত মনে করে।"

এ বছর সালিহ্ ইব্ন হারূন আর রশীদ ভাই মামূনের আদেশে হজ্জের নেতৃত্ব প্রদান করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্টদের তালিকায় রয়েছেন আসওয়াদ ইব্ন আমির, সাঈদ ইব্ন আমির, অন্যতম শায়খুল হাদীস আবদুল্লাহ্ ইব্ন বাকর। হাজিব (আমীনের সচিব) ফাযল ইবনুর রাবী', মুহাম্মদ ইব্ন মুসআব, মূসা ইব্ন মুহাম্মদ আল-আমীন যাকে আমীন তার পরের যুবরাজ ঘোষণা করেছিলেন এবং আন-নাতিক উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কিন্তু তার পিতা নিহত হয়ে যাওয়ায় তার ক্ষমতা ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়নি (যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে)। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ বকর, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাস্সান, ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম যুহরী এবং ইউনুস ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মুসাদ্দিব প্রমুখ।

সায়্যিদা নাফীসা (র)-এর ওফাত

ইনি হলেন নাফীসা বিন্ত আবূ মুহাম্মদ আল-হাসান ইব্ন যায়দ ইবনুল হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) কুরায়শী, হাশিমী, তাঁর পিতা (আবূ মুহাম্মদ হাসান) মদীনায় পাঁচ বছর খলীফা মানসূরের নায়িব ছিলেন। পরে কোন কারণে মানসূর তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তাঁকে বরখাস্ত করেন এবং তাঁর যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও সঞ্চয় বাজেয়াপ্ত করলেন এবং তাকে বাগদাদে কারারুদ্ধ করে রাখলেন। মানসূরের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কারারুদ্ধ রইলেন। পরে (পরবর্তী খলীফা) মাহদী তাকে মুক্তি দিলেন এবং তাঁর সকল সম্পদও তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন এবং একশ আটষট্টি হিজরীতে তাঁকে সংগে নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা করলেন। হাজির নামক স্থানে পৌঁছলে তিনি ইনতিকাল করলেন। তখন তার বয়স হয়েছিল পঁচাশি বছর। নাসাঈ ইকরিমা সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হতে তাঁর এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহরাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন। ইব্ন মঈন ও ইব্ন আদী তাকে দুর্বল বলেছেন এবং ইব্ন হিব্বান তাঁকে ছিকা প্রত্যয়ন করেছেন। যুবায়র ইব্ন বাক্কার তার কথা আলোচনা করেছেন এবং তার মাহাত্ম্য-অভিজাত্যের প্রশংসা করেছেন।

এখানে আমাদের মুখ্য বিষয় এই যে, এ আবূ মুহাম্মদের কন্যা নাফীসা তাঁর স্বামী ইসহাক

ইব্‌ন জা'ফর আল-মু'তামানের সংগে মিসরে গমন করেছিলেন। তিনি সেখানে বসবাস করতে থাকেন। তিনি ধনবতী ছিলেন এবং মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। কুষ্ঠরোগী,বিকলাংগ, প্রতিবন্ধী রোগাক্রান্ত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করে রাখতেন। অপরদিকে তিনি ছিলেন অধিক ইবাদাতকারিণী, দুনিয়াত্যাগী ও অধিক পুণ্যবতী। শাফিঈ (র) মিসরে পৌঁছলে তিনি তাঁর প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন। অনেক সময় শাফিঈ (র) রমযানে তাঁকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। শাফি'ঈ (র)-এর ইনতিকাল হলে সায়্যিদা নাফীসা তাঁর জানাযা নিয়ে আসতে বলেন এবং তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি তার জানাযা পড়েন। পরে নাফীসার মৃত্যু হলে তাঁর স্বামী ইসহাক ইব্‌ন জা'ফর তাকে মদীনা শরীফে নিয়ে দাফন করার ইচ্ছা করেন। তখন মিসরবাসী তাকে বাধা প্রদান করে এবং সেখানে তাঁকে দাফন করার আবেদন করে। তখন তাকে তার বসত বাড়িতেই দাফন করা হয়। এটি মিসর ও কায়রোর মধ্যবর্তী স্থানে প্রাচীন কাল হতে দারবুস সিবা' নামে পরিচিত একটি মহল্লা। তিনি এ বছরের রমাযানে ইনতিকাল করেন। এ বর্ণনা ইব্‌ন খাল্লিকানের। তিনি আরো বলেছেন, মিসরবাসীরা তাঁর প্রতি অতিশয় ভক্তি আপ্লুত। আমার (গ্রন্থকারের) বক্তব্য ঃ সাধারণ মানুষ আজ পর্যন্ত তার প্রতি এবং এ ধরনের অন্যান্য বুযুর্গদের ভক্তি আতিশয্যে সীমালংঘন করে চলছে। বিশেষত মিসরবাসীরা। তারা তাঁর সম্পর্কে সীমালংঘনকারী অনুমান নির্ভর এমন অনেক অলীক কথা বলে যা শির্ক ও কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। তাদের ব্যবহৃত অনেক শব্দ ও বাক্য জাইয হওয়ার কোন সূত্র নেই।

কেউ কেউ তাঁর বংশধারা যায়নুল আবিদীন (আলী ইবনুল হুসায়ন (রা)-এর সংগে সম্পৃক্ত করেছেন ; বাস্তবে তিনি এ বংশধারার (অর্থাৎ হুসায়নী) নন। (তিনি হাসানী) এবং তাঁর সম্পর্কেও তেমনই পরিসীমিত সুধারণা পোষণ করা কর্তব্য যা তাঁর অনুরূপ অন্যান্য নেক্কার নারীদের সম্পর্কে পোষণ করা হয়। কেননা, মূর্তিপূজার মূল সূত্রই হচ্ছে কবর ও তার বাসিন্দাদের ব্যাপারে ভক্তির আতিশয্য। অথচ নবী করীম (সা) কবর সমতল করে রাখার এবং চিহ্ন বিহীন করে রাখার আদেশ দিয়েছেন। এ ছাড়া মানুষের ব্যাপারে অতি ভক্তি তো হারাম। আর যে দাবী করে যে, তিনি কাঠখণ্ডের আবদ্ধতা হতে মুক্তি দেয়ার অথবা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও মর্যী ব্যতীত কোন লাভ-ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন। সে তো মুশরিক। (আল্লাহ্ এ পুণ্যবতী নারীকে রহম করুন ও মর্যাদা মণ্ডিত করুন !)

উযীর ফাযল ইবনুর রাবী'

বংশধারা ঃ ফাযল ইবনুর রাবী' ইব্‌ন ইউনুস ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ ফারওয়া; কায়সান– উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর মাওলা (আযাদকৃত দাস)। ফাযল হারূনুর রশীদের দৃষ্টিতে যোগ্যতার পাত্র ছিলেন। বারমাকীদের প্রতিপত্তি তার হাতেই নিঃশেষ হয়েছিল। কিছু দিন তিনি হারূনুর রশীদের উযীরও ছিলেন। তিনি ও বারমাকীরা পরস্পরের আচার-আচরণের অনুকরণ ও সাদৃশ্য অর্জনে যত্নবান ছিলেন। তিনি অবিরাম তাদের হটিয়ে দেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন এবং এক সময় তারা নিঃশেষ হয়ে যায় (যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে)। ইব্‌ন খাল্লিকান উল্লেখ করেছেন, একদিন এ ফাযল ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালিদ বারমাকীর কাছে গেলেন। তখন তার পুত্র জা'ফর তার সামনে বসে স্বাক্ষর করিয়ে নিচ্ছিলেন ও সীলমোহর করছিলেন। ফাযলের সংগে ছিল দশটি আবেদন পত্র। তিনি এগুলোর একটিরও কাজ সমাধা করলেন না। তখন ফাযল সেগুলো

একত্রিত করে বললেন, 'ফিরে যাও ব্যর্থ অপদস্থ হয়ে। পরে তিনি উঠে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন- (কবিতা)

عَسى وَعَسى يُثْنى الزمانُ عِنانَه + بِتصريف حالٍ والزمانُ عَثُورٌ
فتُقضَى لُبانات وتُشفى جَزائز + وتُحدَثُ مِن بعد الامورِ امُورٌ -

'হবে অচিরে এমন হবে যে, সময় তার লাগাম ঘুরিয়ে দিবে- অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে ; আর সময় বড় বিশ্বাস- ঘাতক (ডিগবাজী খায়)। তখন বহু গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ করা হবে এবং মর্ম বেদনাগুলোর নিরাময় হবে এবং বহু বিষয়ের পরে নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভব ঘটবে।'

উযীর ইয়াহ্ইয়া তা শুনতে পেয়ে বললেন, তোমাকে কসম (দোহাই) দিচ্ছি, যদি না তুমি ফিরে আস। তখন তার কাছ হতে আবেদন পত্রগুলো নিয়ে তাতে স্বাক্ষর করিয়ে দিলেন।

পরে ফাযল বারমাকীদের বিরুদ্ধে লেগে থাকেন এবং এক সময় উদ্দেশ্য সফল হল। এমনকি বারমাকীদের বিদায়ের পরে উযীর পদে মনোনীত হন। এ প্রসংগে আবূ নুওয়াসের কবিতায় আছে-

ما رَعى الدهرُ اَلَ برمكٍ لَمّا + ان مَلكهم بأمر فظيع
اِنَّ دهرًا لم يَرعُ ذمةً لِيحيى + غَيْرُ راع ذمام ال الربيع -

'কাল বারমাকীদের খাতির করেনি, যখন তারা ভয়ংকার রাজরোষে পতিত হয়েছিল। কাল ইয়াহ্ইয়া (বারমাকী)-র কোন দায় রক্ষা করেনি ; অবশ্যই রাবী' বংশেরও কোন দায় রক্ষা করবে না।'

ফাযল হারূনুর রশীদের পরে তার পুত্র আমীনের উযীর হয়েছিলেন। মামূন বাগদাদে প্রবেশ করলে ফাযল আত্মগোপন করেন। তখন মামূন তাকে নিরাপত্তাপত্র পাঠিয়ে দিলে তিনি দীর্ঘ দিনের আত্মগোপন অবস্থা হতে বেরিয়ে মামূনের কাছে উপস্থিত হন। মামূন তাকে জীবনের নিরাপত্তা দান করেন। পরে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি নিভৃত জীবন যাপন করে এ বছর ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল আটষট্টি বছর।

২০৯ হিজরীর আগমন

এ বছর আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির নাস্র ইব্ন শাব্ছকে অবরুদ্ধ করেন। দীর্ঘ পাঁচ বছরের যুদ্ধের পর নাসরকে অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিসরে ঠেলে দেয়া সম্ভব হয় এবং সে আবদুল্লাহ্র কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করতে বাধ্য হয়। ইব্ন তাহির এ বিষয়ে খলীফা মামূনের কাছে পত্র লিখলে তিনি তাকে আমীরুল মু'মিনীনের পক্ষে নিরাপত্তাপত্র লিখে দেয়ার আদেশ প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ্ তাকে নিরাপত্তাপত্র লিখে দিলে সে আত্মসমর্পণ করে। আবদুল্লাহ্ তখন সে শহরটি ধ্বংস করে দেয়ার আদেশ দেন যেখানে নাসর দুর্গতুল্য ঘাঁটি তৈরি করেছিল। ফলে তার সৃষ্ট বিশংখলা নির্বাপিত হয়। এ বছর বাবাক আলী-খুররামী (বিদ্রোহী মু'তাযিলা)-র সংগে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং বাবাক মুসলিম দলের কোন কোন আমীরকে ও সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দলের কোন

সালারকে গ্রেফতার করলে মুসলমানদের কাছে বিষয়টি মারাত্মকরূপে প্রতিভাত হয়। এ বছর হজ্জের আমীর ছিলেন সালিহ্ ইবনুল আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ; যিনি তখন মক্কার প্রশাসক ছিলেন। এ বছর রোম সম্রাট মীখাঈল ইব্‌ন নিকফূর (জরজিস) -এর মৃত্যু হলে রোমানরা তার পুত্র তাওফীল ইব্‌ন মীখাঈলকে রাজা মনোনীত করে। মীখাঈলের রাজত্বকাল ছিল নয় বছর।

এ বছর হাদীসের মাশাইখের মধ্যে ইনতিকাল করেন হাসান ইব্‌ন মূসা আল-আশয়াব, আবূ আলী হানাফী, নিশাপুরের কাযী হাফস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, উছমান ইব্‌ন উমর ইব্‌ন ফারিস ও ইয়ালা ইব্‌ন উবায়দ তানাফিসী।

২১০ হিজরীর আগমন

এ বছরের সফর মাসে নাস্‌র ইব্‌ন শাবছ বাগদাদে আগমন করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির তাকে পাঠিয়েছিলেন। নাস্‌রের সংগে সেনা সদস্যদের কোন লোক ছিল না। তিনি একাকী বাগদাদে প্রবেশ করেন। প্রথমে তাকে আবূ জা'ফর উপশহরে অবস্থান করানো হয়। পরে সেখান হতে অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়। এ মাসেই মামূন ইবরাহীম ইবনুল মাহদীর হাতে বায়আত গ্রহণকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়দের একটি দলকে কয়েদ করতে সক্ষম হন। তাদের শাস্তি দেয়া হয় এবং তাদের ভূগর্ভস্থ রুদ্ধ কক্ষে আবদ্ধ করে রাখেন। রবীউছ ছানী মাসের তের তারিখ রবিবার ছয় বছর ও কয়েক মাসের আত্মগোপন অবস্থা হতে বের হয়ে ইবরাহীম রাতের বেলা নারীর ছদ্মবেশ নিয়ে অপর দু'জন নারীর সংগে বাগদাদের কোন সড়ক অতিক্রম করার চেষ্টা করছিলেন। পাহারাদার দাঁড়িয়ে তাদের থামিয়ে দিল এবং বলল, এ মুহূর্তে কোথায় যাওয়া হচ্ছে ? কোথা হতে আসা হয়েছে ? পরে তাদের থামিয়ে রাখতে চাইলে ইবরাহীম তার হাতে বিদ্যমান একটি ইয়াকূতের (পান্না) আংটি খুলে পাহারাদারের হাতে দিলেন। পাহারাদার সন্দেহের দৃষ্টিতে সেটি দেখতে থাকলে ইবরাহীম বললেন, এটি একজন উঁচু স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তির আংটি। পাহারাদার তাদের নৈশ তত্ত্বাবধায়কের (পুলিশ প্রধান)) নিয়ে গেলে তিনি এদের চেহারা অনাবৃত করার আদেশ দিলেন। ইবরাহীম সে আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। তারা তার চেহারা অনাবৃত করে দেখতে পেল যে, এ তো 'তিনিই'। পাহারাদাররা তাকে প্রধান পুল রক্ষীর কাছে নিয়ে গেল এবং শেষোক্ত ব্যক্তি তাকে খলীফার ভবনের ফটকে পৌছে দিল। সুতরাং অবস্থা এই দাঁড়াল যে, ইবরাহীমকে মাথায় নিকাবে ও শরীরে ওড়না পেঁচানো অবস্থায় সকালে খিলাফত ভবনে পৌছানো হল। যাতে লোকেরা তাঁকে দেখতে পায় এবং তার গ্রেফতার হওয়ার অবস্থা জানতে পারে। মামূন কিছু দিন তাকে শক্ত পাহারা ও কঠোর হিফাজতে রাখার আদেশ দিলেন এবং পরে তাকে মুক্তি দিলেন ও তার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। অপরদিকে তার কারণে যাদের কারারুদ্ধ করা হয়েছিল তাদের একদলকে শূলীবিদ্ধ করা হল। তারা জেলখানার রক্ষীদের অতর্কিত আক্রমণ করার চক্রান্ত করেছিল। এ অপরাধে তাদের চার জনকে শূলী দেয়া হয়।

বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীমকে মামূনের সামনে উপস্থিত করা হলে মামূন তাকে তার কৃতকর্ম স্মরণ করিয়ে দিলেন। এতে মামূনের প্রতি চাচা ইবরাহীমের মমতা উদ্বেলিত হয়ে উঠলে তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! শাস্তি দিলে তা আপনার অধিকারে আর ক্ষমা করলে তা আপনার

মহানুভবতা। মামূন বললেন, বরং হে ইবরাহীম ! আমি ক্ষমা করে দিচ্ছি। কেননা, ক্ষমতা ক্রোধ প্রশমিত করে দেয়। আর অনুতপ্ততাই তওবা এবং এ দুইয়ের মাঝে রয়েছে মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্র ক্ষমা, যা আপনার প্রার্থনার চেয়ে অনেক বড়। এ কথা শুনে ইবরাহীম তাকবীর ধ্বনি দিলেন এবং মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হলেন।

ইবরাহীম তাঁর একটি কবিতায় ভ্রাতুষ্পুত্র মামূনের অতিশয় প্রশংসা করেছেন। মামূন সেটি শোনার পর বললেন, আমি তা-ই বলব যা বলেছিলেন ইউসূফ (আ) তাঁর ভাইদের বলেছিলেন ঃ

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ـ

“আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই ; আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।”)

ইব্ন আসাকির উল্লেখ করেছেন, মামূন তাঁর চাচা ইবরাহীমকে ক্ষমা করার পর তাকে একটি গান গেয়ে শোনাবার আবদার করলে ইবরাহীম তাকে বললেন, আমি তো গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। পুনরায় তাকে আবদার করলে তিনি সারিন্দা কোলে নিয়ে গাইলেন–

هذا مقامُ سُرُور خرِبَت مَنازِلُه و دورُه + نَمَتْ عَلَيْهِ عِدَاتُه كذبًا فعاقَبَه اَمِيرُه

‘এতো সে আনন্দের স্থান যার নিবাস ও বাড়ি-ঘর বিরান হয়ে গিয়েছে ; তার শত্রুরা তার ব্যাপারে মিথ্যা কূটনামী করেছেন। তাই তার আমীর তাকে সাজা দিয়েছে।’

পুনরায় গাইতে লাগলেন –

ذهَبتُ عن الدنيا وقد ذَهَبَتْ عنى + لَوى الدهرُ بى عنها وولّى بها عنى
فان اَبْكِ نَفسى ابكِ نفسا عزيزه + وان احتفرها احتقرها على خفن
وانّ اِنْ كُنتُ المسيئَ بِعينه + فَاِنّى بربّى مُدْقِنٌ حسَنُ الظَّنِّ
عَدَوَتُ على نَفْسى فعادَ بعفوه + علَىَّ فعاد العفو مَنًّا على مَنٍّ ـ

‘আমিও দুনিয়াকে বিদায় দিয়েছি। দুনিয়াও আমাকে বিদায় দিয়েছে, কাল আমাকে দুনিয়া হতে মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে এবং তাকেও আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এখন আমি নিজের সত্তার জন্য কাঁদলে এক প্রিয় মূল্যবান সত্তার জন্য কাঁদব ; আর তাকে হেয়-তুচ্ছ করলে বিদ্বেষের সংগেই তুচ্ছ করব। আর যদি আমি তার চোখে মন্দ কর্মচারী হয়ে থাকি। তবুও আমি আমার পালনকর্তার মালিকের প্রতি সুধারণা পোষণকারী দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনকারী। আমি আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি ; তিনি আমাকে পুনঃপুনঃ ক্ষমা করেছেন। সুতরাং ক্ষমা অনুগ্রহের পর অনুগ্রহের রূপ ধারণ করেছে।’

গান শুনে মামূন বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! সত্যই সুন্দর বলেছেন, ইবরাহীম এ কথা শুনে সারিন্দাটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং সন্ত্রস্ত হয়ে লাফিয়ে উঠলেন। মামূন তাকে বললেন, বসুন! শান্ত হোন ! স্বাগতম আপনাকে ! আপনি তো আপনজনের কাছে রয়েছেন। আপনি যা সন্দেহ করেছেন তার জন্য এসব করা হয়নি। আল্লাহ্র কসম ! আমার সময়কাল ধরে আপনি

এমন কিছু দেখেননি যা আপনার অপসন্দনীয়। পরে তাকে দশ হাজার দীনার প্রদানের আদেশ দিলেন এবং তাকে শাহী খেলাত দিলেন। পরে তার যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ও ভবনসমূহ ফিরিয়ে দেয়ার আদেশ দিলে সে সব তাকে ফিরিয়ে দেয়া হল এবং তিনি খলীফার নিকট হতে সম্মানিত ও শ্রদ্ধার পাত্ররূপে বের হলেন।

বূরানের বাসর ও বৌ-ভাত অনুষ্ঠান

এ বছরে রমাযানে মামূন বূরান বিনতুল হাসান ইব্‌ন সাহলের সংগে বাসর যাপন করলেন। অন্য একটি বর্ণনা হতে তিনি রমাযানে 'ফামুস সুল্‌হ' নামক স্থানে হাসান ইব্‌ন সাহলের সেনানিবাস পরিদর্শনে গমন করেন। হাসান তখন তার অসুস্থতা হতে আরোগ্য লাভ করেছিলেন। মামূন তাঁর সহযাত্রী শীর্ষস্থানীয় আমীর-উমারা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বনূ হাশিমের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে হাসানের কাছে অবতরণ করলেন এবং এ বছরের শাওয়াল মাসের এক মহান রাতে বূরানের সংগে বাসর যাপন করলেন। বরের সামনে আম্বরের মোম দ্বারা আলোকসজ্জা করা হল এবং তার মাথায় মণিমুক্তা ছড়ানো হল। তাকে উপবেশন করানো হল লাল সোনার পাত দিয়ে তৈরি মাদুরে। তাতে ছিল এক হাজার মুক্তা দানা। খলীফার হুকুমে সেগুলো সোনার তৈরি একটি চীনা পাত্রে যাতে পূর্বে তা ছিল– একত্রিত করা হল। লোকেরা বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমরা এগুলো ছড়িয়ে দিলাম দাসী-বাঁদীদের তুলে নেয়ার উদ্দেশ্যে। তিনি বললেন, না, আমি তাদের এগুলোর বিনিময় দিয়ে দিব। সুতরাং সবগুলো একত্রিত করা হল।

এরপর নববধূর আগমন হল। তার সংগে আগমনকারীদের মধ্যে ছিলেন তার নানী– মামূনের ভাই আমীনের মা মহিয়সী যুবায়দা। তাকে বরের পাশে বসানো হল। এর মুক্তাগুলো নববধূর কোলে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, এগুলো তোমার উপহার। এখন তোমার আর কি কি বাসনা আছে বল। নববধূ লজ্জায় মাথা নিচু কলে থাকলে তার নানী তাকে বললেন, তোমার 'মালিকের' সংগে কথা বল এবং তোমার বাসনা প্রকাশ কর। তিনি তো তোমাকে হুকুম দিয়েছেন। তখন নববধূ বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার কাছে আমার প্রার্থনা, আপনি আপনার চাচা ইবরাহীম ইবনুল মাহদীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং তাকে তার পূর্ববর্তী মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করাবেন। মামূন বললেন, তাই হবে। বূরান বললেন, আর জা'ফরের মা– অর্থাৎ যুবায়দাকে হজ্জে যাওয়ার অনুমতি দিবেন। মামূন বললেন, তাই হবে। তখন যুবায়দা তার শাহী সাজ-পোশাক নববধূকে উপহাররূপে প্রদান করলেন এবং একটি সমৃদ্ধ গ্রাম তাকে অনুদানরূপে বরাদ্দ করলেন। কনের পিতা বিভিন্ন চিরকুটে তার মালিকানাধীন গ্রামসমূহ, ভূ-সম্পত্তি ও অন্যান্য মালিকানার নাম লিখে চিরকুটগুলো উপস্থিত আমীর-উমারা ও গণ্যমান্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। যার হাতে যে গ্রাম বা স্থানের নাম লিখা চিরকুট পড়ল সে গ্রামের দায়িত্বশীল নায়িবের কাছে পত্র পাঠিয়ে তার নিরংকুশ মালিকানা চিরকুট প্রাপকের নামে হস্তান্তর করা হল। মামূন ও তার সহযাত্রী বিশিষ্টবর্গ ও সেনাবাহিনীর সতের দিন অবস্থানকালে কনের পিতা যা ব্যয় করেছিলেন তা ছিল পাঁচ কোটি দিরহাম।

মামূন যখন বাগদাদ প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করলেন তখন শ্বশুরের জন্য এক কোটি টাকার মঞ্জুরীসহ তার অবস্থান ক্ষেত্র অর্থাৎ হাসানের শাসনাধীন অঞ্চল ফামুস সুল্‌হ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট

অঞ্চল তাকে জায়গীর রূপে বরাদ্দ দিলেন। এ বছরের শাওয়ালের শেষ দিকে মামূন বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করলেন।

এ বছরে আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির মিসরে অভিযান পরিচালনা করেন এবং খলীফার নির্দেশে সেখানে জবর দখল প্রতিষ্ঠাকারী উবায়দুল্লাহ্ ইবনুস সারিয়্য ইবনুল হাকামের সংগে বহু যুদ্ধের পর মিসরকে অবমুক্ত ও পুনর্দখল প্রতিষ্ঠা করেন (সে সব যুদ্ধের দীর্ঘ বিবরণ পরিহার করা হল)।

এ বছরে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্টদের মধ্যে রয়েছেন আবূ আম্র আশায়বানী ভাষা অভিধানবিদ, যার নাম ছিল ইসহাক ইব্ন মুরাদ, মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ আত্-তাতারী এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইসহাক প্রমুখ। আল্লাহ্ সুবহানাহু সমধিক অবহিত।

২১১ হিজরীর আগমন

এ বছর আবুল জাও্ওয়াব, তুলক ইব্ন গান্নাম, মুসান্নাফ ও মুসনাদ প্রণেতা আবদুর রায্যাক এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালিহ আল-আজালী ইনতিকাল করেন।

বিখ্যাত কবি আবুল আতাহিয়া

তাঁর পূর্ব নাম ইসমাঈল ইব্ন কাসিম ইব্ন সুওয়ায়াদ ইব্ন কায়সান। তিনি হিজাযী বংশোদ্ভূত। খলীফা মাহ্দীর উতবা নাম্নী এক বাঁদীর প্রতি তার প্রেমাসক্তি ছিল। একাধিক বার সে খলীফার কাছে তাকে চান। কিন্তু খলীফা তখন বাঁদীটি তাকে দান করেন তখন সে (বাঁদীটি) তাকে প্রত্যাখ্যান করে বলে, 'আপনি কি আমাকে এমন এক কুৎসিত ব্যক্তির হাতে তুলে দিচ্ছেন যে (এককালে) কলস বিক্রি করত ? প্রেমাসক্তির কারণে তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে প্রায়শই প্রেম কাব্য আবৃত্তি করতেন।.এভাবে তাঁর প্রেমাসক্তির বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং তার কারণে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। খলীফা মাহ্দী তাঁর এই মনোভাব উপলব্ধি করতেন।

ঘটনাক্রমে একবার মাহ্দী তাঁর মজলিসে সমকালীন কবিদের তলব করেন। তখন সমবেত কবিদের মাঝে আবুল আতাহিয়া এবং অন্ধ কবি বাশ্শার ইব্ন বুরদ উপস্থিত হন। তখন আবুল আতাহিয়ার কন্টস্বর শুনতে পেয়ে বাশ্শার তাঁর পাশের সঙ্গীকে প্রশ্ন করে, এখানে কি আবুল আতাহিয়া আছেন ? সে তখন বলে, হ্যাঁ, এ কথা শুনে তিনি (আবুল আতাহিয়া) উত্বার ব্যাপারে তার রচিত ঐ কাসীদা আবৃত্তি করতে থাকেন যার প্রথম পঙ্ক্তি হল–

اَلاَ مَا لِسَيِّدَتِىْ مَا لَهَا + اَدَلَّتْ فَأَجْمَلَ اِدْلاَ لَهَا

শুনে রাখ ! তার যা আছে আমার কর্ত্রীর তা নেই, সে অভিমান করেছে তারপর তার অভিমানকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে।

তখন বাশ্শার তার সঙ্গীকে বলেন, এরচেয়ে দুঃসাহসী কবি আমি দেখিনি, এরপর আবুল আতাহিয়া তাঁর এ কথায় উপনীত হন–

اَتَتْهُ الْخِلاَفَةُ مُنْقَادَةً + اِلَيْهِ تُجَرِّرُ اَذْيَا لَهَا

খিলাফত তার 'অনুগত' হয়ে আঁচল হেঁচড়ে তার কাছে উপস্থিত হয়েছে।

فَلَمْ تَكُ تَصْلِحْ اِلاَّ لَهُ وَلَمْ يَكُ يَصْلُحُ اِلاَّ لَهَا

আর তা তিনি ছাড়া অন্য কারও কাব্য শোভা পায় না আর তিনিও 'তা' ছাড়া অন্য কিছুর সাথে বেমানান।

وَلَوْ رَامَهَا اَحَدٌ غَيْرُهُ + لِزُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا

তিনি ব্যতীত অন্য কেউ যদি তা কামনা করত তাহলে পৃথিবী প্রচণ্ড কম্পনে প্রকম্পিত হত।

وَلَوْ لَمْ تُطِعْهُ بَنَاتُ الْقُلُوْبِ + لَمَا قَبِلَ اللّٰهُ اَعْمَالَهَا

আর 'হৃদয় কন্যারা' যদি তার অনুগত না হত তাহলে আল্লাহ্ তাদের আমলসমূহ কবুল করতো না।

তখন বাশ্‌শার তাঁর সঙ্গীকে বলেন, দেখ ! (তার প্রশংসায়) খলীফা তার আসন থেকে উড়াল দিয়েছেন কি না ? বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! সে দিন তিনি ছাড়া অন্য কোন কবি কোন বখশিশ নিয়ে বের হয়নি। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, একবার আবুল আতাহিয়ার সাথে আবূ নুওয়াসের সাক্ষাৎ হয়– আর তিনি ছিলেন তাঁর ও বাশ্‌শারের সমস্তরের কবি– তখন আবুল আতাহিয়া আবূ নুওয়াসকে প্রশ্ন করেন, প্রতিদিন তুমি ক'টি কবিতা পঙ্‌ক্তি রচনা কর ? তিনি বলেন, একটি বা দু'টি। এ কথা শুনে আবুল আতাহিয়া বলেন, আমি কিন্তু প্রতিদিন একশ থেকে দুইশর মতো কবিতা পঙ্‌ক্তি রচনা করি। তখন আবূ নুওয়াস [বিদ্রূপ করে] বলেন, তুমি সম্ভবত তোমার এ জাতীয় কবিতা পঙ্‌ক্তি রচনা করে থাক–

يَا عُتْبَ مَالِىْ وَلَكْ + يَا لَيْتَنِىْ لَمْ اَرَكْ

হে উতবা ! তোমার আমার কী হয়েছে ? হায়, আমি যদি তোমাকে না দেখতাম ! আমি যদি এ জাতীয় কবিতা পঙ্‌ক্তি রচনা করতাম তাহলে প্রতিদিন এক থেকে দু'হাজার পঙ্‌ক্তি রচনা করতে পারতাম। আমি রচনা করি এ জাতীয় পঙ্‌ক্তি -

مِنْ كَفٍّ ذَاتِ حَرٌّ فِىْ زِىٍّ ذَكَرٍ + لَهَا مُحِبَّانِ لُوْطِىٌّ وَزَنَّاءٌ

পুরুষের পরিধেয়ে বিদ্যমান এক তপ্ত হাত থেকে যার দুই প্রেমিক একজন সমকামী আর অপরজন ব্যভিচারী।

[এই কবিতা পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করার পর আবূ নুওয়াস বলেন]

আর তুমি যদি আমার ন্যায় কবিতা পঙ্‌ক্তি রচনা করতে চাইতে তাহলে তা কোন দিন তোমার পক্ষে সম্ভব হত না। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, আবুল আতাহিয়ার অন্যতম কোমল কবিতা পঙ্‌ক্তি হল ঃ

اِنِّىْ صَبَوْتُ اِلَيْكَ حَتّٰى + صِرْتُ مِنْ فَرْطِ التَّصَابِىْ
يَجِدُ الْجَلِيْسُ اِذَا دَنَا + رِيْحَ التَّصَابِىْ فِىْ ثِيَابِىْ

আমি তোমার প্রতি আসক্ত হয়েছি এবং আসক্তির আতিশয্যে আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে আমার নিকটবর্তী হলে আমার সঙ্গী আমার পরিধেয় থেকে সেই আসক্তির ঘ্রাণ অনুভব করে।

আবুল আতাহিয়া জন্মগ্রহণ করেন একশ ত্রিশ হিজরীতে আর মৃত্যুবরণ করেন দুইশ এগার মতান্তরে দুইশ তের হিজরীর জুমাদাল আখিরা মাসের তিন তারিখ সোমবার। বাগদাদে অবস্থিত তাঁর সমাধির উপরে তিনি নেম্নোক্ত কবিতা পঙ্ক্তিটি লিখে রাখার জন্য ওসীয়ত করে যান–

اِنَّ عَيْشًا يَكُنْ اٰخِرُهُ الْمَوْتُ + لَعَيْشٌ مُعَجَّلِ التَّنْغِيْصُ

যে জীবনের পরিসমাপ্তি হল মৃত্যু সে জীবন অতি দ্রুত দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

২১২ হিজরীর সূচনা

এ বছরই খলীফা মামূন আযারবায়জান ভূখণ্ডে বাবক আল-খারামীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মুহাম্মদ ইব্ন হুমায়দ আত্-তূসীকে মাওসিল অভিমুখে প্রেরণ করেন। তখন তিনি বাব্কের সমর্থনে সমবেতরে একটি দলকে বন্দী করে খলীফা মামূনের কাছে প্রেরণ করেন। এছাড়া এ বছরের রবীউল আওয়াল মাসে খলীফা মামূন তাঁর প্রজাদের মাঝে বীভৎস দু'টি বিদআতের প্রচলন করেন, যার একটি অন্যটির চেয়ে জঘন্য। প্রথমটি হল 'কুরআন মাখলূক'-এই আকীদা এবং দ্বিতীয়টি হল, আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর পর আলী-ই (রা) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সন্দেহ নেই এই দু'টি বিষয়েই তিনি বিরাট গুরুতর ভুল করেন এবং মহাপাপের অধিকারী হন।

এ বছর লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস আল-আব্বাসী। আর এ বছরই আসাদুস্ সুন্নাহ্ [সুন্নাহ্র সিংহ পুরুষ] খ্যাত আসাদ ইব্ন মূসা, হাসান ইব্ন জা'ফর, আবূ আসিম আন্ নাবীল যাঁর নাম যাহ্হাক ইব্ন মুখাল্লা, আবুল মুগীরা আবদুল কুদ্দুস ইবনুল হাজ্জাজ আশশামী আদ-দামেশকী এবং ইমাম বুখারীর শায়খ মুহাম্মদ ইব্ন ইউনুস আল-ফারয়াবী মৃত্যুবরণ করেন।

২১৩ হিজরীর সূচনা

এ বছরই আবদুস সালাম ও ইব্ন জালীস নামক দুই ব্যক্তি বিদ্রোহ করে এবং খলীফা মামূনের বায়আত প্রত্যাহার করে মিসরীয় ভূখণ্ড দখল করে নেয়। বনূ কায়স এবং ইয়ামানীদের একটি দল এসময় তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। এদিকে খলীফা মামূন তার ভাই আবূ ইসহাককে সিরিয়ার এবং তার পুত্র আব্বাসকে আল-জাযিরা, সীমান্তবর্তী এলাকা ও দুর্গসমূহের শাসনভার অর্পণ করেন। এরপর তিনি এদের প্রত্যেককে এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরকে পনের লক্ষ দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। এ বছর তিনি গাস্সান ইব্ন আব্বাদকে সিন্ধুর গভর্নর নিয়োগ করেন। আর হজ্জ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন বিগত বছরের আমীর। এছাড়া এ বছর আবদুল্লাহ্ ইব্ন দাঊদ আল-জুওয়ায়নী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আল-মিসরী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মূসা আল-আব্সী এবং আমর ইব্ন আবূ সালামা আদ-দামেশকী মৃত্যুবরণ করেন।

ইব্ন খাল্লিকান বর্ণনা করেছেন যে, কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, এ বছরেই ইবরাহীম ইব্ন মাহান আল মাওসিলী আন্-নাদীম, আবুল আতাহিয়া এবং আবূ আমর আশ্-শায়বানী আন-নাহ্বী একই দিনে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তিনি এটা সঠিক বলে মন্তব্য করেছেন যে, ইবরাহীম ইব্ন নাদীম একশ আটাশি হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ঐতিহাসিক সুহায়লী বলেন, আর এ বছর ইব্ন ইসহাক থেকে 'নবী চরিত' বর্ণনাকারী আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম ইনতিকাল

করেন। ইব্‌ন খাল্লিকান তাঁর উদ্ধৃতিতে তা রিওয়ায়াত করেছেন। তবে সঠিক হল তিনি দুইশ আঠার হিজরীতে ইনতিকাল করেন, যেমনটি আবূ সাঈদ ইব্‌ন ইউনুস 'মিসরের ইতিহাসে' উল্লেখ করেছেন।

কবি আকূক

(তাঁর পূর্ণ নাম) আবুল হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন জাবালা আল-খুরাসানী। আকূক হল তাঁর উপাধি। তিনি ছিলেন আযাদকৃত দাস এবং জন্মান্ধ। অবশ্য কারও কারও মতে সাত বছর বয়সে গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়ে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। তিনি ছিলেন কৃষ্ণকায় এবং কুষ্ঠরোগাক্রান্ত কিন্তু অত্যন্ত কুশলী, বিশুদ্ধভাষী ও অলঙ্কারময় ভাষার অধিকারী কবি। আরবী সাহিত্যের দিকপাল জাহিয এবং তাঁর পরবর্তী কাব্য সমালোচকগণ তাঁর কবিতার প্রশংসা করেছেন। জাহিয মন্তব্য করেছেন তাঁর চেয়ে কুশলী কোন শহুরে বা গ্রামীণ কবি আমি দেখিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা পঙ্‌ক্তি হলঃ

بِاَبِىْ مَنْ زَارَنِىْ مُتَكَتِّمًا + حَذِرًا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ جَزِعَا

আমার পিতা উৎসর্গিত হোন আমার ঐ দর্শনার্থীর জন্য যে সবকিছু থেকে সতর্ক ও উৎকণ্ঠিত হয়ে গোপনে আমাকে দেখতে এসেছে।

زَائِرًا نَمَّ عَلَيْهِ حُسْنُهُ + كَيْفَ يُخْفِى اللَّيْلُ بَدْرًا طَلَعَا

কিন্তু সে তো এমন এক দর্শনার্থী যার নিজ সৌন্দর্যই তার 'কাল' হয়েছে আর রাত কীভাবে পূর্ণিমার চাঁদকে আড়াল করে রাখবে ?

رَصَدَ الْخَلْوَةَ حَتّٰى اَمْكَنَتْ + وَرَعَى السَّامِرَ حَتّٰى هَجَعَا

সে নির্জনতার প্রতীক্ষায় থেকেছে অবশেষে সে তা লাভ করেছে এবং সে নৈশ সহচরকে পর্যবেক্ষণ করেছে এমনকি সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

رَكِبَ الاَهْوَالَ فِى زَوْرَتِهِ + ثُمَّ مَاسَلَّمَ حَتّٰى رَجَعَا

সে তার এই দর্শন যাত্রায় বিভিন্ন ভয়াবহতার শিকার হয়েছে। তারপর কোন সম্ভাষণ ব্যতীত বিদায় নিয়েছে।

সে-ই হল ঐ ব্যক্তি যে আবূ দুলাফ কাসিম ইব্‌ন ঈসা আল-আজালী সম্পর্কে (তাঁর প্রশংসায়) আবৃত্তি করেছে—

اِنَّمَا الدُّنْيَا ابو دُلَفٍ + بَيْنَ مَغْزَاهُ وَمُحْتَضَرَهُ

দুনিয়া বলতে যা কিছু বোঝায় তাতো আবূ দুলাফের আক্রমণস্থল ও উপস্থিতিস্থলের মাঝে সীমাবদ্ধ।

فَاِذَا وَلَّى اَبُوْ دُلَفٍ + وَلَّتِ الدُّنْيَا عَلٰى اِثْرِهِ

আবূ দুলাফ যখন ফিরে যান তখন গোটা দুনিয়া তাঁর অনুগামী হয়।

كَلُّ مَنْ فِى الْاَرْضِ مِنْ عَرَبٍ + بَيْنَ بَادِيْه اِلَ حَضْرِهِ

পৃথিবীতে যত আরব আছে, হোক সে শহুরে বা গ্রাম্য।

يَرْتَجِيْه نَيْلَ مَكْرُمَةٍ + يَأْتِيْهَا يَوْ مُفْتَخْرِهِ

(সে তাঁর) বদান্যতা লাভের প্রত্যাশা করে যা তিনি সম্পাদন করেন তাঁর সর্বপ্রকাশের দিন।

খলীফা মামূনের কাছে যখন এই পঙ্‌ক্তিগুলো পৌঁছে আর তা ছিল দীর্ঘ কাসীদা যা দ্বারা সে আবূ নুওয়াসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে– তখন তিনি তাকে তলব করেন, কিন্তু সে ভয়ে পলায়ন করে। তারপর তাকে খলীফার সামনে হাযির করা হলে তিনি প্রশ্ন করেন, দুর্ভাগা ! কোন্ স্পর্ধায় তুমি কাসিম ইব্‌ন ঈসাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছ ? তখন সে (উত্তর দিয়ে) বলে, আমীরুল মু'মিনীন ! আপনারা হলেন আহলে বায়ত বা নবী পরিবার আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের মনোনীত করেছেন এবং বিশাল সাম্রাজ্য দান করেছেন। আমি তো তাকে তার সদৃশ ও সমকক্ষদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি কাউকে বাকী রাখনি যখন তুমি বলেছঃ

كَلُّ مَنْ فِى الْاَرْضِ مِنْ عَرَبٍ + بَيْنَ بَادِيْه اِلٰى حَضَرِهِ

অবশ্য এর কারণে আমি তোমার হত্যাকে বৈধ মনে করি না, কিন্তু তোমার শির্‌ক ও কুফরীর কারণে যেহেতু তুমি এক নিকৃষ্ট বান্দার ব্যাপারে বলেছ–

اَنْتَ الَّذِىْ تُنْزِلُ الاَيَّامَ مُنْزِلَهَا + وَتَنْقُلُ الدَّهْرَ مِنْ حَالٍ اِلٰى حَالٍ
وَمَا مَدَدْتَ طَرْفٍ اِلٰى اَحْدٍ + اِلاَّ قَضَيْتَ بِاَرْزَاقٍ وَاَجَالٍ-

আপনি তো এমন যিনি দিনসমূহ থেকে স্বস্থানে প্রতি স্থাপিত করেন এবং কালকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় স্থানান্তরিত করেন। আর কারও প্রতি আপনি কৃপা-দৃষ্টি প্রসারিত করা মাত্রই তার জীবনোপকরণ ও জীবন কালের ফয়সালা করে ফেলেন।

এটাতো করেন আল্লাহ্ ! এরপর মামূন বলেন তার জিহ্বা টেনে ছিঁড়ে ফেল। তখন (এ বছর) তার জিহ্বা টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়, ফলে সে মৃত্যুবরণ করে। এ ব্যতীত সে হুমায়দ ইব্‌ন আবদুল হামীদ আত্-তূসীর প্রসংশা কাব্য রচনা করে –

اِنَّمَا الدُّنْيَا حُمَيْدٌ + وَاَبَادِيْه جِسَامُ
فَاِذَا وَلّٰى حُمَيْدٌ + فَعَلٰى الدُّنْيَا السَّلَامُ

দুনিয়া বলতে হুমায়দকেই বোঝায়, আর তাঁর দানসমূহ বিশাল-বিপুল, হুমায়দ যখন বিদায় হবেন তখন দুনিয়াকে 'সালাম'।

এই হুমায়দ যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আবুল আতাহিয়া তাঁর মৃত্যু শোকে রচনা করেন–

اَبَا غَانِمٍ اَمَّا ذِرَاكَ فَوَاسِعُ + وَقَبْرُكَ مَعْمُوْرِ الْجَوَانِبِ مُحْكَمُ
وَمَا يَنْفَعُ الْمَقْبُوْرَ عُمْرَانُ قَبْرِهِ + اِذَا كَانَ فِيْه جِسْمُهُ يَتَهَدَّمُ

আবূ গানিম ! আপনার চরিত্র অতি উদার আর আপনার সমাধি সুদৃঢ় এবং লোক সমাবেশে পূর্ণ ! কিন্তু সমাধির লোক সমাবেশ সমাধিস্থ-এর কী উপকার করবে যখন তার দেহ ভগ্নাবশেষে পরিণত হচ্ছে।

ইব্ন খাল্লিকান এই কবি আকূকের বেশ কিছু উৎকৃষ্ট কবিতা পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করেছেন, যা আমরা সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে বর্জন করেছি।

২১৪ হিজরীর সূচনা

এ বছরের রবীউল আওয়াল মাসের পঁচিশ তারিখ শনিবার মুহাম্মদ ইব্ন হুমায়দ এবং বাবক খুররমী (আল্লাহ্ তাকে অভিশপ্ত করুন) মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধে বাবক খুররমী মুহাম্মদ ইব্ন হুমায়দের বহু সংখ্যক যোদ্ধাকে হত্যা করে এবং তাঁকেও হত্যা করে এবং ইব্ন হুমায়দের অবশিষ্ট যোদ্ধারা পরাজিত হয়। তখন খলীফা মামূন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আকছামকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের কাছে পাঠান। এসময় তিনি তাকে খুরাসান শাসন এবং পার্বত্য অঞ্চল আযারবায়জান, ও আর্মেনিয়ার শাসন ও বাবকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাঝে ইখতিয়ার বা ইচ্ছাধিকার প্রদান করেন। তখন তিনি খারেজীদের প্রবল হওয়ার আশঙ্কায় এবং খুরাসানের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের অধিক প্রয়োজন থাকায় খুরাসানের অবস্থানকেই গ্রহণ করেন। এ বছরই রশীদ পুত্র আবূ ইসহাক মিশর ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন এবং আবদুস সালাম ও ইব্ন জালীসের হাত থেকে এর কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেন এবং তাদের উভয়কে হত্যা করেন। এছাড়া এ বছর বিলাল আয্যাব্বাবী নামক জনৈক ব্যক্তি বিদ্রোহ করে। তখন খলীফা মামূন তাঁর পুত্র আব্বাসকে একদল আমীর-উমারাদের সাথে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তখন তারা বিলালকে হত্যা করে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। এ বছর মামূন, আলী ইব্ন হিশামকে আল-জাবাল, কুম, ইস্পাহান ও আযারবাইজানের প্রশাসক নিয়োগ করেন। এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন ইসহাক ইব্ন আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস এবং এ বছরই মৃত্যুবরণ করেন আহমদ ইব্ন খালিদ আল-মাওহিবী।

আহমদ ইব্ন ইউসুফ ইব্ন কাসিম ইব্ন সাবীহ

ইনি হলেন কাতিব আবূ জা'ফর, খলীফা মামূনের চিঠিপত্র বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। ইব্ন আসাকির তাঁর জীবন চরিত উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর রচিত নিম্নোক্ত কবিতা পঙ্‌ক্তিসমূহ উদ্ধৃত করেছেন ঃ

قَدْ يُرْزَقُ اَلْمَرْءُ مِنْ غَيْرِ حَيْلَةٍ صَدَرَتْ + وَيُصْرَفُ الرِّزْقُ عَنْ ذِى الْحِيْلَةِ الدَّاهِىْ

কোন কৌশল অবলম্বন ছাড়াই কখনও কখনও মানুষ জীবনোপকরণ প্রাপ্ত হয়, আবার কখনও কৌশলী ও চতুর ব্যক্তিও বঞ্চিত হয়।

مَا مَسَّنِىْ مِنْ غِنًى يَّوْمًا وَلاَ عَدَمٌ + اِلاَّ وَقَوْلِىْ عَلَيْهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

আমাকে কোন দিন কোন ধনাঢ্যতা কিংবা দরিদ্রতা স্পর্শ করেনি এমন অবস্থা ব্যতীত যখন আমার প্রতিক্রিয়া সে ব্যাপারে "আল-হামদুলিল্লাহ্"।

এ ছাড়া তার রচিত অন্যতম কবিতা পঙ্‌ক্তি হল ঃ

اِذَا قُلْتَ فِى شَىْءٍ نَعَمْ فَاَتِمَّهُ + فَاِنَّ نَعَمْ دَيْنٌ عَلَى الْحُرِّ وَاجِبُ

কোন ব্যাপারে যদি তুমি 'হ্যাঁ' বল তবে তা পূর্ণ কর। কেননা 'হ্যাঁ বলা স্বাধীন ব্যক্তির জন্য অবশ্য পরিশোধ্য ঋণ।

وَاِلاَّ فَقُلْ "لاَ" تَسْتَرِيْحِ بِهَا + لِئَلاَّ يَقُوْلَ النَّاسُ اِنَّكَ كَاذِبُ

অন্যথায় 'না' বল, তদ্বারা তুমি স্বস্তি লাভ করবে যাতে মানুষ তোমারে মিথ্যাচারী বলতে না পারে।

এছাড়া তার রয়েছে–

اِذَا الْمَرْءُ اَفْشِى سِرًّ بِلِسَانِهِ + فَلاَمَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ فَهُوَ اَحْمَقُ

কোন ব্যক্তি যদি নিজে তার গোপন কথা ফাঁস করে তারপর অন্যকে তার জন্য ভর্ৎসনা করে তাহলে সে অতি নির্বোধ।

اِذَا ضَاقَ صَدْرُ الْمَرْءِ عَنْ سِرٌ نَفْسِهِ + فَصَدْرُ الَّذِىٌ يَسْتَوْدِعُ السِّرَّ اَضْيَقُ

কোন ব্যক্তির অন্তর যদি তার নিজের গোপন কথা সংরক্ষণের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়, তাহলে সে যার কাছে গোপন কথা আমানত রেখেছে তার অন্তরতো আরো অধিক সংকীর্ণ।

এছাড়া এ বছর ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের শায়খ হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মারওয়াযী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাকাম আল-মিসরী এবং মুআবিয়া ইব্‌ন উমর মৃত্যুবরণ করেন।

আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আইয়ান ইব্‌ন লায়ছ ইব্‌ন রাফি' আল-মিসরী। ইনি হলেন ঐ সকল ব্যক্তির অন্যতম যাঁরা সরাসরি ইমাম মালিকের কাছে 'মুয়াত্তা' অধ্যয়ন করেছেন এবং তাঁর মাযহাবের ফিকাহ্ শাস্ত্র সম্পর্কে গভীর বুৎপত্তি অর্জন করেছেন। মিসরে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। সেখানে তিনি বিশাল ও বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন। ইমাম শাফিঈ (র) যখন মিসরে আগমন করেন তখন তিনি তাঁকে এক হাজার দীনার হাদিয়া প্রদান করেন এবং তাঁর সঙ্গীদের থেকে তাঁর জন্য আরও দু'হাজার দীনার সংগ্রহ করেন এবং তাঁর জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করেন। আর তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাকাম এর পিতা যিনি ইমাম শাফিঈ (র)-এর সাহচর্য লাভ করেন। এ বছর তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁকে ইমাম শাফিঈ (র)-এর কবরের পাশে দাফন করা হয়। আর তাঁর পুত্র আবদুর রহমান যখন মারা যায় তখন তাকে কিব্‌লার দিক থেকে তার পিতার পাশে দাফন করা হয়। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, সুতরাং এখানে মোট তিনটি কবর ইমাম শাফিঈ হলেন সিরিয়া প্রান্তে আর তাঁরা দু'জন হলেন তাঁর কিব্‌লার দিকে। আল্লাহ্ তাঁদেরকে রহম করুন।

২১৫ হিজরীর সূচনা

এ বছরের মুহাররম মাসের শেষাংশে খলীফা মামূন রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সৈন্য-সামন্তসহ বাগদাদ থেকে রোমক ভূখণ্ড অভিমুখে অগ্রসর হন। এসময় তিনি বাগদাদ ও তার

অধীনস্থ প্রশাসনিক অঞ্চলসমূহের জন্য ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুসআবকে তাঁর স্থলবর্তী নিয়োগ করেন। মামূন যখন তিকরীতে পৌঁছেন তখন সেখানে মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব মদীনা থেকে আগমন করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন মামূন তাঁকে তাঁর কন্যা উম্মুল ফযল বিন্‌ত মামূনের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান করেন। আর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী তাঁর পিতা আলী ইব্‌ন মূসার জীবদ্দশায় মামূন - কন্যার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তখন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী তাঁর স্ত্রীর সাথে একান্তে মিলিত হন এবং তাকে তার সাথে হিজাযে নিয়ে যান। এছাড়া তাঁর ভাই আবূ ইসহাক ইবনুর রশীদ, তিনি মাওসিলে পৌঁছার পূর্বে মিসর ভূখণ্ড থেকে আগমন করে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। এরপর বিপুল সংখ্যক ফৌজ নিয়ে খলীফা মামূন তারসূস অভিমুখে অগ্রসর হন এবং জুমাদাল উলা মাসে সেখানে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে একটি দুর্গ জয় করেন এবং তা ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর তিনি দামেশকে ফিরে আসেন এবং সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি কাসিয়ূগ পাহাড়ের পাদদেশে দায়রমারাত মহল্লা আবাদ করেন এবং বেশ কিছুদিন দামেশকে অবস্থান করেন। এ বছর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ইবনুল আব্বাস আল আব্বাসী লোকদের নিয়ে হজ্জ আদায় করেন।

এছাড়া এবছর আবূ যায়দ আল-আনসারী, মুহাম্মদ ইবনুল মুবারক আস-সূরী, কাবীসা ইব্‌ন উকবা, আলী ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন শাকীক এবং মাক্কী ইব্‌ন ইবরাহীম ইনতিকাল করেন।

আবূ যায়দ আল আনসারী

তিনি হলেন সাঈদ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন ছাবিত আল-বসরী, বিশিষ্ট ভাষাবিদ এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন ব্যক্তি। বলা হয়, তিনি লায়লাতুল কদর অর্থাৎ শবে কদর প্রত্যক্ষ করতেন। আবূ উছ্‌মান মাযিনী বলেন, আমি (এরপর) আসমাঈকে দেখলাম তিনি আবূ যায়দের কাছে আসলেন এবং তাঁর মাথা চুম্বন করে তাঁর সামনে বসে বললেন, পঞ্চাশ বছর যাবৎ আপনি আমাদের নেতা ও প্রধান। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, তাঁর বহু রচনা বিদ্যমান, তন্মধ্যে 'মানবসৃষ্টি', 'উটের বই' 'পানির বই' 'পারসিকগণ ও যুদ্ধাস্ত্রের বই' এবং অন্যান্য বই রয়েছে। তিনি এ বছর ইনতিকাল করেন, অবশ্য একথাও বলা হয় যে, এর পূর্ববর্তী বছর কিংবা পরবর্তী বছর। এসময় তাঁর বয়স ছিল সত্তরের অধিক। মতান্তরে একশর কাছাকাছি। আর আবূ সুলায়মান, তাঁর জীবন চরিত আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

২১৬ হিজরীর সূচনা

এ বছরই রোমসম্রাট মীখাইল পুত্র তুফায়ল একদল মুসলমানের সাথে বাড়াবাড়ি করে। তারসূস ভূখণ্ডে সে তাঁদের হত্যা করে। তাদের সংখ্যা ছিল ষোলশর মতো। এরপর সে নিজের নাম দ্বারা পত্রের সূচনা করে খলীফা মা'মূনের কাছে পত্র প্রেরণ করে। মা'মূন যখন তার পত্র পাঠ করেন তখন তিনি কোনরূপ যাত্রাবিরতি না করে তৎক্ষণাৎ রোমক ভূখণ্ডের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এসময় তাঁর ভাই সিরিয়া ও মিসরের শাসক আবূ ইসহাক ইব্‌ন রশীদ তাঁকে সাহচর্য প্রদান করেন। এ অভিযানে তিনি সন্ধির ভিত্তিতে এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে বহু শহর জয় করেন। আর তাঁর ভাই তিরিশটি দুর্গ জয় করেন। এছাড়া তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আকছামকে ঝটিকাবাহিনী দিয়ে

তুওয়ানা ভূখণ্ডে প্রেরণ করেন, তখন ইয়াহইয়া বহু শহর জয় করেন এবং বহুসংখ্যক শত্রুকে বন্দী করেন এবং একাধিক শত্রুদুর্গ জ্বালিয়ে দেন। এরপর তিনি সেনা চৌকিতে ফিরে আসেন। খলীফা মামূন জুমাদাল আখিরার মাঝামাঝিকাল থেকে শাবান মাসের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত রোমকভূখণ্ডে অবস্থান করেন। এরপর তিনি দামেশকে ফিরে আসেন। এদিকে আবদূস ফিহ্‌রী নামক জনৈক ব্যক্তি এ বছরের শাবান মাসে মিসর দেশ আক্রমণ করে বসে এবং আবূ ইসহাক ইব্‌ন রশীদের প্রশাসকদের বিরুদ্ধে প্রবল হয়ে উঠে এবং বহুলোক তাকে অনুসরণ করে। তখন খলীফা মা'মূন যিলহাজ্জ মাসের চৌদ্দ তারিখ বুধবার দামেশক থেকে মিসরীয় ভূখণ্ডের দিকে রওনা হন। এরপরের ঘটনা আমরা অচিরেই উল্লেখ করব।

এ বছরই খলীফা মা'মূন বাগদাদের প্রশাসক ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীমকে পত্রযোগে নির্দেশ প্রদান করেন লোকদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর তাকবীর বলার জন্য আদেশ করতে। এরপর সর্বপ্রথম এই প্রথার প্রচলন হয় রমযানের চৌদ্দ তারিখ শুক্রবার বাগদাদ এবং রুসাফার জামে' মসজিদে। এটা এভাবে করা হত যে, লোকজন যখন নামায শেষ করত তখন উঠে দাঁড়াত এবং তিনবার তিনটি তাকবীর বলত। এরপর তারা অবশিষ্ট নামাযসমূহেও এ ধারা অব্যাহত রাখে। এটিও খলীফা মা'মূনের মস্তিষ্কপ্রসূত 'বিদআত' যা তিনি উদ্ভাবন করেন কোন দলীল-প্রমাণ কিংবা নির্ভরযোগ্য ভিত্তি ব্যতীত। কেননা তাঁর পূর্বে কেউ এটা করেনি। তবে সহীহ্ বুখারীতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময়ে উচ্চস্বরে যিকিরের প্রচলন ছিল যাতে করে লোকদের ফরয নামায থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় জানা যেত। এছাড়া একদল আলিম এটাকে মুস্‌তাহাব বলেছেন যেমন ইব্‌ন হায্‌ম প্রমুখ। ইব্‌ন বাত্‌তাল বলেন, 'মাযহাব চতুষ্টয়' এটাকে মুসতাহাব গণ্য করে না। ইমাম নববী বলেন, ইমাম শাফিঈ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, এটা ছিল মূলত লোকদের একথা জানার জন্য যে, নামাযের পর যিকির অনুমোদিত -শরীয়ত সম্মত। এরপর যখন তা জানা হয়ে গেল তখন আর উচ্চৈ:স্বরে যিকিরের কোন অর্থ থাকল না। আর এটা হল যেমন ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি জানাযার নামে উচ্চস্বরে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন যেন মানুষ জানতে পারে যে, তা সুন্নাত। এছাড়াও এর একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। আর আল্লাহ্ই সর্বাধিক জানেন।

আর এই বিদআত যার নির্দেশ খলীফা মা'মূন প্রদান করেছিলেন নিঃসন্দেহে নবউদ্ভাবিত কুপ্রথা সালফে সালেহীনের কেউই এর উপর আমল করেননি। আর এ বছর প্রচণ্ড শীত পড়ে এবং বিগত বছর যিনি হজ্জ পরিচালনা করেছিলেন এ বছরও তিনিই হজ্জ পরিচালনা করেন, মতান্তরে অন্যজন, আর আল্লাহ্ সম্যক অবগত। এছাড়া এ বছর হিব্বান ইব্‌ন হিলাল ; ভাষা, ব্যাকরণ, কবিতা ও অন্যান্য শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ আবদুল মালিক ইব্‌ন কুরায়ব আল-আসমাঈ, মুহাম্মদ ইব্‌ন বাক্কার ইব্‌ন হিলাল এবং হাওয়া ইব্‌ন খলীফা ইনতিকাল করেন।

হারূনুর রশীদের স্ত্রী ও পিতৃব্যকন্যা যুবায়দা

ইনি হলেন জা'ফর তনয়া উম্মুল আযীয আল-আব্বাসিয়া আল-হাশিমিয়া আল-কুরাশিয়্যা। তাঁর উপাধি হল যুবায়দা আর তিনি জা'ফর ইব্‌ন মানসূরের কন্যা। তিনি ছিলেন খলীফা হারূনুর রশীদের প্রিয়তম মানুষ এবং অসামান্য রূপ ও পবিত্র সৌন্দর্যের অধিকারিণী। তাঁর সাথে খলীফা

হারূনুর রশীদের বহুসংখ্যক বাঁদী ও একাধিক স্ত্রী ছিল যেমন আমরা তাঁর জীবন চরিতে উল্লেখ করেছি। আর তাঁর যুবায়দা উপাধি লাভের কারণ, তাঁর পিতামহ আবূ জা'ফর মানসূর শৈশবে তাঁকে আদর করে নাচাতেন এবং তাঁর শুভ্রতার কারণে বলতেন তুমি হলে 'যুবায়দা'[১]। তখন থেকে এই উপাধিতেই তাঁর পরিচয়। তাঁর আসল নাম উম্মুল আযীয। রূপ সৌন্দর্যে, ধন-সম্পদে, ধার্মিকতায়, দান-সাদাকায় এবং সদাচারে তিনি ছিলেন অনন্যা।

খতীব বর্ণনা করেছেন, (একবার) তিনি হজ্জ করেন। তখন (হজ্জ সফরের) ষাট দিনে তাঁর ব্যয় হয় পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ দিরহাম। তিনি যখন (তাঁর সৎপুত্র) মা'মূনকে খিলাফত লাভের অভিনন্দন জানান তখন বলেন, তোমাকে দেখার পূর্বে তোমার পক্ষ থেকে আমি নিজেকে অভিনন্দিত করেছি। আর আমি যদি (ইতিপূর্বে) আমার এক খলীফা পুত্রকে হারিয়ে থাকি তাহলে (আজ আমি) তার পরিবর্তে আরেকজন খলীফা পুত্র লাভ করেছি যাকে আমি জন্ম দেইনি।[২] আর তোমার ন্যায় পুত্রকে যে বিনিময়ে লাভ করে তার কোন ক্ষতি নেই। আর এমন মা সন্তানহারা হতে পারে না যার হাত তোমার উপঢৌকনে পূর্ণ। আল্লাহ্ আমার থেকে যাকে সরিয়ে নিয়েছেন তার জন্য আমি তাঁর কাছে বিনিময় প্রার্থনা করছি আর তিনি তার পরিবর্তে যাকে দিয়েছেন তার দীর্ঘায়ু কামনা করছি। দুইশ ষোল হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে তিনি বাগদাদে ইনতিকাল করেন।

খতীব বলেন, তিনি হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ আল-খাল্লাল সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-ওয়াসিতী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (ওয়াসিতী) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক বলেন, আমি যুবায়দাকে স্বপ্নে দেখে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ্ তোমার সাথে কেমন আচরণ করেছেন ? তিনি বললেন, মক্কার পথে[৩] প্রথম যে কোদাল দ্বারা আঘাত করা হয়েছে তাতেই তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন আমি (তাঁর বিবর্ণ চেহারা দেখে) তাঁকে প্রশ্ন করলাম, তাহলে এই বিবর্ণতা কিসের ? তিনি বললেন, বিশর আল-মুরায়সী নামক এক ব্যক্তিকে আমাদের মাঝে দাফন করা হয় তখন জাহান্নাম তাকে গ্রাস করার জন্য সশব্দে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। এতে আতঙ্কে আমি কম্পিত হই এবং এই বিবর্ণতা আমাকে ছেয়ে ফেলে।

ইব্ন খাল্লিকান উল্লেখ করেছেন, তাঁর এমন একশ বাঁদী ছিল তাদের প্রত্যেকে সম্পূর্ণ কুরআনের হাফিযা ছিল। আর এরা ছাড়া যারা কুরআন পড়েনি কিংবা যারা আংশিক পড়েছে তারা তো ছিলই। তাঁর প্রাসাদে এদের তিলাওয়াতের কারণে সবসময় মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় গুঞ্জন শোনা যেত। এদের প্রত্যেকের দৈনিক তিলাওয়াত ছিল কুরআনের দশভাগের একভাগ অর্থাৎ তিন পারা পরিমাণ। বর্ণিত আছে, কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে তাঁর দান-সাদাকা এবং হজ্জের পথ তিনি যা করেছিলেন (অর্থাৎ নহর খনন) সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন, এসব কিছুর

---

[১] 'যুবায়দা' শব্দটি আরবী 'যুব্দ' শব্দের ক্ষুদ্রতা জ্ঞাপক রূপ আর যুব্দ অর্থ হল দুধের মাখন যা শুভ্রতার প্রতীক।

[২] তাঁর নিজ গর্ভজাত পুত্র আমীনকে তার সৎপুত্র অর্থাৎ আমীনের সৎভাই মামূন বিদ্রোহের কারণে হত্যা করে পূর্ণ খলীফারূপে অভিষিক্ত হয়। তখন তিনি তাঁর অভিনন্দন পত্রে এরূপ দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দেন।

[৩] হাজীদের পানি পানের সুব্যবস্থা করার জন্য যুবায়দা মক্কার পথে তাঁর নিজ খরচে একটি নহর খনন করান। যা নহরে যুবায়দা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

সাওয়াব তার উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে চলে গিয়েছে, আর আমার উপকার করেছে ঐ নামায যা আমি শেষ রাতে পড়তাম। এছাড়া এ বছর একাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও বিষয় সংঘটিত হয় যার বিবরণ বেশ দীর্ঘ।

২১৭ হিজরীর সূচনা

এ বছরের মুহাররাম মাসে খলীফা মামূন মিসরে প্রবেশ করেন এবং আবদুস ফিহ্‌রীকে আয়ত্তে এনে তাকে পাকড়াও করেন। এরপর তার নির্দেশে আবদুসের গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয়। তারপর তিনি (বিজয়ী বেশে) সিরিয়ায় ফিরে আসেন। এ বছরই মা'মূন রোমক ভূখণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন এবং একশ দিন লু'লু'আ শহর অবরোধ করে রাখেন। এরপর তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করেন এবং তার অবরোধের ব্যাপারে আজীফকে তাঁর স্থলবর্তী করেন। এসময় রোমকরা তাঁর সাথে প্রতারণা করে তাঁকে বন্দী করে ফেললে তিনি আট দিন তাদের হাতে বন্দী থাকেন এরপর কৌশলে তাদের হাত থেকে পালিয়ে আসেন এবং তাদের বিরুদ্ধে অবরোধ অব্যাহত রাখেন। এসময় স্বয়ং রোম সম্রাট আগমন করেন এবং তাঁর ফৌজ নিয়ে আজীফকে পশ্চাৎদিক থেকে ঘিরে ফেলেন। এ সংবাদ যখন খলীফা মামূনের কাছে পৌছে তখন তিনি তাঁর দিকে অগ্রসর হন। এরপর রোম সম্রাট তুফায়ল যখন খলীফা মামূনের আগমনের আভাস পান তখন তিনি নিজে পলায়ন করে তার মন্ত্রী সানগালকে পাঠান। সে তখন পত্র যোগে মামূনের কাছে নিরাপত্তা ও সন্ধি প্রার্থনা করে, কিন্তু পত্রের সূচনায় খলীফা মামূনের নামের পরিবর্তে নিজের নাম ব্যবহার করে। তখন মা'মূন তার এই পত্রের জবাবে একটি অলঙ্কারপূর্ণ পত্র রচনা করেন যার বিষয়বস্তু হল শাণিত তিরস্কার ও ভর্ৎসনা- "আর আমি শুধু তোমার কাছ থেকে এটা গ্রহণ করতে পারি যে তুমি দীন ইসলামে প্রবেশ করবে। অন্যথায় তরবারি ও হত্যাযজ্ঞের মুখোমুখি হতে হবে তোমাকে। আর শান্তি বর্ষিত হোক হিদায়াতের অনুসারীদের উপর"। এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আলী। এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলে হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল, শুরায়হ ইব্‌ন নু'মান ও মূসা ইব্‌ন দাউদ আয্‌যাব্বী। আল্লাহ্ পবিত্র, তিনি সম্যক জ্ঞাত।

২১৮ হিজরীর সূচনা

জুমাদাল উলা মাসের প্রথম দিকে খলীফা মা'মূন তার পুত্র আব্বাসকে 'তুওয়ানা' পুনঃ নির্মাণের ও তার ভবন সংস্কারের জন্য প্রেরণ করেন। এ সময় তিনি সকল অঞ্চলে ফরমান প্রেরণ করেন যেন সকল দেশ অর্থাৎ মিসর, সিরিয়া ও ইরাক থেকে সেখানে কর্মী প্রেরণ করা হয়। ফলে সেখানে বহু মানুষের সমাবেশ ঘটে। তিনি নির্দেশ প্রদান করেন যেন শহরটি দৈর্ঘ্যে এক মাইল এবং প্রস্থে এক মাইল হয় এবং তার বেষ্টনী প্রাচীর হয় তিন ফারসাখ[৪] এবং তাতে তিনটি প্রবেশদ্বার থাকে।

সংকট ও বিভ্রান্তির সূচনা

এ বছরই খলীফা মা'মূন বাগদাদে তাঁর নিযুক্ত গভর্ণর ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুসআবকে লিখিত নির্দেশ প্রেরণ করেন (সেখানকার) কাযী (বিচারক) ও মুহাদ্দিসদের "কুরআন

---

১. এক ফারসাখ হল তিন মাইলের সমান।

সৃষ্ট' এই মত প্রকাশের জন্য যাচাই ও পরীক্ষা করতে এবং তাঁদের একটি দলকে তাঁর কাছে প্রেরণ করতে। তিনি তাঁকে একটি দীর্ঘ এবং আরও কয়েকটি পত্রের মাধ্যমে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। ইব্ন জারীর এই পত্রগুলোর সবকটির উল্লেখ করেছেন। যার সারকথা হল, এ বিষয় প্রমাণিত করা যে কুরআন হল مُحْدَثٌ (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার ন্যায় قديم যা অনাদি নয় ; এর সৃষ্টির সূচনা রয়েছে) আর প্রত্যেক مُحْدَثٌ হল মাখলূক বা সৃষ্ট। আর এটা এমন যুক্তি যে ব্যাপারে বহু মুতাকাল্লিমই তাঁর সাথে একমত নন, মুহাদ্দিসগণতো দূরের কথা। কেননা যাঁরা একথা বলেন যে ইচ্ছা নির্ভর ক্রিয়াসমূহ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাকে আশ্রয় করে অস্তিত্ব লাভ করে তাঁরা একথা বলেন না যে, আল্লাহ্ তা'আলার ঐ ক্রিয়া যা তাঁর পবিত্র সত্তাকে আশ্রয় করে অস্তিত্ব লাভ করে তা মাখলূক বা সৃষ্ট, বরং তা মাখলূক নয়। বরং তাঁরা বলেন, কুরআন 'মুহদাছ' -মাখলূক নয়। বরং তা আল্লাহ্র কালাম যা তাঁর পবিত্র সত্তাকে আশ্রয় করে অস্তিত্ব লাভকারী। আর যা আল্লাহ্র সত্তাকে আশ্রয় করে অস্তিত্ব লাভ করে তা 'মাখলূক' নয়। আর আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং বলেছেন, ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ ..... مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের কোন নতুন উপদেশ আসে.....[১]

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ -

আর আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর তোমাদের আকৃতি দান করেছি এবং তারপর ফিরিশতাদেরকে আদমকে সিজদা করতে বলেছি–[২]

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা থেকে সিজদার নির্দেশ প্রকাশ পেয়েছে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাকে আশ্রয় করে অস্তিত্ব লাভকারী কালাম মাখলূক নয়। আর এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনার ক্ষেত্র ভিন্ন। ইমাম বুখারী এই বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যার নাম দিয়েছেন 'বান্দাদের ক্রিয়াসমূহের সৃষ্টি'।

এদিকে খলীফা মামূনের ফরমান যখন বাগদাদে পৌঁছে তখন তা লোকদেরকে পাঠ করে শোনান হয়। ইতিপূর্বে মা'মূন তাঁর কাছে উপস্থিত করার জন্য একদল মুহাদ্দিসকে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন- ওয়াকিদীর শ্রুতিলিপিকার মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ, আবূ মুসলিম আল-মুসতামলী, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন,[৩] ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন, আবূ খায়ছামা, যুহায়র ইব্ন হারব, ইসমাঈল ইব্ন আবূ মাসউদ এবং আহমদ ইব্ন দাওরাকী। এরপর ইসহাক তাঁদেরকে রাক্কায় অবস্থানরত মা'মূনের কাছে পাঠান। তখন তিনি তাঁদেরকে 'কুরআন সৃষ্টি' এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন। তাঁরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। এরপর তিনি তাঁদেরকে বাগদাদে ফেরত পাঠান এবং তাঁদের বিষয়টি ফকীহদের মাঝে রাষ্ট্র করার জন্য ইসহাককে নির্দেশ প্রদান করেন। তখন ইসহাক তাই করেন। এরপর তিনি একদল

---

[১] সূরা আম্বিয়া ঃ ২

[২] সূরা 'আরাফ ঃ ১১

[৩] গ্রন্থকার দুইশ ছয় (২০৬) হিজরীর আলোচনায় ইয়াযীদ ইব্ন হারূনের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর এখানে পুনরায় তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সেখানে কিংবা এখানে ভুল করেছেন।

মুহাদ্দিস, ফকীহ্, মসজিদের ইমাম ও অন্যদের হাযির করেন এবং খলীল মা'মূনের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সে দিকে আহ্বান করেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর মতের সাথে ঐসকল মুহাদ্দিসের ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করেন। তখন এঁরা পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসদের সাথে একমত হওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁদের জবাবের ন্যায় জবাব দেন। এভাবে লোকদের মাঝে বিরাট ফিত্নার মহাবিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন।

এরপর খলীফা মামূন ইসহাকের কাছে দ্বিতীয় একটি পত্র প্রেরণ করেন যা দ্বারা তিনি খালকে কুরআনের স্বপক্ষে এমন কতক সংশয় নির্ভর প্রমাণ তুলে ধরেন যা ভিত্তিহীন ও অনর্থক। বরং সেই প্রমাণগুলো হল মুতাশাবিহ বা দ্ব্যর্থবোধক। এছাড়া তিনি কুরআনের এমন কতক আয়াত উল্লেখ করেন যা তাঁর বিপক্ষে প্রমাণ। ইব্ন জারীর তাঁর সবগুলো উল্লেখ করেছেন। এসময় মামূন তাঁর নায়িবকে লোকদেরকে তা পড়ে শোনাতে এবং তার দিকে এবং 'খালকে কুরআনে'র মতবাদের দিকে আহ্বান করতে নির্দেশ দেন।

এমতাবস্থায় আবূ ইসহাক একদল ইমাম উপস্থিত করেন। যাঁরা হলেন, আহমদ ইব্ন হাম্বল, কুতায়বা, আবূ হায়্যান আয্যিয়াদী, বিশর ইব্ন ওয়ালীদ আল-কিনদী, আলী ইব্ন আবূ মুকাতিল, সা'দাওয়ায়াই আল-ওয়াসিতী, আলী ইবনুল জা'দ, ইসহাক ইব্ন আবূ ইসরাঈল, ইবনুল হারিশ, ইব্ন উলায়্যা আল-আক্বার, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল হামীদ আল-উমুরী, হযরত উমরের অধস্তন জনৈক শায়খ যিনি রাক্কার কাযী ছিলেন, আবূ নাসর আত্তাম্মার, আবূ মা'মার আল কুতায়ঈ, মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মূন, মুহাম্মদ ইব্ন নূহ জুদীসাপুরী, ইবনুল ফারখান, নযর ইব্ন শুমায়ল, আবূ আলী ইব্ন আসিম, আবুল আওয়াম আল-বারিদ, আবূ শুজা', আবদুর রহমান ইব্ন ইসহাক এবং এঁদের সাথের একটি দল। এঁরা যখন আবূ ইসহাকের নিকট প্রবেশ করেন তখন তিনি তাদেরকে খলীফা মামূনের ফরমান সম্বলিত পত্র পাঠ করে শোনান। এরপর তাঁরা যখন বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন তখন ইসহাক বিশর ইব্ন ওয়ালীদকে প্রশ্ন করেন, আপনি কুরআনের ব্যাপারে কী বলেন ? তিনি উত্তর দেন– তা হল আল্লাহ্‌র কালাম। তখন ইসহাক বলেন, আমি আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি না। আমি জানতে চাচ্ছি তা কি মাখলূক (সৃষ্ট) ? তখন বিশর বলেন, তা খালিক (স্রষ্টা) নয়। তিনি ইসহাক বলেন, এ সম্পর্কেও আমার জিজ্ঞাসা নয়। তখন বিশ্‌র বলেন, এছাড়া অন্য বিষয় কত উত্তম। এরপর তিনি এ মতবাদে অবিচল থাকেন। তখন ইসহাক প্রশ্ন করেন, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি এক ও একক সত্তা, তাঁর পূর্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না এবং তাঁর পরেও কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না। তাঁর কোন সৃষ্টি কোন দিক থেকে এবং কোন ভাবেই তাঁর সদৃশ হতে পারে না ? তিনি বললেন, হ্যাঁ ! তখন ইসহাক তাঁর কেরানীকে বললেন, তাঁর বক্তব্য লিখে নাও। তখন সে তা লিখে নেয়। এরপর তিনি তাঁদের এক এক জনকে পরীক্ষা করেন, আর তাদের অধিকাংশই কুরআনের মাখলূক হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন। আর যখন তাঁদের কেউ বিরত থাকছিলেন তখন তিনি তাঁকে ঐ পত্র দিয়ে পরীক্ষা করছিলেন যার ব্যাপারে বিশর ইব্ন ওয়ালীদ মত প্রকাশ করেছিলেন, যে তাঁর কোন সৃষ্টিই কোন অর্থে এবং কোন ভাবেই তাঁর সদৃশ নয়। তখন ঐ ব্যক্তি বলতেন যেমন বিশর বলেছেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে আহমদ ইব্ন হাম্বলের পরীক্ষার পালা আসল। তখন ইসহাক তাঁকে বললেন, আপনি কি বলেন যে, কুরআন মাখলূক বা

সৃষ্ট ? তখন তিনি বললেন, –কুরআন আল্লাহ্র কালাম, আমি এর বেশী কিছু বলব না। তখন তিনি বললেন, এই পত্রের ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী ? তিনি বললেন, আমার চূড়ান্ত কথা হল– لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ কোন কিছুই তাঁর মত নয়, আর তিনি হলেন সর্ব শ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[১]

তখন জনৈক মু'তাযিলী বলে উঠল, নিশ্চয় সে বলছে যে তিনি কর্ণ দ্বারা শ্রোতা এবং চক্ষু দ্বারা দ্রষ্টা। তখন ইসহাক তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনি سَمِيْعُ الْبَصِيْرُ দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছেন ? তখন ইমাম আহমদ (র) বললেন, আল্লাহ্ তা দ্বারা যা বোঝাতে চেয়েছেন আমিও তা দ্বারা তাই বোঝাতে চেয়েছি, আর তিনি তেমন যেমন তিনি নিজেকে বর্ণনা করেছেন। এর বেশী কিছু আমি বলব না। তখন প্রত্যেকের জবাব পৃথক পৃথক করে লিখিয়ে ইসহাক তা মামূনের কাছে প্রেরণ করেন। উল্লেখ্য যে, এসময় উপস্থিতদের অনেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মৌখিকভাবে 'খালকে কুরআনের' পক্ষে মত দিয়েছিলেন। কেননা তারা (শাসকবর্গ) যিনি তাদের এই মতবাদে সাড়া দিতেন না। তাঁকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করত, বায়তুল মালে তাঁর ভাতা -রেশন থাকলে তা বন্ধ করে দিত, তিনি মুফতী হলে তাঁর উপর ফাতওয়া প্রদানের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করত, হাদীসের শায়খ হলে তাঁকে হাদীস বর্ণনা ও শ্রবণ থেকে বাধা দিত। এভাবে একটি ফিতনা, জঘন্য বিপর্যয় এং ঘৃণ্য বিপদ সংঘটিত হয়। সুতরাং বলতে হচ্ছে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত কারও কোন শক্তি কিংবা সামর্থ্য নেই।

এরপর যখন সকলের জবাব মা'মূনের কাছে পৌছে তখন তিনি সে ব্যাপারে তাঁর নায়িবের প্রশংসা করে দূত পাঠান এবং প্রেরিত একটি পত্রে প্রত্যেকের বক্তব্যের উত্তর লিখে পাঠান। এসময় তিনি তাদেরকে পুনরায় পরীক্ষার সম্মুখীন করতে নির্দেশ দেন, তিনি লিখে পাঠান তাদের মধ্যে যে আমাদের আহ্বানে সাড়া দেয়, তার বিষয়টি লোকদের মাঝে প্রকাশ করে দাও, আর যে বিরত থাকে তাকে বেড়ি পড়িয়ে প্রহরাধীন অবস্থায় আমীরুল মু'মিনীনের ফৌজে পাঠিয়ে দাও। তার ব্যাপারে তিনি নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন আর তাঁর মত হল- যে ব্যক্তি এই মতবাদকে গ্রহণ করবে না তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া। এ সময় নায়িব ইসহাক বাগদাদে আরেকটি মজলিস আহ্বান করেন এবং তাঁদেরকে সমবেত করেন, তাঁদের মাঝে (এবার) ইবরাহীম ইবনুল মাহদীও ছিলেন, যিনি ছিলেন বিশর ইব্ন ওয়ালীদ কিনদীর শিষ্য। আর তৎক্ষণিক সাড়া না দিলে মা'মূন এদেরকে হত্যা করার কথা স্পষ্ট উল্লেখ করেছিলেন।

এরপর ইসহাক যখন তাঁদেরকে পুনরায় পরীক্ষা করেন তাঁরা সকলে নিরুপায় হয়ে এতে সাড়া দেন। এ ব্যাপারে তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত কথাকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করেন إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ -তবে তার জন্য নয় যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত।[২] তবে চার ব্যক্তি এতে সাড়া দেননি, তাঁরা হলেন আহমদ ইব্ন হাম্বল, মুহাম্মদ ইব্ন নূহ, হাসান ইব্ন হাম্মাদ আজ্জাদুহ এবং উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর আল-কাওয়ারীরী। তখন ইসহাক তাদেরকে শৃঙ্খলাব্দ করে মা'মূনের কাছে প্রেরণের জন্য বন্দী

---

১. সূরা শূরা ঃ ১১

২. সূরা নাহল ঃ ১০৬

করে রাখেন। এরপর তিনি দ্বিতীয় দিন পুনরায় তাঁদেরকে ডেকে পাঠান এবং পরীক্ষামূলক জিজ্ঞাসাবাদ করেন তখন সাজ্জাদুহ তাঁর মত পরিবর্তন করে তাঁর আহ্বানে সাড়া দেন। তখন তাঁকে মুক্ত করে দেয়া হয়। এরপর ইসহাক তৃতীয় দিন আবার তাঁদেরকে পরীক্ষামূলক জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তখন কাওয়ারীরী তাঁর আহ্বানে সাড়া দেন এবং তিনি তাঁকে মুক্ত করে দেন। আর এসময় তিনি আহমদ ইব্‌ন হাম্বল এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন নূহ বিলম্বিত করেন। কেননা, তাঁরা দু'জন তাঁদের বক্তব্য প্রত্যাহার না করার ব্যাপারে অনঢ় ছিলেন। তখন ইসহাক তাদের দু'জনের বেড়িকে আরও শক্ত করে অভিন্ন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে তারসূসে অবস্থানরত খলীফার কাছে প্রেরণ করেন এবং তাঁদের দু'জনকে প্রেরণের ব্যাপারে তাঁর কাছে একটি পত্র লিখে পাঠান। তখন তাঁরা দু'জন বেড়ি পরিহিত অবস্থায় একটি উটের দু'পাশে আরোহণ করে রওয়ানা হন। এসময় ইমাম আহমদ দু'আ করতে থাকেন যেন আল্লাহ্ তাঁদের দু'জনকে মা'মূনের মুখোমুখি না করেন এবং তাঁরা যেন তাঁকে না দেখেন এবং তিনিও যেন তাঁদের দুজনকে না দেখেন। এরপর এই মর্মে মা'মূনের পত্র তাঁর নায়িবের কাছে পৌঁছে যে, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, লোকেরা নিরুপায় হয়ে এবং নিম্নোক্ত আয়াতকে আশ্রয় করে আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে- إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ -কিন্তু তারা তো এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিরাট ভ্রান্তির শিকার হয়েছে। তুমি তাদের সকলকে আমীরুল মু'মিনীনের কাছে প্রেরণ কর। তখন ইসহাক তাঁদের সকলকে ডেকে পাঠান এবং তাঁদেরকে তারসূস যাত্রায় বাধ্য করেন। তখন তাঁরা সে অভিমুখে রওনা হন। পথিমধ্যে তাঁদের কাছে মা'মূনের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে। তখন তাঁদেরকে রাক্কায় ফিরিয়ে আনা হয়। এরপর তাঁদেরকে বাগদাদ প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করা হয়। এদিকে আহমদ ইব্‌ন হাম্বাল এবং ইব্‌ন নূহ এঁদের পূর্বে রওনা হন কিন্তু তাঁরাও তাঁর সাথে মিলিত হননি। বরং তাঁরা দু'জন তাঁর কাছে পৌছার পূর্বেই আল্লাহ্ তাঁকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন। আল্লাহ্ তাঁর বান্দা ও প্রিয়পাত্র আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের দু'আ কবুল করেন, ফলে তাঁরা দু'জন মা'মূনকে দেখেননি এবং মা'মূন ও তাঁদেরকে দেখেননি। বরং তাঁরা বাগদাদে প্রত্যাবর্তিত হন। আরা তাঁরা যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন তারা পূর্ণ বিবরণ আর-রশীদ তনয় খলীফা মু'তাসিমের খিলাফতকালের সূচনা পর্বে আসন্ন। আর অবশিষ্ট আলোচনা পূর্ণ করা হবে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ওফাতের আলোচনায় দুইশ একচল্লিশ হিজরীতে। আর সাহায্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এসে থাকে।

আবদুল্লাহ্ আল-মা'মূন

তিনি হলেন আবদুল্লাহ্ আল-মা'মূন ইব্‌ন হারূনুর রশীদ আল-আব্বাসী আল-কুরাশী আল-হাশিমী, আমীরুল মু'মিনীন আবূ জা'ফর। তাঁর মা উম্মু ওয়ালাদ[১] তাঁর নাম মুরাজিল আল-বায্‌গীসিয়্যা। তাঁর জন্ম একশ সত্তর হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসের ঐ রাতে যে রাতে তাঁর পিতৃব্য (খলীফা) আল-হাদী ইনতিকাল করেন এবং তাঁর পিতা হারূনুর রশীদ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে এটা ছিল শুক্রবারের রাত। ইব্‌ন আসাকির বলেন, মা'মূন হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁর পিতা থেকে এবং হাশিম ইব্‌ন বিশর অন্ধ আবূ মুআবিয়া, ইউসুফ ইব্‌ন

---

[১] অর্থাৎ মূলত বাঁদী পরবর্তীতে তার ঔরসজাত সন্তানের জন্ম দেওয়ায় স্ত্রীর মর্যাদা প্রাপ্ত।

কাহতাবা, আব্বাদ ইবনুল আওআম, ইসমাঈল ইব্ন উলায়্যা ও হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মদ থেকে। আর তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন আবূ হুযায়ফা ইসহাক ইব্ন বিশর-যিনি তাঁর চেয়ে বয়স্ক, কাযী ইয়াহ্ইয়া আল-আকছাম, তাঁর পুত্র ফযল ইব্ন মা'মূন, মা'মার ইব্ন শাবীব, কাযী আবূ ইউসুফ, জা'ফর ইব্ন আবূ উছমান আত্তয়ালিসী, আহমদ ইবনুল হারিছ আশ্শাবী অথবা আল-ইয়াযীদী, আমর ইব্ন মাসআদা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির ইব্ন হুসায়ন, মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম আস্সুলামী এবং দি'বল ইব্ন আলী আস-খুযাঈ। ইব্ন আসাকির বলেন, খলীফা মা'মূন একাধিকবার দামেশকে আগমন করেন এবং বেশ কিছুকাল সেখানে অবস্থান করেন।

এরপর ইব্ন আসাকির আবুল কাসিম বাগাবীর সূত্রে রিওয়ায়াত করেন আহমদ ইব্ন ইবরাহীম আল-মাওসিলীর বরাতে। তিনি বলেন, শামাসিয়াতে আমি খলীফা মা'মূনকে বলতে শুনেছি, যখন তিনি সেখানে ঘোড় দৌড়ের ব্যবস্থা করার পর সমবেত মানুষের আধিক্যে উৎফুল্ল হয়ে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আকছামকে বলেন, আপনি কি মানুষের ভিড়ের প্রতি লক্ষ্য করেছেন ? তখন ইয়াহ্ইয়া তাঁকে বলেন, আমাদেরকে ইউসুফ ইব্ন আতিয়্যা বর্ণনা করেছেন ছাবিত থেকে, তিনি আনাস থেকে যে নবী (সা) ইরশাদ করেছেন-

اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّهُمْ اِلَيْهِ اَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِـــهِ ـ

সকল সৃষ্টি আল্লাহ্র আশ্রয়ী, তাই তাঁর কাছে সে সবচেয়ে প্রিয় যে তাঁর আশ্রয়ীদের সবচেয়ে অধিক উপকারী। এছাড়া আবূ বকর আল-মুনায়িহীর অন্যতম হাদীস যা তিনি হুসায়ন ইব্ন আহমদ আল-মালিকী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, আর তিনি তা বর্ণনা করেছেন কাযী ইয়াহইয়া ইব্ন আকছাম থেকে, তিনি মা'মূন থেকে, তিনি হুশায়ম থেকে, তিনি মানসূর থেকে, তিনি আবূ বাক্রা থেকে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন- اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ 'লজ্জা হল ঈমানের অংগ'। জা'ফর ইব্ন আবূ উছমান আত্তয়ালিসীর অন্যতম বর্ণনা যে তিনি আরাফার দিন রুসাফাতে মা'মূনের পিছনে আসরের নামায পড়েন। তিনি যখন নামায শেষে সালাম ফেরান তখন লোকেরা তাকবীর পড়তে শুরু করে তখন তিনি (মামূন) বলতে থাকেন, না ! হে শোরগোলকারীরা ! না ! হে শোরগোলকারীরা ! তাকবীর আগামীকাল ; সেটাই হল আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। পরদিন তিনি মিম্বরে আরোহণ করে তাকবীর বলেন, এরপর বলেন, হুশায়ম ইব্ন বাশীর বর্ণনা করেছেন ইব্ন শুবরামা থেকে, তিনি শা'বী থেকে, তিনি বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে, তিনি আবূ বুরদা ইব্ন দীনার থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন-

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّىَ فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِاَهْلِهٖ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ اَنْ يُّصَلِّىَ الْغَدَاةَ فَقَدْ اَصَابَ السُّنَّـــةَ ـ

যে ব্যক্তি (ফজরের) নামায পড়ার পূর্বে পশু যবাহ্ করল তাহলে সে তা করল তার পরিবার-পরিজনকে গোশত খাওয়ানোর জন্য আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর যবাহ্ করল সে সঠিকভাবে সুন্নাত পালন করল। এরপর খলীফা মা'মূন পড়েন-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً ـ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْنِىْ وَاسْتَصْلِحْنِىْ وَاَصْلِحْ عَلٰى يَدَىَّ ـ

আল্লাহ্ অতিমহান, সকল প্রশংসা তাঁর, প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আমি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ্ ! আপনি আমাকে সংশোধন করুন এবং আমার সংশোধনের ব্যবস্থা করুন এবং আমার হাতে অন্যদের সংশোধন নির্ধারণ করুন।

একশ আটানব্বই হিজরীর মুহাররম মাসের পঁচিশ তারিখে মা'মূন তাঁর সৎভাই (আমীন)-কে হত্যার পর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর তিনি বিশ বছর পাঁচ মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আংশিক শীআ ও মু'তাযিলী ছিলেন এবং বিশুদ্ধ সুন্নাহ্ সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা ছিল। দুইশ এগার হিজরীতে তিনি তাঁর পরবর্তী (ভাবী) খলীফা রূপে আলী আর রেযা ইব্ন মূসা আল-কাযিম ইব্ন জা'ফর আস-সাদিক ইব্ন মুহাম্মদ আল-বাকির ইব্ন আলী ইব্ন যায়নুল আবেদীন ইব্ন হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিবের অনুকূলে বায়আত গ্রহণ করেন এবং কালো পরিধেয়ের পরিবর্তে সবুজ পরিধেয় পরিধান করেন। এ বিষয় পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তখন বাগদাদে অবস্থানরত এবং অন্য আব্বাসীয়রা তাঁকে গুরুতর ব্যাপাররূপে গণ্য করে এবং খলীফা মা'মূনের আনুগত্যের বায়আত প্রত্যাহার করে ইবরাহীম ইবনুল মাহদীকে তাদের কর্তৃত্ব অর্পণ করে। এরপর মা'মূন তাদেরকে বন্দী করেন এবং খিলাফতের কর্তৃত্ব তাঁর অনুকূলে সুসংহত হয়। তিনি মুতাযিলী মতবাদের অনুসারী ছিরেন। কেননা তিনি এমন একটি দলের সংগে মিলিত হন যাদের অন্যতম সদস্য ছিলেন বিশ্র ইব্ন সিয়াদ আল-মুরায়সী। তখন তারা তাঁকে (নিজেদের চুতরতা দ্বারা) প্রতারিত করতে সক্ষম হয় এবং তিনি তাদের থেকে এই ভ্রান্ত মতবাদ গ্রহণ করেন। খলীফা মা'মূন ইল্‌ম বা জ্ঞানানুরাগী ছিলেন তবে তাতে তাঁর কোন কার্যকর দখল ও বিচক্ষণতা ছিল না যার ফলে তাঁর মধ্যে ভ্রান্ত আকীদার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং বাতিল মতবাদের প্রসার ঘটে। এরপর তিনি এর প্রচারে লিপ্ত হন এবং জোরপূর্বক লোকজনকে তাতে বাধ্য করেন। আর এটা ছিল তাঁর খিলাফতের সমাপ্তিপর্বে এবং তাঁর জীবন সায়াহ্ন-কালে।

ইব্ন আবুদ্ দুনিয়া বলেন, খলীফা মামুন ছিলেন ফর্সা, মধ্যম গড়নের এবং সুশ্রী মুখাবয়বের অধিকারী, তাঁর মাঝে বার্ধক্যের চিহ্ন ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছিল এবং তার গাত্রবর্ণে হলুদ আভা প্রকাশ পেত। এছাড়া তিনি ছিলেন আয়াতকার টানাটানা চোখ, দীর্ঘ ও অঘন দাড়ি এবং অপ্রশস্ত ললাটের অধিকারী। তাঁর গণ্ডদেশ ছিল তিলকবিশিষ্ট। তাঁর মা ছিলেন উম্মু ওয়ালাদ যাঁকে 'মুরাজিল' বলে ডাকা হত। খতীব বাগদাদী কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। কাসিম বলেন, খলীফাদের মধ্যে হযরত উছমান ইব্ন আফ্‌ফান (রা) এবং মা'মূন ব্যতীত কেউ পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেননি। কিন্তু এটা অত্যন্ত 'অভিনব' বর্ণনা, এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করা সম্ভব নয়। কেননা (নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে) একাধিক খলীফা পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। খলীফা মা'মূন রমযান মাসে কুরআন তেত্রিশবার খতম করতেন। একদিন তিনি হাদীসের শ্রুতিলিপি লেখানোর জন্য বসেন। তখন তাঁর চারপাশে কাযী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আকছাম এবং শ্রোতাদের একটি দল সমবেত হয়। তখন তিনি তাঁর মুখস্থ হাদীস থেকে ত্রিশটি হাদীসের শ্রুতিলিপি লেখান। এছাড়া একাধিক শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতা ছিল যেমন ফিকহ্, চিকিৎসা বিদ্যা, কাব্য শাস্ত্র, সম্পত্তি বণ্টন বিদ্যা, কালামশাস্ত্র, নাহু বা ব্যাকরণ শাস্ত্র, হাদীস শাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিদ্যা। "মা'মুনী জ্যোতিষী পঞ্জিকা" তাঁরই সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়ে থাকে। তিনি তাঁর নিজ দেশে সানজারে 'ডিগ্রীর পরিমাপ' যাচাই করেন তখন তার ফলাফল পূর্ববর্তী ফকীহ্দের ফলাফল থেকে ভিন্ন হয়ে দেখা দেয়।

ইব্‌ন আসাকির বর্ণনা করেন, একদিন খলীফা মা'মূন প্রজা-সাক্ষাতের জন্য মজলিসে বসেন। এসময় তাঁর মজলিসে আমির-উমারা এবং আলিম-উলামা উপস্থিত ছিলেন। তখন জনৈক স্ত্রীলোক তাঁর কাছে এসে অভিযোগ করে যে, সে অন্যায়-অবিচারের শিকার। সে বলে, তার ভাই মৃত্যুকালে ছয়শ দীনার রেখে গেছে কিন্তু সে মাত্র একটি দীনার ব্যতীত কিছুই পায়নি। তখন মা'মূন তৎক্ষণাৎ তাকে বলেন, তোমার প্রাপ্য তো তোমার হাতে পৌঁছে গেছে। তোমার ভাই মৃত্যুকালে দুই কন্যা, মা, স্ত্রী, বার ভাই এবং এক বোন রেখে গিয়েছে, আর সেই বোন হল তুমি। তখন সে বলে হ্যাঁ, আমীরুল মু'মিনীন! (আপনি ঠিকই বলেছেন।) তখন মা'মূন তার কথার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, কন্যাদ্বয়ের প্রাপ্য হল দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ চারশ' দীনার, মায়ের হল এক-ষষ্ঠাংশ একশ দীনার, স্ত্রীর হল এক-অষ্টমাংশ পচাঁত্তর দীনার। এরপর বাকী থাকল পঁচিশ দীনার প্রত্যেক ভাইয়ের দুই দীনার করে চব্বিশ দীনার আর অবশিষ্ট বাকী এক দীনার তোমার। তখন উপস্থিত আলিমগণ খলীফা মা'মূনের এই বুদ্ধিমত্তা, স্মৃতিশক্তির প্রখরতা এবং প্রত্যুৎপন্ন -মতিত্বে অবাক হলেন। হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব সম্পর্কেও অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে।

(একবার) জনৈক কবি খলীফা মা'মূনের কাছে প্রবেশ করে। সে তাঁর প্রশংসায় এমন একটি কবিতা পঙ্‌ক্তি রচনা করেছিল যা তাঁর দৃষ্টিতে বিরাট প্রশংসা ছিল। কিন্তু সে যখন মা'মূনকে তা আবৃত্তি করে শোনায় তখন তিনি তাতে চমৎকৃত হননি। ফলে সে তার দরবার থেকে খালি হাতে ফিরে আসে। তখন তার সাথে আরেক কবির সাক্ষাৎ হলে সে তাকে বলে শোন আমি কি তোমাকে অবাক করব না? খলীফা মা'মূনকে আমি নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করে শোনালাম কিন্তু তিনি তার প্রতি কোন আগ্রহ দেখালেন না। তখন সে বলে, তা কী? তখন সে বলে আমি তাঁর প্রশংসায় বলেছি-

اَضْحٰى اِمَامُ الْهُدٰى الْمَأْمُوْنُ مُشْتَغِيْلاً + بِالدِّيْنِ وَالنَّاسُ بِالدُّنْيَا مَشَاغِيْلُ

হিদায়াতের অগ্রপথিক খলীফা মা'মূন দীন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, আর অন্য লোকেরা দুনিয়াতে মশগুল হয়ে আসে।

তখন সেই কবি তাকে বলে, তুমি তো তাকে প্রকোষ্ঠে অবস্থানরত (অক্ষম) বৃদ্ধা বানিয়ে ফেলেছ। কেন তুমি তার প্রশংসায় তেমন কিছু বললে না যেমন জারীর বলেছে আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ানের প্রশংসায়-

فَلاَ هُوَ فِى الدُّنْيَا مُضِيْعٌ نَصِيْبَهُ + وَلاَ عَرَضُ الدُّنْيَا عَنِ الدِّيْنِ شَاغِلُهُ

তিনি তাঁর পার্থিব জীবনের প্রাপ্যকে বরবাদ করেন না, তবে পার্থিব কোন সামগ্রী তাঁকে দীন থেকে গাফিল করে না।

একদিন খলীফা মা'মূন তাঁর এক সভাসদকে বলেন, দুই কবির দুটি কবিতা পঙ্‌ক্তির কোনো তুলনা নেই। একটি হল আবূ নুওয়াসের ঃ

اِذَا اخْتَبَرَ الدُّنْيَا لَبِيْبٌ تَكَشَّفَتْ + لَهُ عَنْ عَدُوٍّ فِي لِبَاسِ صَدِيْقِ

কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থা যাচাই করে, তাহলে তার সামনে প্রকাশিত হয় বন্ধুর পরিধেয় ছদ্মবেশী এক শত্রু।

আরেকটি হল কবি শুরায়হ-এর নিম্নোক্ত পঙ্ক্তি-

تَهُوْنُ الدُّنْيَا الْمَلَامَةُ اِنَّهُ + حَرِيْصٌ عَلٰى اِسْتِصْلَاحِهَا مَنْ يَلُوْمُهَا

দুনিয়ার জন্য তিরস্কার ভর্ৎসনা সহনীয় হয়, কেননা যে তাকে ভর্ৎসনা করে সে তার সংশোধনের ব্যাপারে আগ্রহী।

মা'মূন বলেন, একদিন রাজকীয় শোভাযাত্রায় বের হয়ে ভিড়ের কারণে বাধ্য হয়ে আমি নিম্নস্তরের লোকদের সাথে মিশে গেলাম। তখন আমি জীর্ণ কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তিকে তার দোকানে দেখতে পেলাম। লোকটি আমার দিকে কৃপার দৃষ্টি কিংবা আমার বিষয়ে আশ্চর্যবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবৃত্তি করল,

اَرٰى كُلَّ مَغْرُوْرٍ تُمَنِّيْهِ نَفْسُهُ + اِذَا مَا مَضٰى عَامٌ سَلَامَةَ قَابِلٍ

যখনই এক বছর অতিবাহিত হয় তখনই আমি দেখতে পাই প্রত্যেক প্রতারিত দাম্ভিককে তার নফ্স পরবর্তী বছরের নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আকছাম বলেন, কোন এক ঈদের দিন আমি খলীফা মা'মূনকে লোকদের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিতে শুনলাম। তিনি হামদ, ছানা ও দরূদের পর বললেন- হে আল্লাহ্র বান্দারা! ইহকাল ও পরকালের বিষয় বিশাল আকার ধারণ করেছে এবং আলিম ও জ্ঞানীদের প্রতিদান সমুন্নত হয়েছে এবং উভয়দলের অবস্থানকাল সুদীর্ঘ (সাব্যস্ত) হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয় তা গুরুতর বিষয়, ঠাট্টা-বিদ্রূপ নয়, সত্য বিষয়, মিথ্যা নয়। আর তার পরিণতি মৃত্যু, পুণরুত্থান, হিসাব নিকাশ, চূড়ান্ত ফায়সালা, মীযান (দাঁড়িপাল্লা) এবং পুলসিরাত ছাড়া কিছু নয়। এরপর রয়েছে তিরস্কার (শাস্তি) কিংবা পুরস্কার। সুতরাং সে দিন যে রক্ষা পাবে সে সন্দেহাতীত -ভাবে সফল হবে। আর সেদিন যার পতন হবে সে সন্দেহতীতভাবে ব্যর্থ হবে। সমস্তকল্যান জান্নাতে আর সমস্ত অকল্যাণ হল জাহান্নামে।

ইব্ন আসাকির নযর ইব্ন শুমায়ল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, (একদিন) আমি খলীফা মা'মূনের কাছে প্রবেশ করি। তখন তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন- হে নযর! তোমার সকাল কেমন কাটল? আমি ব লি হে আমীরুল মু'মিনীন! ভাল অবস্থায়। তখন তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন اَلْاِرْجَاءُ (ইরজা)[১] কী? আমি তখন বলি, তা হলে ধর্ম দীন (ধর্মমত) যা রাজা-বাদশাদের মনঃপুত। তা দ্বারা তারা তাদের পার্থিব জীবনের প্রাপ্তি অর্জন করে থাকে এবং তাদের প্রকৃত দীন হ্রাস করে থাকে। তখন তিনি বলেন, তুমি সত্য বলেছ। তারপর তিনি বলেন, যে নযর তুমি কি জান আজ সকালে আমি কী বলেছি? আমি বলি, অদৃশ্যের জ্ঞান থেকে আমার অবস্থান থেকে বহুদূরে। তখন তিনি বলেন, আমি কয়েকটি কবিতা পঙ্ক্তি রচনা করেছি, তা হল-

اَصْبَحَ دِيْنِى الَّذِىْ اَدِيْنُ بِهِ + وَلَسْتُ مِنْهُ الْغَدَاةَ مُعْتَذِرًا

আমি যে দীনের অনুসরণ করি- আর আমি এই প্রভাতে তা থেকে কোন অজুহাত পেশ করি না-

---

১. ভ্রান্ত মতবাদ বিশেষ যার মূল কথা হল ঈমান থাকা অবস্থায় কোন পাপে ক্ষতি নেই, তদ্রূপ কাফির অবস্থায় কোন পুণ্যে লাভ নেই।

حُبُّ عَلِيٍّ بَعْدَ النَّبِيِّ وَلاَ + اَشْتُمُ صِدِّيْقًا وَلاَ عُمَرًا

তা হল নবীর পর আলীর মহব্বত, তবে আমি সিদ্দীক এবং উমরকে মন্দ বলি না-

ثُمَّ ابْنُ عَفَّانٍ فِى الْجِنَانِ مَعَ + اَلْ اَبْرَارِ ذٰلِكَ الْقَتِيْلِ مُصْطَبِرًا

এরপর রয়েছেন ইব্‌ন আফ্‌ফান, তাঁর অবস্থান হল জান্নাতে নেক্‌কারদের সাথে, তিনি হলেন ঐ শহীদ যাকে স্থির মস্তিষ্কে হত্যা করা হয়েছে।

اَلاَ وَلاَ اَشْتِمُ الزُّبَيْرِ وَلاَ + طَلْحَةَ اِنْ قَالَ قَائِلُ غَدْرًا

শুনে রাখ, আমি যুবায়রকে কিংবা তালহাকে গালমন্দ করি না যদিও কোন কথক তা বলে তবে সে প্রতারণা করল।

وَعَائِشُ الاُمُّ لَسْتَ اَشْتِمُهَا + مَنْ يُفْتَرِيْهَا فَنَحْنُ مِنْهُ بَرًا

আর মা আইশাকে আমি অসম্মান করি না, যে তার বিরুদ্ধে কুৎসা গায় আমরা তার সাথে সম্পর্কহীন।

এই মাযহাব বা মতাদর্শ হল দ্বিতীয় স্তরের শীআ মতবাদ। এতে হযরত আলীকে সকল সাহাবীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করা হয়। একদল সালাফে সালেহীন এবং দারা কুতনী বলেন, যে ব্যক্তি আলী (রা)-কে উছমান (রা)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ গণ্য করল, সে সকল মুহাজির ও আনসারকে অবজ্ঞা করল। অর্থাৎ উমরের শাহাদাতের পর তিনদিন পর্যন্ত তাদের খলীফা মনোনয়নের চেষ্টা, এরপর হযরত উছমানের ব্যাপারে এবং তাঁকে হযরত আলীর চেয়ে অগ্রবর্তী গণ্য করার ব্যাপারে একমত হওয়া। এই স্তরের পর শীআ মতবাদের আরও ষোলটি স্তর বিদ্যমান, যার ভিত্তি হল ঐ সকল তথ্য যা 'আলবালাগুল আকবার' ও 'আন-নামূসুল আ'যাম'-গ্রন্থের লেখক উল্লেখ করেছেন। আর তা হল এমন এক গ্রন্থ যা তাকে জঘন্যতম কুফরীতে পৌঁছে দিয়েছে। আর ইতিপূর্বে আমরা আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের সম্পর্কে বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন, আমার কাছে যখনই এমন কাউকে আনা হবে যে আমাকে আবূ বকর ও উমরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে তখনই আমি তাকে মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী শাস্তি প্রদান করব। এছাড়াও সন্দেহাতীতভাবে তার থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, নবী (সা)-এর পর সর্বোত্তম মানুষ হলেন হযরত আবূ বকর এরপর হযরত উমর। সুতরাং খলীফা মা'মূন সকল সাহাবীর বিরোধিতা করেছেন এমনকি হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিবেরও উপরন্তু তিনি সকল মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক এই বিদআতের সাথে সেই অপর বিদআত এবং মহাআপদ বৃদ্ধি করেন। আর তাহলো 'খালকে কুরআনের' মতবাদ। এছাড়া নেশাজাতীয় পানীয়ে এবং একাধিক গর্হিত কর্মে তাঁর আসক্তি ছিল। অবশ্য যুদ্ধে শত্রু অবরোধে বিশেষত রোমকদের বিরুদ্ধে গৃহীত যুদ্ধকৌশলে, যোদ্ধা নিধনে ও বন্দীকরণে তিনি বিরাট মনোবল ও বিপুল শক্তিমত্তার পরিচয় দেন।

খলীফা মা'মূন বলতেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয এবং আবদুল মালিকের দ্বাররক্ষী ছিল। কিন্তু আমার দ্বাররক্ষী আমি নিজেই। আর খলীফা মা'মূন ন্যায়বিচারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন এবং নিজেই লোকদের মাঝে বিচার ও চূড়ান্ত ফায়সালা করতেন। একবার এক অসহায়

নারী তাঁর কাছে এসে তাঁর (খলীফার) পুত্র আব্বাসের বিরুদ্ধে যুলুমের অভিযোগ দায়ের করে অথচ আব্বাস তখন তার পিতার শিয়রে দণ্ডায়মান। তখন তিনি দ্বাররক্ষীকে নির্দেশ দেন এবং সে তখন আব্বাসের হাত ধরে অভিযোগকারিণীর পাশে তাঁর সামনে বসিয়ে দেয়। এরপর সেই স্ত্রীলোক দাবী করে যে, খলীফা পুত্র আব্বাস তার একখণ্ড জমি জবর দখল করেছেন। এরপর বাদী বিবাদী দীর্ঘক্ষণ বাদানুবাদে লিপ্ত হয় এবং ক্রমশ স্ত্রীলোকটির কণ্ঠস্বর আব্বাসের কণ্ঠস্বরের বিরুদ্ধে প্রবল হয়ে উঠে। তখন উপস্থিতদের কেউ তাকে ভর্ৎসনা করলে মা'মূন তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি চুপ কর। প্রাপ্য হক তাকে সবাক করেছে আর অন্যায় দাবী তাকে নির্বাক করেছে। এরপর তিনি স্ত্রীলোকটির অনুকূলে তার প্রাপ্য হকের ফায়সালা করেন এবং তার পুত্রের উপর দশ হাজার দিরহাম জরিমানা আরোপ করেন।

খলীফা মা'মূন তাঁর জনৈক প্রশাসককে লিখেন, এটা কোন কীর্তি নয় যে, তোমার বাড়ি-ঘর হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত আর তোমার ঋণগ্রহীতা হবে বস্ত্রহীন, প্রতিবেশী হবে অভুক্ত এবং দরিদ্র হবে ক্ষুধার্ত। একবার জনৈক ব্যক্তি খলীফা মা'মূনের সামনে দাঁড়ায় তখন তিনি তাকে (তার অপরাধের কারণে) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। তখন সে বলে হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমার সাথে কোমল আচরণ করুন, কেননা কোমলতা হল্ল অর্ধ-ক্ষমা। তখন তিনি বলেন, তোমার দুর্ভোগ ও দুর্দশা অনিবার্য। আমি তো শপথ করে ফেলেছি যে, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। তখন লোকটি বলে, হে আমিরুল মু'মিনীন ! কসম ভঙ্গকারী অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে আপনার সাক্ষাৎ করা হত্যাকারী অবস্থায় সাক্ষাৎ করার চেয়ে উত্তম। তখন তিনি লোকটিকে ক্ষমা করে দেন। তিনি বলতেন, হায় ! অপরাধীরা যদি জানত যে আমার আদর্শ হল ক্ষমা তাহলে তাদের ভীতি দূর হত এবং তাদের মন আনন্দে উৎফুল্ল হত। একদিন তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করে তাঁর মাঝিকে তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলতে শোনেন, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই মা'মূন তার ভাই আমীনকে হত্যা করেও আমার দৃষ্টিতে মহান ও মর্যাদাবান- লোকটি যখন একথা বলে তখন সে মা'মূনের অবস্থান অনুভব করেনি। তখন মা'মূন মৃদু হেসে বলেন, তোমরা সেই কৌশলকে কী মনে কর যার মাধ্যমে আমি এই 'বিশিষ্ট' ব্যক্তির দৃষ্টিতে মর্যাদাবান ও মহান হলাম ? একবার হুদবা ইব্‌ন খালিদ মধ্যাহ্ন ভোজনের উদ্দেশ্যে মা'মূনের কাছে উপস্থিত হন। আহার শেষে যখন দস্তরখান উঠিয়ে নেয়া হয় তখন হুদবা দস্তর খান থেকে ছড়িয়ে পড়া খাদ্যের দানা কুড়িয়ে খেতে থাকেন। তখন মা'মূন তাকে বলেন, হে শায়খ ! আপনি কি তৃপ্ত হননি ? তখন তিনি বলেন, অবশ্যই ! তবে হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ছাবিত থেকে, তিনি আনাস থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন-

مَنْ اَكَلَ مَاتَحْتَ مَائِدَتِهِ اَمِنَ مِنَ الْفَقْرِ -যে ব্যক্তি তার দস্তরখানের (নীচের) খাবার খুঁটে খায় সে দারিদ্র্য থেকে নিরাপদ থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মা'মূন হুদবাকে এক হাজার দীনার প্রদানের নির্দেশ দেন।

ইব্‌ন আসাকির বর্ণনা করেছেন, একদিন খলীফা মা'মূন মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন মুহাল্লাবকে বলেন ! হে আবূ আবদুল্লাহ ! (মনে করুন) ইতিপূর্বে আমি আপনাকে তিরিশ লক্ষ দীনার প্রদান করেছি আর এখন এক দীনার প্রদান করব। তখন তিনি বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! নিঃসন্দেহে যা বিদ্যমান তা দান না করা মা'বুদের প্রতি মন্দ ধারণা করা। তখন তিনি

বলেন, হে আবূ আবদুল্লাহ্ ! আপনি চমৎকার বলেছেন। (এরপর মা'মূন নির্দেশ দিয়ে বলেন,) তাঁকে তিরিশ লক্ষ দীনার প্রদান কর।

খলীফা মা'মূন যখন (তাঁর নবপরিণিতা স্ত্রী) বূরান বিন্ত হাসান ইব্ন সাহলের সাথে বাসর অনুষ্ঠান করতে চাইলেন তখন লোকজন কন্যার পিতাকে মূল্যবান সামগ্রী উপহার দিতে লাগল। এসব উপঢৌকন সামগ্রী সরবারাহকারীদের একজন ছিলেন তাঁর সমর্থক এক সাহিত্যিক। তিনি তাঁকে একটি থলেতে কিছু সুগন্ধি লবণ এবং আরেকটি থলেতে কিছু সুগন্ধি ঘাস উপহার দিলেন এবং তাঁর কাছে পত্রযোগে লিখলেন- এটা আমার অপসন্দ যে, আমার উল্লেখ ছাড়াই সজ্জনদের নামের তালিকা গুটিয়ে ফেলা হবে। তাই আমি আপনার কাছে সূচনা উপকরণ প্রেরণ করলাম তার বরকত ও কল্যাণের কারণে এবং সমাপ্তি উপকরণ প্রেরণ করলাম তার সুগন্ধি পরিচ্ছন্নতার কারণে এবং তিনি তাঁর কাছে লিখে পাঠালেন-

بِضَاعَتِىْ تَقْصُرُ عَنْ هِمَّتِىْ + وَهِمَّتِىْ تَقْصُرُ عَنْ مَالِىْ

আমার (প্রেরিত) সামগ্রী আমার মনোবলের নাগাল পায় না, আর আমার মনোবল ও আমার সম্পদের নাগাল পায় না।

فَالْمِلْحُ وَالاَشْنَانُ يَا سَيِّدِىْ + اَحْسَنُ مَا يَهْدِيْهِ اَمْثَالِىْ

সুতরাং হে জনাব, লবণ ও উশনান ঘাস-ই হল আমার ন্যায় ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে দেয়া সর্বোৎকৃষ্ট উপহার।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হাসান ইব্ন সাহল তা নিয়ে মা'মূনের সাক্ষাতে প্রবেশ করেন, তখন এই (অভিনব) উপহার সামগ্রী তাঁকে চমৎকৃত করে এবং তার নির্দেশে থলে দু'টি খালি করে দীনার পূর্ণ করে ঐ সাহিত্যিক ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

মা'মূন পুত্র জা'ফরের যখন জন্ম হয় তখন লোকজন তার সাক্ষাতে প্রবেশ করে তাকে বিভিন্নভাবে অভিনন্দন জানায়। এসময় জনৈক কবি তাঁর দরবারে প্রবেশ করে তাঁকে তাঁর পিতৃত্বের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে আবৃত্তি করেন ঃ

مَدَّ لَكَ اللّٰهُ الْحَيَاةُ مَدًّا + حَتّٰى تَرٰى ابْنَكَ هٰذَا جَدًّا

আল্লাহ্ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, আপনি যেন আপনার এই পুত্রধনকে 'পিতামহ' হতে দেখতে পান।

ثُمَّ يُفَدّٰى مِثْلَ مَا تَفَدّٰى + كَاَنَّهُ اَنْتَ اِذَا تَبَدّٰى

এরপর তার জন্য যেন সকল প্রাণ উৎসর্গিত হয় যেমন আপনার জন্য হয়, সে যেন আপনার প্রতিচ্ছবি যখন সে প্রকাশ পায়।

اَشْبَهُ مِنْكَ قَامَةً وَقَدًّا + مُؤَزَّرًا بِمَجْدِهِ مُرِدًّا

অবয়ব আকৃতি ও দেহ কাঠামোতে আপনার সদৃশ এবং সে মর্যাদার শক্তিতে শক্তিমান।

ইব্ন আসাকির বলেন, তখন তিনি ঐ ব্যক্তিকে দশ হাজার দিরহাম প্রদানের নির্দেশ দিলেন।

(একবার) তিনি দামেশকে অবস্থানকালে তাঁর কাছে বিপুল পরিমাণ সম্পদ আসে। আর এরপূর্বে তিনি রিক্ত হস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর ভাই মু'তাসিমের কাছে তার অভিযোগ করেন। এরপর তাঁর কাছে খুরাসানের কোষাগার থেকে তিনকোটি দিরহাম আসে। তখন তিনি এর প্রদর্শনীর জন্য এ সম্পদ বহনকারী সুসজ্জিত বাহনসমূহ নিয়ে (শোভাযাত্রায়) বের হন। এসময় তাঁর সাথে ছিলে কাযী ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আকছাম। তারপর যখন এই শোভাযাত্রা শহরে প্রবেশ করে তখন তিনি বলেন, এটা তো মনুষ্যত্বের কাজ হতে পারে না যে আমার এগুলো সব সংরক্ষণ করে রাখব আর লোকেরা শুধু তাকিয়ে দেখবে। এরপর তিনি তা থেকে দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ দিরহাম সকলের মাঝে বণ্টন করে দেন অথচ তার পা তখনো রেকাবিতে (পাদানিতে) তিনি তাঁর ঘোড়া থেকেও নামেননি। তাঁর নিজের রচিত হৃদয়স্পর্শী কবিতার অংশ হল ঃ

لِسَانِىْ كَتُوْمٌ لاَسرَارِكُمْ + وَدَمْعِى نَمُوْمٌ لِسِرِّى مُذِيْعٌ
فَلَوْلاَ دُمُوْعِىْ كَتَمْتُ الْهَوٰى + وَلَوْلاَ الْهَوٰى لَمْ تَكُنْ دُمُوْعِ

আমার জিহ্‌বা তোমাদের ভেদ রহস্য গোপন করে রাখে, কিন্তু আমার অশ্রু আমার নিজের ভেদ প্রকাশ করে দেয়। আমার অশ্রু যদি না হত তাহলে আমি আমার আসক্তি গোপন রাখতাম, আর যদি আমার আসক্তি না থাকত আমার চোখে অশ্রুও থাকত না।

কোন এক রাতে তিনি তাঁর এক খাদিম পাঠান (তাঁর) এক বাঁদীকে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্য। তখন সেই খাদিম দীর্ঘক্ষণ তার কাছে অবস্থান করে কিন্তু বাঁদীটি তাঁর কাছে আসা থেকে বিরত থাকে যাতে খলীফা মা'মূন নিজেই তার কাছে আসেন। তখন মা'মূন আবৃত্তি করতে থাকেন ঃ

بَعَثْتُكَ مُشْتَاقًا فَفُزْتَ بِنَظْرَةٍ + وَاَغْفَلْتَنِىْ حَتّٰى اَسَأْتُ بِكَ الظَّنَّا

তোমাকে আমি সাগ্রহে প্রেরণ করেছি ফলে আমার অগোচরে তুমি তার প্রতি দৃষ্টিপাতের সুযোগ লাভ করেছো এমনকি আমি তোমার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করেছি।

فَنَاجَيْتَ مَنْ اَهْوٰى وَكُنْتُ مُبَاعِدًا + فَيَالَيْتَ شِعْرِىْ عَنْ دُنُوِّكَ مَا اَغْنٰى

আমার প্রিয়ার সাথে তুমি নির্ভৃত আলাপচারিতায় মশগুল হয়েছে অথচ আমি তখন দূরে। হায় আমার কপাল ! যদি আমি জানতে পারতাম তোমার নৈকট্যের ব্যাপারে তা কী কাজে এসেছে।

وَرَدَّدْتَ طَرْفًا فِى مَحَاسِنِ وَجْهِهَا + وَمَتَّعْتَ بِاسْتِسْمَاعِ نُغْمَاتِهَا اُذُنًا

তার সুশ্রী মুখাবয়বে তুমি বারবার দৃষ্টি বুলিয়েছ এবং তার সুরেলা কণ্ঠে তোমার শ্রবণ তৃষ্ণা তৃপ্ত করেছ।

اَرٰى اَثَرًا مِنْهُ بِعَيْنَيْكَ بَيِّنًا + لَقَدْ سَرَقَتْ عَيْنَاكَ مِنْ عَيْنِهَا حُسْنًا

আমি তোমার উভয় চোখে তার সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, আর তোমার চক্ষুদ্বয় তার চক্ষুযুগল থেকে সৌন্দর্য হরণ করেছে।

খলীফা মা'মূন যখন মু'তাযিলা ও শীআদের বিদআতকে সমর্থন করেন তখন মা'মূনের শায়খ বিশর আল-মুরায়সী উৎফুল্ল হয়ে আবৃত্তি করেন ঃ

قَادْ قَالَ مَامُونُنَا وَسَيِّدُنَا + قَوْلاَ لَهُ فِى الْكُتُبِ تَصْدِيْقُ

আমাদের নেতা, আমাদের মা'মূন এমন কথা বলেন, কিতাবে যার সত্যায়ন রয়েছে।

اِنَّ عَلِيًّا اَعْنِى اَبَا حَسَنٍ + اَفْضَلُ مَنْ قَدْ اَقَلَّتِ النُّوْقُ

আর তা হল আলী অর্থাৎ আবুল হাসান হলেন সর্বোত্তম উষ্ট্রারোহী।

بَعْدَ نَبِىِّ الْهُدٰى وَاِنَّ لَنَا + اَعْمَالُنَا وَالْقُرْاٰنُ مَخْلُوْقُ

হিদায়েতের নবীর পর, আর আমাদের কর্ম আমাদের জন্য, আর কুরআন হল 'মাখলূক'।

এরপর জনৈক আহলে সুন্নাত এর উত্তরে রচনা করেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ لاَقَوْلٌ وَلاَ عَمَلٌ + لِمَنْ يَقُوْلُ كَلاَمُ اللّٰهِ مَخْلُوْقُ

হে লোকসকল! (শুনে রাখ) ঐ ব্যক্তির কোন কথা বা কাজ গ্রহণযোগ্য নয় যে বলে, আল্লাহ্র কালাম 'মাখলূক'।

مَا قَالَ ذَاكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَلاَ عُمَرُ + وَلاَ النَّبِىُّ وَلَمْ يَذْكُرْهُ صِدِّيْقُ

আবূ বকর, উমর কেউই তা বলেননি, আর না বলেছেন আল্লাহ্র নবী আর না তা উল্লেখ করেছেন কোন সিদ্দীক।

وَلَمْ يَقُلْ ذَاكَ اِلاَّ كُلُّ مُبْتَدِعٍ + عَلَى الرَّسُوْلُ وَعِنْدَ اللّٰهِ زِنْدِيْقُ

একমাত্র রাসূলদ্রোহী বিদআতী এবং আল্লাহ্দ্রোহী নাস্তিক ব্যতীত কেউ তা বলেনি।

بِشْرٌ اَرَادَ بِهِ اِمْحَاقَ دِيْنِهِمْ + لاَنَّ دِيْنَهُمْ وَاللّٰهِ مَمْحُوْقُ

বিশর আসলে তাদের দীনকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে, কেননা আল্লাহ্র কসম, তাদের দীন অচিরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

يَاقَوْمُ اَصْبَحَ عَقْلٌ مِنْ خَلِيْفَتِكُمْ + مُقَيَّدًا وَهُوَ فِى الْاَغْلاَلِ مَوْثُوْقُ

হে লোকসকল ! তোমাদের খলীফা যিনি, তার আকল-বুদ্ধি আবদ্ধ হয়ে পড়েছে আর তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

এসময় বিশর খলীফা মা'মূনের কাছে দাবী জানায় এই পঙ্ক্তিসমূহের রচয়িতাকে খুঁজে বের করে শায়েস্তা করার জন্য। তখন মা'মূন তাকে বলেন, আপনি কী বলেন ? যদি সে ফকীহ্ হত তাহলে আমি তাকে শায়েস্তা করতাম। কিন্তু সে তো কবি। সুতরাং আমি তার পিছু নেব না। খলীফা মা'মূন যখন শেষবারের মত তারসূস সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং তিনি তাঁর প্রিয়পাত্রী জনৈকা বাঁদীকে ডেকে পাঠান যাকে তিনি শেষ বয়সে খরিদ করেছিলেন। এরপর তিনি

তাকে জড়িয়ে ধরেন তখন বাঁদীটি কেঁদে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি তো আমাকে আপনার সফর দ্বারা শেষ করে দিয়েছেন। এরপর সে আবৃত্তি করে,

سَأَدْعُوْكَ دَعوَةَ الْمُضَرِّ رَبَّاً + يُثِيْبُ عَلَى الدُّعَاءِ وَيَسْتَجِيْبُ

আমি আপনাকে আহ্বান করব যেমনভাবে নিরুপায় ব্যক্তি তার রবকে আহ্বান করে, যিনি আহ্বানের সাড়া দেন এবং প্রতিদান দেন।

لَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يَّكْفِيْكَ حَرْبًا + وَيَجْمَعَنَا كَمَا تَهْوٰى الْقُلُوْبُ

তাহলে আল্লাহ্ আপনাকে যুদ্ধ থেকে রক্ষা করবেন এবং আমাদেরকে মনের আকাঙক্ষা ও আকুতি মাফিক একত্র করবেন।

তখন তিনি তাকে পুনরায় জড়িয়ে ধরে আবৃত্তি করেন-

فَيَا حُسْنُهَا اِذْ يَغْسِلِ الدَّمْعُ كُحْلَهَا + وَاِذْهِىَ تَذْرِى الدَّمْعَ مِنْهَا اَلاَنَامِلُ

তার সেই সৌন্দর্যের কি কোন তুলনা আছে যখন তার অশ্রু তার চোখের সুরমা ধুয়ে দিচ্ছিল আর যখন সে তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে অশ্রু সরিয়ে নিচ্ছিল।

صَبِيْحَةَ قَالَتْ فِى الْعِتَابَ قَتَلْتَنِىْ + وَقَتْلِى بِمَا قَالَتْ هُنَاكَ تَحَاوِلُ

ঐ সকালে যখন সে তিরস্কার করে আমাকে বলল, আপনি তো আমাকে শেষ করে দিয়েছেন, অথচ সেখানে সে যা বলেছে তা দ্বারা সে আমাকে শেষ করার চেষ্টা করছিল।

এরপর তিনি তার খাদিম মাসরূরকে তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত তার সাথে সদাচারের এবং তাকে দেখাশুনা করার নির্দেশ দেন। তারপর তিনি বলেন, আমাদের অবস্থা হল, আখতাল যেমন বলেছে ঃ

قَوْمٌ اِذَا حَارَبُوْا شَدُّوْ مَآزِرَاهُمْ + دُوْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ بَاتَتْ بَأَطْهَارِ

তারা এমন সম্প্রদায় যারা যুদ্ধকালে সম্পূর্ণরূপে স্ত্রী-সাহচর্য এড়িয়ে চলে যদিও তাতে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে।

এরপর তিনি বাঁদীটিকে বিদায় জানিয়ে সফরে রওনা হয়ে যান আর এদিকে বাঁদীটি তার এই অনুপস্থিতিতে অসুস্থ হয়ে পড়ে আর খলীফা মা'মূন ও তাঁর এই অনুপস্থিতিকালে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর যখন খলীফার মৃত্যু সংবাদ তার কাছে আসে সে তখন এমন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে যে তার মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসে এবং মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হওয়ার পর সে আবৃত্তি করে

اِنَّ الزَّمَانَ سَقَانَا مِنْ مَرَارَتِهِ + بَعْدَ الْحَلاَوَةِ كَاْسَاتٍ فَأَرْوَانَا

কাল আমাদেরকে তার মিষ্টতার পর তিক্ততার বহুগ্লাস পান করিয়ে তৃপ্ত পরিতৃপ্ত করেছে।

اَبْدٰى لَنَا تَارَةً مِّنْهُ فَأَضْحَكْنَا + ثُمَّ انْثَنٰى تَارَةً اُخْرٰى فَأَبْكَانَا

একবার সে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদেরকে আনন্দিত করেছে, আরেকবার বিরূপ হয়ে আমাদেরকে ব্যথিত করেছে।

اِنَا اِلَى اللّٰهِ فِيْمَا لاَيَزَالُ بِنَا + مِنَ الْقَضَاءِ وَمِنْ تَلْوِيْنِ دُنْيَانَا

আমরা যে সার্বক্ষণিক ভাগ্যলিপি এবং আমাদের দুনিয়ার বৈচিত্র্যের মাঝে আছি সে ব্যাপারে আমরা আল্লাহ্-মুখী।

دُنْيَا تَرَاهَا تُرِيْنَا مِنْ تَصَرُّفِهَا + مَالاَ يَدُوْمُ مُصَافَاةً وَاَحْزَانًا

দুনিয়া আমাদেরকে তার এমন আনন্দ-বেদনার পরিবর্তন দেখায় যার কোনটি স্থায়ী হয় না।

وَنَحْنُ فِيْهَا كَأَنَّا لاَ يُزَايِلُنَا + لِلْعَيْشِ اَحْيَا وَمَا يَبْكُوْنَ مَوْتَانَا

আর আমরা তাতে এমন অবস্থায় রয়েছি যেন জীবন ধারণের ক্ষেত্রে জীবিতরা কোনদিন আমাদের থেকে পৃথক হবে না আর আমাদের মৃতদের শোকে তারা কাঁদবেও না।

খলীফা মা'মূনের ইনতিকাল হয় ২১৮ (দুইশ আঠার) হিজরীর রজব মাসের ১৭ (সতের) তারিখ বৃহস্পতিবার দ্বিপ্রহরে মতান্তরে অপরাহ্নে তারসূস নগরীতে। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ৪৮ (আটচল্লিশ) বছর। তার খিলাফাতকাল ছিল ২০ (বিশ) বছর কয়েক মাস। তাঁর জানাযার নামায পড়ান তাঁর ভাই তার সিংহাসনের পূর্বঘোষিত উত্তরাধিকারী মু'তাসিম। তাঁকে তারসূসের দারে খাকান আল-খাদিমে' সমাধিস্থ করা হয়। কারও কারও মতে তাঁর ইনতিকাল হয় মঙ্গলবার, আবার কারও মতে বুধবার ২২ (বাইশ) তারিখ। কেউ কেউ বলেন, তিনি তারসূসের বাইরে চার মনযিল বা চারদিনের দূরত্বে ইনতিকাল করেন। এরপর তাঁকে তারসূসে বহন করে আনা হয় এবং সেখানে সমাধিস্থ করা হয়। আবার কারও কারও মতে তাঁকে রমযান মাসে উয্নায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানে দাফন করা হয়। আর আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক জানেন। আবূ সাঈদ মাখযূমী বলেন-

هَلْ رَأَيْتَ النُّجُوْمَ اَغَنْتَ عَنِ الْمَاءِ + مَوْنِ شَيْئًا اَوْ مُلْكِهِ الْمَأْسُوْسِ
خَلَّفُوْا بِعَرْصَتَى طُرْسُوْسِ + مِثْلَ مَا خَلَّفُوْا اَبَاهُ بِطُوْسِ

তুমি কি তারকারাজিকে দেখছ যে, তারা খলীফা মা'মূনের কিংবা তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের কোন কাজে এসেছে। লোকেরা তাকে তারসূস শহরের উপকণ্ঠে রেখে এসেছে যেমন তারা তাঁর পিতাকে তূস নগরীতে রেখে এসেছিল।

খলীফা মা'মূন তাঁর ভাই মু'তাসিমের কাছে ওসিয়ত করে যান এবং তিনি তাঁর (মু'তাসিমের) উপস্থিতিতে এবং তাঁর পুত্র আব্বাস এবং একদল কাযী, উমারা, ওযীর এবং জীবিতদের উপস্থিতিতে তাঁর ওসিয়তনামা লিখে যান। এতে তিনি খাল্‌কে কুরআনের মতবাদ ব্যক্ত করেন, তা থেকে তিনি তখনও তওবা করেননি বরং এই আকীদা নিয়েই মৃত্যুবরণ করেন। আর এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে তওবা না করা অবস্থায় তাঁর দুনিয়াবী আমল নিঃশেষ হয়ে যায়। এছাড়া তিনি পাঁচ তাকবীরে তাঁর জানাযার নামায পড়ানোর জন্য ওসিয়ত করে যান। তাঁর ভাই মু'তাসিমকে আল্লাহ্ ভীতি এবং প্রজাপ্রীতির উপদেশ দিয়ে যান এবং তাঁকে ওসিয়ত করেন 'কুরআনের' (খালকের) ব্যাপারে ঐ আকীদা পোষণ করতে যা তার ভাই মা'মূন পোষণ করত এবং লোকদেরকে সেদিকে আহ্বান করতে। এছাড়া তিনি তাঁকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাহির, আহমদ

ইব্‌ন ইবরাহীম, আহমদ ইব্‌ন আবূ দাউদ-এদের ব্যাপারে ওসিয়ত করেন এবং শেষোক্তজনের ব্যাপারে বলেন, তোমার বিষয়াদিতে তাঁর সাথে পরামর্শ করবে এবং তাঁকে ত্যাগ করবে না। আর ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আকছামের সাহচর্য থেকে সাবধান থাকবে। একথার পর তিনি তাঁর (ইয়াহ্‌ইয়ার) নিন্দা করে তাঁকে তাঁর সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে নিষেধ করেন এবং তাঁর সম্পর্কে বলো, সে তো আমার সাথে 'খিয়ানত' করে লোকজনকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। ফলে আমি অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর্জন করেছি। এরপর তিনি তাঁকে আলাবীদের ব্যাপারে সদাচারের ওসিয়ত করেন। তাদের স্বজনদের সাদরে গ্রহণ করতে, অপরাধীদের মার্জনা করতে এবং প্রতিবছর তাদেরকে তাদের প্রাপ্য অনুদানের মাধ্যমে সম্পর্কের বন্ধনে বেঁধে রাখতে বলেন।

এছাড়া ইব্‌ন জারীর খলীফা মা'মূনের এক বর্ণাঢ্য জীবন চরিত উল্লেখ করেছেন, তাতে তিনি এমন অনেক বিষয় উল্লেখ করেছেন যা ইব্‌ন আসাকির তাঁর বহু তথ্যের মধ্যে ও উল্লেখ করেন নি। আর প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর রয়েছেন এক মহাজ্ঞানী।

আবূ ইসহাক ইব্‌ন হারূন মু'তাসিম বিল্লাহ্‌র খিলাফত

তাঁর ভাই খলীফা মা'মূন যেদিন তারসূসে মৃত্যুবরণ করেন, সেদিনই তাঁর খিলাফতের অনুকূলে বায়আত গৃহীত হয়। এ সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন। আর তিনিই তাঁর ভাই মা'মূনের জানাযার নামায পড়ান। এসময় কোন কোন আমীর আব্বাস ইব্‌ন মা'মূনকে কর্তৃত্ব প্রদানের জন্য সচেষ্ট হয় কিন্তু আব্বাস তাদের সে চেষ্টার বিরোধিতা করে বলেন, এই শীতল বিশ্বাসভঙ্গের তাৎপর্য কী? আমিতো আমার পিতৃব্য মু'তাসিমের হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি। তখন লোকজন শান্ত হয়, ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার আগুন স্তিমিত হয় এবং দূতগণ মু'তাসিমের অনুকূলে বায়আত গ্রহণের জন্য এবং খলীল মা'মূনের মৃত্যুলোকের সান্ত্বনা প্রচারের জন্য ইসলামী সাম্রাজ্যের দূর-দূরান্তে রওয়ানা হয়ে যান। এরপর খলীফা মু'তাসিম তাঁর ভাই মা'মূন তূওয়ানা শহরে যা কিছু নির্মাণ করেন তা ভেঙ্গে ফেলার এবং সেখানে যে সকল অস্ত্রশস্ত্র ও সামগ্রী স্থানান্তরিত করা হয় তা মুসলমানদের দুর্গসমূহে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। আর তিনি সকল নির্মাণ কর্মীকে স্ব স্ব দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। এরপর তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র আব্বাস ইব্‌ন মা'মূনকে নিয়ে সৈন্যসহ বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং রমযান মাসের শুরুতে শনিবার দিন পূর্ণ সাজসজ্জা ও বিপুল জাঁকজমকের সাথে সেখানে প্রবেশ করেন।

এদিকে এ বছর হামদান, ইসপাহান, মাসবাযান এবং মিহরাজান অঞ্চলের বহু সংখ্যক লোক খুররমী ধর্মে ধর্মান্তরিত হয় এবং তাদের এক বিশাল জোট গঠিত হয়। তখন মু'তাসিম তাদের বিরুদ্ধে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেন যাদের সর্বশেষে বিশাল এক বাহিনীর সাহচর্যে প্রেরণ করেন ইসহাক ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুসআবকে এবং তাঁকে 'আলজিবাল' (অর্থাৎ সকল পার্বত্য) অঞ্চলের কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। ইসহাক অভিযানে বের হন যিলকদ মাসে আর তাঁর বিজয়পত্র পাঠ করা হয় যিলহাজ্জ মাসের আট তারিখে এই মর্মে যে তিনি খুররমীদের পরাজিত করেছেন, তাদের বহুজনকে হত্যা করেছেন এবং অবশিষ্টরা রোমক ভূখণ্ডে পলায়ন করেছে। এছাড়া এই খলীফার সামনেই ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল সেই নির্যাতনমূলক ফিতনা ও পরীক্ষার শিকার হন এবং তাঁকে তাঁর সামনে উপস্থিত করে ভীষণ প্রহার করা হয়। যার বিশদ বিবরণ

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর জীবনীতে ২৪১ (দুইশ একচল্লিশ) হিজরী সনের আলোচনায় শীঘ্রই আসছে।

এছাড়া এ বছর অন্য যে সকল বিশিষ্টজন মৃত্যুবরণ করেন তাঁদের অন্যতম হলেন–

বিশর আল-মুরায়সী

এই ব্যক্তির পূর্ণ নাম হল বিশর ইব্ন গিয়াছ ইব্ন আবূ কারীমা আবূ আবদুর রহমান আল-মুরায়সী কালাম শাস্ত্রবিদ এবং মু'তাযিলীদের গুরু, খলীফা মা'মূনকে যারা বিভ্রান্ত করেছিলে এ হল তাদের অন্যতম। প্রথম জীবনে এই ব্যক্তি কিঞ্চিৎ ফিকাহশাস্ত্র চর্চা করত এবং তখন সে কাযী আবূ ইউসুফ থেকে ইল্ম ফিকাহ্ শিক্ষা করে। তাঁর থেকে হাম্মাদ ইব্ন সালামা থেকে, সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না থেকে এবং অন্যদের থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করে। এরপর তার উপর ইলমুল কালাম শাস্ত্রের তীব্র প্রভাব দেখা দেয়। আর ইতিপূর্বে ইমাম শাফিঈ (র) তাকে তা শিখতে এবং তার চর্চা করতে নিষেধ করেন। কিন্তু সে তাঁর কথা গ্রহণ করেনি। আর (ইলমুল কালাম সম্পর্কে) ইমাম শাফিঈ বলেন, শিরক ব্যতীত আর সকল পাপ নিয়ে বান্দার আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করা আমার কাছে ইলমুল কালাম নিয়ে সাক্ষাৎ করার চেয়ে অধিক পসন্দনীয়। ইমাম শাফিঈ (র) যখন বাগদাদে আসেন তখন বিশর তাঁর সাথে মিলিত হয়।

ইব্ন খাল্লিকান বলেন, সে (বিশর) নতুনভাবে 'খাল্কে কুরআনের' মতবাদের উদ্ভব ঘটায় এবং তার সম্পর্কে কদর্য মতামত বর্ণিত আছে। আর সে মুরজিয়া এবং মুরজিয়াদের শাখা মুরায়সিয়াকে তারই দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। সে বলত, চন্দ্র সূর্যকে সিজদা বা প্রণাম করা কুফরী নয়। তা হল কুফরীর চিহ্ন মাত্র। সে ইমাম শাফিঈর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হত। আর নাহু বা আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রে তার দুর্বলতা ছিল ফলে সে গুরুতর ব্যাকরণগত ত্রুটির শিকার হত। বলা হয় তার পিতা ছিল কূফার জনৈক ইয়াহূদী রঞ্জক কর্মী। আর সে বাস করত বাগদাদের মুরায়সী গলিতে। আর 'মুরায়স' হল ঘি ও খেজুর মিশ্রিত চাপাতি (পাতলা) রুটি বিশেষ। ইব্ন খাল্লিকান বলেন মুরায়স হল নাওবা অঞ্চলের একটি ভূখণ্ড যেখানে শীত মৌসুমে হিমেল বায়ু প্রবাহিত হয়।

এছাড়া এ বছর আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ আশ-শায়বী, আবূ মুসহির আবদুল আ'লা ইব্ন মুস্হির আল-গাস্সানী আদ-দামেশকী এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-বাবলতি মৃত্যুবরণ করেন। আরো যারা মৃত্যুবরণ করেন–

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম ইব্ন আইয়ুব আল-মুআফিরী

ইনি ছিলেন যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-বাকালঈ সূত্রে (নবী জীবনী গ্রন্থ) আস-সীরাত-এর বর্ণনাকারী তার মূল লেখক ইব্ন ইসহাক থেকে। এই সীরাত গ্রন্থকে তার দিকে সম্পৃক্ত করে সীরাতে ইব্ন হিশাম বলা হয়। কেননা তিনিই এর পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও সংকোচন এবং স্থান বিশেষে সম্পাদনা ও অনেক কিছু সংযোজন করেছেন। ইনি ছিলেন আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের পুরোধা। ইনি মিসরে অবস্থান করতেন। ইমাম শাফিঈ যখন সেখানে যান তখন তিনি তাঁর সাথে মিলিত হন এবং তাঁরা উভয়ে একে অন্যকে বহু সংখ্যক আরবী কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। ইব্ন হিশাম এ বছরের রবীউল আখির মাসের তের তারিখ মিসরে ইনতিকাল করেন। তারীখে

মিসর-এ ইব্‌ন ইউনুস তা বলেছেন। তবে ঐতিহাসিক সুয়ায়লী দাবী করেছেন, তিনি ২১৩ (দুইশ তের) হিজরীতে ইনতিকাল করেন, সেসব ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে, আর আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন।

২১৯ হিজরীর আগমন

এ বছর নবী পরিবারের ইমাম রেযার আহ্বায়করূপে মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব খুরাসানের তালকান নামক অঞ্চলে আত্মপ্রকাশ করেন। এসময় তাঁর চারপাশে বহু সমর্থক সমবেত হয় এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের সেনাপতিগণ তার বিরুদ্ধে একাধিধদকবার লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এরপর তারা তার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলে তিনি পলায়ন করেন। তারপর ধৃত হন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের কাছে প্রেরিত হন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির তাঁকে খলীফা মু'তাসিমের কাছে প্রেরণ করেন এবং তিনি রবিউল আওয়াল মাসের মধ্যভাগে পনের তারিখ তাঁর সাক্ষাতে প্রবেশ করেন। এ সময় মু'তাসিমের নির্দেশে তাঁকে একটি সংকীর্ণ স্থানে বন্দী রাখা হয় যার দৈর্ঘ্য তিন হাত এবং প্রস্থ দুই হাত, সেখানে তিন দিন অবস্থানের পর তাকে অপেক্ষাকৃত স্থানে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তার আহার ও সেবকের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে তিনি ঈদুল ফিত্‌রের রাত পর্যন্ত বন্দী থাকেন। এ সময় লোকজন যখন ঈদ উৎসবে ব্যস্ত তখন তাকে তার প্রকোষ্ঠের আলো প্রবেশের পথ দিয়ে একটি দড়ি ঝুলিয়ে দেয়া হয় এবং তিনি সেখান থেকে সরে পড়েন, কিন্তু একথা জানা অসম্ভব হয়নি তিনি কিভাবে সেখান থেকে বের হন এবং কোন ভূখণ্ডে গমন করেন। আর (এ বছরের) জুমাদাল উলা মাসের ১১ (এগার) তারিখ রবিবার ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম খুররমীদের যুদ্ধ থেকে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় তাঁর সাথে খুররমী অনেক যুদ্ধ বন্দী ছিল। এ যুদ্ধে একলক্ষ খুররমী যোদ্ধা নিহত হয়েছিল। এ বছরই খলীফা মু'তাসিম বিপুল সংখ্যক ফৌজসহ আজীফকে যুতীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন যারা কাফেলা লুণ্ঠন ও শস্যাদি ছিনতাইয়ের মাধ্যমে বসরা ভূখণ্ডে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। তিনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে নয় মাস সেখানে অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি তাদের পরাজিত করেন এবং তাদের অনিষ্ট দমন করেন এবং তাদের অধিকাংশকে ধ্বংস ও বরবাদ করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন উছমান নামক এক ব্যক্তি তাদের কর্তৃত্বাধিকারী ছিল, আর তার সাথে আরেকজন ছিল সামাল্লাক নামে। আর সেই ছিল কুচক্রী ও শয়তান। এরপর আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে তার ও তার অনিষ্ট থেকে স্বস্তি দান করেন। এছাড়া এবছর ইমাম আহমদের শায়খ সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ আল-হাশিমী, ইমাম শাফিঈর শাগরেদ ও মুসনাদ সংকলক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র আল-হুমায়দী, আলী ইব্‌ন আয়্যাশ, ইমাম বুখারীর শায়খ আবূ নুআয়ম আল-ফযল ইব্‌ন দাকীন এবং আবূ বাহ্‌হার আল-হিন্‌দী ইনতিকাল করেন।

২২০ হিজরীর আগমন

এ বছর আশুরার দিন আজীফ নৌপথে বাগদাদে প্রবেশ করেন। এ সময় তাঁর সাথে ছিল সাতাশ হাজার যুতী যাদেরকে তিনি নিরাপত্তা দিয়ে খলীফার কাছে নিয়ে আসেন। প্রথমে তাদেরকে বাগদাদের পূর্ব প্রান্তে অবস্থান করানো হয়। এরপর খলীফা তাদেরকে 'আয়নে রুমা'

অঞ্চলে নির্বাসিত করেন। এ সময় রোমকরা তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং তাদের হাত থেকে একজনও রেহাই পায়নি। আর এটা ছিল তাদের সর্বশেষ পরিণতি। এ বছরই খলীফা মু'তাসিম আফসীনকে যার নাম হায়দার ইব্ন কাওস বাবক আল-খুররমীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বিশাল এক ফৌজের কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। কেননা ইতিমধ্যে তার বিষয়টি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং তার শক্তিমত্তা ও দাপট বৃদ্ধি পায় এবং তার অনুসারীরা আযারবায়জান ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তার প্রথম উত্থান ঘটে দুইশ এক হিজরীতে। সে ছিল মহা-নাস্তিক ও সাক্ষাৎ শয়তান। তখন আফসীন রসদ যোগান, দুর্গ নির্মাণ এবং ফৌজের অগ্রযাত্রার পথ নির্ধারণ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে যুদ্ধ কৌশল নিপুণভাবে সম্পন্ন করার পর অগ্রসর হন। এসময় খলীফা মু'তাসিম তাঁর কাছে সৈন্যবাহিনী ও সমর্থকদের ব্যয়ভার বহনের জন্য বিপুল পরিমাণ সম্পদ প্রেরণ করেন। এরপর তিনি বাবকের মুখোমুখি হন এবং প্রচণ্ড লড়াইয়ে লিপ্ত হন। এ যুদ্ধে আফসীন বাবকের সমর্থক যোদ্ধাদের বিপুল সংখ্যককে হত্যা করেন, যার সংখ্যা এক লক্ষাধিক। এদিকে বাব্ক নিজে তার নিজ শহরে পলায়ন করে এবং সেখানে বিপর্যস্ত অবস্থায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এটা হল বাবকের প্রথম দুর্বলতা। এ ছাড়া তাদের দুজনার মাঝে আরও একাধিক লড়াই সংঘটিত হয়েছে যার আলোচনা বেশ দীর্ঘ। অবশ্য ইব্ন জারীর তাঁর সব উল্লেখ করেছেন।

এ বছর মু'তাসিম বাগদাদ থেকে বের হয়ে আল-কাতুল নামক স্থানে অবতরণ করেন এবং সেখানে বেশ কিছু দিন অবস্থান করেন। এছাড়া এ বছর মু'তাসিম বিশেষ মর্যাদা দানের পর ফায্ল ইব্ন মারওয়ানের প্রতি রুষ্ট হন এবং তাকে মন্ত্রিত্ব থেকে অপসারণ করেন এবং তার ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তাকে বন্দী করেন। এ সময় মু'তাসিম তার স্থলে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আয্-যায়াতকে নিয়োগ করেন। এছাড়া এ বছর বিগত বছরের হজ্জের আমীর সালিহ্ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ হজ্জ পরিচালনা করেন।

আর এ বছর আদম ইব্ন আবূ ইয়াস, আবদুল্লাহ্ ইব্ন রজা, আফ্ফান ইব্ন মাসলামা, বিশিষ্ট কারী কালূন এবং আবূ হুযায়ফা আল-হিন্দী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন।

২২১ হিজরীর সূচনা

এ বছর বড় বাগ্গা এবং বাবক্ এর মাঝে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে বাবক্ বাগ্গাকে পরাজিত করে এবং তার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমর্থককে হত্যা করে। এরপর আফসীন ও বাবক্ যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন আফসীন একাধিক দীর্ঘ লড়াইয়ের পর তাকে পরাজিত করেন এবং তার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমর্থক সহযোদ্ধাকে হত্যা করেন। ইব্ন জারীর যার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন আর এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন মক্কার নায়িব ও প্রশাসক মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ ইব্ন ইসা ইব্ন মূসা আল-সাব্বাসী।

এছাড়া এ বছর আরও যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন, আসিম ইব্ন আলী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম আল কা'নবী, আবদান এবং হিশাম ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ আররাযী।

২২২ হিজরীর আগমন

এ বছর খলীফা মু'তাসিম বাবকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আফসীনের সাহায্য স্বরূপ বহু সংখ্যক ফৌজ প্রেরণ করেন এবং সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁর কাছে তিন কোটি দিরহাম

প্রেরণ করেন। এরপর উভয় বাহিনী প্রচণ্ড লড়াইয়ে লিপ্ত হয় এবং সেনাপতি আফসীন, বাবকের শহর আলবায্ দখল করেন এবং তথাকার সবকিছু করায়ত্ত করেন। আর এটা ছিল রমযান মাসের ২০ (বিশ) তারিখ শুক্রবার। আর তা সম্ভব হয় দীর্ঘ অবরোধ, ভয়াবহ লড়াই, তীব্র মুকাবিলা ও প্রাণান্ত চেষ্টার পর। ইব্ন জারীর তা অত্যন্ত বিশদ ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। সার কথা এ সময় তিনি এই ভূখণ্ড জয় করেন এবং যথাসাধ্য সেখানকার সকল ধন-সম্পদ করায়ত্ত করেন।

বাবকের ধৃত হওয়ার আলোচনা

মুসলমানগণ তখন তার রাজধানী ও শক্তির উৎসভূমি বায্ নামক শহর দখল করে নেয়। তখন বাবক্ তার সন্তান ও স্বজনদের নিয়ে পলায়ন করে। এ সময় তার সাথে তার মতো ও স্ত্রীও ছিল। এদিকে ক্রমান্বয়ে তার সমর্থক সংখ্যা হ্রাস পেয়ে অল্প সংখ্যক মানুষের ক্ষুদ্র দলে পরিণত হয় এবং পথিমধ্যে তাদের খাদ্য ও রসদ ফুরিয়ে যায়। এ সময় তারা এক কৃষকের সাক্ষাৎ পায় তখন বাবক্ তার খাদিমের কাছে কিছু স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তার কাছে এই বলে পাঠায়– তাকে এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো দিয়ে তার রুটিগুলো নিয়ে আস। এ সময় ঐ কৃষকের সঙ্গী দূর থেকে বাবকের খাদিমকে তার থেকে রুটি নিতে দেখে ভাবে যে ঐ ব্যক্তি তার থেকে রুটি কেড়ে নিচ্ছে। তখন সে সে স্থানের একটি দুর্গে যায়– যেখানে সাহল ইব্ন সানবাত নামক খলীফার জনৈক নায়িব ছিলেন এবং তাঁর কাছে ঐ খাদিমের বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানায়। তখন তিনি (নায়িব) নিজেই সওয়ারীতে আরোহণ করে অগ্রসর হন এবং ঐ খাদিমের নাগাল পেয়ে যান। তিনি তাকে প্রশ্ন করেন, তোমার ব্যাপার কী ? তখন সে বলে, না তেমন কিছুই না। আমি তাকে কয়েকটি দীনার দিয়েছি এবং তার থেকে রুটি নিয়েছি। তখন তিনি বলেন, তোমার পরিচয় কী ? তখন সে তার কাছে নিজের পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি নাছোড়। তখন সে বলে, আমি হলাম বাবকের জনৈক খাদিম। তখন তিনি বলেন, সে কোথায় ? তখন সে বলে, ঐ তো ওখানে বসে আহারের জন্য অপেক্ষা করছেন। তখন সাহ্ল ইব্ন সানবাত তার কাছে যান– তিনি তখন তাকে দেখতে পান তখন বাহন থেকে নেমে তার হাত চুম্বন করেন এবং বলেন, জনাব ! আপনি কোথায় যেতে চান, তখন বাবক্ বলে, আমি রোমক ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে চাই। এ সময় সাহল বলেন, আপনি যার কাছে থাকেন তার আশ্রয় কি আমার এই দুর্গের চেয়ে সুরক্ষিত এমতাবস্থায় যে আমি আপনার খাদিম ও সেবক ? এভাবে তিনি তাকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হন এবং তাকে নিজের সাথে দুর্গে নিয়ে যান। তিনি তাকে সসম্মানে সেখানে অবস্থান করান এবং তার জন্য প্রচুর খরচাচিত্ত উপহার ইত্যাদি সরবরাহ করেন। এরপর তিনি তার বিষয়ে আমীর আফসীনকে লিখে জানান। তখন আফসীন তাকে গ্রেফতার করার জন্য দু'জন আমীরকে পাঠান যারা এসে ঐ দুর্গের কাছাকাছি অবস্থান গ্রহণ করে ইব্ন সানবাতকে তা পত্রের মাধ্যমে অবহিত করেন। তখন ইব্ন সানবাত তাঁদের উদ্দেশ্যে বলে পাঠান আমার পরবর্তী নির্দেশ তোমাদের কাছে পৌঁছা না পর্যন্ত তোমরা তোমাদের স্থানে অবস্থান কর। এরপর তিনি বাবক্কে বলেন, নিশ্চয় এই দুর্গে অবস্থানের কারণে আপনার মনে দুর্ভাবনা ও সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়েছে, আর আজকে আমি শিকারে বের হওয়ার সংকল্প করেছি, আমাদের সাথে থাকবে শিকারী বাজ ও কুকুরদল। আপনি যদি ভাল মনে করেন আপনার এই দুর্ভাবনা ও মানসিক সংকীর্ণতা দূর করার জন্য আমাদের সাথে বের হবেন তাহলে হতে পারেন। সে বলল, হ্যাঁ, এরপর তারা সকলে বের

হয় এবং ইব্ন সানবাত আমীরদ্বয়ের কাছে এই মর্মে বার্তা পাঠান, দিনের অমুক সময়ে তোমরা অমুক স্থানে থাকবে। এরপর তারা দু'জন (বাবক্ এবং সাহল ইব্ন সানবাত) উক্তস্থানে পৌছে তখন আমীরদ্বয় তাদের অধীনস্থ সিপাহীদের নিয়ে বাবক্‌কে ঘিরে ফেলেন আর ইব্ন সানবাত তখন পলায়ন করেন। এরপর তারা তখন তাকে দেখতে পায় তখন তার কাছে এসে তাকে বলে, তুমি তোমার বাহন থেকে নাম! বাবক তখন প্রশ্ন করেন তোমরা দু'জন কে ? তখন তারা বলে যে, তারা হল আফসীনের প্রেরিত দূত। তখন সে তার বাহন থেকে নামে, আর এসময় তার পরনে ছিল সাদা পশমী জুব্বা এবং (পায়ে) সংক্ষিপ্ত চামড়ার মোজা, আর হাতে ছিল শিকারী বাজ। এরপর সে ইব্ন সানবাতের দিকে ফিরে বলে, আল্লাহ্ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন ! কেন তুমি আমার কাছে তোমার ইচ্ছামাফিক অর্থ-সম্পদ চাওনি, এরা তোমাকে যা দিয়েছে আমি তোমাদেরকে তার চেয়ে বেশী দিতাম। এরপর তারা তাকে বাহনে আরোহণ করায় এবং আমীরদ্বয়ের সাথে তাকে আফসীনের কাছে নিয়ে যায়। এরা যখন আফসীনের নিকটবর্তী হয় তখন তিনি বেরিয়ে এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং লোকদের রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন। এরপর তিনি বাবক্‌কে বাহন থেকে নেমে পায়ে হেঁটে লোকদের মাঝে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন। তখন সে তাই করে। আর এটা ছিল, অতি স্মরণীয় একটি দিন। আর এ ঘটনা সংঘটিত হয় এ বছরের শাওয়াল মাসে। এরপর আফসীন তাকে নিজ হিফাযতে বন্দী করে রাখেন। এরপর এ বিষয়ে খলীফা মু'তাসিমের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। তখন খলীফা তাকে নির্দেশ দেন তাকে (বাবক) ও তার ভাইকে নিয়ে আসতে। উল্লেখ্য এ সময় আফশীন বাবকের ভাইকেও বন্দী করেন। বাবকের এই ভাইয়ের নাম ছিল আবদুল্লাহ্। (খলীফার নির্দেশ পালনার্থে) আমীর আফসীন তাদের দু'জনকে নিয়ে এ বছরের সমাপ্তিকালে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু তিনি তাদেরকে নিয়ে বাগদাদ পৌছার পূর্বেই বছর শেষ হয়ে যায়। আর এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন পূর্বোল্লিখিত আমীর যার আলোচনা বিগত বছরের আলোচনায় অতিবাহিত হয়েছে। এছাড়া এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন, আল হাকাম ইব্ন নাফি', উমর ইব্ন হাফস ইব্ন আয়্যাশ, মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সালিহ আল-ওয়াহাত্তী।

২২৩ হিজরীর আগমন

এ বছর সফর মাসের তিন তারিখে আমীর আফসীন বাবক্‌কে সঙ্গে নিয়ে 'সামিরা'-তে খলীফা মু'তাসিমের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তাঁর সাথে বাবকের ভাইও ছিল বিপুল সাজসজ্জাসহ। এদিকে মু'তাসিম তার পুত্র হারূন আল ওয়াছিককে নির্দেশ দেন আফসীনকে অভ্যর্থনা জানাতে। খলীফা মু'তাসিম বাবকের ব্যাপারে অতি গুরুত্ব আরোপের কারণে প্রতিদিন তার খবর তার কাছে পৌছত। বাবকের পৌছার দু'দিন পূর্বে খলীফা মু'তাসিম ডাক বিভাগের বাহনে আরোহণ করে বাবকের অজান্তে তার সাক্ষাতে প্রবেশ করেন এবং তাকে দর্শন করে ফিরে আসেন। এরপর যখন তার সাথে বাবকের সাক্ষাতের দিন উপস্থিত হয় তখন মু'তাসিম তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ সময় লোকজন দুই সারিতে দণ্ডায়মান হয়। এছাড়া তিনি বাবকের বিষয়টি প্রচার করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন তাকে হাতির পিঠে আরোহণ করাতে এবং রেশমী জুব্বা এবং বিশেষ ধরনের গোলাকার টুপি পরিধান করাতে। আর খলীফার নির্দেশে তারা

হাতিটিকে সেভাবে প্রস্তুত করে, তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মেহেদী রঞ্জিত করে এবং তাকে রেশমী কাপড় ও অন্যান্য বহু মূল্যবান পরিধেয় ও সজ্জাপোকরণ দ্বারা সুসজ্জিত করে। এ প্রসঙ্গে জনৈক কবি আবৃত্তি করেন ঃ

قَدْ خُضِبَ الْفِيْلُ كَعَادَاتِهِ + يَحْمِلُ شَيْطَانَ خُرَاسَانَ

হাতিটিকে মেহেদী রঞ্জিত করা হয়েছে তার প্রথামত; সে খুরাসানের শয়তানকে বহন করবে।

وَالْفِيْلُ لاَ تُخْضَبُ اَعْضَاؤُهُ + اِلاَّ لِذِيْ شَانٍ مِنْ الشَّأْنِ

আর 'অতি বিশেষ' কারও জন্যই হাতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মেহেদী রঞ্জিত করা হয়।

এরপর বাবক্‌কে যখন খলীফা মু'তাসিমের সামনে উপস্থিত করা হয় তখন তিনি তার হাত-পা কর্তনের, মাথা বিচ্ছিন্নকরণের এবং পেট চিরে ফেলার নির্দেশ দেন। তারপর তিনি তার কর্তিত মস্তক খুরাসানে নিয়ে যাওয়ার এবং ধড় সামিরাতে শূলবিদ্ধ করে রাখার নির্দেশ দেন। বাবককে যে রাতে হত্যা করা হয় সে রাতে সে মদপান করেছিল। আর তা ছিল এ বছরের রবীউল আখির মাসের তের তারিখ বৃহস্পতিবার রাত।

এই অভিশপ্ত ব্যক্তি তা বিশ বছরের প্রভাব প্রতিপত্তিকালে ২,৫৫,৫০০ (দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশ) লোককে হত্যা করে। ইব্‌ন জারীর তা বর্ণনা করেছেন। এছাড়া সে অগণিত মানুষকে বন্দী করে। তার বন্দীত্ব থেকে আফসীন যাদেরকে উদ্ধার করেন তাদের সংখ্যাই প্রায় ৭৬০০ (সাত হাজার ছয়শ জন)। এসময় আমীর আফসীন তার (বাবকের) সন্তানদের মধ্য থেকে সতেরজন পুরুষ এবং তার ও তার পুত্রদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে ২৩ তেইশজন সম্ভ্রান্ত নারীকে বন্দী করেন। (বর্ণিত আছে যে) অতি কুৎসিত আকৃতির এক বাঁদী মায়ের গর্ভে বাবকের জন্ম। পরবর্তীকালে তার সার্বিক অবস্থা তাকে সেখানে পৌঁছানোর সেখানে পৌঁছায়। তারপর বিপুল সংখ্যক মানুষ এবং বহু সংখ্যক নিম্ন শ্রেণীর লোকজন তার দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে তার অনিষ্ট ও অকল্যাণ থেকে স্বস্তি দান করেন।

মু'তাসিম যখন তাকে হত্যা করেন তখন আফসীনকে রাজকীয় মুকুট পরিয়ে দেন এবং দু'টি রত্নখচিত পদক দান করেন এবং তাকে নগদ দুই কোটি দিরহাম প্রদান করেন। এছাড়া তিনি তাঁকে সিন্ধু-অঞ্চলের কর্তৃত্ব অর্পণ করেন এবং কবিদের নির্দেশ দেন তাঁর সাক্ষাতে প্রবেশ করে তাঁর প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করতে। কেননা (বাবক্‌কে হত্যা করে) তিনি মুসলমানদের বিরাট কল্যাণ সাধন করেন এবং তাঁর বায্ নামক শহর তছনছ করে তা বিরান প্রান্তর বানিয়ে ফেলেন। তখন কবিরা এ বিষয়ে অনেক উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করেন। এঁদের অন্যতম হলেন আবূ তাম্মাম। ইব্‌ন জারীর তাঁর সম্পূর্ণ কবিতা উল্লেখ করেছেন, নিম্নে তা প্রদত্ত হল–

بَذَّ الْجَلاَدُ الْبَذَّ فَهُوَ دَفِيْنُ + مَا اِنْ بِهَا اِلاَّ الْوَحُوْشَ قَطِيْنُ

জাল্লাদ (তার) শহরকে পদানত করেছে ফলে সে আজ মৃত্যুপুরী। সেখানে আজ শুধু শ্বাপদকুলের বাস।

لَمْ يَقْرِ هَذَا السَّيْفُ هٰذَا الصَّبْرَ فِى + هَيْجَاءَ اِلاَّ عَزَّ هٰذَا الدَّيْنُ

যখনই কোন যুদ্ধে এই তরবারি এই ধৈর্য-সঞ্চয় করেছে তখনই এই দীনের বিজয় ঘটেছে।

قَدْ كَانَ عُزْرَةَ سَوْدَدٍ فَافْتَضَّهَا + بِالسَّيْفِ فَحْلُ الْمَشْرِقِ الاَشِيْنُ

তা (বায্ শহর) ছিল (বাবকের) নেতৃত্বের সতীচ্ছদ যা পূর্বাঞ্চলের বীর্যবান আফসীন তরবারি দ্বারা ছিন্ন করেছেন।

فَاَعَادَهَا تَعْوِى الثَّعَالِبُ وَسْطَهَا + وَلَقَدْ تُرٰى بِالاَمْسِ وَهِىَ عَرِيْنُ

তিনি তাকে এমন অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন যে তার মধ্যস্থলে শেয়ালের ডাক শোনা যায় অথচ গতকালও তা ছিল সিংহ নিবাস।

هَطَلَتْ عَلَيْهَا مِنْ جَمَاجِمِ اَهْلِهَا + دِيَمٌ اِمَارَتُهَا طَلًّى وَشُؤُوْنُ

তার অধিবাসীদের খুলি থেকে তার উপর প্রবল বর্ষণ হয়েছে যার চিহ্ন হল সেই রক্তের প্রবাহ পথসমূহ।

كَانَتْ مِنَ الْمُهْجَاتِ قَبْلَ مَفَازَةٍ + عُسْرًا فَاَضْحَتْ وَهِىَ مِنْهُ مَعِيْنُ

বিজয়ের পূবে তা ছিল পাষাণ ও নিষ্ফলা আর এখন তা পরিণত হয়েছে তার ঝরণাধারায়।

এ বছর অর্থাৎ দুইশ তেইশ হিজরীতে সম্রাট তুফায়ল ইব্ন মীখাইল মালতিয়া ও তার সংলগ্ন এলাকাসমূহের মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিরাট যুদ্ধের অবতারণা করে। এ যুদ্ধে সে বহু সংখ্যক মুসলমান হত্যা করে এবং অগণিত মুসলমানকে বন্দী করে। তার বন্দীদের মধ্যে ছিল এক হাজার মুসলিম নারী। তার হাতে বন্দী মুসলমানদের নাক-কান কেটে এবং দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে সে অঙ্গ বিকৃতি ঘটায়। আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করুন। আর তার এই আক্রমণের কারণ ছিল নিম্নরূপ। বাবককে যখন বায্ শহরে সেনা বেষ্টিত করা হয় এবং তার চারপাশ মুসলিম ফৌজ সমবেত হয়, সে তখন রোম সম্রাটকে এই মর্মে পত্র প্রেরণ করে– আরবের খলীফা (এই মুহূর্তে) তার অধিকাংশ ফৌজ আমার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছেন। সীমান্ত রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সেনা এখন তার সীমান্তে নেই। সুতরাং আপনি যদি বিজয় ও গনীমতে লাভ করতে চান তাহলে আপনার সাম্রাজ্য সংলগ্ন ভূখণ্ডের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে তা দখল করে নিন, কেননা, তা থেকে আপনাকে বাধা দেয়ার কেউ নেই। তখন তুফায়ল এক লক্ষ সৈন্যসহ অগ্রসর হয় এবং তার সাথে মাহমারাগণ মিলিত হয় যারা পার্বত্য অঞ্চলে ইতিপূর্বে বিদ্রোহ করে এবং ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুসআব তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। কিন্তু তাদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হননি, কেননা তারা ঐ সকল পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। এরপর যখন রোম সম্রাট আগমন করে, তখন তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার সাথে মিলিত হয়। এরপর এই সম্মিলিত বাহিনী যখন মালতিয়া পৌছে তখন তারা সেখানকার বহু সংখ্যক অধিবাসীকে হত্যা করে এবং তাদের নারীদেরকে বন্দী করে।

এ সংবাদ যখন খলীফা মু'তাসিমের কাছে পৌছে তখন তিনি (মুসলমানদের এই বিপদে) অত্যন্ত বিচলিত হন এবং তাঁর প্রাসাদে যুদ্ধে যাত্রার উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা দেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি উঠে ফৌজ প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। এ সময় তিনি কাযী এবং সাক্ষীদের ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে এই মর্মে সাক্ষী রাখেন যে, তিনি যে ভূ-সম্পত্তির মালিক তার এক-তৃতীয়াংশ হল দান,

এক-তৃতীয়াংশ হল তার সন্তান-সন্ততির এবং অপর এক-তৃতীয়াংশ হল তার মাওলা বা আযাদকৃত দাস-দাসীর। এরপর তিনি বাগদাদ থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং জুমাদাল উলা মাসের দুই তারিখ রবিবার– দজলা নদীর পশ্চিম প্রান্তে সৈন্য সমাবেশ ঘটান এবং তার অগ্রবর্তী বাহিনীরূপে আজীফকে একদল আমীর-উমারা ও সৈন্যসহ যাবতারাবাসীদের সহযোগিতার জন্য পাঠান। তারা দ্রুত অগ্রসর হয়ে দেখেন রোম সম্রাট তার কুকর্ম সম্পন্ন করে নিজ দেশে সটকে পড়েছে এবং পরিস্থিতি তখন আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে এবং তার ক্ষতি পুষিয়ে উঠা আর সম্ভব নয়। তখন তারা সংঘটিত বিষয় সম্পর্কে খলীফাকে অবহিত করার জন্য তার কাছে ফিরে আসেন। খলীফা তখন তাঁর আমীরদের প্রশ্ন করেন, রোমকদের কোন শহর সবচেয়ে দুর্ভেদ্য। তাঁরা বললেন, আমূরিয়া। ইসলামের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত কেউ তা আক্রমণ করেননি এবং এ শহর তাদের কাছে ইস্তাম্বুলের চেয়ে অধিক সম্মানিত।

খলীফা মু'তাসিমের হাতে আমূরিয়া জয়

খলীফা মু'তাসিম তখন বাবক্‌কে হত্যা এবং তার শহর জয় সম্পন্ন করেন, তখন তিনি তাঁর ফৌজসমূহ নিজের কাছে তলব করে পাঠান এবং এমন বিপুল যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুত করেন যা তার পূর্বে কোন খলীফা করেননি। এ সময় তিনি এত পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ, বোমা, উট, মশক, বাহন, জ্বালানী তেল, ঘোড়া ও খচ্চর সাথে নেন যে ইতিপূর্বে তা কেউ শোনেনি। আর তিনি পর্বতসম ফৌজী বহর নিয়ে আমূরিয়ার দিকে অগ্রসর হন। এ সময় তিনি আফসীন হায়দার ইব্‌ন কাওসকে প্রেরণ করেন 'সারূজ' প্রান্ত থেকে এবং এমন ব্যাপক ভাবে তার ফৌজকে প্রস্তুত করেন যা কেউ কখনও শোনেনি। তিনি যুদ্ধে পারদর্শী আমীরদেরকে তার অগ্রভাগে প্রেরণ করেন। এরপর তিনি তারসূসের নিকটবর্তী লাসা নদীর তীরে এসে পৌঁছেন। আর তখন ছিল এ বছরের রজব মাস। এদিকে রোম সম্রাটও তার বাহিনী নিয়ে খলীফা মু'তাসিম অভিমুখে রওনা হন। এরপর তারা একে অন্যের নিকটবর্তী হন এমনকি উভয় বাহিনীর মাঝে মাত্র 'চার ফারসাখ' পরিমাণ দূরত্ব থাকে। আর আফসীন অন্যদিক দিয়ে রোমক ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন এবং তাঁর বাহিনী রোম সম্রাটের পশ্চাদভাগে এসে পৌঁছে ফলে রোম সম্রাট উভয় সংকটে পতিত হন। তা হল তিনি যদি খলীফার মুকাবিলায় অগ্রসর হন তাহলে আফসীন পশ্চাদ দিক থেকে আক্রমণ করবেন। তখন তিনি উভয় শত্রুবাহিনীর মাঝে থেকে ধ্বংস হবেন। আর যদি তিনি যে কোন এক বাহিনীর দিকে মনোনিবেশ করেন তা হলেও অন্যটি তাকে পশ্চাদ দিক থেকে আক্রমণ করবে। পরিশেষে তিনি আফসীনের নিকটবর্তী হন। আর রোম সম্রাট তাঁর ফৌজের অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আফসীনের দিকে অগ্রসর হন এবং তিনি তার জনৈক নিকট আত্মীয়কে অবশিষ্ট ফৌজে তাঁর স্থলবর্তী নিয়োগ করেন। তারপর এ বছরের শা'বান মাসের পঁচিশ তারিখ বৃহস্পতিবার উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধে আফসীন শেষ পর্যায়ে অবিচলতার পরিচয় দেন এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোমক সৈন্যকে হতাহত করেন এবং রোম সম্রাটদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। এ সময় রোম সম্রাটের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, তাঁর অবশিষ্ট বাহিনী তার স্থলবর্তী নিকট আত্মীয়কে ত্যাগ করে বিশৃঙ্খল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন তিনি দ্রুত ফিরে আসেন কিন্তু এসে দেখেন সেখানে ফৌজী ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত। তখন তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তার নিকট আত্মীয়ের গর্দান উড়িয়ে দেন। এসব সংবাদ যখন খলীফা মু'তাসিমের কাছে পৌঁছে তখন তিনি আনন্দিত হন এবং তৎক্ষণাৎ রওয়ানা

হয়ে আঙ্কারায় এসে উপস্থিত হন। এদিকে আফসীন তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হন। তাঁরা সেখানে পৌছে দেখতে পান যে, তার অধিবাসীরা সেখান থেকে পলায়ন করেছে। ফলে তারা সেখানে খাদ্য ও রসদ লাভ করে তা দ্বারা বাড়তি শক্তি অর্জন করেন।

তারপর খলীফা মু'তাসিম তাঁর ফৌজকে তিনভাগে বিভক্ত করেন, দক্ষিণ বাহুর দায়িত্ব অর্পণ করেন আফসীনকে, বাম বাহুর দায়িত্ব অর্পণ করেন আশনাসকে আর তিনি নিজে মধ্যবর্তী বাহিনীর পরিচালন-দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রত্যেক বাহিনীর মাঝে 'দুই ফারসাখ' পরিমাণ দূরত্ব ছিল। এছাড়া তিনি আফসীন এবং আশনাস উভয় সেনাপতিকে নির্দেশ দেন যে, তারা তাদের বাহিনীকে দক্ষিণ প্রান্ত, বাম প্রান্ত মধ্যবর্তী, অগ্রবর্তী ও পশ্চাদবর্তী এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করবে এবং চলার পথে যে বসতি ও জনপদ তারা অতিক্রম করবে তা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বিরান করবে এবং তার অধিবাসীদেরকে বন্দী করবে এবং সম্ভাব্য সকল গনীমত হাসিল করবে। এভাবে তিনি তাদেরকে নিয়ে আমূরিয়ার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। আর এ জনপদ ও আঙ্কারার মাঝে ছিল সাত মারহালা বা সাত দিনের দূরত্ব। মূল বাহিনীর বাম বাহুর সেনাপতি আশনাস তাঁর ফৌজ নিয়ে এ বছরের রমযান মাসের পাঁচ তারিখ বৃহস্পতিবার পূর্বাহ্নে সর্বপ্রথম সেখানে পৌছেন। এরপর তিনি এর চতুর্দিক একবার প্রদক্ষিণ করে তার দু'মাইল দূরবর্তী একটি স্থানে শিবির স্থাপন করেন। এরপর শুক্রবার সকালে খলীফা মু'তাসিম সেখানে পৌছেন। তিনিও শহরটি একবার প্রদক্ষিণ করে তার নিকটবর্তী একটি স্থানে শিবির স্থাপন করেন। এদিকে আমূরিয়াবাসীরা সুদৃঢ় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং তার দুর্গ চূড়াসমূহ যোদ্ধা ও অস্ত্র দ্বারা পূর্ণ করে ফেলে। আর আমূরিয়া ছিল দুর্ভেদ্য নগর প্রাচীর এবং বহু সংখ্যক বিশালকায় দর্গ বিশিষ্ট এক বিশাল শহর। খলীফা মু'তাসিম তার সেনাপতিদের মাঝে এই দুর্গগুলো বণ্টন করে দেন। তখন প্রত্যেক সেনাপতি ঐস্থান বরাবর অবস্থান গ্রহণ করেন যা মু'তাসিম তাঁর জন্য নির্ধারণ করেন। আর মু'তাসিম নিজে সেখানকার একটি নির্দেশিত স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানে অবস্থানরত জনৈক মুসলমান তাঁকে এই স্থান নির্দেশ করে। এই ব্যক্তি আমূরিয়াবাসীদের কাছে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। এরপর সে যখন স্বয়ং আমীরুল মু'মিনীনকে দেখতে পায় তখন ইসলামের দিকে ফিরে আসে। সেখান থেকে বের হয়ে সে খলীফার কাছে এসে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাকে নগর প্রাচীরের এমন একটি দুর্বল অংশের কথা জানায় যা ইতিপূর্বে বন্যায় ধসে পড়েছিল, এরপর তেমন কোন ভিত্তি ছাড়া দুর্বলভাবে তা পুণনির্মান করা হয়। এসময় খলীফা মু'তাসিম আমূরিয়ার চারপাশে মিনজানিক বা প্রস্তর নিক্ষেপণ যন্ত্রসমূহ স্থাপন করেন। এরপর (মিনজানিকের আঘাতে) সর্বপ্রথম ঐ স্থানটিই ধসে পড়ে যার সন্ধান দিয়েছিল ঐ বন্দী ব্যক্তি। তখন শহরবাসীরা দ্রুত সেই অংশ বড় বড় কাঠের গুঁড়ি ফেলে বন্ধ করে। এদিকে মিনজানিক ক্রমাগত সে স্থানে আঘাত করতে থাকে। এ সময় পাথরের আঘাতের তীব্রতা প্রতিহত করার জন্য তারা সেস্থান জিন বা গদিসমূহের স্তূপ গড়ে তোলে, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয় না এবং শেষপর্যন্ত সেই দিক থেকে নগর প্রাচীর ধসে পড়ে, সে স্থান অরক্ষিত হয়ে পড়ে। তখন শহর প্রশাসক রোমসম্রাটকে তা জানিয়ে পত্রপ্রেরণ করে। নিজ সম্প্রদায়ের দুই তরুণের কাছে সে এই পত্র অর্পণ করে। এরা দু'জন যখন পথিমধ্যে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করে তখন মুসলমানদের কাছে তাদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তারা তাদেরকে প্রশ্ন করে- তোমরা কাদের লোক ? তখন তারা বলে অমুক ব্যক্তির- এ সময় তারা জনৈক মুসলিম

সেনাপতির নাম উল্লেখ করে। এরপর তাদেরকে মু'তাসিমের কাছে উপস্থিত করা হয়। তিনি তাদেরকে প্রকৃত পরিচয় প্রকাশে বাধ্য করেন। তখন দেখা গেল তাদের কাছে রয়েছে আমূরিয়্য প্রশাসক মানাতিসের পত্র রোম সম্রাট বরাবর। পত্রে সে তাকে মুসলমানদের অবরোধ সম্পর্কে অবহিত করেছে এবং একথাও অবহিত করেছে যে, সে নগর দ্বারসমূহ দিয়ে তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে অকস্মাৎ বের হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, ফলাফল যাই হোক না কেন। খলীফা মু'তাসিম যখন এই বিষয় অবগত হন তখন যুবকদ্বয়ের তলব করে পাঠান এবং তাদেরকে তার মূল্যবান পরিধেয় দান করেন এবং যুবকদ্বয়ের প্রত্যেককে একটি করে স্বর্ণমুদ্রার থলে প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন। তৎক্ষণাৎ তারা ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর খলীফার নির্দেশে সেই মূল্যবান পোশাক পরিহিত অবস্থায় তাদেরকে শহরের চারপাশ প্রদক্ষিণ করানো হয় এবং তাদেরকে মানাতিসের দুর্গের নিচে থামিয়ে তাদের উপর সেই মূল্যবান পোশাক ও রৌপ্যমুদ্রা ছড়িয়ে দেয়া হয়, এসময় তাদের সাথে ঐ পত্রটিও ছিল যা মানাতিস রোম সম্রাট বরাবর লিখেছিল। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে রোমকরা তাদের দু'জনকে অভিসম্পাত করতে এবং গালি দিতে থাকে। এরপর খলীফা মু'তাসিম রোমকদের অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কায় প্রহরা, সতর্কতা ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে নবায়নের নির্দেশ প্রদান করেন। এভাবে রোমকরা বিচলিত হয়ে পড়ে এবং মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধে অবরোধ তীব্রতর করে। এছাড়া মু'তাসিম এসময় মিনজানিক, দাব্বাবা[১] ও অন্যান্য যুদ্ধ উপকরণের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। তিনি যখন আমূরিয়্যার চতুর্পাশ্বের পরিখার গভীরতা এবং নগর প্রাচীরের উচ্চতা প্রত্যক্ষ করেন তখন নগর প্রাচীরের মুকাবিলার জন্য মিনজানিক কাজে লাগান। এই অভিযানে পথিমধ্যে তিনি বিপুলসংখ্যক মেষ ও ছাগল লাভ করেন, এরপর তিনি যোদ্ধাদের মাঝে তা বণ্টন করে দেন এবং প্রত্যেককে একটি একটি করে মেষ ভক্ষণ করে তার চামড়া মাটিতে পূর্ণ করে সেই পরিখায় নিক্ষেপ করতে। তখন সকলে তাই করে, ফলে নিক্ষিপ্ত মেষ চামড়ার মাটিতে পরিখা পূর্ণ হয়ে মাটির সমান হয়ে যায়। এরপর তাঁর নির্দেশে তার উপর পুনরায় মাটি ফেলা হলে তা চলাচলের উপযোগী পথে পরিণত হয়। এরপর তিনি সে স্থানে "দাব্বাবা' স্থাপনের নির্দেশ দেন কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর প্রয়োজন পূরণ করে দেন। মুসলিম বাহিনী যখন মেরামতকৃত ঐ পুলের উপর অবস্থানরত তখনই মিনজানিকের আঘাতে নগরপ্রাচীরের দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত অংশ ধসে পড়ে। তারপর দুই দুর্গচূড়ার মধ্যবর্তী প্রাচীর যখন ধসে পড়ে তখন লোকজন পতনের ভয়াবহ শব্দ শুনতে পায়। তখন যারা তা দেখেনি তারা ধারণা করে যে রোমকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অতর্কিত আক্রমণ করেছে। এই ভুল ধারণা দূর করার জন্য খলীফা মু'তাসিম ঘোষক প্রেরণ করেন, (যে লোকদের মাঝে ঘোষণা করতে থাকে) এটা হল নগর প্রাচীর ধসে পড়ার শব্দ। তখন মুসলমানরা এ তথ্য জেনে অত্যন্ত খুশী হয়। কিন্তু নগরপ্রাচীরের সেই ভগ্নাংশ অশ্বারোহী ও পদাতিক যোদ্ধাদের প্রবেশের জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল না। এদিকে অবরোধ তীব্রতর হয় আর রোমকরা নগর প্রাচীরের প্রত্যেক বুর্জ (পিলার, থাম)-এ একজন সেনাপতিকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করে। এসময় নগর প্রাচীরের ভগ্নাংশের দায়িত্বে নিয়োজিত সেনাপতি তার বিরুদ্ধে গৃহীত অবরোধ মুকাবিলায় দুর্বলতা অনুভব করে। তখন সে মানাতিসের কাছে গিয়ে 'সাহায্য' প্রার্থনা করে। কিন্তু কোন রোম সেনাপতি তাকে

---

১. যুদ্ধপোকরণ বিশেষ যা বর্তমান ট্যাংকের আদি সংস্করণ।

সাহায্য করতে সম্মত হয়নি। তারা বলে, আমাদের দায়িত্বে যার রক্ষণাবেক্ষণ ন্যস্ত করা হয়েছে আমরা তা ত্যাগ করতে পারি না।

এই ব্যক্তি যখন তাদের সাহায্যের ব্যাপারে নিরাশ হয় সে তখন খলীফা মু'তাসিমের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায়। সে যখন খলীফার কাছে পৌঁছে তখন খলীফা মুসলিম বাহিনীকে সেই অরক্ষিত যোদ্ধাশূন্য স্থান দিয়ে শহরে প্রবেশের নির্দেশ প্রদান করেন। তখন মুসলিম অশ্বারোহিগণ সেদিকে অগ্রসর হয় আর রোমক যোদ্ধারা সেদিকে ইঙ্গিত করতে থাকে কিন্তু কোন প্রতিরোধে সক্ষম হয় না। মুসলিম যোদ্ধারা তাদের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করে অগ্রসর হতে থাকে। এরপর শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তারা জোরপূর্বক শহরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। এ সময় একের পর এক মুসলিম সৈন্যরা তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে সেদিকে অগ্রসর হয় আর রোমক যোদ্ধারা তাদের প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, তখন মুসলমান যোদ্ধারা তাদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করতে থাকে। তারা তাদেরকে এক বিশাল গির্জায় সমবেত করে এবং জোরপূর্বক তা উন্মুক্ত করে। তারপর সেখান অবস্থানরতদের হত্যা করে এবং তাদেরকে ভিতরে রেখে গির্জার দরজায় আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে গির্জাটি পুড়ে যায় এবং তাদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত জ্বলন্ত দগ্ধ হয়। এরপর আমূরিয়্যা শহরে শহর প্রশাসক মানাতিসের স্থানব্যতীত আর কোন সুরক্ষিত স্থান ছিল না। আর সে আশ্রয় নেয় একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে। এসময় খলীফা মু'তাসিম তার অশ্বে আরোহণ করে ঐ দুর্গ বরাবর এসে থামেন যেখানে মানাতিসের অবস্থান। তখন জনৈক ঘোষক তাকে আহ্বান করে বলে ! হতভাগা মানাতিস ! এই দেখ স্বয়ং আমীরুল মু'মিনীন তোমার বরাবর উপস্থিত হয়েছেন। তখন তারা দুবার একথা বলে, এখানে মানাতিস নেই। এমতবস্থায় মু'তাসিম ক্রুদ্ধ হয়ে সেস্থান ত্যাগ করতে উদ্যত হন। তখন মানাতিস নিজেই বলে উঠে এই যে মানাতিস, এই যে মানাতিস, তখন খলীফা ফিরে আসেন। এরপর দুর্গে সিড়ি স্থাপন করা হয় এবং দূতগণ তাতে আরোহণ করে তার কাছে গিয়ে বলেন, হতভাগা ! আমীরুল মু'মিনীনের হুকুম মেনে নেমে আস। কিন্তু প্রথমে সে বিরত থাকে এরপর তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে নেমে আসে। তখন তার গর্দানে তরবারি রেখে তাকে মু'তাসিমের সামনে দাঁড় করানো হয়। এসময় খলীফা তার মাথায় চাবুক দিয়ে আঘাত করেন। এরপর তিনি নির্দেশ দেন তাকে খলীফার অবস্থানস্থল পর্যন্ত অপদস্থ অবস্থায় হেঁটে যেতে। তারপর তাকে সেখানে বেঁধে রাখা হয়। এই যুদ্ধাভিযানে মুসলমানগণ আমূরিয়্যা থেকে বিপুল ও বর্ণনাতীত পরিমাণ ধন-সম্পদ লাভ করেন। যতটুকু সম্ভব তারা বহন করে নিয়ে যান। আর খলীফা মু'তাসিম অবশিষ্ট ধন-সম্পদ এবং সেখানে বিদ্যমান মিনজানিক ও অন্য সকল যুদ্ধাপোকরণ জ্বালিয়ে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন যাতে রোমকরা তার কোন কিছু দ্বারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শক্তি অর্জন করতে না পারে। এরপর খলীফা মু'তাসিম এই বছরের শাওয়াল মাসের শেষে তারসূসের দিকে ফিরে আসেন। আর আমূরিয়াতে তাঁর অবস্থানকাল ছিল পঁচিশ দিন।

আব্বাস ইব্‌ন মা'মূনের হত্যাকাণ্ড

আমূরিয়া অভিযানে আব্বাস তাঁর পিতৃব্য মু'তাসিমের সাথে ছিলেন। আর ইতিপূর্বে তাঁর পিতা মা'মূন যখন তারসূসে মৃত্যুবরণ করেন তখন খিলাফতের কর্তৃত্ব গ্রহণ না করার জন্য আজীফ ইব্‌ন আনবাসা তাঁকে লজ্জা দেয় এবং তাঁর পিতৃব্য মু'তাসিমের হাতে বায়আত করার

কারণে তাঁকে ভর্ৎসনা করে। আর এই ব্যাপারে আজীফ সর্বক্ষণ তাঁর পিছে লেগে থাকে। অবশেষে তিনি তাঁর পিতৃব্যকে হত্যা করা এবং নিজের অনুকূলে আমীরদের থেকে বায়আত গ্রহণের ব্যাপারে তার আহ্বানে সাড়া দেন। এ উদ্দেশ্যে আব্বাস তাঁর জনৈক ঘনিষ্ঠ বন্ধু হারিছ আস-সমরকান্দী নামক এক ব্যক্তিকে প্রস্তুত করেন। সে তখন গোপনে একদল আমীর থেকে আব্বাসের অনুকূলে বায়আত গ্রহণ করে এবং তাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করে এবং তাদেরকে অবহিত করে যে আব্বাস তাঁর পিতৃব্যকে হত্যা করবেন। এরপর মুসলিম ফৌজ যখন প্রথমত আঙ্কারা এবং সেখান থেকে আমূরিয়ার অভিমুখে রোমক ভূখণ্ডের গিরিপথে তখন আজীফ আব্বাসকে পরামর্শ দেয় তার পিতৃব্যকে এই গিরিপথে হত্যা করে তার অনুকূলে বায়আত গ্রহণের পর বাগদাদে ফিরে যেতে। তখন আব্বাস বলেন, লোকদের এই যুদ্ধাভিযানকে আমি নষ্ট করতে চাই না। এরপর যখন মুসলমানগণ আমূরিয়া জয় করেন এবং লোকজন গনীমত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন আজীফ পুনরায় তাঁকে পিতৃব্য হত্যার পরামর্শ দেয়। তখন তিনি তাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, ফৌজের প্রত্যাবর্তনকালে গিরিপথে তিনি পিতৃব্য মু'তাসিমকে হত্যা করবেন।

এদিকে প্রত্যাবর্তনকালে খলীফা মু'তাসিম বিষয়টি আঁচ করতে পারেন। তখন তিনি আব্বাসকে সর্বক্ষণিক হিফাযত ও প্রহরায় রাখার নির্দেশ দেন এবং দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে দূরদর্শিতার সাথে বিষয়টি নিয়ে অগ্রসর হন। প্রথমে তিনি হারিছ সমরকন্দীকে ডেকে পাঠান এবং তার কাছে বিষয়টির সত্যতার স্বীকৃতি চান, তখন সে তাঁর সামনে সম্পূর্ণ বিষয়টি স্বীকার করে এবং একথাও স্বীকার করে যে, সে আব্বাস ইব্‌ন মামূনের অনুকূলে একদল আমীর থেকে বায়আত গ্রহণ করেছে। এসময় সে সকল আমীরদের নামও তাঁর কাছে উল্লেখ করে। তখন মু'তাসিম তাদের সংখ্যা অধিক দেখতে পান এবং ভ্রাতুষ্পুত্র আব্বাসকে ডেকে পাঠিয়ে বন্দী করেন। এ সময় তিনি তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং তাকে অপমানিত করেন। তারপর তিনি এমনভাব প্রকাশ করেন যে, তিনি যেন তার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন তিনি তাকে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করে দেন। এরপর রাতের বেলা তিনি তাকে তার পান-আসরে ডেকে পাঠান এবং তাকে নির্জনে পান করিয়ে তার পরিকল্পিত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন আব্বাস তাকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে, প্রকৃত ঘটনা খুলে বলে। খলীফা দেখতে পান বিষয়টি হুবহু তেমনই যেমন হারিছ সমরকন্দী উল্লেখ করেছে। এরপর সকাল বেলা তিনি হারিছকে পুনরায় ডেকে পাঠান এবং নির্জনে তার সাথে সাক্ষাত করে তাকে দ্বিতীয়বার বিষয়টি জিজ্ঞাসা করেন। তখন হারিছ তাঁকে প্রথম যেমন বলেছিল তেমনই বলে। তখন তিনি বলেন, দুর্ভাগ্য তোমার ! আমি তার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম, কিন্তু এই ঘটনায় আমার সাথে তোমার সত্য বলার কারণে আমি তার কোন উপায় পেলাম না। তারপর মু'তাসিমের নির্দেশে তার ভ্রাতুষ্পুত্র আব্বাসকে বন্দী করে আমীর আফসীনের হাতে তুলে দেয়া হয় এবং তার নির্দেশে আজীফ এবং অন্য আমীরদেরকে সার্বক্ষণিক হিফাযতে রাখা হয়। তারপর তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি প্রদান করা হয়। ফলে তাদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় হত্যা করা হয়। আব্বাস ইব্‌ন মা'মূন মানবাযে মৃত্যুবরণ করলে তাকে সেখানেই দাফন করা হয়। তার মৃত্যুর কারণ ছিল নিম্নরূপ প্রথমত তাকে ভীষণভাবে ক্ষুধার্ত করা হয়, তারপর তার কাছে প্রচুর পরিমাণ খাবার আনা হয়, তখন তিনি তা থেকে খাওয়ার পর পানি পান করতে চান কিন্তু তাকে পানি দেয়া হয় না, ফলে তিনি পিপাসায়

মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়া মু'তাসিম তাকে (জুমুআর নামাযের খতীবকে) মিম্বরে দাঁড়িয়ে অভিশাপ করার নির্দেশ দেন এবং তাকে অভিশপ্ত বলে চিহ্নিত করেন। এসময় তিনি মা'মূনের পুত্রদের একটি দলকেও হত্যা করেন।

এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদ। এছাড়া এবছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন, তাঁদের অন্যতম হলেন বাবক আল-খুররমী। তাকে হত্যা করার পর শূলবিদ্ধ করা হয় যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এছাড়া এঁদের মধ্যে রয়েছেন খালিদ ইব্‌ন খাররাশ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালিহ যিনি লায়ছ ইব্‌ন সা'দের কাতিব, মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান আল-আওফী এবং মূসা ইব্‌ন ইসমাইল।

২২৪ হিজরীর সূচনা

এ বছর তাবরিস্তানে মায্‌ইয়ার ইব্‌ন কারিন ইব্‌ন ইয়ায্‌দাহারমায নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহ করে। এই ব্যক্তি খুরাসানের প্রশাসক আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন তাহির ইবনুল হুসায়নের নিকট খারাজ-কর আদায়ে অসম্মত ছিল বরং সে সরাসরি খলীফার কাছে তা প্রেরণ করত। আর খলীফা তার থেকে তা গ্রহণ করার জন্য এমন কাউকে প্রেরণ করতেন যে কোন শহর পর্যন্ত তার বহন-তত্ত্বাবধান করত এরপর ইব্‌ন তাহিরের কাছে তা সমর্পণ করত। এরপর তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে এবং সে ঐ সকল অঞ্চলে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং খলীফা মু'তাসিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আর মায্‌ইয়ার নামক এই ব্যক্তি ইতিপূর্বে বাবক খুররমীর সাথে পত্র যোগাযোগ করত এবং তাকে সহযোগিতার আশ্বাস দিত। অবশ্য একথাও বলা হয় যে মায্‌ইয়ারকে এ বিষয়ে মদদ যোগায় আমীর আফসীন যেন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন তাহির তার মুকাবিলায় অক্ষম হন এবং তার স্থলে খলীফা তাকে খুরাসান অঞ্চলের প্রশাসক নিয়োগ করেন।

এই বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে খলীফা তখন এক বিশাল বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করে ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীমের ভ্রাতা মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুসআবকে প্রেরণ করেন। এসময় উভয় বাহিনীর মাঝে দীর্ঘ লড়াই ও যুদ্ধ সংঘটিত হয় যার সবগুলো ইব্‌ন জারীর উল্লেখ করেছেন। পরিশেষে মায্‌ইয়ারকে বন্দী করে ইব্‌ন তাহিরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন তিনি তাকে ঐসকল পত্রের কথা স্বীকার করতে বলেন যা আফসীন তার কাছে প্রেরণ করেছিল এবং সে তা স্বীকার করে। এরপর ইব্‌ন তাহির তাকে মু'তাসিমের কাছে প্রেরণ করেন তার সাথে ঐ সকল ধন-সম্পদসহ যা খলীফার জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছিল- আর তা ছিল বিপুল সংখ্যক মূল্যবান রত্ন, স্বর্ণ ও পরিধেয় কাপড় তাকে যখন খলীফার সামনে দাঁড় করানো হয় তখন তিনি তাকে তার কাছে লিখিত আফসীনের পত্রাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু সে তা অস্বীকার করে। তখন খলীফার নির্দেশে তাকে চাবুক দ্বারা প্রহার করা হয় ফলে সে মৃত্যুবরণ করে, তারপর তাকে বাগদাদের সেতুর উপর বাব্‌ক খুররমীর পাশে শূলবিদ্ধ করে রাখা হয়। এ সময় তার বিশিষ্ট সহযোগী ও সমর্থকদেরও হত্যা করা হয়।

এছাড়া এবছর হাসান ইব্‌ন আফসীন আতরাজাহ বিন্‌ত আশনাসকে বিবাহ করেন এবং জুমাদা মাসে খলীফা মু'তাসিমের সামিরাস্থ প্রাসাদে বিবাহ-বাসর উদযাপন করেন। আর এটা ছিল বর্ণাঢ্য বিবাহোৎসব খলীফা মু'তাসিম নিজে যার তত্ত্বাবধান করেন। এমনকি বলা হয় এসময়

এই বিবাহোৎসবে লোকজন (আনন্দের আতিশয্যে) সাধারণ মানুষের দাড়িতে সুগন্ধি খিযাব লাগিয়ে দেয়।

এ বছরেই আফসীনের নিকটাত্মীয় মানক্জূর আশরূসানী আযারবাইজান ভূখণ্ডে খলীফার আনুগত্য প্রত্যাহার করে বিদ্রোহ করে। আর ইতিপূর্বে আফসীন বাবকের বিষয় থেকে অবসর হয়ে এই ব্যক্তিকে আযারবায়জান অঞ্চলে তার স্থলবর্তী প্রশাসকর নিয়োগ করেন। তখন সে কোন কোন অঞ্চলে বাবকের সঞ্চিত বিপুল অর্থ-সম্পদ করায়ত্ত করে এবং খলীফা মু'তাসিমের কাছে তা গোপন করে নিজেই কুক্ষিগত করে। এ সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান নামক জনৈক ব্যক্তি তা অবগত হয়ে এ বিষয়ে পত্র লিখে খলীফাকে অবহিত করেন। তখন মানক্জূর সে বিষয়ে লোকটির বক্তব্য মিথ্যা দাবী করে পত্র প্রেরণ করে এবং ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তখন তিনি আরদবীল বাসীর আশ্রয় নিয়ে তার থেকে আত্মরক্ষা করেন। এরপর খলীফা যখন মানক্জূরের মিথ্যাচারের ব্যাপারে নিশ্চিত হন তখন তিনি 'বড় বাগ্গাকে' তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বাগ্গা তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় এবং জীবনের নিরাপত্তা দিয়ে তাকে ধরে খলীফার কাছে নিয়ে আসে। এছাড়া এ বছর আমূরিয়ার খৃষ্টান গভর্নর মানাতিস রুমী মৃত্যুবরণ করে। আমূরিয়া জয়ের পর খলীফা মু'তাসিম তাকে নিজের সাথে বন্দী অবস্থায় নিয়ে আসেন এবং সামিরাতে আটকে রাখেন। অবশেষে এ বছর সে (স্বাভাবিক) মৃত্যুবরণ করে। এ বছর রমযান মাসে খলীফা মু'তাসিমের পিতৃব্য ইবরাহীম ইব্ন মাহদী ইব্ন মানসূর ইনতিকাল করেন যিনি 'ইবনুশাক্লিহি' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন বিশালদেহী, কৃষ্ণকায়, বিশুদ্ধভাষী এবং গুণী ব্যক্তি। ইব্ন মা'কূলা বলেন, কৃষ্ণতার কারণে তাকে 'চীনা' (চীন দেশী) বলা হত। ইব্ন আসাকির তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন চরিত উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ইবরাহীম তাঁর ভাই খলীফা রশীদের পক্ষ থেকে দুই বছরকাল দামেশকের গভর্নর ছিলেন। এরপর তিনি তাঁকে অপসারণ করেন এবং পুনরায় দ্বিতীয়বার তাঁকে সেই দায়িত্বে বহাল করেন। দ্বিতীয়বার ইবরাহীম চার বছর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্পর্কে ইব্ন আসাকির একাধিক সুন্দর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি একশ চুরাশি হিজরীতে হজ্জ পরিচালনা করেন। এরপর তিনি দামেশকে ফিরে আসেন। খলীফা মা'মূনের খিলাফতকালের সূচনায় যখন তাঁর অনুকূলে খিলাফতের বায়আত গৃহীত হয় তখন বাগদাদের গভর্নর হাসান ইব্ন সাহ্ল তাঁর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। তখন এই ইবরাহীম তাকে পরাজিত করেন। এরপর হুমায়দ আত্তূসী তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন, তিনি ইবরাহীমকে পরাজিত করেন। এরপর খলীফা মা'মূন যখন বাগদাদে আগমন করেন তখন ইবরাহীম সেখানে আত্মগোপন করেন। পরবর্তীকালে খলীপা মা'মূন তাঁকে গ্রেফতারে সক্ষম হন কিন্তু তিনি তাঁকে ক্ষমা করে সম্মানে ভূষিত করেন। তাঁর খিলাফতকাল ছিল একবছর এক মাস বার দিন। আর তিনি আত্মগোপন করেন ২০৩ (দুইশ তিন) হিজরীর যিলহাজ্জ মাসের শেষদিকে এবং দীর্ঘ ছয় বছর চার মাস দশ দিন আত্মগোপন করে থাকেন। খতীব বাগদাদী বলেন, এই ইবরাহীম ইব্ন মাহদী ছিলেন, অতি অনুগ্রহশীল, শিষ্টাচারসম্পন্ন, উদারমনা, বদান্য এবং প্রসিদ্ধ ও কুশলী মুরকার বাগদাদে তাঁর খিলাফতকালে তিনি সাময়িক সম্পদ স্বল্পতার শিকার হন। তখন বেদুঈন আরবরা তাদের দান ও বখশিশের জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। তখন তিনি তাদেরকে আশ্বাস

দিতে থাকেন। এরপর জনৈক দূত বের হয়ে এসে বলেন, আজ তাঁর কাছে দেয়ার মত কোন অর্থ নেই। তখন তাদের একজন বলে বসে, ঠিক আছে তাহলে খলীফা আমাদের সাক্ষাতে বের হয়ে আসুক এবং এদিকের লোকদের জন্য তিনটি এবং ওদিকের লোকদের জন্য তিনটি সুরে গান গেয়ে শোনাক, পরবর্তীতে খলীফা মা'মূনের দরবারী কবি দি'বল এ ব্যাপারে ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীর নিন্দা করে রচনা করে-

يَا مَعْشَرَ الاَعْرَابِ لاَتَغْلَطُوْا + خُذُوْا عَطَايَكُمْ وَلاَ تَسْخَطُوْا

হে আবরগণ ! তোমরা ভুল করো না, তোমরা তোমাদের বখশিশ গ্রহণ কর, ক্রুদ্ধ হয়ো না।

فَسَوْفَ يُعْطِيكُمْ حُنَيْنِيَّةً + لاَ تَدْخِلُ الكَيْسَ وَلاَ تُرْبَطُ

অচিরেই তিনি তোমাদেরকে 'হুনায়নী সুর' উপহার দিবেন যা, না থলিতে প্রবেশ করে, না বাধা যায়।

وَالْمُبِدَيَّاتُ لِقُوَّادِكُمْ + وَمَا بِهٰذَا اَحَدٌ يُغْبَطُ

আর তোমাদের সেনাপতিদের জন্য রয়েছে 'মা'বাদী সংগীতসমূহ আর এই বখশিসের কারণে কেউ ঈর্ষার পাত্র হয় না।

فَهَكَذَا يَرْزُقُ اَصْحَابَهُ + خَلِيْفَةٌ مُصْحَفُهُ الْبَرْبَطُ

এভাবেই জনৈক খলীফা তাঁর সহচরদের বখশিস দিয়ে থাকেন যার মুসহাফ বা কুরআন হল 'বাদ্যযন্ত্র'

তাঁর আত্মগোপনকাল যখন দীর্ঘায়িত হয় তখন তিনি তাঁর ভাতুষ্পুত্র মামূনের কাছে এক পত্র লিখে পাঠান-

প্রতিশোধ গ্রহণের বিধিসম্মত অভিভাবক যিনি তিনিই কিসাসের ব্যাপারে ছালিছ বা চূড়ান্ত ফায়সালার অধিকারী। তবে ক্ষমা করা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আর আল্লাহ্ তা'আলা আমীরুল মু'মিনীনকে সকল ক্ষমার উর্ধ্বে রেখেছেন[১] যেমন সকল অভিজাত বংশীয়কে তাঁর নিম্নে রেখেছেন। তিনি যদি (আমাকে) ক্ষমা করেন তাহলে তা হবে তাঁর অনুগ্রহে আর যদি শাস্তি দেন তাহলে তা হবে তার প্রাপ্য অধিকারে।

তখন এর উত্তরে খলীফা মা'মূন তাঁকে লিখে পাঠান-সক্ষমতা ক্রোধকে দূর করে, আর প্রায়শ্চিত্তরূপে অনুতাপ-ই যথেষ্ট। আর আল্লাহ্‌র ক্ষমা সবকিছুর চেয়ে ব্যপ্ত ও প্রশস্ত। এরপর ইবরাহীম যখন তাঁর সাক্ষাতে প্রবেশ করেন তখন তিনি আবৃত্তি করেন-

اِنْ اَكُنْ مُذْنِبًا فَحَظِّى اَخْطَأْتُ + فَدَعْ عَنْكَ كَثْرَةَ التَّأْنِيْبِ

আমি যদি অপরাধী হয়ে থাকি তাহলে আমার ভাগ্যলিপিই ভুল করেছে, সুতরাং আপনি আর অধিক ভর্ৎসনা করবেন না।

قُلْ كَمَا قَالَ يُوْسُفُ لِبَنِيْ يَعْقُوْبَ + لَمَّا اَتَوْهُ : لاَ تَثْرِيْبَ

---

[১] অর্থাৎ তিনি তা করতে সক্ষম।

আপনি তেমন বলুন যেমন ইউসুফ ইয়াকূব পুত্ররা তাঁর কাছে আসার সময় তাদেরকে বলেছিলেন- কোন অভিযোগ নেই।

তখন খলীফা মা'মূনও বলেন, কোন অভিযোগ নেই। খতীব বলেন, ইবরাহীম যখন মা'মূনের সামনে উপস্থিত হন তখন তিনি তাঁকে তাঁর কৃতকর্মের কারণে ভর্ৎসনা করতে শুরু করেন। তখন তিনি (ইবরাহীম) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! একবার আমি আমার পিতা অর্থাৎ আপনার পিতামহের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম এমন সময় তাঁর কাছে জনৈক ব্যক্তিকে হাযির করা হল যার অপরাধ আমার অপরাধের চেয়ে গুরুতর ছিল। তখন তিনি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তখন মুবারক ইব্‌ন ফাযালা বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি যদি এই ব্যক্তির হত্যাকে আমি আপনাকে একটি হাদীস বর্ণনা করব এতটুকু সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা ভাল মনে করেন তাহলে আমি আপনাকে হাদীসটি বলব। তিনি বললেন, ঠিক আছে বল। তখন তিনি বললেন, আমাকে হাসান বসরী বর্ণনা করেছেন, ইমরান ইব্‌ন হাসান থেকে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادٰى مَنَادٍ - مِنْ بَطنان الْعَرْشِ لِيُقِمِ الْعَافُوْنَ عَنِ النَّاسِ مِنَ الْخُلَفَاءِ اِلٰى اَكْرَمِ الْجَزَاءِ فَلاَ يَقُوْمُ اِلاَّ مَنْ عَفَا -

কিয়ামতের দিন আরশের অভ্যন্তর থেকে জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবেন- খলীফাদের মধ্যে যাঁরা লোকদেরকে ক্ষমা করেছেন তাঁরা সর্বোত্তম বিনিময় গ্রহণে অগ্রসর হোন। তখন শুধু তাঁরাই উঠে দাঁড়াবেন যাঁরা ক্ষমা করেছেন।

তখন মা'মূন বললেন, তিনি যেহেতু এই হাদীস গ্রহণ করেছেন তাই আমিও তা গ্রহণ করলাম এবং হে পিতৃব্য, আপনাকে ক্ষমা করলাম। দুইশ চার হিজরীর আলোচনায় আমরা এর চেয়ে অতিরিক্ত তথ্যাদি উল্লেখ করেছি। তাঁর কবিতাসমূহ বেশ উৎকৃষ্টমানসম্পন্ন এবং অলঙ্কারসমৃদ্ধ। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন। ইব্‌ন আসাকির তাঁর রচিত কবিতাসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধৃত করেছেন।

এই ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেন ১৬২ (একশ বাষট্টি) হিজরীর যিলকাদ মাসের শুরুতে। আর ইনতিকাল করেন এই বছর মুহাররম মাসের সাত তারিখ শুক্রবার ৬২ (বাষট্টি) বছর বয়সে।

এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম আল-মিসরী, সুলায়মান ইব্‌ন হারব, প্রতিবন্ধী আবূ মা'মার, সমকালীন বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মাদাইনী এবং ইমাম বুখারীর শায়খ আমর ইব্‌ন মারযূক-ইনি এক সহস্র নারীকে বিবাহ করেন। এছাড়া এঁদের মধ্যে রয়েছেন বিশিষ্ট ভাষাবিদ, ফকীহ্, মুহাদ্দিস, কুরআন ইতিহাস ও যুদ্ধ বিশারদ আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইব্‌ন সালাম আল-বাগদাদী। তাঁর রয়েছে সুবিখ্যাত ও সুপ্রচলিত বহুসংখ্যক গ্রন্থ ও সংকলন। এমনকি বলা হয় যে, ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল হাদীসের দুর্বোধ্য শব্দাবলীর ব্যাখ্যায় তাঁর রচিত গ্রন্থটি নিজহাতে অনুলিপি করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির যখন তার প্রকৃত অবস্থা অবগত হন তখন তিনি তাঁর জন্য প্রতি মাসে পাঁচশ দিরহাম ভাতা জারি করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানাদির জন্য অব্যাহত রাখেন। ইব্‌ন খাল্লিকান উল্লেখ করেছেনা যে, (আমীর) ইব্‌ন তাহির তাঁর রচিত গ্রন্থখানির প্রশংসা করে বলেন, যেই জ্ঞান-বুদ্ধি

তাঁর অধিকারীকে এই গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে তার অধিকারীকে জীবিকা-অন্বেষণে ব্যস্ত রাখা আমাদের জন্য অনুচিত এবং তিনি তাঁর জন্য মাসিক দশহাজার দিরহাম ভাতা জারি করেন। মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াহব আল-মাসঊদী বলেন, আমি আবূ উবায়দকে বলতে শুনেছি- আমি এই গ্রন্থ সংকলনে চল্লিশ বছর ব্যয় করেছি। হিলাল ইব্ন মুআল্লা বলেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মুসলমানদের রক্ষা কবচ হলেন এই চারজন- ইমাম শাফিঈ যিনি ফিক্হ ও হাদীস শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন, আহমদ ইব্ন হাম্বল, যিনি খালকে কুরআনের ফিত্না প্রতিরোধ করেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন যিনি হাদীসশাস্ত্র মিথ্যা মুক্ত করেন এবং আবূ উবায়দ যিনি হাদীসের দুর্বোধ্য শব্দাবলীর ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের এই সকল প্রচেষ্টা যদি না হত তাহলে মানুষ ধ্বংসে নিপতিত হত।

ইব্ন খাল্লিকান উল্লেখ করেছেন যে আবূ উবায়দ আঠার বছর তারসূস শহরের কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ইবাদত ও ইবাদত সাধনা সম্পর্কে বহু তথ্য তিনি উল্লেখ করেছেন। আর আবূ উবায়দ তাঁর হাদীস সংক্রান্ত দুর্বোধ্য শব্দাবলী রিওয়ায়াত করেছেন আবূ যায়দ আল-আনসারী, আসমাঈ, আবূ উবায়দা মা'মার ইব্ন মুছান্না, ইবনুল আরাবী, ফাররা, কিসাঈ এবং অন্যান্য ভাষাবিদ থেকে। ইসহাক ইব্ন রাহওয়াহ বলেন, আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী কিন্তু তিনি আমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি যখন বাগদাদে আগমন করেন তখন লোকেরা সরাসরি তাঁর থেকে এবং তাঁর রচনাবলী থেকে দরস গ্রহণ করে। ইবরাহীম আল-হারবী বলেন, তিনি যেন ছিলেন (সকল গুণসম্পন্ন) পর্বত যার মাঝে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়েছিল। তিনি ছিলেন সর্ববিদ্যায় পারদর্শী। কাযী আহমদ ইব্ন কামিল বলেন, আবূ উবায়দ ছিলেন গুণবান, ধার্মিক আল্লাহ্ওয়ালা আলিম যিনি ইসলামী জ্ঞান ও শাস্ত্রের সকল শাখা-প্রশাখায় কুশলী ও পারঙ্গম ছিলেন। যার অন্যতম হল কুরআন, ফিকাহ্, আরবী ভাষা শাস্ত্র এবং হাদীস শাস্ত্র। তিনি ছিলেন উত্তম ও বিশুদ্ধ বর্ণনার অধিকারী। তাঁর কোন গ্রন্থ ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানে কেউ কোন সমালোচনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে كِتَابُ فَضَائِل الْقُرْاٰن وَمَعَانِيْه كِتَابُ الاَمْوَال এবং অন্যান্য উপকারী গ্রন্থ। আল্লাহ্ তাঁকে তাঁকে রহ্ম করুন। তিনি এ বছর ইনতিকাল করেন, এটা ইমাম বুখারীর বক্তব্য। কারও কারও মতে এর পূর্বের বছর তিনি মক্কায় মতান্তরে মদীনায় ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৭(সাতষট্টি) বছর। অবশ্য কারও কারও মতে তিনি সত্তর বছর অতিক্রম করেছিলেন।

আরও যাঁরা এ বছর ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ মুহাম্মদ ইব্ন উছমান আবুল জামাহির আদ-দামেশকী আল-কাফারতূতী, ইমাম বুখারীর শায়খ মুহাম্মদ ইব্ন ফাযল আবূ নূমান আস-সাদূসী যাঁর উপাধি আরিম, মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন তাব্বা এবং ইয়াযীদ ইব্ন আবদ রাব্বিহী আল-জারজাসী আল-হিমসী যিনি তাঁর কালে হিমস্ অঞ্চলের শায়খ[১] ছিলেন।

২২৫ হিজরীর সূচনা

এ বছর বড় বাগ্গা মানকজূরকে সাথে নিয়ে (বাগদাদে) প্রবেশ করেন। আর সে নিরাপত্তার শর্তে আনুগত্য মেনে নিয়েছিল। এছাড়া এ বছর খলীফা মু'তাসিম ক্রুদ্ধ হয়ে জা'ফর ইব্ন দীনারকে ইয়ামানের গভর্নর পদ থেকে অপসারণ এবং ঈতাখকে ইয়ামানের নতুন গভর্নর নিয়োগ করেন। এ বছর আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির মাযইয়ারকে বাগদাদে প্রেরণ করেন। আর সে জিন বিশিষ্ট

---

[১] এখানে শায়খ শব্দের অর্থ বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ ধর্মগুরু।

খচ্চরে আরোহণ করে বাগদাদে প্রবেশ করে। তখন মু'তাসিম তার শরীরের অগ্রভাগে চারশ পঞ্চাশটি চাবুকাঘাত করেন এরপর তাকে পানি পান করানো হয় এভাবে সে মৃত্যুবরণ করে এবং তিনি তাকে বাবকের পাশে শূলবিদ্ধ করার নির্দেশ দেন। মাযইয়ার তার প্রহার কালে একথা স্বীকার করে যে আমীর আফসীন তার সাথে পত্রালাপ করত এবং তাকে খলীফার আনুগত্য প্রত্যাহারে উদ্বুদ্ধ করত। ফলে খলীফা মু'তাসিম আফসীনের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে কয়েদ করার নির্দেশ দেন। এ সময় তার জন্য দারুল খিলাফতে মিনার সদৃশ একটি প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করা হয় যার মাঝে শুধু এক ব্যক্তির স্থান সংকুলান হত। এটা তিনি করেন যখন তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত হন যে আফসীন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফৌজ সংগ্রহের জন্য কাস্পিয়ান অঞ্চলে যেতে বদ্ধপরিকর। তখন খলীফা এসব কিছু বাস্তবায়নের পূর্বে তাকে দ্রুত বন্দী করেন। এরপর তিনি তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মজলিস আহ্বান করেন, যেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর কাযী আহমদ ইব্ন আবূ দাঊদ আল মু'তাযিলী, ওযীর মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন যায়্যাত এবং তাঁর নায়িব ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুসআব। এই মজলিসে আফসীনের বিরুদ্ধে একাধিক প্রমাণিত অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে, সে তার পারসিক পিতৃপুরুষদের অনুসারীই রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল সে খৎনাবিহীন। এ ব্যাপারে সে অজুহাত পেশ করে বলে, সে তার ব্যাথার ভয় করে। তখন ওযীর যিনি সকলের পক্ষ থেকে তার সাথে আলোচনা করেছিলেন বলেন, আপনি যুদ্ধে বর্শা নিয়ে লড়াই করেন, তার আঘাতকে ভয় করেন না অথচ শরীরের এক টুকরা চামড়া কাটাকে ভয় করেন ? এছাড়া সে একজন ইমাম এবং একজন মুআযযিনকে এক হাজার বেত্রাঘাত করে। কারণ তাঁরা একটি মন্দির ভেঙ্গে তা মসজিদে রূপান্তরিত করেছিলেন। দ্বিতীয় অভিযোগ হল- তার কাছে কুফরী কালামের ধারক 'কালীলা ও দিমনা' গ্রন্থের মূল্যবান রত্নাদি ও স্বর্ণখচিত একখানি সচিত্র কপি ছিল। এ অভিযোগের উত্তরে সে অজুহাত পেশ করে বলে, এটা সে তার পিতৃপুরুষদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে। এরপর তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে পারসিকরা তার সাথে পত্র বিনিময় করে এবং তার কাছে প্রেরিত পত্রে তারা তাকে উপাস্যদের উপাস্য সম্বোধন করে, আর সে তাদের এই সম্বোধন অনুমোদন করে। তখন সে অজুহাত পেশ করে বলে, সে তাদেরকে ঐ সম্বোধন বহাল রেখেছে মাত্র যে সম্বোধন দ্বারা তারা তার পিতা ও পিতামহকে সম্বোধন করত। আর সে আশঙ্কা করেছে যে, এই সম্বোধন বর্জনের নির্দেশ দিলে সে তাদের দৃষ্টিতে নীচ হয়ে যাবে।

তার এই যুক্তি শুনে ওযীর তাকে বলেন, তুমি তো নিজেকে ফিরআওন বানাতে কিছু বাকী রাখনি, তারও তো দাবী ছিল ঃ "আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠতম রব"। এছাড়া তার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে সে মায্ইয়ায়ের সাথে পত্র বিনিময় করত এই মর্মে যে সে খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এবং মাজূসীদের (অগ্নীপূজারীদের) প্রাচীন ধর্মকে মদদ করে আরবদের ধর্মের বিরুদ্ধে বিজয়ী না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। এছাড়া সে শ্বাসরোধে মৃত প্রাণীর গোশত যবাহকৃত প্রাণীর গোশতের চেয়ে অধিক পসন্দ করত এবং প্রতি বুধবার সে একটি কাল বকরী আনত, তারপর তরবারির আঘাতে সেটিকে দু'টুকরা করে তার মাঝখানে হাঁটত, এরপর তার গোশত খেত। তখন মু'তাসিম 'বড় বাগ্গাকে' নির্দেশ দেন তাকে অপসন্দ ও লাঞ্ছিত

অবস্থায় বন্দী করে রাখতে। এ অবস্থায় আফসীন বলতে থাকে, আমি তোমাদের থেকে এর আশঙ্কা করতাম। আর এ বছর আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির হাসান ইব্ন আফসীন ও তার স্ত্রী 'আতরাজাহ' বিন্ত আশনাসকে সামিরা শহরে স্থানান্তরিত করেন। এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ।

এছাড়া এ বছর যেয সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন- আসবাগ ইব্ন ফারাজ, সা'দাওয়ায়াহি, ইমাম বুখারীর শায়খ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম আল-বায়কান্দী, আবূ উমর আল-জারমী, বিশিষ্ট দানবীর আমীর আবূ দুলাফ আল-আজালী আত্-তামীমী আরো বিশিষ্ট ব্যক্তি যারা ইনতিকাল করেন তাদের নিম্নরূপ–

সাঈদ ইব্ন মাসআদা

ইনি হলেন আবুল হাসান আল-আখফাশ আল-আওসাত- প্রথমে বলখী এরপর বসরী নাহবী। তিনি সীবাওয়ায়হ থেকে নাহু শাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং বহুগ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- كِتَابُ الْاَوْسَطِ فِى النَّحْوِ ، كِتَابُ فِى مَعَانِى الْقُرْآنِ ও অন্যান্য কিতাব। এছাড়া আরবী কবিতার ছন্দ বিষয়ে তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে যেখানে তিনি আরবী কবিতার 'খায়লে'র উপর 'খাবাব' বৃদ্ধি করেছেন।[১] আর তাঁকে اَلْاَخْفَشَ -'আখফাশ' বলা হয় তাঁর চোখের ক্ষুদ্রতা ও দৃষ্টি স্বল্পতার কারণে। এছাড়া দাঁত উঁচু থাকার কারণে তিনি উভয় ঠোঁট একত্র করতে পারতেন না। বড় আখফাশ অর্থাৎ সীবাওয়ায়হ্ এবং আবূ উবায়দার শায়খ আবুল খাত্তাব আবদুল হামীদ ইব্ন আবদুর মজীদ আল-হাজারীর প্রতি লক্ষ্য করে তাঁকে ছোট আখফাশ বলা হত। এরপর যখন আলী ইব্ন সুলায়মানের আবির্ভাব হল এবং তিনিও আখফাশ উপাধি লাভ করলেন তখন সাঈদ ইব্ন মাসআদা হলে 'মধ্যম' আর হাজারী হলেন 'বড়' আর আলী ইব্ন সুলায়মান হলেন 'ছোট'। তিনি এ বছর ইনতিকাল করেন। অবশ্য কারও কারও মতে দু'শ একুশ হিজরীতে।

আল-জারমী আন্নাহবী

ইনি হলেন সালিহ ইব্ন ইসহাক আল-বসরী। ইনি বাগদাদে আগমন করেন এবং সেখানে ফার্‌রার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হন। ইনি আবূ উবায়দা, আবূ যায়দ এবং আসমাঈ থেকে নাহু শিক্ষা লাভ করেন এবং একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে অন্যতম হল আল ফারখ্ (ছানা) অর্থাৎ সীবুওয়াহ-এর আল কিতাবের 'ছানা'। ইনি ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ, কুশলী নাহবী এবং ভাষাবিদ। উপরন্তু ধর্মপ্রাণ, আল্লাহ্ভীরু, সুন্দর মাযহাব ও সঠিক আকীদার অধিকারী এবং হাদীস বর্ণনাকারী। ইব্ন খাল্লিকান তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন এবং আল-মুবাররাদ তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ নুআয়ম 'ইসপাহানের ইতিহাস-এ' তাঁর উল্লেখ করেছেন।

২২৬ হিজরীর সূচনা

এ বছর শা'বান মাসে বন্দী অবস্থায় আফসীন মৃত্যুবরণ করে। তখন খলীফা মু'তাসিমের নির্দেশে তাকে প্রথমে শূলবিদ্ধ করা হয়, এরপর তার মরদেহ ভস্মীভূত করা হয় এবং সেই ভস্ম দাজলা নদীতে উড়িয়ে দেয়া হয়। এ সময় তার যাবতীয় ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে

---

[১] এখানে 'খায়ল' এবং 'খাবাব' উভয়টি আরবী ছন্দশাস্ত্রের পরিভাষা।

হয়। তখন তার মধ্যে রত্ন ও স্বর্ণখচিত একাধিক প্রতিমা, মাজূসীদের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণকারী গ্রন্থাদি এবং এমন বহু কিছু পাওয়া যায় যা দ্বারা তাকে অভিযুক্ত করা হত এবং যা তার কুফরী ও নাস্তিকতার প্রমাণ ছিল। এভাবে তার সম্পর্কে তার মাজূসী পিতৃপুরুষদের ধর্মানুসারী হওয়ার যে আলোচনা হয়েছে তার সত্যতা প্রমাণিত হয়। আর এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ।

এছাড়া এ বছর আরও যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁরা হলেন, ইসহাক আল-কারাবী, ইসমাঈল ইব্ন আবূ আওস, তাফসীরবিদ মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ, গাসসান ইব্ন রাবী, মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজের শায়খ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত্-তামীমী এবং মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির ইব্ন হুসায়ন। আরো বিশিষ্ট ব্যক্তি যারা ইনতিকাল করেন তাদের নিম্নরূপ-

আবূ দুলাফ আল-আজালী

ইনি হলেন আমীর আবূ দুলাফ আল-আজালী ঈসা ইব্ন ইদরীস ইব্ন মা'কল ইব্ন শায়খ ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন খুযাঈ ইব্ন আবদুল আযীয ইব্ন দুলাফ ইব্ন জুশাম ইব্ন কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন আজাল ইব্ন লাহীম, খলীফা মা'মূন ও মু'তাসিমের বিশিষ্ট সেনাপতি। 'কিতাবুল ইকমাল' গ্রন্থের রচয়িতা আমীর আবূ নসর ইব্ন 'মা'কূলাকে তাঁর দিকেই সম্পৃক্ত করা হয়। দামেশকের খতীব কাযী জালালুদ্দীন কাযবীনী দাবী করতেন যে তিনি তাঁর অধস্তন এবং তার সাথে সম্পৃক্ততার বংশ পরিচয় উল্লেখ করতেন। এই আবূ দুলাফ ছিলেন মহৎপ্রাণ বদান্য এবং প্রশংসার পাত্র। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কবিরা তাঁর কাছে আসতেন। কবি আবূ তাম্মাম আততাঈ ও তাঁর গুণমুগ্ধ ও দানপ্রার্থীদের অন্যতম। তাঁর কাছে সাহিত্য ও সংগীতের সমাদর ছিল। তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে রাজা-বাদশাহদের রাজ্য পরিচালনা, শিকার ও বাজপাখী এবং অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। কবি বাক্‌র ইব্ন নাতাআ তাঁর ব্যাপারে কি চমৎকারই না বলেছেন-

يَاطَالِبًا لِلْكِيْمِيَاءِ وَعِلْمِهِ + مَدْحُ ابْنِ عِيْسٰى الْكِيْمِيَاءُ الْاَعْظَمُ
لَوْلَمْ يَكُنْ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ دِرْهَمٌ + وَمَدَحْتَهُ لَاَتَاكَ ذَاكَ الدِّرْهَمُ ـ

হে (সৌভাগ্যের) পরশমণি[১] অন্বেষণকারী ! জেনে রাখ, ইব্ন ঈসার প্রশংসা করাই হল 'প্রকৃত পরশমণি'। (কেননা) গোটা পৃথিবীতে যদি একটি মাত্র দিরহাম থাকে আর তুমি তাঁর প্রশংসা কর, তাহলে সেই দিরহামটিও তোমার কাছে পৌছে যাবে।

বলা হয় এই পঙ্‌ক্তিদ্বয় শুনে তিনি তাঁকে দশ হাজার দিরহাম প্রদান করেন। তিনি ছিলেন অপ্রতিরোধ্য বীর। তিনি ঋণ গ্রহণ করে বখশিস প্রদান করতেন। তাঁর পিতা কারখ্ শহর নির্মাণ শুরু করেন। কিন্তু তা সম্পূর্ণ করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন, তখন আবূ দুলাফ তা সম্পূর্ণ করেন। তিনি শীআ ঘেঁষা ছিলেন- এমনকি তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি কট্টর শী'আ নয় সে জারজ সন্তান। তখন তাঁর পুত্র তাঁকে বলে, হে পিতা ! আমি এ ব্যাপারে আপনার সাথে একমত নই। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! খরীদ করার পূর্বেই আমি তোমার মায়ের সাথে সহবাস করেছি।

---

[১] এখানে ভাবার্থে الكيمياء এর অনুবাদ পরশমণি করা হল।

আর এটা সেই কারণে। ইব্‌ন খাল্লিকান উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর পুত্র নিজ পিতার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর কাছে জনৈক আগুন্তক এসে বলল, আমীরের আহ্বানে সাড়া দাও। তাঁর পুত্র বলে, তখন আমি তার সাথে চললাম, সে তখন আমাকে কালো প্রাচীর বেষ্টিত দরজা ও ছাদ বন্ধ এক নির্জন ও ভীতিপ্রদ ঘরে প্রবেশ করাল। এরপর আমাকে একটি সিঁড়িতে আরোহণ করাল এবং একটি কক্ষে প্রবেশ করাল। তখন আমি সে কক্ষের দেয়ালে আগুনের চিহ্ন এবং তার মেঝেতে ছাইয়ের চিহ্ন দেখতে পেলাম এবং অকস্মাৎ সেখানে আমার পিতাকে দেখলাম তিনি বিবস্ত্র অবস্থায় উভয় হাঁটুর মাঝে মাথা ঢুকিয়ে রেখেছেন। তিনি আমাকে দেখে প্রশ্ন করলেন দুলাফ নাকি ? তখন আমি বললাম, দুলাফ। তখন তিনি আবৃত্তি করলেন-

اَبْلِغَنْ اَهْلَنَا وَاَ تَخْفِ عَنْهُمْ + مَالَقِيْنَا فِى الْبَرْزَخِ الْخَنَّاقِ
قَدْ سُئِلْنَا عَنْ كُلِّ مَاقَدْ فَعَلْنَا + فَارْحَمُوْا وَحَشَتِىْ وَمَا قَدْ اُلاَقِىْ

আমার আপনজনদের কাছে পৌঁছে দাও এবং তাদের থেকে গোপন করো না যার সম্মুখীন হয়েছি আমি সংকীর্ণ বারযাখে। আমি যা কিছু করেছি তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছি। সুতরাং তোমরা আমার একাকীত্ব এবং আমি যে অবস্থার সম্মুখীন তার প্রতি রহম কর।

তারপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি বুঝেছ ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আবৃত্তি করতে লাগলেন-

فَلَوْ اَنَّا اِذَا مِتْنَا تُرِكْنَا + لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةَ كُلِّ حَىٍّ
وَلٰكِنَّا اِذَا مِتنَا بُعِثْنَا + وَنُسْأَلُ بَعْدَهُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ

মৃত্যুর পর যদি আমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হত তাহলে মৃত্যু প্রত্যেক প্রাণীর জন্য 'মহাপ্রশান্তি' হত। কিন্তু মৃত্যুর পর আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হয় এবং তারপর সব কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। এরপর তিনি বললেন, তুমি কি বুঝতে পেরেছ। আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ ! এবং তৎক্ষণাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

২২৭ হিজরীর সূচনা

এ বছর অবগুণ্ঠনকারী আবূ হারব ইয়ামানী নামক জনৈক সীমান্তবাসী ব্যক্তি সিরিয়ায় বিদ্রোহ করে। খলীফার আনুগত্য বর্জন করে সে নিজের আনুগত্যের প্রতি (সকলকে) আহ্বান জানায়। আর তার বিদ্রোহের কারণ ছিল, তার অনুপস্থিতিতে জনৈক সৈনিক তার গৃহে তার স্ত্রীর আতিথেয়তা গ্রহণ করতে চায়, কিন্তু তার স্ত্রী তাতে বাধা প্রদান করে তখন সেই সৈনিক তার হাতে আঘাত করে ফলে তার হাতের কব্জিতে সে আঘাতের চিহ্ন ফুটে ওঠে। এরপর তার স্বামী আবূ হারব যখন উপস্থিত হয় তখন সে তাকে বিষয়টি অবহিত করে। তখন আবূ হারব গিয়ে অসতর্ক অবস্থায় ঐ সৈনিককে হত্যা করে। তারপর সে অগুণ্ঠন ধারণ করে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। এরপর যখন কেউ তার কাছে যেত তখন সে তাকে "ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধ"-এর দিকে আহ্বান করত এবং খলীফার সমালোচনা করত। তখন তার এই আহ্বানের ফলে কৃষক ও অন্যদের মধ্য থেকে বহু সংখ্যক লোক তার অনুসরণ করে এবং

তারা বলতে থাকে ইনি হলেন সেই আলোচিত সুফয়ানী যিনি সিরিয়ার কর্তৃত্ব লাভ করবেন। এভাবে তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর রূপ ধারণ করে। এমনকি এক লক্ষের মত যোদ্ধা তার অনুসরণ করে। এসময় মৃত্যুশয্যায় থাকা অবস্থায়ত খলীফা মু'তাসিম তাঁর বিরুদ্ধে এক লক্ষের মত যোদ্ধা প্রেরণ করেন। খলীফা মু'তাসিমের সেনাপতি যখন তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে সেখানে আগমন করেন তখন তিনি দেখতে পান আবূ হারবকে কেন্দ্র করে বিশাল ও বিপুল সংখ্যক যোদ্ধা সমবেত হয়েছে। তখন তিনি আশঙ্কা করেন যে এই অবস্থায় (হয়ত) আবূ হারব তাঁকে আক্রমণ করবে। তাই তিনি ফসলের চাষাবাদ শুরুর মৌসুম পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। ফলে সমবেত লোকজন নিজ নিজ ক্ষেত-খামারে ছড়িয়ে পড়ে এবং আবূ হারবের সহযোদ্ধার সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ক্ষুদ্র দলে পরিণত হয়। তখন খলীফার সেনাপতি তার বিরুদ্ধে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হন এবং তাকে বন্দী করেন আর তার সহযোদ্ধারা তাকে ছেড়ে পলায়ন করে। এরপর (খলীফার) অগ্রবর্তী ঝটিকা বাহিনীর আমীর রজা ইব্ন আইয়ুব তাকে নিয়ে মু'তাসিমের কাছে উপস্থিত হন। তখন খলীফা মু'তাসিম তাকে সিরিয়ায় পৌঁছার পর তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিলম্বের জন্য তিরস্কার করেন। তখন তিনি বলেন, তার সাথে এক লক্ষ কিংবা তার চেয়ে অধিক সংখ্যক যোদ্ধা ছিল। তাই আমি তা (এই যুদ্ধ) বিলম্ব করি। অবশেষে আল্লাহ্ আমাকে তার বিরুদ্ধে সুযোগ করে দেন। একথা শুনে খলীফা তাকে শুকরিয়া জানান।

এ বছর রবীউল আওয়াল মাসের আঠার তারিখ বৃহস্পতিবার আবূ ইসহাক মুহাম্মদ আল-মু'তাসিম বিল্লাহ্ ইব্ন হারূন আর-রশীদ ইব্ন আল-মাহদী ইব্ন মানসূর ইনতিকাল করেন।

খলীফা মু'তাসিমের জীবন চরিত

তিনি হলেন আমীরুল মু'মিনীন আবূ ইসহাক মুহাম্মদ আল-মু'তাসিম ইব্ন হারূন আর রশীদ ইব্ন মাহদী ইব্ন মানসূর আল-আব্বাসী। তাঁকে মুছাম্মান বা অষ্টমানব[১] বলা হয়। কেননা তিনি তাঁর ঊর্ধ্বতন পুরুষ আব্বাসের অষ্টম অধস্তন, তাঁর বংশধরদের মাঝে অষ্টম খলীফা, তিনি আটটি বিজয় অর্জন করেন। তিনি আট বছর আট মাস আটদিন মতান্তরে দুই দিন খিলাফত পরিচালনা করেন এবং তিনি একশ আশি হিজরীর শা'বান মাসে জন্মগ্রহণ করেন যা হল (চান্দ্র) বছরের অষ্টম মাস এবং তিনি ৪৮ (আটচল্লিশ) বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়া তিনি আট পুত্র ও আট কন্যা রেখে মারা যান এবং তিনি তাঁর ভাই মা'মূনের মৃত্যুর পর বছরের আট মাস পূর্ণ করে দুইশ আঠার হিজরীর রমযান মাসের প্রথম দিকে সিরিয়া থেকে বাগদাদে প্রবেশ করেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, তিনি ছিলেন নিরক্ষর, ভালভাবে লিখতে পারতেন না। এর কারণ ছিল, একটি বালক তাঁর সাথে মকতবে যাওয়া-আসা করত, কিন্তু ঘটনাক্রমে বালকটি মারা যায়। তখন তাঁর পিতা আর-রশীদ তাঁকে বলেন, তোমার সহপাঠি বালকটি কোথায় ? উত্তরে মু'তাসিম বলেন, সে মারা গিয়ে মকতব থেকে নিস্তার লাভ করেছে। তখন রশীদ বলেন, মকতবের প্রতি তোমার এতই বিতৃষ্ণা যে তুমি মৃত্যুকে তার থেকে 'নিস্তার' বলছ। হে বৎস ! আল্লাহ্র কসম ! আজকের পর আর তুমি মকতবে যাবে না। তখন তারা (তার অভিভাবকগণ) তাকে এ অবস্থায় ছেড়ে দেন ফলে তিনি নিরক্ষর হয়ে থাকেন। অবশ্য কারও কারও মতে তিনি কোন রকম লিখতে পারতেন।

---

[১] অর্থাৎ আট সংখ্যার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত।

তাঁর পিতৃপুরুষদের থেকে তাঁর সূত্রে খতীব দু'টি 'মুনকার হাদীস' উল্লেখ করেছেন। একটি হল বনূ উমায়্যার খলীফাদের সমালোচনা ও নিন্দা এবং বনূ আব্বাসের খলীফাদের প্রশংসায়। আর অপরটি হল বৃহস্পতিবার শিঙ্গা লাগানোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে। তিনি নিজ সনদে খলীফা মু'তাসিম থেকে উল্লেখ করেছেন যে, (একবার) রোম সম্রাট তাঁকে হুমকি প্রদর্শন করে তাঁর কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তখন তিনি তার উত্তর লেখার জন্য তাঁর কেরানীকে বলেন, লেখ- আমি আপনার পত্র পাঠ করেছি এবং আপনার উদ্দেশ্য অবগত হয়েছি। তার জবাব আপনি দেখবেন, শুনবেন না। আর অচিরেই কাফিররা জানতে পারবে পরকালের শুভ পরিণাম তাদের জন্য। খতীব বলেন, দুইশ তেইশ হিজরীতে খলীফা মু'তাসিম রোমক ভূখণ্ডে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন এবং শত্রুদেরকে ভীষণভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করেন। এ সময় তিনি (দুর্ভেদ্য রোমক শহর) আমূরিয়া জয় করেন এবং তার তিরিশ হাজার অধিবাসীকে হত্যা করেন এবং সমসংখ্যককে বন্দী করেন। ঐ সকল বন্দীর মাঝে ষাটজন পাদ্রী ছিলেন। আমূরিয়ার চতুর্দিকে আগুন লাগিয়ে তিনি তা জ্বালিয়ে দেন এবং তার প্রশাসককে (বন্দী করে) বাগদাদে নিয়ে আসেন। এমনকি তিনি নগর দ্বারও তার সাথে নিয়ে আসেন। আর তা এখন পর্যন্ত রাজ প্রাসাদের জামে' মসজিদ সংলগ্ন দারুল খিলাফতের একটি প্রবেশ দ্বারে স্থাপিত রয়েছে। কাযী আহমদ ইব্ন আবূ দাঊদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, কখনও বা খলীফা মু'তাসিম তাঁর বাহু বের করে আমাকে বলতেন হে আবূ আবদুল্লাহ্ ! তুমি তোমার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আমার বাহুতে কামড় দাও। তখন আমি বলতাম, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার বাহুতে কামড় দেয়া আমার মনঃপুত নয়। তিনি বলতেন, তা আমার কোন ক্ষতি করবে না। তখন আমি সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তাঁর হাতে কামড় দিতাম কিন্তু তাঁর হাতে এর কোন চিহ্ন দেখা যেত না।

একদিন তিনি তাঁর ভাইয়ের খিলাফতকালে ফৌজি তাঁবুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। সেখানে তিনি জনৈক স্ত্রীলোককে হায় ! আমার ছেলে। হায় ! আমার ছেলে বলে বিলাপ করতে শুনেন। তিনি তাকে প্রশ্ন করেন, তোমার কী হয়েছে ? তখন স্ত্রী লোকটি বলে, এই তাঁবুর মালিক আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে। তখন মু'তাসিম সেই লোকটির কাছে এসে বলেন, এই বালকটিকে ছেড়ে দাও। কিন্তু লোকটি তাঁর কথা মানতে অস্বীকার করে। তখন মু'তাসিম তার হাত দিয়ে লোকটির শরীর (শক্তভাবে) ধরেন। এ সময় তার হাতের নীচে লোকটির হাড় ভাঙ্গার শব্দ শোনা যায়। তারপর তিনি তাকে ছেড়ে দিলে লোকটি মৃত অবস্থায় মাটিতে পতিত হয় এরপর তিনি বালকটিকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন তিনি বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন। যুদ্ধের ব্যাপারে তিনি উঁচু মনোবলের অধিকারী ছিলেন আর প্রজাদের অন্তরে তাঁর প্রতি ভীতি ও সমীহ্ বিদ্যমান ছিল। তাঁর একমাত্র আসক্তি ছিল যুদ্ধ-ব্যয়ে, ভবন নির্মাণ কিংবা অন্য কিছুতে নয়।

আহমদ ইব্ন দাঊদ বলেন, খলীফা মু'তাসিম আমার হাতে যে পরিমাণ দান-সাদাকা করেন তার অর্থ মূল্য দশ কোটি দিরহাম। অন্য কেউ বলেন, খলীফা মু'তাসিম যখন ক্রুদ্ধ হতেন তখন তিনি কোন পরওয়া করতেন না, কাকে হত্যা করলেন অথবা কী করলেন। ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম আল-মাওসিলী বলেন, একদিন আমি খলীফা মু'তাসিমের সাক্ষাতে প্রবেশ করে দেখি তাঁর এক সুরা পরিবেশনকারিণী বাঁদী তাঁকে গান গেয়ে শোনাচ্ছে। তখন তিনি আমাকে উদ্দেশ্য

করে বলেন, তোমার কী মনে হয় ? গায়িকারূপে সে কেমন ? তখন আমি তাকে এর উত্তরে বলি- আমি তো দেখেছি সে তাকে (গান বা তার সুর) কৌশলের সাথে আয়ত্তে রাখছে এবং কোমলতার সাথে টেনে যাচ্ছে এবং তার প্রতিটি পরবর্তী সুর তার পূর্ববর্তী সুরের তুলনায় চমৎকার হচ্ছে। তার কণ্ঠ নিঃসৃত শব্দমালা হল স্বর্ণখণ্ডসমূহ যা কণ্ঠলগ্ন মুক্তার মালার চেয়ে আকর্ষণীয় ও সুন্দর। তখন তিনি বলেন, তোমার এই অলঙ্কারময় বর্ণনা তো তার চেয়ে এবং তার গানের চেয়ে সুন্দর। এরপর তিনি তাঁর পুত্র হারূন আল-ওয়াছিককে বলেন- যিনি ছিলেন ঘোষিত ভাবী খলীফা- একথা শুনে রাখ। খলীফা মু'তাসিম বহুসংখ্যক তুর্কীকে কাজে নিয়োগ করেন। তাঁর নিজের বিশ হাজারের কাছাকাছি তুর্কী দাস-দাসী ছিল। তিনি এমন সব যুদ্ধাস্ত্র ও বাহনের অধিকারী হন যা অন্য কেউ হতে পারেনি। যখন তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তিনি বলেন ঃ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ "অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হল যখন তারা তাতে উল্লাসিত হল তখন অকস্মাৎ তাদেরকে ধরলাম, ফলে তখনি তারা নিরাশ হল"[১] বলতে থাকেন এবং বলেন আমি যদি জানতাম, আমার জীবনকাল সংক্ষিপ্ত তাহলে (আমি যা যা করেছি তার অনেক কিছুই) করতাম না। তিনি আরো বলতে থাকেন, সবকৌশল বিগত হয়েছে আর কোন কৌশল নেই। বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর মৃত্যু শয্যায় বলেন, হে আল্লাহ্ ! আমি আপনাকে ভয় করি আমার দিক থেকে (পাপ ও অপরাধের কারণে) কিন্তু আপনার (রহমত ও অনুগ্রহের কারণে) দিক থেকে আমি আপনাকে ভয় করি না এবং আমি আপনাকে প্রত্যাশা করি আপনার দিক থেকে, কিন্তু আমি আমার দিক থেকে আপনাকে প্রত্যাশা করি না।

এ বছর অর্থাৎ দুইশ সাতাশ হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসের সতের তারিখ বৃহস্পতিবার পূর্বাহ্নে তিনি সুররা মানরাআ[২] (سُرَّ مَنْ رَاٰى) শহরে ইনতিকাল করেন। আর তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন দুইশ আঠার হিজরীর রজব মাসে।

খলীফা মু'তাসিম ছিলেন শুভ্রবর্ণ এবং লালচে ও দীর্ঘদাড়ির অধিকারী। তাঁর দেহাকৃতি ছিল মধ্যম গড়নের এবং গাত্রবর্গ ছিল মিশ্র রঙের তার মা ছিলেন উম্মু ওয়ালাদ যাঁর নাম ছিল মারিদা। আর তিনি হলেন খলীফা হারূনুর রশীদের ছয় পুত্রের অন্যতম, যাদের প্রত্যেকের আসল নাম মুহাম্মদ। তাঁরা হলেন আবূ ইসহাক মুহাম্মদ আল- মু'তাসিম, আবুল আব্বাস মুহাম্মদ আল-আমীন, আবূ ঈসা মুহাম্মদ, আবূ আহমদ, আবূ ইয়াকূব এবং আবূ আইয়ুব। হিশাম ইব্‌ন কালবী বলেন, তাঁর পর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁর পুত্র হারূন আল-ওয়াছিক। ইব্‌ন জারীর উল্লেখ করেছেন যে, খলীফা মু'তাসিমের ওযীর মুহাম্মদ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়্যাত তাঁর মৃত্যুশোকে আবৃত্তি করেন ঃ

قَدْ قُلْتُ اِذْ غَيَّبُوْكَ وَاصْطَفَقَتْ + عَلَيْكَ اَيْدٰى التُّرَابِ وَالطِّيْنِ

যখন লোকেরা আপনাকে. (সমাধিতে) অদৃশ্য করল এবং আপনার মৃতদেহের উপর মুষ্টিতে মাটিপূর্ণ হাতগুলো ঝেড়ে ফেলা হল তখন আমি বললাম ঃ

---

[১] সূরা আনআম ঃ ৪৪

[২] অর্থ যে শহর তার (সৌন্দর্যের কারণে) দর্শনার্থীকে আনন্দিত করে। পূর্ণবাক্য দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর নাম রাখার প্রচলন আরবীতে বিদ্যমান যেমন ইয়ামানের একটি অঞ্চলের নাম হাযরামাউত (حضرموت)।

اِذْهَبْ فَنِعْمَ الْحَفِيْظُ كُنْتُ عَلَى + الدُّنْيَا وَنِعْمَ الظَّهِيْرُ لِلدِّيْنِ

আপনি প্রস্থান করুন, দুনিয়ার বিষয়ে আপনি কত উত্তম তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, আর দীনের বিষয়ে কত উত্তম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

لَاجَبَرَ اللّٰهُ اُمَّةً فَقَدَتْ + مِثْلَكَ اِلاَّ بِمِثْلِ هَارُوْنَ

আপনার ন্যায় যোগ্য নেতাকে যে সম্প্রদায় হারিয়েছে আল্লাহ্ যেন হারূনের ন্যায় ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ না করেন। হাফসার ভ্রাতুষ্পুত্র মারওয়ান ইব্‌ন আবুল জানূব বলেন ঃ

اَبُوْ اِسْحَاقَ مَاتَ ضُحًى فَمِتْنَا + وَاَمْسَيْنَا بِهَارُوْنَ حَيِيْنَا
لَئِنْ جَاءَ الْخَمِيْسُ بِمَا كَرِهْنَا + لَقَدْ جَاءَ الْخَمِيْسُ بِمَا هَوِيْنَا ـ

পূর্বাহ্নে আবূ ইসহাকের মৃত্যুতে আমরাও মৃতবৎ হয়ে পড়লাম, আর অপরাহ্নে হারূনের (খিলাফতলাভে) আমরা নবপ্রাণ ফিরে পেলাম। বৃহস্পতিবার যদি আমাদের অপ্রিয় বিষয়ের অবতারণা করে থাকে তাহলে একথা বলতে হবে সে আমাদের প্রিয় বিষয়েরও অবতারণা করেছে।

হারূন ওয়াছিক ইব্‌ন মু'তাসিমের খিলাফত

এ বছর অর্থাৎ দু'শ সাতাশ হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসের আট তারিখ বুধবার তাঁর পিতার মৃত্যুর পূর্বে তাঁর অনুকূলে খিলাফতের বায়আত গৃহীত হয়। তাঁর উপনাম আবূ জা'ফর, তাঁর মা হলেন রোম দেশীয় উম্মু ওয়ালাদ যাঁকে কারাতীস বলা হত। তিনি এ বছর হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হন কিন্তু পথিমধ্যে হীরাতে মৃত্যুবরণ করেন এবং কুফায় দারে দাউদ ইব্‌ন ঈসাতে সমাধিস্থ হন। আর তা সংঘটিত হয় এ বছর যিলকদ মাসের চার তারিখ। এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন জাফর ইব্‌ন মু'তাসিম।

এছাড়া এ বছর রোম সম্রাট তুফায়ল ইব্‌ন মীখাঈল মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল বার বছর। তাঁর মৃত্যুর পর শাসন ক্ষমতার অধিকারিণী হন তাঁর স্ত্রী 'তাদওয়ারাহ' কেননা তাঁর পুত্র মীখাঈল ইব্‌ন তুফায়ল অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিল। এছাড়া এ বছর ইনতিকাল করেন-

প্রসিদ্ধ যাহিদ[১] বিশর হাফী

তিনি হলেন বিশর ইবনুল হারিছ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আতা ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন মাহান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-মারওয়াযী[২] আবূ নসর আয্‌যাহিদ যিনি আল-হাফী নামে পরিচিত। তার অবস্থান ক্ষেত্র ছিল বাগদাদ। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, তার পিতামহ হলেন 'আত্মসম্মানী আবদুল্লাহ্' যিনি আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, তিনি একশ পঞ্চাশ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ, আবদুল্লাহ্

---

[১] দুনিয়া বিরাগী, দুনিয়ার প্রতি বীতরাগ।
[২] অর্থাৎ মারবের অধিবাসী।

ইব্‌ন মুবারক, ইব্‌ন মাহদী, মালিক এবং আবূ বকর ইব্‌ন আয়্যাশ এবং অন্যদের থেকে বহু হাদীস শ্রবণ করেন। এছাড়া তাঁর থেকে আলিম হাদীস শ্রবণ করেন যাঁদের অন্যতম হলেন, আবূ খায়ছামা, যুহায়র ইব্‌ন হারব, সারী সাক্‌তী, আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীম এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম। মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈদ বলেন, বিশর বহুসংখ্যক হাদীস শ্রবণ করেন। এরপর তিনি ইবাদত বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করেন এবং লোক সংশ্রব বর্জন করেন। ফলে তিনি হাদীস রিওয়ায়াতও করেননি। একাধিক ইমাম তাঁর ইবাদত বন্দেগী, পার্থিব নির্মোহতা, আল্লাহ্‌ভীতি এবং কৃচ্ছ্রসাধনার প্রশংসা করেছেন।

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের কাছে যেদিন তাঁর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে সেদিন তিনি বলেন, আমির ইব্‌ন আবদ কায়স ব্যতীত তার কোন দৃষ্টান্ত নেই। আর যদি তিনি বিবাহ করত তাহলে তাঁর সাধনা পূর্ণতা লাভ করত। এছাড়া ইমাম আহমদ থেকে আরেকটি রিওয়ায়াত আছে যে তিনি বলেছেন- বিশর তাঁর মত কাউকে রেখে যাননি। ইবরাহীম আল-হারবী বলেন, বাগদাদ শহর তাঁর চেয়ে অধিক আকল-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং বাকসংযমী কাউকে জন্ম দেয়নি। তিনি কোন মুসলমানের অগোচরে তার নিন্দা বা সমালোচনা করেছেন বলে শোনা যায়নি। তাঁর শরীরের প্রতিটি বিন্দুতে আকল-বুদ্ধি বিদ্যমান ছিল। তাঁর আকল-বুদ্ধি যদি গোটা বাগদাদবাসীর মাঝে বণ্টন করা হত তাহলে তারা সবাই আকল-বুদ্ধির অধিকারী হয়ে যেত এবং তাঁর আকল-বুদ্ধি সামান্যতম হ্রাস পেত না।

একাধিক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে বিশর তাঁর প্রথম জীবনে 'মন্দলোক' ছিলেন। আর তাঁর তওবার কারণ হল তিনি (একবার) আল্লাহ্ তা'আলার নাম লিখিত একটি চিরকুট পান এক হাম্মামখানার চুলায়। তখন তিনি সেখান থেকে তা উঠান এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে বলেন, হে আমার মনিব ! এখানে আপনার নাম পতিত অবস্থায় পদদলিত হচ্ছে। এরপর তিনি একজন সুগন্ধি বিক্রেতার কাছে যান এবং তার কাছ থেকে এক দিরহামের বিনিময়ে মিশ্র সুগন্ধি ক্রয় করেন এবং সেই চিরকুটটিতে তা মাখিয়ে তাকে সকলের নাগালের বাইরে সযত্নে হেফাযত করেন। তখন আল্লাহ্ তার অন্তরকে জীবিত করেন এবং তার হৃদয়ে কল্যাণ চিন্তা ও সুবোধ প্রক্ষিপ্ত করেন এবং তারই ফলশ্রুতিতে তিনি যে ইবাদত বন্দেগী এবং যুহদের যোগ্যতা অর্জন করার তা করেন।

তাঁর নির্বাচিত উক্তি হল- যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হল সে যেন লাঞ্ছনা-অপমানের জন্য প্রস্তুত থাকে। বিশর শুধু রুটি (তরকারিবিহীন) খেতেন এ ব্যাপারে যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, আপনার কি কোন তরকারি নেই ? তখন তিনি বলেন, অবশ্যই আছে। আমি 'আফিয়াত'[১] -কে স্মরণ করি এবং তাকে আমার তরকারি বানিয়ে নেই। তিনি পাদুকা ব্যবহার করতেন না, খালি পায়ে হাঁটতেন। একদিন তিনি কোন এক দরজায় এসে করাঘাত করেন, তখন প্রশ্ন করা হয় কে ? তিনি উত্তরে বলেন, বিশর হাফী অর্থাৎ নগ্নপদ বিশর। তখন এক ছোট্ট বালিকা মন্তব্য করে, এক দিরহামের বিনিময়ে সে যদি একজোড়া পাদুকা কিনে নিত তাহলে তার এই 'নগ্নপদ' উপাধি দূর হয়ে যেত। ঐতিহাসিকগণ বলেন, তাঁর পাদুকা বর্জনের কারণ হল যে একবার তিনি জনৈক জুতা বিক্রেতার কাছে এসে তাঁর জুতার জন্য একটি ফিতা চান। তখন সে ব্যক্তি বলে উঠে, হে

---

[১] আফিয়াত অর্থ রোগব্যাধি ও বালা-মুসীবত থেকে নিরাপদ অবস্থা।

দরিদ্রের দল, মানুষের কাছে তোমাদের চাহিদা কত বেশী ! তখন তিনি তাঁর হাত থেকে জুতা ছুঁড়ে ফেলেন এবং অন্যটিও পা থেকে খুলে ফেলে দেন এবং শপথ করেন যে আর কখনও কোন পাদুকা পরবেন না।

ইব্ন খাল্লিকান বলেন, তিনি বাগদাদ শহরে আশূরার দিন ইনতিকাল করেন। মতান্তরে রমযান মাসে। কারও কারও মতে তিনি মারব শহরে ইনতিকাল করেন। তবে বিশুদ্ধ মত হল তিনি এ বছর বাগদাদে ইনতিকাল করেন। অবশ্য কারও কারও মতে দুইশ ছাব্বিশ হিজরীতে, তবে প্রথম মতটি বিশুদ্ধতর। আর আল্লাহ্ই সর্বাধিক জানেন। তিনি যেদিন মৃত্যুবরণ করেন সেদিন গোটা বাগদাদবাসী তাঁর জানাযায় শরীক হয়। এসময় তাঁকে ফজর নামাযের পর দাফনের উদ্দেশ্যে বের করা হয় কিন্তু সন্ধ্যার পর ব্যতীত তিনি কবরে সুস্থির হতে পারেননি। আলী ইবনুল মাদায়িনী এবং হাদীসের অন্য ইমামগণ তাঁর জানাযায় উচ্চৈ:স্বরে বলেছিলেন, আল্লাহ্র কসম ! এটা আখিরাতের মর্যাদার পূর্বে দুনিয়ার মর্যাদা। বর্ণিত আছে, তিনি যে গৃহে বাস করতেন (তাঁর মৃত্যুর পর) জিনরা সেখানে তাঁর মৃত্যুশোকে বিলাপ করত। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে প্রশ্ন করেন, আল্লাহ্ আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন ? তখন তিনি বলেন, তিনি আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আমাকে যারা ভালবাসবে তাদেরকেও ক্ষমা করেছেন।[১] খতীব বলেন, বিশর হাফীর তিনজন বোন ছিলেন মুখ্খাহ, মুয্গাহ ও যুব্দাহ যাঁদের প্রত্যেকেই তাঁর ন্যায় ইবাদত গুযার এবং পার্থিব মোহমুক্ত ছিলেন এবং তাঁর চেয়ে অধিক আল্লাহ্ভীরু ছিলেন।

তাঁদের একজন (একবার) ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেন, কখনও কখনও আমার বাতি নিভে যায় তখন আমি চাঁদের আলোয় সুতা বুনি। তাহলে কি এ বিক্রির সময় আমাকে এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য করতে হবে ? তখন ইমাম আহমদ বলেন, যদি উভয়ের মাঝে (মানের ক্ষেত্রে) পার্থক্য থাকে তাহলে ক্রেতার জন্য উভয়টি পৃথক করে দেবে।

একবার তাঁদের তিনজনের একজন ইমাম আহমদকে প্রশ্ন করেন, কখনও কখনও বনূ তাহিরের লণ্ঠনসমূহ আমাদেরকে অতিক্রম করে যায় আর সে সময় আমরা বুনন কর্মে থাকি। আর এভাবে আমরা (সেই লণ্ঠনের আলোয়) বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সুতা বুনে ফেলি। আপনি আমাদেরকে এই সংশয়পূর্ণ বিষয় থেকে নিষ্কৃতি দিন। তখন ইমাম আহমদ সন্দেহযুক্ত অংশটুকু সবটুকুর সাথে মিশে যাওয়ায় ঐ সুতার সবটুকু সাদাকা করার নির্দেশ দেন। এছাড়া তিনি তাঁকে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির কাতরানো (উহ ! আহ !) সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, তাতে কোন অভিযোগ আছে কি না ? তখন ইমাম আহমদ বলেন, তা হল আল্লাহ্র কাছে সকাতর প্রার্থনা। এরপর তিনি বেরিয়ে পড়েন তখন ইমাম আহমদ তার পুত্র আবদুল্লাহ্কে বলেন ! বৎস এই স্ত্রীলোকটিকে অনুসরণ করে আমাকে তার পরিচয় বল। আবদুল্লাহ্ বলেন, তখন আমি তাঁকে অনুসরণ করে দেখি তিনি বিশরের গৃহে প্রবেশ করেন এবং তিনি হলেন বিশরের ভগ্নি।

খতীব বিশর ভগ্নি যুবদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কোন এক রাতে আমার ভাই বিশর এসে তাঁর একপা গৃহাভ্যন্তরে রাখেন আর অপর পা বাইরে থেকে যায় এবং এভাবে তাঁর সম্পূর্ণ রাত কেটে যায় এমনকি সকাল হয়ে যায়। তখন তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয় রাতে আপনি কী বিষয়ে ভেবেছেন ? তখন তিনি বলেন, আমি খৃস্টান বিশর, ইয়াহূদী বিশর, মাজূসী বিশর

---

[১] এই বক্তব্যের শেষাংশ গ্রহণযোগ্য নয়।

এবং আমার নিজের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেছি, কেননা তাদের ন্যায় আমার নামও বিশর। আমি মনে মনে ভেবেছি, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমার অনুকূলে কী অগ্রবর্তী হয়েছে যে কারণে তিনি তাদের মধ্য থেকে আমাকে বিশেষভাবে ইসলামের নিআমত দান করেছেন। তখন আমি আমার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা ভাবলাম এবং এইজন্য তাঁর শোকর আদায় করলাম যে, তিনি আমাকে ইসলামের সন্ধান দিয়েছেন এবং তাঁর বিশেষ বান্দারে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তাঁর প্রিয়জনদের পোশাক পরিয়েছেন।

ইব্‌ন আসাকির তাঁর সুদীর্ঘ ও বিস্তারিত জীবনী উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি তাঁর বেশকিছু ভাল কবিতা পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, বিশর এই সকল পঙক্তি আবৃত্তি করতেন -

تَعَافُ الْقَذٰى فِى الْمَاءِ لاَتَسْتَطِيْعُهُ + وَتَكْرِعُ مِنْ حَوْضِ الذُّنُوْبِ فَتَشْرِبُ

পানির আবর্জনাকে তুমি পরিহার কর, তা তোমার মনঃপূত হয় না অথচ তুমি (পঙ্কিল) ‘পাপ-সরোবর’ থেকে আকণ্ঠপান কর।

وَتُؤْثِرُ مِنْ اَكْلِ الطَّعَامِ الذَّه + وَلاَ تَذْكُرُ الْمُخْتَارَ مِنْ اَيْنَ يُكْسَبُ

আর তুমি সুস্বাদুতম খাবারকে প্রাধান্য দিয়ে থাক কিন্তু কীভাবে তা উপার্জিত হয়েছে সে সম্পর্কে কোন আলোচনা কর না।

وَتَرْقُدُ يَا مِسْكِيْنُ فَوْقَ نَمَارِقٍ + وَفِىْ حَشْوِهَا نَارٌ عَلَيْكَ تَلْهَبُ

হে নিঃস্ব তুমি তো এমন বালিশে ঘুমিয়ে আছ যার অভ্যন্তরের লেলিহান অগ্নিশিখা তোমাকে গ্রাস করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

فَحَتّٰى مَتٰى لاَ تَسْتَفِيْقُ جَهَالَةً + وَاَنْتَ ابْنُ سَبْعِيْنَ بِدِيْنِكَ تَلْعَبُ

আর কতকাল তুমি মূর্খতার ঘোরে অচেতন হয়ে তোমার দীন নিয়ে ক্রীড়াকৌতুকে মত্ত থাকবে অথচ তুমি সত্তর বছরের বৃদ্ধ।

এছাড়া এ বছর আরও যাঁরা ইনতিকাল করেন, তাঁদের অন্যতম হলেন, আহমদ ইব্‌ন ইউনুস, ইসমাঈল ইব্‌ন আমর আল-বাজালী, প্রসিদ্ধ সুনান প্রণেতা সাঈদ ইব্‌ন মানসূর যাঁর সাথে এ বিষয়ে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই শরীক, অপর সুনান প্রণেতা মুহাম্মদ ইব্‌ন সবাহ আদদূলাবী, আবুল ওয়ালীদ আত্‌-তয়ালিসী এবং মু'তাযিলী কালামশাস্ত্রবিদ আবুল হুযায়ল আল-আল্লাফ। আর আল্লাহ্‌ সর্বাধিক জানেন।

২২৮ হিজরীর সূচনা

এ বছরের রমযান মাসে খলীফা ওয়াছিক আমীর আশনাসকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন। তিনি তাঁকে রাজমুকুট এবং রত্নখচিত কোমরবন্ধ পরিয়ে দেন। আর এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন, আমীর মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদ। এ বছর মক্কার পথে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায় এবং আরাফায় অবস্থানকালে হাজীগণ প্রচণ্ড গরমের মুখোমুখি হন। এরপর প্রবল বৃষ্টি ও তীব্র ঠাণ্ডার

কবলে পড়েন। এসবই সংঘটিত হয় এক মুহূর্তের মধ্যে। আর মিনায় অবস্থানকালে তাদের উপর এমন প্রবল বৃষ্টি নামে যা ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। (এই প্রবল বর্ষণের কারণে) জামরায়ে আকাবার সন্নিকটে পাহাড়ের একাংশ ধসে পড়লে তাতে চাপা পড়ে একদল হাজী নিহত হন।

ইব্‌ন জারীর বলেন, এ বছর শীর্ষস্থানীয় ইতিহাসবেত্তা আবুল হাসান আল-মাদায়িনী ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম মাওসিলীর গৃহে ইনতিকাল করেন এবং কবি আবূ তাম্মাম হাবীব ইব্‌ন আওস তিনিও ইনতিকাল করেন। আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, আবুল হাসান আল মাদাইনী এর নাম হল আলী ইবনুল মাদাইনী যিনি একজন শীর্ষস্থানীয় ইতিহাসবেত্তা এবং তাঁর কালের পুরোধা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। এই বছরের আলোচনার পূর্বে আমরা তাঁর ওফাতের আলোচনা করেছি।

কবি আবূ তাম্মাম আত্‌তাঈ

তিনি হলেন আল হামাসা (যা দীওয়ানুল হামাসা নামে অধিক পরিচিত) -এর সংকলক যা তিনি হামাদান শহরে শীতকালে সেখানকার ওযীরের গৃহে সংকলন করেন।[১] তাঁর পূর্ণ নাম হল হাবীব ইব্‌ন আওস ইবনুল হারিছ ইব্‌ন কায়স ইবনুল আশাজ্জ ইব্‌ন ইয়াহইয়া আবূ তাম্মাম আততাঈ বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক। খতীব বাগদাদী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া আসসূলী থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, একাধিক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেন, (তাঁর পরিচয় জ্ঞাপক নাম হল) আবূ তাম্মাম হাবীব ইব্‌ন তাদরুস আন্‌-নাসারানী পরবর্তীতে তাঁর পিতা তাদরুস এর পরিবর্তে তাঁর নাম রাখেন হাবীব আওস। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, তাঁর আদি নিবাস হল তাবারিয়ার নিকটবর্তী আল জায়দূর অঞ্চলের জাসিম নামক গ্রাম। তিনি দামেশকে এক তাঁতীর কাছে কাজ করতেন। এরপর সেই তাঁতী তাঁকে নিয়ে তাঁর যৌবনে মিসরে যাত্রা করেন। আর ইব্‌ন খাল্লিকান এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন ইব্‌ন আসাকিরের তারিখ থেকে। আর তিনি (ইব্‌ন আসাকির) আবূ তাম্মামের সুন্দর জীবন চরিত সংকলন করেছেন। খতীব বলেন ঃ তিনি হলেন মূলত সিরীয়। কৈশোরে তিনি মিসরের জামে' মসজিদে পানি পান করাতেন। এরপর কোন কোন সাহিত্যিকের আসরে উঠা-বসা করেন এবং তাঁদের থেকে জ্ঞান আহরণ করেন। আর তিনি ছিলেন বোধসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান বালক। (এসময় থেকেই) কবিতার প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল। ফলে তাঁর কাব্য অনুশীলন অব্যাহত থাকে, অবশেষে তিনি নিজে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং উৎকৃষ্ট কাব্য রচনায় সক্ষম হন। এরপর তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং খলীফা মু'তাসিম তাঁর সম্পর্কে অবহিত হন। তখন তিনি 'সুররামানরআ' শহরে অবস্থানরত অবস্থায় তাঁকে সেখানে নিয়ে আসেন। তখন তিনি তাঁর (খলীফার) প্রশংসায় একাধিক কাসিদা (কবিতা) রচনা করেন এবং মু'তাসিম তা অনুমোদন করেন এবং সমসাময়িক কবিদের মাঝে তাঁকে অগ্রগামী বিবেচনা করেন। বাগদাদে আগমন করে আবূ তাম্মাম সাহিত্যিক আসরে উঠা-বসা করেন এবং আলিমদের সাহচর্য লাভ করেন। আর তিনি ছিলেন চৌকস ও সদাচারী। আহমদ ইব্‌ন আবূ তাহির তাঁর থেকে তাঁর সনদে একাধিক খবর রিওয়ায়াত করেছেন। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, দীর্ঘ কাসীদা এবং খণ্ড কবিতা ইত্যাদি দ্বারাই আরবদের চৌদ্দ হাজার কবিতা পঙ্‌ক্তি তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। বলা হত সে গোত্রে তিন দিকপাল

---

[১] এখানে আরবীতে فضل النساء রয়েছে। সম্ভত এটি فَصْلُ الشِّتَاءِ হবে। কেননা দিওয়ানুল হামাসার সংকলনের ইতিহাস এটাই সমর্থন করে।

রয়েয়ছেন, হাতিম তাঁর বদান্যতায়, দাউদ তাঁর দুনিয়া বিমুখতায় এবং আবূ তাম্মাম তাঁর কাব্য কুশলতায়। তাঁর সমকালীন একদল কবি ছিলেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত হলেন আবুশ্‌শীস, দি‘‘বাল এবং ইব্‌ন আবূ কায়স। এঁদের মাঝে শিষ্টাচারে, ধার্মিকতায় এবং স্বভাব চরিত্রে আবূ তাম্মাম ছিলেন সর্বোত্তম।

তাঁর অন্যতম কোশল কবিতা পঙক্তি হল ঃ

يَاحَلِيْفَ النَّدٰى وَيَا مَعْدِنَ الْجُوْدِ + وَيَا خَيْرَ مَنْ حَوِيْتَ الْقَرِيْضَا
لَيْتَ حُمَّاكَ بِىْ وَكَانَ لَكَ الْاَجْرُ + فَلَاَ تَشْتَكِىْ وَكُنْتَ الْمَرِيْضَا ـ

হে দানের মিত্র ও বদান্যতার উৎস এবং হে কাব্যদ্বারা প্রশংসিতদের সর্বোত্তমজন। হায় যদি আপনার জ্বর আমার দেহে স্থানান্তরিত হত আর তার ছাওয়াব আপনার হত,এবং আপনি কোন ব্যাথা বেদনা অনুভব না করতেন, আর আমি হতাম অসুস্থ।

ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আরাফার উদ্ধৃতিতে খতীব উল্লেখ করেছেন যে, আবূ তাম্মাম দুইশ একত্রিশ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। আর ইব্‌র জারীরও এমন বলেছেন। কারও কারও থেকে বর্ণিত আছে, তিনি দুইশ একত্রিশ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। মতান্তরে দুইশ বত্রিশ হিজরীতে। আর আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন। আবূ তাম্মাম মাওসিলে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হয়। ওযীর মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক আয্‌যায়্যাত তাঁর মৃত্যু শোকে আবৃত্তি করেন ঃ

نَبَأٌ اَتٰى مِنْ اَعْظَمَ الْاَنْبَاءَ + لَمَا اَلَمْ مَقَلْقِلُ الْاَحْشَاءِ
قَالُوْا حَبِيْبُ قَدْ ثَوٰى فَأَجَبْتُهُمْ + نَاشَدْتُكُمْ لَا تَجْعَلُوهُ الطَّائِىْ ـ

এক মহা সংবাদ উপস্থিত, যখন তা আপতিত হল তখন তা আমার দেহাভ্যন্তরকে প্রকম্পিত করল। ঘোষকগণ ঘোষণা করল, ‘হাবীব’ মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন আমি তাদেরকে দোহাই দিয়ে বললাম, তোমরা তাঁকে ‘তাঈ’ বানিয়ো না।

অপর এক কবি আবৃত্তি করেন ঃ

فُجِعَ الْقَرِيْضُ بِخَاتِمِ الشُّعْرَاءِ + وَغَدِيْرُ رَوْضَتِهَا حَبِيْبُ الطَّائِىُّ
مَاتَا مُعًا فَتَجَاوَرَا فِى حُفْرَةٍ + وَكَذَاكَ كَانَا قَبْلُ فِى الْاَحْيَاءِ ـ

কাব্য উদ্যানের সরোবর এবং কবিকুলের শেষজনের প্রস্থানে কাব্য-শাস্ত্র শোকাহত। তাঁদের উভয়ের মৃত্যু ঘটেছে একই সাথে, এরপর তাঁরা একে অন্যের প্রতিবেশী হয়েছেন। এক সমাধিতে আর ইতিপূর্বে জীবিতদের মাঝেও তাঁরা এমনই (অবিচ্ছেদ্য) ছিল।

সূলী বর্ণক্রম অনুসারে আবূ তাম্মামের কবিতাসমূহ সংকলিত করেছেন। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, আবূ তাম্মাম তাঁর যেই কাসীদায় নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করেছেন তাদ্বারা তিনি আহমদ ইব্‌ন মু'তাসিমের প্রশংসা করেছেন, অবশ্য কেউ কেউ বলেন ইব্‌ন মা'মূনের ঃ

اِقْدَامُ عَمْرٍو فِى سَمَاحَةِ حَاتِمٍ + فِى حِلْمِ اَحْنَفَ فِى ذَكَاءِ اِيَاسٍ

(তাঁর মাঝে রয়েছে) আমরের সাহসিকতার সাথে হাতিমের বদান্যতা, আহনাফের বিচক্ষণতা এবং ইয়াসের বুদ্ধিমত্তা।[১]

তখন সে মজলিসে উপস্থিতদের একজন তাঁকে বলল, তুমি আমীরুল মু'মিনীনকে এঁদের সাথে তুলনা করছ অথচ তিনি এদের চেয়ে মর্যাদায় বহু উর্ধ্বে। কতক গ্রাম্য সাধারণ আরবের সাথে তুলনা করা ছাড়া আর কী করতে পেরেছ? তখন আবূ তাম্মাম তাঁর মাথা নীচু করলেন এং মাথা উঁচিয়ে আবৃত্তি করলেন ঃ

لاَ تُنْكِرُوا ضَرْبِىْ لَهُ مَنْ دُوْنَهُ + مَثَلاً شُرُوْدًا فِى النَّدى وَالْبَأْسِ
فَاللّٰهِ قَدْ ضَرَبَ الاَقَلَّ لِنُوْرِهِ + مَثَلاً مِنَ الْمِشْكَاةِ وَالنِّبْرَاسِ ـ

বদান্যতা ও সাহসিকতায় আমা-কর্তৃক নিম্নস্তরের তাকে তুলনা করাকে তোমরা অস্বীকার করো না। কেননা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর 'নূরের' জন্য নিম্নতর দীপধার ও প্রদীপকে উপমা বানিয়েছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তীতে তাঁরা যখন তাঁর থেকে কাসীদাটি নেন তখন তাতে এই পঙ্ক্তিদ্বয় পাননি। আসলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা রচনা করেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ ঘটনার পর তিনি খুব বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। বর্ণিত আছে এই কাসীদা দ্বারা খলীফার প্রশংসার পর তিনি তাঁকে মাওসিলের শাসন কর্তৃত্ব দান করেন। এরপর তিনি সেখানে চল্লিশ দিন অবস্থানের পর মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু এই তথ্য সঠিক নয়; এর কোন ভিত্তি নেই। যদিও কতিপয় ব্যক্তি তা বলেছেন যেমন যামাখশারী ও অন্যরা। ইব্‌ন আসাকির তাঁর বহু কবিতা পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করেছেন। যেমন তাঁর উক্তি ঃ

وَلَوْ كَانَتِ الاَرْزَاقُ تُجْرٰى عَلٰى الْحِجَا + هَلَكْنَ اِذَا مِنْ جَهْلِهِنَّ الْبَهَائِمُ
وَلَمْ يَجْتَمِعُ شَرْقٌ وَغَرْبٌ لِقَاصِدٍ + وَلاَ الْمَجْدُ فِى كَفٍّ اَمْرِئٍ وَالدَّرَاهَمُ

আকল-বুদ্ধি অনুসারে যদি রিযক ও জীবিকা বণ্টিত হত তাহলে নির্বুদ্ধিতার কারণে চতুষ্পদ প্রাণীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হত এবং কোন বিজেতার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য একত্র হত না। কোন ব্যক্তি যুগপৎ মান-মর্যাদা ও ধন-সম্পদের অধিকারী হত না।

তন্মধ্যে নিম্নোক্ত পঙ্ক্তিদ্বয়ও উল্লেখযোগ্য ঃ

وَمَا اَنَا بِالْغَيْرَانِ مِنْ دُوْنِ غِرْسِهِ + اِذَا اَنَا لَمْ اُصْبِحْ غَيُوْرًا عَلَى الْعِلْمِ
طَبِيْبُ فُؤَادِىْ مُذْ ثَلاَثِيْنَ حِجَّةً + وَمُذْهِبُ هَمِّىْ وَالْمُفَرِّجُ لِلْغَمِّ ـ

ইলমের ব্যাপারে যদি আমার আত্মমর্যাদা না থাকে তাহলে তার 'দান' ব্যতীত আমি আত্মমর্যাদার অধিকারী নই। তিরিশ বছর যাবৎ তিনি আমার অন্তরের চিকিৎসক এবং দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা বিদূরণকারী।

এছাড়া এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন আবূ নসর ফারাবী, আল-

---

[১] সাহসিকতায় আমর, বদান্যতায় হাতিম, বিচক্ষণতায় আহনায এবং বুদ্ধিমত্তায় ইয়াস হলেন আরবের প্রব
পুরুষ।

আব্‌সী, আবুল জাহ্‌ম, মুসাদ্দাদ, দাঊদ ইব্‌ন আমর আয্‌যব্‌বী, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবদুল হামীদ আল-হাম্মানী।

২২৯ হিজরীর সূচনা

এ বছর খলীফা ওয়াছিক রাজ-কোষাগারের হিসাব রক্ষকদের খিয়ানত ও অপচয় প্রকাশ পাওয়ার পর তাদেরকে দৈহিক শাস্তি প্রদান এবং তাদের কবল থেকে সকল রাষ্ট্রীয় ধন-সম্পদ উদ্ধারের নির্দেশ দেন। এদের মধ্যে কাউকে কাউকে এক হাজার কিংবা তার চেয়ে অধিক বেত্রাঘাত করা হয়, আবার কাউকে কম। আবার কারও থেকে এক লক্ষ দীনার উসুল করা হয়। কারও থেকে তার চেয়ে কম। ওযীর মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক সকল সিপাহী প্রধানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতায় প্রবৃত্ত হন, ফলে তারা নির্যাতন ও বন্দীত্বের শিকার হয় এবং মহা-আপদ ও বিরাট সংকটে নিপতিত হয়। এ সময় ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম তাদের বিষয় তদন্ত করার জন্য বলেন, আর তাদেরকে এবং কোষাগাররক্ষকদেরকে জনসমক্ষে ভীষণভাবে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করা হয়। আর তার কারণ ছিল একরাতে খলীফা ওয়াছিক দারুল খিলাফতে তাঁর সহচরদের সাথে নৈশ আলাপচারিতায় মশগুল হন। তখন তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে আমার পিতামহ রশীদ কর্তৃক বারমাকীদের শাস্তি প্রদানের কারণ জানে। তখন উপস্থিতদের একজন বলে হ্যাঁ ! আমিরুল মু'মিনীন ! তার কারণ ছিল এই যে, খলীফা রশীদের সামনে জনৈকা বাঁদীকে উপস্থিত করা হয়। তখন তার সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করে এবং তিনি তার ব্যাপারে তার মনিবের সাথে দরদাম করেন। তখন সে (বাঁদীর মালিক) বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি সকল প্রকার শপথ করেছি যে, তাকে এক লক্ষ দীনারের কমে বিক্রি করব না। তখন রশীদ এই (বিশাল মূল্যের বিনিময়েই) তার থেকে তাকে ক্রয় করেন এবং তাঁর ওযীর ইয়াহইয়া ইব্‌ন খালিদের কাছে দূত পাঠান যেন তিনি বায়তুল মাল থেকে এ পরিমাণ অর্থ তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু ওযীর তাঁর কাছে নেই বলে এ ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করেন। এরপর রশীদ তাকে তিরস্কার করে বলে পাঠান বায়তুল মালে কি এক লক্ষ দীনার নেই ? একথা বলে তিনি আরও কঠোরভাবে তা চেয়ে পাঠান। তখন ইয়াহইয়া ইব্‌ন খালিদ তার অধীনস্থদের বলেন, সমমূল্যের দিরহাম তাঁর কাছে পাঠাও তাহলে তিনি তা অধিক গণ্য করে বাঁদীটি তার মনিবকে ফিরিয়ে দেবেন। তখন তারা একলক্ষ দীনার সমমূল্যের দিরহাম প্রেরণ করে খলীফা রশীদের নামাযে যাওয়ার পথে তা স্তূপীকৃত করে রাখে। এরপর খলীফা যখন তা অতিক্রম করে যান তখন সেখানে দিরহামের স্তূপসমূহ দেখতে পান। এসময় তিনি প্রশ্ন করেন এগুলো কী ? তখন অন্যরা বলল, 'বাদীর মূল্য'। তখন তিনি তা অধিক গণ্য করেন এবং দারুল খিলাফতে তাঁর জনৈক প্রেরকের কাছে তা সঞ্চিত রাখার নির্দেশ দেন এবং তার আয়ত্তে অর্থ সঞ্চিত রাখা তাকে মুগ্ধ করে। এরপর তিনি বায়তুল মালের খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে দেখেন বারমাকীরা তা নিঃশেষ করে ফেলেছে। তখন তিনি একবার তাদেরকে এর শাস্তিস্বরূপ কঠোরভাবে পাকড়াও করে হত্যা করতে উদ্যত হন, আরেকবার তা থেকে বিরত থাকতে মনস্থির করেন। অবশেষে কোন এক রাতে তাঁর কাছে আবুল আওদ নামক জনৈক ব্যক্তি নৈশ আলাপে শরীক হয়। তখন তিনি তাকে তিরিশ হাজার দিরহাম প্রদানের নির্দেশ দেন। এরপর ঐ ব্যক্তি ওযীর ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন বারমাকীর কাছে গিয়ে তার প্রাপ্য চায়, কিন্তু তিনি দীর্ঘসময় তা আদায়ে গড়িমসি করেন। এরপর

কোন একরাতে আবুল আওদ যখন পুনরায় খলীফার সাথে নৈশ আলাপচারিতায় শরীক হয় তখন সে কবি উমর ইব্‌ন আবূ রাবীআর কবিতা পঙক্তি আবৃত্তি করে ইঙ্গিতে সেদিকে খলীফার মনযোগ আকর্ষণ করে ঃ

وَعَدَتْ هِنْدٌ وَمَا كَادَتْ تَعِدُ + لَيْتَ هِنْدًا اَنْجَزَتْنَا مَا تَعِدُ
وَاسْتَبَدَّتْ مَرَّةً وَاحِدَةً + اِنَّمَا الْعَاجِزُ مَنْ لاَ يَسْتَبِدُّ

হিনদ (কবির প্রিয়া) প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আর সে তো প্রতিশ্রুতি দিতেই চায়নি, হায় যদি 'হিনদ' আমাদের সাথে তার প্রদেয় প্রতিশ্রুতি কার্যকর করত এবং একবার সে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রয়োগ করত, আর যে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে না সেই অক্ষম।

তখন খলীফা রশীদ তার উক্তি اِنَّمَا الْعَاجِزُ مَنْ لاَ يَسْتَبِدُّ অক্ষম সে যে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে না- বারবার মুগ্ধতার সাথে আওড়াতে থাকেন। পরদিন সকালে যখন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন তখন রশীদ তাঁকে প্রশংসার সাথে এই পঙ্‌ক্তিদ্বয় আবৃত্তি করে শোনান, আর তার মর্ম উপলব্ধি করে ইয়াহ্‌ইয়া শঙ্কিত হন এবং খলীফা রশীদকে তা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তাঁকে বলা হয় আবুল আওদ। এরপর ইয়াহইয়া আবুল আওদকে ডেকে পাঠান এবং তাকে তিরিশ হাজার দিরহাম প্রদান করেন, এছাড়া তিনি তাকে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে বিশ হাজার দিরহাম অতিরিক্ত প্রদান করেন এবং এরূপই ছিল তার পুত্রদ্বয় ফায্‌ল ও জা'ফর।

এরপর কিছুদিন অতিবাহিত হতে না হতেই খলীফা রশীদ বারমাকীদের পাকড়াও করেন। ফলে তাদের পরিণতি যা হওয়ার তাই হয়েছিল।

খলীফা ওয়াছিক এই ঘটনা শুনে চমৎকৃত হন কবির এই উক্তি اِنَّمَا الْعَاجِزُ مَنْ لاَ يَسْتَبِدُّ বারবার আওড়াতে থাকেন। এরপর তিনি হিসাব লিখক অর্থাৎ কোষাগার রক্ষকদের পাকড়াও করেন। এসময় তিনি তাদের থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থদণ্ড আদায় করেন। আর এ বছরও হজ্জ পরিচালনা করেন গত বছরের আমীর আর তিনি হলেন বিগত দু'বছরের হজ্জের আমীর।

আর এ বছর আরও যারা ইনতিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন, খালফ ইব্‌ন হিশাম আল-বায্‌যার যিনি সুবিখ্যাত কিরাআত বিশেষজ্ঞ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আসসিনদী, নুআয়ম ইব্‌ন হাম্মাদ আল-খুযাঈ যিনি জাহমিয়াদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি থাকার পর সুন্নাহ্‌র অন্যতম দিকপালে পরিণত হন এবং সুনান ও অন্যান্য বিষয়ে যাঁর রচনা ও সংকলন বিদ্যমান এবং বাশ্‌শার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ যাঁর দিকে সম্পৃক্ত করা হয় তার সম্পর্কে বা তার থেকে সংকলিত ভুয়া নুসখা। অবশ্য তার সনদ উঁচুমানের কিন্তু তা জাল।

২৩০ হিজরীর সূচনা

এ বছর জুমাদা মাসে সুলায়ম গোত্র মদীনার চারপাশে বিদ্রোহ করে সেখানে ব্যাপক নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং পথচারীদের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। তখন মদীনাবাসীরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কিন্তু তারা তাদেরকে পরাজিত করে এবং মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী

সকল জনবসতি ও পানির উৎস দখল করে নেয়। এসময় খলীফা ওয়াছিক তাদের বিরুদ্ধে 'বড় বাগ্‌গা' আবূ মূসা আত্‌তুর্কীকে এক বাহিনীসহ প্রেরণ করেন। তিনি শা'বান মাসে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। এ যুদ্ধে তিনি তাদের পঞ্চাশজন অশ্বারোহীকে হত্যা করেন এবং বেশ কিছু সংখ্যককে বন্দী করেন আর অবশিষ্টরা পরাজিত হয়। তখন তিনি তাদেরকে জীবনের নিরাপত্তা দিয়ে আমীরুল মু'মিনীনের আনুগত্যের দিকে আহ্বান করেন। তাদের মধ্য থেকে বহুলোক এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর পাশে সমবেত হয়। এরপর আবূ মূসা তাদেরকে নিয়ে মদীনায় প্রবেশ করেন এবং তাদের নেতৃস্থানীয়দের ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়ার গৃহে বন্দী করে রাখেন এবং (সেখান থেকে) এ বছর হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হন। আর এই হজ্জ মৌসুমে ইরাকের গভর্নর ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুসআব তাঁর সাথে ছিলেন। এ বছরও হজ্জ পরিচালনা করেন পূর্বোল্লিখিত মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদ। এছাড়া আরও যাঁরা এ বছর ইনতিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন ঃ

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির ইব্‌ন হুসায়ন

ইনি ছিলেন খুরাসান ও তৎসংলগ্ন এলাকার গভর্নর। তাঁর শাসনাধীন অঞ্চলের বাৎসরিক খারাজ বা খাজনা ছিল চারকোটি আশি লক্ষ দিরহাম। তাঁর মৃত্যুর পর খলীফা ওয়াছিক তাঁর পুত্র তাহিরকে তাঁর স্থলবর্তী নিয়োগ করেন। তাঁর মৃত্যুর নয় দিন পূর্বে এ বছর রবীউল আওয়াল মাসের এগার তারিখ সোমবার আশনাস আত্‌তুর্কী মৃত্যুবরণ করেন। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির) আটাশ হিজরীতে মারব শহরে ইনতিকাল করেন, অবশ্য কারও কারও মতে নিশাপুরে। তিনি ছিলেন মহানুভব ও বদান্য ব্যক্তি। তাঁর রয়েছে উৎকৃষ্ট কবিতা। দুইশ বিশ হিজরীর পর তিনি মিসরের গভর্নর নিযুক্ত হন। ওযীর আবুল কাসিম ইবনুল মাআররী উল্লেখ করেছেন যে, মিসরের 'আবদালাবী তরমুজ' এই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের নামের সাথে সম্পৃক্ত। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, এর কারণ তিনি তা খেতে পসন্দ করতেন। আর কারও কারও মতে তিনিই সেখানে সর্বপ্রথম এর চাষাবাদ শুরু করেন। আর আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন। তাঁর অন্যতম উৎকৃষ্ট কবিতার নমুনা হল -

اِغْتَفِرْ زَلَّتِىْ لِتُحْرِزَ فَضْلَ الشُّكْرِ + مِنِّىْ وَلاَ يَفُوْتُكَ اَجْرِىْ
لاَتَكِلْنِىْ اِلَى التَّوَسُّلِ بِالْعُذْرِ + لَعَلِّىْ اَنْ لاَّ اَقُوْمَ بِعُذْرِىْ -

আমার পক্ষ থেকে শোকরের ফযীলত সংরক্ষণ করার জন্য আমার পদস্খলন ক্ষমা করুন, আর আমার বিনিময় আপনার হাতছাড়া হবে না। আর আমাকে অজুহাতের মাধ্যম গ্রহণে বাধ্য করবেন না। কেননা, আমি সঠিকভাবে আমার অজুহাত পেশ করতে পারব না।

نَحْنُ قَوْمٌ يُلِيْنُنَا الْخَدُّ وَالنَّحْرُ + عَلٰى اَنَّنَا نُلِيْنُ الْحَدِيْدَا

আমরা এমন এক সম্প্রদায় যে আমাদেরকে গণ্ডদেশ এবং কণ্ঠদেশ বিগলিত করে অথচ আমরা লোহাকে বিগলিত করে থাকি।

طَوْعُ اَيْدِىْ الصَّبَا تَصَيَّدُنَا الْعِيْنُ + وَمِنْ شَأْنِنَا نَصِيْدُ الْاَسْوَدَا

আমরা প্রেমাসক্তির অনুগত, আয়তলোচনা নারীরা আমাদেরকে শিকার করে অথচ আমরা সিংহ শিকারে অভ্যস্ত।

نَمْلِكُ الصَّيْدَ ثُمَّ تَمْلِكُنَا الْبِيْضَ + الْمُضِيْئَاتُ اَعْيُنًا وَخُدُوْدًا

আমরা রাজা-বাদশাহ্দের কর্তৃত্ব লাভ করি, এরপর আমাদের কর্তৃত্ব লাভ করে শুভ্র দেহবর্ণ এবং দ্যুতিময় চক্ষু ও গণ্ডদেশের অধিকারিণীরা।

تَتَّقِيْ سُخْطَنَا الاَسْوَدُ وَنَخْشَى + سَقْطَ الْخَشْفِ حِيْنَ تُبْدِىْ الْقُعُوْدَا

সিংহদল আমাদের ক্রোধ এড়িয়ে চলে অথচ আমরা তাদের সামনে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে ভীত থাকি।

فَتَرَانَا يَوْمَ الْكَرِيْهَةِ اَحْرَارًا + وَفِى السِّلْمِ لِلْغَوَانِىْ عَبِيْدًا

আর যুদ্ধের দিনে তুমি আমাদেরকে স্বাধীন ও অকুতোভয় দেখবে আর শান্তিপূর্ণ দিনে আমাদেরকে সুন্দরী রমনীদের অনুগত দাস দেখবে।

ইব্ন খাল্লিকান বলেন, তিনি খুযাঈ এবং তালহাতুত্তালহা আল-খুযাঈর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। আর কবি আবূ তাম্মাম তাঁর প্রশংসায় কবিতা রচনা করতেন। একদিন তিনি তাঁর সাক্ষাতে প্রবেশ করেন, তখন তিনি তাঁকে হামদানে আপ্যায়ন করেন তখন তিনি তার জন্য তাঁর জনৈকা স্ত্রীর নিকট كِتَابُ الْحَمَاسَةَ (বীরত্ব গাথা) রচনা করেন।

খলীফা মা'মূন যখন তাঁকে সিরিয়া ও মিসরের গভর্নর নিয়োগ করেন, তখন তিনি সেখানে ভ্রমণ করেন। আর এসময় খলীফ গোটা মিসর অঞ্চলের কর-খাজনা ইত্যাদি যাবতীয় রাজস্ব আয় তাঁকে অর্পণের লিখিত ফরমান জারি করেন। এ কারণে তিনি পথিমধ্যে থাকা অবস্থায় তিরিশ লক্ষ দীনার তাঁর কাছে বহন করে আনা হয়। তখন তিনি এক বৈঠকে তা বণ্টন করে দেন। এছাড়া তিনি যখন মিসরে উপনীত হন তখন প্রতি লক্ষ্য করে তাকে তুচ্ছজ্ঞান করে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ফিরআওনকে লাঞ্ছিত করুন। সে কত নীচ ও দুর্বল মনোবলের অধিকারী ছিল ফলে সে এই (সাধারণ) জনপদের সাম্রাজ্য নিয়ে গর্ব ও বড়াই করেছিল। আর বলেছি, "আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠতম প্রতিপালক" এবং বলেছিল "মিসর সাম্রাজ্য কি আমার নয়"। সে যদি বাগদাদ ও অন্যান্য শহর দেখতে তাহলে কী করত?

আর এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন, আলী ইব্ন জা'দ আল-জাওহারী, কিতাবুত তাবাকাত ও অন্যান্য গ্রন্থের রচিয়তা ওয়াকিদীর কাতিব মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ এবং সাঈদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-জারমী।

২৩১ হিজরীর সূচনা

এ বছর আমীর খাকান আল-খাদিমের হাতে মুসলমানদের ঐ সকল বন্দী বিনিময় সম্পন্ন হয় যারা রোমকদের হাতে বন্দী ছিলেন। আর তা সম্পন্ন হয় এ বছর মুহাররম মাসে। এই বন্দীদের সংখ্যা ছিল চারহাজার তিনশ বাষট্টি জন। এছাড়া এবছর আহমদ ইব্ন নাসর আল-খুযাঈ নিহত হন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন এবং সম্মানিত করুন।

আর তার কারণ ছিল নিম্নরূপ ঃ এই ব্যক্তি হলেন আহমদ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইবনুল হায়ছাম আল-খুযাঈ, তাঁর পিতামহ মালিক ইব্‌ন হায়ছাম ছিলেন আব্বাসীয় খিলাফাতের অন্যতম প্রধান সংগঠক ও আহ্বায়ক। যাঁর পৌত্রকে তারা হত্যা করে। এই আহমদ ইব্‌ন নাসর ছিলেন নেতৃস্থানীয় ও সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁর পিতা নাসর ইব্‌ন মালিকের কাছে আহলে হাদীসগণ যাতায়াত করত। আর যেমনটি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে বাগদাদে খলীফা মা'মূনের অনুপস্থিতিকালে যখন লম্পট ও দুষ্টলোকদের উৎপাত বৃদ্ধি পায় তখন দুইশ এক হিজরীতে জনসাধারণ তাঁর আনুগত্য ও কর্তৃত্বের অনুকূলে বায়আত গ্রহণ করে। আর বাগদাদের 'নাসর বাজার' তাঁরই নামে পরিচিত।

আর (তাঁর পুত্র) এই আহমদ ইব্‌ন নাসর ছিলেন জ্ঞানী, ধার্মিক, সৎকর্মপরায়ণ, কল্যাণকর্মে তৎপর এবং সুন্নাহ্‌র ঐসকল ইমামদের অন্যতম যাঁরা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব পালনে তৎপর ছিলেন। এছাড়া তিনি এই মতবাদের প্রচারক ছিলেন যে, কুরআন হল আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কালাম যা 'মাখলূক' নয়।

পক্ষান্তরে খলীফা ওয়াছিক ছিলেন 'খালকে কুরআন' মতবাদের কট্টর সমর্থক ও প্রচারক। দিন-রাতে এবং গোপনে-প্রকাশ্যে তিনি তা প্রচার করতেন। আর এ ব্যাপারে তাঁর নির্ভরতা ছিল তাঁর পূর্বে তাঁর পিতা মু'তাসিম এবং পিতৃব্য মা'মূনের অবস্থানের উপর। তাঁর কাছে কুরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক কোন দলীল প্রমাণ কিংবা যুক্তি ছিল না। তাই এ সময় আহমদ ইব্‌ন নাসর তৎপর হয়ে সকলকে আল্লাহ্‌র দিকে এবং সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধের দিক এবং এই মতবাদের দিকে আহ্বান করতে থাকেন যে কুরআন আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কালাম মাখলূক নয়। এছাড়া তিনি লোকজনকে আরও অনেক আনুসঙ্গিক ভালকাজের দিকে আহ্বান করতে থাকেন। তখন তাকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার বাগদাদবাসী সমবেত হয়।

এ সময় আহমদ ইব্‌ন নসরের দিকে আহ্বানের জন্য দুই ব্যক্তি তৎপর হন, তাঁরা দু'জন হলেন আবূ হারূন আস্ সাররাজযে পূর্ব বাগদাদের লোকদের আহ্বান করত আর অপরজন হল তালিব নামক ব্যক্তি যে পশ্চিম বাগদাদের লোকদের আহ্বান করত। ফলে তাঁকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয় এবং বিপুল সংখ্যক লোকজন একত্র হয়। এরপর যখন এ বছরের শা'বান মাসে আসে তখন গোপনে আহমদ ইব্‌ন নাসরের অনুকূলে বায়আত সম্পন্ন হয়। আর এ বায়আত ছিল সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ এবং অনুকূলে এবং খলীফার বিদআত ও খালকে কুরআনের মতবাদ প্রচারের এবং তিনি ও তাঁর আমীর-উমারা এবং সহচর-অনুচরগণ যে নাফরমানী ও অশ্লীলতায় লিপ্ত ছিল তার বিরুদ্ধে। এরপর তারা এ ব্যাপারে একমত হয় যে শা'বানের তের তারিখ রাতে যা ছিল শুক্রবারের জুমুআর রাত-কোন এক প্রহরে তবলা বাজানো হবে এবং তখন বায়আতকারীরা নির্ধারিত একটি স্থানে সমবেত হবে। আর এ সকল কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করার জন্য তালিব ও আবূ হারূন তাঁদের অনুসারীদের প্রত্যেককে এক দীনার করে প্রদান করেন। তারা যাদেরকে দীনার প্রদান করে তাদের মাঝে মদ্যপানে অভ্যস্ত বনূ আশরাসের দুই ব্যক্তি ছিল। বৃহস্পতিবার রাতে এই দুই ব্যক্তি তাদের বন্ধুদের সাথে শরাব পান করে। তারপর (নেশার ঘোরে) ধারণা করে যে সেই রাতই হল তাদের প্রতিশ্রুত রাত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল তার পূর্বের রাত-তখন তারা লোক সমবেত করার জন্য (পূর্বের সিদ্ধান্ত

মাফিক) তবলা বাজাতে শুরু করে, কিন্তু কেউ তাতে সাড়া দেয় না, আর তাদের পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়ে যায়। এদিকে নৈশ প্রহরীরা (রাতের) এই কোলাহল শুনে গভর্নর মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুসআবকে যিনি তাঁর ভাই ইসহাক ইব্ন ইবরাহীমের বাগদাদে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁর স্থলবর্তী গভর্নর ছিলেন-তা অবহিত করেন। এ ঘটনার ফলে লোকজন গোলযোগ ও নৈরাজ্য কবলিত হয়ে পড়ে। এরপর গভর্নর এ দুই ব্যক্তিকে হাযির করতে উদ্যোগী হন। তাদেরকে উপস্থিত করে তিনি যখন শাস্তি প্রদান করেন তখন তারা আহমদ ইব্ন নাসরের সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে। তখন গভর্নর তাঁকে তলব করেন এবং তাঁর জনৈক খাদিমকে পাকড়াও করে এ ব্যাপারে তার স্বীকারোক্তি চান। তখন সে তার সত্যতা স্বীকার করে যা ঐ দুই ব্যক্তি স্বীকার করে। এরপর আহমদ ইব্ন নাসরের সাথে তাঁর অনুসারীদের নেতৃস্থানীয় একটি দলকে সমবেত করা হয় এবং তাদের সকলকে খলীফার কাছে 'সুর্‌রা মান্‌রসা'-তে প্রেরণ করা হয়। এ ঘটনা সংঘটিত হয় এ বছরের শা'বান মাসে। এরপর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি দল উপস্থিত করা হয় এবং কাযী আহমদ ইব্ন আবূ দাউদ মু'তাযিলী উপস্থিত হয়। এ সময় আহমদ ইব্ন নাসরকে উপস্থিত করা হয়। কিন্তু তার পক্ষ থেকে আহমদ ইব্ন নাসরের প্রতি কোন ভর্ৎসনা প্রকাশ পায়নি। এরপর আহমদ ইব্ন নাসরকে যখন খলীফা ওয়াছিকের সামনে দাঁড় করানো হয় তখন তিনি তাঁকে লোকজনকে ভালকাজের নির্দেশ এবং মন্দকাজের নিষেধ ও অন্যান্য বিষয়ে বায়আত করা সম্পর্কে কোনরূপ ভর্ৎসনা করেননি। বরং তিনি এসব বিষয় এড়িয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন, কুরআনের ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী ? তখন আহমদ বলেন, তা হল আল্লাহ্‌র কালাম। ওয়াছিক বলেন, তা কি মাখলূক ? আহমদ বলেন, তা আল্লাহ্‌র কালাম। আর আহমদ ইব্ন নাসর পূর্বেই অনুমান করেন যে তাঁকে হত্যা করা হবে। তাই তিনি সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করেন এবং আটসাঁট পোশাক পরিধান করে আসেন। এরপর ওয়াছিক তাঁকে প্রশ্ন করেন, তোমার রবের ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী ? তুমি কি কিয়ামতের দিন তাঁকে দেখতে পাবে ? তখন আহমদ বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! কুরআন ও সুন্নাতে তো এর অনুকূলে প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে (সূরা কিয়ামা ঃ ২২-২৩)।

আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, اِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَاتَضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهٖ তোমরা তোমাদের 'রব'-কে এমনভাবে দেখবে যেমনভাবে তোমরা এই চাঁদকে দেখে থাক। তাঁকে দেখার ব্যাপারে তোমরা জড়ো হবে না, ভিড় করবে না (নিজ নিজ অবস্থান থেকে তাঁকে তোমরা দেখতে পাবে)। আর আমরা হাদীসের মতাদর্শী। খতীব এস্থলে বৃদ্ধি করেছেন তখন ওয়াছিক বলেন, ধিক তোমাকে ! তাঁকে কি সেভাবে দেখা যাবে যেভাবে সীমা পরিবেষ্টিত ও অবয়ব বিশিষ্টকে দেখা যায় ? স্থান তাকে ধারণ করবে আর দর্শক তাকে পরিবেষ্টন করবে ? যে 'রবের বৈশিষ্ট্য হল এই আমি তাকে অস্বীকার করি'।

গ্রন্থকার বলেন, খলীফা ওয়াছিকের এই মন্তব্য অসঙ্গত এবং তা কোন কিছু সাব্যস্ত করে না এবং তা দ্বারা এই সহীহ্ হাদীস রদ করা যায় না। আর আল্লাহ্ সম্যক অবহিত। এরপর আহমদ ইব্ন নাসর ওয়াছিককে বলেন, সুফিয়ান আমাকে হাদীসে মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন, اِنَّ قَلْبَ

ابْنِ اٰدَمَ بَاسْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللّٰهِ يُقَبُّهُ كَيْفَ يَشَاءُ আদম সন্তানের অন্তর দয়াময়ের দুই আঙ্গুলের আয়ত্তাধীন। তিনি তা যেমন ইচ্ছা উলট-পালট করেন। আর নবী (সা) তাঁর দু'আয় বলতেন ঃ يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ- হে অন্তরসমূহের অবস্থা পরিবর্তনকারী আমার অন্তরকে আপনার দীনে সুস্থির রাখুন। তখন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম তাঁকে বলেন, দুর্ভাগ্য তোমার ! তুমি কী বলছ, ভালভাবে ভেবে দেখ। তখন তিনি বলেন, তুমিই তো আমাকে এর নির্দেশ দিয়েছ। তখন ইসহাক শঙ্কিত হয়ে বলেন, আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছি ? তখন তিনি বলেন, হ্যাঁ তুমি আমাকে নির্দেশ দিয়েছ তাকে হিতোপদেশ প্রদান করতে। এরপর খলীফা ওয়াছিক তাঁর চারপাশের লোকদের সম্বোধন করে বলেন, এই ব্যক্তির ব্যাপারে তোমাদের মতামত কী ? তখন তারা তার সম্পর্কে অনেক কথা বলে। তখন আবদুর রহমান ইব্ন ইসহাক বলেন- যিনি ইতিপূর্বে বাগদাদের পশ্চিম অঞ্চলের কাযী ছিলেন, তারপর অপসারিত হন এবং তিনি ইতিপূর্বে আহমদ ইব্ন নাসরের হিতাকাঙক্ষী ছিলেন- হে আমীরুল মু'মিনীন, তাকে হত্যা করা বৈধ। আর আহমদ ইব্ন আবূ দাউদের শাগরেদ আবূ আবদুল্লাহ্ আল-আরমানী বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমাকে তার রক্ত পান করান। তখন ওয়াছিক বলেন, তুমি যা চাও তা অবশ্যই আসবে। আর ইব্ন আবূ দাঊদ বলেন, সে এমন কাফির যার তাওবা অপরিহার্য। সম্ভবত সে ব্যধিগ্রস্থ কিংবা বুদ্ধিভ্রষ্ট। এরপর ওয়াছিক বলেন, তোমরা যখন আমাকে তার দিকে অগ্রসর হতে দেখবে তখন যেন আমার সাথে কেউ অগ্রসর না হয়। কেননা আমি আমার পদক্ষেপগুলোর ছাওয়াব আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাশা করি। এরপর তিনি 'সামসামা'-যা ছিল সুপ্রসিদ্ধ আরববীর আমর ইব্ন মা'দীকারিব আয্যুবায়দীর তরবারি এবং যা মূসা আল-হাদীকে তাঁর খিলাফতকালে উপঢৌকনস্বরূপ দেয়া হয়েছিল। আর এটি ছিল নিম্নাংশে পেরেকযুক্ত চওড়া ও ধারালো পাতের তরবারি- হাতে নিয়ে তাঁর লক্ষ্য আহমদের দিকে অগ্রসর হন। এরপর তিনি যখন তাঁকে তরবারির নাগালে পান তখন তা দ্বারা তাঁর কাঁধে আঘাত করেন। আর ইতিপূর্বেই আহমদ ইব্ন নাসরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে হত্যার কাজে ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের চামড়ার উপর দাঁড় করানো হয়- এরপর তিনি তা দ্বারা তার মাথায় আঘাত করেন এবং সামসামা দ্বারা তার পেটে আঘাত করেন তখন আহমদ ইব্ন নাসর মৃত অবস্থায় উক্ত চামড়ার উপর ভূপাতিত হন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন এবং ক্ষমা করুন। এরপর সীমা আদ-দামেশকী তার তারবারি কোষমুক্ত করে তা দ্বারা আঘাত করে তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করেন। এরপর তাঁর দেহ বহন করে ঐ খোয়াড়ে নিয়ে আসা হয় যেখানে বাবক খুররমী ছিল। পরে ঐ অবস্থায় তাঁকে শূলবিদ্ধ করা হয়। আর এসময় তাঁর পায়ে ছিল জোড়া বেড়ি এবং পরনে কোর্তা ও পাজামা। আর তাঁর মাথা বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কয়েকদিন শহরের পূর্বদিকে এবং কয়েকদিন পশ্চিম দিকে জনসমক্ষে প্রদর্শন করা হয়- এসময় রাত- দিন পর্যন্ত তা প্রহরাধীন ছিল এবং তাঁর কানে একটি চিরকুট ছিল যাতে এ কথা লেখা ছিল-এটা হল গোমরাহ কাফির ও মুশরিক আহমদ ইব্ন নাসর আল-খুযাঈ যাকে আমীরুল মু'মিনীন ইমাম আবদুল্লাহ্ হারূন আল-ওয়াছিক বিল্লাহ নিজ হাতে হত্যা করেছেন। আর তিনি তা করেছেন সাদৃশ্য নাকচ এবং খালকে কুরআনের ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ সাব্যস্ত করা, তার সামনে তাওবা পেশ করা এবং তাকে সত্যে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ প্রদানের পর যখন এ বিষয়ে তার হঠকারিতা ও স্পষ্টবাদিতার কোন পরিবর্তন হয়নি।

সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি তাকে কুফরীর কারণে দ্রুত তার জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির দিকে ঠেলে দিয়েছেন। আর তার কারনেই আমীরুল মু'মিনীন তাকে হত্যা করা বৈধ বিবেচনা করেছেন এবং তাকে অভিশম্পাত করেছেন।

এরপর খলীফা ওয়াছিক নির্দেশ প্রদান করেন তাঁর নেতৃস্থানীয় অনুসারীদের ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে। ফলে এদের মধ্য থেকে উনত্রিশজনকে পাকড়াও করা হয় এবং 'যালিম' চিহ্নিত করে তাদেরকে জেলখানায় বন্দী করা হয়। (শাস্তির কঠোরতা বৃদ্ধির জন্য) তাদের সাথে কারও দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়। তাদেরকে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা হয় এবং তাদেরকে কয়েদীদের জন্য নির্ধারিত রেশন ভাতাদি থেকেও বঞ্চিত করা হয়। আর এটাতো মহা অন্যায়।

এই আহমদ ইব্‌ন নাসর ছিলেন 'সৎকাজে নির্দেশ দান এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান'-এর দায়িত্বপালনকারী শীর্ষস্থানীয় আলিমগণের অন্যতম। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ, সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না এবং হাশিম ইব্‌ন বশীর থেকে। তাঁর কাছে হাশিমের সকল রচনা ও সংকলন বিদ্যমান ছিল। এছাড়া তিনি ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র) থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উৎকৃষ্ট হাদীস শ্রবণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁর হাদীস খুব একটা রিওয়ায়াত করেননি। আর তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন আহমদ ইব্‌ন ইবরাহীম আদ্‌দাওরাকী, তাঁর ভাই ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম এবং ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুঈন। একদিন তিনি (ইয়াহ্‌ইয়া) তাঁর কথা স্মরণ করে তাঁর রহমতের জন্য দু'আ করেন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শাহাদত নসীব করেছেন, আর সাধারণত তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন না। তিনি বলতেন, আমি এর যোগ্য নই। ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুঈন তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কোন একদিন ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল তাঁর কথা উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তিনি নিজের প্রাণ-বিসর্জনের ব্যাপারে কত উদার ছিলেন। তাঁর জন্য তিনি নিজ প্রাণকে বিসর্জন দিয়েছেন। স্বর্ণকার জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ বলেন, আমার চক্ষুদ্বয় যদি দর্শন করে না থাকে তাহলে যেন সেগুলো দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং আমার কর্ণদ্বয় যদি শ্রবণ না করে থাকে তাহলে যেন সেগুলো শ্রবণশক্তিহীন হয়ে পড়ে। যখন আহমদ ইব্‌ন নাসরের গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয় তখন তাঁর মাথা থেকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সুস্পষ্ট উচ্চারণ শোনা যাচ্ছিল। শূলবিদ্ধ অবস্থায় জনৈক ব্যক্তি তাঁর মাথা থেকে এই আয়াতের তিলাওয়াত শুনেছে-

الٓمّٓ ۔ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۔

আলিফ-লাম-মীম, মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি- একথা বলেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে, অব্যাহতি দেওয়া হবে (সূরা আনকাবূত ঃ ১-২)। ঐ ব্যক্তি বলে, তখন আমি প্রকম্পিত হই। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করে, আপনার রব আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন ? তখন তিনি বলেন, সংক্ষিপ্ত একটি ঘুমের পর আমি আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাত লাভ করেছি, তখন তিনি আমার প্রতি প্রসন্নতার হাসি হেসেছেন। এছাড়া একব্যক্তি স্বপ্নে রাসূল (সা)-কে হযরত আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর সাথে দেখতে পায়, সে তাঁদেরকে ঐস্থান দিয়ে গমন করতে দেখে যেখানে আহমদ ইব্‌ন নাসরের মস্তক রক্ষিত ছিল। তাঁরা যখন তাঁর মস্তক অতিক্রম করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেদিক থেকে তাঁর চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নেন। এ সময় তাঁকে বলা হয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কী ব্যাপার ! আপনি আহমদ ইব্‌ন নসর থেকে মুখ

ফিরিয়ে নিচ্ছেন, তখন তিনি বলেন, আমি লজ্জাবশত তার থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছি। কেননা এমন এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে, যে দাবী করে যে সে আমার স্বজনভুক্ত।

এ বছরের অর্থাৎ দুইশ একত্রিশ হিজরীর শা'বান মাসের আটাশ তারিখ বৃহস্পতিবার থেকে দুইশ সাইত্রিশ হিজরীর ঈদুল ফিতরের একদিন বা দু'দিন পর পর্যন্ত তাঁর মাথা এভাবে শূলবিদ্ধ অবস্থায় ছিল। এরপর মাথা ও ধড় একত্রিত করা হয় এবং পূর্ব বাগদাদের প্রসিদ্ধ কবরস্থান আল মালিজিয়্যাতে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন। আর এটা হয় খলীফা মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ-এর নির্দেশে যিনি তাঁর ভাই ওয়াছিকের পর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এসময় كِتَابُ الْحَيْدَةِ -এর প্রণেতা আবদুল আযীয ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তানী মুতাওয়াক্কিলের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে আহ্মদ ইব্ন নাসরের মৃতদেহ নামিয়ে দাফন করার নির্দেশ দিলে তিনি তা কার্যকর করেন। আর মুতাওয়াক্কিল ছিলেন উত্তম খলীফাদের অন্যতম। কেননা তিনি তাঁর ভ্রাতা ওয়াছিক, পিতা মু'তাসিম এবং পিতৃব্য মা'মূনের আচরণের বিপরীত আহলে সুন্নাতের প্রতি সদাচার করেন। কেননা তাঁরা তাঁদের প্রতি বিরূপ আচরণ করতেন এবং বিদআতী ও ভ্রান্তপন্থী মু'তাযিলা ও অন্যদেরকে নৈকট্য প্রদান করতেন। পক্ষান্তরে খলীফা মুতাওয়াক্কিল ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলকে অত্যধিক সম্মান করতেন, যার বিবরণ যথাস্থানে আসছে। আর এখানে খলীফাকে নির্দেশ দানের অর্থ হল ঃ كِتَابُ الْحَيْدَةِ -এর লেখক আবদুল আযীয খলীফা মুতাওয়াক্কিলকে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি খলীফা ওয়াছিকের বিষয়ের চেয়ে আশ্চর্য কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করিনি। সে আহমদ ইব্ন নাসরকে হত্যা করে অথচ দাফন করা পর্যন্ত তাঁর জিহ্বা কুরআন পাঠরত ছিল। তখন মুতাওয়াক্কিল তাঁর কথায় শঙ্কিত হন এবং তাঁর ভাই ওয়াছিক সম্পর্কে তিনি যা শুনেন তা তাকে মর্মাহত করে। এরপর যখন ওযীর মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন যায়্যাত তাঁর সাক্ষাতে প্রবেশ করেন তখন মুতাওয়াক্কিল তাঁকে বলেন, আহমদ ইব্ন নাসরের হত্যার (বৈধতার) ব্যাপারে আমার অন্তরে একটু দ্বিধা রয়েছে। তখন সে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন, খলীফা ওয়াছিক যদি তাঁকে কাফির অবস্থায় হত্যা না করে থাকেন তাহলে আল্লাহ্ যেন আমাকে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ করেন। এরপর হারছামা তাঁর সাক্ষাতে প্রবেশ করলে মুতাওয়াক্কিল তাকেও এ ব্যাপারে তার খটকার কথা বলেন- তখন সে বলে, তিনি যদি তাকে কাফির অবস্থায় হত্যা না করে থাকেন, তাহলে আল্লাহ্ যেন আমাকে টুকরা টুকরা করে কাটেন। এরপর কাযী আহমদ ইব্ন আবূ দাঊদ তাঁর সাক্ষাতে প্রবেশ করলে তিনি তাকেও তার খটকার কথা বলেন, তখন সে বলে, খলীফা ওয়াছিক যদি তাকে কাফির অবস্থায় হত্যা না করে থাকেন তাহলে আল্লাহ্ যেন আমাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করেন।

মুতাওয়াক্কিল বলেন, ইব্ন যায়্যাতকে আমি নিজেই আগুনে দগ্ধ করেছি, আর হারছামা সে পলায়নকালে খুযাআ গোত্রের আবাসস্থল অতিক্রম করে তখন সে গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তাকে চিনে উচ্চস্বরে ঘোষণা করে, হে খুযাআ সম্প্রদায় ! এই যে তোমাদের পিতৃব্যপুত্র আহমদ ইব্ন নাসরের ঘাতক, তোমরা তাকে টুকরা টুকরা কর। তখন তারা তাকে টুকরা টুকরা করে ফেলে। আর ইব্ন আবূ দাঊদকে আল্লাহ্ তা'আলা তার চর্মে বন্দী করেন অর্থাৎ মৃত্যুর চার বছর পূর্বে তাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করেন এবং তার সহায়-সম্পত্তি থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। এর বর্ণনা যথাস্থানে আসছে।

'কিতাবুল মাসাইলে' আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন আহমদ ইব্ন ইবরাহীম আদ্দাওরকীর সূত্রে আহমদ ইব্ন নাসর থেকে। তিনি বলেন, আমি সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাকে প্রশ্ন করেছি, (এই হাদীস সম্পর্কে)-

اَلْقُلُوْبُ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعَ اللّٰهِ وَاِنَّ اللّٰهَ يَضْحَكُ مِمَّنْ يَذْكُرُهُ فِى الْاَسْوَاقِ

"বান্দাদের অন্তরসমূহ আল্লাহ্‌র আঙুলসমূহের দুই আঙুলের মাঝে, আর যে আল্লাহ্‌কে বাজারসমূহে স্মরণ করে আল্লাহ্ তার কারণে হাসেন"। তখন তিনি বলেছেন, তা যেভাবে এসেছে সেভাবে রিওয়ায়াত কর কিন্তু তার স্বরূপ নির্ধারণ করতে যেয়ো না।

এছাড়া এ বছর খলীফা ওয়াছিক হজ্জ করার মানসে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন কিন্তু যখন তাঁকে অবহিত করা হয় যে পথে পানির স্বল্পতা রয়েছে তখন তিনি সে বছর হজ্জের ইরাদা ত্যাগ করেন। আর এ বছরই ইয়ামানের প্রশাসক জা'ফর ইব্ন দীনার[১] দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারপর চার হাজার অশ্বারোহী (যোদ্ধা) নিয়ে সেদিকে যাত্রা করেন। এ বছর সাধারণ লোকদের একটি দল বায়তুল মালের কিছু পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য ছিনিয়ে নেয়। এরপর ধৃত ও বন্দী হয়। এছাড়া এ বছর রাবীআ অঞ্চলে জনৈক খারিজী আত্মপ্রকাশ করে। তখন মাওসিলের প্রশাসক তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে তাকে পর্যুদস্ত করেন এবং তার অনুসারীরা পরাস্ত হয়। এ বছর ওয়াসীক আল-খাদিম পাঁচশ'র মত কুর্দীকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় নিয়ে উপস্থিত হন যারা জনসাধারণের চলার পথে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল এবং পথচারীদের জানমাল লুণ্ঠন করেছিল। তখন খলীফা তাকে বখশিশরূপে পঁচাত্তর হাজার দীনার প্রদান করেন এবং তাঁর মূল্যবান পরিধেয় দান করেন। এছাড়া এ বছর রোমকদের সাথে সন্ধি ও বন্দী বিনিময় সম্পন্ন করার পর খাকান আল-খাদিম রোমকভূখন্ড থেকে আগমন করেন। এসময় তার সাথে সীমান্ত এলাকার নেতৃস্থানীয়দের একটি দল আগমন করে। তখন খলীফা ওয়াছিক তাদেরকে 'খালকে কুরআন বিষয়ে এবং আখিরাতে আল্লাহ্‌কে দেখা যাবে না' এই বিষয়ে তাদের মত যাচাই করার নির্দেশ দেন। তখন চারজন ব্যতীত সকলেই তাঁর মতের অনুকূলে সাড়া প্রদান করে। তখন তিনি এদের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন যদি তারা 'খালকে কুরআন এবং আখিরাতে আল্লাহ্‌কে না দেখার' মতে সাড়া না দেয়। এছাড়া ওয়াছিক ঐ সকল মুসলিম বন্দীদের ও মত যাচাইয়ের নির্দেশ দেন যাদেরকে ফারানজ্‌দের বন্দীত্ব থেকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাদের মধ্যে যে 'খালকে কুরআন' এবং আল্লাহ্‌কে আখিরাতে দেখা যাবে না- এই মতে সাড়া দেয় তার মুক্তিপণ প্রদান করা হয় অন্যথায় তাকে কাফেরদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। নিঃসন্দেহে এটি কুৎসিত, জঘন্য এবং ভয়াবহ বিদআত যার অনুকূলে কিতাব, সুন্নাহ্ কিংবা সুস্থ বুদ্ধিভিত্তিক কোন দলীল বা প্রমাণ নেই। বরং কিতাব, সুন্নাহ্ এবং সুস্থ বুদ্ধি সবই তার বিপরীত। এটি যথাস্থানে বিবৃত হয়েছে। আর সাহায্য স্থল আল্লাহ্ই।

আর এই বন্দী বিনিময় সম্পন্ন হয়, তারসূস শহরের কাছে সালূকিয়া নামক স্থানে আল্‌লামিস (নামক) নদীর তীরে। রোমকদের হাতে বন্দী প্রতিটি মুসলিম (নর বা নারী) কিংবা যিম্মী যে মুসলমানদের নিরাপত্তা চুক্তির অধীন ছিল এর বিনিময়ে রোমকদের একজন বন্দী যে মুসলমানদের হাতে রয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেনি। এসময় তারা উক্ত নদীর উপর দু'টি অস্থায়ী সাঁকো

---

[১] মিসরীয় সংস্করণে আহমদ ইব্ন দীনার রয়েছে।

নির্মাণ করে, রোমকগণ যখন কোন মুসলিম বন্দী কিংবা বন্দিনীকে তাঁদের সাঁকোতে পাঠাত এবং সে মুসলমানদের কাছে পৌঁছে যেত তখন সে তাকবীর বলত এবং মুসলমানরাও তাকবীর বলতেন। এরপর মুসলমানগণ রোমকদের একজন বন্দীকে তাদের সাঁকোতে পাঠাত। সে যখন তাদের কাছে পৌঁছে যেত তখন সে ও তাকবীরের ন্যায় কিছু কথা বলত। একজনের বিনিময়ে একজন করে এভাবে চারদিন পর্যন্ত বন্দী বিনিময় চলতে থাকে। তারপর খাকানের কাছে বন্দী রোমকদের একটি দল অবশিষ্ট থাকে। তিনি তাদেরকে বিনিময় ব্যতীত মুক্ত করে দেন যাতে তাদের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে।

ইব্‌ন জারীর বলেন, এ বছর রমযান মাসে তাহিরের ভাই হাসান ইব্‌ন হুসায়ন তাবারিস্তানে মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়া এ বছর খাত্তাব ইব্‌ন ওয়াজহ আল-ফালস মৃত্যুবরণ করেন। আর বিশিষ্ট রাবী আবূ আবদুল্লাহ্ ইবনুল আরাবী আশি বছর বয়সে এ বছরের শা'বান মাসের তের তারিখ বুধবার ইনতিকাল করেন। এছাড়া এ বছর আলী ইব্‌ন মূসা রিযার ভগ্নি উম্মু আবীহা বিনত মূসা, গায়ক মুখারিক, আসমায়ীর রাবী আবূ নাসর আহমদ ইব্‌ন খাতিম, আমর ইব্‌ন আবূ আমর আশ-শায়বানী এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন সাদান আন্-নাহবী ইনতিকাল করেন। আল-বিদায়া প্রণেতা বলেন, এ বছর আরও যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন, আহমদ ইব্‌ন নাসর আল-খুযাঈ যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আরআরা, উমায়্যা ইব্‌ন বুসতাম, আবূ তাম্মাম আত্‌তাঈ (একমতে) তবে প্রসিদ্ধ মত হল যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে, কামিল ইব্‌ন তালহা, মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম আল-জুমাহী, তাঁর ভাই আবদুর রহমান, দৃষ্টিহীন মুহাম্মদ ইব্‌ন মিনহাল, হাজ্জাজের ভাই মুহাম্মদ ইব্‌ন মিনহাল, হারূন ইব্‌ন মারূফ, ইমাম শাফিঈর শাগরিদ বুওয়ায়তী যিনি খালকে কুরআনের পক্ষে মত প্রকাশ থেকে বিরত থাকার কারণে শৃঙ্খলিত অবস্থায় জেলখানায় ইনতিকাল করেন এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র যিনি ইমাম মালিক (র) থেকে মুওয়াত্তা রিওয়ায়াত করেছেন।

২৩২ হিজরীর সূচনা

এ বছর বনূ নুমায়র নামক গোত্র ইয়ামামা অঞ্চলে ব্যাপক নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তখন খলীফা ওয়াছিক হিজায ভূখণ্ডে অবস্থানরত 'বড় বাগ্‌গাকে' এর প্রতিকারের জন্য লিখিত নির্দেশ প্রদান করেন। খলীফার নির্দেশ পেয়ে তিনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। এ সময় তিনি একদলকে হত্যা করেন এবং আরেকদলকে বন্দী করেন। আর অবশিষ্টদের পরাজিত করেন। এরপর তিনি দুই হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা নিয়ে বনূ তামীমের তিন হাজার অশ্বারোহীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। তখন তাদের মাঝে একাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং অবশেষে বাগ্‌গা তাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। আর এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় জুমাদাল আখিরার মাঝামাঝি সময়ে। পরিশেষে তিনি তাদের নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি দলকে বেড়ি পরিহিত অবস্থায় বন্দী করে বাগদাদে নিয়ে আসেন। বনূ সুলায়ম, নুমায়র, মুররা, কিলাব, ফাযারা, ছা'লাবা, তাঈ, তামীম ও অন্যান্য গোত্রের দুই হাজারের অধিক সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহে নিহত হয়। এছাড়া এ বছর হজ্জ থেকে ফেরার পথে হাজীগণ ভীষণ পানীয় জলের সংকটে নিপতিত হন এবং নিদারুণ পিপাসা কষ্টের শিকার হন। এমনকি একবার পিপাসা নিবারণের

পরিমাণ পানি বহু দীনার বিনিময়ে বিক্রি হয়। এসময় পিপাসার যন্ত্রণায় বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ বছর খলীফা ওয়াছিক সমুদ্রগামী নৌযানের কর মওকুফের নির্দেশ প্রদান করেন এবং এ বছরেই খলীফা ওয়াছিক ইব্ন মুহাম্মদ আল- মু'তাসিম ইব্ন হারূন আর রশীদ আবূ জা'ফর হারূন আল-ওয়াছিক মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু সংঘটিত হয় এ বছর যিলহজ্জ মাসে ইল্লাতুল ইসতিসকা (عِلَّةُ الاِسْتِسْقَاء) নামক গুরুতর এক প্রকার ব্যাধিতে। ফলে সে বছর তিনি ঈদের নামাযে উপস্থিত হতে অক্ষম হয়ে তাঁর কাযী আহমদ ইব্ন আবূ দাউদ আল-আয়াদী আল মু'তাযিলীকে তাঁর স্থলবর্তীরূপে নামাযের ইমাম নিয়োগ করেন। তিনি এ বছর যিলহাজ্জের পঁচিশ তারিখ মৃত্যুবরণ করেন। আর তার বিবরণ হল- তাঁর এই ব্যাধি তীব্রতর হলে ব্যাধিযন্ত্রণা উপশমের জন্য তাঁকে উত্তপ্ত তন্দুরের অভ্যন্তরে বিশেষভাবে বসান হয়। তখন তাঁর যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব হয়। পরদিন তিনি তন্দুরের সাধারণ অবস্থার চেয়ে অধিক উত্তপ্ত করার নির্দেশ দেন। এরপর তাঁকে সেখানে বসানো হয়, সেখান থেকে উঠিয়ে (স্ট্রেচার জাতীয়) হাওদা বিশেষে রাখা হয় এবং তাতে তাঁকে বহন করা হয়। এসময় তাঁর আশেপাশে তাঁর আমির-উমারা, ওযীরগণ এবং তাঁর কাযী উপস্থিত ছিলেন। এই হাওদায় বহন করা অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু তাঁরা অনুভব করতে পারেননি এমনকি মৃত অবস্থায় তাঁর কপাল হাওদায় কাত হয়ে পড়ে তখন কাযী তাঁর চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দেন এবং তাঁর গোসল, জানাযার নামায, এবং খলীফা হাদীর প্রাসাদে তাঁর দাফনের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। আল্লাহ্ তাঁদের উভয়কে প্রাপ্য প্রতিদান প্রদান করুন। খলীফা ওয়াছিক ছিলেন, লালাভ ফর্সা, সুদর্শন, সুঠামদেহী কিন্তু অপবিত্র অন্তর ও মন্দ ইচ্ছার অধিকারী। তাঁর বামচক্ষু ছিল লালচে ধূসর বর্ণবিশিষ্ট। তাতে ছিল একটি সাদা ফুটকি। তিনি জন্মগ্রহণ করেন একশ ছিয়ানব্বই হিজরীতে মক্কার পথে। আর (মাত্র) ছত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর খিলাফতকাল ছিল, পাঁচ বছর নয় মাস পাঁচ দিন, মতান্তরে সাতদিন বারঘন্টা। আর অনাচারী বিশৃঙ্খলাকারী এবং বিদআতপন্থীদের কর্তৃত্বকাল এমন স্বল্পই হয়ে থাকে। খলীফা ওয়াছিকের ব্যাধি যখন তীব্রতর হয় তখন তিনি তাঁর কালের জ্যোতিষীদের সমবেত করেন। আর আহমদ ইব্ন নাসরকে হত্যা করার পর তাঁকে তাঁর অনুগামী হয়ে আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত করার জন্যই তাঁর এই ব্যাধি তীব্রতর হয়। তিনি তাদেরকে সমবেত করে নির্দেশ প্রদান করেন তাঁর জন্ম-তিথি নিরীক্ষণ করে দেখতে যে জ্যোতিষ-শাস্ত্র অনুযায়ী তাঁর রাজত্বকাল আর কতদিন স্থায়ী হবে। তখন এই উপলক্ষে একদল শীর্ষস্থানীয় জ্যোতিষীদের সমাবেশ ঘটে। যাদের অন্যতম হল, হাসান ইব্ন সাহল, ফাযল ইব্ন ইসহাক আল-হাশিমী, ইসমাঈল ইব্ন নাখবাখত, মুহাম্মদ ইব্ন মূসা আল-খাওয়াবিযমী আল-মাজূসী আল-কাতারবালী ও মুহাম্মদ ইব্ন ইব্ন হায়ছামের শিষ্য সিনদ এবং সমকালীন অধিকাংশ জ্যেতিষ। এরপর তারা তার জন্ম-তিথি নিরীক্ষণ করে এবং তাদের বিদ্যানুযায়ী সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সকলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে তিনি আরও দীর্ঘকাল জীবিত থেকে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করবেন। তারা তাদের নিরীক্ষণ দিবস থেকে আরও পঞ্চাশ বছর তাঁর আয়ু ও খিলাফতকাল নির্ধারণ করে। অন্তর্দৃষ্টিহীন ব্যক্তির অবস্থা লক্ষণীয়। তিনিও তো তাদের এই নিরীক্ষণ ও নির্ধারণের পর মাত্র দশদিন জীবিত থাকেন। ইমাম আবূ জা'ফর আততাবারী তা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

ইব্ন জারীর বলেন, হুসায়ন ইব্ন যাহ্হাক উল্লেখ করেছেন যে, তিনি খলীফা মু'তাসিমের

মৃত্যুর কয়েকদিন পর খলীফা ওয়াছিককে তাঁর খিলাফতে অভিষিক্ত হওয়ার পর প্রথম মজলিসে প্রত্যক্ষ করেন। আর সে মজলিসে সর্বপ্রথম যে গান গাওয়া হয় তা হল ইবরাহীম ইবনুল মাহদীর বাঁদী শারিয়ার গাওয়া নিম্নোক্ত গান-

مَا دَرَى الْحَامِلُوْنَ يَوْمَ اسْتَقَلُّوْا + نَعْشَهُ لِلثَّوَاءِ اُمْ لِلِّقَاءِ

যেদিন বহনকারীরা তার খাটিয়া বহন করেছে সেদিন তারা জানতে পারেনি তা কি মৃত্যুর স্থানের জন্য না সাক্ষাতের জন্য।

فَلْيَقُلْ فِيْكَ بَاكِيًا تُكَ مَاشِئْنَ + صِيَاحًا فِى وَقْتٍ كُلِّ مَسَاءٍ

সুতরাং তোমার শোকে ক্রন্দনকারিণীরা তোমার সম্পর্কে প্রত্যেক সন্ধ্যায় বিলাপ চিৎকার করে যা ইচ্ছা বলুক।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি কাঁদলেন এবং আমরা কাঁদলাম এমনকি কান্না আমাদের অন্যসব কিছু থেকে বিরত রাখল। এরপর উপস্থিতদের কেউ আবৃত্তি করতে লাগল-

وَدِّعْ هُرَيْرَةَ اِنَّ الرَّكْبَ مُرْتَحِلَ + وَهَلْ تُطِيْقُ وَدَاعًا اَيُّهَا الرَّجُلُ

"হুরায়রা' বিদায় জানিয়েছে, কেননা যাত্রীদল প্রস্থানোদ্যত, আর ওহে লোক, তুমি কি বিদায় যাতনা সহ্য করতে পারবে?

তখন খলীফা ওয়াছিকের কান্না আরও বৃদ্ধি পেল এবং তিনি বললেন, আজকের ন্যায় অদ্ভুত সান্ত্বনা সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি। তারপর সেই মজলিস ভেঙ্গে যায়। খতীব বর্ণনা করেছেন যে, ওয়াছিক যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন কবি দি'বল ইব্ন আলী একখণ্ড কাগজে কয়েকটি কবিতা পঙ্ক্তি লিখেন এবং খলীফার দ্বাররক্ষীর কাছে এসে চিরকুটটি তার হাতে দিয়ে বলেন, আমীরুল মু'মিনীনকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে, এই কবিতা পঙ্ক্তি কয়েকটি দ্বারা দি'বল আপনার প্রশংসা করেছে। এরপর খলীফা ওয়াছিক যখন তা খুলেন তখন দেখেন তাতে রয়েছে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَاصَبْرٌ وَلَا جَلَدٌ + وَلَا عَزَاءٌ اِذَا اَهْلُ الْهَوٰى رَقَدُوْا

বিদআতপন্থীরা যখন মৃত্যুবরণ করে তখন আল্লাহ্‌র শোকর, কোন ধৈর্য, মানসিক দৃঢ়তা কিংবা সান্ত্বনা নিষ্প্রয়োজন।

خَلِيْفَةٌ مَاتَ لَمْ يَحْزَنْ لَهُ اَحَدُ + وَاٰخَرُ قَامَ لَمْ يَفْرَحْ بِهِ اَحَدٌ

এমন এক খলীফা মৃত্যুবরণ করেছেন যার জন্য কেউ শোকাহত হয়নি এবং এমন একজন তাঁর স্থলবর্তী হয়েছে যার কারণে কেউ উৎফুল্ল হয়নি।

فَمَرَّ هٰذَا وَمَرَّ الشُّؤْمُ يَتْبَعُهُ + وَقَامَ هٰذَا فَقَامَ الْوَيْلُ وَالنَّكَدُ

তিনি চলে গেলেন ফলে তাঁর অনুগামী, কুলক্ষণের অবসান হল। আর ইনি আবির্ভূত হলেন, ফলে সর্বনাশ ও সংকটের আবির্ভাব ঘটল।

বর্ণনাকারী বলেন, এই কবিতা পঙ্‌ক্তিসমূহ পাঠ করার পর খলীফা ওয়াছিক সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাকে খোঁজ করেন, কিন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাকে আয়ত্তে পাননি। খতীব আরও বর্ণনা করেন, খলীফা ওয়াছিক যখন ঈদের দিন ইব্‌ন আবূ দাউদকে তাঁর স্থলে নামাযের ইমাম নিয়োগ করেন তখন নামায সম্পন্ন করে তিনি তাঁর কাছে আসেন। এ সময় খলীফা তাঁকে প্রশ্ন করেন, হে আবূ আবদুল্লাহ্! তোমাদের ঈদ কেমন ছিল? তিনি বলেন, আমাদের এই ঈদের দিনে কোন সূর্য ছিল না। তখন তিনি (ওয়াছিক) হেসে বলেন, হে আবূ আবদুল্লাহ্! আমি তোমার দ্বারা সমর্থিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত। খতীব বলেন, এই ইব্‌ন আবূ দাউদ খলীফা ওয়াছিকের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাঁকে খাল্‌কে কুরআনের মতবাদ যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কঠোরতায় প্ররোচিত করে এবং লোকজনকে খালকে কুরআনের অনুকূলে মত প্রকাশের দিকে আহ্বান করে। তিনি বলেন, বলা হয় খলীফা ওয়াছিক তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তা থেকে তওবা করে তাঁর মত প্রত্যাহার করেন। আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবুল ফাত্‌হ বর্ণনা করেছেন আহমদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান সূত্রে, তিনি ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আরাফা থেকে, তিনি হামিদ ইব্‌ন আব্বাস থেকে, তিনি জনৈক ব্যক্তি থেকে মাহদীর উদ্ধৃতিতে যে, খলীফা ওয়াছিক মৃত্যুর পূর্বে খালকে কুরআনের মতবাদ থেকে তাওবা করেন। বর্ণিত আছে, একদিন খলীফা ওয়াছিক সাথে তাঁর গৃহশিক্ষক সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি তাঁকে অনেক সম্মান করেন। এরপর যখন তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি বলেন, ইনি হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি আমার জিহ্বাকে আল্লাহ্‌র স্মরণে সিক্ত করেছেন এবং আমাকে আল্লাহ্‌র রহমতের নিকটবর্তী করেছেন। জনৈক কবি তাঁর কাছে লিখে পাঠান ঃ

جَذَبَتْ دَوَاعِي النَّفْسِ عَنْ طَلَبِ الْغِنٰى + وَقُلْتُ لَهَا عِفِّىْ عَنِ الطَّلَبِ النَّزْرِ
فَانَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِكَفِّهٖ + مَدَادُ رَحَا الاَرْزَاقِ دَائِمَةَ تَجْرِىْ-

সচ্ছলতার সন্ধান থেকে মনের আকাঙ্ক্ষাসমূহ নিস্পৃহ হয়ে পড়েছে, আর আমি তাকে (মনকে) প্রবোধ দিয়ে বলেছি সামান্য পরিমাণের সন্ধান থেকে নিবৃত্ত থাক। কেননা আমীরুল মু'মিনীনের হাতে জীবিকা চক্রের নিয়ন্ত্রণ যা সদাসচল।

তখন খলীফা ওয়াছিক তাঁর চিরকুটে স্বাক্ষর করে তাকে লিখে পাঠান- তোমার মন তোমাকে বিরত রেখেছে তাকে লাঞ্ছিত করা থেকে এবং তোমাকে আহ্বান করেছে তার সম্মান রক্ষায়। সুতরাং তুমি যা প্রত্যাশা করেছো তা সহজে নিয়ে নাও এবং তিনি তাকে প্রচুর পরিমাণে বখশিশ দেন। তাঁর রচিত অন্যতম কবিতা পঙ্‌ক্তি হল-

هِىَ الْمَقَادِيْرُ تَجْرِىْ فِى اَعِنَّتِهَا + فَاصْبِرْ فَلَيْسَ لَهَا صَبْرُ عَلٰى حَالِ

তা হল ভাগ্য বিধানসমূহ যা নিজস্ব বৃত্তে চলমান। সুতরাং আমি ধৈর্যধারণ করব, কেননা তা (ভাগ্য বিধানসমূহ) কোন অবস্থায় স্থির নয়।

এছাড়া ওয়াছিকের রচিত অন্যতম কবিতা পঙ্‌ক্তি হল-

تَنَحَّ عَنِ الْقَبِيْحِ وَلاَ تُرِدْهُ + وَمَنْ اَوْلَيْتَهُ حُسْنًا فَزِدْهُ
سُتِكْفِى مِنْ عَدُوِّكَ كُلَّ كَيْدٍ + اِذَا كَادَ الْعَدُوُّ وَلَمْ تَكِدْهُ

কদর্যকার্য থেকে দূরে থাক, তার ইচ্ছা করো না, আর যাকে কোন অনুগ্রহ কর তাকে তা বাড়িয়ে দাও।

শত্রুর সকল চক্রান্ত থেকে তুমি রক্ষা পাবে যদি শত্রু চক্রান্ত করে (তোমার বিরুদ্ধে) কিন্তু তুমি তার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত না কর।

কাযী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আকছাম বলেন, আবূ তালিব পরিবারের প্রতি খলীফা ওয়াছিক যে সদাচার করেছেন বনূ আব্বাসের অন্য কোন খলীফা তা করেননি। ওয়াছিক যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তাদের মাঝে একজন দরিদ্রও ছিল না। মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি বারবার নিম্নোক্ত পঙ্ক্তিদ্বয় আবৃত্তি করতে থাকেন,

اَلْمَوْتُ فِيْهِ جَمِيْعُ الْخَلْقِ مُشْتَرِكٌ + لاَ سُوْقَةَ مِنْهُمْ يَبْقٰى وَلاَ مَلِكُ

مَا ضَرَّ اَهْلُ قَلِيْلٍ فِى تَفَاقُرْهِمْ + وَلَيْسَ يُغْنِىْ عَنِ الاَمْلاَكِ مَا مَلَكُوْا ـ

মৃত্যুতে সকল সৃষ্টি অংশীদার, কোন সাধারণ ব্যক্তি যেমন জীবিত থাকবে না, তেমনি কোন রাজা-বাদশাহও নয়। স্বল্পাধিকারীরা তাদের দারিদ্র্যে কোন ক্ষতির শিকার হয়নি, আর রাজা-বাদশাহরা যার মালিক হয়েছে তা তাদের কোন কাজে আসেনি।

এরপর তিনি নির্দেশ দিলে তাঁর ফরাশ গুটিয়ে নেয়া হয়, তারপর তার গণ্ডদেশকে মাটিতে লাগানো হয়। আর এসময় তিনি বলতে থাকেন হে ঐ সত্তা, যার রাজত্ব কখনও শেষ হবে না ! ঐ ব্যক্তিকে রহম করুন যার রাজত্ব লোপ পেয়েছে। জনৈক বর্ণনাকারী বলেন, খলীফা ওয়াছিক যখন মৃত্যুক্ষণে উপস্থিত হন তখন আমরা তার চারপাশে, এমন সময় তিনি অচেতন হয়ে পড়েন, তখন আমরা বলাবলি করি, লক্ষ্য করে দেখ, তিনিকি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ? বর্ণনাকারী বলেন, এসময় আমি তাঁর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য তাঁর দিকে অগ্রসর হই। তখন তিনি চেতনা ফিরে পেয়ে আমার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকান, ফলে আমি তাঁর থেকে ভয়ে পিছু হটে যাই, এসময় কোন কিছুতে আমার তরবারির হাতল আটকে যাওয়ায় আমি (আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে) মারা যাওয়ার উপক্রম হই। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং তিনি যে গৃহে ছিলেন তার দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং তিনি একাকী হয়ে যান। এসময় লোকজন তাঁর ভাই জা'ফর আল-মুতাওয়াক্কিলের বায়আতে ব্যস্ত হওয়ার কারণে তাঁর দাফন-কাফনের বিষয়টি বিলম্বিত হয়ে যায়। আর আমি দরজায় পাহারায় থাকি, এমন সময় আমি সেই ঘরের ভিতর থেকে নড়াচড়ার শব্দ শুনে ভিতরে প্রবেশ করি, তখন আমি দেখতে পাই তিনি যে চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন সেই চোখ এবং চারপাশের গণ্ডদেশ একটি ইঁদুর খেয়ে ফেলেছে।

এ বছর অর্থাৎ দুইশ বত্রিশ হিজরীর যিলহাজ্জ মাসের চব্বিশ তারিখ বুধবার তাঁর আব্বাসস্থল 'সুররা মানরাআ' শহরের আল-কাসরুল হারূনীতে তিনি ইনতিকাল করেন। এসময় তাঁর বয়স ছিল ছত্রিশ বছর, মতান্তরে বত্রিশ বছর। তার খিলাফতকাল ছিল পাঁচ বছর নয়মাস পাঁচদিন মতান্তরে পাঁচ বছর দুইমাস একুশ দিন। আর তাঁর জানাযার নামায পড়েন তাঁর ভাই জা'ফর আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ। আর আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ জা'ফর ইবনুল মু'তাসিমের খিলাফত তাঁর ভাই ওয়াছিকের মৃত্যুর পর যিলহাজ্জ মাসের চব্বিশ তারিখ বুধবার মধ্যাহ্নকালে তাঁর খিলাফতের অনুকূলে বায়আত গৃহীত

হয়। তুর্কীরা অবশ্য মুহাম্মদ ইবনুল ওয়াছিককে খলীফা বানানোর ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিল কিন্তু পরবর্তীতে তাঁকে অল্পবয়স্ক মনে হওয়ায় তারা তার পরিবর্তে এই জা'ফরকে গ্রহণ করে। এসময় জা'ফরের বয়স ছিল ছাব্বিশ বছর। কাযী আহমদ ইব্ন আবূ দাউদ হলেন ঐ ব্যক্তি যে তাঁকে খলীফার পোশাক পরিয়ে দেন। এছাড়া তিনিই সর্বপ্রথম তাঁকে 'খলীফা' সম্বোধন করে সালাম করেন। এরপর বিশিষ্ট এবং সাধারণ সকলে তাঁর হাতে বায়আত করে। আর শুক্রবার সকাল পর্যন্ত তাঁর নাম আল-মুনতাসির বিল্লাহ্ রাখার ব্যাপারে সকলে একমত ছিল। এরপর ইব্ন আবূ দাউদ বলেন, তাঁর জন্য আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ উপাধি গ্রহণ আমি ভাল মনে করি। তখন সকলে তাতে সম্মত হয়। এরপর খলীফা দূর-দূরান্তে ফরমান লিখে পাঠান এবং শাকিরী সৈন্যদের আট মাসের, আফ্রিকার সৈন্যদের চার মাসের এবং অন্যদের তিন মাসের ভাতা পরিমাণ বখশিশ প্রদানের নির্দেশ দেন। আর প্রজাসাধারণ তাঁকে পেয়ে উৎফুল্ল হয়। খলীফা মুতাওয়াক্কিল তাঁর ভাই হারূন আল-ওয়াছিকের জীবদ্দশায় স্বপ্নে দেখেন যেন আসমান থেকে কোন কিছু তাঁর উপর নাযিল হয়েছে যাতে লেখা রয়েছে জা'ফর আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ। এরপর তিনি যখন তার ব্যাখ্যা জানতে চান তখন তাঁকে বলা হয়, এটা হল 'খিলাফত'। এদিকে তাঁর ভাই খলীফা ওয়াছিকের কানে যখন এ সংবাদ পৌছে তখন তিনি তাঁকে কিছুকাল বন্দী করে রাখেন এবং এরপর মুক্ত করে দেন।

আর এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন হাজীদের আমীর মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ। এছাড়া হাকাম ইব্ন মূসা এবং আমর ইব্ন মুহাম্মদ আন্নাকিদ এ বছর মৃত্যুবরণ করেন।

২৩৩ হিজরীর সূচনা

এ বছর সফর মাসের সাত তারিখ বুধবার খলীফা মুতাওয়াক্কিল ওয়াছিকের ওযীর মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন যায়্যাতকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। তিনি তাকে কয়েকটি কারণে অপসন্দ করতেন। তন্মধ্যে একটি হল ইতিপূর্বে মুতাওয়াক্কিলের ভাই ওয়াছিক কোন এক সময় তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হন- আর এই ইব্নুয যায়্যাত তাঁর প্রতি তার (ওয়াছিকের) ক্রোধ বৃদ্ধি করে। ফলে বিষয়টি মুতাওয়াক্কিলের মনে থেকে যায়। আর মুতাওয়াক্কিলের প্রতি ওয়াছিককে যিনি সন্তুষ্ট করেন তিনি হলেন, আহমদ ইব্ন আবূ দাউদ। ফলে তিনি মুতাওয়াক্কিলের খিলাফতকালে তাঁর কাঁছে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন। আরেকটি কারণ হল এই ব্যক্তি খলীফা ওয়াছিকের পর তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াছিককে খলীফা বানানোর পরামর্শ দেয় এবং এই মতের সমর্থনে লোকজন সমবেত করে। আর সে সময় জা'ফর মুতাওয়াক্কিল দারুল খিলাফতের একপার্শ্বে ছিলেন কিন্তু সে তাঁর প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করেনি। কিন্তু ইবনুয যায়্যাতের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জা'ফর মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ-ই খলীফা নির্বাচিত হন। এজন্য তিনি তাকে দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করেন। এসময় তিনি তাকে তলব করে পাঠান। তখন সে এই ধারণায় বাহনে আরোহণ করে যে খলীফা তাকে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু দূত তাকে নিয়ে উপস্থিত হয় সিপাহী প্রধান ঈতাখের বাসভবনে। এ সময় তাকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে বেড়ি পরিয়ে গ্রেফতার করা হয় এবং তৎক্ষণাৎ তার বাসগৃহে লোক পাঠিয়ে সেখানকার তাবৎ ধন-সম্পদ, মণি-মুক্তা, গৃহসামগ্রী ও দাসী-বাঁদী বাজেয়াপ্ত করা হয়। আর এসময় অন্যান্য সামগ্রীর সাথে তার খাস মজলিসে শরাব

পানের উপরকণাদি পাওয়া যায়। এছাড়া খলীফা মুতাওয়াক্কিল তৎক্ষণাৎ সামিরাতে বিদ্যমান তার সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ, স্থাবর সম্পত্তি এবং যাবতীয় সবকিছু বাজেয়াপ্ত করার জন্য লোক প্রেরণ করেন।

এরপর খলীফা মুতাওয়াক্কিল যখন ইবনুয যায়্যাতকে শাস্তি প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন তখন নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা তাকে কথা বলা থেকে বিরত রাখে এবং রাত-জাগরণে বাধ্য করে। রাতে যখনই সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় তখনই তাকে লৌহ দণ্ড দ্বারা খোঁচা মেরে জাগিয়ে দেয়া হয়। এরপর এসব কিছুর পর তাকে একটি কাঠের চুলার মধ্যে রাখা হয়, যার তলদেশ ছিল খাড়া করা পেরেকসমূহ। তাকে এই পেরেকসমূহের উপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয় এবং তার প্রহরায় এসব ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয় যে তাকে বসা ও শোয়া থেকে বিরত রাখবে। কয়েকদিন এ অবস্থায় অতিবাহিত করার পর সে এই তন্দুরের অভ্যন্তরেই মৃত্যুবরণ করে। অবশ্য একথাও বর্ণিত আছে যে মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে সেখান থেকে বের করা হয়। তারপর তার পেটে ও পিঠে আঘাত করা হয় এবং এই আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে। আবার এও বলা হয় যে তাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয় এরপর তার দেহাবশেষ তার পুত্রদের কাছে হস্তান্তর করা হয় তখন তারা তাকে দাফন করে। এরপর কুকুরের দল তার কবর খুঁড়ে তার দেহাবশেষ খেয়ে ফেলে। তার মৃত্যু সংঘটিত হয় এ বছর রবীউল আওয়াল মাসের এগার তারিখ। তার সঞ্চিত ধন-ভাণ্ডারের অর্থমূল্য ছিল প্রায় নব্বই হাজার দীনার। আর ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, মুতাওয়াক্কিল তাকে আহমদ ইব্ন নাসর আল খুযাঈর হত্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তখন সে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন খলীফা ওয়াছিক যদি তাকে কাফির অবস্থায় হত্যা না করে থাকেন তাহলে আল্লাহ্ যেন আমাকে অগ্নিদগ্ধ করেন। মুতাওয়াক্কিল (এরপর) বলেন, তাই আমি তাকে অগ্নিদগ্ধ করলাম। ইবনুয যায়্যাতের মৃত্যুর পর এ বছর জুমাদাল উলা মাসে কাযী আহমদ ইব্ন আবূ দাউদ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন। চার বছর পক্ষাঘাতগ্রস্ত থাকার পর সে অবস্থায়ই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। যেমন তিনি নিজের জন্য বদ দু'আ করেন যখন মুতাওয়াক্কিল তাকে আহমদ ইব্ন নাসরের হত্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। ইতিপূর্বে এ বিষয় আলোচিত হয়েছে। এরপর খলীফা মুতাওয়াক্কিল একদল হিসাবরক্ষক ও রাজকর্মচারীদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন। তিনি তাদের থেকে বিশাল অঙ্কের অর্থদণ্ড আদায় করেন। এছাড়া এ বছর খলীফা মুতাওয়াক্কিল তাঁর পুত্র মুহাম্মদ আল-মুনতাসিরকে হিজায ও ইয়ামানের শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করেন। তিনি তাকে এসব অঞ্চলের শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করেন এবছর রমযান মাসে।

এ বছর তৎকালীন রোম সম্রাট মীখাইল ইব্ন তুফায়ল তাঁর মাতা তাদূরা'কে শাম্স শহরে বাধ্যতামূলকভাবে যাজক-নিবাসে অবরুদ্ধ করে রাখেন এবং তার সাথে অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করেন। আর তাঁর রাজত্বের স্থায়িত্বকাল ছিল ছয় বছর। এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন মক্কার আমীর মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ।

এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন ইবরাহীম ইব্ন হাজ্জাজ আশ্শামী, হায়্যান ইব্ন মূসা আল-আরাবী, সুলায়মান ইব্ন আবদুর রহমান, আদ-দামেশকী, সাহল ইব্ন উছমান আল-আসকারী, কাযী মুহাম্মদ ইব্ন সাম্মা'আ, মাগাযী প্রণেতা মুহাম্মদ ইব্ন আইব আদ-দামেশকী ইয়াহ্ইয়া আল-মুকারিবী এবং হাদীস নিরীক্ষণ শাস্ত্রের অন্যতম ইমাম ও এই শাস্ত্রের তৎকালীন পুরোধা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন।

২৩৪ হিজরীর সূচনা

এ বছর মুহাম্মদ ইব্ন বাঈছ ইব্ন হালবাস তার স্বদেশ আযারবায়জানে খলীফার আনুগত্য প্রত্যাহার করে বিদ্রোহ করে এবং এমন অবস্থা প্রকাশ করে যেন খলীফা মুতাওয়াক্কিল মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন ঐ সকল জনপদের একদল লোক তার চারপাশে সমবেত হয় আর তাদেরকে নিয়ে সে মারান্দ শহরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তা সুরক্ষিত করে তোলে। এরপর সকল দিক থেকে প্রেরিত লোকজন তার কাছে আসতে থাকে। এসময় খলীফা মুতাওয়াক্কিল তার বিরুদ্ধে একের পর এক সেনাদল প্রেরণ করতে থাকেন। এরা এসে ইব্ন বাঈছের শহরের চতুর্দিকে মিনজানীক বা প্রস্তর কামান স্থাপন করে এবং তাকে ব্যাপকভাবে অবরোধ করে।

এরপর যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন ইব্ন বাঈছ তাদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ লড়াইয়ে লিপ্ত হয় এবং সে ও তার সহযোদ্ধারা চরম ধৈর্যের পরিচয় দেয়। ইত্যবসরে বাগ্‌গা আশ্‌শারাবী তাকে অবরোধ করার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। অব্যাহত প্রচেষ্টার পর তিনি তাকে বন্দী করেন এবং তার ধন-সম্পদ ও স্ত্রীদেরকে করায়ত্ত করেন। এসময় তিনি তার নেতৃস্থানীয় অনুসারীদের হত্যা করেন এবং অবশিষ্টদের বন্দী করেন। এভাবে ইব্ন বাঈছের বিদ্রোহ মূলোৎপাটিত হয়।

এছাড়া এ বছর জুমাদাল ঊলা মাসে খলীফা মুতাওয়াক্কিল মাদাইনের উদ্দেশ্যে বের হন।

২৩৫ হিজরীর সূচনা

এ বছর জুমাদাল উখরায় ইতাখ কারাগারে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঘটনার বিবরণ হল, ইতাখ হজ্জ সমাপন করে ফিরে আসার পর তার নিকট খলীফার কিছু হাদীয়া এসে পৌঁছে। সে সময়ে মুতাওয়াক্কিল যে আসরে অবস্থান করছিলেন, তিনি তাতে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এলে খলীফার নির্দেশে বাগদাদের নায়িব ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম তাকে এই বলে ডেকে পাঠান যে, জনগণ ও বনূ হাশিম আপনার সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করছে। ফলে, ইতাখ আড়ম্বরে সেখানে উপস্থিত হন। কিন্তু ইসহাক ইবরাহীম তাকে, তার দুই ছেলে মুযাফ্‌ফর ও মানসূরকে এবং তার দুই লেখক সুলায়মান ইব্ন ওহাব ও কুদামা ইব্ন যিয়াদ আন-নাসরানীকে গ্রেফতার করে ফেলেন। ইতাখ নির্যাতনের মুখে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেন পিপাসায়। তা এভাবে যে, তিনি প্রচণ্ড ক্ষুধার পর প্রচুর আহার করেন। তারপর পানি চাইলে পানি দেওয়া হয়নি। ফলে পিপাসায় কাতর হয়ে তিনি এ বছরের জুমাদাল উখরার ২৫ তারিখ বুধবার মৃত্যু মুখেপতিত হন। তার দুই ছেলে মুতাওয়াক্কিল-এর খিলাফত আমল পর্যন্ত কারাগারে আটক থাকে। পরবর্তীতে মুতাওয়াক্কিল-এর ছেলে মুনতাসির খলীফা হওয়ার পর তাদেরকে মুক্তি দেন।

এ বছরের শাওয়াল মাসে বাগা খলীফার দরবারে আগমন করেন। তখন তার সঙ্গে ছিল মুহাম্মদ ইবনুল বুআইছ, তার দুই ভাই সাকার ও খালিদ, নায়িব আলা এবং শীর্ষস্থানীয় প্রায় একশত আশিজন সহচর। তারা উঠে চড়ে প্রবেশ করে, যাতে মানুষ তাদেরকে দেখতে পায়। ইবনুল বুআঈছ যখন মুতাওয়াক্কিল-এর সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, তখন মুতাওয়াক্কিল তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার আদেশ করেন। সেমতে তরবারি ও চামড়ার বিছানা উপস্থিত করা হয়। জল্লাদরা এসে তার চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যায়। মুতাওয়াক্কিল তাকে বলেন ঃ ধ্বংস তোমার জন্য, তুমি যা করেছ কিসে তোমাকে তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করল ? ইবনুল বুআঈছ বলল ঃ দুর্ভাগ্য, হে আমীরুল মু'মিনীন !

আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে ঝুলন্ত রশি। আর আপনার ব্যাপারে আমার দু'টি ধারণা রয়েছে। তন্মধ্যে যে ধারণাটি অধিক প্রবল, আপনার জন্য সেটি-ই উত্তম। তা হল, ক্ষমা। তারপর তিনি স্পষ্টভাষায় আবৃত্তি করতে শুরু করেন-

أبى الناسُ الا انك اليوم قاتلى + إمامُ الهدى والصفح بالمرء أجملُ
وهلْ أنا الا جبلةٌ من خطيئةٍ + وعفوك من نورِ النبوةِ يُجْبَلُ
فانكَ خيرُ السابقين الى العُلى + ولا شكَّ ان خيرَ الفعالينِ تفعلُ۔

"মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনি আমাকে হত্যা না করে ছাড়বেন না। আপনি তো হিদায়াতের ইমাম। মানুষকে ক্ষমা করা-ই সর্বোত্তম কাজ। আমি পাপিষ্ঠ বই নই। আর আপনার ক্ষমা তো নবুওয়াতের নূরের দ্বারা সৃষ্ট। আপনি ঊর্ধ্বপানে ধাবমান লোকদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আপনি যা করছেন, তা যে শ্রেষ্ঠ কর্ম তাতে কোন সন্দেহ নেই"।

শুনে মুতাওয়াক্কিল বলেন ঃ লোকটা তো সাহিত্য জানে ! তারপর তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।

এক বর্ণনায় আছে, মুতাওয়াক্কিল-এর ছেলে মু'তায তার ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলেন। ফলে, মুতাওয়াক্কিল তাকে ক্ষমা করে দেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে, মুতাওয়াক্কিল তাকে শৃংখলাবদ্ধ করে কারাগারে আটক করে রাখেন। কিন্তু, পরবর্তীতে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান। পলায়নের সময় তিনি বলেছিলেন-

كمْ قد قضيتَ أمورًا كانَ اهملهَا + غيرى وقد اخذَ الافلاس بالكظم
لا تعذِلينَى فيما ليسَ يَنْفَعُنِىْ + اِليك عنّى جرى المقدورُ بالقلم
سأُتلف المالَ فى عُسْرٍ وفِى يُسْرٍ + اِنَّ الجوادَ الذى يُعطى علَى العدم ۔

"আপনি অন্যদের ফেলে রাখা বহু কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। অথচ, দারিদ্র্য আপনাকে স্তব্ধ করে রেখেছে। যা আমাকে কোন উপকার করবে না, সে বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করবেন না। আপনি আমার থেকে দূরে থাকুন। ভাগ্যে যা আছে তা স্থির হয়ে গেছে। অস্বচ্ছল-স্বচ্ছল উভয় অবস্থাতেই আমি সম্পদ বিনষ্ট করব। দানশীল তো সেই ব্যক্তি যে অভাবের সময়ও দান করে"।

এ বছরই মুতাওয়াক্কিল যিম্মিদেরকে নির্দেশ দেন, যেন তারা পোশাক, পাগড়ি ও কাপড়-চোপড়ে মুসলমানদের থেকে ভিন্নতা অবলম্বন করে। আকর্ষণীয় রং-এর জুরা পরিধান না করে, পাগড়ির উপর পোশাকের ভিন্ন রংয়ের একখণ্ড কাপড় ব্যবহার করে, আজকালকার কৃষকদের তাগার ন্যায় কোমরে তাগা ব্যবহার করে, গলায় কাঠের পুঁতি ব্যবহার করে, ঘোড়ায় আরোহণ না করে এবং বাহন যেন হয় কাঠের তৈরি ইত্যাকার অপমানজনক নির্দেশ জারি করেন। আরো নির্দেশ জারি করেন যেন তারা সেই কাগজ ব্যবহার না করে, যাতে মুসলমানদের বিধান লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি তাদের নতুন নতুন গির্জাগুলোকে ধ্বংস করে ফেলার, তাদের প্রশস্ত বাস-গৃহগুলোকে সংকীর্ণ করে ফেলার, তাদের থেকে উশর আদায় করার তাদের বড় বড়

ভবনগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করার এবং তাদের কবরগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি সকল রাজ্য ও শহরে এই মর্মে নির্দেশনামা পৌঁছিয়ে দেন।

এ বছরই মাহমূদ ইবনুল ফারজ আন-নিশাপুরী নামক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। এই লোকটি তাদের একজন, যারা বাবিক-এর কাঠের নিকট যাওয়া-আসা করত। বাবিক তখন শূলে চড়ানো। মাহমূদ ইবনুল কারজ তার নিকট গিয়ে বসে থাকত। স্থানটি দারুল খিলাফতের সন্নিকটে অবস্থিত সুররা মান রাআ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল।

যা হোক, মাহমূদ ইবনুল কারজ দাবী করে যে, সে নবী এবং সেই যুলকারনায়ন। স্বল্পসংখ্যক মানুষ তার এই মতবাদের অনুসারী হয়ে উঠে এবং তার এই অজ্ঞতার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। তারা হল ঊনত্রিশজন। সে তার অনুসারীদের জন্য কিছু বক্তব্য গড়ে নিয়ে গ্রন্থবদ্ধ করে নেয়। মহান আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করুন। সে বিশ্বাস করত, জিবরীল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এগুলো নিয়ে এসেছেন। তাকে ধরে খলীফা মুতাওয়াক্কিল-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর নির্দেশে তাঁর-ই সম্মুখে তাকে বেত্রাঘাত করা হয়। অগত্যা সে তার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ স্বীকার করে নেয় এবং তাওবা করার এবং মতাদর্শ প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা দেয়। খলীফা তার ঊনত্রিশ অনুসারীর সব ক'জনকে তাকে চড়-থাপ্পড় মারার নির্দেশ দেন। তারা তাকে দশটি করে চড়-থাপ্পড় মারে। তার ও তার অনুসারীদের উপর আসমান-যমীনের প্রভুর অভিশাপ। তারপর এ বছরের যুল-হাজ্জা মাসের তিন তারিখ বুধবার সে মারা যায়।

এ বছরের যুলহাজ্জা মাসের ২৭ তারিখ শনিবার খলীফা মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলের জন্য খিলাফত ঘোষণা করেন। তারা হল মুহাম্মদ আল-মুনতাসির, আবূ আবদুল্লাহ্ আল-মু'তায, যার নাম কারো মতে মুহাম্মদ, কারো মতে যুবায়র। তারপর ইবরাহীম, যার উপাধি হল মুতাইয়িদ বিল্লাহ্। তবে এই ছেলে খিলাফতের মসনদে আসীন হতে পারেনি। তিনি তাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ভূখণ্ড নির্ধারণ করে দেন যে, তারা নিজ নিজ অঞ্চল শাসন করবে এবং সেখানে স্বতন্ত্র মুদ্রা চালু করবে। খলীফা মুতাওয়াক্কিল ছেলেদের কাকে কোন রাজ্য দান করেছেন, ইব্ন জারীর তার নাম-ধামও উল্লেখ করেছেন। মুতাওয়াক্কিল তাদের প্রত্যেকের জন্য দু'টি করে পতাকা স্থির করে দেন। একটির রং কালো। এটি মসনদের জন্য। অপরটি আমলাদের জন্য। তিনি জনতার উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি সন্তুষ্টি বিষয়ক পত্র লিখে দেন এবং অধিকাংশ আমীর এ ব্যাপারে তার হাতে বায়আত করে। দিনটি ছিল শুক্রবার।

এ বছরের যুলহাজ্জা মাসে দজলার পানির রং পরিবর্তন হয়ে হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করে। এ অবস্থায় তিনদিন থাকার পর পানি গাদের বর্ণ ধারণ করে। তাতে মানুষ ভয় পেয়ে যায়।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ এ বছর যুলহাজ্জা মাসের ২৩ তারিখ মঙ্গলবার বাগদাদের নায়িব ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর আগে তিনি আপন ছেলে মুহাম্মদকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন এবং তাকে পাঁচটি খাস'আত (রাজ পোশাক) দান করেন ও তার গলায় তরবারি ঝুলিয়ে দেন।

আমার মতে ঃ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম খলীফা মা'মূনের আমলে ইরাকের নায়িব ছিলেন এবং আপন নেতাদের অনুসরণে খালকে কুরআনের পক্ষে প্রচারণা চালাতেন। এই চরিত্রের লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاَ ۔

হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা আমাদের নেতাদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল (সূরা আহযাব ঃ ৬৭)।

এই লোকটি মানুষকে কষ্ট দিত এবং ধরে ধরে তাদেরকে খলীফা মা'মূন-এর নিকট প্রেরণ করত।

এ বছর যারা মৃত্যুমুখে পতিত হন তাদের একজন হলেন-

ইসহাক ইব্ন মাহান

ইসহাক ইব্ন মাহান আল-মুসিলী। অতিশয় বিচক্ষণ, সাহিত্যিক পিতার সাহিত্যিক সন্তান, সমকালের সুদর্শন সুপুরুষ এবং সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। সে যুগের সব মানুষ তাকে চিনতেন। ফিকাহ্, হাদীস, বাকপটুতা, ভাষা ও কাব্যে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তবে তার বেশী পরিচিতি ছিল গায়ক হিসেবে। কেননা, তৎকালে তার সমকক্ষ কোন গায়ক ছিল না।

মু'তাসিম বলেন ঃ ইসহাক যখন গান গাইত, তখন মনে হত সে আমার রাজত্ব বৃদ্ধি করে তুলেছে। মা'মূন বলেন ঃ ইসহাক ইব্ন মাহান যদি গায়ক হিসেবে পরিচিত না হত, তাহলে আমি তাকে বিচারক নিয়োগ করতাম। কেননা, আমি তার চারিত্রিক পবিত্রতা, নির্মলতা ও আমানতদারী সম্পর্কে জানি।

তার রচিত সুন্দর সুন্দর কাব্য ও বৃহৎ পাণ্ডুলিপি রয়েছে। তার সংগ্রহে সকল বিষয়ের বিপুল সংখ্যক কিতাব ছিল। তিনি এ বছর মৃত্যুমুখে পতিত হন। কারো মতে এর আগের বছর। আবার কারো মতে পরের বছর।

ইব্ন আসাকির তার পূর্ণাঙ্গ জীনব-চরিত বর্ণনা করেছেন এবং তার বহু মূল্যবান উক্তি, সুন্দর কাব্য ও রোমহর্ষক কাহিনী বর্ণনা করেছেন, কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এখানে সেসব উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম। তবে একটি মজার কাহিনী এইরূপ যে, একদিন তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ ইব্ন বারমাককে গান শোনালে ইয়াহ্ইয়া তাকে দশ লাখ দীনার পুরস্কার প্রদান করেন। ইয়াহ্ইয়ার ছেলে জা'ফরও সমপরিমাণ দান করেন। ছেলে ফাযলও সে পরিমাণ দান করেন। তার সুদীর্ঘ কাহিনীতে এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

এ বছর শুরায়হ্ ইব্ন ইউনুস, শায়বান ইব্ন ফাররূখ, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর আল-গাওয়ারীরী ও আবূ বকর ইব্ন আবী শাহিবা মৃত্যুমুখে পতিত হন। শেষোক্ত ব্যক্তি বিশিষ্ট মনীষী ও ইসলামের ইমামগণের একজন। তিনি এমন একজন লেখক যে, তার সমকক্ষ লেখক তার আগেও ছিল না এবং পরেও নয়।

২৩৬ হিজরীর সূচনা

এ বছর খলীফা মুতাওয়াক্কিল হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আবী তালিব-এর কবর এবং তার আশ-পাশের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ দেন এবং মানুষের মাঝে ঘোষণা দেন যে, তিনদিনের পর যাকেই এখানে পাওয়া যাবে, আমি তাকে পাতাল বন্দীশালায় পাঠিয়ে দেব। ফলে

সেখানে একজন মানুষও অবশিষ্ট রইল না। তিনি সেই স্থানটিকে কৃষি ভূমিতে পরিণত করে ফেলেন।

এ বছর মুহাম্মদ ইবনুল মুনতাসির ইবনুল মুতাওয়াক্কিল মানুষের হজ্জ করার ব্যবস্থা করেন। এ বছর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুস'আব মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে। এই মুহাম্মদ ইবরাহীম শীর্ষস্থানীয় আমীরদের একজন ছিলেন।

এ বছর খলীফা মা'মূন-এর স্ত্রী বূরাম-এর পিতা হাসান ইব্‌ন সাহল আল-ওয়াযীর মৃত্যুমুখে পতিত হন। খলীফা মা'মূন ও বূরাম-এর আলোচনা উপরে বর্ণিত হয়েছে। হাসান ইব্‌ন সাহ্‌ল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

কেউ কেউ বলেন ঃ গায়ক ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম এ বছর মৃত্যুমুখে পতিত হন। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

এ বছর আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ আল-মারওয়াযী আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ফলে তার স্থলে তার ছেলে ইউসুফকে আরমিনিয়ার শাসক নিযুক্ত করা হয়।

এ বছর ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হারাবী, মুস'আব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আয্-যুবায়রী, হুদবা ইব্‌ন খালিদ আল-কাইসী এবং আবুস সালত আল-হারাবীও মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২৩৭ হিজরীর সূচনা

এ বছর আরমিনিয়ার নায়েব ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ আরমিনিয়ার প্রধান কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করে খলীফার নায়িব-এর নিকট প্রেরণ করেন। ঘটনাক্রমে এ সময়ে উক্ত নগরীতে ব্যাপক তুষারপাত হয়। ফলে নগরবাসী দলবদ্ধ হয়ে ছুটে গিয়ে ইউসুফ যে নগরীতে অবস্থান করছিলেন, সেই শহরটিকে অবরোধ করে ফেলে। ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মদ তাদের মুকাবিলার জন্য বেরিয়ে আসেন। জনতা তাকে ও তার সঙ্গে থাকা বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে হত্যা করে। বহু সংখ্যক মানুষ তীব্র ঠাণ্ডার প্রকোপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

খলীফা যখন এই রোমহর্ষক ঘটনাটি জানতে পারলেন, তিনি বাগা আল-কবীরকে বিপুল সংখ্যক সৈন্যসহ বিদ্রোহী জনতার প্রতি প্রেরণ করেন। তিনি উক্ত এলাকার যেসব লোক নগরী অবরোধ করেছিল, তাদের প্রায় ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করেন এবং বহু সংখ্যক লোককে বন্দী করেন। তারপর তিনি কুরুল বুসফরজান এলাকার প্রদেশের আলবাক নগরীর দিকে রওনা হন এবং বড় বড় বিভিন্ন শহরেও গমন করেন। তিনি বিভিন্ন রাজ্যের সংস্কার সাধন করেন এবং শহর ও প্রত্যন্ত এলাকাগুলোকে শক্তিশালী করেন।

এ বছরের সফর মাসে খলীফা মুতাওয়াক্কিল কাযী ইব্‌ন আবূ দাউদ আল-মুতাযিমী-এর উপর রুষ্ট হন। মুতাওয়াক্কিল তাকে দিয়ে মানুষের উপর যুলুম করাতেন। তিনি তাকে পদচ্যুৎ করে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আকছামকে ডেকে এনে কাযীর পদে আসীন করেন। তাকেও মানুষের উপর যুলুম-অত্যাচার পরিচালিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এ বছরের রবীউল আওয়াল মাসে খলীফা ইব্‌ন আবূ দাউদ-এর সম্পত্তির উপর নজরদারির

নির্দেশ জারি করেন এবং তার ছেলে আবুল ওয়াসীদ মুহাম্মদকে গ্রেফতার করেন। তাকে রবীউস-ছানী মাসের সাতাশ তারিখ পর্যন্ত আটক রাখেন এবং সম্পদ এনে দিতে বাধ্য করেন। ফলে সে একলাখ বিশ হাজার দীনার এবং বিশ হাজার দীনারের সমমূল্যের মূল্যবান রত্ন এনে দেয়। অবশেষে, ষোল কোটি দিরহামের বিনিময়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়। এক পর্যায়ে ইব্‌ন আবূ দাউদ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। যেমনটি আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। তারপর তার পরিবারবর্গকে লাঞ্ছিত করে সামিরা থেকে বাগদাদ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইব্‌ন হারীর বলেন ঃ এ প্রসঙ্গে আবুল আতাহিয়া বলেছেন ঃ

لو كنت فى الرأى منسوبًا الى رشدٍ + وكانَ عزمكَ عزمًا فيه توفيقُ
لكانَ فى الفقهِ شغلٌ لو قنعتَ به + عنْ ان تقولَ كتابُ اللّه مخلوقُ
ماذا عليكَ واصلُ الدين يجمعهمْ + ماكانَ فى الفرع لولا الجهلُ والموقُ -

"তোমার চিন্তাধারা যদি সঠিক হত এবং তোমার দৃঢ়তা প্রত্যয়দীপ্ত হত, তাহলে তুমি দীন চর্চায় ব্যাপৃত এবং তুমি আল্লাহ্‌র কিতাবকে মাখলূক বলা থেকে বিরত থাকতে। অজ্ঞতা-নির্বুদ্ধিতা না থাকলে তোমার কোন ক্ষতি হত না। খুঁটি-নাটি বিষয়ে বিষয়ে অটল থাকলেই মানুষ দীনের মূলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে।"

এ বছরের ঈদুল ফিতরের দিন খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল আহমদ ইব্‌ন নাসর আল-খুযাঈর মরদেহ শূল থেকে নামিয়ে মাথা ও ধড় একত্রিত করে তার অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ জারি করেন। তাতে মানুষ প্রচণ্ড আনন্দিত হয় এবং তার জানাযায় বিপুলসংখ্যক লোক সমবেত হয়। তারা তার মরদেহ ও খাটিয়া স্পর্শ করতে শুরু করে। দিনটি ছিল শুক্রবার। তারপর তারা যে ডালটিতে তাকে শূলি দেওয়া হয়েছিল তার নিকট এসে সেটিকে স্পর্শ করতে লাগল এবং আনন্দের সাথে জনতাকে সে কাজ করতে উৎসাহ দিতে লাগল। ফলে খলীফা মুতাওয়াক্কিল জনগণকে এই আচরণ থেকে বিরত রাখা ও বাড়াবাড়ি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে তাঁর নায়িব-এর নিকট পত্র লিখেন। তারপর তিনি সর্বত্র ইল্‌মে কালাম বিষয়ে কথা বলতে নিষেধ করে এবং কুরআনকে মাখলূক বলা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়ে ফরমান জারী করেন। সঙ্গে এই ঘোষণাও প্রদান করেন যে, যে ব্যক্তি ইল্‌মে কালাম শিক্ষা করে সে বিষয়ে কথা বলবে, মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত পাতালপুরী-ই হবে তার আবাস। খলীফা মুতাওয়াক্কিল জনগণকে নির্দেশ দেন, যেন কেউ কুরআন-সুন্নাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুতে প্রবৃত্ত না হয়। তারপর তিনি ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁকে বাগদাদ থেকে নিজের কাছে ডেকে পাঠান। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে সম্মান করেন ও তাঁকে মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করার নির্দেশ জারী করেন। কিন্তু, ইমাম আহমদ উপঢৌকন গ্রহণ করলেন না। খলীফা নিজের রাজকীয় পোশাক থেকে একটি পোশাক ইমাম আহমদকে প্রদান করেন। ইমাম পোশাকটি লজ্জাবশত গ্রহণ করে পরিধান করে গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছেই অবজ্ঞার সাথে সেটি খুলে ফেলেন। পোশাকটি খোলার সময় তিনি ক্রন্দন করছিলেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দয়া করুন।

খলীফা মুতাওয়াক্কিল প্রতিদিন ইমামের নিকট তাঁর বিশেষ খাবার থেকে খাবার প্রেরণ করতেন এবং মনে করতেন, তিনি তা থেকে আহার করছেন। কিন্তু, ইমাম আহমদ কোন

খাবার-ই খেতেন না ; বরং সেই দিনগুলোতে তিনি না খেয়ে লাগাতার রোযা রেখেছেন। তার কারণ হল, সে সময়ে তিনি তার পসন্দনীয় কোন খাবার পাননি। তবে তাঁর ছেলে সালিহ ও আবদুল্লাহ্ উক্ত উপঢৌকন গ্রহণ করতেন। কিন্তু, তিনি তা জানতেন না। সে সময়ে যদি তারা শীঘ্র বাগদাদ ফিরে না আসতেন, তাহলে ইমাম আহমদ অনাহারে মৃত্যুবরণ করার আশংকা ছিল।

খলীফা মুতাওয়াক্কিল-এর আমলে হাদীস শাস্ত্রের বেজায় উন্নতি সাধিত হয়। মহান আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন। তিনি ইমাম আহমদ-এর সঙ্গে পরামর্শ না করে কাউকে গভর্নর নিযুক্ত করতেন না। ইব্ন আবূ দাঊদ-এর স্থলে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আকছাম-এর বিচারকের পদে নিযুক্তি তাঁরই পরামর্শে হয়েছিল। এই ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আকছাম হাদীস শাস্ত্রের ইমাম প্রখ্যাত আলিম ফিকাহ্, হাদীস ও ফকীহদের একজন। তাঁর-ই পক্ষ থেকে হিব্বান ইব্ন বিশ্রকে পূর্বাঞ্চলের ও সাওয়ার ইব্ন আবদুল্লাহ্কে পশ্চিমাঞ্চলের বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁরা উভয়েই কানা ছিলেন। ইব্ন আবূ দাঊদ-এর কোন এক অনুসারী এ ব্যাপারে বলেন-

رأيتُ مِنَ العَجائبِ قَاضِيَيْنِ + هما أحدوثةٌ فِى الخافِقَيْنِ
هُمَا اقتَسما العَمى نِصْفَيْنِ قَدًا + كما اَقتَسما قَضَاءَ الجانِبَيْنِ
ويُحسَبُ منهما منْ هزَّ رأسًا + لينظرَ فى مواريثٍ ودَيْنِ
كأنكَ قد وضعتَ عَليه دِنًا + فتحتَ بزالهُ من فردِ عينِ
هما فألُ الزمانِ بهلكِ يحيى + اذ افتتحَ القضاءُ بأعورينِ -

আমি দুই বিচারকের বিস্ময়কর অবস্থা দেখেছি, যারা দুই প্রান্তের একটি উপাখ্যান। তারা অন্ধত্বকে লম্বালম্বিভাবে দুইভাগে বিভক্ত করে নিয়েছে, যেমনটি বণ্টন করে নিয়েছে দুই প্রান্তের বিচারের পদকে। তাদের কেউ মাথা দোলালেই অনুমান করা যায় যে, তিনি উত্তরাধিকার ও ধানের প্রতি মনোনিবেশ করবেন। যেন তুমি তার উপরে একটি মটকা রেখেছ, যার ছিদ্রটা তুমি তোমার একটি চোখ দ্বারা খুলে রেখেছ। বিচারের কার্যক্রম যখন দুইজন একচোখা মানুষের দ্বারা শুরু হবে, তখন ইয়াহ্ইয়ার মৃত্যুর পর তারা দুনিয়াটাকে ধ্বংস-ই করে ফেলবে।

আলী ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-আরমানী এ বছর সায়িকার যুদ্ধ করেন এবং হিজাযের আমীর আলী ইব্ন ঈসা ইব্ন জা'ফর ইব্ন আবূ জা'ফর মানুষকে হজ্জ করান। এ বছর হাতিম আল-আসাম্ম ইনতিকাল করেন। এ বছর আরো যারা ইনতিকাল করেন, তারা হলেন আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আব আল-আম্বারী ও আবূ কামিল আল-ফুযাইল ইবনুল হাসান আল-জাহদারী।

২৩৮ হিজরীর সূচনা

এ বছরের রবীউল আওয়াল মাসে বাগা তাফলীস শহর অবরোধ করে। বাহিনীর অগ্রভাগের দায়িত্বে ছিল যীরাক আত-তুর্কী। তাকলীসের শাসনকর্তা ইসহাক ইব্ন ইসমাঈল বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু, বাগা তাকে বন্দী করে ফেলে এবং তাকে মেরে ফেলার নির্দেশ দেয়। অবশেষে ইসহাককে শূলিতে চড়িয়ে হত্যা করা হয়। তারপর বাগা তেলে আগুন ধরিয়ে

নগরীতে ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সেই নগরীর অধিকাংশ বাড়ি-ঘর ছিল দেবদারু জাতীয় কাঠের তৈরি। সেগুলো আগুনে পুড়ে যায় এবং প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারায়। দুইদিন পর আগুন নিভে যায়। কেননা, দেবদারু কাঠের আগুন বেশি সময় স্থায়ী হয় না। তারপর শহরে সৈন্যরা প্রবেশ করে তারা অবশিষ্ট অধিবাসীকে বন্দী করে ও পশুপাল ছিনিয়ে নেয়।

তারপর বাগা অপর এক নগরীতে প্রবেশ করে, যার অধিবাসীরা আরমিনিয়ার নায়িব ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ হত্যাকারীকে সাহায্য করেছিল। বাগা ইউসুফ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং যারা তার উপর বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করে।

এ বছর শ'তিনেক ফিরিঙ্গী মিসরের উদ্দেশ্যে দিমইয়াতের দিক থেকে আত্মপ্রকাশ করে। তারা আকস্মিকভাবে মিসরে প্রবেশ করে তার বিপুলসংখ্যক অধিবাসীকে হত্যা করে, জামে' মসজিদ ও মিম্বর জ্বালিয়ে দেয় এবং প্রায় ছয়শ মহিলাকে বন্দী করে, যাদের একশ পঁচিশজন হল মুসলিম, অন্যরা কিব্তী। তারা বিপুল পরিমাণ মাল-সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেয়। তাদের ভয়ে মানুষ চতুর্দিকে পালিয়ে যায়। তানীস সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যারা প্রাণ হারায়, তাদের সংখ্যা বন্দীদের চেয়ে বেশী। তারা সদম্ভে ফিরে যায়। কেউ তাদের পশ্চাধাবন করেনি। তারা নিজ এলাকায় গিয়ে পৌঁছে।

এ বছর আলী ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-আরমানী সায়িকায় যুদ্ধ করেন এবং বিগত বছর যে আমীর লোকদেরকে হজ্জ করিয়েছিলেন, তিনি এ বছরও মানুষকে হজ্জ করান।

এ বছর বিখ্যাত আলিম ও মুজতাহিদ ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াই, বিশ্র ইবনুল ওয়ালীদ আল-ফকীহ্, আল-হানাফী, তালূন ইব্ন ইবাদ, মুহাম্মদ ইব্ন বাক্কার ইবনুয যায়আত, মুহাম্মদ ইবনুল বুরজামী ও মুহাম্মদ ইব্ন আবুস্ সারী আল-আসকালানী মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২৩৯ হিজরীর সূচনা

এ বছর খলীফা মুতাওয়াক্কিল পোশাকে তারতম্য বিধানের ক্ষেত্রে যিম্মিদের উপর আরো কঠোরতা আরোপ করেন এবং ইসলামের যুগে নির্মিত গির্জাগুলো ভেঙ্গে ফেলার ব্যাপারে জোরালো নির্দেশ প্রদান করেন। এ বছর মুতাওয়াক্কিল আলী ইবনুল জুহ্মকে খুরাসানে দেশান্তরিত করেন। এ বছর ঘটনাক্রমে নাসারাদের শু'আনীন ও নওরোজ একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়। দিনটি ছিল যুল-কাদা মাসের বিশ তারিখ রবিবার। নাসারাগণ ধারণা করে, ইসলামের যুগে এ বছর ব্যতীত অন্য কোন বছর এমনটি ঘটেনি।

এ বছর পূর্বোল্লিখিত আলী ইব্ন ইয়াহ্ইয়া সায়িকার যুদ্ধ করেন এবং পবিত্র মক্কার গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ মানুষকে হজ্জ করান।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ এ বছর আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মদ ইব্নুল কাযী আহমদ ইব্ন আবূ দাউদ আল-আয়াদী আল-মু'তাযিলী মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আমার মতে ঃ এ বছর আরো যারা মৃত্যুমুখে পতিত হন তাদের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন দাউদ ইব্ন রশীদ, দামেশক-এর মুতাওয়ায্যিন সাফওয়ান ইব্ন ছালিহ, আবদুল মালিক ইব্ন হাবীব আল-ফকীহ্ আল-মালিকী, তাফসীর ও বিখ্যাত মুসনাদ বিশারদ উসমান ইব্ন আবূ

শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মিহরাম আর-রাযী, মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান ও ওহাব ইব্‌ন মুসাব্বিহ। এ বছর যারা মৃত্যুমুখে পতিত হন তাদের একজন হলেন-

আহমদ ইব্‌ন আসিম আল-আনতাকী

আবূ আলী। বক্তা, দুনিয়াবিমুখ ও আবিদ। দুনিয়া বিমুখিতা ও হৃদয় সম্পর্কিত বিষয়াদির ব্যাপারে তার সুন্দর সুন্দর কথা আছে। আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী বলেন ঃ আহমদ ইব্‌ন আসিম আল-হারিস মুহাসিবী ও বিশর আল-হাফীর স্তরের মানুষ ছিলেন। তীক্ষ্ম ধী-শক্তির কারণে আবূ সুলায়মান আদ-দারানী তাকে 'হৃদয়ের গুপ্তচর' নামে অভিহিত করতেন।

তিনি মু'আবিয়া আয-যারীর ও তাঁর সমপর্যায়ের লোকদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবনুল হাওয়ারী, মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ ও আবূ যুর'আ দামেশ্‌কী প্রমুখ।

আহমদ ইবনুল হাওয়ারী তাঁর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি মুখাল্লাদ ইবনুল হুসায়ন ও হিশাম ইব্‌ন হাস্‌সান সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি একদিন হাসান আল-বসরীর নিকট গমন করলাম। তখন তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। সময়টা ছিল রাতের শেষ প্রহর। আমি বললাম ঃ হে আবূ সাঈদ! আপনার মত মানুষ এই সময়ে বসে আছেন? তিনি বলেন ঃ আমি উযূ করে নামায পড়ার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু, আমার নফ্‌স তা অস্বীকার করল। অপরদিকে নফ্‌স ঘুমাতে ইচ্ছা করল আর আমি তা অস্বীকার করলাম।

তাঁর উত্তম বাণীসমূহের কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

* তুমি যখন তোমার হৃদয়ের শুদ্ধি কামনা করবে, তখন তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিফাযতের মাধ্যমে সে কাজে সাহায্য কামনা করবে।

* সস্তা গনীমতের একটি হল, তুমি তোমার অবশিষ্ট জীবনকে পরিশুদ্ধ করে ফেল ; তাহলে তোমার অতীত জীবনের পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

* সামান্য বিশ্বাস তোমার হৃদয় থেকে সমস্ত সন্দেহ দূর করে দেয়। পক্ষান্তরে সামান্য সন্দেহ তোমার হৃদয় থেকে সমস্ত বিশ্বাস দূর করে দেয়।

* যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র সঙ্গী হয়ে যায় সে সেই বস্তুকে বেশী জানে, যা সবচেয়ে বেশী ভয়ংকর।

* দুনিয়াতে তোমার উত্তম সঙ্গী হল চিন্তা। চিন্তা দুনিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে তোমাকে আখিরাতের সঙ্গে জুড়ে দেয়।

তাঁর কয়েকটি কবিতা নিম্নরূপ ঃ

همممتُ ولم أعزمْ ولو كنتُ صادقًا + عزمتُ ولكنْ الفطامَ شديد
ولو كانَ لى عقلٌ وايقانُ موقنٍ + لما كنتُ عن قصدِ الطريقِ أحيدُ
ولوْ كانَ فى غيرِ السلوكِ مطامعى + ولكنْ عنِ الاقدارِ كيفَ أميدُ ۔

"আমি ইচ্ছা পোষণ করেছি ; কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করিনি। যদি আমি সত্যবাদী হতাম, তাহলে দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হতাম। কিন্তু দুধ ছাড়ানো তো কঠিন কাজ।

আমার যদি বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্বাসীর বিশ্বাস থাকত, তাহলে আমি সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুৎ হতাম না। হায় আমার যদি সুলূক ব্যতীত অন্য কাজে প্রবৃত্তি থাকত। কিন্তু, আমি তকদীর থেকে সরি কিভাবে ?"

তিনি আরো বলেন ঃ

قدْ بَقينا مذَبْذَبينَ حيارَى + نطلُبُ الصدْقُ ما اليهِ سبيلُ
فَدَواعى الهوى تخفُّ علينا + وخلافَ الهَوى عَلَيْنَا ثقيلُ
فُقِدُ الصدقُ فِى الاماكنِ حتّى + وصْفُه اليومَ ما عليه دليلُ
لا نرى خائفًا فيلزمُنا الخوفُ + ولسْنا نَرى صادِقًا على ما يقول -

"আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বিস্মিত ! আমরা সত্য সন্ধানী। কিন্তু সত্যের কোন পথ আমরা পাচ্ছি না। প্রবৃত্তির উপকরণ আমাদের জন্য হালকা। পক্ষান্তরে, প্রবৃত্তি বিরোধী উপকরণ অতিশয় ভারী। সত্যতা আজ সর্বত্র অনুপস্থিত। আজ সত্যের পক্ষে প্রমাণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আমরা এমন কোন ভীতি প্রদর্শকারীকে দেখছি না, যার মাধ্যমে ভয় আমাদের উপর চেপে বসবে। আর এমন ব্যক্তিকেও খুঁজে পাচ্ছি না যে নিজ বক্তব্যে সত্যবাদী"।

তিনি আরো বলেন ঃ

هونْ عليكَ فكلُ الامرِ ينقطعُ + وخلِّ عنكَ ضبابَ الهمِّ يندفَعُ
فكلُّ همٌ له مِنْ بعده فَرَجٌ + وكلُّ كَرْبٍ اذا ما ضاقَ يتسعُ
انَ البلاءَ وانْ طالَ الزمانَ به + الموتُ يعطعه أو سوفُ ينقطعُ -

"তুমি নিজের সঙ্গে কোমল আচরণ কর। সব কিছুই একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। তুমি নিজের থেকে চিন্তার পাহাড়কে দূরে সরিয়ে দাও ; তা দূর হয়ে যাবে। সকল বিপদের পর-ই প্রশস্ততা আসে। যে বিপদ যখন সংকীর্ণ হয়ে যায় তারপর তা প্রশস্ত হয়ে যায়। বিপদ যত-ই দীর্ঘ হোক, মৃত্যু তাকে দূরীভূত করে দেয় কিংবা অচিরেই তা দূর হয়ে যায়"।

হাফিয ইব্‌ন আসাকির আহমদ ইব্‌ন আসিম আনতাকীর দীর্ঘ জীবন-চরিত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি তার মৃত্যু তারিখ উল্লেখ করেননি। আর আমি এখানে উল্লেখ করলাম অনুমানের ভিত্তিতে। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

২৪০ হিজরীর সূচনা

এ বছর হিম্‌স-এর অধিবাসীরা তাদের গভর্নর আবুল গায়ছ মূসা ইব্‌ন ইবরাহীম আর-রাকিকীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কেননা, আবুল গায়ছ তাদের নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। প্রতিশোধে তারা তাঁর একদল সঙ্গীকে হত্যা করে ও তাকে তাদের মধ্য থেকে

তাড়িয়ে দেয়। ফলে মুতাওয়াক্কিল অপর এক ব্যক্তিকে আমীর নিযুক্ত করে তাদের নিকট প্রেরণ করেন এবং সঙ্গের দূতকে বলে দেন, যদি তারা একে গ্রহণ করে, তো ভাল। অন্যথায়, আমাকে সংবাদ দিবে। কিন্তু, হিম্‌সবাসী তাকে গ্রহণ করে নেয়। তিনি তাদের মাঝে অনেক বিস্ময়কর কাণ্ড করেন এবং তাদেরকে যারপরনাই অপদস্থ করেন।

এ বছর মুতাওয়াক্কিল কাযী ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আকছামকে বিচারকের পদ থেকে অব্যাহতি দান করেন এবং তাকে আশি হাজার দীনার পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করেন ও বসরার ভূমি থেকে তার প্রচুর জমি ছিনিয়ে নেন এবং তাঁর স্থলে জা'ফর ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আলীকে বিচারক নিযুক্ত করেন।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ এ বছরের মুহাররাম মাসে আহমদ ইব্‌ন আবূ দাঊদ তার ছেলের মৃত্যুর বিশদিন পর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আহমদ ইব্‌ন আবূ দাঊদ-এর জীবন-চরিত

আহমদ ইব্‌ন আবূ দাঊদ, তিনি ফারজ বা দা'মী নামেও পরিচিত। মূলত উপনাম আয়াদী। তিনি মু'তাযিলী মতের অনুসারী।

ইব্‌ন খাল্লিকান-এর মতে তার বংশ পরম্পরা হলো ঃ আবূ আবদুল্লাহ্ আহমদ ইব্‌ন আবূ দাঊদ ফারজ ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইবাদ ইব্‌ন সালাম ইব্‌ন আব্‌দ হিন্‌দ ইব্‌ন আব্‌দ ইব্‌ন নাজ্‌ম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন ফাইজ ইব্‌ন মান'আ ইব্‌ন বুরজান ইব্‌ন দাউস আল-হুযালী ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন ইয়াদ ইব্‌ন আদবান মাআদ ইব্‌ন আদনান।

খতীব বলেন ঃ ইব্‌ন আবূ দাঊদ প্রথমে মু'তাসিম-এর কাযী নিযুক্ত হন। পরে ওয়াছিক-এর। তিনি দানশীলতা, উত্তম চরিত্র ও পরম ভদ্রতার গুণে গুণান্বিত ছিলেন। কিন্তু, তিনি জাহমিয়া মতবাদ গ্রহণের প্রকাশ্য ঘোষণা দেন এবং বাদশাহ্‌কে খালকে কুরআন ও পরকালে আল্লাহ্‌কে দেখা যাবে না প্রশ্নে জনগণকে পরীক্ষায় নিপতিত করতে প্ররোচিত করেন।

ছাওলী বলেন ঃ বারমিকের পর তার চেয়ে বড় মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ আর ছিলেন না। তিনি যদি নিজেই নিজেকে বিতর্কিত না করতেন, তাহলে সব মানুষ তার পিছনে সমবেত হত।

ইতিহাসবিদগণ বলেন ঃ তিনি একশত ষাট হিজরীতে জন্মলাভ করেছিলেন। তিনি বয়সে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আকছাম অপেক্ষা বিশ বছরের বড় ছিলেন।

ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন ঃ তিনি ছিলেন কানসারীন নগরীর অধিবাসী। তার পিতা ব্যবসায়ী ছিলেন। যিনি সিরিয়া যাতায়াত করতেন। পরে তিনি ইরাক চলে যান। সে সময়ে তিনি তার এই ছেলেকে সঙ্গে করে ইরাক নিয়ে যান। আহমদ ইব্‌ন আবূ দাঊদ বিদ্যার্জনে মনোনিবেশ করেন। তিনি ওয়াসিল ইব্‌ন আতার শিষ্য হিয়াজ ইবনুল আসার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তার থেকে মু'তাযিলী মতবাদ আয়ত্ত্ব করেন। অপর বর্ণনামতে আহমদ ইব্‌ন আবূ দাঊদ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আকছাম-এর সাহচর্য অবলম্বন করেছিলেন এবং তাঁর-ই থেকে ইলম অর্জন করতেন। ইব্‌ন খাল্লিকান কিতাবুল ওফিয়াতে তার দীর্ঘ জীবন-চরিত আলোচনা করেছেন। কোন এক কবি তার প্রশংসায় বলেন ঃ

رسولُ اللهِ والخلفاءُ منا + ومنا أحمدُ بنُ ابى دؤاد

"আল্লাহ্‌র রাসূল এবং খলীফাগণ আমাদের-ই থেকে। আবার আহমদ ইব্‌ন আবূ দাঊদ ও আমাদের-ই লোক"।

এই উক্তির জবাবে অপর এক কবি বলেছেন ঃ

فقلْ للفاخرينَ على نزارٍ + وهمْ فى الارضِ ساداتُ العبادِ
رسولُ اللّٰه والخلفاءُ منا + ونبرأ من دعى بنى اياد
وما منا ايادُ اذا أقرتْ + بدعوةِ أحمدٍ بنِ ابى دؤاد -

"নাযার বংশ নিয়ে গৌরবকারীদের বলে দাও, পৃথিবীতে তারা মানুষের সরদার। আল্লাহ্‌র রাসূল ও খলীফাগণ আমাদের লোক। আর আমরা বনূ ইয়াদের দাবি থেকে পবিত্রতা ঘোষণা করছি। ইয়াদ আমাদের লোক নয়, যখন সে আহমদ ইব্‌ন আবূ দাঊদ-এর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে।"

বর্ণনাকারী বলেন ঃ আহমদ ইব্‌ন আবূ দাঊদ-এর নিকট যখন এই সংবাদ পৌছে, তখন তিনি বলেন ঃ আমি যদি শাস্তি প্রদানকে অপসন্দ না করতাম, তা হলে এই কবিকে এমন শাস্তি প্রদান করতাম যা কেউ কাউকে দেয়নি এবং তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।

জারীর ইব্‌ন আহমদ আবূ মালিক থেকে যথাক্রমে উমর ইবনুল হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মালিক, আহমদ ইব্‌ন উমর আল-ওয়ায়িয ও আযহারী সূত্রে খতীব বর্ণনা করেন যে, জারীর ইব্‌ন আহমদ বলেন ঃ আমার পিতা তথা আহমদ ইব্‌ন আবূ দাঊদ যখন নামায পড়তেন, তখন তাঁর হস্তদ্বয় আকাশপানে উত্তোলন করে তাঁর প্রভুর সঙ্গে কথোপকথন করতেন এবং কবিতা আবৃত্তি করতেন ঃ

ما انتَ بالسبب الضعيفِ وانما + نجحُ الامورِ بقوةِ الاسبابِ
واليومَ حاجتنا اليكَ وانما + يدعى الطبيبُ لساعةِ الاوصاب -

"তুমি একটি দুর্বল উপকরণ। কাজ-কর্মে সফলতা অর্জন করতে প্রয়োজন শক্তিশালী উপকরণ। আজ তোমার নিকট আমার প্রয়োজন রয়েছে। ডাক্তারকে তো ব্যাধির সময়ই তলব করা হয়"।

খতীব আরো বর্ণনা করেন যে, একদিন আবূ তামাম আহমদ ইব্‌ন আবূ দাঊদ-এর নিকট গমন করে বলেন ঃ আপনাকে (আমার প্রতি) রুষ্ট মনে হচ্ছে ! তিনি বলেন ঃ মানুষ তো রুষ্ট হয় ব্যক্তি বিশেষর প্রতি, আপনি তো সমগ্র মানুষ। উত্তরে আবূ তামাম জিজ্ঞাসা করেন, আপনি এই দর্শন কোথা হতে অর্জন করেছেন ? আহমদ ইব্‌ন আবূ দাঊদ বললেন ঃ আবূ নুওয়াস-এর উক্তি থেকে ঃ

وليس على اللّٰه بمستنكر + أن يجمع العالم فى واحد

জগতকে এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত করে দেওয়া মহান আল্লাহ্‌র পক্ষে অসম্ভব নয়।

আবূ তামাম একদিন আহমদ ইব্‌ন আবূ দাঊদ-এর প্রশংসায় বলেছেন ঃ

لقد أنستْ مساوى كلِ دهرٍ + محاسنَ أحمد بن أبى دؤاد
وما سافرتَ فى الافاقِ الأَّ + ومنْ جدواكَ راحلتى وزادى
نعم الظن عندكَ والامانى + وان قلقتْ ركابى فى البلادِ -

"সর্বকালের সকল দোষ-ত্রুটি আহমদ ইব্‌ন আবূ দাউদ-এর গুণে পরিণত হয়েছে। তুমি জগতময় শুধু এই জন্য ভ্রমণ করেছ যে, আমার বাহন ও পাথেয় তোমার-ই দানকৃত। তোমার ব্যাপারে ধারণা ও আশা কতই না উত্তম। যদিও আমার বাহন শহরময় অস্থিরচিত্তে ঘুরে বেড়ায়"।

শুনে আহমদ ইব্‌ন আবূ দাউদ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, এই মর্ম কি তোমার নিজের উদ্ভাবিত, নাকি অন্য কারো থেকে গ্রহণ করেছ ? আবূ তামাম বলেন ঃ এ আমার-ই উদ্ভাবিত। তবে সূত্রটা লাভ করেছি আবূ নুওয়াস-এর বক্তব্য থেকে ঃ

وان جرتْ الالفاظُ يومًا بمدحةٍ + لغيركَ انسانًا فأنتَ الذى نعنى -

"কোনদিন যদি শব্দমালা তোমাকে ছাড়া অন্য কারো প্রশংসায় চালিত হয়, তখনো আমাদের উদ্দেশ্য তুমিই থাকবে"।

মুহাম্মদ ইবনুস সাওলী বলেন ঃ আবূ তামাম কর্তৃক আহমদ ইব্‌ন আবূ দাউদ-এর কৃত নির্বাচিত প্রশংসার কয়েকটি পঙক্তি নিম্নরূপ ঃ

أأحمدُ انَ الحاسدينَ كثيرٌ + ومالكُ ان عدَ الكرامُ نظيرُ
حللتَ محلاً فاضلاً متقادمًا + من 'المجدِ والفخرِ القديمِ فخورُ
فكلُ عنىٍ او فقير فأنه + اليكَ وانَ نال السماءَ فقيرُ
اليكَ تناهى المجدُ من كل وجهةٍ + يصيرُ فما يعدوكَ حيثُ يصيرُ
وبدرُ ايادِ انتَ لا ينكرونُه + كذاكَ ايادِ للانامِ بدورُ
تجنبتُ ان تدعى الاميرَ تواضعًا + وانتَ لمنْ يدعى الاميرُ اميرُ
فما من يدٍ الا اليك ممدَّةُ + وما رفعةٌ الا اليكَ تشيرُ -

"ওহে আহমদ ! হিংসুকদের সংখ্যা অনেক। তবে যদি সম্ভ্রান্ত লোকদের পরিসংখ্যান নেওয়া হয়, তাহলে তোমার কোন জুড়ি নেই। তুমি মর্যাদা ও গৌরবে সকলকে ছাড়িয়ে গেছ। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মানুষ যদিও তারা আকাশ ছুয়ে যায়, তোমার মুখাপেক্ষী। চারদিক থেকে বুযুর্গী তোমার-ই নিকট এসে পৌছে। তুমি সেখানেই গমন কর, কেউ তোমাকে অতিক্রম করতে পারে না। তুমি ইয়াদের পূর্ণিমার চাঁদ, মানুষ যা অস্বীকার করে না। যেমনভাবে ইয়াদ ও মানুষের জন্য পূর্ণিমার চাঁদ। তুমি বিনয়বশত নিজেকে আমার দাবী করা থেকে বিরত রয়েছ। বস্তুত যাদেরকে আমীর উপাধিতে ভূষিত করা হয়ে থাকে, তুমি তাদের আমীর। এমন কোন হাত নেই, যা তোমার প্রতি প্রসারিত হয় না। এমন কোন মর্যাদাও নেই, যা তোমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে না"।

আমার মতে কবি এই পংক্তিগুলো বহু ভুল করেছে এবং অনেক জঘন্য উক্তি করেছে। একজন দুর্বল ও অসহায় সৃষ্টির ক্ষেত্রে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করা বিভ্রান্তিকর এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জাহান্নামী বলেই আমি মনে করি।"

ইব্‌ন আবূ দাউদ একদিন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি আমার নিকট চাও না কেন? জবাবে লোকটি বলল ঃ তার কারণ হল, আমি যদি আপনার নিকট প্রার্থনা করি, তাহলে আমাকে আপনার দানের মূল্যও পরিশোধ করতে হবে। ইব্‌ন আবূ দাউদ বলেন ঃ তুমি সত্য বলেছ এবং তার নিকট পাঁচ হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দেন।

ইবনুল আরাবী বলেন ঃ এক ব্যক্তি ইব্‌ন আবূ দাউদ-এর নিকট আরোহণের জন্য একটি গাধা প্রার্থনা করে। ইব্‌ন আবূ দাউদ বলেন ঃ ওহে গোলাম ! একে একটি গাধা, একটি খচ্চর, একটি টাট্টু ঘোড়া ও একটি দাসী দিয়ে দাও। আরো বলেন ঃ আমার জানা মতে যদি বহনযোগ্য আরো কিছু থাকত, আমি অবশ্যই তোমাকে তাও দান করতাম।

খতীব তাঁর সনদসহ একদল লোক থেকে এমন কতিপয় বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যা তাঁর মহানুভবতা, বাগ্মীতা, শিষ্টাচার, সহনশীলতা, মানুষের সমস্যার সমাধানে প্রতিযোগিতা ও খলীফাদের নিকট তাঁর সুমহান মর্যাদার প্রমাণ বহন করে।

তিনি মুহম্মদ আল-মাহদী আল-ওয়াছিক থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক প্রধান ব্যক্তি ওয়াছিক-এর নিকট গমন করে সালাম প্রদান করে। কিন্তু, ওয়াছিক তার সালামের জবাব তো দিলেনই না, বরং বলেন, لا سلم الله عليك (আল্লাহ্ তোমার উপর শান্তি বর্ষণ না করুন) লোকটি বলল ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার শিক্ষক আপনাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা খুবই মন্দ। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا ـ

তোমাদেরকে যখন অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাভিবাদন করবে অথবা তারই অনুরূপ করবে (সূরা নিসা ঃ ৮৬)।

কিন্তু আপনি উত্তম প্রত্যাভিবাদন তো করলেনই না, অনুরূপ অভিবাদনও করেননি। শুনে ইব্‌ন আবূ দাউদ বলেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন ! লোকটি মুতাকাল্লিম। আমীরুল মু'মিনীন বলেন ঃ তুমি তার সঙ্গে বিতর্ক কর। ইব্‌ন আবূ দাউদ বলেন ঃ হে শায়খ! কুরআন করীম সম্পর্কে আপনার অভিমত কী ? কুরআন কি সৃষ্ট ? শায়খ বলেন ঃ আমার সঙ্গে আপনি ন্যায় বিচার করলেন না। প্রশ্ন তো আমার করার কথা। ইব্‌ন আবূ দাউদ বলেন ঃ আচ্ছা আপনি বলুন। শায়খ বলেন ঃ এই যে বিষয়টি আপনি বলছেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা), আবূ বকর, উমর, উসমান ও আলী (রা) তা শিক্ষা দিয়েছেন কি না ? ইব্‌ন আবূ দাউদ বলেন ঃ না তারা শিক্ষা দেননি। শায়খ বলেন ঃ তাহলে আপনি এমন একটি বিষয় জানেন, যা তারা শিক্ষা দেননি ? শুনে ইব্‌ন আবূ দাউদ লজ্জিত ও নিরুত্তর হয়ে গেলেন। পরে তিনি বলেন ঃ মাফ করুন তারা বরং তা শিক্ষা দিয়েছেন। শায়খ বলেন ঃ তাহলে আপনি যেভাবে মানুষকে তার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন, তারা কেন আহ্বান জানাননি ? তারা যা সংবরণ করতে পেরেছেন, আপনি তা কেন সংবরণ করতে পারছেন না। শুনে ইব্‌ন আবূ দাউদ লজ্জিত ও নিশ্চুপ হয়ে যান এবং ওয়াছিক শায়খকে প্রায় চারশ দীনার পুরস্কার

প্রদানের নির্দেশ দান করেন। কিন্তু, শায়খ তা গ্রহণ করলেন না। মাহদী বলেন ঃ পরে আমার পিতা ঘরে এসে চীৎ হয়ে শুয়ে পড়েন এবং শায়খের বক্তব্য মনে মনে আওড়াতে থাকেন ও 'তারা যা সংবরণ করতে পেরেছেন। আপনি তা সংবরণ করতে পারলেন না' উক্তিটি বলতে লাগলেন। তারপর তিনি শায়খকে ছেড়ে দেন এবং চারশ দীনার উপঢৌকন দিয়ে নিজ দেশে পাঠিয়ে দেন। এই ঘটনার পর ইব্‌ন আবূ দাঊদ তাঁর চোখ থেকে পড়ে যান এবং তারপরে আর কাউকে পরীক্ষায় নিপতিত করেননি।

খতীব তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এই বর্ণনাটি এমন সনদে উল্লেখ করেছেন, যাতে কিছু অপরিচিত রাবী রয়েছেন। তিনি বিস্তারিতভাবে কাহিনীর বিবরণ দিয়েছেন।

ছা'লাব বর্ণনা করেন যে, আবূ হাজ্জাজ আল-আরাবী ইব্‌ন আবূ দাঊদ সম্পর্কে নিম্নোক্ত পঙক্তিগুলো আবৃত্তি করেছেন ঃ

نكستَ الدينَ يا ابنَ ابى دؤاد + فأصبحَ من اطاعك فى ارتدادِ
زعمتَ كلامَ ربكَ كان خلقًا + أما لكَ عندَ ربكَ مِنْ معاد
كلام اللّه أنزله بعلمٍ + على جبريلِ الى خير العباد
ومن امسى ببابك مستضيفًا + كمنْ حلَ الفلاةَ بغير زاد
لقدْ اطرفتَ يا ابنَ ابى دؤاد + بقولكَ اننى رجلٌ ايادى-

"তুমি দীনকে উল্টে দিয়েছ, হে ইব্‌ন আবূ দাঊদ ! যে তোমার অনুগত করেছে, সে মুরতাদ হয়ে গেছে। তুমি ধারণা করেছ, মহান আল্লাহ্‌র কালাম সৃষ্ট। আচ্ছা, তুমি কি পুনরুত্থিত হয়ে তোমার প্রভুর নিকট উপস্থিত হবে না। কুরআন মজীদ তো মহান আল্লাহ্‌র সেই কালাম, যাকে তিনি ইল্‌ম সমৃদ্ধ করে জিবরীল-এর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ মানুষের প্রতি নাযিল করেছেন। যে ব্যক্তি তোমার মেহমান হওয়ার মানসে তোমার দ্বারে দিনাতিপাত করল, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে পাথেয় ব্যতীত বনে ঢুকে পড়ে। হে ইব্‌ন আবূ দাঊদ ! আমি ইয়াদী গোত্রের মানুষ, একথা বলে তুমি একটি উত্তম উক্তি করেছ।"

খতীব কাযী আবুত্তাবীব তাহির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাবারী বর্ণনা করেন, মু'আফী ইব্‌ন যাকারিয়া আল-জারীরী ইব্‌ন আবূ দাঊদকে গালাগাল করে নিম্নোক্ত পঙক্তিটি আবৃত্তি করেছেন ঃ

لو كنتَ فى الرأى منسوبًا الى رشد + وكانَ عزمكَ عزمًا فيه توفيقُ

"তোমার অভিমত সঠিক নয় এবং আল্লাহ্ তোমাকে তোমার প্রত্যয় বাস্তবায়নের তাওফীক না দিন।" এই কবিতাগুলো উপরে উল্লেখিত হয়েছে।

খতীব আহমদ ইবনুল মুআফ্‌ফাক মতান্তরে ইয়াহ্‌ইয়া আল-জালা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

ওয়াকিফী গোত্রের এক ব্যক্তি খালুকে কুরআন বিষয়ে আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়। লোকটি আমার সঙ্গে অপ্রীতিকর আচরণ করে। রাতে আমি আমার স্ত্রীর নিকট ফিরে আসি। স্ত্রী আমার জন্য রাতের খাবারের ব্যবস্থা করে। কিন্তু, আমি কিছুই খেতে পারলাম না। আমি ঘুমিয়ে

পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জামে' মসজিদে অবস্থান করছেন। তথায় বেশ কিছু লোকের সমাগম, যার মধ্যে আহমদ ইব্ন হাম্বল এবং তার অনুসারীরা রয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) فَانْ يَّكْفُرْبِهَا هٰٓؤُلَاۤءِ (যদি তারা এগুলোকে প্রত্যাখ্যাত ও করে) আয়াতাংশটি পাঠ করে ইব্ন আবূ দাঊদ-এর দলের" প্রতি ইঙ্গিত করেন এবং فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكَافِرِيْنَ (তবে আমি তো এক সম্প্রদায়ের প্রতি এগুলোর ভার অর্পণ করেছি, যারা এগুলো প্রত্যাখ্যান করবে না।) এই আয়াতাংশ পাঠ করে আহমদ ইব্ন হাম্বল ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি ইঙ্গিত করেন।

কেউ কেউ বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি বলছে, এই রাতে আহমদ ইব্ন আবূ দাঊদ ধ্বংস হয়ে গেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তার ধ্বংস হওয়ার কারণ কী ? বলল ঃ তিনি মহান আল্লাহ্‌কে নিজের উপর রুষ্ট করেছেন। ফলে মহান আল্লাহ্ সাত আসমানের উপর থেকে তার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন।

কেউ বলেন ঃ যে রাতে ইব্ন আবূ দাঊদ মৃত্যুমুখে পতিত হন সে রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, মানুষ ব্যাপকভাবে আগুন প্রজ্বলিত করেছে। তা থেকে শিখা উত্থিত হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কী ? বলা হল ঃ ইব্ন আবূ দাঊদ-এর জীবনাবসান ঘটেছে। আহমদ ইব্ন আবূ দাঊদ এ বছরের মুহাররম মাসের তেইশ তারিখ শনিবার দিন মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার ছেলে আব্বাস তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। বাগদাদে তারই বাড়িতে তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল আশি বছর। মৃত্যুর চার বছর আগে তাকে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত করে শাস্তি প্রদান করেন। এ বছরগুলোতে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকেন যে, দেহের কোন একটি অঙ্গ নাড়াচাড়া করতে পারতেন না। আর আল্লাহ্ তাকে খাদ্য, পানীয় ও বিবাহের স্বাদ ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করে রাখেন।

এক ব্যক্তি আহমদ ইব্ন আবূ দাঊদ-এর নিকট গিয়ে বলল ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি আপনার ইয়াদাত করতে আসিনি। আমি এসেছি, আপনার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করতে। আমি সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি, যিনি আপনাকে আপনারই দেহের মধ্যে কারাবদ্ধ করেছে, যা শাস্তিতে আপনার জন্য যে কোন কারাগার অপেক্ষা কষ্টদায়ক। তারপর লোকটি তাকে এই বদদু'আ করতে করতে বেরিয়ে যায় যে, মহান আল্লাহ্ তার বিপদ যেন না কমিয়ে বরং বাড়িয়ে দেন। ফলে তার রোগ আরো বেড়ে যায়। তাছাড়া গত বছর-ই তার থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। যদি তিনি শাস্তি সহ্য করতেন, তাহলে মুতাওয়াক্কিল তার উপর আরো শাস্তি আরোপ করতেন।

ইব্ন খাল্লিকান বলেন ঃ আহমদ ইব্ন আবূ দাঊদ একশ ষাট হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। আমার মতে এই হিসাবে আহমদ ইব্ন আবূ দাঊদ, আহমদ ইব্ন হাম্বল ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আকছাম অপেক্ষা বয়সী ছিলেন। ইব্ন খাল্লিকান উল্লেখ করেছেন ইব্ন আকছাম খলীফা মামূন-এর সঙ্গে ইব্ন আবূ দাঊদ-এর সম্পর্ক স্থাপনে মধ্যস্থতা করেছেন। মৃত্যুর সময় খলীফা মা'মূন তার ব্যাপারে তদীয় ভাই মু'তাসিম-এর নিকট অসিয়ত করে যান, যার ভিত্তিতে মু'তাসিম তাকে বিচারক নিয়োগ করেন। উজীর ইবনুয যায়্যাত তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন। দু'জনের মাঝে বিরোধ-বিসংবাদ বিরাজ করছিল। খলীফা মু'তাসিম তাকে ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করতেন না। তিনি ইব্ন আকছামকে পদচ্যুত করে তার স্থলে তাকে কাযী নিযুক্ত করেন। পরবর্তী সমস্যাবলীর এটিই ছিল মূল ভিত্তি। যে ফিতনা মানুষের সম্মুখে অপরাপর ফিতনার দ্বার উন্মোচন করেছিল, এটি-ই ছিল সেই ফিতনা।

পরে ইব্ন খাল্লিকান উল্লেখ করেন যে, আহমদ ইব্ন আবূ দাউদকে পক্ষাঘাতও আক্রমণ করেনি, তাঁর সম্পদও ছিনিয়ে নেওয়া হয়নি। তবে তাঁর ছেলে আবুল ওয়ালীদ থেকে বার লাখ দীনার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং সে তার পিতার এক বছর আগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইব্ন আসাকির আহমদ ইব্ন আবূ দাউদ-এর জীবন-চরিতে বিস্তারিত ও খোলামেলা আলোচনা করেছেন। লোকটি ছিলেন সুসাহিত্যিক, স্পষ্টভাষী, মহানুভব, দানবীর ও প্রশংসাই। তিনি অকাতরে দান করতেন এবং সঞ্চয়ের পরিবর্তে বিলিয়ে দেওয়াকে প্রাধান্য দিতেন। ইব্ন আসাকির উল্লেখ করেছেন যে, একদিন তিনি ওয়াসিক-এর বের হওয়ার অপেক্ষায় সঙ্গীদের নিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। সে সময় তিনি বলেনঃ এই পঙক্তি দু'টি আমাকে চমৎকৃত করে থাকে ঃ

ولی نظرةٌ لو کانَ یُحبلُ ناظرٌ + بنظرتِه أنثی لقدْ حَبلتْ منی
فَاِنْ ولدتْ بین تسعةِ اشهرٍ + الی نَظَرٍ ابناً فَانَّ ابنَها منی -

"কারো চোখের দৃষ্টিতেই যদি একজন নারী গর্ভবতী হত, তাহলে সে আমার দৃষ্টিতে গর্ভবতী হয়ে যেত। যদি চোখের দৃষ্টিতেই সে নয় মাসে সন্তান প্রসব করে, তাহলে তার সেই সন্তান আমার।"

এ বছর মৃত্যুমুখে পতিত হয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যারা, তাদের একজন হলেন বিখ্যাত ফকীহ্ আবূ ছাওর ইবরাহীম ইব্ন খালিদ আল-কালবী।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমাদের মধ্যে তিনি ছাওরীর অনুসারীদের একজন। এ বছর আরো যারা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তারা হলেন, ইতিহাসবিদ খালীফা ইব্ন খায়্যাত, সুয়ায়দ ইব্ন নাসর, বিখ্যাত মালেকী ফকীহ্ আবদুস সালাম ইব্ন সাঈদ- যিনি সাহনূন অভিধায় ভূষিত, আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন গিয়াস, শায়খুল আয়িম্মা ওয়াস সুন্নাহ্ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ। আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির-এর লেখক ও কবি আবুল উমাই ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন খালিদ। ইনি একজন ভাষাবিদ ছিলেন। এ বিষয়ে তার বেশক'টি গ্রন্থ রয়েছে, ইব্ন খাল্লিকান যার কয়েকটি উল্লেখ করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির-এর প্রশংসা রচিত তার কয়েকটি কাব্য নিম্নরূপ ঃ

یا منْ یحاولُ ان تکونَ صفاتُه + کصفاتِ عبدِ اللّٰه انصتْ واسمعِ
فلاَ نصحنكَ فِی خصالٍ والذی + حجَ الحجیجُ الیه فاسمعْ او دعِ
اصدق وعفَّ وبرَّ واصبرْ واحتمل + واصفحْ وکافیءْ دار واحلم واشجع
والطفِ ولن وتأنَ وارفقْ واتئد + واحزمْ وجدْ وحامِ واحملُ وادفعِ
فلقد نصحتكَ ان قبلتَ نصیحتی + وهدیتَ للنهجِ الاسدِ المهیعِ -

"ওহে সেই ব্যক্তি, যে কামনা করছ, তোমার গুণাবলী আবদুল্লাহ্র গুণাবলীর ন্যায় হয়ে থাক, তুমি চুপসে যাও ও শ্রবণ কর। আমি তোমাকে এমন সব চরিত্র অবলম্বনের উপদেশ প্রদান করব,

হজ্জ গমনেচ্ছুরা যার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। তুমি শ্রবণ কর কিংবা ত্যাগ কর। তুমি সত্য বল, পবিত্রতা অবলম্বন কর, সৎকর্ম কর, ধৈর্যধারণ কর, সহনশীলতা অবলম্বন কর, ক্ষমা কর, বিনিময় দান কর, চক্কর দাও, ধৈর্য অবলম্বন কর ও বীরত্বের পরিচয় দাও। তুমি করুণা কর, কোমল আচরণ কর, সদাচরণ কর, হৃদয়বান হও, স্বতন্ত্র মেজাজের অধিকারী হও, দানশীল হও, সহযোগিতা কর, বোঝা বহন কর ও প্রতিহত কর। আমি উপদেশ দিলাম। তুমি আমার উপদেশ গ্রহণ করবে কি না এবং সঠিক-সরল প্রশস্ত পথে পরিচালিত হবে কি না, তা তোমার ব্যাপার।"

পাণ্ডুলিপির সংকলক সাহনূন আল-মালেকী

আবূ সাঈদ আবদুস্ সালাম ইব্ন সাঈদ ইব্ন জুনদুব ইব্ন হাস্সান ইব্ন হিলাল ইব্ন বাক্কার ইব্ন রবী'আ আত-তানূখী। জন্ম হিম্স নগরীতে। তার পিতা তাকে হিমসের সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে পশ্চিামঞ্চলে চলে যান এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে মালেকী মাযহাবের নেতৃত্ব তার হাতে চলে আসে। তিনি ইবনুল কাসিম-এর ফিকাহ্ আয়ত্ত করেন। তার পটভূমি হল, ইমাম মালিক-এর বন্ধু আসাদ ইবনুল ফুরাত আরব থেকে মিসরে চলে আসেন। সেখানে তিনি আবদুর রহমান ইবনুল কাসিমকে বহু বিষয়ে প্রশ্ন করেন তিনি সেগুলোর উত্তর প্রদান করেন। আসাদ ইবনুল ফুরাত উত্তরসমূহ লিপিবদ্ধ করে পশ্চিমাঞ্চলে চলে যান। সাহনূন তার থেকে সেগুলো কপি করে রাখেন। তারপর সাহনূন মিশরে আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম-এর নিকট গমন করে। উক্ত প্রশ্নগুলো পুনরায় উত্থাপন করেন। কিন্তু, জবাবে ইবনুল কাসিম হ্রাস-বৃদ্ধি করেন এবং কিছু বিষয় প্রত্যাহার করে নেন। সাহনূন তার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে পাণ্ডুলিপি নিয়ে পশ্চিমাঞ্চলে ফিরে যান। ইব্ন কাসিম তার সঙ্গে আসাদ ইব্নুল ফুরাত-এর প্রতি এই মর্মে পত্র লিখেন যে, আপনার কপিটা এই কপির সঙ্গে মিলিয়ে নিন এবং সংশোধন করে নিন। কিন্তু ইবনুল ফুরাত তা গ্রহণ করলেন না। ইবনুল কাসিম তাকে অভিসম্পাত করলেন, যার ফলে তিনি তার দ্বারা ও তার পাণ্ডুলিপি দ্বারা উপকৃত হতে পারলেন না। মানুষ সাহনূন-এর দিকে ছুটে আসতে লাগল এবং পাণ্ডুলিপিটি তাঁর-ই থেকে প্রচার লাভ করল। সাহনূন সমকালের সকলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিতে পরিণত হলেন এবং আশি বছর পেয়ে এ বছর মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া পর্যন্ত কায়রাওয়ানের বিচারকের পদে আসীন থাকেন। মহান আল্লাহ্ তার প্রতি ও আমাদের প্রতি দয়া করুন।

২৪১ হিজরীর সূচনা

এ বছরের জুমাদাল্-উলা কিংবা জুমাদাল উখ্রা হিম্স-এর অধিবাসিগণ তাদের গভর্নর মুহাম্মদ ইব্ন আবদুবিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। হিম্স-এর খৃস্টানগণ ও তাদের সহযোগিতা করে। ফলে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুবিয়া পত্র লিখে খলীফাকে বিষয়টি অবহিত করেন। খলীফা পত্র মারফত তাকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। তিনি দামেশকের গভর্নরের প্রতি মুহাম্মদ ইব্ন আবদুবিয়াকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করার নির্দেশ প্রেরণ করেন। খলীফা মুহাম্মদ ইব্ন আবদুরিয়ার প্রতি আরো নির্দেশ প্রেরণ যে, বিদ্রোহীদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য তিন ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করে মেরে ফেল। তারপর তাদেরকে নগরীর ফটকে শূলিতে বিদ্ধ কর। অপর বিশ ব্যক্তির প্রত্যেককে তিনশ করে বেত্রাঘাত করে শৃংখলাবদ্ধ করে সামিরায় পাঠিয়ে দাও। সবক'জন খৃস্টানকে বিতাড়িত করে জামে'

মসজিদের সন্নিকটস্থ তাদের গির্জাটি ধ্বংস করে দাও এবং সে স্থান পর্যন্ত মসজিদকে সম্প্রসারণ করে নাও। খলীফা গভর্নর মুহাম্মদ ইব্ন আবদুবিয়ার জন্য পঞ্চাশ হাজার দিরহাম এবং তার সহযোগী আমীরদের জন্য মূল্যবান অনুদানের নির্দেশ প্রদান করেন। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুবিয়া খলীফার নির্দেশ পুংখানুপুংখরূপে বাস্তবায়ন করেন।

এ বছর খলীফা মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্ ঈসা ইব্ন জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসিম নামক বগাদাদের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রহার করার নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে তাকে বেদম প্রহার করা হয়। কথিত আছে যে, লোকটিকে এক হাজার বেত্রাঘাত করা হয়। ফলে লোকটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তার কারণ, সতেরজন লোক পূর্বাঞ্চলের বিচারক আবূ হাস্সান আয-যিরাদীর নিকট সাক্ষাৎ প্রদান করে যে, ঈসা ইব্ন জা'ফর আবূ বকর, উমর, আয়শা ও হাফসা (রা)-কে গালাগাল করে। বিষয়টি খলীফাকে অবহিত করা হলে খলীফা বাগদাদের নায়িব মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির ইবনুল হুসায়ন-এর নিকট নির্দেশ প্রেরণ করেন, যেন তাকে জনসম্মুখে গালাগালের হদ্দ হিসেবে প্রহার করে এবং পরে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বেত্রাঘাত করে। মৃত্যু হবার পর যেন তাকে দজলায় ফেলে রাখা হয় এবং যেন তার জানাযা আদায় করা না হয়, যাতে এই শাস্তি দেখে ইসলামদ্রোহী ব্যক্তিরা ভীত হয়ে পড়ে। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ তার সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করেন। মহান আল্লাহ্ তার অমঙ্গল করুন ও তাকে অভিসম্পাত করুন।

উল্লেখ্য যে, কেউ যদি হযরত আয়শা (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির বলে গণ্য হবে। অন্যান্য উম্মুহাতুল মু'মিনীন-এর ব্যাপারে দু'টি অভিমত রয়েছে। তবে সঠিক হল, কেউ অন্যান্য উম্মুহাতুল মু'মিনীন-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করলে ও সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা, তারা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী। মহান আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ এ বছর বাগদাদে তারকা বিচ্যুৎ হয়ে ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছিল জুমাদাল উখ্রার প্রথম রাত বৃহস্পতিবার। এ বছর আগস্ট মাসে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়। এ বছর প্রচুর গবাদি পশু, বিশেষত গরু মারা যায়। এ বছর রোমানরা আইনে যুরবায় আক্রমণ চালিয়ে সেখানকার যুত গোত্রের সকল মানুষকে বন্দী করে এবং তাদের নারী-শিশু ও পশুপালকে ধরে নিয়ে যায়।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ এ বছর প্রধান বিচারপতি জা'ফর ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ-এর উপস্থিতিতে, খলীফার অনুমতিক্রমে এবং ইব্ন আবুশ্ শাওয়ারিব-এর নেতৃত্বে তারসূস নগরীতে মুসলমান ও রোমানদের মাঝে বন্দী মুক্তি অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের বন্দীর সংখ্যা ছিল পুরুষ সাতশ পঁচাশিজন, মহিলা একশ পঁচিশজন। বাদশাহ্র মা তাদুরা (মহান আল্লাহ্ তাকে লা'নত করুন) তার হাতে যারা বন্দী ছিল, তাদেরকে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করা প্রস্তাব প্রদান করে। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার। যারা তার প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে, তাদের ব্যতীত অন্যদেরকে সে হত্যা করে। এই মহিলা বার হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। অন্যরা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। তার বাইরে প্রায় নয়শ নারী-পুরুষ অবশিষ্ট ছিল যাদের পণ দিয়ে মুক্ত করা হয়।

এ বছর বাজ্জা গোষ্ঠী মিসরের একটি বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বসে। ইতিপূর্বে বাজ্জা

মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করত না। কেননা, মুসলমানদের সঙ্গে তাদের শান্তিচুক্তি ছিল। এবার তারা সেই চুক্তি ভঙ্গ করে এবং প্রকাশ্যে বিরোধিতার ঘোষণা করে। বাজ্জা পশ্চিমাঞ্চলীয় সুদানের একটি জনগোষ্ঠী। অনুরূপ নাওবা, শানুন, যাগরীর ও ইয়াকসূম প্রভৃতি নামের বহু গোষ্ঠী ছিল, যাদের পরিসংখ্যান মহান আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। এদের ভূখণ্ডগুলোতে সোনা ও মূল্যবান ধাতব পদার্থের খনি ছিল। এসব খনি থেকে আহরিত সম্পদের একটি অংশ প্রতি বছর তাদেরকে মিশর দিয়ে আনতে হত। কিন্তু, মুতাওয়াক্কিল খলীফা হওয়ার পর তারা কয়েক বছর পর্যন্ত তা আদায় করা থেকে বিরত থাকে। ফলে, মিশরের নায়িব ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম আল-বাযগীসী মাওলাস হাদী-যিনি কাওসারা নামে পরিচিত ছিলেন- বিষয়টি মুতাওয়াক্কিলকে অবহিত করেন। শুনে খলীফা মুতাওয়াক্কিল প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন এবং বাজ্জার ব্যাপারে শলা-পরামর্শ করেন। তাঁকে বলা হল, আমীরুল মু'মিনীন ! ওরা উট পোষে। এলাকাটা মরু বিয়াবান। এখান থেকে দূরত্ব অনেক এবং পানির বড় সংকট। বাহিনী যেতে হলে সেখানে অবস্থান গ্রহণের জন্য খাদ্য-পানীয় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। ফলে, খলীফা অভিযান প্রেরণ থেকে বিরত থাকলেন।

পরবর্তীতে খলীফা জানতে পারলেন যে, তারা বিভিন্ন স্থানে লুট-পাট করে চলেছে এবং মিশরবাসী নিজ সন্তানদের নিয়ে তাদের ব্যাপারে শংকিত। ফলে, তিনি অভিযান পরিচালনার জন্য মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-কাম্মীকে প্রস্তুত করে তাকে উক্ত সকল নগরী ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের ক্ষমতা প্রদান করে প্রেরণ করেন এবং মিসরের গভর্নরকে খাদ্য-পানীয়সহ তাকে সর্ব প্রকার সহযোগিতা দানের জন্য পত্র লিখেন। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-কাম্মী রওনা হয়ে যান। তার সঙ্গে রওনা হয় সেইসব বাহিনী ও যারা উক্ত এলাকাসমূহ থেকে এসে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। তিনি অশ্বারোহী ও পদাতিক মিলে বিশ হাজার সৈন্যসহ গন্তব্যে পৌঁছে যান এবং সাতটি বাহন বোঝাই করে রান্না করা খাবারও বহন করে নিয়ে যান। তিনি উক্ত অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং তথাকার খনিসমূহ অতিক্রম করেন। বাজ্জার রাজা-যার নাম আলী বাবা-মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র সৈন্য অপেক্ষা কয়েক গুণ বেশী সংখ্যক লোক নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসে। তারা মূর্তি-পূজারী মুশরিক সম্প্রদায়। বাদশাহ মুসলমানদের সঙ্গে টালবাহানা করতে শুরু করেন, যাতে তাদের রসদ শেষ হয়ে যায় আর তারা তাদেরকে হাত দ্বারাই ধরে ফেলতে পারে। এক সময়ে তাদের রসদ শেষ হয়ে গেল। প্রতিপক্ষ তাদের প্রতি হাত বাড়াতে উদ্যত হল। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের সংকট দূর করে দেন। সকল প্রশংসা তাঁর-ই জন্য। অপর একটি বাহিনী তাদের নিকট এসে পৌঁছে। যাদের সঙ্গে খাদ্য, খেজুর ও যায়তুন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সবকিছুই রয়েছে। আমীর প্রয়োজন অনুপাতে সেগুলো মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দেন। ফলে শত্রুপক্ষ মুসলমানদের অনাহারে মৃত্যুবরণ করা থেকে নিরাশ হয়ে গেল। এবার তারা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। তাদের বাহন হল উট, যা দেখতে তুর্কি ঘোড়ার ন্যায়। গায়ে পশম কম। এমন ভীত যে, কিছু দেখলে বা শুনলেই পালাতে উদ্যত হয়। যুদ্ধের সময় ঘনিয়ে এলে মুসলমানদের আমীর তাদের সঙ্গে বাহিনীতে থাকা সবগুলো ঘণ্টি ঘোড়ার গলায় বেঁধে দেন। যুদ্ধ শুরু হল। মুসলমানরা একযোগে হামলা করল। মুসলমানদের ঘোড়ার ঘণ্টির শব্দ শুনে শত্রুপক্ষের উটগুলো তাদের নিয়ে এদিক-ওদিক পালাতে শুরু করল। তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। মুসলমানরা ধাওয়া করে তাদের হত্যা করতে শুরু করল। যাকে সামনে পেল, একজনকেও

রেহাই দিল না। তাতে তাদের কত লোক যে খুন হল, তার সংখ্যা মহান আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানেন না। ভোরবেলা অবশিষ্টরা একস্থানে পায়ে হেটে জড়ো হল। তাদের উপর তাদের অজ্ঞাতে আক্রমণ করে বসলেন। তাদের অধিকাংশকে হত্যা করে এবং নিরাপদে তাদের রাজাকে ধরে সঙ্গে করে খলীফার নিকট নিয়ে যান।

এ ঘটনা ঘটেছিল এই বছরের প্রথম দিন। খলীফা রাজাকে তার এলাকার শাসক নিযুক্ত করে, যেমনটি সে পূর্বে ছিল এবং ইবনুল কাম্মীকে উক্ত অঞ্চলের দেখাশুনার দায়িত্ব প্রদান করেন। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌রই জন্য।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ এ বছর জুমাদাল উখরায় ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম-যিনি কাওসারা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন- মৃত্যুমুখে পতিত হন। আমার মতে এই লোকটি খলীফা মুতাওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে মিসরের নায়িব ছিলেন।

এ বছর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাহার ইব্‌ন দাউদ মানুষকে হজ্জ করান এবং হজ্জ ও পবিত্র মক্কার পথ নিয়ন্ত্রণে বিষয়ক যিম্মাদার জা'ফর ইব্‌ন দীনার হজ্জ করেন।

ইব্‌ন জারীর এ বছর কোন মুহাদ্দিস-এর মৃত্যু হবার কথা উল্লেখ করেননি। অথচ, এ বছর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ও জাবারা ইবনুল মুসলিম আল-হামামী, আবূ ছাওরা আল-হাসবী, ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ সাজ্জাদা ও ইয়াকূব ইব্‌ন হুমায়দ ইব্‌ন কাসিব মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)

আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন ইদরীস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হায়্যান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন কাসিত ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন শায়বান ইব্‌ন যাহ্‌ল ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন উকাবা ইব্‌ন সা'ব ইব্‌ন আলী ইব্‌ন বকর ইব্‌ন ওয়ায়িল ইব্‌ন কাসিত ইব্‌ন হামব ইব্‌ন আকসা ইব্‌ন দা'মী ইব্‌ন জাদীলা ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন নাযার ইব্‌ন মা'দ ইব্‌ন আদনান ইব্‌ন আদবান ইব্‌ন আদাদ ইবনুল হামীসা ইব্‌ন হাম্‌ল ইব্‌ন নাব্‌ত ইব্‌ন কায়দার ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (আ) আবূ আবদুল্লাহ্ আশ-শায়বানী। তারপর মারুযী তারপর বাগদাদী।

আল-হাফিযুল কাবীর আবূ বকর আল-বায়হাকী তাঁর রচিত গ্রন্থ মানাকিবে আহমদ-এ তাঁরই শায়খ মুসতাদরাক-এর রচয়িতা হাকিম আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হাকিম-এর সূত্রে এই বংশধারা-ই উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আহমদ-এর ছেলে সালিহ্ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ আমার পিতা আমার এক কিতাবে এই বংশধারা দেখতে পেয়ে বলেন ঃ এ দিয়ে তুমি কী করবে ? তিনি এই বংশধারাকে অস্বীকার করেননি।

ইতিহাসবিদগণ বলেন ঃ ইমাম আহমদ-এর পিতা তাকে নিয়ে মার্ভ থেকে বাগদাদ চলে যান। তিনি তখন তাঁর মায়ের গর্ভে। তারপর একশ চৌষট্টি হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসে তাঁর মা তাঁকে বাগদাদে প্রসব করেন। তাঁর পিতা যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন তাঁর বয়স তিন বছর। পরে তাঁর মা তাঁকে লালন-পালন করেন। সালিহ্ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি

বলেন ঃ তখন আমার মা আমার উভয় কান ছিদ্র করে তাতে দু'টি মুক্তা স্থাপন করে দেন। বড় হওয়ার পর মা মুক্তাগুলো আমাকে দিয়ে দেন। আমি সেগুলো ত্রিশ দিরহামে বিক্রি করি।

আবূ আবদুল্লাহ্ আহমদ ইব্ন হাম্বল দুইশ একচল্লিশ হিজরীর বার রবীউল আওয়াল জুমুআর দিনে ইনতিকাল করেন। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল সাতাত্তুর বছর। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল শৈশবে কাযী আবূ ইউসুফ-এর মজলিসে যাওয়া-আসা করতেন। পরে তা ছেড়ে দিয়ে হাদীস শ্রবণের প্রতি মনোনিবেশ করেন। স্বীয় শায়খদের থেকে তাঁর সর্বপ্রথম হাদীষ অন্বেষণ ও শ্রবণের ঘটনা ঘটে একশ সাতাশি হিজরীতে। তখন তাঁর বয়স ছিল ষোল বছর। তিনি সর্বপ্রথম হজ্জ করেন একশ সাতাশি হিজরী সনে। তারপর একশ একানব্বই সনে। এ বছর ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিমও হজ্জ করেছেন। তারপর একশ ছিয়ানব্বই হিজরীতে। একশ সাতানব্বই হিজরীতে তিনি ই'তিকাফে বসেন। তারপর একশ আটানব্বই হিজরীতে আবার হজ্জ করেন এবং একশ নিরানব্বই হিজরী পর্যন্ত ই'তিকাফ পালন করে। তারপর আবদুর রায্যাক-এর নিকট ইয়ামানে চলে যান। সেখানে তিনি, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন এবং ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াই আবদুর রাযযাক থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেন।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমি পাঁচবার হজ্জ করেছি। তার মাঝে তিনবার পায়ে হেঁটে। এর প্রতি হজ্জে আমি ব্যয় করেছি ত্রিশ দিরহাম করে।

তিনি বলেন ঃ একবার হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা করে আমি পথ হারিয়ে ফেলি। তখন আমি হেঁটে চলছিলাম। ফলে, আমি বলতে শুরু করলাম ঃ হে আল্লাহ্র বান্দাগণ ! তোমরা আমাকে পথের সন্ধান দাও। আমি এ কথাটা বলে চলেছি। এরই মধ্যে আমি সঠিক পথ পেয়ে গেলাম।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ একবার আমি কূফার উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথে এক বাড়িতে আমি মাথার নীচে ইট রেখে রাত যাপন করি। যদি আমার নিকট নব্বইটি দিরহামও থাকত, তাহলে আমি রাই এলাকায় জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্র নিকট চলে যেতাম। আমার অনেক সঙ্গী গিয়েছিল। কিন্তু, আমি যেতে পারিনি। কারণ, আমার নিকট একটি কপর্দকও ছিল না।

ইব্ন আবূ হাতিম তাঁর পিতার সূত্রে হারমালা থেকে বর্ণনা করেন যে, হারমালা বলেন ঃ আমি ইমাম শাফিঈকে বলতে শুনেছি ঃ আহমদ ইব্ন হাম্বল মিশরে আমার নিকট আগমন করার ওয়াদা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আসেননি।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ সম্ভবত আর্থিক সংকটের কারণে তাঁর এই ওয়াদা পূরণ করতে পারেননি। আহমদ ইব্ন হাম্বল বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং সমকালীন শায়খদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁর হাদীস শ্রবণকালেই শায়খগণ তাকে শ্রদ্ধা করতেন।

আমাদের শায়খ তাঁর 'তাহযীব' নামক গ্রন্থে আরবী বর্ণমালার ধারাবাহিকতা অনুযায়ী তার শায়খদের নাম সংকলন করেছেন। অনুরূপ যারা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের নামও।

ইমাম বায়হাকী ইলম আহমদ-এর একদল শায়খ-এর উল্লেখ করার পর বলেছেন ঃ ইমাম আহমদ তার মুসনাদ প্রভৃতি কিতাবে ইমাম শাফিঈ থেকে রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর

থেকে কুরায়শ-এর বংশধারা এবং উল্লেখযোগ্য ফিকাহ্ আয়ত্ত করেন। ইল্ম আহমদ যখন ইনতিকাল করেন, তখন তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে ইমাম শাফিঈর দু'টি পুস্তক আল-কাদীমা ও আল্-জাদীদা পাওয়া গিয়েছিল।

আমার মতে ঃ ইমাম আহমদ ইমাম শাফিঈ (র) থেকে যে ক'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইমাম বায়হাকী এককভাবে সেগুলো উদ্ধৃত করেছেন। তার পরিমাণ কুড়িরও কম হবে।

ইমাম শাফিঈ থেকে ইমাম আহমদ বর্ণিত যেসব হাদীস আমরা বর্ণনা করেছি, তার মধ্যে সর্বোত্তম হাদীস হল ঃ কা'ব ইব্ন মালিক থেকে যথাক্রমে আবদুর রহমান ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক, যুহরী, মালিক ইব্ন আনাস ও ইমাম মালিক সূত্রে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল বর্ণনা করেন যে, কা'ব ইব্ন মালিক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

نسمة المؤمن طائر تعلق فى شجر الجنة حتى يرجعه الى جسده يوم بعث -

অর্থাৎ মু'মিনের প্রাণ হল একটি পাখি, যা জান্নাতের বৃক্ষে ঝুলে থাকে। তারপর পুনরুত্থানের সময় তাকে তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

ইমাম শাফিঈ (র) একশ নব্বই হিজরীতে তাঁর দ্বিতীয় বাগদাদ সফরে যখন ইমাম আহমদ -এর সঙ্গে মিলিত হন, তখন তিনি ইমাম আহমদকে বলেছিলেন ঃ হে আবদুল্লাহ্র পিতা ! যখন আপনার নিকট কোন হাদীস সহীহ্ বলে প্রমাণিত হবে, তখন বিষয়টি আমাকে অবহিত করবেন। আমি তাঁর নিকট যাব তিনি হিযাজী হোন, শামী হোন, ইরাকী হোন কিংবা ইয়ামানী। অর্থাৎ ইমাম শাফিঈর দৃষ্টিভঙ্গি হিযাজে সেসব ফকীহ্র দৃষ্টির ন্যায় নয়, যারা হিযাজীদের বর্ণনা ব্যতীত গ্রহণ করতেন না এবং তাদের ব্যতীত অন্যদের হাদীসসমূহকে আহলে কিতাবের হাদীসের ন্যায় মূল্যায়ন করতেন। ইমাম আহমদ (র)-এর উদ্দেশ্যে ইমাম শাফিঈ (র)-এর এই উক্তির অর্থ হল, ইমাম আহমদ-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং একথা বুঝানো যে, তার অবস্থান এতই গ্রহণযোগ্য যে, সহীহ্-যঈফ সকল ক্ষেত্রে তাঁর শরণাপন্ন হওয়া যায়। ইমাম ও আলিমগণের নিকট ইমাম আহমদ (র)-এর এই মর্যাদা ছিল। এ ব্যাপারে পরে আলোচনা আসছে যে, ইমামগণ ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল-এর প্রশংসা করেছেন এবং ইলম ও হাদীসে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার কথা স্বীকার করেছেন। যৌবন বয়সেই সর্বত্র তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফিঈ যখন উক্ত বক্তব্য প্রদান করেন, তখন ইমাম আহমদ (র)-এর বয়স ছিল ত্রিশ-এর অল্প বেশী।

তারপর বায়হাকী ঈমান বিষয়ে ইমাম আহমদ-এর অভিমত বর্ণনা করেন যে, তাঁর মতে ঈমান বলা ও আমলের নাম এবং ঈমান বাড়ে ও কমে। তাছাড়া পবিত্র কুরআন সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল, কুরআন মজীদ মহান আল্লাহ্র বাণী-মাখলূক নয় এবং যারা বলেন, পবিত্র কুরআনের ভাষা মাখলূক, ইমাম আহমদ তাদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, 'ভাষা' বলে তারা পবিত্র কুরআনকেই বুঝিয়ে থাকেন।

ইমাম বায়হাকী বলেন ঃ এ বিষয়ে আবূ উমারা ও আবূ জা'ফর আহমদ সূত্রে ইমাম আহমদ থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম আহমদ বলেন ঃ ভাষা হল, নবসৃষ্ট এবং পবিত্র কুরআন-এর এই আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন-

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ -

অর্থাৎ- মানুষ যে কথা-ই উচ্চারণ করে, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে (সূরা কাফ ঃ ১৮)।

তিনি বলেন ঃ এতে প্রমাণিত হয় যে, ভাষা মানুষের কথা।

অন্যান্য ইমামগণ আহমদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ পবিত্র কুরআন-তাকে যেভাবেই উপস্থাপিত করা হোক না কেন-সৃষ্ট নয়। পক্ষান্তরে, আমাদের কর্মকাণ্ড সৃষ্ট।

ইমাম বুখারী মানুষের কর্ম-ক্রিয়া বিষয়ে এ অর্থ-ই ব্যক্ত করেছেন। তিনি সহীহ্ বুখারীতে তা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর মতামতের পক্ষে এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ زينوا القرآن بأصواتكم - "তোমরা তোমাদের কণ্ঠ দ্বারা কুরআনকে শোভিত কর"। এ কারণেই অনেক ইমাম বলেন ঃ الكلام كلام البارى ، والصوت صوت القارى - 'পবিত্র কুরআন হল সৃষ্টিকর্তার বাণী আর কণ্ঠ হল পাঠকারীর কণ্ঠ'। বায়হাকী এই বর্ণনাটিও উদ্ধৃত করেছেন।

ইমাম আহমদ থেকে ইসমাঈল ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আস-সুলামী সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, ইমাম আহমদ বলেন ঃ যে ব্যক্তি বলে, পবিত্র কুরআন নবসৃষ্ট, সে কাফির।

আবার আবুল হাসান আল-মায়মূনী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, জাহমিয়্যারা যখন ইমাম আহমদকে পবিত্র কুরআনের আয়াত - مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلاَّ اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ "যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের কোন নতুন উপদেশ আসে, তারা তা কৌতুকচ্ছলে শ্রবণ করে (সূরা আম্বিয়া ঃ ২)।" দ্বারা দলীল পেশ করে, তখন তিনি এই বলে তাদের জবাব প্রদান করেন যে, এক হতে পারে, আমাদের প্রতি কুরআনের অবতরণ সৃষ্ট-মূল ذِكْر সৃষ্ট নয়।

হাম্বল সূত্রে ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আহমদ বলেন ঃ হতে পারে এই ذِكْر অন্য ذِكْر পবিত্র কুরআন নয়। তা হল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উল্লেখ কিংবা মানুষের প্রতি তার উপদেশ।

তারপর বায়হাকী পরজগতে মহান আল্লাহ্র দীদার বিষয়ে ইমাম আহমদ-এর অভিমত উল্লেখ করেছেন এবং দীদার বিষয়ে সুহায়ব (রা)-এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন যে, তা হল অতিরিক্ত। তাছাড়া বায়হাকী সাদৃশ্য অবলম্বন না করা, তর্ক শাস্ত্রে প্রবৃত্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা এবং নবী করীম (সা) ও সাহাবাগণ থেকে কুরআন-সুন্নাহ্য় বর্ণিত বিধি-বিধানকে আকড়ে ধরার বিষয়ে ইমাম আহমদ-এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।

বায়হাকী হাকিম, আবূ আমর ইবনুস সাম্মাক ও হাম্বল সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আহমদ ইব্ন হাম্বল মহান আল্লাহ্র বাণী وَجَاءَ رَبُّكَ-এর ব্যাখ্যা করেছেন, أنه جاء ثوابه (তাঁর প্রতিদান এসে গেছে) বলে। তারপর বায়হাকী বলেন ঃ এই সনদে কোন পংকিলতা নেই।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ থেকে যথাক্রমে যির্, আসিম ও আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ সূত্রে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ বলেন ঃ মুসলামনগণ যাকে উত্তম বলে

সাব্যস্ত করবে, তাই উত্তম। আর তারা যাকে মন্দ বলে স্থির করবে, তা-ই মন্দ। সাহাবাগণ সকলে আবূ বকর (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করার ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন। এই হাদীসের সনদ সহীহ্।

আমার অভিমত হল ঃ এই বর্ণনায় আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে খলীফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাহাবাগণের ঐকমত্যের কথা বলা হয়েছে। বস্তুত বিষয়টি তা-ই যা ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেছেন। এ ব্যাপারে একাধিক ইমাম স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম আহমদ যখন হিম্‌স গমন করেন, তখন আবার পরীক্ষার আমলে যখন তাকে খলীফা মা'মূন-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন আমর ইব্‌ন উসমান আল-হিমসী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, খিলাফতের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী ? জবাবে তিনি বলেন ঃ প্রথমে আবূ বকর, তারপর উমর, তারপর উসমান, তারপর আলী। আর যে ব্যক্তি আলীকে উসমান-এর উপর প্রাধান্য দিল, সে শূরা সদস্যদের উপর অপবাদ আরোপ করল। কেননা, তারা তো উসমান (রা)-কে প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-এর তাকওয়া, কৃচ্ছ্রতা ও দুনিয়াবিমুখতা

বায়হাকী মুযানী সূত্রে ইমাম শাফিঈ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম শাফিঈ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম শাফিঈ (র) খলীফা মামূনুর রশীদকে বলেন ঃ ইয়ামানের জন্য একজন বিচারকের প্রয়োজন। জবাবে মামূনুর রশীদ বলেন ঃ আপনি লোক ঠিক করুন, আমি তাকে ইয়ামানের বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত করব। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল তখন অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ইমাম শাফিঈ (র)-এর নিকট যাওয়া-আসা করতেন। ইমাম শাফিঈ তাঁকে বলেন ঃ তুমি ইয়ামানের বিচারের দায়িত্বটা গ্রহণ করবে কি ? আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) প্রস্তাবটা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং শাফিঈ (র)-কে বলেন ঃ আমি আপনার নিকট সেই ইলমের জন্য আসা-যাওয়া করে থাকি, যে ইল্‌ম মানুষকে দুনিয়াবিমুখ করে। আর আপনি কি না আমাকে বিচারক হতে বলছেন ! ইল্‌ম-ই যদি না থাকে, তো আজকের পর থেকে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলব না। জবাব শুনে ইমাম শাফিঈ (র) লজ্জিত হলেন।

বর্ণিত আছে যে, ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল তাঁর চাচা ইসহাক ইব্‌ন হাম্বল তার ছেলেদের পিছনে নামায পড়তেন না এবং তাদের সঙ্গে কথাও বলতেন না। কেননা, তারা বাদশাহর উপঢৌকন গ্রহণ করেছিল।

একবার তিনদিন এমনভাবে অতিবাহিত হল যে, ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল খাওয়ার জন্য কিছু-ই পেলেন না। অবশেষে এক বন্ধুর নিকট থেকে কিছু ছাতু ধরে আনলেন। এবার পরিবারের লোকেরা বুঝতে পারল যে, তাঁর খাদ্যের প্রয়োজন। ফলে তারা তাড়াহুড়া করে রুটি তৈরি করে আনল। তিনি বলেন ঃ এত তাড়া কেন ? রুটি কিভাবে তৈরি করেছ ? তারা বলল ঃ সালিহ্-এর ঘরের চুলাটা গরম পেলাম। তাই, তাতে রুটি সেঁকে আনলাম। তিনি বলেন ঃ নিয়ে যাও। তিনি রুটি খেলেন না এবং সালিহ্-এর ঘরের সঙ্গে সংযোগকারী দরজাটা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

বায়হাকী বলেন ঃ তার কারণ ছিল, সালিহ খলীফা মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্-এর উপঢৌকন গ্রহণ করেছিল।

ইমাম আহমদ-এর ছেলে আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ আব্বাজান একবার ষোলদিন খলীফার সেনাবাহিনীর নিকট অবস্থান করেন। এই দিনগুলোতে তিনি সিকি মুদ্দ ছাতু ছাড়া আর কিছু-ই আহার করেননি। তিনি তিনদিন পর পর সামান্য ছাতু খেয়ে ইফতার করতেন। ষোলদিন পর বাড়ি ফিরে আসা পর্যন্ত এভাবে জীবন অতিবাহিত করেন। তখন তাঁর সুস্থতা ফিরে আসতে ছয়মাস সময় লেগেছিল। আমি দেখেছি, তার চক্ষুদ্বয় কোঠরে ঢুকে গিয়েছিল।

বায়হাকী বলেন ঃ খলীফা তাঁর নিকট রকমারী খাবারে পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করতেন। কিন্তু আহমদ তার কিছুই খেতেন না।

তিনি বলেন ঃ খলীফা মা'মূন একবার হাদীস শিক্ষার্থীদের মাঝে বণ্টন করার জন্য কিছু সোনা প্রেরণ করেন। সকল হাদীস শিক্ষার্থী-ই তা থেকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু, আহমদ গ্রহণ করেননি। তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান।

সুলায়মান আশ-শাযকূনী বলেন ঃ আমি আহমদ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি ইয়ামানের এক ব্যক্তির নিকট একটি তাম্রপাত্র বন্ধক রেখেছিলেন। পরে তিনি পাত্রটি ছাড়িয়ে আনতে গেলে লোকটি দু'টি পাত্র বের করে এনে বলল ঃ এই দু'টি থেকে আপনার পাত্রটি নিয়ে নিন। কিন্তু, ইমাম আহমদ দ্বিধায় পড়ে গেলেন যে, তাঁর পাত্র কোনটি। ফলে তিনি বলেন ঃ তুমি দায়মুক্ত, পাত্র আমার ছাড়তে হবে না। বলে তিনি পাত্রটি রেখে ফিরে যান।

ইমাম আহমদ-এর পুত্র আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ ওয়াসিক-এর আমলে আমরা তীব্র সংকটে পড়ে গিয়েছিলাম। এক ব্যক্তি আমার পিতার নিকট পত্র লিখল, আমার নিকট চার হাজার দিরহাম আছে যেগুলো আমি পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। সেগুলো সাদাকাও নয়, যাকাতও নয়। আপনি ইচ্ছে হলে মুদ্রাগুলো নিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। লোকটি পীড়াপীড়ি করলেও আব্বাজান রাযী হলেন না। কিছুদিন পর বিষয়টি উত্থাপন করলে তিনি বলেন ঃ আমরা যদি সেগুলো গ্রহণ করতাম তাহলে আজ তা শেষ হয়ে যেত এবং আমরা তা খেয়ে ফেলতাম।

এক ব্যবসায়ী ইমাম আহমদকে দশ হাজার দিরহাম গ্রহণ করতে আবেদন করে, যে অর্থগুলো এমন কিছু পণ্যের ব্যবসায় অর্জিত হয়েছে যা সে তাঁর নামে বিনিয়োগ করেছিল। কিন্তু, ইমাম আহমদ তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং বলেন ঃ আমাদের যথেষ্ট আছে। তোমার এই সদিচ্ছার জন্য মহান আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

অপর এক ব্যবসায়ী তাকে তিন হাজার দিরহাম প্রদান করতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ না করে উঠে চলে যান।

ইমাম আহমদ যখন ইয়ামানে অবস্থান করছিলেন তার পয়সা-পাতি শেষ হয়ে যায়। তাঁর শায়খ আবদুর রায্যাক তাকে একমুষ্ঠি দীনার দিতে চাইলেন। কিন্তু, তিনি বলেন ঃ আমার চলছে তো এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন না।

ইমাম আহমদ-এর কাপড় চুরি হয়ে যায়। তখন তিনি ইয়ামানে। তিনি দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে রইলেন। সঙ্গীরা তাকে হারিয়ে ফেলল। অবশেষে তারা এসে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাদেরকে বিষয়টি অবহিত করেন। তারা তাকে কতগুলো স্বর্ণ দিতে চাইলে তিনি তা থেকে

একটি মাত্র দীনার গ্রহণ করলেন। উদ্দেশ্য যাতে তারা সওয়াব থেকে বঞ্চিত না হয়। মহান আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

আবূ দাউদ বলেন ঃ ইমাম আহমদ-এর মজলিসগুলো ছিল আখিরাতের মজলিস, যাতে দুনিয়ার কোন বিষয় আলোচিত হত না। আমি কখনো ইমাম আহমদকে দুনিয়ার আলোচনা করতে দেখিনি।

বায়হাকী বলেন ঃ ইমাম আহমদকে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ তাওয়াক্কুল হল মানুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হওয়া। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, এর পক্ষে আপনার কোন প্রমাণ আছে কি ? তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ। ইবরাহীম (আ)-কে যখন মিনজানীক দ্বারা আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন জিবরীল (আ) তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি ? ইবরাহীম বলেন ঃ আপনার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই। জিবরীল বলেন ঃ যাঁর নিকট আপনার প্রয়োজন আছে, তাঁর নিকট প্রার্থনা করুন। ইবরাহীম (আ) বলেন ঃ দু'টি বিষয়ের যেটি তাঁর প্রিয় আমার নিকটও তা-ই প্রিয়।

আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকূব আস-সাফ্ফার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা আহমদ ইব্ন হাম্বল-এর সঙ্গে সুররা মানরাআ নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম। তখন আমরা বললাম ঃ আপনি আল্লাহ্র নিকট আমাদের জন্য দু'আ করুন। তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্ ! তুমি জান যে, আমরা তোমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। কাজেই, তুমি যা ভালবাস, আমাদের সব সময় তার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। তারপর তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা বললাম ঃ আরো দু'আ করুন। তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমরা তোমার নিকট তোমার সেই শক্তি প্রার্থনা করছি, যা তুমি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে বলেছিলে যে- اِئْتِيَا طَوْعًا اَوْ كُرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ "তোমরা উভয়ে আসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা আসলাম অনুগত হয়ে (সূরা হামীম সাজদা ঃ ১১)। হে আল্লাহ্ ! তুমি আমাদেরকে তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান কর। হে আল্লাহ্ ! আমরা দারিদ্র্য থেকে শুধু তোমারই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্ ! তুমি আমাদেরকে এত বেশী দিও না, যার ফলে আমরা বিপথগামী হয়ে পড়ি এবং এত কমও দিও না, যার ফলে আমরা তোমাকে ভুলে যাই। তুমি তোমার অনুগ্রহে আমাদেরকে জীবিকার স্বচ্ছলতা দান কর, যা দুনিয়াতে আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে এবং আমাদেরকে তুমি স্বচ্ছলতা দান কর।

বায়হাকী বলেন ঃ আবুল ফাযল আত-তামীমী ইমাম আহমদ থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ইমাম আহমদ সিজদায় দু'আ করতেন, হে আল্লাহ্ ! এই উম্মতের যারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়েও মনে করে তারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাদেরকে তুমি সৎপথে ফিরিয়ে দাও, যাতে তারা সত্যপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তিনি আরো বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি যদি উম্মতে মুহাম্মদ (সা)-এর নাফরমান লোকদের পক্ষে ফিদইয়া গ্রহণ করে থাক, তাহলে আমাকে তুমি তাদের ফিদইয়া হিসেবে গ্রহণ করে নাও।

সালিহ ইব্ন আহমদ বলেন ঃ আমার আব্বা কখনো কারো নিকট উযূর পানি তলব করতেন না ; বরং তিনি নিজেই পানি সংগ্রহ করতেন। বালতি যখন পূর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসত, তখন

বলতেন আলহামদুলিল্লাহ্ ! আমি বললাম ঃ আব্বাজান ! এতে উপকার কী ? তিনি বলেন ঃ বৎস ! তুমি কি মহান আল্লাহ্র বাণী শোননি -

أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ -

অর্থাৎ- বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি পানি ভূ-গর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, কে তোমাদেরকে এনে দেব প্রবাহমান পানি (সূরা মুল্ক ঃ ৩০)।

এই মর্মে ইমাম আহমদ থেকে বহু বর্ণনা উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম আহমদ দুনিয়াবিমুখতা বিষয়ে বৃহৎ কলেবরে একটি গ্রন্থ্ রচনা করেছেন, যেমনটি পূর্বে কেউ রচনা করেনি। ধারণা, বরং দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই কিতাবখানা রচনা করেছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

ইসমাঈল ইব্ন ইসহাক আস-সিরাজ বলেন ঃ আহমদ ইব্ন হাম্বল আমাকে বলেন ঃ হারিস আল-মুহাসিবী যখন আপনার বাড়িতে আসবে, তখন তাকে আমাকে দেখাতে পারবেন কি ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ এবং আমি তাতে আনন্দিত হই। তারপর আমি হারিস-এর নিকট গিয়ে বলাম ঃ আমি আশা করছি, আপনি ও আমার সঙ্গীরা আজ রাত আমার নিকট উপস্থিত হবেন। হারিস আম-মুহাসিবী বলেন ঃ তারা তো অনেক, তাদের তো খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

যা হোক, মাগরিব ও ইশার মাঝামাঝি সময়ে তারা আসলেন। ওদিকে ইমাম আহমদ আগেই এসে এক কক্ষে এমনভাবে বসে থাকেন, যেন তিনি তাদেরকে দেখতে পান ও তাদের কথা শুনতে পান ; কিন্তু তারা তাকে দেখবে না।

ইশার নামায আদায় করার পর তারা আর কোন নামায পড়ল না ; বরং এসে হারিস-এর সম্মুখে মাথা ঝুঁকিয়ে চুপচাপ বসে পড়ে, যেন তাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। মধ্যরাতে এক ব্যক্তি হারিস আল-মুহাসিবীকে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করে। হারিস সে বিষয়ে এবং তৎসংশ্লিষ্ট দুনিয়া বিমুখতা, তাকওয়া ও উপদেশ বিষয়ে কথা বলতে শুরু করেন। শ্রোতাদের কেউ ক্রন্দন করতে, কেউ কাতরাতে এবং কেউ চীৎকার করতে শুরু করল।

ইসমাঈল ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ এবার আমি কক্ষে ইমাম আহমদ-এর নিকট গেলাম। দেখলাম, তিনি কাঁদছেন, এমনকি তিনি চৈতন্য হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়েছেন। এই অবস্থা ভোর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

অবশেষে যখন তারা ফিরে যেতে উদ্যত হল, আমি বললাম ঃ এদেরকে কেমন দেখলেন হে আবূ আবদুল্লাহ্ ! তিনি বলেন ঃ দুনিয়াবিমুখতা বিষয়ে এই লোকটির ন্যায় আর কাউকে কথা বলতে আমি দেখিনি। আর এই লোকগুলোর ন্যায় মানুষও আমি দেখিনি। কিন্তু, আমি তোমার তাদের সংশ্রব অবলম্বন করা আমি সমীচীন মনে করি না।

বায়হাকী বলেন ঃ হতে পারে ইমাম আহমদ তাদের সঙ্গে তার সাহচর্য অবলম্বন এই জন্য অপসন্দ করেছেন যে হারিস ইব্ন আসাদ দুনিয়াবিমুখ ছিলেন বটে, কিন্তু ইলমুল কালামের সঙ্গেও তার সম্পর্ক ছিল। আর ইমাম আহমদ তা অপসন্দ করতেন। কিন্তু, তিনি ইসমাঈল ইব্ন ইসহাক-এর জন্য তাদের সাহচর্য এই জন্য অপসন্দ করেছেন যে, তাদের তরীকা, দুনিয়াবিমুখতা ও তাকওয়ার উপর চলা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

আমার অভিমত হল, ইমাম আহমদ-এর বিষয়টি অপসন্দ করার কারণ হল, তাদের কৃচ্ছ্রতা ও সুলূক এত কঠিন ছিল, যা শরীআত অনুমোদন করে না। এ কারণেই আবূ যুরআ আর-রাযী হারিছ ইব্ন আসাদ-এর কিতাব 'আর বিআয়াহ' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এটি বিদআত। এক ব্যক্তি তার নিকট কিতাবখানা নিয়ে আসলে তিনি বলেছিলেন ঃ তুমি মালিক, ছাওরী, আওযাঈ ও লাইছ-এর আদর্শ মত চল এবং এটি পরিহার কর। কেননা, এটি বিদআত।

ইবরাহীম আল-হারবী বলেন ঃ আমি আহমদ ইব্ন হাম্বলকে বলতে শুনেছি , তুমি যদি কামনা কর যে, তুমি যা ভালবাস, আল্লাহ্ তোমার জন্য তা বিদ্যমান রাখবেন, তাহলে আল্লাহ্ যা পসন্দ করেন, তুমি তার উপর অটল থাক।

তিনি আরো বলেন ঃ অভাব-অনটনে ধৈর্যধারণ করা এমন একটি মর্যাদা যা বড় বড় আল্লাহ্ ওয়ালারাও লাভ করতে পারে না।

তিনি আরো বলেন ঃ দরিদ্রতা স্বচ্ছলতার চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ। কেননা, অভাব-অনটনে ধৈর্যধারণ করা তিক্ত এবং অবিচল থাকা কৃতজ্ঞতা অপেক্ষা মর্যাদাপূর্ণ। তিনি আরো বলেন ঃ আমি দারিদ্র্যের মর্যাদাকে অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা করি না। তিনি বলতেন ঃ মানুষের উচিত নৈরাশ্যের পর জীবিকা গ্রহণ করা এবং লোভ ও মোহ জড়িত হয়ে তা গ্রহণ না করা। তিনি হিসাব যাতে সহজ হয়, সে জন্য দুনিয়ার সহায়-সম্পদ কম হওয়া পসন্দ করতেন।

ইবরাহীম বলেন ঃ এক ব্যক্তি ইমাম আহমদকে আপনি কি এই ইল্ম মহান আল্লাহ্র জন্য শিক্ষা লাভ করেছেন ? জবাবে ইমাম আহমদ বলেন ঃ এ এক কঠিন শর্ত। কিন্তু মহান আল্লাহ্ আমার নিকট একটা বিষয় প্রিয় করে দিলেন আর আমি তা একত্র করলাম। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন ঃ আমার এই ইল্ম যদি মহান আল্লাহ্র জন্য হয়ে থাকে, তবে তো ভাল। কিন্তু, ব্যাপার হল, আমার নিকট একটি বিষয় প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে, আর আমি তা সঞ্চিত করেছি।

বায়হাকী বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি ইমাম আহমদ-এর নিকট এসে বলল ঃ আমার মা আজ বিশ বছর যাবত অচল। তিনি আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন, যেন আপনি তার জন্য দু'আ করেন। কিন্তু, কথাটা শুনে তিনি রুষ্ট হলেন এবং বলেন ঃ আমি তার জন্য দু'আ করার পরিবর্তে বরং আমি তার দু'আর বেশী মুখাপেক্ষী। তারপর তিনি মহিলার জন্য দু'আ করলেন। লোকটি তার মায়ের নিকট ফিরে গিয়ে দরজায় আঘাত করল। তার মা পায়ে হেঁটে এসে দরজা খুলে দিল এবং বলল ঃ মহান আল্লাহ্ আমাকে সুস্থ্ করে দিয়েছেন।

বায়হাকী আরো বর্ণনা করেন যে, এক ভিক্ষুক ইমাম আহমদ-এর নিকট ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে একটি টুকরা দান করলেন। দেখে এক ব্যক্তি ভিক্ষুকের নিকট এসে বলল ঃ এই টুকরাটি আমাকে দিয়ে দাও, আমি তোমাকে এক দিরহাম বিনিময় দেব। কিন্তু ভিক্ষুক অস্বীকার করল। এবার লোকটি পঞ্চাশ দিরহাম দিতে চাইল। ভিক্ষুক তাতেও অস্বীকৃতি জানাল এবং বলল ঃ তুমি এর যে বরকত লাভ করার কামনা করছ, আমিও সেই বরকতের আশা করছি।

তারপর ইমাম বায়হাকী খলীফা মা'মূন, মু'তাসিম ও ওয়াসিক-এর আমলে পবিত্র কুরআন -এর সূত্রে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল যে নির্যাতন, দীর্ঘ বন্দীত্ব, বেদম প্রহার ও নির্মম নির্যাতনে

খুন হওয়ার হুমকির সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং এসব ব্যাপারে তাদের প্রতি তাঁর বেপরওয়া দৃষ্টিভঙ্গি, ধৈর্যধারণ এবং সঠিক দীন ও সরল পথের উপর অবিচল থাকা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য যে, ইমাম আহমদ যেরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, সে ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের আয়াত ও বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। স্বপ্নে-জাগরণে তাকে যে ব্যাপারে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তিনি তাতে নিপতিত হয়েছেন। ফলে তাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং ঈমান থাকায় ও প্রতিদানের আশায় তাকে বরণ করে নিয়েছেন এবং তিনি ইহজগতের কল্যাণ ও পরকালের নিআমত লাভ সফলকাম হয়েছেন। উল্লিখিত বিপদাপদের সম্মুখীন করে মহান আল্লাহ্ তাকে বিপদবরণকারী তাঁর ওলীগণের সুউচ্চ স্তরে পৌঁছার জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ্রই নিকট তাওফীক ও নিরাপত্তা কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

الٓمّٓ - أَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ ، وَلَقَدْ فَتَنَّا
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ -

আলিফ লাম মীম। মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে ?

আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম ; মহান আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী (সূরা আনকাবূত ঃ ১-৩)।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ। “আপদে-বিপদে ধৈর্যধারণ করবে; এটা তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ (সূরা লুকমান ঃ ১৭)।”

এই মর্মে আরো বহু আয়াত রয়েছে।

আসিম ইব্ন বাহদালাহ থেকে যথাক্রমে শু'বা মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর সূত্রে মযলূম ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আসিম ইব্ন বাহদালাহ বলেন ঃ আমি মুসআব ইব্ন সা'দকে সা'দ থেকে বর্ণনা করে বলতে শুনেছি, সা'দ বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কারা অধিক বিপদগ্রস্ত হয় ? তিনি বলেন ঃ 'নবীগণ। তারপর তাদের পরবর্তী স্তরের লোক। তারপর তাদের পরবর্তী স্তরের লোক। মহান আল্লাহ্ মানুষকে যার যার দীন অনুপাতে পরীক্ষা করে থাকেন। যার দীন দুর্বল, তাকে সে অনুপাতে পরীক্ষা করেন। যার দীন শক্ত, তাকে সে অনুপাতে পরীক্ষা করেন। বিপদ মানুষের সঙ্গে লেগেই থাকে। এমনকি মানুষ পৃথিবীতে বিচরণ করে অথচ তার কোন অপরাধ নেই'।

আনাস (রা) থেকে যথাক্রমে আবূ কিলাবা, আইয়ুব ও আবদুল ওহহাব ছাকাফী সূত্রে ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ্-এ বর্ণনা করেন, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ 'তিনটি গুণ এমন আছে, সেগুলো যার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, সে ঈমানের মাধুর্য পাবে। যার নিকট মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অন্যদের তুলনায় বেশী প্রিয়। মানুষকে একমাত্র মহান আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা। মহান আল্লাহ্ কুফ্র থেকে রক্ষা করার পর কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়া অপেক্ষা আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া অধিক প্রিয় হওয়া'।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে উল্লেখ করেছেন।

আসিম ইব্ন হুমায়দ থেকে যথাক্রমে আমর ইব্ন কায়স আস-সাকূনী, সাফওয়ান ইব্ন আমর আস-সাকসাকী, আবুল মুগীরা ও আহমদ ইব্ন হাম্বল সূত্রে আবুল কাসিম বাগাবী বর্ণনা করেন যে, আসিম ইব্ন হুমায়দ বলেন ঃ আমি মুআয ইব্ন জাবাল (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ 'তোমরা বিপদ আর ফিতনা ছাড়া কিছুই দেখবে না। পরিস্থিতি কঠিন থেকে কঠিনতর-ই হতে থাকবে এবং মানুষের হৃদয়ে মোহ ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি পাবে না।'

উপরিউক্ত সনদে মুআয (রা) আরো বলেন ঃ 'তোমরা শাসক গোষ্ঠীর মাঝে কঠোরতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। তোমার জন্য একটি ভয়ংকর ও কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পর তদপেক্ষা আরো কঠিন পরিস্থিতি এসে উপস্থিত হবে।'

বাগাবী (র) বলেন ঃ আমি আহমদকে বলতে শুনেছি ঃ হে আল্লাহ্ ! আপনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

বায়হাকী রবী থেকে বর্ণনা করেন যে, রবী বলেন ঃ ইমাম শাফিঈ (র) একখানা পত্র দিয়ে মিসর থেকে আহমদ ইব্ন হাম্বল-এর নিকট প্রেরণ করেন। আমি তাঁর নিকট গিয়ে উপস্থিত হই। তিনি ফজর নামায থেকে অবসর হয়েছেন। আমি পত্রখানা তাঁর হাতে তুলে দিলাম। তিনি বলেনঃ আপনি কি পত্রখানা পড়েছেন ? আমি বললাম ঃ না। তিনি পত্রখানা হাতে নিয়ে পাঠ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হয়ে উঠল। আমি বললাম ঃ হে আবূ আবদুল্লাহ্ ! এতে কী আছে ? তিনি বলেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বপ্নে দেখেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তুমি আবদুল্লাহ্ আহমদ ইব্ন হাম্বল-এর নিকট পত্র লিখ এবং তাকে আমার সালাম জানাও। পত্রে লিখ যে, তুমি অচীরেই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং তোমাকে খাল্কে কুরআনের পক্ষে সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানানো হবে। কিন্তু, তুমি তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না। মহান আল্লাহ্ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তোমার ইল্ম উন্নত করে দিবেন।'

রবী বলেন ঃ শেষে আমি বলামঃ সুসংবাদের পুরস্কার ? বলামাত্র তিনি গায়ের জামাটা খুলে আমাকে দিয়ে দেন। আমি শাফিঈর নিকট ফিরে এসে তাঁকে সংবাদ জানাই। তিনি বলেন ঃ জামার ব্যাপারে আমি তোমাকে কষ্ট দিব না। তবে তুমি জামাটা পানিতে ভিজিয়ে আমাকে দিয়ে দাও, আমি তা থেকে বরকত হাসিল করি।

হাদীস বিশারদগণের বক্তব্য থেকে ফিত্না ও পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

উপরে উল্লেখ করেছি যে, খলীফা মা'মূনকে একদল মু'তাযিলা ঘিরে রেখেছিল। তারা ভুল পরামর্শ দিয়ে তাকে সত্যের পথ থেকে ভ্রান্তির পথে নিয়ে গিয়েছিল এবং খাল্কে কুরআন বিষয়টিকে তাঁর সম্মুখে শোভিত করে উপস্থাপিত করেছিল ও মহান আল্লাহ্র গুণাবলীকে অস্বীকার করেছিল।

বায়হাকী বলেন ঃ খলীফা মা'মূন-এর আগে বনূ উমাইয়া ও বনূ আব্বাস-এর সব খলীফাই পূর্বসূরীদের মত ও পথের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু, মা'মূন খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পর এই লোকগুলো তাঁর কাছে এসে ভিড় জমায় এবং তাকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। রোমের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে তিনি তারসূস গমন করেছিলেন। তখন তিনি তাঁর বাগদাদের নায়িব ইসহাক ইব্ন

ইবরাহীম ইব্ন মুসআবকে পত্র মারফত নির্দেশ প্রদান করেন, যেন তিনি মানুষকে খালকে কুরআন-এর দিকে আহ্বান জানান। এ কাজটি তিনি করেছেন শেষ বয়সে মৃত্যুর মাস কয়েক আগে দুইশ আঠার হিজরীতে। পত্র পেয়ে ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম একদল হাদীস বিশারদকে তলব করে তাদেরকে খালকে কুরআন-এর প্রতি সমর্থন জানানোর আহ্বান জানান। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম তাদেরকে প্রহার ও ভাতা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি প্রদান করেন। ফলে, তাদের অধিকাংশ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাতে সমর্থন ব্যক্ত করেন। তবে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল ও মুহাম্মদ ইব্ন নূহ আল-জুনদ ইয়াসাবুরী তাদের মতের উপর অবিচল থাকেন। ফলে, খলীফার নির্দেশে দু'জনকে এক উটে চড়িয়ে খলীফার নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তখন তারা দু'জন ছিলেন শৃংখলাবদ্ধ এবং একসঙ্গে এক উটে আরোহী। রাহবা নামক নগরীতে পৌছার পর এক বেদুঈন ক্রীতদাস- যার নাম জাবির ইব্ন আমির তাদের নিকট এসে ইমাম আহমদকে সালাম দিয়ে বলল ঃ আপনি জনপ্রতিনিধি। কাজেই, তাদের জন্য আপনি অকল্যাণের কারণ হবেন না। আজ আপনি মানুষের মাথা। কাজেই, তারা আপনাকে যেদিকে আহ্বান করছে, তাতে সাড়া দেওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। অন্যথায় কিয়ামতের দিন সব মানুষের পাপের বোঝা আপনাকেই বহন করতে হবে। আপনি যদি মহান আল্লাহ্কে ভালবেসে থাকেন, তাহলে এই পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ করুন। কারণ, আপনার ও জান্নাতের মাঝে আপনার খুন হওয়া ছাড়া আর কোন প্রতিবন্ধক নেই। আপনি খুন প্রাপ্ত হন, তবু আপনি মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। আর যদি বেঁচে থাকেন, তাহলে বেঁচে থাকবেন প্রশংসিত হয়ে।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ খালকে কুরআনের প্রতি সমর্থন দানের ক্ষেত্রে আমি অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম, লোকটির বক্তব্য তাতে আমার প্রত্যয়কে আরো শক্তিশালী করে।

যাহোক, তারা দু'জন যখন খলীফার বাহিনীর নিকটে গিয়ে পৌছলেন এবং বাহন থেকে অবতরণ করলেন, তখন খাদিম কাপড় দ্বারা তার চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে এসে বলল ঃ হে আবূ আবদুল্লাহ্ ! মা'মূন এমন এক তরবারি কোষমুক্ত করে নিয়েছেন যা তিনি ইতিপূর্বে কোষমুক্ত করেননি। আমি বিষয়টি সহ্য করতে পারছি না। আর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার দোহাই দিচ্ছেন। কাজেই, আপনি যদি খালকে কুরআনের প্রশ্নে তার মতে একমত না হন, তাহলে সেই তরবারি দ্বারা অবশ্যই তিনি আপনাকে শহীদ করে ফেলবেন।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ একথা শুনে ইমাম আহমদ হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন এবং অপলক নেত্রে আকাশ পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন এবং দু'আ করলেন, হে আমার প্রতিপালক ! তোমার সহনশীলতা এই পাপিষ্ঠকে বিভ্রান্ত করেছে। এমনকি লোকটি তোমার বন্ধুগণকেও প্রহার ও হত্যা করার দুঃসাহস প্রদর্শন করেছে। হে আল্লাহ্ ! কুরআন যদি তোমার কালাম এবং অসৃষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের তুমি তার অত্যাচার থেকে রক্ষা কর। বর্ণনাকারী বলেন ঃ সেদিনই রাতের তৃতীয় প্রহরে ঘোষণাকারী খলীফা মা'মূন-এর মৃত্যুসংবাদ নিয়ে আসে। ইমাম আহমদ বলেন ঃ শুনে আমরা খুশি হলাম। তারপর সংবাদ আসল, মু'তাসিম খিলাফতের মসনদে আসীন হয়েছেন, আহমদ ইব্ন দাউদ তাঁর কাছে গিয়ে ভিড়েছে এবং অবস্থা খুবই জটিল। আমাদেরকে কতিপয় বন্দির সঙ্গে নৌকায় করে বাগদাদ ফিরিয়ে দেওয়া হল। তাদের দ্বারা আমরা অনেক কষ্ট পেলাম।

তখন ইমাম আহমদ ও তাঁর সঙ্গী শৃংখলাবদ্ধ ছিলেন। তাঁর সঙ্গী মুহাম্মদ ইব্‌ন নূহ পথেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইমাম আহমদ তাঁর নামাযে জানাযা আদায় করেন।

বাগদাদ ফিরে এসে ইমাম আহমদ রমযান মাসে নগরীতে প্রবেশ করেন। তাকে প্রায় আটাশ মাস কারাগারে আটক রাখা হয়। কারো মতে ত্রিশ মাসেরও বেশী সময়। তারপর মারধর করার জন্য তাঁকে খলীফা মু'তাসিম-এর সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েদখানায় ইমাম আহমদ পায়ে বেড়ি বাঁধা অবস্থায় কয়েদীদের নামাযের ইমামতি করতেন।

মু'তাসিম-এর সম্মুখে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলকে প্রহার করার আলোচনা

ইমাম আহমদকে কয়েদখানা থেকে বের করে খলীফা মু'তাসিম-এর সম্মুখে উপস্থিত করা হলে মু'তাসিম তাঁর শৃংখল আরো বাড়িয়ে দেন। ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমি শিকলগুলোর জন্য হাঁটতে পারছিলাম না। ফলে, সেগুলোকে পাজামার ফিতায় বেঁধে হাতে করে চলতে লাগলাম। তারপর তারা আমার নিকট কি একটি পশু এনে আমাকে তার উপর চড়িয়ে দেয়। আমি শিকলের ভারে উপুড় হয়ে পড়ে যেতে উদ্যত হই। তখন আমাকে ধরে রাখার মত কেউ আমার সঙ্গে ছিল না। কিন্তু মহান আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করলেন। আমি মু'তাসিম-এর ভবনে এসে উপস্থিত হলাম। আমাকে একটি গৃহে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। সেখানে আমার নিকট কোন বাতি ছিল না। আমি উযূ করার মনস্থ করলাম। হাত বাড়িয়ে পানি ভর্তি একটি বরতন পেয়ে গেলাম। আমি তা দ্বারা উযূ করলাম। তারপর দাঁড়ালাম। কিন্তু কিবলা ঠাহর করতে পারলাম না। ভোর হলে বুঝতে পারলাম আমি কিবলামুখী হয়েই নামায পড়েছি। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তা'আলার জন্য।

তারপর আমাকে তলব করা হল। আমাকে মু'তাসিম-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হল। খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ্ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেন ঃ তোমরা কি মনে করেছিলে, ইনি নওজোয়ান ? ইনি তো বয়োঃবৃদ্ধ লোক ! ইব্‌ন আবূ দাঊদ তখন তার নিকট উপবিষ্ট। আমি নিকটে গিয়ে তাকে সালাম দিলাম। তিনি বলেন ঃ ওকে আমার আরো কাছে নিয়ে আস। এভাবে তিনি আমাকে তার কাছে টানতে লাগলেন। আমি তাঁর একেবারে সন্নিকটে চলে গেলাম। তারপর তিনি বলেন ঃ বস। আমি বসে পড়লাম। লোহাগুলো আমাকে ভারী করে রেখেছে। আমি কিছু সময় নীরব বসে থেকে বললাম ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার ভাতীজা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিসের প্রতি আহ্বান করেছিলেন ? তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই' সাক্ষ্যদানের প্রতি। আমি বললাম ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তারপর তাকে আবদুল কায়স প্রতিনিধি দল সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাসের হাদীসটি শুনিয়ে আমি বললাম ঃ আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এরই প্রতি আহ্বান করেছিলেন।

আহমদ ইব্‌ন হাম্বল বলেন ঃ তারপর ইব্‌ন আবূ দাঊদ কিছু কথা বলল, যার মর্ম আমি বুঝিনি। তার কারণ, আমি তার বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত ছিলাম না। তারপর মু'তাসিম বলেন ঃ আপনি যদি আমার পূর্বেকার খলীফার কব্জায় না থাকতেন, তাহলে আমি আপনার পিছনে লাগতাম না। তারপর তিনি বলেন ঃ হে আবদুর রহমান ! আমি তোমাকে অত্যাচার-নির্যাতন বন্ধ করার নির্দেশ দেইনি? ইমাম আহমদ বলেন ঃ শুনে আমি বলাম ঃ আল্লাহু আকবার। এতো মুসলমানদের জন্য সুখের কথা। তারপর তিনি বলেন ঃ আবূ আবদুর রহমান ! তুমি তার সঙ্গে বিতর্ক কর, তার

সঙ্গে কথা বল। শুনে আবদুর রহমান আমাকে বলল ঃ কুরআনের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী ? কিন্তু আমি জবাব দিলাম না। ফলে, মু'তাসিম বললেন ঃ আপনি জবাব দিন। আমি বললাম ঃ ইল্‌ম সম্পর্কে আপনার অভিমত কী ? তিনি নিশ্চুপ রইলেন। আমি বললাম ঃ পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ্‌র ইল্‌ম বিশেষ। আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস করল, আল্লাহ্‌র মাখলূক, সে আল্লাহকে অস্বীকার করল। খলীফা কোন কথা বললেন না। উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ আমীরুল মু'মিনীন ! উনি আপনাকে ও আমাদেরকে কাফির বললেন। কিন্তু খলীফা তাদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। আবদুর রহমান বললেন ঃ আল্লাহ্ ছিলেন ; কিন্তু কুরআন ছিল না। আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ ছিলেন ; কিন্তু ইল্‌ম ছিল না। এবার তিনি চুপসে গেলেন। তারা পরস্পর কানাঘুষা করতে লাগল। আমি বললাম ঃ আমীরুল মু'মিনীন ! তারা আমাকে পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে কিঞ্চিৎ প্রমাণ দিক; তাহলে আমি খালকে কুরআনের প্রতি সমর্থন জানাব। শুনে ইব্‌ন আবূ দাঊদ বলেন ঃ আপনি পবিত্র কুরআন-হাদীস ছাড়া আর কিছু-ই তো বলছেন না। আমি বললাম ঃ এই দু'টি ছাড়া কি ইসলাম দাঁড়াতে পারে ? এভাবে দীর্ঘ বিতর্ক চলল। তারা তাদের মতের পক্ষে নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করে ঃ

مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ -

'যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের কোন নুতন উপদেশ আসে (সূরা আম্বিয়া ঃ ২)।'

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ -

'মহান আল্লাহ্ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা (সূরা রাদ ঃ১৬)।'

ইমাম আহমদ এই বলে জবাব দেন যে, আলোচ্য আয়াতে ذِكْر হল 'আম মাখসূস'। তার স্বপক্ষে তিনি নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন ঃ

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا -

'আল্লাহ্‌র নির্দেশে তা সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দিবে (সূরা আহকাফ ঃ ২৫)।'

জবাবে ইব্‌ন আবূ দাঊদ বলেন ঃ তিনি আল্লাহ্‌র শপথ, হে আমীরুল মু'মিনীন ! ভ্রান্ত, বিভ্রান্তকারী ও বিদআতী। আপনার এখানে অনেক বিচারক ও ফকীহ্ উপস্থিত রয়েছেন। আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। খলীফা জিজ্ঞাসা করেন ঃ আপনাদের অভিমত কী ? তারা ও সেই উত্তর প্রদান করে, যা ইব্‌ন আবূ দাঊদ বলেছিলেন।

তারপর দ্বিতীয় দিনও তারা ইমাম আহমদকে উপস্থিত করে এবং তৃতীয় দিনও তারা তাঁর সঙ্গে বিতর্ক করে। এর প্রতিটি ক্ষেত্রে-ই ইমাম আহমদ-এর কণ্ঠ তাদের কণ্ঠ থেকে উচ্চ ছিল এবং তাঁর দলীল তাদের দলীলকে পরাজিত করেছে। সবাই চুপ করলে ইব্‌ন আবূ দাঊদ সকলের উদ্দেশ্যে কথা বলতে শুরু করেন। ইল্‌ম-কালামে লোকটা ছিল সকলের চেয়ে বেশী অজ্ঞ। বিতর্কে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা ওঠে। কিন্তু পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্‌র উদ্ধৃতি দেওয়ার মত যোগ্যতা তাদের কারো ছিল না। তারা পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্‌র দলীলাদি অস্বীকার করে যুক্তির অবতারনণ করতে থাকে। আমি তাদের এমন সব বক্তব্য শুনলাম, যা কেউ বলতে পারে বলে আমার ধারণা ছিল না। ইব্‌ন গাওস আমার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ করে, যাতে সে দেহ ইত্যাদি নিয়ে

অহেতুক বিষয়ের অবতারণা করে। আমি বললাম ঃ আমি আপনার বক্তব্য বুঝতে পারছি না। আমি শুধু এটুকু জানি যে, মহান আল্লাহ্ এক অমুখাপেক্ষী এবং তার মত কিছুই নেই। এবার তিনি চুপসে যান। আমি তাদের সম্মুখে পরজগতে মহান আল্লাহ্র দীদার সংক্রান্ত হাদীস উপস্থাপন করি। তারা হাদীসের সনদ দুর্বল আখ্যায়িত করা এবং কতিপয় মুহাদ্দিস-এর কটাক্ষপূর্ণ উক্তি করতে শুরু করে। কিন্তু অসম্ভব ! এত দূরবর্তী স্থান থেকে তারা তাঁদের নাগাল পাবে কিভাবে ? এহেন বাক-বিতণ্ডার মধ্যে খলীফা তাঁর প্রতি কোমল আচরণ দেখাতে থাকেন এবং বলছিলেন ঃ আহমদ ! আপনি প্রশ্নগুলোর জবাব দিন। আমি আপনাকে আমার একনিষ্ঠ ব্যক্তিদের এবং যারা আমার ফরাশ মাড়ায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিব। আমি বললাম ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন ! তারা আমার সম্মুখে মহান আল্লাহ্র কিতাবের একটি আয়াত কিংবা রাসূল (সা)-এর একটি হাদীস উপস্থাপন করুক। তখন আমি তাদেরকে জবাব দিব।

তারা যখন কুরআন-হাদীসের দলীল-প্রমাণকে অস্বীকার করল, তখন ইমাম আহমদ নিম্নোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা তাদের মুকাবিলা করেন ঃ

يَا اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِى عَنْكَ شَيْئًا ـ

"হে আমার পিতা ! তুমি তার ইবাদত কর কেন, যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোনই কাজে আসে না (সূরা মারয়াম ঃ ৪২)।"

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا

'মূসার সঙ্গে আল্লাহ্ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছেন (সূরা নিসা ঃ ১৬৪)।'

اِنَّنِى اَنَا اللّٰهُ لآَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ ـ

'আমি-ই আল্লাহ্, আমা ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। কাজেই আমার ইবাদত কর (সূরা তোহা ঃ ১৪)।'

اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ اِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ

'আমি কোন কিছুর ইচ্ছা করলে সে বিষয়ে আমার কথা কেবল এই যে, আমি বলি, হও ; ফলে তা হয়ে যায় (সূরা নাহ্ল ঃ ৪০)।'

ইমাম আহমদ এরূপ আরো অনেক আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন। অবশেষে তার দলীল-প্রমাণের সঙ্গে পেরে না উঠে তারা খলীফার ব্যক্তিত্বকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। তারা বলে ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন ! লোকটি কাফির, ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তকারী। বাগদাদের নায়িব ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম বলেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন ! এটা খিলাফত পরিচালনা নীতি হতে পারে না যে, আপনি তার পথ উন্মুক্ত করে দিবেন আর সে দুই দু'জন খলীফার উপর জয়লাভ করবে।

এবার খলীফার আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠে এবং তার ক্রোধ তীব্র আকার ধারণ করে। অথচ, তিনি ছিলেন স্বভাবে তাদের সবচেয়ে কোমল ব্যক্তি। তাঁর মনে প্রীতি জন্মে যে, তাঁর লোকেরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ তখন খলীফা আমাকে বলেন ঃ আল্লাহ্ তোমাকে অভিসপ্ত করুন।

আমি আশা করেছিলাম, তুমি আমাকে জবাব দিবে। কিন্তু, তুমি কোন জবাব দিলে না। তারপর বলেন ঃ একে ধরে উদোম করে ফেল। তারপর হেঁচড়াও।

আহমদ বলেন ঃ আমাকে তারা ধরে উদোম করে ফেলল এবং হেঁচড়াল। শাস্তিদানকারী ও বেত্রাঘাতকারীদের আনা হল। আমি চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। আমার কাপড়ে বাঁধা রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর কয়েকটি মুবারক চুল ছিল। সেগুলো আমার থেকে ছিনিয়ে নিল। আমি চরম শাস্তির শিকার হয়ে পড়লাম। আমি বলাম ঃ আমীরুল মু'মিনীন ! মহান আল্লাহ্কে ভয় করুন। মহান আল্লাহ্কে ভয় করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

لَايَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اِلاَّ بِاِحْدٰى ثَلاَثٍ -

"যে মুসলমান সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিন কারণের একটিও না পাওয়া গেলে তার রক্ত হালাল নয়।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেছেন ঃ

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّى دِمَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ -

"আমি মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। যতক্ষণ না তরা বলে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। যখন-ই তারা তা বলল, তো তারা আমার থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে নিল।"

এমতাবস্থায় আপনি কিসের উপর ভিত্তি করে আমার রক্তকে হালাল ভাবছেন, অথচ আমি তো সেরূপ কোন অপরাধ করিনি ? হে আমীরুল মু'মিনীন ! স্মরণ করুন, আজ আমাকে যেমন আপনার সম্মুখে দাঁড়াতে হয়েছে, তেমনি আমাকেও একদিন মহান আল্লাহ্র সম্মুখে দাঁড়াতে হবে। মনে হল, একথা শুনে তিনি থমকে গেলেন। কিন্তু তারা অনবরত বলতে লাগল, আমীরুল মু'মিনীন ! নিশ্চয় লোকটি ভ্রান্ত, বিভ্রান্তকারী ও কাফির। ফলে খলীফা আমার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন। আমি নানা রকম শাস্তির মাঝে দাঁড়িয়ে রইলাম। একখানা চেয়ার আনা হল। আমাকে তাঁর উপর দাঁড় করানো হল। এক ব্যক্তি আমাকে কোন একটি কাঠ ধারণ করার নির্দেশ দিল। আমি বিষয়টা বুঝতে পারলাম না। আমার হাত দু'টো দু'দিকে ছড়িয়ে গেল। প্রহারকারীদের আনা হল। তাদের হাতে কোড়া। তারা একেক জন আমাকে দু'টি করে চাবুক মারতে শুরু করল। একজন দু'টি চাবুক মেরে সরে যাচ্ছে, আর আরেক জন এসে অনুরূপ দু'টি চাবুক মারছে। তারা আমাকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে ফেলে। আমি কয়েকবার চেতনা হারিয়ে ফেলি। আঘাত থেমে গেলে আমার চেতনা ফিরে আসে। মু'তাসিম আমার সন্নিকটে দাঁড়িয়ে তাদের মতাদর্শ গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছেন। কিন্তু, আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম না। তারা বলতে শুরু করল, তুমি ধ্বংস হও, খলীফা তোমার মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু, আমি তাদের বক্তব্য গ্রহণ করলাম না। তারা পুনরায় প্রহার করতে শুরু করে। খলীফা আবারো আমার নিকট এলেন। আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম না। তারা পুনরায় আমাকে প্রহার করতে শুরু করে। খলীফা তৃতীয়বারের মত আমার নিকট এসে আহ্বান জানালেন। কিন্তু, বেদম মারের চোটে আমি

তাঁর বক্তব্য বুঝতে পারিনি। তারা আবারো আমাকে মারতে শুরু করে। আমার চেতনা হারিয়ে যায়। আমি প্রহার ও অনুভব করতে পারছিলাম না। তাতে খলীফা ভয় পেয়ে যান এবং আমাকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। আমাকে ছেড়ে দেওয়া হল। তখন আমি এতটুকু টের পেয়েছি যে, আমি একটি ঘরের একটি কক্ষে অবস্থান করছি। আর কোন অনুভূতি ছিল না। আমার পায়ের বেড়িগুলো খুলে ফেলেছেন। ঘটনাটা ঘটেছিল দুইশ একুশ হিজরীর রমযান মাসের পঁচিশ তারিখ।

তারপর খলীফা তাকে মুক্তি দিয়ে তার পরিবারের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেদিন ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলকে ত্রিশের অধিক বেত্রাঘাত করা হয়। কেউ বলেন, আশিটি। কিন্তু, আঘাত ছিল অত্যন্ত বেদম ও তীব্র। উল্লেখ্য, ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল দীর্ঘকায় ও হালকা গড়নের মানুষ ছিলেন। গায়ের রং ছিল গৌর। ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। মহান আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলকে যখন দারুল খিলাফত থেকে ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম-এর গৃহে নিয়ে যাওয়া হল, তখন তিনি রোযাদার ছিলেন। রোযা ভেঙ্গে দুর্বলতা দূর করার জন্য তাঁকে ছাতু এনে দেয়। কিন্তু, তিনি রোযা ভাংতে অস্বীকার করলেন এবং তিনি রোযা পূর্ণ করলেন। যুহর নামাযের ওয়াক্ত হলে তিনি লোকদের সঙ্গে নামায আদায় করলেন। তখন কাযী ইব্‌ন সামাআ বলেন ঃ আপনি রক্তমাখা গায়ে নামায পড়লেন। উত্তরে ইমাম আহমদ বলেন ঃ উমর (রা) এমন অবস্থায় নামায পড়েছেন যে, তখন তাঁর জখম রক্ত প্রবাহিত করছিল। একথা শুনে ইব্‌ন সামা'আ নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

বর্ণিত আছে যে, ইমাম আহমদকে যখন প্রহার করার জন্য দাঁড় করানো হয়, তখন তার পায়জামার ফিতা ছিঁড়ে গিয়েছিল। তিনি শংকিত হয়ে পড়েন পায়জামা খসে পড়ে যায় কিনা। তাই তিনি সতর ঢেকে নিয়ে ঠোঁট নেড়ে মহান আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করলেন। ফলে মহান আল্লাহ্ তাঁর পায়জামা পূর্বের ন্যায় করে দেন। আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেছিলেন ঃ হে সাহায্য প্রার্থীদের সাহায্যকারী, হে বিশ্বজগতের মা'বূদ ! তুমি যদি জেনে থাকো, আমি তোমারই সন্তুষ্টি লাভে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, তাহলে তুমি আমার ইয্‌যত ক্ষুণ্ন হতে দিও না।

নিজ গৃহে ফিরে আসার পর জারায়িহী এসে তাঁর দেহ থেকে নিষ্প্রাণ গোশত কেটে ফেলেন এবং তাঁর চিকিৎসা করতে থাকেন। খলীফার নায়িব সর্বক্ষণ তাঁর খোঁজ-খবর রাখতে শুরু করেন। তার কারণ হল, খলীফার পক্ষ থেকে ইমাম আহমদ-এর প্রতি যে আচরণ করা হয়েছিল, তাতে তিনি ভিষণ অনুতপ্ত হন। একারণে নায়িব তাঁর খোঁজ-খবর রাখতে শুরু করেছিলেন। পরে যখন তিনি সুস্থতা লাভ করেন, তখন মু'তাসিম ও মুসলমানগণ তাতে আনন্দিত হন। আল্লাহ্ তাঁকে সুস্থতা দান করার পর তিনি কিছুদিন জীবিত থাকেন এবং ঠাণ্ডা লাগলে দুই বৃদ্ধাঙ্গুলী তাকে কষ্ট দিত। যারা তাঁর উপর অত্যাচার চালিয়েছিল বিদ'আতী ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দিন। এ প্রসঙ্গে তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন ঃ

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۔

'তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ক্রটি উপেক্ষা করে (সূরা নূর ঃ ২২)।'

সহীহ্ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

ثَلاَثٌ اَقْسَمُ عَلَيْهِنَّ مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلاَّ عِزًّا وَمَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ ۔

"আমি তিনটি বিষয়ের উপর কসম খেতে পারি। দানে ধন কমে না। ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ্ বান্দার কেবল মর্যাদা-ই বৃদ্ধি করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সমীপে বিনয়ী হয়, আল্লাহ্ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।"

অত্যাচার-নির্যাতনে অটল থেকে যারা সমর্থন দান থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকেন, তাঁরা চারজন। আহমদ ইব্ন হাম্বল, যিনি তাদের প্রধান, মুহাম্মদ ইব্ন নূহ ইব্ন মায়মূন আল-জুন্দ নৈশাপুরী, যিনি পথে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, নুআয়ম ইব্ন হাম্মাদ আল-খুযাঈ, যিনি কারাগারে আটক থাকা অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। আবূ ইয়াকূব আল বুওয়াইতী, যিনি খালকে কুরআনের বিপক্ষে কথা বলার অপরাধে ওয়াসিক-এর কারাগারে আটক থাকা অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর সময় তিনি লৌহ শিকলের বোঝায় ভারী ছিলেন এবং আহমদ ইব্ন নাসর আল-খুযাঈ। আমরা তার মৃত্যুর ধরন সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল-এর প্রশংসায় ইমামগণ

ইমাম বুখারী বলেন ঃ ইমাম আহমদকে যখন প্রহার করা হয়, আমরা তখন বসরায়। আমি শুনেছি, আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসী বলেন ঃ আহমদ যদি বনী ইসরাঈলের লোক হতেন, তাহলে তিনি একটি উপাখ্যানে পরিণত হতেন। ইসমাঈল ইবনুল খলীল বলেন ঃ আহমদ যদি বনী ইসরাঈলের লোক হতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি নবী হতেন। মুযানী বলেন ঃ ইমাম আহমদ নির্যাতন আমলের, আবূ বকর (রা) দীন ত্যাগের আমলের, উমর (রা) ছাকীফার দিবসের, উসমান (রা) সাহায্য দিবসের এবং আলী (রা) জামাল ও সিফফীন দিবসের প্রধান ব্যক্তিত্ব।

হারমালা বলেন ঃ আমি শাফিঈ (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি যখন ইরাক ত্যাগ করে আসি, তখন আমি ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বড় আলিম, পরহিযগার ও মুত্তাকী আর কাউকে রেখে আসিনি।

শায়খ আহমদ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান বলেনঃ বাগদাদে যত লোকের আগমন ঘটেছে, তন্মধ্যে আমার নিকট ইমাম আহমদ অপেক্ষা প্রিয় আর কেউ ছিল না।

কুতায়বা বলেন ঃ সুফিয়ান ছাওরী ইন্তিকাল করলে, তাকওয়াও মারা গেল। শাফিঈ ইনতিকাল করেন, সঙ্গে সঙ্গে সুন্নাতও মারা গেল। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল ইনতিকাল করলেন আর বিদআত মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

তিনি আরো বলেন ঃ ইমাম ইব্ন হাম্বল উম্মতের মাঝে নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বায়হাকী বলেন ঃ এর অর্থ হল, মহান আল্লাহ্র যাত-এর প্রশ্নে অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়ে তিনি যে ধৈর্যধারণ করেছিলেন, তাতে তিনি একজন নবীর আদর্শের প্রমাণ দিয়েছেন।

আবূ উমর ইবনুন্নুহাস একদিন ইমাম আহমদ-এর কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ মহান আল্লাহ্

তাঁর প্রতি দয়া করুন। দীনের ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে বিজ্ঞ, দুনিয়ার ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে ধৈর্যশীল, দুনিয়াবিমুখিতায় তাঁর চেয়ে সচেতন, সৎকর্মশীলদের সঙ্গে তার চেয়ে সুসম্পর্কশীল এবং পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তাঁর চেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ মানুষ আর কেউ ছিল না। তাঁর সম্মুখে দুনিয়া পেশ করা হয়েছিল ; কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর সামনে বিদআত উপস্থাপন করা হয়েছিল; কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করলেন।

ইমাম আহমদকে প্রহার করার পর বিশর আল-হাফী বলেছিলেন ঃ আহমদকে হাঁপরে ঢুকানো হয়েছিল। ফলে তিনি লাল সোনা হয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

আল-মায়মূনী বলেন ঃ ইমাম আহমদ নির্যাতিত হওয়ার পর- কারো মতে নির্যাতিত হওয়ার আগে- আলী ইবনুল মাদানী আমাকে বলেছিলেন ঃ মায়মূন ! ইসলামে আহমদ ইব্ন হাম্বল যতটুকু সোচ্চার ছিলেন, অন্য কেউ ততটুকু সোচ্চার ছিলেন না। এ কথা শুনে আমি যার পরনাই বিস্মিত হলাম এবং আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইব্ন সালাম-এর নিকট গিয়ে তাকে আলী ইবনুল মাদীনীর মন্তব্য বর্ণনা করলাম। তিনি বলেন ঃ তিনি সত্য বলেছেন। দীন ত্যাগের সময় আবূ বকর (রা) সহযোগী পেয়েছিলেন। কিন্তু, আহমদ ইব্ন হাম্বল-এর কোন সাহায্যকারী ছিল না। তারপর আবূ উবায়দ ইমাম আহমদ-এর প্রশংসা করতে শুরু করলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ আমি ইসলামে তার সমকক্ষ কাউকে জানি না।

ইসহাক ইব্ন রাহওয়াইহ বলেন ঃ আহমদ মহান আল্লাহ্'র যমীনে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাদের মাঝে দলীল। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন ঃ আমি যখন বিপদগ্রস্ত হই, আর আহমদ ইব্ন হাম্বল আমাকে ফাতওয়া প্রদান করেন, তাহলে আমি যখন আমার রব-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, তখন তিনি কেমন ছিলেন, সে ব্যাপারে আমার পরওয়া থাকবে না। তিনি আরো বলেন ঃ আমি আমার ও মহান আল্লাহ্র মাঝে আহমদ ইব্ন হাম্বলকে দলীলরূপে বরণ করে নিয়েছি। তিনি আরো বলেন ঃ আবূ আবদুল্লাহ্র যার উপর ক্ষমতা আছে, তার উপর কার ক্ষমতা আছে ?

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন বলেন ঃ আমি আহমদ ইব্ন হাম্বল-এর মাঝে এমন কোন কিছু চরিত্র দেখেছি, যা অন্য কোন আলিমের মধ্যে কখনো দেখিনি। তিনি মুহাদ্দিস, হাফিযে কুরআন, আলিম, পরহিযগার, দুনিয়াবিমুখ এবং জ্ঞানবান।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন আরো বলেন ঃ আমাদের কিছু লোক ইচ্ছা পোষণ করেছিল যে, আমরা আহমদ ইব্ন হাম্বল-এর ন্যায় হব। কিন্তু, আল্লাহ্র শপথ ! আমাদের তাঁর মত হওয়ার শক্তি নেই, তাঁর পথে চলার সাধ্যও নেই।

যুহালী বলেন ঃ আমি আহমদকে আমার ও মহান আল্লাহ্র মাঝে দলীল বানিয়েছি।

হিলাল ইবনুল মুলী আর-রুকী বলেন ঃ চার ব্যক্তি দ্বারা মহান আল্লাহ্ এই উম্মতের উপর অনুগ্রহ করেছেন। শাফিঈ দ্বারা। তিনি হাদীস বুঝেছেন, তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তার মুজমাল-মুফাসসাল, খাস-আম ও নাসিখ-মানসূখ-এর বর্ণনা দিয়েছেন। আবূ উবায়দ দ্বারা তিনি হাদীসের অভিনবত্ব খোলাসা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন দ্বারা তিনি হাদীসসমূহ থেকে মিথ্যার অপনোদন করেছেন এবং আহমদ ইব্ন হাম্বল দ্বারা, যিনি নির্যাতনের মুখে দৃঢ়পদ থেকেছেন। এই চার ব্যক্তি না হলে মানুষ ধ্বংস হয়ে যেত।

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাঊদ বলেন ঃ আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল তৎকালে যত লোক কলম-কালি হাতে নিতেন, তাদের সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন।

আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন রাজা বলেন ঃ আমি আহমদ ইব্‌ন হাম্বল-এর মত মানুষও দেখিনি। আর তাঁর মত লোক দেখেছেন, এমন কাউকে দেখিনি।

আবূ যুর'আ আর-রাযী বলেন ঃ আমি আমার বন্ধুদের মাঝে কালা মাথাওয়ালা কাউকে ইমাম আহ্‌মদ অপেক্ষা বড় ফকীহ দেখিনি।

বায়হাকী হাকিম সূত্রে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ আর-আমবারী থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ বলেন ঃ আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বুসনাদী আমাদেরকে আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) সম্পর্কে নিম্নলিখিত পঙক্তিগুলো আবৃত্তি করে শোনান ঃ

انَّ ابنَ حَنبلَ اَن سَألتَ اِمامُنا + وَبهِ الاَئمةُ فى الاَنامِ تَمسَّكُوا
خلف النبىّ محمدًا بعدَ الأُلى + خَلَفُوا الخلائفَ بعدهُ واستهلكوا
حذْوَ الشراكِ على الشراكِ واِنَّما + يحذو المثالَ مثالُهُ المستمسكُ

"তুমি যদি আমাদের ইমাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, তাহলে তিনি আহমদ ইব্‌ন হাম্বল এবং সৃষ্টির মাঝে ইমামগণ তাঁকেই বরণ করে নিয়েছেন। তিনি সেই লোকদের পর নবীজি (সা)-এর প্রতিনিধিত্ব করেছেন, যারা খলীফাগণের স্থলাভিষিক্তির দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ইনতিকাল করেছেন। দুই জুতার ফিতা যেমন একটি অপরটির সমান সমান হয়ে থাকে, তিনিও ছিলেন তেমনি।"

সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِى عَلٰى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِى اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ ـ

"আমার উম্মতের একদল মানুষ সর্বদা সত্যের উপর জয়ী থাকে। কারো লাঞ্ছনা ও বিরুদ্ধাচরণ তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। এমনকি সেই অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থার-ই মহান আল্লাহ্‌র বিধান এসে পড়ে।"

ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুর রহমান আল-আযরী থেকে যথাক্রমে মু'আয ইব্‌ন রিফাআ, বাকিয়্যা ইবনুল ওয়ালীদ, হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ, আবুর্‌রবী' আয-যাহরানী, আবুল কাসিম বাগাবী ও আবূ সাঈদ আল-মালীনী এই সূত্রে এবং ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুর রহমান, মুআয, মুবাশ্‌শির, যিয়াদ ইব্‌ন আইয়ুব ও বাগাবী এই সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كَلِّ خَلْفٍ عَدُوْلَهُ يُنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ ـ

"পূর্বসূরীদের নিকট থেকে এই ইল্‌মকে ন্যায়পরায়ণ লোকেরা বহন করে থাকে। তারা তার

থেকে সীমালংঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের সংযোজন-বিয়োজন এবং অজ্ঞদের অপব্যাখ্যা প্রতিহত করে থাকে।"

এই হাদীস মুরসাল এবং এর সনদে দুর্বলতা আছে। তবে বিস্ময়কর হল, ইব্‌ন আবদুল বারর এ হাদীসকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে ইল্‌ম বহনকারী প্রত্যেকের বিশ্বস্ততার পক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন।। উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমদ, ইল্‌মধারিগণের ইমামগণের একজন। মহান আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া করুন এবং তাকে সম্মানজনক ঠিকানা দান করুন।

নির্যাতনের পর ইমাম আহমদ-এর অবস্থান

দারুল খিলাফত থেকে বেরিয়ে ইমাম আহমদ নিজ বাড়িতে চলে যান। এক সময় তিনি সুস্থতা লাভ করেন। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র-ই জন্য। তারপর তিনি বাড়িতে-ই অবস্থান করতে থাকেন। এমনকি বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি জুমুআর নামাযেও শরীক হতেন না জামায়াতেও নয়। হাদীস বর্ণনা থেকেও বিরত থাকেন। নিজ মালিকানার সম্পদ থেকে প্রতি মাসে তাঁর সতের দিরহাম আয় আসত। তা-ই তিনি পরিবার-পরিজনের পিছনে ব্যয় করতেন এবং তাতেই পরিতুষ্ট থাকতেন ও ধৈর্যধারণ করতেন। খলীফা আল-মু'তাসিম-এর খিলাফত আমল পর্যন্ত তিনি এভাবেই জীবন অতিবাহিত করেন। তদ্রূপ মু'তাসিমের ছেলে মুহাম্মদ আল-ওয়াসিক-এর আমলেও। তারপর মুতাওয়াক্কিল যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন মানুষ তাঁর ক্ষমতাগ্রহণে আনন্দিত হয়। কারণ, তিনি সুন্নাহ ও তার অনুসারীদের ভালবাসতেন। তিনি নির্যাতনের ধারা তুলে নেন এবং সর্বত্র পত্র লিখেন যেন কেউ খালকে কুরআনের পক্ষে কোন কথা না বলে। তারপর তিনি তাঁর বাগদাদের নায়িব ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীমকে আহমদ ইব্‌ন হাম্বলকে তাঁর নিকট প্রেরণ করার জন্য পত্র লিখেন। ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইমাম আহমদকে ডেকে আনান এবং তাকে যথাযথ সম্মান করেন। কেননা, তিনি জানতেন যে, খলীফা তাকে শ্রদ্ধা করেন। তারপর একান্তে তাকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। ইমাম আহমদ বলেন ঃ এই প্রশ্ন যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য, নাকি হিদায়াত লাভের জন্য। ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম বলেন ঃ হিদায়াত লাভের জন্য। এবার তিনি বলেন ঃ পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ্‌র কালাম, যা নাযিলকৃত-সৃষ্ট নয়। ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম আর কোন প্রশ্ন না করে আহমদ ইব্‌ন হাম্বলকে খলীফার নিকট সুররা মানরাআর উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে নিজে তাঁর আগে খলীফার নিকট পৌঁছে যান।

ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম শুনতে পেলেন যে, আহমদ ইব্‌ন হাম্বল তার ছেলে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন ; কিন্তু তিনি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না, তাকে সালামও দিলেন না। শুনে ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইমামের প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং খলীফার নিকট তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। খলীফা মুতাওয়াক্কিল বলেন ঃ তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যদি তিনি আমার শয্যা পদদলিত করেন। ফলে ইমাম আহমদ রাস্তা থেকেই বাগদাদ ফিরে যান। ইমাম আহমদ তাদের নিকট যেতে অনীহাও ছিলেন। কিন্তু যার তার পক্ষে তা সহজ ছিল না। কিন্তু সেই ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম-এর কথায় তিনি ফিরে গেলেন যার কারণে তাঁকে প্রহার করা হয়েছিল।

তারপর ইবনুল বাল্‌খী নামক এক বিদআতী খলীফার নিকট নালিশ করল যে, এক আলাবী

আহমদ ইব্‌ন হাম্বল-এর ঘরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং তিনি গোপনে লোকদের থেকে তাঁর পক্ষে বায়আত নিচ্ছেন। ফলে খলীফা বাগদাদের নায়িবকে নির্দেশ দেন, যেন তিনি রাতে আহমদ ইব্‌ন হাম্বল-এর ঘরে হানা দেয়। ইমাম আহমদ ও তাঁর পরিবার টের পান তখন, যখন অনেকগুলো প্রদীপ চারদিক থেকে তাদের ঘর ঘিরে ফেলে, এমনকি ছাদের উপর থেকেও। তারা ইমাম আহমদকে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে গৃহে উপবিষ্ট দেখতে পায়। তারা তাঁকে অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি বলেন ঃ এ ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই, এমন কিছু ঘটেনিও এবং এমন কোন নিয়তও আমার নেই। আমি তো গোপনে-প্রকাশ্যে, সংকটে-স্বাচ্ছন্দ্যে, আনন্দে-বিষাদে খলীফার আমীরুল মু'মিনীন-এর আনুগত্য-ই করে থাকি। আমার উপর তার প্রভাব বিদ্যমান। আমি রাতে-দিনে সব কথায় মহান আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করি, যেন তিনি তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং শক্তি-সামর্থ্য দান করেন।

খলীফার লোকেরা ইমাম আহমদের ঘরে তল্লাশী চালায়। এমনকি কিতাবের ঘর, মহিলাদের ঘর এবং ছাদ প্রভৃতিও বাদ দেইনি। কিন্তু কিছুই খুঁজে পায়নি।

খলীফা মুতাওয়াক্কিল-এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছে এবং জানতে পারলেন, আরোপিত অভিযোগে ইমাম আহমদ নির্দোষ, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তারা আসলে ইমাম আহমদ-এর বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা বলছে। ফলে, তিনি তাঁর দ্বাররক্ষী ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীমকে যিনি কাওসারা নামে পরিচিত-দশ হাজার দিরহাম দিয়ে ইমাম আহমদ-এর নিকট প্রেরণ করেন এবং বলে দেন, তাঁকে বলবে, খলীফা আপনাকে সালাম বলেছেন এবং এগুলো ব্যয় করতে বলেছেন। কিন্তু,ইমাম আহমদ মুদ্রাগুলো গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম বলেন ঃ হে আবূ আবদুল্লাহ্ ! আমার ভয় হয় এগুলো ফিরিয়ে দিলে আপনার ও খলীফার মাঝে সম্পর্কের অবনতি ঘটবে। আমি মুদ্রাগুলো গ্রহণ করাই আপনার জন্য কল্যাণকর মনে করছি। এই বলে ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম দিরহামগুলো ইমাম আহমদ-এর নিকট রেখে চলে যান।

শেষ রাতে ইমাম আহমদ তাঁর পরিবার-পরিজন, চাচার ছেলেগণ ও তাঁর পরিজনের লোকদের ডেকে বলেন ঃ এই সম্পদের কারণে এরাতে আমি ঘুমাইনি। শুনে তারা বসে বাগদাদ ও বসরার হাদীস চর্চাকারী প্রমুখ একদল অভাবী লোকের তালিকা লিপিবদ্ধ করেন। রাত পোহাবার পর তারা পঞ্চাশ থেকে একশ, দুইশ করে মুদ্রাগুলো মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেন। এমনকি তিনি একটি দিরহামও রাখলেন না। সেখান আবূ আইয়ূব এবং আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জকেও দান করলেন। তিনি মুদ্রাগুলো যে থলেতে ছিল, সেটিও সাদাকা করে দেন। সেখান থেকে নিজ পরিবারকে কিছুই দিলেন না। অথচ তারা চরম অভাব-অনটনে জীবন যাপন করছিল। তার এক ছেলে এসে বলল, আমাকে একটি দিরহাম দিন। শুনে ইমাম আহমদ ছেলে সালিহ-এর দিকে দৃষ্টিপাত করেন। সালিহ একটি টুকরা নিয়ে বালকটিকে দিয়ে দিন। ইমাম আহমদ কিছু বললেন না।

খলীফার নিকট সংবাদ পৌঁছে যায় যে, ইমাম আহমদ উপঢৌকনগুলো সম্পূর্ণ দান করে দিয়েছেন। এমনকি থলেটা পর্যন্ত। আলী ইবনুল জাহ্‌ম বলেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন ! তিনি সেগুলো আপনার থেকে গ্রহণ করে আপনার মাঝে দান করে দিয়েছেন। আহমদ সম্পদ দিয়ে করবেন কী ? তাঁর তো একখানা রুটি-ই যথেষ্ট। খলীফা বলেন ঃ তুমি সত্য বলেছ।

ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম মৃত্যু মুখে পতিত হন। ক'দিন পর-ই মারা গেলেন তার পুত্র মুহাম্মদ। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইসহাক বাগদাদের নায়িব নিযুক্ত হলেন। মুতাওয়াক্কিল ইমাম আহমদকে তাঁর নিকট নিয়ে যাওয়ার জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইসহাককে পত্র লিখলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইসহাক ইমাম আহমদকে বিষয়টি অবহিত করলেন। ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমি বৃদ্ধ ও দুর্বল। নায়িব ইমাম আহমাদের জবাব খলীফার নিকট পৌছিয়ে দেন। কিন্তু, খলীফা পুনরায় সংবাদ পাঠালেন যেকোন প্রকারে হোক ইমাম আহমদকে আমার নিকট নিয়ে আসতেই হবে। পাশাপাশি তিনি ইমাম আহমদ-এর নিকটও পত্র লিখলেন ঃ 'আমি আপনার নৈকট্য লাভ করার এবং আপনাকে এক নজর দেখার প্রত্যাশা করছি এবং আপনার দু'আর বরকত অর্জনের আশা করছি।' .

ইমাম আহমদ-অথচ তিনি অসুস্থ ছেলেগণ ও এক স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে খলীফার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।

তিনি যখন সেনাবাহিনীর সন্নিকটে গিয়ে পৌছেন, তখন খলীফার পরিচর্যাকারী বিশাল এক সেনাবহর নিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। পরিচর্যাকারী ইমাম আহমদকে সালাম করে। ইমাম আহমদ সালামের জবাব দেন। পরিচর্যাকারী তাঁকে বলল ঃ মহান আল্লাহ্ আপনার শত্রু ইব্‌ন আবূ দাউদকে আপনার কাবু করে দিয়েছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ কোন জবাব দিলেন না। ইমামের ছেলে খলীফা এবং পরিচারকের জন্য মহান আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করতে শুরু করে। যখন তারা সুররা মানরাআয় সেনাবাহিনীর নিকট গিয়ে পৌঁছে, তখন ইমাম আহমদকে ইতাখ-এর গৃহে নিয়ে অবতরণ করা হয়। কিন্তু ইমাম বিষয়টা জানতে পেরে সেখান থেকে চলে যান এবং তাঁর জন্য অন্য ঘর ভাড়া করার নির্দেশ প্রদান করেন। শীর্ষনেতৃবর্গ প্রতিদিন ইমাম আহমদ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে খলীফার সালাম পৌছাতেন। তারা গায়ের সাজ-সজ্জা ও অস্ত্র না খুলে তাঁর নিকট প্রবেশ করতেন না। খলীফা তাঁর নিকট উক্ত গৃহের উপযোগী কোমল বিছানা ও অন্যান্য সর ামাদি পাঠিয়ে দেন। তাতে খলীফার উদ্দেশ্য ছিল নির্যাতনের দিনগুলোতে এবং তৎপরবর্তী দীর্ঘ কয়েক বছর জনগণ তাঁর সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে সেখানে অবস্থান করে তিনি মানুষের সঙ্গে কথা-বার্তা বলবেন। কিন্তু তিনি এই বলে ওজরখাহী করলেন যে, তিনি অসুস্থ, দাঁতগুলো নড়ছে এবং তিনি দুর্বল। খলীফা প্রতিদিন তাঁর নিকট খাঞ্চা ভর্তি রকমারী খাদ্য, ফল-ফলাদি ও বরফ পাঠিয়ে দিতেন, যার মূল্য ছিল প্রতিদিন একশ বিশ দিরহাম। খলীফা ভাবতেন, তিনি তা থেকে আহার করছেন। কিন্তু, ইমাম আহমদ তা থেকে কিছুই খেতেন না। বরং তিনি লাগাতার রোযা রাখতেন। এভাবে কোন খাদ্য গ্রহণ না করে তিনি আটদিন অবস্থান করেন। তদুপরি তিনি ছিলেন অসুস্থ। তারপর তাঁর ছেলে তাকে কসম দিলে আটদিন পর তিনি সামান্য ছাতু পান করলেন। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খাকান খলীফার পক্ষ থেকে উপঢৌকন হিসেবে বিপুল পরিমাণ সম্পদ নিয়ে এসে উপস্থিত হন। কিন্তু, ইমাম আহমদ সেগুলো গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়ার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিনি তা গ্রহণ করলেন না। অগত্যা আমীর সম্পদগুলো নিজ হাতে ইমাম আহমদ-এর ছেলেগণ ও পরিবার-পরিজনের মাঝে বণ্টন করে দেন এবং বলেন ঃ দেখুন, এগুলো খলীফার নিকট ফেরত নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। খলীফা তাঁর জন্য এবং তাঁর পরিবারের জন্য প্রতি মাসে চার হাজার দিরহাম করে ভাতা চালু করে দেন। কিন্তু, আবূ আবদুল্লাহ্ খলীফাকে নিষেধ করেন। উত্তরে

খলীফা বলেন ঃ এর প্রয়োজন রয়েছে। এগুলো আপনার সন্তানদের জন্য। তথাপি ইমাম আহমদ অস্বীকৃতির উপর অটল থাকেন এবং পরিজন ও স্বীয় চাচাকে তিরস্কার করতে শুরু করেন। তিনি তাদেরকে বলেন ঃ আমার আর অল্প ক'টা দিন বাকী আছে। আমার মৃত্যু নেমে এসেছে বলা চলে। তারপর হয়ত জান্নাতে যাব, নয়ত জাহান্নামে। আমরা এমন অবস্থায় দুনিয়া থেকে যাব যে আমাদের পেট এসব সম্পদ গ্রহণ করেছে। এরূপ দীর্ঘ আলাপচারিতার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু, তারা সহীহ্ হাদীসের মাধ্যমে তাঁর বিপক্ষে দলীল পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

مَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ سَائِلٍ وَلاَ مُسْتَشْرِفٍ فَخُذْهُ ۔

“প্রার্থনা এবং মোহ ব্যতীত এই সম্পদ থেকে যা কিছু তোমার নিকট আসবে, তা তুমি গ্রহণ কর।”

তাছাড়া তারা এই যুক্তিও পেশ করে যে, ইব্ন উমর ও ইব্ন আব্বাস (রা) বাদশাহ্র উপঢৌকন গ্রহণ করেছেন। জবাবে তিনি বলেন ঃ এটা আর ওটা সমান নয়। আমি যদি জানতাম যে, এই সম্পদ যোর-যুলুম ব্যতীত বৈধভাবে সংগৃহীত হয়েছে, তাহলে আমি পরওয়া করতাম না।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল-এর দুর্বলতা অব্যাহত থাকে। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল ডাক্তার ইব্ন মাসূবিয়াকে তাঁর চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করেন। ডাক্তার ফিরে এসে বলেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! আহমদ ইব্ন হাম্বল-এর শরীরে কোন রোগ নেই। তাঁর রোগ হল খাদ্যের স্বল্পতা এবং রোযা ও ইবাদতের আধিক্য। শুনে মুতাওয়াক্কিল নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। তারপর খলীফার মা ইমাম আহমদকে দেখার জন্য তাঁর নিকটে আবেদন জানালেন। ফলে মুতাওয়াক্কিল এই নিবেদন নিয়ে তাঁর নিকট লোক প্রেরণ করলেন যে, তিনি যেন তার ছেলে মু'তায-এর সঙ্গে মিলিত হন এবং তাকে কোলে নিয়ে তার জন্য দু'আ করেন। ইমাম আহমদ প্রথমে অপারগতা প্রকাশ করলে ও পরে এই আশায় সম্মতি প্রদান করেন যে, তাতে হয়ত তিনি তাড়াতাড়ি বাগদাদ ফিরে যেতে পারবেন। ওদিকে খলীফা তাঁর নিকট মহামূল্যবান উপঢৌকন ও নিজের একটি বাহন পাঠিয়ে দেন। ইমাম আহমদ তাতে আরোহণ করতে অস্বীকার করলেন। কেননা, তার উপর সিংহের চামড়া ছিল। অগত্যা জনৈক ব্যবসায়ীর একটি খচ্চর নিয়ে আসা হল। ইমাম আহমদ তাতে আরোহণ করে মু'তায-এর মজলিসে এসে উপস্থিত হলেন। খলীফা ও তাঁর মা উক্ত মজলিসের এক কোণে পাতলা পর্দার আড়ালে উপবেশন করেন। ইমাম আহমদ এসে সালামুন আলাইকুম বলে বসে পড়েন। কিন্তু, তাকে রাষ্ট্রীয় নিয়মে সালাম জানানো হয়নি। খলীফার মা বলেন ঃ বৎস ! এই লোকটির ব্যাপারে মহান আল্লাহ্কে ভয় কর। মহান আল্লাহ্কে ভয় কর। তুমি লোকটাকে তাঁর পরিজনের নিকট ফিরিয়ে দাও। কেননা, তোমরা যে আশংকা করছ, ইনি সে কাজ করবার লোক নন। ওদিকে খলীফা যখন ইমাম আহমদকে দেখলেন, তাঁর মাকে বলেন ঃ আম্মাজান ! ঘরটা এবার আবাদ হল। ইত্যবসরে খাদিম আসল। তার সঙ্গে মহামূল্যবান উপঢৌকন, কাপড়, টুপি ও চাদর। খলীফা পোশাকগুলো নিজ হাতে ইমাম আহমদকে পরিয়ে দেন। ইমাম আহমদ একটুও নড়াচড়া করলেন না।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমি যখন মু'তায-এর নিকট গিয়ে বসলাম, তখন তার দীক্ষাগুরু

বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ আমীরকে সুবুদ্ধি দান করুন, ইনি-ই সেই ব্যক্তি, যাকে খলীফা তোমার দীক্ষাগুরু হওয়ার আদেশ করেছেন। জবাবে মু'তায বলল ঃ ইনি যদি আমাকে কিছু শিক্ষা দেন, তাহলে আমি তা শিক্ষা গ্রহণ করব।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমি তার বুদ্ধিমত্তা দেখে বিস্মিত হলাম। কেননা। সে ছিল নেহায়েত ছোট।

তারপর ইমাম আহমদ তাদের নিকট থেকে মহান আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে এবং তাঁর নিকট তাঁর অসন্তুষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে করতে বেরিয়ে যান।

কিছুদিন পর খলীফা তাঁকে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন এবং তাঁর জন্য একটি ফায়ারশিপ প্রস্তুত করে। কিন্তু ইমাম আহমদ তাতে আরোহণ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। বরং,একটি ছোট নৌকায় চড়ে তিনি সংগোপনে বাগদাদ প্রবেশ করেন এবং উক্ত উপঢৌকন-গুলো বিক্রি করে তার প্রাপ্ত মূল্য ফকীর-মিসকীনদের মাঝে সাদাকা করার নির্দেশ প্রদান করেন।

ইমাম আহমদ কিছুদিন পর্যন্ত খলীফা ও তার লোকদের সঙ্গে মেলামেশার জন্য আক্ষেপ করতে থাকেন এবং বলতে থাকেন ঃ আমার জীবনের দীর্ঘ সময় তাদের থেকে নিরাপদ ছিলাম। কিন্তু শেষ বয়সে এসে বিপদগ্রস্ত হলাম।

খলীফার নিকট অবস্থানকালে ইমাম আহমদ তীব্র অনাহারে কাতর হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি ক্ষুধা তাকে মেরে ফেলার উপক্রম হয়েছিল। সে সময় জনৈক আমীর মুতাওয়াক্কিলকে বলেছিলেন ঃ আহমদ আপনার কোন খাবার আহার করছেন না, আপনার কোন পানীয়ও পান করছেন না, আপনার শয্যায় উপবেশনও করছেন না এবং আপনি যা পান করছেন, তাকে তিনি হারাম মনে করছেন। শুনে খলীফা বলেন ঃ মু'তাসিম যদি পুনর্জীবন লাভ করে এবং আহমদ-এর ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলে, আমি তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করব না।

খলীফার দূতগণ প্রতিদিন তাঁকে ইমাম আহমদ-এর খবরা-খবর ও হাল-অবস্থা অবহিত করতে শুরু করে। তিনি তাঁর নিকট ইব্ন আবূ দাঊদ-এর সম্পদ সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু, ইমাম আহমদ কোন জবাব দিলেন না। পরে খলীফা তার সহায়-সম্পদ ও জমিদারী বিক্রির ব্যাপারে তাকেই সাক্ষী রেখে তাকে সুররা মানরাআ থেকে বাগদাদ তাড়িয়ে দেন এবং তার সমুদয় সম্পত্তি নিয়ে নেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ বলেন ঃ আব্বাজান ছামার্রা থেকে ফিরে আসার পর আমরা দেখতে পেলাম, তাঁর চক্ষুদ্বয় কোটরে ঢুকে গিয়েছে। ছয় মাসের আগে তাঁর নিকট তাঁর প্রাণ ফিরে আসেনি। তখন বাদশাহ্র সম্পদ গ্রহণ করার কারণে তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনের গৃহে কিংবা যে গৃহে তারা অবস্থান করছে, তাতে প্রবেশ করতে এবং তাদের কোন সম্পদ দ্বারা উপকৃত হওয়া থেকে বিরত থাকেন।

খলীফার নিকট ইমাম আহমদ-এর গমনের ঘটনাটি ঘটেছিল দুইশ সাঁইত্রিশ হিজরী সনে। তারপর ইন্তিকালের বছর পর্যন্ত মুতাওয়াক্কিল প্রতিদিন তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন এবং প্রতিনিধি প্রেরণ করে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে পরামর্শ দিতেন এবং উদ্ভূত বিষয়ে তাঁর থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

খলীফা মুতাওয়াক্কিল যখন বাগদাদ গমন করেন, তখন তিনি ইব্ন খাকানকে মানুষের মাঝে বন্টন করে দেওয়ার জন্য এক হাজার দীনার দিয়ে ইমাম আহমদ-এর নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু, ইমাম আহমদ তা গ্রহণ ও বন্টন করতে বিরত থাকেন। তিনি বলেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন ! আমাকে আমার অপসন্দনীয় বিষয় হতে অব্যাহতি দান করেছেন। ফলে, ইব্ন খাকান মুদ্রাগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যান।

এক ব্যক্তি মুতাওয়াক্কিল-এর নিকট এই মর্মে একটি চিরকুট লিখে প্রেরণ করে যে, আমীরুল মু'মিনীন ! আহমদ আপনার পূর্বপুরুষকে গালমন্দ করছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে নাস্তিকতার অপবাদ আরোপ করছেন। মুতাওয়াক্কিল সে প্রসঙ্গে লিখলেন ঃ মা'মূন– তিনি গড়বড় করেছিলেন। পরিণতিতে মহান আল্লাহ্ জনসাধারণকে তাঁর পর লেলিয়ে দিয়েছিলেন। আমার পিতা মু'তাসিম- তিনি ছিলেন একজন যুদ্ধবাজ লোক। ইলমে কালামে তার কোন যোগ্যতা ছিল না। আমার ভাই ওয়াসিক- তিনি তো আরোপিত অভিযোগের হকদার ছিলেন।

তারপর যে লোকটি তাঁর নিকট চিরকুটখানা বহন করে এনেছিল, তাকে দুইশ বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম তাকে ধরে পাঁচশ বেত্রাঘাত করেন। খলীফা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, পাঁচশ বেত্রাঘাত করলে কেন ? আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ দুইশ আপনার আনুগত্যের জন্য, দুইশ আল্লাহ্র আনুগত্যের জন্য আর একশ সৎকর্মপরায়ণ বৃদ্ধ আহমদ ইব্ন হাম্বল-এর প্রতি অপবাদ আরোপের দায়ে।

খলীফা ইমাম আহমদ-এর নিকট পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে অভিমত জানতে চেয়ে পত্র লিখেন। তাঁর এই জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য ছিল হিদায়াত লাভ উপকৃত হওয়া-কষ্ট দেওয়া, পরীক্ষা করা বা শত্রুতা পোষণ করা নয়। জবাবে ইমাম আহমদ (র) তাঁর নিকট চমৎকার একখানা পত্র লিখেন, যাতে সাহাবী প্রমুখগণের উদ্ধৃতি এবং সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ ছিল। ইমাম আহমদ-এর ছেলে সালিহ্ সংকলিত নির্যাতন কাহিনীতে সেসবের উল্লেখ করেছেন এবং উক্ত বর্ণনাটি তাঁর থেকেই বর্ণিত। একাধিক হাফিযে হাদীসও তা উদ্ধৃত করেছেন।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর ইনতিকাল

ইমাম আহমদ-এর ছেলে সাসিহ বলেন ঃ ইমাম আহমদ দুইশ ঐকচল্লিশ হিজরীর রবীউল-আওয়াল মাসের প্রথম দিন রোগাক্রান্ত হন। আর আমি রবীউল আওয়ালের দুই তারিখ বুধবার তাঁর নিকট উপস্থিত হই। তখন তিনি জ্বরাক্রান্ত, দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন এবং দুর্বল। আমি বললাম ঃ আব্বাজান ! নাস্তা কী খাবেন ? তিনি বলেন ঃ লুবিয়ার পানি। তারপর সালিহ তাঁকে দেখার জন্য শীর্ষস্থানীয় ও সাধারণ লোকদের ব্যাপকহারে আগমন এবং তাঁকে বিরক্ত করার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর সঙ্গে এক খণ্ড কাপড় ছিল, যার মধ্যে কিছু দিরহাম ছিল। ইমাম আহমদ সেখান থেকে নিজের জন্য ব্যয় করতেন। তিনি তার ছেলে আবদুল্লাহ্কে নির্দেশ প্রদান করেন, যেন তিনি প্রজাদের নিকট থেকে পাওনা উসুল করে তাঁর পক্ষ থেকে কসমের কাফ্ফারা আদায় করেন। আবদুল্লাহ্ ভাড়ার কিছু অর্থ আদায় করে তা দ্বারা খেজুর ক্রয় করেন এবং পিতার পক্ষ থেকে কাফ্ফারা আদায় করেন। পরে সেখান থেকে তিনটি দিরহাম বেঁচে গিয়েছিল। তারপর ইমাম আহমদ অসীয়ত লিখেন ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

এটা আহমদ ইব্ন হাম্বল-এর অসীয়ত। সে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মহান আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। আর মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তাঁকে তিনি হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি তাকে সকল দীনের উপর জয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে। নিজ পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়দের যারা তার অনুগত সে তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছে, যেন তারা ইবাদাতকারীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মহান আল্লাহ্র ইবাদত করে, প্রশংসাকারীদের সঙ্গে মিলে তাঁর প্রশংসা করে এবং মুসলিম জনগোষ্ঠির জন্য হিতকামনা করে। আমি অসীয়ত করছি যে, আমি রব হিসেবে মহান আল্লাহ্কে, দীন হিসেবে ইসলামকে এবং নবী হিসেবে সায়্যিদুনা মুহাম্মদ (সা)-কে মেনে নিলাম।

আর আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ-এর জন্য পঞ্চাশ দীনার অসীয়ত করছি, যে আলী নামে পরিচিত। লোকটি বিশ্বস্ত। এর দ্বারা সে ঘরের খাদ্য-দ্রব্যের প্রয়োজন পূরণ করবে ইনশাআল্লাহ্। তার অভাব পূরণ হয়ে গেলে সালিহ্ -এর ছেলে প্রত্যেক নারী ও পুরুষকে দশ দিরহাম করে দান করবে।

তারপর তিনি উত্তরসূরী শিশুদের ডেকে এনে তাদের জন্য দু'আ করতে শুরু করলেন। ইনতিকালের পঞ্চাশ দিন আগে তার একটি সন্তান জন্মলাভ করেছিল। তিনি তার নাম রেখেছিলেন সাঈদ। তাঁর আরো একটি সন্তান ছিল যার নাম মুহাম্মদ। তিনি যখন রোগাক্রান্ত হন, ছেলেটি তখন হাঁটে। তিনি তাকেও ডেকে এনে জড়িয়ে ধরেন এবং তাকে চুম্বন করেন। তারপর বলেন ঃ বৃদ্ধ বয়সে আমি সন্তান দিয়ে কী করব ? বলা হল, আপনার বংশধর। আপনার ইনতিকালের পর আপনার জন্য দু'আ করবে। তিনি বলেন ঃ তা ঠিক, যদি জোটে। তারপর তিনি মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করতে শুরু করলেন। অসুস্থ থাকা অবস্থায় তিনি সংবাদ পান যে, তাওস রুগ্ন ব্যক্তির ক্রন্দন করাকে অপসন্দ করেন। ফলে ইমাম আহমদ ক্রন্দন বন্ধ করে দেন। তিনি আর ক্রন্দন করেননি। শুধু যে রাতে তিনি ইনতিকাল করেন, সেই দিন সকালে ক্রন্দন করেছিলেন। রাতটা ছিল এই বছরের রবীউল আওয়াল মাসের বার তারিখ জুমুআর রাত। ব্যথা তীব্র আকার ধারণ করলে তিনি ক্রন্দন করেছিলেন।

ইমাম আহমদ -এর ছেলে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ মৃত্যু উপস্থিত হলে আমার পিতা বরবার বলতে শুরু করেন لابعد لابعد শুনে আমি বললাম ঃ এই মুহূর্তে আপনি এটা কী বলছেন ? তিনি বলেন ঃ বৎস ! ইবলীস দাঁতে আঙ্গুল কামড়িয়ে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে বলছে ঃ আহমদ ! তুমি আমাকে পরীক্ষা কর। তার জবাবে আমি বলছি لابعد لابعد অর্থাৎ তাওহীদের উপর আমার দেহ থেকে প্রাণ বের না হওয়া পর্যন্ত সে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারবে না। যেমন ঃ হাদীসে আছে ঃ ইবলীস বলেছিল ঃ হে আমার রব ! তোমার ইয্যত ও মর্যাদার শপথ ! আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের প্রাণ তাদের দেহে বিদ্যমান থাকবে। জবাবে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার ইয্যত ও মর্যাদার শপথ ! আমিও তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।

ইমাম আহমদ-এর জীবনের শেষ মুহূর্তের সবচেয়ে চমৎকার ঘটনাটি হল, তিনি পরিবারের

লোকদেরকে ইংগিতে তাকে উযূ করিয়ে দিতে বলেন। তারা তাঁকে উযূ করাতে শুরু করে। তখন তিনি ইংগিতে তাঁর আঙ্গুল খিলাল করে দেওয়ার জন্য বলেন। এই পুরো সময়ে তিনি মহান আল্লাহ্‌র যিকির করতে থাকেন। তারা পূর্ণাঙ্গরূপে তাঁর উযূর কাজ সম্পাদন করার পর পরই তিনি ইনতিকাল করেন। মহান আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন ও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

তাঁর ইনতিকাল হয়েছিল শুক্রবার দিন। দিনের ঘণ্টা দু'য়েক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর। সঙ্গে সঙ্গে মানুষ রাস্তায় এসে ভিড় জমায়। মুহাম্মদ ইব্‌ন তাহির তার দারোয়ানকে প্রেরণ করেন। তার সঙ্গে কয়েকটি বালক এবং বালকদের হাতে কতগুলো রুমাল। রুমালগুলোতে কয়েকটি কাফন। তিনি বলে পাঠান, এগুলো খলীফার পক্ষ থেকে। কেননা, খলীফা যদি উপস্থিত থাকতেন, তাহলে তিনি এগুলো প্রেরণ করতেন। কিন্তু ইমাম আহমদ-এর ছেলেগণ বলে পাঠায়, আমীরুল মু'মিনীন ইমামের জীবদ্দশায় তাঁকে তার অপসন্দনীয় বিষয় হতে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। তারা তাকে উক্ত কাফন দ্বারা কাফন দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং এমন একটি কাপড় নিয়ে আসা হল, যেটি ইমাম আহমদ-এর দাসী বুনন করেছিল। তার সঙ্গে একটি লিফাফা ও হানূত ক্রয় করে সেটি দ্বারা ইমাম আহমদকে দাফন করে। তারা একটি পানির মশক ক্রয় করে আনে এবং তাকে তাদের ঘরের পানি দ্বারা গোসল দেওয়া থেকে বিরত থাকে। কেননা, ইমাম আহমদ তাদের গৃহগুলোকে বর্জন করেছিলেন। ফলে, তিনি সেসব ঘরে আহারও করতেন না এবং তাদের থেকে কোন বস্তু ধারও নিতেন না। তিনি সব সময় তাদের উপর রুষ্ট থাকতেন। কারণ, তারা বায়তুল মালের ভাতা ভোগ করত। তার পরিমাণ ছিল চার হাজার দিরহাম। তাদের পরিবারের অনেক সদস্য ছিল এবং তারা ছিল দরিদ্র।

ইমাম আহমদ-এর গোসলে বনূ হাশিম-এর খিলাফত পরিবারের একশ মত লোক উপস্থিত হয়েছিল। তারা তাঁর এ দুই চোখে চুমো খেতে, তাঁর জন্য দু'আ করতে এবং তাঁর জন্য রহমত কামনা করতে শুরু করে। মহান আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন। মানুষ তাঁর জানাযা নিয়ে ছুটতে শুরু করে। তাঁর চারপার্শ্বে অসংখ্য পুরুষ ও নারীর সমাগম, যার সংখ্যা মহান আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। নগরীর নায়িব মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির জনতার মাঝে দণ্ডায়মান। পরে তিনি এগিয়ে গিয়ে ইমাম আহমদ-এর সন্তানদেরকে সমবেদনা জানান। তিনি-ই ইমাম আহমদ-এর জানাযার ইমামতি করেন। বিপুল জনসমাগমের কারণে পুনর্ব্বার কবরের নিকট এবং দাফনের পর আবারো কবরের উপর ইমাম আহমদ-এর নামাযে জানাযা আদায় করা হয়। একই কারণে তাকে কবরে সমাধিস্থ করতে আসর নামাযের পর হয়ে যায়।

বায়হাকী প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, আমীর মুহাম্মদ ইব্‌ন তাহির মানুষের সংখ্যা পরিমাপ করার নির্দেশ দেন। হিসাব করে তের লাখ লোক পাওয়া গিয়েছিল। অপর এক বর্ণনায় জাহাজে অবস্থানরত লোকদের ব্যতীত সাত লাখ।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমি আবূ যুর'আকে বলতে শুনেছি ঃ আমি জানতে পেরেছি, মানুষ যে স্থানটিতে দাঁড়িয়ে ইমাম শামিলের জানাযার নামায আদায়য় করেছিল, খলীফা মুতাওয়াক্কিল সে স্থানটির পরিমাপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাতে আনুমানিক পঁচিশ হাজার লোকের হিসাব পাওয়া গেছে।

আবদুল ওহ্‌হাব আল-ওয়াররাক থেকে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আয-যানজানী ও আবূ বকর

আহমদ ইব্‌ন কামিল আল-কাযী ও হাকিম সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, আবদুল ওহ্‌হাব আল-ওয়াররাক বলেন ঃ আহমদ ইব্‌ন হাম্বল-এর জানাযায় যে পরিমাণ লোকের সমাগম হয়েছিল, জাহেলী কিংবা ইসলামের যুগে অন্য কারো জানাযায় অত লোকের সমাগম হয়েছে বলে আমি শুনিনি।

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল-এর প্রতিবেশী আল-ওয়ারকানী থেকে যথাক্রমে মুহাম্মদ ইবনুল আব্বাস আল-মক্কী ও আবূ হাতিম সূত্রে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ওয়ারকানী বলেন ঃ যেদিন ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ইনতিকাল করেন, যেদিন ইয়াহূদী-নাসারা ও মাজূসীদের বিশ হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কোন কোন নোসখায় বিশ হাজারের স্থলে দশ হাজার লিখিত আছে। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

দারা কুতনী বলেন ঃ আমি আবূ সাহ্‌ল ইব্‌ন যিয়াদকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা বিদআতীদেরকে বলে দাও, আমাদের ও তোমাদের মাঝে মীমাংসা করবে জানাযাসমূহ ; যখন তা অতিক্রম করবে। আর মহান আল্লাহ্ এ ক্ষেত্রে ইমাম আহমদ-এর উক্তিতে সত্য প্রমাণিত করেছেন। কেননা, তিনি তাঁর যুগের সুন্নাহ্‌র ইমাম ছিলেন। তার বিরোধীদের নেতা ছিল পৃথিবীর প্রধান বিচারপতি আহমদ ইব্‌ন আবূ দাউদ যার মৃত্যুকে একজন মানুষও পরওয়া করেনি এবং তার দিকে ফিরে তাকায়নি। তার মৃত্যুর পর বাদশাহ্‌র অল্প ক'জন সহচর ব্যতীত কেউ তাকে বিদায় জানাতে আসেনি। অনুরূপ দুনিয়াবিমুখিতা, তাক্‌ওয়া, খ্যাতি, আত্মপর্যালোচনার স্বভাব থাকা সত্ত্বেও হারিস ইব্‌ন আসাদ আল-মুহাসিবী তিন কিংবা চারজন লোক ছাড়া কেউ তাঁর জানাযা পড়েনি। তেমনি গুটি কতক লোক ছাড়া বিশ্‌র ইব্‌ন গিয়াস আল-মুরায়সীর জানাযা পড়েনি। পূর্বাপর সকল ক্ষমতাই মহান আল্লাহ্‌র।

বায়হাকী কবি হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি মহান আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হব আর ইমাম আহমদ-এর জানাযার নামায পড়ব না, তা আমি পসন্দ করি না।

জনৈক আসিম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যেদিন ইমাম আহমদকে দাফন করা হয়, সেদিন তিনি বলেছিলেন ঃ আজ পাঁচ-এর ষষ্ঠজন সমাধিস্থ হল। তারা হলেন, আবূ বকর, উমর, উছমান (রা), আলী (রা), উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয এবং আহমদ।

মৃত্যুকালে ইমাম আহমদ-এর বয়স ছিল সাতাত্তর কয়েক দিন। মহান আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

ইমাম আহমদ ইব্‌ন সম্পর্কে দেখা স্বপ্নসমূহ

সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ اِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ -

'মুবাশ্‌শিরাত (সুসংবাদদানকারী বিষয়সমূহ) ব্যতীত নবুওয়াতের আর কিছু অবশিষ্ট নেই।'

অপর বর্ণনায় আছে ঃ

لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ اِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ اَوْ تُرٰى لَهُ ۔

'নবুওয়াতের কিছু-ই অবশিষ্ট নেই সুস্বপ্ন ছাড়া, যা মু'মিন দেখে থাকে, কিংবা তাকে দেখানো হয়।'

সালামা ইব্ন শাবীব থেকে যথাক্রমে জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্নুল হুসায়ন। আলী ইব্ন মিহশাদ ও হাকিম সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, সালামা ইব্ন শাবীব বলেন ঃ আমি আহমদ ইব্ন হাম্বল-এর নিকট ছিলাম। সে সময়ে তাঁর নিকট এক প্রবীণ ব্যক্তি আগমন করেন। তার হাতে লোহার পাত লাগানো একটি লাঠি। এসে লোকটি সালাম দিয়ে বসে পড়ে বলেন ঃ আপনাদের মধ্যে আহমদ ইব্ন হাম্বল কে ? আহমদ বলেন ঃ আমি। আপনার প্রয়োজন ? তিনি বলেন ঃ আমি চারশ ফারসাখ (প্রতি ফারসাখ প্রায় আট কিলোমিটার) পথ পাড়ি দিয়ে আপনার নিকট এসেছি। আমি খিজিরকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে বলেন ঃ আপনি আহমদ ইব্ন হাম্বল-এর নিকট গিয়ে তাঁর খোঁজ-খবর নিন এবং তাকে বলুন ঃ আরশের মালিক এবং ফেরেশতাগণ মহান আল্লাহ্‌র জন্য আপনি যে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছেন, তার জন্য আপনার প্রতি সন্তুষ্ট।

আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা আল-ইস্কান্দারানী বলেন ঃ আহমদ ইব্ন হাম্বল যখন ইনতিকাল করেন, আমি প্রচণ্ডরূপে শোকাহত হয়ে পড়ি। সে সময়ে আমি স্বপ্নে দেখি, ইমাম আহমদ অহংকারীর ন্যায় হাঁটছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবদুল্লাহ্‌র পিতা ! এটা কোন চলন ? তিনি বলেন ঃ এ হল শান্তি নিকেতনে খাদিমদের হাঁটা। আমি বললাম ঃ মহান আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে কী আচরণ করেছেন ? তিনি বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, আমাকে মুকুট ও এক জোড়া সোনার জুতা পরিধান করিয়েছেন এবং আমাকে বলেন ঃ আহমদ ! এ হল তোমার পবিত্র কুরআনকে আমার কালাম বলার পুরস্কার। তারপর বলেন ঃ আহমদ ! তুমি সুফিয়ান ছাওরী থেকে যে দু'আগুলো শিক্ষা করছিলে এবং দুনিয়াতে তুমি দু'আগুলো করতে, এখন আমার নিকট সেই দু'আগুলো কর। আমি বললাম ঃ হে সব কিছুর প্রতিপালক ! সব কিছুর উপর তোমার শক্তির উসিলায় আমার সব কিছু ক্ষমা করে দাও, যাতে আমাকে তোমার কোন প্রশ্ন করতে না হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ আহমদ ! এটি জান্নাত। তুমি দাঁড়াও; এতে প্রবেশ কর। আমি প্রবেশ করলাম। হঠাৎ দেখি, আমি সুফিয়ান ছাওরীর সঙ্গে। তাঁর দু'টি সবুজ ডানা আছে। তা দ্বারা তিনি এক খেজুর গাছ হতে অপর খেজুর গাছে এবং এক গাছ হতে আরেক গাছে উড়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি বলছেন

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ
حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ *

"তারা প্রবেশ করে বলবে, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের অধিকারী করেছেন এই ভূমির। আমরা যেথায় ইচ্ছা বসবাস করব। সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম (সূরা যুমার ঃ ৭৪)।"

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিশ্‌র আল-হাফী-এর কী হল ? তিনি

বলেন ঃ বাহ ! বাহ !! বিশ্‌র-এর মত কে আছে ? আমি তাকে মহান সত্তার নিকট রেখে এসেছি। তার সম্মুখে খাবারের খাঞ্চা। আর মহান সত্তা তার পানে তাকিয়ে বলছেন ঃ খাও হে ঐ ব্যক্তি যে আহার করেনি। পান কর হে ঐ ব্যক্তি, যে পান করেনি। সুখ উপভোগ কর হে ঐ ব্যক্তি, যে কোন সুখ উপভোগ করেনি।

আবূ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হাতিম মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন ওয়ারাহ্ থেকে বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম বলেন ঃ আবূ যুর'আর মৃত্যুর পর আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে কী আচরণ করেছেন ? তিনি বলেন ঃ পরাক্রমশালী বলেছেন ঃ একে আবূ আবদুল্লাহ্, আবূ আবদুল্লাহ্ ও আবূ আবূ আবদুল্লাহ্– মালিক, শাফিঈ ও আহমদ ইব্‌ন হাম্বল-এর সঙ্গে নিয়ে জুড়ে দাও।

আহমদ ইব্‌ন খাররাযাদ আল-আনতাকী বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন কিয়ামত সংঘটিত হয়ে গেছে এবং মহান প্রতিপালক বিচারের জন্য আত্মপ্রকাশ করেছেন। এক ঘোষক আরশের নীচ থেকে ঘোষণা করছে ঃ তোমরা আবূ আবদুল্লাহ্‌কে, আবূ আবদুল্লাহ্‌কে, আবূ আবদুল্লাহ্‌কে এবং আবূ আবদুল্লাহ্‌কে জান্নাতে প্রবেশ করাও। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি আমার পার্শ্বস্থিত ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এরা কারা ? ফেরেশতা বলল ঃ মালিক, ছাওরী, শাফিঈ ও আহমদ ইব্‌ন হাম্বল।

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ খায়ছামা ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইয়ুব আল-মুকাদ্দাসী থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়াহ্‌ইয়া বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বপ্নে দেখলাম। দেখি, তিনি একটি কাপড় আবৃত হয়ে ঘুমিয়ে আছেন। আর আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুঈন তাঁর থেকে কাপড়খানা সরাচ্ছেন।

আহমদ ইব্‌ন আবূ দাউদ-এ জীবন চরিতে ইয়াহ্‌ইয়া আল-জালা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি দেখেন, আহমদ ইব্‌ন হাম্বল জামে' মসজিদের এক মজলিসে উপস্থিত আর আহমদ ইব্‌ন আবূ দাউদ আরেক মজলিসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উভয় মজলিসের মধ্যখানে দণ্ডায়মান। তিনি فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰۤؤُلَاۤءِ (এরা যদি এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে) আয়াতটি তিলাওয়াত করছেন আর ইব্‌ন আবূ দাউদ-এর মজলিসের দিকে করছেন। আবার فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكَافِرِيْنَ (তো এমন সম্প্রদায়ের প্রতি এগুলোর ভার অর্পণ করেছি, যারা এগুলো প্রত্যাখ্যান করবে না) আয়াতটি তিলাওয়াত করছেন আর আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ও তার সঙ্গীদের প্রতি ইংগিত করছেন।

২৪২ হিজরীর সূচনা

এ বছর বিভিন্ন জনপদে ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প হয়। তন্মধ্যে একটি হল কুমাছ নগরীর ভূমিকম্প। এই ভূমিকম্পে অনেক ঘর-বাড়ি বিধ্বস্ত হয় এবং তার অধিবাসীদের প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার ছিয়ানব্বইজন মানুষ প্রাণ হারায়। অপর ভূকম্পনগুলো সংঘটিত হয় ইয়ামান, খুরাসান, পারস্য, সিরিয়া প্রভৃতি নগরীতে। এ ভূমিকম্পগুলো ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

এ বছর রোমানরা আল-জাযীরার বিভিন্ন জনবসতির উপর আক্রমণ করে তাদের বহু সম্পদ

লুট করে নিয়ে যায় এবং প্রায় বিশ হাজার মানুষকে বন্দী করে। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন)।

এ বছর পবিত্র মক্কার নায়িব আবদুস সামাদ ইব্ন মূসা ইব্ন ইবরাহীম আল-ইমাম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী মানুষকে হজ্জ করান।

এ বছর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আল-মানসূর নগরীর বিচারক হাসান ইব্ন আলী ইবনুল জা'দ ও আবূ হাস্সান আয-যিয়াদী ইনতিকাল করেন।

আবূ হাস্সান আয-যিয়াদী

পূর্বাঞ্চলের বিচারক, নাম হাসান ইব্ন উসমান ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন হাস্সান ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ আল- বাগদাদী। ওয়লীদ ইব্ন মুসলিম। ওয়াকী' ইবনুল জাররা, ওয়াকিদী এবং আরো অনেকের নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন আবূ বকর ইব্ন আবুদ্দুনিয়া, আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-ফারগানী আল-হাফিয– যিনি আত-তিফ্ল নামে পরিচিত ছিলেন এবং অন্য একদল লোক।

ইব্ন আসাকির তাঁর ইতিহাসে আবূ হাস্সান আয-যিয়াদীর জীবন-চরিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আবূ হাস্সান আয-যিয়াদী যিয়াদ ইব্ন আবীহি-এর বংশজাত নন। তার কোন এক পূর্বপুরুষ যিয়াদ-এর এক উম্মু ওয়ালাদকে বিবাহ করেছিল। তাতেই তিনি আয-যিয়াদী বলে পরিচিতি লাভ করেন। তারপর ইব্ন আসাকির জাবির (রা) থেকে বর্ণিত তার একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেছেন ঃ اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ اَلْحَرَامُ بَيِّنٌ - 'হালালও স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট।'

ইব্ন আসাকির খতীব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, খতীব বলেছেন ঃ আবূ হাস্সান আয্-যিয়াদী শেষ্ট আরিফ, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত আলিমগণের একজন ছিলেন। তিনি মুতাওয়াক্কিল-এর খিলাফতকালে পূর্বাঞ্চলের বিচারক ছিলেন। সমবিষয়ক তাঁর একটি ইতিহাস গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর বহু হাদীস রয়েছে।

অন্যরা বলেন ঃ আবূ হাস্সান আয-যিয়াদী সৎকর্মপরায়ণ ও দীনদার লোক ছিলেন এবং অনেক কিতাব রচনা করেছেন। যুগ সম্পর্কে তাঁর চমৎকার অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর সুন্দর ইতিহাস রয়েছে। তিনি মহানুভব ও মর্যাদাসম্পন্ন লোক।

ইব্ন আসাকির তাঁর থেকে সুন্দর সুন্দর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি ঘটনা হল ঃ তাঁর এক বন্ধু তাঁর নিকট এসে কোন এক ঈদের দিনে তা অর্থ সংকটের কথা জানালেন। সে সময় তাঁর নিকট একশ দীনার ব্যতীত আর কোন অর্থ ছিল না। তিনি থলেসহ দীনারগুলো তাকে দিয়ে দেন। তারপর উক্ত ব্যক্তির এক বন্ধু তাঁর নিকট প্রার্থনা করে এবং তিনি যিয়াদীর নিকট যে অভিযোগ করেছিলেন, এই ব্যক্তিও তাঁর নিকট একই অভিযোগ করেন। ফলে তিনিও তাকে থলেটি দিয়ে দেন। অবশেষে আবূ হাস্সান শেষোক্ত লোকটির নিকট– যার কাছে থলেটি সর্বশেষ পৌঁছেছিল– কিছু ঋণ চেয়ে পত্র লিখেন। তিনি প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। ফলে লোকটি থলেসহ মুদ্রাগুলো তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেন। থলেটি দেখে আবূ হাস্সান আয-যিয়াদী

বিস্মিত হন এবং তার নিকট গমন করে বিষয়টি জানতে চান। লোকটি বলল ঃ অমুক আমার নিকট প্রেরণ করেছে। এবার তিনজন একত্র হলেন এবং দীনারগুলো পরস্পর বণ্টন করে নেন। মহান আল্লাহ্ তাদের প্রতি রহম করুন এবং তাদের মানবতাবোধের জন্য তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

এ বছর আবূ মুসআব আয-যুহ্রী, যিনি ইমাম মালিক থেকে মুওয়াত্তার বর্ণনাকারীদের একজন ছিলেন- বিখ্যাত কারীদের অন্যতম আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাকওয়ান, মুহাম্মদ ইব্ন আসলাম আত-তূসী, মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ জারহ- তা'দীল-এর ইমামগণের একজন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্মার আল-মূসিলী ও কাযী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আকসাম ইনতিকাল করেন।

২৪৩ হিজরীর সূচনা

এ বছর যুল-কা'দা মাসে খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ দামেশ্ক-এর উদ্দেশ্যে ইরাক ত্যাগ করেন। উদ্দেশ্য তিনি সেখানেই অবস্থান করবেন এবং সেখান থেকেই খিলাফত পরিচালনা করবেন। এ বছর ঈদুল আয্হা তিনি সেখানেই পালন করেন। ইরাকবাসিগণ তাদের মাঝ থেকে খলীফার চলে যাওয়ায় অনুতপ্ত হয়। ইয়াযীদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মাহ্লাবী এ ব্যাপারে বলেন

أظنُّ الشامَ تشمتُ بالعراقِ + اذا عــزمَ الاِمَامُ على انطلاق
فإنْ يَدَعِ انعراقُ وساكِنيها + فقدْ تُبْلى المليحةُ بالطلاق

"ইমাম যখন চলে যাওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, আমার ধারণা, শাম ইরাকের বিপদে খুশী হবে। খলীফা যদি ইরাক ও তার অধিবাসীদের পরিত্যাগ করেন, তাহলে লাবণ্যময়ী নারী তালাকের পরীক্ষার সম্মুখীন হবে।"

বিগত বছর যিনি লোকদেরকে হজ্জ করিয়েছিলেন, এ বছরও তিনি লোকদেরকে হজ্জ করান। তিনি হলেন পবিত্র মক্কার নায়িব।

এ বছর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, ইব্ন জারীর-এর বক্তব্য অনুসারে তাদের একজন হলেন ইবরাহীম ইবনুল আব্বাস।

ইবরাহীম ইবনুল আব্বাস

জায়গীরসমূহের যিম্মাদার। আমার মতে তার নাম হল ইবরাহীম ইবনুল আব্বাস ইব্ন সাওল আস-সাওলী আশ- শায়ির আল-কাতিব। তিনি মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আস-সাওসী-এর চাচা। জুরজান-এর রাজা সাওল বকর তাঁর দাদা ছিলেন। ছিলেন জুরজান বংশোদ্ভূত। তারপর প্রথমে তিনি মাজূসী ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু, পরে ইয়াযীদ ইবনুল মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সাফরা-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এই ইবরাহীম-এর একটি কাব্য গ্রন্থ রয়েছে, ইব্ন খাল্লিকান যার উল্লেখ করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য চমৎকার দু'টি পঙক্তি নিম্নরূপ ঃ

وَلربَّ نازلة يَضيقُ بها الفتى + ذَرْعًا وعندَ اللّهِ منها مَخْرَجُ
ضاقت فلما استحكمت حلقاتُها + فَرُجت وكنتَ أظنُّهَا لا تُفْرجُ

“বহু বিপদ এমন রয়েছে, যার প্রভাবে যুবকের হৃদয়ও সংকীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তার থেকে মুক্তির পথ বের করে দেন। হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে গেল। যখন তার পেরেকগুলো সুদৃঢ় হল, তখন সংকট দূর হয়ে গেল। অথচ, আমার ধারণা ছিল, সংকট বিদূরিত হবে না।”

তাঁর আরো দু'টি পঙক্তি হল ঃ

كنتَ السواد لمقلتى + فبكى عليكَ الناظرُ
منْ شاءَ بعدكَ فليمت + فعليك كنتُ أحاذرُ

“তুমি আমার চোখের মণি ছিলে। আমার চক্ষু তোমার জন্য ক্রন্দন করছে। তোমার পরে সে খুশী মরে যাক। আমার তো শুধু তোমারই মৃত্যুর ভয় ছিল।”

তন্মধ্যে কয়েকটি পঙক্তি হল, যেগুলো তিনি মু'তাসিম এর উযীর মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইবনুয্ যায়্যাত -এর প্রতি লিখেছিলেন ঃ

وكنت أخى بإخاءِ الزمانِ + فلمّا نَبَى صِرْتَ حَرْبًا عَوانا
وكنتُ أذمً اليك الزمانَ + فأصبحتُ منكَ أذمُ الزمانا
وكنت أعدّكَ للنائباتِ + فها أنا أطلبُ منكَ لامانا

“কাল ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার ফলে তুমি আমার ভাই হয়েছিলেন। আর কাল যখন মুখ ফিরিয়ে নিল, তুমি কঠিন যুদ্ধে পরিণত হয়ে গেছ। বিপদাপদে আমি তোমার শরাণাপন্ন হতাম। আর এখন আমি তোমার থেকে নিরাপত্তা কামনা করছি।”

তাঁর আরো দু'টি পঙক্তি হল ঃ

لايمنعنَّكَ خفضُ العيشِ فِى دَعَةٍ + نزوعَ نفسٍ إلى أهلٍ وأوطانِ
تلقى بكل بلادٍ ان حللتَ بها + أهلاً بأهلٍ وأوطاناً بأوطانِ

“পরিতৃপ্ত জীবন ও বিলাসিতার মাঝে তোমাকে পরিজন ও স্বদেশের প্রতি ফিরে আসতে আন্তরিকভাবে বারণ করা হয়নি। তুমি যে জনপদেই অনুপ্রবেশ কর না কেন সেখানেই তুমি পরিজনের পরিবর্তে পরিজন এবং মাতৃভূমির পরিবর্তে মাতৃভূমি পেয়ে যাবে।”

ইবরাহীম ইবনুল আব্বাস এ বছরের মধ্যে শা'বান সুররা মানরাআয় ইনতিকাল করেন। সে সময় হাসান ইব্‌ন মুখাল্লাদ ইবনুল জার্‌রাহ ইবরাহীম ইব্‌ন শা'বান-এর খলীফা ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ হাশিম ইব্‌ন ফাইজূর এ বছরের যুলহাজ্জা মাসে ইনতিকাল করেন।

আমার মতে ঃ এ বছর আহমদ ইব্‌ন সাঈদ আর-রিবাতী, সূফীবাদের ইমাম হারিস ইবনুল আসাদ আল-মুহাসিবী, ইমাম শাফিঈ (র)-এর বন্ধু হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আত-তাজীবী, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআবিয়া আল-জুমাহী, মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর আল-আদানী, হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-হাম্মানী ও হান্নাদ ইবনুস-সারী ইনতিকাল করেন।

২৪৪ হিজরীর সূচনা

র মাসে খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল খিলাফতের জাঁক-জমকের সঙ্গে দামেশ্‌ক প্রবেশ করেন। দিনটি ছিল শুক্রবার। খলীফার সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করার সিদ্ধান্ত ছিল। তিনি রাষ্ট্রের নথিপত্র দামেশক স্থানান্তর করার এবং সেখানে প্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। দারিয়ার পথে প্রাসাদ নির্মাণ করা হল। খলীফা সেখানে কিছুদিন বসবাস করেন। তারপর তিনি সে স্থানটি অনুপযোগী মনে করেন এবং দেখতে পান যে, ইরাকের তুলনায় সেখানকার বাতাস বেজায় ঠাণ্ডা এবং পানি ভারী। তিনি আরো দেখতে পান যে, গ্রীষ্মকালে সেখানকার বাতাস দ্বি-প্রহরের পর আন্দোলিত হয় এবং রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বাতাসের তীব্রতা ও ধুলার তীব্রতা বাড়তে থাকে। সেখানে তিনি অনেকগুলো বিচ্ছু দেখতে পান। শীতের মওসুম আসলে তিনি এতবেশী বৃষ্টি ও বরফপাত দেখতে পান যে, তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। তাঁর সঙ্গে প্রচুর লোক থাকার কারণে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় এবং অধিক বৃষ্টি ও ররফ পাতের কারণে আমদানী বন্ধ হয়ে যায়। খলীফা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেন। তিনি বিগাকে রোমের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন এবং নিজে দুই মাস দশদিন দামেস্কে অবস্থান করার পর বছরের শেষ দিকে ছামিরায় ফিরে যান। তাকে পেয়ে বাগদাদবাসী অতিশয় আনন্দিত হয়।

এ বছর মুতাওয়াক্কিলকে সেই বর্শাটি প্রদান করা হয়, যেটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে বহন করা হত। বর্শাটি পেয়ে খলীফা অত্যন্ত আনন্দিত হন। এই বর্শাটি ঈদ ও অন্যান্য দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে বহন করা হত। বর্শাটি ছিল নাজ্জাশীর। তিনি এটি যুবায়র ইবনুল আওয়ামকে দান করেছিলেন। যুবায়র বর্শাটি দিয়ে দেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে। এবার খলীফা মুতাওয়াক্কিল বর্শাটি তার সামনে সামনে বহন করার জন্য পুলিশ প্রধানকে নির্দেশ প্রদান করেন যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে সামনে বহন করা হত।

এ বছর খলীফা মুতাওয়াক্কিল ডাক্তার বাখতীশু-এর উপর রুষ্ট হন, তাকে দেশান্তর করেন এবং তার ধন-সম্পদ নিয়ে নেন। এ বছর আবদুস সামাদ লোকদেরকে হজ্জ করান, পূর্বে যার আলোচনা করা হয়েছে।

ঘটনাক্রমে এ বছর ঈদুল আযহা, ইয়াহূদীদের খামীস ফিত্‌র এবং নাসারাদের শু'আনীন একই দিনে হয়ে পড়ে। সে এক বিস্ময়কর ও দুর্লভ ঘটনা।

এ বছর আহমদ ইব্‌ন মুনী, ইসহাক ইব্‌ন মূসা আল-খাতমী, হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা, আবদুল হামীদ ইব্‌ন সিনান, আলী ইব্‌ন হিজর, আল-ওয়াযীর মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক আয-যায়্যাত ও ইসসালুন মানতিক-এর লেখক ইয়াকূব ইবনুস-সাকীত মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২৪৫ হিজরীর সূচনা

এ বছর খলীফা মুতাওয়াক্কিল মহূয়া শহর বিনির্মাণ এবং তার নদী খননের নির্দেশ প্রদান করেন। কথিত আছে যে, এই শহর নির্মাণ ও লু'লুয়াহ্ নামক খিলাফত ভবন নির্মাণে তিনি বিশ লাখ দীনার ব্যয় করেন।

এ বছর বিভিন্ন নগরীতে অনেক ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে একটি হল ইনতাকিয়া শহর। ভূমিকম্পে এই শহরের এক হাজার পাঁচশ বাড়ি বিধ্বস্ত হয় এবং নব্বই-এর অধিক

দেওয়ালের স্তম্ভ ভেঙ্গে পড়ে। মানুষ অত্যন্ত ভয়ংকর শব্দ শুনে বাড়ি-ঘর ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়। নগরীর এক পার্শ্বে অবস্থিত আকরা নামক পাহাড়টি বিধ্বস্ত হয়ে নদীতে ধসে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নদী উত্তাল হয়ে উঠে এবং নদী থেকে দুর্গন্ধযুক্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো ধোঁয়া উত্থিত হয় এবং এক ফারসাখ পর্যন্ত নদী শুকিয়ে যায়। নদীর পানি কোথায় চলে যায় জানা যায়নি।

আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর বলেন ঃ এ বছর তানীস গোত্রের লোকেরা স্থায়ী ও দীর্ঘ এক বিকট শব্দ শুনতে পায় যাতে অনেক মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর আরো বলেন ঃ এ বছর রুহা, রিক্কা, হাররান, রা'সূল আইন, হিম্‌স, দামেশ্‌ক, তারসূস মাসীসা, উম্‌না এবং শামের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহও ভূমিকম্পে আক্রান্ত হয়। এ বছর লায়েকিয়া নগরীও তার অধিবাসীদের নিয়ে প্রকম্পিত হয়। পরিণতিতে ধ্বংসের হাত থেকে তার একটি বাড়িও রক্ষা পায়নি, স্বল্পসংখ্যক মানুষ ব্যতীত তার সকল অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পর্বতটি তার অধিবাসীদেরসহ ধ্বংস হয়ে যায়।

এ বছর পবিত্র মক্কার মুশাশ কূপ শুকিয়ে যায়। ফলে পবিত্র মক্কায় এক মশক পানির দাম আশি দিরহামে পৌঁছে যায়। পরে মুতাওয়াক্কিল লোক প্রেরণ করে কূপটিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ফলে কূপে পুনরায় পানি প্রবাহিত হয়।

এ বছর ইসহাক ইব্ন আবূ ইসরাঈল, সাওয়ার ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-কাযী ও হিলাল আল-রাযী মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এ বছর নাজাহ ইব্ন সালামা মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইনি নথিভুক্তকরণ বিভাগের দায়িত্বশীল ছিলেন। খলীফা মুতাওয়াক্কিল-এ নিকট তিনি মর্যাদাসম্পন্ন লোক ছিলেন। কিন্তু, পরে কোন এক ঘটনায় খলীফার সঙ্গে তার সম্পর্কের এত অবনতি ঘটে যে, মুতাওয়াক্কিল তার সকল সহায়-সম্পত্তি ও সঞ্চিত সম্পদ নিয়ে নেন। ইব্ন জারীর বিস্তারিতভাবে তার কাহিনী উল্লেখ করেছেন।

এ বছর আহমদ ইব্ন আব্দা আয্‌যাবী পবিত্র মক্কার কারী আবুল হায়স আল-কাওয়াস, আহমদ ইব্ন নাস্‌র আল-নৈশাপুরী, ইসহাক ইব্ন আবূ ইসরাঈল, ইসমাঈল ইব্ন মূসা ইব্ন বিনতুস্‌সুদ্দী, যুনূন আল-মিসরী, আবদুর রহমান ইব্ন ইবরাহীম দুহায়ম, মুহাম্মদ ইব্ন রাফি', হিশাম ইব্ন আম্মার ও আবূ তুরাব আন-নাখ্‌শাবী ও ইবনুর রাওয়ানদী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ইবনুর রাওয়ান্দী

নাস্তিক। নাম আহমদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইসহাক আবুল হুসায়ন ইবনুর রাওয়ানদী। কাশাস নগরীর একটি গ্রামের নামে তাকে রাওয়ানদী বলা হয়। পরে তিনি বাগদাদে প্রতিপালিত হন। সেখানে থেকে তিনি নাস্তিকতা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করতেন। তার অনেক গুণ ছিল। কিন্তু, সেই গুণাবলীকে তিনি ক্ষতিকর এবং দুনিয়া-আখিরাতে কোন উপকারে আসবে না এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। ইবনুল জাওযীর বর্ণনা মুতাবেক আমরা দুইশ আটানব্বই হিজরী সনের আলোচনায় তার দীর্ঘ জীবন-চরিত আলোচনা করেছি। এখানে উল্লেখ করার কারণ হল, ইব্ন খাল্লিকান এর বর্ণনা মতে তিনি এই বছর মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু, তিনি তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। তিনি তার সমালোচনা না করে বরং প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তার নাম আবুল হাসান

আহমদ ইব্‌ন ইসহাক আর- রাওয়ানদী। তিনি বিখ্যাত আলিম ছিলেন। ইলমুল কালাম বিষয়ে তার বক্তব্য রয়েছে। তিনি তৎকালের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা একশ চৌদ্দের মত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল ফাতীহাতুল মু'তাযিলা, কিতাবুল হজ্জ, কিতাবুয্‌ যামরাদাহ ও কিতাবুল কাসাব ইত্যাদি। তার অনেক গুণ আছে এবং ইল্‌মুল কালাম-এর একদল আলিমের সঙ্গে তার কথোপকথন হয়েছিল। মাযহাব বিষয়ে তার স্বতন্ত্র চিন্তাধারা রয়েছে, যা ইল্‌মে কালাম-এর আলিমগণ তার থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

তিনি দুইশ পঁয়তাল্লিশ হিজরীতে মালিক ইব্‌ন তাউফ আত-তাগলিবীর প্রাঙ্গণে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কেউ কেউ বলেন বাগদাদে। তবে ইব্‌ন খাল্লিকান বর্ণিত এই তথ্য ভুল। ইবনুল জাওযী তার মৃত্যু তারিখ দুইশ আটানব্বই হিজরী উল্লেখ করেছেন। সেখানে তার বিস্তারিত জীবন-চরিত আলোচিত হবে।

যুন্নুন আল-মিসরী

ছাওবান ইব্‌ন ইবরাহীম। কেউ কেউ বলেন ঃ ইবনুল ফায়জ ইব্‌ন ইবরাহীম। আবুল ফায়জ আল-মিসরী। বিখ্যাত মাশায়খগণের একজন। ইব্‌ন খাল্লিকান আল-ওয়াকফিয়াতে তার জীবন-চরিত আলোচনা করেছেন, তার ফাযায়িল ও হালচাল উল্লেখ করেছেন এবং তার মৃত্যু তারিখ দুইশ পঁয়তাল্লিশ বলে বর্ণনা করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, তিনি এর পরের বছর মৃত্যুবরণ করেছেন। কারো মতে দুইশ আটচল্লিশ হিজরী সনে। মহান আল্লাহ্‌ ভাল জানেন। ইমাম মালিক থেকে যাঁরা মুআত্তা বর্ণনা করেছেন, তিনি তাদের একজন বলে পরিগণিত। ইব্‌ন ইউনুস মিসরের ইতিহাসে তার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যুন্নুন আল-মিসরীর পিতা নাওবীর অধিবাসী ছিলেন। কেউ কেউ বলেন ঃ আখমীম-এর অধিবাসী। তিনি প্রাজ্ঞ ও স্পষ্টভাষী ছিলেন। কেউ কেউ বলেন ঃ তাঁকে তাঁর তাওবার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ তিনি দেখতে পান যে, একটি দৃষ্টিহীন কাব্বারা পক্ষী তার বাসা থেকে বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে আটি তার জন্য বিদীর্ণ হয়ে দু'টি সোনা-রূপার পাত্রে পরিণত হয়ে যায়। একটি তেল এবং অপরটিতে পানি। পাখিটি একটি থেকে আহার ও একটি থেকে পান করল।

একদা খলীফা মুতাওয়াক্কিল-এর নিকট তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করা হল। খলীফা তাকে মিসর থেকে নিয়ে ইরাক হাযির করান। তিনি খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে উপদেশ প্রদান করেন। তাঁর ওয়ায শুনে খলীফা কেঁদে ফেলেন। ফলে, খলীফা তাকে সম্মানের সাথে বিদায় করে দেন। তারপর থেকে যখনই খলীফার নিকট তার আলোচনা হত, খলীফা তাঁর প্রশংসা করতেন।

২৪৬ হিজরীর সূচনা

এ বছরের আশূরার দিনে মুতাওয়াক্কিল মাহূযা নগরীতে প্রবেশ করে সেখানকার কসরে খিলাফতে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং প্রথমে কারীগণের ও পরে গায়কদের তলব করে তাদের উপহার-উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করে দেন। দিনটি ছিল শুক্রবার।

এ বছরের সফর মাসে মুসলমান ও রোমানদের মাঝে পণ বিনিময় হয়। মুক্তিপণ আদায় করে অন্তত চার হাজার মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করা হয়।

এ বছরের শা'বান মাসে বাগদাদে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়, যা প্রায় একুশ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বলখেও বৃষ্টিপাত হয়, যার পানি ছিল টাটকা রক্ত।

এ বছর মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান আয-যানীবী মানুষকে হজ্জ করান এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির মওসূম বিষয়ক যিম্মাদার হজ্জ পালন করেন।

এ বছর মৃত্যুমুখে পতিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কয়েকজন হলেন আহমদ ইব্ন ইবরাহীম আদ-দাওবাকী, হুসায়ন ইব্ন আবুল হাসান আল-মারূযী, বিখ্যাত কারীগণের অন্যতম আবূ আমর আদ-দাওরী, মুহাম্মদ মুসাফফা আল-হিমসী এবং দা'বাল ইব্ন আলী।

দা'বাল ইব্ন আসী

ইব্ন রযীন ইব্ন সুলায়মান আল-খুযাঈ। তার এক বুদ্ধিমান, অত্যধিক প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী কবি গোলাম ছিল। তিনি একদা সাহ্ল ইব্ন হারূন আল-কাতিব-এর নিকট উপস্থিত হন। সাহ্ল কৃপণ লোক। তিনি নাস্তা তলব করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে পেয়ালায় করে একটি মুরগী উপস্থিত করা হল। কিন্তু, মুরগীটি এত শক্ত যে, ছুরিও অনায়াসে কাটছে না এবং দাঁত দ্বারা ছেঁড়া যাচ্ছে না। মুরগীটির মাথা নেই। তিনি বাবুর্চিকে বলেন ঃ ধ্বংস হও, তুমি কী করেছ ? মুরগীর মাথা কোথায় ? বাবুর্চি বলল ঃ আমি তো মনে করেছিলাম, আপনি ওটা খাবেন না। তাই আমি ওটা ফেলে দিয়েছি। সাহ্ল বলেন ঃ তুমি ধ্বংস হও, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি তো সেই ব্যক্তিকেও দোষারোপ করি, যে পা দু'টোও ফেলে দেয়। এমতাবস্থায় মাথার কী হবে, বল। চার ইন্দ্রিয়ের সব ক'টিই তো মাথায়। মাথার একটি ইন্দ্রিয় দ্বারাই মুরগী বাক দেয়। চক্ষুদ্বয়ও এই মাথায়। এই দুই চক্ষু দ্বারাই উপমা দেওয়া হয়। এর দ্বারা বরকত হাসিল করা হয়। এর হাড় হল সব চেয়ে আকর্ষণীয়। তোমার যদি ওটা খাওয়ার ইচ্ছা না থাকে, তাহলে নিয়ে আস। বাবুর্চি বলল ঃ ওটা কোথায় আমি জানি না। সাহ্ল বলেন ঃ আমি জানি, ওটা তোমার পেটে। মহান আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুন। ফলে, বাবুর্চি তাকে কবিতার মাধ্যমে তার প্রতি নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করে, যাতে তার কার্পণ্যের কথা উল্লেখ রয়েছে।

আহমদ ইব্ন আবুল হাওয়ারী

নাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন মায়মূন ইব্ন আইয়াশ ইবনুল হারিস আবুল হাসান আত-তাগলিবী আল-গাতফাঈ। বিখ্যাত দুনিয়াবিমুখ আলিম, আলোচিত আবিদ ও স্বনামধন্য সৎকর্মপরায়ণ লোকদের একজন। সুস্থ চিন্তাধারা ও সমুজ্জ্বল কারামাতের অধিকারী। কূফা বংশোদ্ভূত। বসবাস করেন দামেশ্‌কে। আবূ সুলায়মান আদ-দারানী থেকে দীক্ষা লাভ করেছেন। সুফিয়ান ইব্ন উইআয়না ওয়াকী' ও আবূ সালামা প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ, ইব্ন মাজা, আবূ হাতিম, আবূ যুরআ দামেশ্‌কী এবং আবূ যুরআ আর-রাযী প্রমুখ। আবূ হাতিম তাঁর উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি তাঁর প্রশংসা করেছেন।

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন মুঈন বলেন ঃ আমার বিশ্বাস, আল্লাহ্ তাঁর মাধ্যমে সিরীয়দের পরিতৃপ্ত করবেন। জুনায়দ ইব্ন মুহাম্মদ বলেন ঃ আহমদ ইব্ন আবুল হাওয়ারী হলেন সিরিয়ার ফুল।

ইব্ন আসাকির বর্ণনা করেন যে, আহমদ ইব্ন আবুল হাওয়ারী আবূ সুলায়মান আদ-দারামীর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন যে, তাঁকে রুষ্টও করবেন না এবং তাঁর বিরুদ্ধাচারণও করবেন না। একদিন তিনি দারামীর নিকট আগমন করেন। দারামী তখন মানুষের সাথে কথা বলছিলেন। এসেই আহমদ বলেন ঃ হযরত ! তারা তো চুলা গরম করেছে। আপনার নির্দেশ কী ? কিন্তু, আবূ সুলায়মান ব্যস্ততার কারণে কোন জবাব দিলেন না। আহমদ দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা করলেন। তৃতীয়বারে দারামী বলেন ঃ তুমি গিয়ে তার মধ্যে বসে থাক। বসে আবূ সুলায়মান পুনরায় মানুষের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি উপস্থিত লোকদের বলেন ঃ আমি তো আহমদকে বলেছিলেন ঃ গিয়ে চুলার মধ্যে বসে থাক। আর আমার বিশ্বাস, সে তা করেছে। চল তো গিয়ে দেখে আসি। তারা গেলেন। দেখতে পেলেন, আহমদ চুলার মধ্যে বসে আছে। কিন্তু তাঁর কিছুই পোড়েনি। এমনকি একটি পশমও নয়।

ইব্ন আসাকির আরো বর্ণনা করেন যে, একদিন সকাল বেলা আহমদ ইবনুল হাওয়ারীর একটি সন্তান ভূমিষ্ট হয়। কিন্তু নবজাতকের পরিচর্যা করার মত কিছুই তাঁর ঘরে ছিল না। তিনি খাদিমকে বলেন ঃ লও, আমাদের জন্য কিছু আটা ধার করে আন। ঠিক এমন সময়ে এক ব্যক্তি দুইশ দিরহাম নিয়ে এসে তাঁর সম্মুখে রাখে। সঙ্গে সঙ্গে অপর এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললঃ রাতে আমার একটি সন্তান জন্মলাভ করেছে ; আমার কিছুই নেই। শুনে আহমদ আকাশের দিকে চোখ তুলে বলেন ঃ হে আমার প্রতিপালক ! এতই তাড়াতাড়ি করলে ? তারপর লোকটিকে বলেন ঃ এই দিরহামগুলো নিয়ে যান। বলেই তিনি দিরহামগুলো সম্পূর্ণ তাকে দিয়ে দেন। তার কিছুই নিজের কাছে অবশিষ্ট রইল না। তারপর পরিবারের জন্য তিনি আটা ধার করে আনেন।

তাঁর খাদিম তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একবার সীমান্ত প্রহরায় নিমিত্ত ছাউনি ফেলার জন্য বের হন। সে সময়ে প্রভাত থেকে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত তাঁর নিকট হাদিয়া আসতে থাকে। পরে তিনি মাগরিব পর্যন্ত সেগুলো সম্পূর্ণ বণ্টন করে দেন। তারপর তিনি আমাকে বলেন ঃ এমনই হও। মহান আল্লাহ্র নিকট কিছু ফেরতও দিও না, তার থেকে নিজের কাছে কিছু সঞ্চিতও কর না।

তারপর খলীফা মা'মূন-এর আমলে যখন খালকে কুরআনের সূত্রে নির্যাতনের ধারা বাগদাদ এসে পৌছে, তখন আহমদ ইব্ন আবুল হাওয়ারী, হিশাম ইব্ন আম্মার সুলায়মান ইব্ন আবদুর রহমান ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাকওয়ানকে নির্দিষ্ট করা হয়। ইব্ন আবুল হাওয়ারী তারা প্রত্যেকে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ফলে তাকে দারুল হিজারায় আটক করে হুমকি প্রদান করা হয়। বাধ্য হয়ে তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে কৌশলগত কারণে সম্মতি প্রকাশ করেন। তারপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মহান আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন। এক রাতে সীমান্ত পাহারা দানকালে তিনি إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এই আয়াতটি বারংবার তিলাওয়াত করছিলেন। তিনি সকাল পর্যন্ত এই অবস্থায় অতিবাহিত করেন। এক সময় তিনি তার কিতাবগুলোকে নদীতে ফেলে দিয়ে বলেন ঃ মহান আল্লাহ্র পরিচয় লাভের নিমিত্ত তুমি আমার জন্য উত্তম দলীল ছিলে। কিন্তু, লক্ষ্যের পরিচয় লাভ ও লক্ষ্য পর্যন্ত পৌছে যাওয়ার পর দলীল নিয়ে ব্যস্ত থাকা অসম্ভব।

আহমদ ইব্ন আবুল হাওয়ারীর বাণী

* আল্লাহ্র অস্তিত্বের পক্ষে তিনি ছাড়া আর কোন প্রমাণ নেই।

* বিদ্যা তো অন্বেষণ করা হয় সেবার রীতি-নীতি জানার জন্য।

* যে ব্যক্তি দুনিয়ার পরিচয় লাভ করল, সে দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে গেল। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আখিরাতের পরিচয় লাভ করল, সে তার প্রতি আকৃষ্ট হল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে চিনল, সে তাঁর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিল।

* যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করল এবং তার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করল, আল্লাহ্ তার অন্তর থেকে বিশ্বাসের নূর এবং দুনিয়াবিমুখতা বিদূরীত করে দেন।

তিনি বলেন ঃ আমি আমার শুরু জীবনে একবার আবূ সুলায়মানকে বললাম ঃ আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলেন ঃ তুমি কি উপদেশ গ্রহণ করবে ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা। তিনি বলেন ঃ প্রতিটি কামনা-বাসনায় তুমি তোমার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ কর। কেননা, প্রবৃত্তি মন্দ কাজের নির্দেশ প্রদান করে থাকে। তুমি তোমার মুসলিম ভাইদের তাচ্ছিল্য করা থেকে বিরত থাক। মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্যকে আবরণ, তার ভয়কে প্রতীক, তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ হওয়াকে পাথেয় এবং সত্যতাকে সৌন্দর্য বানিয়ে নাও। আর তুমি বিশেষভাবে আমার এই একটি কথা গ্রহণ করে নাও, তা থেকে বিচ্ছিন্ন ও উদাসীন হয়ো না। তা হল ঃ যে ব্যক্তি প্রতি মুহূর্তে, প্রতিটি অবস্থায় ও প্রত্যেক কাজ-কর্মে মহান আল্লাহ্‌কে লজ্জা করে চলে। মহান আল্লাহ্ তাকে তাঁর ওলীগণের স্তরে পৌঁছিয়ে দেন।

আহমদ ইব্‌ন আবুল হাওয়ারী বলেন ঃ আমি তাঁর এই বাণীগুলোকে সর্বদা আমার সামনে রাখি এবং এগুলো স্মরণ করি এবং এর মাধ্যমে প্রবৃত্তির মুকাবিলা করি।

বিশুদ্ধ অভিমত হল ঃ আহমদ ইব্‌ন আবুল হাওয়ারী এ বছর ইনতিকাল করেন। কেউ বলেন ঃ দুইশ ত্রিশ হিজরীতে। আবার কেউ কেউ ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

২৪৭ হিজরীর সূচনা

এ বছরের শাওয়াল মাসে খলীফা আল্-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ আপন ছেলে মুনতাসির-এর হাতে খুন হন। ঘটনার পটভূমি হল এই যে, খলীফা মুতাওয়াক্কিল আপন ছেলে আবদুল্লাহ্ আল্-মু'তাযকে– যিনি তাঁর পরে খলীফা হচ্ছেন– জুমুআর দিন জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে ভাষণ প্রদান করেন। সংবাদটা খলীফার অপর ছেলে মুনতাসির-এর নিকট পৌঁছে যায়। মুনতাসির তাঁর পিতা ও ভাইয়ের উপর ক্রুদ্ধ হন। ফলে তাঁর পিতা তাঁকে ডেকে নিয়ে অপদস্থ করেন এবং তাঁর মাথায় প্রহার করার নির্দেশ দেন এবং তাকে চড়-থাপ্পড় মারেন। পাশাপাশি তাঁর ভাইয়ের পর তাকে খলীফা হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাতে মুনতাসির-এর ক্ষোভ আরো বেড়ে যায়। ঈদুল ফিতরের দিন মুতাওয়াক্কিল জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। তখন রোগের কারণে তিনি বেশ দুর্বল ছিলেন। তারপর সেই তাঁবুমালায় চলে যান, যেগুলো চার মাইল জায়গা জুড়ে তাঁর জন্য স্থাপন করা হয়েছিল। তিনি সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। তারপর রীতি অনুযায়ী তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধবকে শাওয়াল মাসের তিন তারিখে আসরে নিমন্ত্রণ করেন। এদিকে তাঁর ছেলে মুনতাসির ও একদল আমীর অতর্কিত তাঁর উপর আক্রমণ করে। তারা শাওয়াল মাসের চার তারিখ বুধবার

রাতে তাঁর ঘরে প্রবেশ করে। কেউ কেউ বলেন ঃ এ বছরের শা'বান মাসের চার তারিখ। সে সময়ে তিনি আহারে রত ছিলেন। তারা তরবারি নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে। তারপর তারা তাঁর ছেলে মুনতাসিরকে খিলাফতের মসনদে আসীন করে।

মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্-এর জীবন চরিত

জা'ফর ইবনুল মু'তাসিম ইবনুর রশীদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মাহদী ইবনুল মানসূর আল-আব্বাসী। মুতাওয়াক্কিল এর মা ছিলেন উম্মু ওয়ালাদ, যার নাম ছিল শুজা', জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তায় তিনি নেতৃস্থানীয় মহিলাদের একজন। দুইশ সাত হিজরীতে কামুস-সুল্হ নামক স্থানে মুতাওয়াক্কিল-এর জন্ম। দুইশ বত্রিশ হিজরীর যুলহাজ্জা মাসের চব্বিশ তারিখ বুধবার আপন ভাই ওয়াসিকের পর তাঁর হাতে খিলাফতের বায়আত অনুষ্ঠিত হয়।

নবী করীম (সা) থেকে যথাক্রমে জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্, আবদুর রহমান ইব্ন হিলাল, মূসা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ, আল-আ'মাশ, সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাব ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আকছাম সূত্রে খতীব বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ حَرُمَ الـرِّفْقَ حَرُمَ الْخَيْرَ -

যে ব্যক্তি কোমলতা থেকে বঞ্চিত হয়, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়।

তারপর মুতাওয়াক্কিল আবৃত্তি করতে শুরু করলেন ঃ

الرفق يـمن والاناةُ سعادةٌ + فاستأنِ فى رفقٍ تلاقِ نجاحا
لا خيرَ فِى حَزمٍ بغيرِ رويّةٍ + والشكَ وهن ان أردتَ سَراحا

"কোমলতা হল বরকত আর সহনশীলতা হচ্ছে সৌভাগ্য। কাজেই তুমি কোমলতায় ধীরতা অবলম্বন কর; সফলতা লাভ করবে। ভাবনা-চিন্তা ব্যতীত বুদ্ধিমত্তায় কোন কল্যাণ নেই। তুমি যদি বন্দীদশা থেকে মুক্তি কামনা কর, তা হলে সংশয় একটি দুর্বলতা।"

ইব্ন আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন ঃ মুতাওয়াক্কিল তাঁর পিতা মু'তাসিম ও কাযী ইয়াহ্ইয়া আকছাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন কবি আলী ইবনুল জুহ্ম ও হিশাম ইব্ন আম্মার দামেশ্কী।

তিনি তাঁর খিলাফত আমলে দামেশ্ক গমন করেন এবং সেখানে দারিয়া নামক স্থানে প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

একদিন তিনি উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ খলীফাগণ প্রজাদের উপর ক্রুদ্ধ হন, যাতে তারা তাদের আনুগত্য করে। আর আমি তাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করি, যাতে তারা আমাকে ভালবাসে ও আমার আনুগত্য করে।

আহমদ ইব্ন মারওয়ান আল-মালেকী বর্ণনা করেন যে, আহমদ ইব্ন আলী আল-বসরী বলেনঃ মুতাওয়াক্কিল আহমদ ইবনুল মু'যিল প্রমুখ আলিমগণের নিকট বার্তা প্রেরণ করে তাদের তার বাসভবনে সমবেত করেন। তারা এসে উপস্থিত হলে মুতাওয়াক্কিল তাদের নিকট আগমন করেন। তিনি এসে পৌঁছা মাত্র লোকেরা তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু, আহমদ ইবনুল মু'যিল

দাঁড়ালেন না। মুতাওয়াক্কিল উবায়দুল্লাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইনি কি আমার বায়আত সমর্থন করেন না ? উবায়দুল্লাহ্ বলেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন ! তা করেন বটে ; কিন্তু তার চোখে কিছু ত্রুটি আছে। শুনে আহমদ ইবনুল মু'যিল বলেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন ! আমার চোখে কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করেছি। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

'যে ব্যক্তি ভালবাসবে যে, মানুষ দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান করুক, সে যেন জাহান্নামের নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেয়।'

শুনে মুতাওয়াক্কিল এগিয়ে এসে আহমদ ইবনুলল মু'যিল-এর পার্শ্বে বসলেন।

খতীব বলেন ঃ আলী ইবনুল জুহ্‌ম একদিন মুতাওয়াক্কিল-এর নিকট গমন করেন। সে সময়ে তাঁর হাতে দু'টি মুক্তা ছিল। তিনি মুক্তাগুলো নাড়াচাড়া করছিলেন। দেখে আলী ইবনুল জুহ্‌ম তাঁকে নিম্নোক্ত পংক্তিটি আবৃত্তি করে শোনান ঃ

وإذا مررت ببئر عروة فاستقى من مائها

"তুমি যখন উরওয়ার কূপের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করবে, তখন তুমি তার পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়ো।"

শুনে খলীফা ডান হাতের মুক্তাটি তাঁকে দিয়ে দেন, যার মূল্য ছিল একলাখ। এবার আলী ইবনুল জুহ্‌ম আবৃত্তি করলেন ঃ

بِسُرَّ من رأى أميرٌ + تَغْرِفُ من بحره البحار
يُرجَى ويُخشَى لكلّ خطبٍ + كأنَّهُ جَنَّةٌ وَنَارُ
الملكُ فيه وفى بَنِيْهِ + ما اختلفَ الليلُ والنهارُ
يَدَاهُ فى الجودِ ضُرَّتانِ + عليهِ كلتاهما تَغارُ
لم تأتِ منهُ اليمينُ شيئًا + الا أتَتْ مثلَهُ اليسارُ

সুররা মানরাআয় একজন আমীর আছেন, যার সমুদ্র থেকে আজলা ভরে সমুদ্রমালা। তাঁর নিকট আশাও করা হয়, তাকে ভয়ও করা হয়। যেন তিনি জান্নাত-জাহান্নাম দুই। যতদিন রাত-দিনের পরিবর্তন অব্যাহত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত রাজত্ব তাঁর ও তাঁর ছেলেদের হাতেই থাকবে। দানশীলতায় তার হস্তদ্বয় দুই সতীনের ন্যায়। উভয়েই তারা তাঁর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে থাকে। তাঁর ডান হাত কিছু দান করলে অমনি বাম হাতও অনুরূপ দান করে।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ এবার মুতাওয়াক্কিলল চার বাম হাতের মুক্তাটিও তাকে দিয়ে দেন।

খতীব বলেন ঃ এই পংক্তিগুলো আলী ইব্‌ন হারূন আল-বাহতারী মুতাওয়াক্কিল সম্পর্কে বলেছিলেন বলেও বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন আসাকির বর্ণনা করেন যে, আলী ইবনুল জুহ্‌ম বলেন ঃ মুতাওয়াক্কিল-এর পত্নী

ফাত্হিয়্যা তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। মহিলা তার গালে গালিয়া দ্বারা 'জা'ফর' লিখে রেখেছিল। খলীফা বিষয়টি নিরীক্ষণ করে দেখেন। তারপর নিম্নলিখিত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করলেন ঃ

وكاتبةٍ فى الخدِّ بالمِسْكِ جَعفرًا + بنفسى تَحُطُّ المسكَ من حيث اثّرا
لئن أودعتْ سَطرًا من المسكِ خدَّها + لقد أودعْت قلبى من الحبِّ أسْطُرا
فيا مَن مُناها فى السّريرةِ جعفرٌ + سقا اللّٰهُ من سُقيا ثناياكِ جعفَرا
ويا من لِمَمْلوكٍ بمالكِ يَمِينهِ + مطيعٌ له فيما اسرَّ وأظهرْا

"গণ্ডদেশে কস্তুরি দ্বারা 'জা'ফর' লিপিবদ্ধকারী মহিলার প্রতি আমার জীবন উৎসর্গ হোক। তুমি কস্তুরির দাগটা মুছে ফেল। সে যদি কস্তুরি দ্বারা নিজ গালে একটি স্থাপন করে থাকে, তো আমার অন্তর ভালবাসার হস্তে লিখেছ কয়েক লাইন। ওহে সেই ব্যক্তি, যার হৃদয়ে জা'ফরের কামনা বিদ্যমান, আল্লাহ্ তোমার দন্তরাজ দ্বারা জা'ফরকে পরিতৃপ্ত করুন। আমি তোমাকে কী বলব ? হে মাখলূক ! সে তো গোপনে-প্রকাশ্যে তারই অনুগত।"

খতীব বলেন ঃ তারপর খলীফা আদেশ করলে আরব তাঁকে গান গেয়ে শোনায়।

ফাত্হ ইব্ন খাকান বলেন ঃ আমি একদিন মুতাওয়াক্কিল-এর নিকট গমন করলাম। দেখলাম, তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে কি যেন ভাবছেন। আমি বললাম ঃ আমীরুল মু'মিনীন ! আপনাকে চিন্তিত দেখছি কেন ? আমি তো আল্লাহ্র শপথ করে বলতে পারি, পৃথিবীতে আপনার চেয়ে সুখী মানুষ আর নেই। তিনি বলেন ঃ আছে। সেই ব্যক্তি আমার চেয়েও সুখী, যার প্রশস্ত একটি ঘর আছে, একটি নেককার স্ত্রী আছে এবং আবশ্যক পরিমাণ সম্পদ আছে। সে আমাদেরকে চিনে না যে, আমরা তাকে কষ্ট দিব। আমাদের কাছে হাত পাতে না যে, আমরা তাকে তুচ্ছ করব।

মুতাওয়াক্কিল তাঁর প্রজাদের ভালবাসতেন এবং সুন্নাতের অনুসারীদের সাহায্যে এক পায়ে খাড়া থাকতেন। অনেকে মুরতাদ হত্যার ক্ষেত্রে তাঁকে আবূ বকর সিদ্দীক-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেননা, তিনি সত্যের সাহায্য করেছেন এবং সত্যের পুনরুত্থান ঘটিয়েছেন। ফলে, মানুষ দীনের পথে ফিরে এসেছিল। যখন তিনি বনূ উমাইয়ার যুলুমের মুকাবিলা করলেন, তখন মানুষ তাকে উমর ইব্ন আবদুল আযীয-এর সঙ্গে তুলনা করেছে। তিনি বিদ'আতের মূলোৎপাটন করে সুন্নাতের বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং সমাজে বিস্তার লাভ করার পর বিদআতী ও বিদআতকে নির্মূল করেছেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

তাঁর মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখে যে, তিনি একটি আলোর উপর বসে আছেন। লোকটি বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মুতাওয়াক্কিল ? তিনি বলেন ঃ মুতাওয়াক্কিল। আমি বললাম ঃ আপনার রব আপনার সাথে কী আচরণ করলেন ? তিনি বলেন ঃ তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমি বললাম ঃ কিসের উসিলায় ? তিনি বলেনঃ এই সামান্য সুন্নাতের উসিলায় আমি যা পুনর্জীবিত করেছিলাম।

খতীব সালিহ ইব্ন আহমদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সালিহ এক রাতে স্বপ্নে দেখেছেন, মুতাওয়াক্কিল মারা গেছেন, যেন একটি লোক তাঁকে নিয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে এবং বলছে ঃ

مَلِكٌ يُقَادُ الى مليكٍ عادلٍ + متفضّلٍ فى العفْوِ ليسَ بجائرِ

“এক রাজাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আরেক এমন ন্যায়পরায়ণ রাজার কাছে যিনি ক্ষমায় সকলের চেয়ে বড় এবং যিনি অত্যাচারী নন।”

খাতীব আমর ইব্‌ন শায়বান আল-হালবী থেকে বর্ণনা করেন যে, আমর বলেন ঃ আমি এক রাতে মুতাওয়াক্কিলকে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি বলছেন ঃ

يانائمَ العينِ فى أوطانِ جُثْمان + أفضْ دموعَكَ يا عمرو بن شيبانِ
أما ترى الفئة الارجاسَ ما فعلوا + بالهاشمىٍّ وبالفتحِ بن خاقانِ
وافى الى اللّٰه مظْلومًا فضجَّ له + أهلُ السمواتِ من مثْنى ووحدانِ
وسَوْفَ يأتيكم من بعده فتنٌ + توقّعوها لها شأنٌ من الشانِ
فابكوا على جعفرٍ وابكوا خليفتكم + فقدْ بكاهُ جميعُ الانسِ والجانِ

“দেহ জগতে ঘুমন্ত হে আমর ইব্‌ন শায়বান ! তুমি তোমার অশ্রু প্রবাহিত কর। তুমি কি শয়তান গোষ্ঠিকে দেখনি যে, তারা হাশেমী ও ফাত্‌হ ইব্‌ন খাকান-এর সঙ্গে কী আচরণ করেছে ? তিনি মযলূম অবস্থায় মহান আল্লাহ্‌র নিকট গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ফলে আকাশের অধিবাসীদের দু'জন দু'জন ও একজন একজন করে তাঁর জন্য চীৎকার করে। অদূর ভবিষ্যতে তাঁর পরে তোমাদের নিকট প্রত্যাশিত বিপর্যয় নেমে আসবে, যার আলাদা আলাদা ধরণ থাকবে। কাজেই, তোমরা জা'ফর-এর জন্য ক্রন্দন কর। ক্রন্দন কর তোমাদের খলীফার জন্য। তার জন্য ক্রন্দন করেছে মানুষ ও জিন।”

আমর ইব্‌ন শায়বান আল-হালবী বলেন ঃ রাত পোহালে আমি মানুষকে আমার স্বপ্ন সম্পর্কে অবহিত করি। ঠিক তখনই সেই রাতে মুতাওয়াক্কিল-এর খুন হওয়ার সংবাদ আসে।

আমর বলেন ঃ তার এক মাস পর আমি স্বপ্নে দেখলাম, মুতাওয়াক্কিল আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছেন ? তিনি বলেন ঃ তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কিসের উসিলায় ? তিনি বলেন ঃ এই সামান্য যা সুন্নাত পুনর্জীবিত করেছিলাম তার উসিলায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তা এখানে আপনি কী করছেন ? বলেন ঃ আমার ছেলে মুহাম্মদ-এর অপেক্ষা করছি। আমি সহনশীল, মহান ও মহানুভব আল্লাহ্‌র সমীপে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব।

একটু আগেই আমরা তাঁর নিহত হওয়ার ধরণ উল্লেখ করেছি যে, তিনি এই বছর তথা দুইশ সাতচল্লিশ হিজরী সনের শাওয়াল মাসের চার তারিখ বুধবার রাতে মাহূযিয়ায় নিহত হয়েছিলেন বুধবারই তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং জা'ফারিয়ায় দাফন করা হয়। তখন তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর।

তাঁর খিলাফতকাল ছিল চৌদ্দ বছর দশ মাস কয়েকদিন। তিনি ছিলেন গৌর বর্ণ, চক্ষুদ্বয় সুন্দর, ক্ষীণ দেহ ও হালকা চোয়ালবিশিষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত বেটে। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

মুহাম্মদ আল-মুনতাসির ইবনুল মুতাওয়াক্কিল-এর খিলাফত

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাম্মদ আল-মুনতাসির ইবনুল মুতাওয়াক্কিল এবং একদল আমীর মিলে আক্রমণ করে তাঁর পিতা মুতাওয়াক্কিলকে হত্যা করেছিল। মুতাওয়াক্কিল নিহত হওয়ার পর পরই রাতে মুহাম্মদ আল-মুনতাসির-এর হাতে খিলাফতের বায়আত অনুষ্ঠিত হয়। শাওয়াল মাসের চার তারিখ বুধবার সকালে জন-সাধারণের নিকট থেকে তাঁর বায়আত গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর ভাই মু'তাযকে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। মু'তায ও তার হাতে বায়আত নেন। বলা বাহুল্য যে, মু'তায-ই ছিলেন তাঁর পিতার পর ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু, মুনতাসির তাঁকে বাধ্য করেন ও ভয় দেখান। ফলে তিনি আত্মসমর্পণ করে বায়আত নেন।

বায়আত পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর মুহাম্মদ আল-মুনতাসির সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন, তাহল তিনি ফাত্হ ইব্ন খাকান-এর উপর পিতৃহত্যার দায় আরোপ করেন এবং তাকে ও হত্যা করেন। তারপর তিনি বিভিন্ন প্রান্তে বায়আত গ্রহণের অভিযান প্রেরণ করেন।

খিলাফত লাভের দ্বিতীয় দিন তিনি বনূ হাশিম-এর গোলাম আবূ আমুরা আহমদ ইব্ন সাঈদকে শাস্তি-নির্যাতনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন ঃ

يَاضَيْعَةَ الاسلامِ لما وَلِى + مظالمَ الناسِ أبو عَمْرَةَ
صُبِّرٌ مأمونًا على أمَّةٍ + وليسَ مأمُوْنًا على بَعْرَه

"হায় ইসলামের ধ্বংস ! আবূ আমুরাকে কেন মানুষ নির্যাতনের দায়িত্ব অর্পণ করা হল ! যে লোকটি পশুর একটি বিষ্ঠার আমানতদার হতে পারে না, তাকে উম্মতের আমানতদার বানানো হল।"

মুহাম্মদ আল-মুনতাসির-এর বায়আত গ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল মুতাওয়াক্কিলিয়ায় যার নাম মাহূযা। এখানে দশদিন অবস্থান করার পর তিনি ও সকল পারিষদ সেখান থেকে ছামিরায় চলে যান।

এ বছরের যুলহাজ্জা মাসে মুনতাসির তাঁর চাচা আলী ইবনুল মু'তাসিমকে ছামিরা থেকে বাগদাদ প্রেরণ করেন এবং তাকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। এ বছর মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান আয-যায়নাবী মানুষকে হজ্জ করান।

এ বছর মৃত্যুমুখে পতিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কয়েকজন হলেন ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ আল-জাওহারী, সুফিয়ান ইব্ন ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ্, সালামা ইব্ন শাবীব ও আবূ উসমান আল-মাযিনী আন-নাহ্বী।

আবূ উসমান আল-মাযিনী আন-নাহ্বী

নাম বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন উসমান আল-বসরী। তৎকালের নাহুর ইমামদের ওস্তাদ ছিলেন। তিনি ইল্মে নাহু অর্জন করেছেন আবূ উবায়দা, আসমাঈ ও আবূ যায়দ আল-আনসারী প্রমুখ থেকে। তাঁর থেকে গ্রহণ করেছেন আবুল আব্বাস আল-মুবাররাদ। ইনি তাঁর থেকে উত্তমরূপে ইল্মে নাহু শিক্ষা লাভ করেছেন।

ইল্‌মে নাহু বিষয়ে অনেক রচনা রয়েছে। তাকওয়া দুনিয়াবিমুখিতা ও বিশ্বস্ততায় তিনি ফকীহ্‌গণের তুল্য ছিলেন। মুবাররাদ বর্ণনা করেন যে, এক যিম্মী তাঁর নিকট আবেদন জানায়, "আপনি আমাকে সিবওয়াইহ্‌-এর কিতাবটি পড়ান, আমি আপনাকে একশ দীনার প্রদান করব। কিন্তু, তিনি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পরে এক ব্যক্তি এ ব্যাপারে তাকে তিরস্কার করলে তিনি বলেন ঃ আমি কিতাবটি পড়িয়ে পারিশ্রমিক নিতে অস্বীকার এ জন্য করেছি যে, তাতে কুরআনের বহু আয়াত রয়েছে। ঘটনাক্রমে কিছুদিন পর এক দাসী ওয়াসিক-এর দরবারে গান গাইল ঃ

أَظَلُوْمُ اِنَّ مُصَابَكُمْ رَجُلاً + رَدَّ السَّلاَمِ تَحِيَّةً ظُلْمٌ

ওয়াসিক-এর দরবারের লোকেরা এই পঙক্তিটির اعراب। এ দ্বিমত পোষণ করলেন যে, رَجُلاً শব্দটি مرفوع হবে নাকি منصوب এবং কী কারণে ? তা ছাড়া শব্দটি اسم নাকি অন্য কিছু ? দাসী জোর দিয়ে বলল যে, এই পঙক্তিটি তাকে মা'যিনী মুখস্থ করিয়েছে এবং এভাবেই করিয়েছে।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ ফলে খলীফা মা'যিনীকে ডেকে পাঠান। তিনি ক্রমে খলীফার সম্মুখে উপস্থিত হলে খলীফা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনি কি মা'যিনী ? বলেন ঃ হ্যাঁ। খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কোন মা'যিনী ? মা'যিন তামীন, নাকি মা'যিন রবীআ, নাকি মাযিন কাইস ? মা'যিনী বলেন ঃ আমি বললাম ঃ মা'যিন রবীআর। এবার তিনি আমার সঙ্গে আমার ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন। তিনি বলেন ঃ باسمك ؟ (তোমার নাম কি) তাঁরা মীমকে বা-এ এবং বাকে মীমে রূপান্তরিত করে উচ্চারণ করতেন। আমি مكر বলা অপসন্দ করলাম। তাই বললামঃ بكر (আমার নাম বকর) কিন্তু আমার مكر না বলে بكر বলায় তিনি বিস্মিত হলেন তিনি আমার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছেন। এবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ رَجُلاً -এ নসব হল কিসের ভিত্তিতে ? আমি বললাম ঃ কেননা بمصابكم رَجُلاً মাসদার-এর মা'মূল।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ শুনে ইয়াযীদী তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করতে লাগলেন। কিন্তু, দলীল- প্রসঙ্গে মা'যিনী তাকে হারিয়ে দিলেন। ফলে খলীফা তাকে এক হাজার দীনার পুরস্কার প্রদান করে স্বসম্মানে পরিবারের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে মহান আল্লাহ্ তাঁকে পবিত্র কুরআন পাঠের বিনিময়ে একশ দিরহাম প্রত্যাখ্যান করার বিনিময়ে এক হাজার দিরহাম দান করলেন। এ হাজার দীনার হল শত দীনারের দশগুণ।

মুবাররাদ বর্ণনা করেন যে, মা'যিনী বলেছেন ঃ আমি এক ব্যক্তিকে সিবওয়াইহ-এর কিতাবটি আদ্যোপান্ত শোনালাম। শেষ হওয়ার পর লোকটি বলল ঃ শায়খ ! আপনাকে তো মহান আল্লাহ্ উত্তম বিনিময় দান করবেন। আর আমি ? আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি এর একটি বর্ণও বুঝিনি।

মা'যিনী এই বছর মৃত্যুমুখে পতিত হন। কেউ কেউ বলেন ঃ দুইশ আটচল্লিশ হিজরী সনে।

২৪৮ হিজরীর সূচনা

এ বছর মুনতাসির রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ওয়াসিক তুর্কীকে সায়িফায় প্রেরণ করেন। কেননা, রোমের বাদশাহ্ শাম আক্রমণের মনস্থ করেছিল। তখনই মুনতাসির ওয়াসিককে প্রস্তুত করেন এবং তার সঙ্গে পাথেয় ও বহু সৈন্য প্রস্তুত করে দেন। তিনি ওয়াসিককে নির্দেশ প্রদান করেন, যেন রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে অবসর নেওয়ার পর চার বছর সীমান্তে অবস্থান করেন। ওদিকে ইরাকের নায়িব মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির তাকে বিশাল এক পত্র লিখেন যাতে মানুষকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহী করে তোলার নিমিত্ত জিহাদ বিষয়ক বহু আয়াত উল্লেখ করেছেন।

এ বছরের সফর মাসের তেইশ তারিখ শনিবার রাতে আবদুল্লাহ্ আল-মু'তায ও মুআয়্যিদ ইবরাহীম খিলাফতের দাবী প্রত্যাহারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। তারা খিলাফতের দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং ঘোষণা দেন যে, মুসলমানরা তাদের বায়আত থেকে মুক্ত। তারা এ কাজটা করেছেন তাদের ভাই মুনতাসির তাদেরকে হুমকি দেওয়ার এবং হত্যার ভয় দেখানোর পর। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তার ছেলে আবদুল ওয়াহ্হাবকে ক্ষমতাসীন করা। তিনি এ কাজটা করেছিলেন তুর্কি আমীরদের ইংগিতে। তিনি প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিচারপতি, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে এ প্রসঙ্গে ভাষণ প্রদান করেন এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন অঞ্চলে পত্র লিখেন, যাতে মানুষ এ ব্যাপারে অবগতি লাভ করে এবং ইমামগণ মিম্বরে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে খুতবা দান করেন। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাঁর কর্মকাণ্ডের উপর ক্ষমতাবান। মুনতাসির চাইলেন আবদুল্লাহ্ ও মুআয়্যিদ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে ছেলের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু, তাকদীর তা প্রত্যাখ্যান করল ও তার বিরোধিতা করল। মুনতাসির তাঁর পিতার নিহত হওয়ার তার ছয়টি মাসও পূর্ণ করতে পারল না। এ বছর সফর মাসের শেষ দিকে মুনতাসির রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং এই রোগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মুনতাসির স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি সিঁড়ি বেয়ে উপরে আরোহণ করছেন। এভাবে তিনি পঁচিশতম সিঁড়ির শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলেন। পরে তিনি এক স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারীকে ঘটনাটি জানালে তিনি বলেন ঃ আপনি পঁচিশ বছর খিলাফতের মসনদে আসীন থাকবেন। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এর ব্যাখ্যা হল, তিনি পঁচিশ বছর বেঁচে থাকবেন। আর এ বছরই তাঁর বয়স পঁচিশ বছর পূর্ণ হল।

কতিপয় লোক বর্ণনা করেন যে, আমরা একদিন মুনতাসির-এর নিকট গমন করলাম। দেখলাম, তিনি কাঁদছেন এবং সজোরে নিঃশ্বাস ফেলছেন। তাঁরই এক সহচর তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতা মুতাওয়াক্কিলকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ তোমার ধ্বংস হোক হে মুহাম্মদ ! তুমি আমাকে খুন করেছ, আমার উপর অত্যাচার করেছ এবং আমার থেকে আমার খিলাফত ছিনিয়ে নিয়েছ। আল্লাহ্‌র শপথ ! আমার পরে তুমি স্বল্প ক'টা দিন ব্যতীত খিলাফতের স্বাদ উপভোগ করতে পারবে না। তারপর তোমাকে জাহান্নামে চলে যেতে হবে। মুনতাসির বলেন ঃ এখন আমি আমার চক্ষু ও ভীতি কোনটিই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। শুনে তাঁর ধাপ্পাবাজ সঙ্গীরা– যারা মানুষকে প্রতারণা করে বেড়ায় এবং মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়– বলল ঃ এটি একটি স্বপ্ন। স্বপ্ন সত্যও হয়। মিথ্যাও হয়। আপনি

আমাদের সঙ্গে মদের আসরে চলুন ; আপনার চিন্তা-অস্থিরতা দূর হয়ে যাবে। মুনতাসির মদের আদেশ করলেন। মদ হাযির করা হল। সহচররা আসলেন। তিনি ভগ্ন সাহসে মদ পান শুরু করলেন। অবশেষে এই ভাঙ্গা মন নিয়েই তিনি মারা গেলেন।

মুহাম্মদ আল-মুনতাসির যে রোগে মারা যান, সেটি কী রোগ ছিল, সে ব্যাপারে ইতিহাসবিদ-দের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ রোগটি ছিল মাথায়। তার জন্য তাঁর নাকে তেল দেওয়া হল। সেই তেল তাঁর মস্তিষ্কে পৌঁছার পরই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

কেউ বলেন ঃ রোগটি ছিল, তার যকৃত ফুলে গিয়েছিল। এই ফোলা পৌঁছে যায় হৃদপিণ্ড পর্যন্ত সেখানে পৌঁছে গেলে তিনি মারা যান। কেউ বলেন ঃ বরং তিনি কণ্ঠনালীর প্রদাহে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই প্রদাহ দশদিন থাকে। তারপর তার মৃত্যু হয়। কেউ বলেন ঃ না, বরং হাজ্জাম তাঁকে বিষাক্ত চাকু দ্বারা সিঙ্গা লাগায়। আর সেদিনই তার মৃত্যু হয়।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ আমার এক বন্ধু আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, এই হাজ্জাম যখন বাড়ি ফিরে, তখন সে জ্বরাক্রান্ত ছিল। সে তার এক শিষ্যকে ডেকে তাকে সিঙ্গা লাগাতে বলে। শিষ্য গুরুর যন্ত্রপাতি নিয়ে তা দ্বারা তাকে সিঙ্গা দিল। সে জানত না যে, এই যন্ত্র বিষাক্ত। আর আল্লাহ্ হাজ্জামকেও বিষয়টি ভুলিয়ে দিয়েছেন। ফলে তারও মনে ছিল না। ইতিমধ্যে শিষ্য সিঙ্গা দেওয়ার কাজ সমাপ্ত করে ফেলেছে এবং তার ভিতরে বিষ ক্রিয়া করে ফেলেছে। তখনই হাজ্জাম অসীয়ত করে এবং সেদিনই সে মারা যায়।

ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, মুনতাসির যে রোগে মারা যান, সে রোগে আক্রান্ত থাকা অবস্থায় তাঁর মা তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার অবস্থা কেমন ? তিনি বলেন ঃ আমার দুনিয়া-আখিরাত দু-ই শেষ হয়ে গেছে।

কথিত আছে যে, মুনতাসির যখন পুরোপুরি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং জীবন থেকে নিরাশ হয়ে যান, তখন তিনি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন ঃ

فما فَرِحتْ نفسى بِدُنيا أصَبْتُهَا + ولكنْ الى الربُّ الكريمِ أصيرُ -

আমি যে জগতটা অর্জন করেছিলাম, আমার হৃদয় তা দ্বারা আনন্দিত হয়নি। আমি বরং মহান রব-এর নিকটই ফিরে যাচ্ছি।

মুহাম্মদ আল-মুনতাসির ইবনুল মুতাওয়াক্কিল এ বছরের রবীউল আখির মাসের পঁচিশ তারিখ রবিবার দিন আসরের সময় মারা যান। তখন তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ বছর। কারো কারো মতে পঁচিশ বছর ছয় মাস। তবে এতে কোন দ্বি-মত নেই যে, তিনি খিলাফতের মসনদে অধিষ্টিত ছিলেন ছয় মাস– তার বেশী নয়।

ইব্‌ন জারীর তাঁর কোন এক সঙ্গী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মুনতাসির যখন খিলাফতের মসনদে আসীন হন, তখন মানুষ বলাবলি করতে শুরু করেছিল যে, তিনি ছয় মাসের বেশী ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না। খিলাফতের জন্য যারা আপন পিতাকে হত্যা করে, এটাই তাদের খিলাফতের মেয়াদ। যেমন ঃ শায়রুবিয়া ইব্‌ন কিসরা রাজত্বের জন্য পিতাকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে ছয় মাসই টিকে ছিলেন। মুনতাসির-এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটেছে।

মুহাম্মদ আল-মুনতাসির ছিলেন ডাগরচোখা, বেটে, ভয়ানক ও সুঠাম দেহ। ইনিই বনূ আব্বাস-এর প্রথম খলীফা, যিনি তাঁর মা হাবশিয়্যা আররূমিয়্যার ইংগিতে নিজের কবর চিহ্নিত করে যান।

তাঁর উত্তম বাণীর একটি হল, আল্লাহ্র শপথ ! কোন বাতিল কখনো সম্মান পায়নি, যদিও তার কপালে চন্দ্র উদয় হয়। আর কোন হকপন্থী কখনো লাঞ্ছিত হয়নি। যদিও সমগ্র জগত তার বিরুদ্ধে সমবেত হয়।

দশম খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (রাজস্ব)/২০০৯-২০১০/অঃসঃ/৪২১৫-৩২৫০